শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

(শ্রীমদ্‌যতীশ্বর-শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত গ্রন্থ-
সমূহের সমাবেশ)

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত।

বসুমতী কার্য্যালয়।

চতুর্থ সংস্করণ।

কলিকাতা, ১১৫।৪ নং গ্রে ষ্ট্রীট, "বসুমতী প্রেসে"
শ্রীপূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৩১৮

[মূল্য ৩৲ তিন টাকা।

ভগবান্ শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য।

১। পদ্মপাদাচার্য্য।
৩। হস্তামলকাচার্য্য।
২। তোটকাচার্য্য।
৪। সুরেশ্বরাচার্য্য।

বসুমতী প্রেস।

ভূমিকা।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালার পরিচয় প্রদান বাহুল্য মাত্র। যখন সৌগতগণ মেদিনীমণ্ডলে একাধিপত্য স্থাপন করিয়া বৈদিকী ক্রিয়ার বিলোপসাধন করে, আস্তিক্যবুদ্ধি জগৎ-সংসার হইতে একেবারে অপহৃত হয়, যাগযজ্ঞে মানবগণের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আস্থার লেশমাত্র থাকে না। তখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুদয় দেখিয়া কৈলাসপতি শঙ্করাচার্য্যরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন। তাঁহার প্রভাবেই—তাঁহার বিচারবলেই বৌদ্ধগণ নিরস্ত, পরাভূত ও সর্ব্বথা পলায়িত হইলে, জগতে পুনরায় বেদমত প্রবল হইয়া উঠে, মানবনিচয়ের হৃদয়ে আস্তিক্যবুদ্ধির উদয় হয়; সুতরাং সকলেই পুনরায় স্ব স্ব বর্ণাশ্রমবিহিত ধর্ম্ম-কর্ম্মানুষ্ঠানে সাগ্রহে ও সাদরে প্রবৃত্ত হয়।

কলিযুগে মানবগণ ক্ষীণায়ু এবং ক্রমশঃ ক্ষীণবুদ্ধি ও ক্ষীণজ্ঞান হওয়াতে বেদের গূঢ়মর্ম্ম বুঝিতে তাহাদিগকে অক্ষম দেখিয়া মহাযোগী শঙ্কর বেদের ভাষ্য প্রস্তুত করেন এবং পরিশেষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া জগৎ-সংসারের মহোপকারসাধন করিয়া গিয়াছেন। ঐ সকল গ্রন্থে ব্রহ্মপারিজ্ঞান, অদ্বৈতব্রহ্মতত্ত্ব প্রভৃতি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে প্রকটীকৃত হইয়াছে। অধুনা সেই সকল উপাদেয় গ্রন্থ এক প্রকার দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় আমরা বহুব্যয়ে দ্রাবিড়, কর্ণাট, কাশী প্রভৃতি স্থান হইতে হস্তলিখিত পুস্তিকা আনাইয়া সমস্তগুলির একত্র সমাবেশ করত প্রকাশিত করিলাম; এখন সাধারণে সাদরে গ্রহণ করিলেই সফলপ্রযত্ন হইব; ইতি।

বিনীত—

শ্রীউপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

সূচিপত্র সম্পূর্ণ।

সূচিপত্র।

শঙ্করাচার্য্যের গ্রন্থমালা

মোহমুদ্গার।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু তনুবুদ্ধিমনঃসু * বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্॥ ১॥
কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ॥ ২॥
মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা॥ ৩॥
নলিনীদলগতজলমতিতরলং, তদ্বজ্জীবনমতিশয়চপলম্।
ক্ষণমপি সজ্জনসঙ্গতিরেকা, ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥ ৪॥

রে মূঢ়! ধনাগমের তৃষ্ণা ত্যাগ কর; শরীরে, বুদ্ধিতে এবং মনে উহার প্রতি বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শন কর। তুমি নিজ কর্ম্মফলে যাহা লাভ করিতে পার, তাহাতেই চিত্তের পরিতোষ জন্মাও॥ ১॥

কে তোমার স্ত্রী? তোমার পুত্রই বা কে? এই সংসারের ব্যাপার অতি বিচিত্র। তুমি কাহার এবং কোথা হইতেই বা আসিলে? হে ভ্রাতঃ! এই নিগূঢ় তত্ত্ব চিন্তা কর॥ ২॥

ধনজনযৌবনগর্ব্ব পরিত্যাগ কর। কাল নিমেষমধ্যে এই সমুদায় হরণ করিয়া লয়। মায়াময় এই নিখিল জগৎ পরিত্যাগ করিয়া, পরব্রহ্মপদ বিদিত হইয়া তাহাতে আশু প্রবেশ করিতে যত্নবান্ হও॥ ৩॥

পদ্মপত্রস্থিত জলের ন্যায় জীবন অতীব চঞ্চল। ক্ষণকালের জন্যও সাধুসঙ্গই কেবল সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইবার একমাত্র নৌকাস্বরূপ॥ ৪॥

---

* "কুরু তনুবুদ্ধে মনসি" এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। সে স্থলে "হে তনুবুদ্ধে! মনে তাঁহার প্রতি বিতৃষ্ণভাব প্রদর্শন কর" এইরূপ অর্থ বোদ্ধব্য।

যাবজ্জননং তাবন্মরণং, তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।
ইতি সংসারে স্ফুটতরদোষঃ, কথমিহ মানব তব সন্তোষঃ ॥ ৫ ॥
দিনযামিন্যৌ সায়ম্প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ ॥ ৬ ॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দন্তবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
করধৃতকম্পিতশোভিতদণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাভাণ্ডম্ ॥ ৭ ॥
সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহ-ভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ ॥ ৮ ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্ ॥ ৯ ॥

যখন জন্মগ্রহণ হইল, তখনই তাহার মরণ পশ্চাদ্‌গামী হইয়াছে এবং মৃত্যুর পশ্চাৎ পুনর্ব্বার জননীজঠরে প্রবেশ করিতে হইবে। সংসারে এই প্রকাশ্যরূপ দোষ দৃষ্ট হইতেছে; অতএব হে মানব! তোমার ইহাতে সন্তোষের বিষয় কি আছে? ৫ ॥

দিন যাইতেছে, রাত্রি আসিতেছে, সন্ধ্যা গত হইতেছে, প্রাতঃকাল আবার উপস্থিত হইতেছে; শিশির এবং বসন্ত প্রভৃতি ঋতু-সকলের পুনঃ পুনঃ পরিবর্ত্তন হইয়া আসিতেছে; কাল ক্রীড়া করিতেছে; জীবের পরমায়ু দিন দিন গত হইতেছে; তথাপি আশাবায়ুর কিছুতেই বিরাম হইতেছে না। ॥ ৬ ॥

শরীর গলিত হইতেছে, শিরোদেশ পলিত হইয়া পড়িতেছে, মুখমণ্ডল দন্তবিহীন হইয়া যাইতেছে, হস্তধৃত যষ্টিখানা হস্তের অবসন্নতাপ্রযুক্ত কম্পিত এবং স্খলিত হইতেছে। তথাপি আশাভাণ্ড পরিত্যক্ত হইতেছে না। ॥ ৭ ॥

দেবমন্দিরের অভ্যন্তরে কিংবা তরুতলে অবস্থিতি, ভূমিতলে শয্যা কিংবা মৃগচর্ম্ম পরিধান ও সর্ব্বপ্রকার পরিগ্রহ এবং ভোগসুখ-পরিত্যাগ, এ প্রকার বৈরাগ্য কাহার প্রীতি উৎপাদন না করে? ৮ ॥

শত্রু এবং মিত্র, পুত্র অথবা বন্ধুলোক, ইহাদিগের সকলেরই প্রতি সমান যত্ন করিবে, কাহারও প্রতি ন্যূনাতিরেক বোধ করিবে না; বিগ্রহ কিংবা সন্ধি উভয়েই সমান যত্ন করিবে, যদি তুমি অচিরে বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা কর, তবে সর্ব্বত্র সমভাবে দৃষ্টি করিবে ॥ ৯ ॥

অষ্ট কুলাচলাঃ সপ্ত সমুদ্রাঃ, ব্রহ্মপুরন্দরদিনকররুদ্রাঃ।
ন ত্বং নাহং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ॥ ১০॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বং পশ্যাত্মন্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ১১॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ॥ ১২॥
অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা কথিতা নীতিঃ॥ ১৩॥
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
তদনু চ জরয়া জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং কোঽপি ন পৃচ্ছতি গেহে॥ ১৪॥

অষ্ট কুলাচল, সপ্ত সমুদ্র, ব্রহ্মা, দেবরাজ ইন্দ্র, দিবাকর, রুদ্রদেব, তুমি, আমি, এই লোক, কাহারও সহিত কাহারও সম্বন্ধ নাই; অতএব কি জন্য শোক করিতেছ? ১০॥

তোমাতে আমাতে এবং অন্যত্র সকল বস্তুতেই একমাত্র বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন; অতএব অসহিষ্ণু হইয়া আমার প্রতি কি জন্য কোপ করিতেছ? আত্মাকে অন্য আত্মা হইতে স্বতন্ত্র মনে করিও না এবং সর্ব্বভূতের আত্মাই তোমাতে দর্শন করিবে; সর্ব্বত্রই ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ করিবে॥ ১১॥

বালক ক্রীড়াতেই আসক্ত হইয়া দিনযাপন করিতেছে, তরুণবয়স্ক তরুণীতে অনুরক্ত হইয়া রহিয়াছে, বৃদ্ধ কেবল চিন্তাতেই মগ্ন হইয়া দিনযাপন করিতেছে; অতএব কেহই কোন সময়ে পরব্রহ্মে মন স্থির করিতে পারিতেছে না॥ ১২॥

অর্থকেই নিত্য অনর্থস্বরূপ চিন্তা কর, সত্যই ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। কেন না, ধনবান্দিগের পুত্র হইতেও ভীতিসঞ্চার হইতে দেখা যায়। এই নীতি সর্ব্বস্থলেই কথিত হইয়া থাকে॥ ১৩॥

যে পর্য্যন্ত তুমি অর্থ উপার্জ্জন করিতে সক্ষম থাকিবে, তত দিন নিজ পরিবার তোমাতে অনুরক্ত হইয়া থাকিবে। অনন্তর তোমার শরীর (বৃদ্ধাবস্থায়) জরাজীর্ণ হইলে যখন উপার্জ্জনে অক্ষম হইবে, তখন তোমার সংবাদ পর্য্যন্তও কেহ জিজ্ঞাসা করিবে না॥ ১৪॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং পশ্যতি কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥ ১৫ ॥
ষোড়শপজ্ঝটিকাভিরশেষঃ, শিষ্যাণাং কথিতোঽভ্যুপদেশঃ।
যেষাং নৈষ করোতি বিবেকং, তেষাং কঃ কুরুতামতিরেকম্ ॥ ১৬ ॥

মণিরত্নমালা।

অপার-সংসার-সমুদ্রমধ্যে, সম্মজ্জতো মে শরণং কিমস্তি।
গুরো কৃপালো কৃপয়া বদৈতদ্বিশ্বেশপাদাম্বুজদীর্ঘনৌকা ॥ ১ ॥
বদ্ধো হি কো যো বিষয়ানুরাগী, কা বা বিমুক্তির্ব্বিষয়ে বিরক্তিঃ।
কো বাস্তি ঘোরো নরকঃ স্বদেহস্তৃষ্ণাক্ষয়ঃ স্বর্গপদং কিমস্তি ॥ ২ ॥
সংসার-হৃৎ কঃ শ্রুতিজাত্মবোধঃ, কো মোক্ষহেতুঃ কথিতঃ স এব।
দ্বারং কিমেকন্নরকস্য নারী, কা স্বর্গদা প্রাণভৃতামহিংসা ॥ ৩ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিয়া, আমি কে, আত্মাকে এই ভাবে অনুসন্ধান করিবে। আত্মজ্ঞানবিহীন মূঢ় লোকেরাই নরকে নিমগ্ন হইয়া পচ্যমান হয় ॥ ১৫ ॥

ষোড়শ শ্লোক পজ্ঝটিকা ছন্দে লিখিত হইল। এই ছন্দ অনুসারে অশেষ শিষ্যদিগকে যে উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে, ইহাতেও যাহাদিগের উপদেশ না হয় অথবা বিবেকের উদয় না হইল, তাহাদিগের বিবেক জন্মিবার অন্য কি উপায় হইবে, বুঝিতে পারা যায় না ॥ ১৬ ॥

শিষ্য। দয়াময়! গুরুদেব! অপার সংসার-সমুদ্রে নিমগ্ন রহিয়াছি, আমার আশ্রয় কি, দয়া করিয়া আমাকে বলিয়া দিউন।

গুরু। বিশ্বনাথের পাদপদ্মরূপ দীর্ঘ নৌকাই তোমার আশ্রয় ॥ ১ ॥

আবদ্ধ কে?—যে বিষয়ানুরাগী। মুক্তি কি?—বিষয়ে বিরাগই মুক্তি। ভয়ানক নরক কি?—নিজদেহ। স্বর্গ কি?—বাসনাক্ষয় ॥ ২ ॥

কিসে সংসারবন্ধন ঘুচে?—শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান দ্বারা। মুক্তির—হেতু কি?—পূর্ব্বোক্ত শ্রুতিসম্মত আত্মজ্ঞান। নরক-প্রবেশের একমাত্র পথ কি?—নারী। কিসে স্বর্গলাভ হয়?—জীবের প্রতি অহিংসায় ॥ ৩ ॥

শেতে সুখং কস্তু সমাধিনিষ্ঠো, জাগর্ত্তি কো বা সদসদ্বিবেকী।
কে শত্রবঃ সন্তি নিজেন্দ্রিয়াণি, তান্যেব মিত্রাণি জিতানি যানি ॥ ৪ ॥
কো বা দরিদ্রো হি বিশালতৃষ্ণঃ, শ্রীমাংশ্চ কো যস্য সমস্ততোষঃ।
জীবন্মৃতঃ কস্তু নিরুদ্যমো যঃ, কো বাঽমৃতঃ স্যাৎ সুখদা নিরাশা ॥ ৫ ॥
পাশো হি কো যো মমতাভিমানঃ, সম্মোহয়ত্যেব সুরেব কা স্ত্রী।
কো বা মহান্ধো মদনাতুরো যো, মৃত্যুশ্চ কো বাপযশঃ স্বকীয়ম্ ॥ ৬ ॥
কো বা গুরুর্যো হি হিতোপদেষ্টা, শিষ্যস্তু কো যো গুরুভক্ত এব।
কো দীর্ঘরোগো ভব এব সাধো, কিমৌষধন্তস্য বিচার এব ॥ ৭ ॥
কিং ভূষণাদ্ভূষণমস্তি শীলং, তীর্থম্পরং কিং স্বমনো বিশুদ্ধম্।
কিমত্র হেয়ং কনকঞ্চ কান্তা, শ্রাব্যং সদা কিং গুরুবেদবাক্যম্ ॥ ৮ ॥
কে হেতবো ব্রহ্মগতেস্তু সন্তি, সৎসঙ্গতিদানবিচারতোষাঃ।
কে সন্তি সন্তোঽখিলবীতরাগা, অপাস্তমোহা শিবতত্ত্বনিষ্ঠাঃ ॥ ৯ ॥

সুখে থাকে কে ?—সমাধিনিষ্ঠ ব্যক্তি। জাগরিত কে ?—যাঁহার সদসদ্‌বিবেক আছে। কাহারা শত্রু ?—আপনার ইন্দ্রিয়গণই শত্রু। ইন্দ্রিয়গণ পরাজিত হইলে তাহারাই মিত্র হয় ॥ ৪ ॥

দরিদ্র কে ?—যাঁহার বলবতী আশা আছে। ধনী কে ?—যে সকল বিষয়েই সন্তুষ্টচিত্ত। কোন্ ব্যক্তি জীবন্মৃত ?—যে উৎসাহহীন। অমৃত কি ?—সুখদায়িনী নিরাশা ॥ ৫ ॥

সংসারে বদ্ধ হইবার পাশ কি ?—মমতার অভিমান। সুরা যেমন মত্ত করে, এমন আর কিসে মত্ত করে ?—নারী। মহান্ধ কে ?—যে অধিক কামাতুর। মৃত্যু কি ?—নিজের অপযশ ॥ ৬ ॥

গুরু কে ?—যিনি হিতোপদেশ দেন। শিষ্য কে ?—যে গুরুভক্ত। দীর্ঘকালস্থায়ী রোগ কি ?—পুনঃ পুনঃ ভবযন্ত্রণা। তাহা নিবারণের ঔষধ কি ?—সদসদ্‌বিচার ॥ ৭ ॥

অলঙ্কার অপেক্ষা উত্তম ভূষণ কি ?—সচ্চরিত্রতা। পরম তীর্থ কি ?—নিজের বিশুদ্ধ মন। কোন্ বস্তু হেয় ?—কামিনী এবং কাঞ্চন। সর্ব্বদা কি শ্রবণ করা উচিত ?—গুরুর উপদেশ এবং বেদবাক্য ॥ ৮ ॥

ব্রহ্মলাভের কি কি কারণ ?—সৎসঙ্গ, উপযুক্ত দান, সদসদ্‌বিচার এবং সন্তোষ। কাহাকে সাধু বলা যায় ?—সমস্ত বিষয়ে যিনি বীতরাগ হইয়াছেন, যিনি মোহশূন্য এবং যিনি ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনিই সাধু ॥ ৯ ॥

কো বা জ্বরঃ প্রাণভৃতাং হি চিন্তা, মূর্খোঽস্তি কো যস্তু বিবেকহীনঃ।
কার্য্যা প্রিয়া কা শিববিষ্ণুভক্তিঃ, কিং জীবনং দোষবিবর্জ্জিতং যৎ ॥ ১০ ॥
বিদ্যা হি কা ব্রহ্মগতি-প্রদা যা, বোধো হি কো যস্তু বিমুক্তি-হেতুঃ।
কো লাভ আত্মাবগমো হি যো বৈ, জিতং জগৎ কেন মনো হি যেন ॥ ১১ ॥
শূরান্মহাশূরতমোঽস্তি কো বা, মনোজবাণৈর্ব্যথিতো ন যস্তু।
প্রাজ্ঞো হি ধীরশ্চ সমশ্চ কো বা, প্রাপ্তো ন মোহো ললনাকটাক্ষৈঃ ॥ ১২ ॥
বিষাদ্বিষং কিং বিষয়াঃ সমস্তা, দুঃখী সদা কো বিষয়ানুরাগী।
ধন্যস্তু কো যস্তু পরোপকারী, কঃ পূজনীয়ঃ শিবতত্ত্ব-নিষ্ঠঃ ॥ ১৩ ॥
সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি কিন্ন কার্য্যং, কিংবা বিধেয়ং বিদুষা প্রযত্নাৎ।
স্নেহশ্চ পাপং পঠনঞ্চ ধর্ম্মাঃ, সংসারমূলং হি কিমস্তি চিন্তা ॥ ১৪ ॥
বিজ্ঞান্মহাবিজ্ঞতমোঽস্তি কো বা, নার্য্যা পিশাচ্যা ন চ বঞ্চিতো যঃ।
কা শৃঙ্খলা প্রাণভৃতাং হি নারী, দিব্যং ব্রতং কিঞ্চ সমস্তদৈন্যম্ ॥ ১৫ ॥

প্রাণিগণের জ্বর কি ?—চিন্তা। মূর্খ কে ?—যে অবিবেকী। সংসারে কাহাকে প্রিয় করিতে হইবে ?—শিব-বিষ্ণুভক্তি। প্রকৃত জীবন কিরূপ ?—যাহা দোষবিবর্জ্জিত ॥ ১০ ॥

বিদ্যা কি ?—যে বিদ্যা ব্রহ্মগতিপ্রদা। জ্ঞান কাহাকে বলে ?—যাহা মুক্তির হেতু। লাভ কাহাকে বলে ?—আত্মতত্ত্বজ্ঞান। কে জগৎ জয় করিয়াছে ?—যে মন জয় করিয়াছে ॥ ১১ ॥

বীর অপেক্ষা মহাবীর কে ?—যে স্মরশরে ব্যথিত হয় না। প্রাজ্ঞ, ধীর এবং সমদর্শনবিশিষ্ট কে ?—যে ললনার কটাক্ষে মোহিত হয় না ॥ ১২ ॥

বিষ অপেক্ষা বিষ কি ?—সকল প্রকার বিষয়। সর্ব্বদা দুঃখী কে ?—বিষয়ানুরাগী। ধন্য কে ?—যে পরোপকারী। পূজনীয় কে ?—যাহার শিবতত্ত্বে নিষ্ঠা আছে ॥ ১৩ ॥

সকল অবস্থায় জ্ঞানীদিগের অকর্ত্তব্য কি ?—স্নেহ আর পাপ। জ্ঞানীদিগের কর্ত্তব্য কি ?—সকল অবস্থায় বেদ-বেদান্ত-পাঠ ও ধর্ম্মকর্ম্ম। সংসারের মূল কি ?—চিন্তা ॥ ১৪ ॥

বিজ্ঞ অপেক্ষা মহাবিজ্ঞতম কে ?—যে ব্যক্তি পিশাচীস্বরূপা নারীদ্বারা বঞ্চিত হয় না। প্রাণিগণের শৃঙ্খল কি ?—নারী। দিব্য ব্রত কি ?—সকলের নিকটেই দীনভাব-প্রকাশ ॥ ১৫ ॥

জ্ঞাতুন্ন শক্যং চ কিমস্তি সর্বৈর্যোষিন্মনো যচ্চরিতং তদীয়ম্।
কা দুস্ত্যজা সর্ব্বজনৈর্দ্দুরাশা, বিদ্যাবিহীনঃ পশুরস্তি কো বা ॥ ১৬ ॥
বাসো ন সঙ্গঃ সহ কৈর্বিধেয়ো, মূর্খৈশ্চ নীচৈশ্চ খলৈশ্চ পাপৈঃ।
মুমুক্ষুণা কিং ত্বরিতং বিধেয়ং, সৎসঙ্গতির্নির্ম্মমতেশভক্তিঃ ॥ ১৭ ॥
লঘুত্বমূলঞ্চ কিমর্থিতৈব, গুরুত্বমূলং যদযাচনঞ্চ।
জাতো হি কো যস্য পুনর্ন জন্ম, কো বা মৃতো যস্য পুনর্ন মৃত্যুঃ ॥ ১৮ ॥
মূকোঽস্তি কো বা বধিরশ্চ কো বা, বক্তুং ন যুক্তং সময়ে সমর্থম্।
তথ্যং সুপথ্যং ন শৃণোতি বাক্যং, বিশ্বাসপাত্রং ন কিমস্তি নারী ॥ ১৯ ॥
তত্ত্বং কিমেকং শিবমদ্বিতীয়ং, কিমুত্তমং সচ্চরিতং যদস্তি।
ত্যাজ্যং সুখং কিং স্ত্রিয়মেব সম্যক্, দেয়ং পরং কিং ত্বভয়ং সদৈব ॥ ২০ ॥
শত্রোর্মহাশত্রুতমোঽস্তি কো বা, কামঃ সকোপোঽনৃতলোভতৃষ্ণাঃ।
ন পূর্য্যতে কো বিষয়ৈঃ স এব, কিং দুঃখমূলং মমতাভিধানম্ ॥ ২১ ॥
কিং মণ্ডনং সাক্ষরতা মুখস্য, সত্যঞ্চ কিং ভূতহিতং সদৈব।
কিং কর্ম্ম কৃত্বা ন হি শোচনীয়ং, কামারিকংসারিসমর্চ্চনাখ্যম্ ॥ ২২ ॥

পুরুষের পক্ষে কি জানা কঠিন ?—নারীর মন ও চরিত্র। জীব সহজে পরিহার করিতে পারে না কি ?—দুরাশা। পশু কে ?—যে ব্রহ্মবিদ্যা-বিহীন ॥১৬॥

কাহার সঙ্গ করা ও কাহার সহিত বাস করা অবিধেয় ?—মূর্খ, পাপী এবং খলের সহিত বাস অকর্ত্তব্য এবং তাহাদের সঙ্গ পরিত্যজ্য। মুমুক্ষুদিগের আশু কর্ত্তব্য কি ?—সৎসঙ্গ, নির্ম্মমতা এবং ঈশ্বরে ভক্তি ॥ ১৭ ॥

লঘুতার মূল কি ?—যাচ্ঞা। মহত্ত্বের মূল কি ?—অযাচ্ঞা। কাহার জন্ম সফল ?—যাহার পুনরায় জন্ম হইবে না। প্রকৃত মৃত কে ?—যাহার আর মৃত্যু হইবে না ॥ ১৮ ॥

মূক কে ?—সত্যকথা কহিবার সময় যে সত্য কহে না। কোন্ ব্যক্তি বধির ?—সৎকথা-শ্রবণে যাহার আস্থা নাই। বিশ্বাসের অযোগ্য কে ?—নারী ॥ ১৯ ॥

একমাত্র তত্ত্ব কি ?—অদ্বিতীয় শিবতত্ত্ব। উত্তম কি ?—সাধুচরিত্র। ত্যাজ্য সুখ কি ?—কামিনীসঙ্গ-সুখ। দিবার উপযুক্ত কি ?—অভয় ॥ ২০ ॥

শত্রুগণমধ্যে মহাশত্রু কে ?—কাম, ক্রোধ, লোভ, অসত্য ও তৃষ্ণা। তৃপ্ত হয় না কি ?—আশা। দুঃখের কারণ কি ?—মমতা ॥ ২১ ॥

আস্যশোভা কি ?—বিদ্যাবত্তা। প্রাণিগণের হিতকর কি ?—সত্য। কি কার্য্য করিলে আক্ষেপ করিতে হয় না ?—শিব এবং শ্রীকৃষ্ণের অর্চ্চনা করিলে ॥২২॥

কস্যাস্তি নাশে মনসো হি মোক্ষঃ, ক সর্ব্বথা নাস্তি ভয়ং বিমুক্তৌ।
শল্যং পরং কিং নিজমূর্খতৈব, কে কে হ্যুপাস্যা গুরুদেববৃদ্ধাঃ ॥ ২৩ ॥
উপস্থিতে প্রাণহরে কৃতান্তে, কিমাশু কার্য্যং সুধিয়া প্রযত্নাৎ।
বাক্কায়চিত্তৈঃ সুখদং যমঘ্নং, মুরারিপাদাম্বুজচিন্তনঞ্চ ॥ ২৪ ॥
কে দস্যবঃ সন্তি কুবাসনাখ্যাঃ, কঃ শোভতে যঃ সদসি প্রবিষ্টঃ।
মাতেব কা বা সুখদা সুবিদ্যা, কিমেধতে দানবশাৎ সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥
কুতো হি ভীতিঃ সততং বিধেয়া, লোকাপবাদাদ্ভবকাননাচ্চ।
কো বাতিবন্ধুঃ পিতরশ্চ কে বা, বিপৎসহায়ঃ পরিপালকা যে ॥ ২৬ ॥
বুদ্ধা ন বোধ্যং পরিশিষ্যতে কিং, শিবপ্রসাদং সুখবোধরূপম্।
জ্ঞাতে তু কস্মিন্ বিদিতং জগৎ স্যাৎ, সর্ব্বাত্মকে ব্রহ্মণি পূর্ণরূপে ॥ ২৭ ॥
কিং দুর্ল্লভং সদ্গুরুরস্তি লোকে, সৎসঙ্গতির্ব্রহ্মবিচারণা চ।
ত্যাগো হি সর্ব্বস্য শিবাত্মবোধঃ, কো দুর্জ্জয়ঃ সর্ব্বজনৈর্ম্মনোজঃ ॥ ২৮ ॥
পশোঃ পশুঃ কো ন করোতি ধর্ম্মং, প্রাচীনশাস্ত্রেঽপি ন চাত্মবোধঃ।
কিন্তদ্বিষন্তাতি সুধোপমং স্ত্রী, কে শত্রবো মিত্রবদাত্মজাদ্যাঃ ॥ ২৯ ॥

কিসের বিনাশে মোক্ষ হয়?—বিকারাত্মক মনের বিনাশে। কোথায় একেবারে নির্ভয় হওয়া যায়?—বিমুক্তিতে। অতিশয় দুঃখ কি?—নিজের মূর্খতা। কোন্ কোন্ ব্যক্তির সেবা করা কর্ত্তব্য?—গুরু, দেব ও প্রাচীন ব্যক্তির ॥২৩॥

আসন্নকাল উপস্থিত হইলে সুধী ব্যক্তির আশু কর্ত্তব্য কি?—শরীর, মন এবং বাক্যের দ্বারা যমভয়বারণ সুখদ হরিপাদপদ্ম স্মরণ করা কর্ত্তব্য ॥ ২৪ ॥

কাহারা দস্যু?—নিজ কুবাসনানিচয়। সভাস্থলে শোভা পায় কে?—সদ্বিদ্বান্। জননীর ন্যায় সুখদায়িনী কে?—সুবিদ্যা। কোন্ বস্তু দান করিলেও ক্ষয় হয় না?—সুবিদ্যা ॥ ২৫ ॥

সতত কাহা হইতে ভীত হইবে?—লোকনিন্দা ও সংসারারণ্য হইতে। পরম সুহৃদ্ কে?— বিপদ্কালে সাহায্য দাতা। পিতা কাহারা?—প্রতিপালকগণ॥২৬॥

কোন্ বোধ হইলে অন্যবোধের আবশ্যক হয় না?—শিবের প্রসন্নতারূপ দিব্যসুখবোধ হইলে। কাহাকে জানিতে পারিলে জগৎসম্বন্ধীয় কিছুই অগোচর থাকে না?—সর্ব্বাত্মা পূর্ণব্রহ্মকে জানিতে পারিলে ॥ ২৭ ॥

দুর্ল্লভ কি?—সদ্গুরু, সাধুসঙ্গ ও ব্রহ্মবিচারণা। সর্ব্বত্যাগের হেতু কি?—'স্বয়ং শিব' এই বোধ। সকলের পক্ষে দুর্জ্জয় কি?—কাম ॥ ২৮ ॥

পশু অপেক্ষা মহাপশু কে?—যে ব্যক্তির আত্মজ্ঞান নাই, অথচ যে প্রাচীন-

বিদ্যুচ্চলং কিং ধনযৌবনায়ুর্দানং পরং কিং চ সুপাত্রদত্তম্।
কণ্ঠং গতৈরপ্যসুভির্ন কার্য্যং, কিং কিং বিধেয়ং মলিনং শিবার্চ্চা ॥৩০॥
অহর্নিশং কিং পরিচিন্তনীয়ং, সংসারমিথ্যাত্বশিবাত্মতত্ত্বম্।
কিং কর্ম্ম যৎ প্রীতিকরং মুরারেঃ, ক্বাস্থা ন কার্য্যা সততং ভবাব্ধৌ ॥৩১॥
কণ্ঠং গতা বা শ্রবণং গতা বা, প্রশ্নোত্তরাখ্যা মণিরত্নমালা।
তনোতু মোদং বিদুষাং সুরম্যং, রমেশগৌরীশকথেব সদ্যঃ ॥ ৩২ ॥

মণিরত্নমালা সমাপ্তা ॥

বিজ্ঞান-নৌকা।

ওঁ তপোযজ্ঞদানাদিভিঃ শুদ্ধবুদ্ধির্বিরক্তো নৃপাদৌ পদে তুচ্ছবুদ্ধ্যা।
পরিত্যজ্য সর্ব্বং যদাপ্নোতি তত্ত্বং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ১ ॥

শাস্ত্রমতে ধর্ম্মানুষ্ঠানও করে না। কোন্ বিষ অমৃততুল্য বোধ হয়?—রমণী। মিত্রবৎ শত্রু কে?—পুত্র, কন্যা, জায়া প্রভৃতি ॥ ২৯ ॥

চপলার ন্যায় ক্ষণস্থায়ী কি?—ধন, যৌবন এবং জীবন। সকল প্রকার দান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কি?—সুপাত্রে দান। কণ্ঠাগত-প্রাণ হইলেও অকর্ত্তব্য কি?—যাহাতে অধর্ম্ম হয়। পাপী ব্যক্তির কর্ত্তব্য কি?—পতিতপাবন বিশ্বনাথের আরাধনা ॥ ৩০ ॥

অহর্নিশি ধ্যেয় কি?—সংসার অসত্য, শিবজ্ঞান সত্য। উত্তম কর্ম্ম কি?—যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন। কিসের প্রতি সর্ব্বদা অনাস্থা হইলে মঙ্গল?—অনিত্য সংসারে ॥ ৩১ ॥

হরিকথা বা শিবকথা শুনিলে যেমন সদ্য আনন্দ বোধ হয়, সেইরূপ প্রশ্নোত্তরক্রমে কথিত এই "মণিরত্নমালা" কণ্ঠগত বা শ্রবণগত হইয়া সুধীগণের সুরম্য আনন্দ উৎপাদন করুক ॥ ৩২ ॥

মণিরত্নমালা সম্পূর্ণ ॥

তপ ও যজ্ঞদানাদি দ্বারা শুদ্ধবুদ্ধি ও রাজপদ ইত্যাদিকে তুচ্ছ বিবেচনা করিয়া আসক্তিহীন হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে স্বরূপ-তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই তত্ত্বপদস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ১ ॥

দয়ালুং গুরুং ব্রহ্মনিষ্ঠং প্রশান্তং, সমারাধ্য ভক্ত্যা বিচার্য্য স্বরূপম্।
যদাপ্নোতি তত্ত্বং নিদিধ্যাস্য বিদ্বান্, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ২ ॥
যদানন্দরূপং প্রকাশস্বরূপং, নিরস্তপ্রপঞ্চং পরিচ্ছেদশূন্যম্।
অহংব্রহ্ম বৃত্ত্যৈকগম্যং তুরীয়ং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৩ ॥
যদজ্ঞানতো ভাতি বিশ্বং সমস্তং, বিনষ্টং স চাপি যদাত্মপ্রবোধঃ।
মনোবাগতীতং বিশুদ্ধং বিমুক্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৪ ॥
নিষেধে কৃতে নেতি নেতীতি বাক্যে, সমাধিস্থিতানাং যদাভাতি পূর্ণম্।
অবস্থাত্রয়াতীতমদ্বৈতমেকং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৫ ॥
যদানন্দলেশৈঃ সদানন্দি বিশ্বং, যদাভাতি সত্ত্বে তদাভাতি সর্ব্বম্।
যদালোচনে হেমমন্যৎ সমস্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৬ ॥
অনন্তং বিভুং সর্ব্বযোনিং নিরীহং, শিবসঙ্গহীনং যদোঙ্কারগম্যম্।
নিরাকারমত্যুজ্জ্বলং মৃত্যুহীনং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৭ ॥

ভক্তি পূর্ব্বক দয়ালু প্রশান্ত ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর আরাধনা, স্বরূপবিচার এবং নিদিধ্যাসন (ধ্যানের) দ্বারা বিদ্বান্ ব্যক্তি যে স্বরূপ তত্ত্বপদ প্রাপ্ত হন, সেই তত্ত্বস্বরূপ নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ২ ॥

যিনি আনন্দস্বরূপ স্বপ্রকাশ—যাঁহার অংশ কল্পনা করা যায় না, যাঁহাকে জগৎপ্রপঞ্চ স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি তিন অবস্থার অতীত এবং 'আমি ব্রহ্ম' এই একমাত্র তত্ত্ববৃত্তি দ্বারা যাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৩ ॥

যে আত্মজ্ঞান অভাবে সমস্ত জগতের অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যে আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে জগতের অস্তিত্ব উপলব্ধি হয় না, সেই আত্মজ্ঞানস্বরূপ শুদ্ধ, মুক্ত, মন ও বাক্যের অতীত নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৪ ॥

'ইহা ব্রহ্ম নহে, ইহা ব্রহ্ম নহে,' এইরূপ উপনিষদুক্ত নিষেধ নির্দ্ধারণ দ্বারা ব্রহ্মপদার্থ-নির্দ্ধারণকারী সমাধিমগ্ন ঋষিদিগের প্রজ্ঞায় যিনি পূর্ণরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি এক, অদ্বিতীয় এবং জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অতীত, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৫ ॥

যাঁহার আনন্দকণামাত্রে সমস্ত বিশ্ব আনন্দময়, যিনি আত্মায় প্রকাশিত, যাঁহার সত্তায় সমস্ত প্রকাশ এবং যে স্থানে সমস্তই হেমময় উজ্জ্বল জ্যোতিঃস্বরূপ, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৬ ॥

যিনি অনন্ত, বিভু এবং সর্ব্বযোনি অথচ সর্ব্বচেষ্টারহিত শিব; নিঃসঙ্গ আর

যদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নঃ পুমান্ স্যাদ্‌বিদ্যাবিলাসসমস্তপ্রপঞ্চম্।
তদা ন স্ফুরত্যদ্ভুতং যৎ নিমিত্তং, পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৮ ॥
স্বরূপানুসন্ধানরূপস্তুরীয়ঃ. পঠেদাদরাদ্ভক্তিভাবো মনুষ্যঃ।
শৃণোতি বা নিত্যং মদ্‌যুক্তচিত্তো, ভবেদ্বিষ্ণুরত্রৈব বেদপ্রমাণাৎ।
পরং ব্রহ্ম নিত্যং তদেবাহমস্মি ॥ ৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা বিজ্ঞাননৌকা ॥

হস্তামলক।

কস্তং শিশো কস্য কুতোঽসি গন্তা, কিং নাম তে ত্বং কুত আগতোঽসি।
এতদ্বদ ত্বং মম সুপ্রসিদ্ধং, মৎপ্রীতয়ে প্রীতিবিবর্দ্ধনোঽসি ॥ ১ ॥
নাহং মনুষ্যো ন চ দেবযক্ষৌ, ন ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বৈশ্যশূদ্রাঃ।
ন ব্রহ্মচারী ন গৃহী বনস্থো, ভিক্ষুর্ন চাহং নিজবোধরূপঃ ॥ ২ ॥
নিমিত্তং মনশ্চক্ষুরাদিপ্রবৃত্তৌ, নিরস্তাখিলোপাধিরাকাশকল্পঃ।
রবির্লোকচেষ্টানিমিত্তং যথায়ং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৩ ॥

যিনি ওঙ্কার (প্রণবের) গম্য, নিরাকার, অতিশয় উজ্জ্বল ও মৃত্যুহীন সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৭ ॥

যে আনন্দসাগরে সিদ্ধপুরুষগণ নিমগ্ন হইলে যাঁহার প্রভায় এই অদ্ভুত অবিদ্যাবিলাসপ্রপঞ্চ প্রকাশ প্রাপ্ত হয় না, সেই নিত্য পরব্রহ্মদেব আমি ॥ ৮ ॥

স্বরূপ অনুসন্ধানে যিনি তুরীয় অর্থাৎ চতুর্থাবস্থা-প্রাপ্ত, আর যে মনুষ্য সাদরে ও ভক্তিপূর্ব্বক ইহা পাঠ করেন এবং নিত্য বিষ্ণুরত-চিত্তে শ্রবণ করেন, তিনিও বিষ্ণুস্বরূপ হন,ইহা বেদের প্রমাণ। আমিই সেই নিত্য পরব্রহ্মস্বরূপ ॥৯॥

বিজ্ঞাননৌকা সমাপ্ত।

শিশো! তুমি কে? কাহার পুত্র? কোথায় যাইতেছ? তোমার নাম কি? কোথা হইতে আসিতেছ? ইহা সুস্পষ্ট বলিয়া আমাকে সন্তুষ্ট কর, তোমাকে দেখিয়া আমার অতিশয় আনন্দ হইতেছে ॥ ১ ॥

আমি মনুষ্য, দেবতা কিংবা যক্ষ নহি; ব্রাহ্মণ,ক্ষত্রিয়,বৈশ্য কিংবা শূদ্র নহি; ব্রহ্মচারী,গৃহী,বানপ্রস্থ কিংবা ভিক্ষুকও নহি; আমি নিজবোধস্বরূপ (আত্মা)॥২॥

সূর্য্য যেমন লোকচেষ্টার কারণ, সেইরূপ যিনি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-

যমগ্ন্যুষ্ণবন্নিত্যবোধস্বরূপং, মনশ্চক্ষুরাদীন্যবোধাত্মকানি।
প্রবর্ত্তন্ত আশ্রিত্য নিষ্কম্পমেকং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৪ ॥
মুখাভাসকো দর্পণে দৃশ্যমানো, মুখত্বাৎ পৃথক্‌ত্বেন নৈবাস্তি জাতু।
চিদাভাসকো ধীষু জীবোঽপি তদ্বৎ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৫ ॥
যথা দর্পণাভাব আভাসহানৌ, মুখং বিদ্যতে কল্পনাহীনমেকম্।
তথা ধীবিয়োগে নিরাভাসকো যঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৬ ॥
মনশ্চক্ষুরাদের্ব্বিমুক্তঃ স্বয়ং যো, মনশ্চক্ষুরাদের্ম্মনশ্চক্ষুরাদিঃ।
মনশ্চক্ষুরাদেরগম্যস্বরূপঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥৭॥
য একো বিভাতি স্বতঃ শুদ্ধচেতাঃ, প্রকাশস্বরূপোঽপি নানেব ধীষু।
শরাবোদকস্থো যথা ভানুরেকঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৮ ॥
যথানেকচক্ষুঃপ্রকাশো রবির্ন, ক্রমেণ প্রকাশীকরোতি প্রকাশ্যম্।
অনেকা ধিয়ো যস্তথৈকপ্রবোধং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ৯ ॥

গ্রামের প্রবৃত্তি-কারণ, সর্ব্বপ্রকার উপাধিহীন ও আকাশতুল্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৩ ॥

অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় নিত্যজ্ঞান যাঁহার স্বরূপ, যিনি নিশ্চল ও অদ্বিতীয়, যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া জড়প্রকৃতি মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ নিজ নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৪ ॥

দর্পণে দৃশ্যমান মুখপ্রতিবিম্ব যেমন প্রকৃত মুখ হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, সেইরূপ বুদ্ধিদর্পণে যে আত্মপ্রতিবিম্বরূপ আভাস জীব নামে কথিত, তিনিও ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ নহেন ; আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৫ ॥

যেমন দর্পণাভাবে প্রতিবিম্বাভাব হইলে কেবল কল্পনাহীন মুখই থাকে, সেইরূপ বুদ্ধির অভাবে যিনি আভাসহীন হইয়া বিদ্যমান থাকেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৬ ॥

মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়শূন্য হইলেও যিনি মনের মন, চক্ষুর চক্ষু এবং মন ও চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণের অগম্য, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৭॥

যে অদ্বিতীয় পদার্থ নির্ম্মল-চিত্তে স্বয়ং প্রকাশিত হয়, নানাপাত্রস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত সূর্য্যের ন্যায় যে প্রকাশস্বরূপ পদার্থ নানাবুদ্ধিতে নানারূপে প্রতীয়মান হয়, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ৮ ॥

বহুচক্ষুঃপ্রকাশক সূর্য্যের যুগপৎ বহির্জগৎপ্রকাশের ন্যায় যিনি এক হইয়াও একদা বহুবুদ্ধি প্রকাশিত বা উদ্ভাসিত করেন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥৯॥

বিবস্বৎ-প্রভাতং যথা রূপমক্ষং, প্রগৃহ্লাতি না ভাতমেবং বিবস্বান্।
তথা ভাত আভাসয়ত্যক্ষমেকঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১০ ॥
যথা সূর্য্য একোঽপ্স্বনেকশ্চলাসু স্থিরাস্বপ্যনন্বিভাব্যস্বরূপঃ।
চলাসু প্রভিন্নাসু ধীষ্বেক এবং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১১ ॥
ঘনাচ্ছন্নদৃষ্টির্ঘনাচ্ছন্নমর্কং, যথা নিষ্প্রভং মন্যতে যাতি মূঢ়ঃ।
তথা বদ্ধবদ্ভাতি যো মূঢ়দৃষ্টেঃ, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১২ ॥
সমস্তেষু বস্তুষনুস্যূতমেকং, সমস্তানি বস্তূনি যন্ন স্পৃশন্তি।
বিয়দ্বৎ সদা শুদ্ধমচ্ছস্বরূপং, স নিত্যোপলব্ধিস্বরূপোঽহমাত্মা ॥ ১৩ ॥
উপাধৌ যথা ভেদতা সন্মণীনাং, তথা ভেদতা বুদ্ধিভেদেষু তেঽপি।
যথা চন্দ্রকাণাং জলে চঞ্চলত্বং, তথা চঞ্চলত্বং তবাপীহ বিষ্ণো ॥ ১৪ ॥

ইতি হস্তামলকম্ ॥

যেমন চক্ষু সূর্য্যালোকে প্রকাশিত হইয়া রূপ গ্রহণ করে, সেইরূপ সূর্য্য যাঁহার জ্যোতিতে প্রকাশিত হইয়া চক্ষুকে প্রকাশ করেন, আমি সেই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১০ ॥

এক সূর্য্য-প্রতিবিম্ব যেরূপ স্থির ও চঞ্চলভেদে বহুবিধ জলোদরে বিভিন্ন-রূপে প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ যিনি স্থির ও চঞ্চলভেদে বহুবিধ বুদ্ধিতে বহুরূপে প্রতীয়মান হয়েন, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১১ ॥

অতি মূঢ় ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন হইয়া যেমন সূর্য্যকে মেঘাচ্ছন্ন ও প্রভাহীন মনে করে, সেইরূপ যাঁহাকে মূঢ়দৃষ্টি ব্যক্তিগণ বদ্ধের ন্যায় বোধ করে, আমি সেই নিত্যজ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১২ ॥

একমাত্র যিনি সমস্ত বস্তুতে অনুবিদ্ধ, সমস্ত বস্তুই যাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, যিনি আকাশের ন্যায় সর্ব্বদা শুদ্ধ ও স্বচ্ছস্বরূপ, আমি সেই নিত্য-জ্ঞানস্বরূপ আত্মা ॥ ১৩ ॥

যেমন বিশুদ্ধ স্ফটিকাদি মণি, সন্নিহিত ভিন্নবর্ণ বস্তুর আভা দ্বারা রঞ্জিত বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধি দ্বারা তোমারও ভেদ কল্পিত হয়। যেমন জলে চন্দ্রের চঞ্চলতা, সেইরূপ বুদ্ধিভেদে হে সর্ব্বব্যাপিন্! তোমারও চাঞ্চল্য প্রতীত হইয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

হস্তামলক সমাপ্ত ॥

কৌপীন-পঞ্চক।

বেদান্তবাক্যেষু সদা রমন্তো, ভিক্ষান্নমাত্রেণ চ তুষ্টিমন্তঃ।
অশোকমন্তঃকরণে চরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ১॥
মূলং তরোঃ কেবলমাশ্রয়ন্তঃ, পাণিদ্বয়ং ভোক্তুমমন্ত্রয়ন্তঃ।
কন্থামিব শ্রীমপি কুৎসয়ন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ২॥
স্বানন্দভাবে পরিতুষ্টিমন্তঃ, সুশান্তসর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তঃ।
অহর্নিশং ব্রহ্মসুখে রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৩॥
দেহাদিভাবং পরিবর্ত্তয়ন্তঃ, স্বাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তঃ।
নান্তং ন মধ্যং ন বহিঃ স্মরন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ॥ ৪॥

বেদান্তশাস্ত্রোক্ত বাক্যে যাঁহারা প্রতিনিয়ত প্রীতি প্রদর্শন করিয়া থাকেন এবং যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ অন্নেই পরিতৃপ্ত হন, যাঁহারা শোকবিকারবিহীন, যাঁহরা বিশুদ্ধচিত্তে নিয়ত বিচরণ করেন, বেশভূষাপরিশূন্য সেই কৌপীনধারী পুরুষেরাই ভাগ্যবান্, ইহাতে আর সন্দেহ নাই॥ ১॥

বৃক্ষের মূলমাত্র যাঁহাদিগের আশ্রয়স্থল, যাঁহাদিগের হস্তদ্বয় কেবল ভোজ্যবস্তু আহরণের জন্য নহে, কাঁথার ন্যায় যাঁহারা বিলাস-লক্ষ্মীকে ঘৃণা করেন, এইরূপ কৌপীনধারী পুরুষেরা নিশ্চয় ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হন॥ ২॥

স্বকীয় হৃদয়ের আনন্দেই যাঁহারা সদাকাল পরিতৃপ্ত হইয়া রহিয়াছেন, যাঁহাদের ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহ প্রশান্তভাবে সংস্থিত, দিবানিশি যাঁহারা ব্রহ্মসুখে রমণ করিতে-ছেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী ব্যক্তিরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হন॥ ৩॥

শরীর এবং ইন্দ্রিয়াদিবিষয় যাঁহারা পরিবর্তন করিয়া থাকেন, স্বকীয় আত্মাতেই যাঁহারা পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন, যাঁহারা কি শেষ, কি মধ্যভাগ, কি বাহির কিছুই চিন্তা করেন না, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্ বলিয়া অভিহিত হন॥ ৪॥

ব্রহ্মাক্ষরং পাবনমুচ্চরন্তো, ব্রহ্মাহমস্মীতি বিভাবয়ন্তঃ।
ভিক্ষাশিনো দিক্ষু পরিভ্রমন্তঃ, কৌপীনবন্তঃ খলু ভাগ্যবন্তঃ ॥৫॥
ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতং কৌপীনপঞ্চকম্‌॥

আত্মষট্‌ক।

নাহং দেহো নেন্দ্রিয়াণ্যন্তরঙ্গং, নাহঙ্কারঃ প্রাণবর্গো ন বুদ্ধিঃ
দারাপত্য-ক্ষেত্র-বিত্তাদি দূরে, সাক্ষী নিত্যঃ প্রত্যগাত্মা শিবোঽহম্‌ ॥ ১ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাদ্ভাতি রজ্জুর্যথাহিঃ, স্বাত্মজ্ঞানাদাত্মনো জীবভাবঃ।
আপ্তোক্ত্যা হি ভ্রান্তিনাশে স রজ্জুর্জীবো নাহং দেশিকোক্ত্যা শিবোঽহম্‌ ॥২॥

পবিত্র ব্রহ্মনামের অক্ষর যাঁহারা প্রতিনিয়ত উচ্চারণ করেন, "আমিই ব্রহ্ম", ইহাই যাঁহারা প্রতিনিয়ত চিন্তা করেন, যাঁহারা ভিক্ষালব্ধ বস্তু ভোজন করিয়া জীবনযাপন করেন এবং সকল দিক্‌ পরিভ্রমণ করেন, ঈদৃশ কৌপীনধারী পুরুষেরা নিশ্চয়ই ভাগ্যবান্‌ বলিয়া অভিহিত ॥ ৫ ॥

কৌপীনপঞ্চক সমাপ্ত ॥

আমি শরীর নহি ; দর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ ইত্যাদি ইন্দ্রিয়ের কার্য্য অথবা চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্‌ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় নহি ; আমি অহঙ্কার অথবা প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান প্রভৃতি পঞ্চবিধ বায়ুও নহি এবং বুদ্ধিও নহি। দারা, ক্ষেত্র, বিত্ত ইত্যাদি দূরে থাকুক, সকলের সাক্ষী যে নিত্যপদার্থ প্রত্যগাত্মা অর্থাৎ যিনি জীবাত্মার সহিত মিলিত হইয়া আছেন, সেই পরমাত্মাই আমি ॥১॥

অজ্ঞানবশতঃ রজ্জুতে যেমন সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী পরমাত্মাতেও মানবগণের জীবভাব বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে। জ্ঞানী লোকের উপদেশে সর্পভ্রান্তি বিনষ্ট হইলে যেমন রজ্জুকে আর সর্প বলিয়া বোধ থাকে না, রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান হয়, তদ্রূপ বেদশাস্ত্রীদিগের উপদেশ পাইয়া অজ্ঞান তিরোহিত হইলে "আমি জীব নহি" অর্থাৎ আমি সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা বলিয়া জীবের জ্ঞান জন্মে ॥ ২ ॥

মত্তো নান্যৎ কিঞ্চিদত্রাস্তি বিশ্বং, সত্যং বাহ্যং বস্তু মায়োপকৢপ্তম্।
আদর্শান্তর্ভাসমানস্য তুল্যং, ময্যদ্বৈতে ভাতি তস্মাচ্ছিবোঽহম্ ॥ ৩ ॥
আভাতীদং বিশ্বমাত্মন্যসত্যং, সত্যজ্ঞানানন্দরূপে বিমোহাৎ।
নিদ্রামোহাৎ স্বপ্নবত্তন্ন সত্যং, শুদ্ধঃ পূর্ণো নিত্য একঃ শিবোঽহম্ ॥ ৪ ॥
নাহং জাতো ন প্রবৃদ্ধো ন নষ্টো, দেহস্যোক্তাঃ প্রাকৃতাঃ সর্ব্বধর্ম্মাঃ।
কর্তৃত্বাদি চিন্ময়স্যাস্তি নাহঙ্কারস্যৈব হ্যাত্মনো মে শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥
নাহং দেহো জন্ম মৃত্যুঃ কুতো মে, নাহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসা কুতো মে।
নাহং চিত্তং শোকমোহৌ কুতো মে, নাহং কর্ত্তা বন্ধমোক্ষৌ কুতো মে ॥৬॥
ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্বিরচিতং আত্মষট্‌কম্ ॥

এ বিশ্ব-সংসার আমা হইতে অন্য আর কিছুই নহে। বাহিরে নানাবিধ বস্তু দেখিতে পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তৎসমুদায় কেবল দর্পণান্তর্গত প্রতিবিম্বের ন্যায় মায়াকল্পিত বলিয়া জানিবে। একমাত্র অদ্বৈতস্বরূপ আমাতেই সেই সকল অদ্বৈত পদার্থ প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছে ; অতএব আমিই সেই মঙ্গল-স্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৩ ॥

যে প্রকার নিদ্রিত অবস্থায় অজ্ঞানতা হেতু নানাবিধ অসত্য পদার্থও সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ মায়াময় বিশ্বসংসার সেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতে সত্যবস্তু বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। ফলতঃ মোহাদিপরিশূন্য হইলে একমাত্র পরমাত্মাই সত্য পদার্থ, এই জ্ঞান হয় ; সুতরাং তিনি আমা হইতে অভিন্ন-প্রযুক্ত আমিই সেই শুদ্ধ,পূর্ণ, একমাত্র মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা ॥ ৪ ॥

আমি যখন জন্ম লই নাই,কিংবা বৃদ্ধও নই এবং বিনষ্টও হইব না, কেন না, জন্ম, মৃত্যু, জরা এই তিনই দেহের পক্ষে সংঘটন হয়, ইহাকে দেহের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম বলা যায়। সমুদায় কর্তৃত্বাদি শক্তি কেবল চিন্ময় আত্মাতে বিদ্যমান আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। জীবত্বরূপ অহঙ্কারের ঐ সকল নাই, আত্মার ঐ সকল শক্তি আছে ; অতএব জীবত্বভ্রমের বিনাশ হইলে আমিই সেই মঙ্গলস্বরূপ পরমাত্মা, এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইয়া থাকে ॥৫॥

আমি দেহ অর্থাৎ শরীর নহি ; অতএব আমার জন্ম অথবা মৃত্যু কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে ? আমি প্রাণও নহি,সুতরাং আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা কি প্রকারে থাকিতে পারে ? আমি চিত্ত নহি,সুতরাং আমার শোক-তাপ-মোহাদি থাকিবার বিষয় কি ? আমি কর্ত্তাও নহি, সুতরাং আমার বন্ধন বা মোক্ষ কোথায় ? ৬ ॥

আত্মষট্‌ক সমাপ্ত ॥

ব্রহ্মনামাবলী-মালা।

সকৃৎ শ্রবণমাত্রেণ ব্রহ্মজ্ঞানং যতো ভবেৎ।
ব্রহ্মনামাবলীমালা সর্ব্বেষাং মুক্তিসিদ্ধয়ে ॥ ১ ॥
অসঙ্গোঽহমসঙ্গোঽহমসন্দেহঃ পুনঃ পুনঃ।
সচ্চিদানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ২ ॥
নিত্যশুদ্ধো বিমুক্তোঽহং নিরাকারোঽহমব্যয়ঃ।
ভূমানন্দস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৩ ॥
নিত্যোঽহং নিরবদ্যোঽহং নিরাকারোঽহমক্ষরঃ।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৪ ॥
শুদ্ধচৈতন্যরূপোঽহমাত্মারামোঽহমেব চ।
অখণ্ডানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৫ ॥
স্বয়ংপ্রকাশরূপোঽহং চিন্ময়োঽহং পরোঽস্ম্যহম্।
অদ্বৈতানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৬ ॥

একবারমাত্র শ্রবণ করিলে যাহা হইতে ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হয়, সকলের মুক্তি-সিদ্ধির নিমিত্ত সেই ব্রহ্মনামাবলী-মালা কহিতেছি ॥ ১ ॥

আমি সঙ্গরহিত, নির্লিপ্ত ও সন্দেহহীন, আমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য অব্যয় ব্রহ্ম ॥ ২ ॥

আমি নিত্য-শুদ্ধভাব ও বিমুক্ত, আমি নিরাকার ও অব্যয়, আমি প্রভূত আনন্দস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৩ ॥

আমি নিত্য ও অনিন্দনীয়, আমি নিরাকার ও অক্ষয়, আমি পরমানন্দস্বরূপ ও অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৪ ॥

আমি শুদ্ধ-চৈতন্যস্বরূপ, আমি আত্মারাম, আমি অখণ্ডানন্দস্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৫ ॥

আমি স্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ, আমি চিন্ময়, আমি পরমাত্মা ও আমি অদ্বৈতানন্দস্বরূপ অহংপদবাচ্য অব্যয় ব্রহ্ম ॥ ৬ ॥

শাশ্বতানন্দরূপোঽহং শান্তোঽহং প্রকৃতেঃ পরঃ।
প্রত্যক্‌চৈতন্যরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৭ ॥
তত্ত্বাতীতঃ পরাত্মাহং মধ্যাতীতঃ পরঃ শিবঃ।
মায়াতীতঃ পরং জ্যোতিরহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৮ ॥
নামরূপব্যতীতোঽহং চিদাকারোঽহমচ্যুতঃ।
সুখপ্রকাশরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ৯ ॥
মায়া তৎকার্য্যদেহাদির্মম নাস্ত্যেব সর্ব্বদা।
স্বপ্রকাশৈকরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১০ ॥
গুণত্রয়ব্যতীতোঽহং ব্রহ্মাদীনাঞ্চ সাক্ষ্যহম্।
অনন্তানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১১ ॥
অন্তর্যামিস্বরূপোঽহং কূটস্থঃ সর্ব্বগোঽস্ম্যহম্।
পরমানন্দরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১২ ॥
দ্বন্দ্বাদিসাক্ষিরূপোঽহমচলোঽহং সদোদিতঃ।
সর্ব্বরূপস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৩ ॥

আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি শান্ত ও প্রকৃতির পর, আমি প্রত্যক্‌চৈতন্য-স্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য অব্যয় (ক্ষয়রহিত) ব্রহ্ম ॥ ৭ ॥

আমি তত্ত্বাতীত পরমাত্মা, মধ্যভাবরহিত, প্রধান ও শিবস্বরূপ এবং আমিই মায়াতীত পরমজ্যোতিঃস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৮ ॥

আমি নাম ও রূপহীন চিদাকার (জ্ঞানমূর্ত্তি), আমি অচ্যুত এবং আমিই সুখপ্রকাশস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ৯ ॥

আমার মায়া ও মায়ার কার্য্য দেহ প্রভৃতি নাই, আমিই সর্ব্বদা স্বপ্রকাশ-স্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১০ ॥

আমি ত্রিগুণাতীত, ব্রহ্মাদি দেবগণেরও সাক্ষিস্বরূপ এবং আমিই অনন্তা-নন্দস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১১ ॥

আমি অন্তর্যামিস্বরূপ, কূটস্থ ও সর্ব্বগত এবং আমিই পরমানন্দস্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১২ ॥

আমি দ্বন্দ্বাদি (সুখ ও দুঃখ, শীত ও গ্রীষ্ম ইত্যাদি) পদার্থের সাক্ষিস্বরূপ, আমি নিশ্চল ও নিত্যোদিত এবং আমিই সর্ব্বরূপস্বরূপ ও আমিই অহংপদ-বাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৩ ॥

নিষ্কলোঽহং নিষ্ক্রিয়োঽহং সর্ব্বাত্মা চ সনাতনঃ।
অক্ষরস্বরূপশ্চাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৪ ॥
প্রজ্ঞানঘন এবাহং বিজ্ঞানঘন এব চ।
অকর্ত্তাহমভোক্তাহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৫ ॥
নিরাধারস্বরূপোঽহং সর্ব্বাধারোঽহমেব চ।
আত্মকামস্বরূপোঽহমহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৬ ॥
তাপত্রয়বিমুক্তোঽহং দেহত্রয়বিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষ্যস্মি অহমেবাহমব্যয়ঃ ॥ ১৭ ॥
দৃগ্‌দৃশ্যাদিপদার্থোঽস্তি পরস্পরবিলক্ষণঃ।
দৃগ্‌ব্রহ্ম দৃশ্যা মায়েতি সর্ব্ববেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৮ ॥
ঘটকুড্যাদিকং সর্ব্বং মৃত্তিকামাত্রমেব হি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্ম জগৎ সর্ব্বমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ১৯ ॥
অহং সাক্ষীতি যো বিদ্যাদ্‌বিবিচ্যৈব পুনঃ পুনঃ।
স এব মুক্তো বিদ্বান্‌ স ইতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২০ ॥

আমি নিষ্কল, আমি ক্রিয়াহীন, আমি সকলের আত্মা ও সনাতন এবং আমিই অক্ষরস্বরূপ অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৪ ॥

আমি ঘনজ্ঞান ও ঘনবিজ্ঞানস্বরূপ, আমি অকর্ত্তা ও অভোক্তা এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥১৫ ॥

আমি নিরাধারস্বরূপ, আমিই সকলের আধার, আমিই আত্মকামস্বরূপ এবং আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৬ ॥

আমি তাপত্রয়-(আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক) বিমুক্ত ও দেহত্রয়-(স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ) বিমুক্ত এবং আমিই অবস্থাত্রয়ের (জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি) সাক্ষিস্বরূপ ও আমিই অহংপদবাচ্য ক্ষয়রহিত ব্রহ্ম ॥ ১৭ ॥

দৃক্‌ ও দৃশ্য প্রভৃতি পদার্থসকল পরস্পর বিভিন্নস্বরূপ। দৃক্‌ ব্রহ্ম, দৃশ্য মায়া, ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা (বা অভিপ্রায়) ॥ ১৮ ॥

ঘট ও কুড্য প্রভৃতি সমস্তই মৃত্তিকামাত্র। তদ্রূপ এই সমস্ত জগৎ এক ব্রহ্মমাত্র, ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ১৯ ॥

যে ব্যক্তি পুনঃ পুনঃ পর্য্যালোচনা করিয়া "আমিই সাক্ষিস্বরূপ," ইহা জানিতে পারেন, তিনিই মুক্ত পুরুষ এবং তিনিই বিদ্বান্‌, ইহাই সকল বেদান্তশাস্ত্রের অভিপ্রায় ॥ ২০ ॥

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহ্মৈব নাপরঃ।
ইদমেব তু সচ্ছাস্ত্রমিতি বেদান্তডিণ্ডিমঃ ॥ ২১ ॥
অন্তর্জ্যোতির্বহির্জ্যোতিঃ প্রত্যক্‌জ্যোতিঃ পরাৎপরঃ।
জ্যোতির্জ্যোতিঃ স্বয়ং-জ্যোতিরাত্মজ্যোতিঃ শিবোঽস্ম্যহম্ ॥ ২২ ॥
ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতা ব্রহ্মনামাবলী-মালা।

নির্ব্বাণ-ষট্‌ক।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কারচিত্তাদি নাহং, ন শ্রোত্রং ন জিহ্বা ন চ ঘ্রাণনেত্রম্।
ন চ ব্যোম ভূমির্ন তেজো ন বায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥১॥
অহং প্রাণসংজ্ঞো ন চ পঞ্চবায়ুর্ন বা সপ্তধাতুর্ন বা পঞ্চকোষাঃ।
ন বাক্যানি পাদো ন চোপস্থপায়ুশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥২॥
ন পুণ্যং ন পাপং ন সৌখ্যং ন দুঃখং, ন মন্ত্রং ন তীর্থং ন বেদা ন যজ্ঞাঃ।
অহং ভোজনং নৈব ভোজ্যং ন ভোক্তা, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৩॥

ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই ব্রহ্ম, আর কেহ নহে, ইহাই সৎশাস্ত্র, এইটিই সকল বেদান্তশাস্ত্রের ঘোষণা ॥ ২১ ॥

আমি সকলের অন্তঃস্থ তেজঃস্বরূপ, বহিঃস্থ তেজঃস্বরূপ, পরাৎপর শূন্যস্থ তেজঃস্বরূপ, জ্যোতির জ্যোতিঃস্বরূপ, স্বয়ং-জ্যোতিঃস্বরূপ, আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ ও শিবস্বরূপ ॥ ২২ ॥

আমি মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, কর্ণ, জিহ্বা, নাসিকা, চক্ষু, আকাশ, ভূমি, তেজ কিংবা বায়ুও নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব, আমি (চিদানন্দ স্বরূপ) শিব ॥ ১ ॥

আমি প্রাণাদি (প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান) পঞ্চ বায়ু, মেদাদি সপ্তধাতু, অন্নাদিময় (অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ) পঞ্চকোষ, বাক্য, পদ, উপস্থ ও পায়ুও নহি; আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ২ ॥

আমি পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, মন্ত্র, তীর্থ, বেদ, যজ্ঞ, ভোজন, ভোজ্য কিংবা ভোক্তাও নহি, আমি জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ শিব ॥ ৩ ॥

ন মে দ্বেষরাগৌ ন মে লোভমোহৌ, মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্যভাবঃ।
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥৪॥
ন মৃত্যুর্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধুর্ন মিত্রং গুরুর্নৈব শিষ্যশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৫ ॥
অহং নির্ব্বিকল্পো নিরাকাররূপো, বিভুর্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনং নৈব মুক্তির্ন ভীতিশ্চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহম্ ॥ ৬ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যশ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণষট্কম্ ॥

আত্মবোধ।

তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ১ ॥
বোধোঽন্যসাধনেভ্যো হি সাক্ষান্মোক্ষৈকসাধনম্।
পাকস্য বহ্নিবজ্জ্ঞানং বিনা মোক্ষো ন সিধ্যতি ॥ ২ ॥

আমার দ্বেষ, রাগ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যভাবও নাই, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম কিংবা মোক্ষও নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৪ ॥

আমার মৃত্যু, শঙ্কা, জাতিভেদ, পিতা, মাতা, জন্ম, বন্ধু, মৃত্যু, মিত্র, গুরু কিংবা শিষ্য কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৫ ॥

আমি নির্ব্বিকল্প, নিরাকার, সকল ইন্দ্রিয়ের বিভু ও সর্ব্বব্যাপী। আমার বন্ধন, মুক্তি কিংবা ভয় কিছুই নাই ; আমি চিদানন্দস্বরূপ শিব ॥ ৬ ॥

নির্ব্বাণ-ষট্ক সমাপ্ত।

তপস্যা দ্বারা ক্ষীণপাপ, শান্ত ও বীতরাগ (বিষয়ভোগের লালসাবিহীন) মুমুক্ষুদিগের জ্ঞানলাভের জন্য এই আত্মবোধ গ্রন্থ বিহিত হইতেছে ॥ ১ ॥

অন্যসাধন কর্ম্মানুষ্ঠান প্রভৃতি মোক্ষসাধনের যে সকল উপায় আছে, তাহা অপেক্ষা (আত্মজ্ঞানই) মোক্ষলাভের একমাত্র সাক্ষাৎ কারণ। (অন্নব্যঞ্জনাদি

অবিরোধিতয়া কর্ম্ম নাবিদ্যাং বিনিবর্ত্তয়েৎ।
বিদ্যাঽবিদ্যাং নিহন্ত্যেব তেজস্তিমিরসঙ্ঘবৎ ॥ ৩ ॥
পরিচ্ছিন্ন ইবাজ্ঞানাত্তন্নাশে সতি কেবলঃ।
স্বয়ং প্রকাশতে হ্যাত্মা মেঘাপায়েঽংশুমানিব ॥ ৪ ॥
অজ্ঞানকলুষং জীবং জ্ঞানাভ্যাসাদ্বিনির্ম্মলম্।
কৃত্বা জ্ঞানং স্বয়ং নশ্যেজ্জলং কতকরেণুবৎ ॥ ৫ ॥
সংসারঃ স্বপ্নতুল্যো হি রাগদ্বেষাদিসঙ্কুলঃ।
স্বকালে সত্যবদ্ভাতি প্রবোধেঽসত্যবদ্ভবেৎ ॥ ৬ ॥

রন্ধন করিবার জন্য পাকপাত্র, কাষ্ঠ, জল ইত্যাদি বহুবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থের আবশ্যক হইলেও অগ্নি যেমন রন্ধনের প্রধান সাধন, সেইরূপ অন্যান্য কারণ থাকিলেও আত্মজ্ঞান বিনা মোক্ষলাভ ঘটে না ॥ ২ ॥

(অবিদ্যা এবং কর্ম্ম এই উভয়ে কোন বিরোধ নাই, সুতরাং অবিরোধিতা হেতু কর্ম্ম কখনও) অবিদ্যাকে নাশ করিতে সক্ষম হয় না,; কিন্তু আলোক যেমন অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ বিদ্যা অবিদ্যাকে বিনাশ করিয়া থাকে ॥ ৩ ॥

(দিবাকরের কিরণ মেঘমালাতে আবৃত হইলে যেমন ভিন্ন ভিন্ন অর্থাৎ খণ্ড খণ্ডরূপে দৃশ্যমান হয়) মেঘমণ্ডল স্থানান্তরিত হইলে সূর্য্যরশ্মি যেমন অখণ্ডরূপে দৃষ্ট হইতে থাকে, সেইরূপ জীবের অবিদ্যা অর্থাৎ অজ্ঞানতার বিনাশ হইলে সেই উপাধিশূন্য পরমাত্মা স্বয়ং সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হন ॥ ৪ ॥

যে প্রকার নির্ম্মলীবীজের রেণু মলিনজলের মালিন্যসমুদয় বিনষ্ট করিয়া পশ্চাৎ আপনিও বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ জ্ঞানাভ্যাসহেতু অজ্ঞানকলুষরূপ জীবত্বভ্রান্তিকে বিনষ্ট করিয়া আত্মতত্বকে বিশেষরূপে নির্ম্মল করত জ্ঞানরূপা বিদ্যাও স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥

রাগ, দ্বেষ ইত্যাদি (অসৎপ্রবৃত্তিসঙ্কুল) এই সংসার স্বপ্নের ন্যায় (অলীক), (কেন না), স্বপ্নাবস্থার ঘটনাগুলি কেবল স্বকালে (স্বপ্নাবস্থাতেই) সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, জাগ্রত হইলেই অসত্যবৎ প্রতীত হইয়া থাকে অর্থাৎ তাহার কাল্পনিক ভাব বুঝিতে পারা যায়, সেই প্রকার যে অবস্থায় সত্য উপলব্ধি হয়, প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলে তাহা অসত্য কাল্পনিক বলিয়া প্রতীত হইতে থাকে ॥ ৬ ॥

তাবৎ সত্যং জগদ্ভাতি শুক্তিকা রজতং যথা।
যাবন্ন জ্ঞায়তে ব্রহ্ম সর্ব্বাধিষ্ঠানমদ্বয়ম্ ॥ ৭ ॥
সচ্চিদাত্মন্যনুস্যূতে নিত্যে বিষ্ণৌ বিকল্পিতাঃ।
ব্যক্তয়ো বিবিধাঃ সর্ব্বা হাটকে কটকাদিবৎ ॥ ৮ ॥
যথাকাশো হৃষীকেশো নানোপাধিগতো বিভুঃ।
তদ্ভেদাদ্ভিন্নবদ্ভাতি তন্নাশাদেকবদ্ভবেৎ ॥ ৯ ॥
নানোপাধিবশাদেব জাতিনামাশ্রয়াদয়ঃ।
আত্মন্যারোপিতাস্তোয়ে রসবর্ণাদি-ভেদবৎ ॥ ১০ ॥
পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে ॥ ১১ ॥

যে প্রকার ঝিনুককে রূপা বলিয়া ভ্রম জন্মিলে যে পর্য্যন্ত ঝিনুকের জ্ঞান না জন্মে,তাবৎকাল তাহার শুক্তিতে রূপা-বোধ থাকিয়া যায় এবং ঝিনুকের জ্ঞান জন্মিলে পরিশেষে তাহার রজতের অসত্যতা বোধ জন্মে, সেইরূপ যে পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্বভ্রান্তির আধার অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ব অবগত না হওয়া যায়, তাবৎকাল পর্য্যন্ত এই সংসার সত্যরূপেই ভাসমান হইতে থাকে ॥ ৭ ॥

এই জগৎ একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে বিবিধ প্রকারে ভাসমান হইয়া মায়া দ্বারা কল্পিত হইয়া রহিয়াছে। একমাত্র সুবর্ণ হইতে যেমন কেয়ূর-কুণ্ডল প্রভৃতি বিবিধ অলঙ্কার নির্ম্মিত হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্ম-পদার্থ হইতে এই পরিদৃশ্য-মান জগতে বিভিন্ন প্রকারের নানা বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছে ॥ ৮ ॥

এক বৃহৎ বস্তু আকাশ যেমন ঘটে, পটে, মঠে বিভিন্ন স্থানে থাকিয়া নানাপ্রকার উপাধিগত হয়,. উপাধির বিভিন্নতা বশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ, ইত্যাদি বিভিন্ন উপাধি প্রাপ্ত হয় এবং ঘটাদির বিনাশ হইলে অর্থাৎ উপাধির বিনাশ হইলে যেমন পূর্ব্ববৎ এক আকাশপদার্থ একরূপই থাকে,সেইরূপ সর্ব্বব্যাপী এবং সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-প্রবর্ত্তক দেবতা-মনুষ্যাদি উপাধিগত বিভু ভিন্নভিন্নরূপ প্রতীত হইয়া তৎসমুদয়ের বিনাশ হইলে পুনর্ব্বার একরূপেই প্রতীত হন ॥৯॥

যেরূপ একই প্রকার জলে ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সংযোগে মধুর,অম্ল,নীল ও পীতাদি বর্ণ প্রভৃতি নানাবিধ বর্ণ ও রসের গুণ আরোপিত হইয়া থাকে,সেইরূপ নানা-প্রকার উপাধি প্রযুক্ত আত্মাতে জাতি,নাম,আশ্রয় প্রভৃতি আরোপিত হয় ॥১০॥

জীবদেহ পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত। পঞ্চভূত একত্র হইলে উহাকেই পঞ্চীকৃত বলে। ঐরূপ পঞ্চীভূত অর্থাৎ পঞ্চভূতময় দেহই মহাভূত নামে অভিহিত এবং

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনম্॥ ১২॥
অনাদ্যবিদ্যা নির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥ ১৩॥
পঞ্চকোষাদিযোগেন তত্তন্ময় ইব স্থিতঃ।
শুদ্ধাত্মা নীলবস্ত্রাদিযোগেন স্ফটিকো যথা॥ ১৪॥
বপুস্তুষাদিভিঃ কোষৈর্যুক্তং যুক্ত্যবঘাততঃ।
আত্মানমন্তরং শুদ্ধং বিবিচ্যাত্তণ্ডুলং যথা॥ ১৫॥

প্রত্যেকে পঞ্চভূতের গুণ ধারণ করিয়া থাকে। এ প্রকার মহাভূত হইতে উৎপন্ন জীবের কর্ম্ম বশতই শরীর সুখদুঃখভোগের আয়ত্ত হইয়া থাকে, ইহাই ভোগায়তন বলিয়া অভিহিত॥ ১১॥

প্রাণ অর্থাৎ বায়ু পঞ্চবিধ;—প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান। মন, বুদ্ধি এবং শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, এই পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয়; হস্ত, পদ, মুখ, গুহ্য ও লিঙ্গ এই পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়; সাকল্যে এই সপ্তদশ অবয়বযুক্ত অপঞ্চীকৃত ভূতনির্ম্মিত সূক্ষ্মশরীর জীবের সুখদুঃখভোগের হেতু হইয়া থাকে॥১২॥

যাহার আদি নাই, নির্ব্বাচন করিবার সামর্থ্যও নাই, তাহাই কারণদেহ বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু আত্মতত্ত্বজ্ঞান স্থূল, সূক্ষ্ম, কারণ এই তিন দেহ হইতে বিভিন্ন, ইহা অবধারণ করিবে॥ ১৩॥

যেমন শুদ্ধ স্ফটিক নীল, পীত, লোহিত ইত্যাদি বস্তুর সংযোগে সেই সেই বস্তুর বর্ণ নানাপ্রকার হয়, সেইরূপ পঞ্চ কায়াদির সংযোগে তত্তত্তুল্য হইয়া থাকে। কোষ পঞ্চবিধ;—(১) অন্নময়, (২) প্রাণময়, (৩) মনোময়, (৪) বিজ্ঞানময় ও (৫) আনন্দময়॥ ১৪॥

দেহ কখনই আত্মা হইতে পারে না, কেন না, উহা মৃত্তিকা, জল, বায়ু ইত্যাদি জড়পদার্থসমূহের সমষ্টিমাত্র। উহা অনিত্য এবং অস্থায়ী পদার্থ, কখন আছে, কখন ছিল না এবং কখন থাকিবে না। প্রাণসমূহও আত্মা নহে, কেন না, উহা বায়ুবিশেষমাত্র; সুতরাং উহাও জড়পদার্থ ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না। মনকেও আত্মা বলা যাইতে পারে না; কেন না, কামাদি রিপুর প্রাবল্য হইলে উহার বিকার জন্মে। বুদ্ধিবৃত্তিও আত্মা নহে; কেন না, সুষুপ্তিসময় উহার কোন কার্য্যকারিতাই থাকে না, উহা অবিদ্যাতে বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বুদ্ধির প্রলয় এবং উৎপত্তি ইত্যাদি অবস্থা ঘটনা হয় বলিয়া বুদ্ধিকে আত্মা বলা যাইতে

সদা সর্ব্বগতোঽপ্যাত্মা ন সর্ব্বত্রাবভাসতে।
বুদ্ধাবেবাবভাসেত স্বচ্ছেষু প্রতিবিম্ববৎ ॥ ১৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধিপ্রকৃতিভ্যো বিলক্ষণম্।
তদ্বৃত্তিসাক্ষিণং বিদ্যাদাত্মানং রাজবৎ সদা ॥ ১৭ ॥
ব্যাপৃতেম্বিন্দ্রিয়েম্বাত্মা ব্যাপারীবাবিবেকিনা।
দৃশ্যতেঽভ্রেষু ধাবৎসু ধাবন্নিব যথা শশী ॥ ১৮ ॥
আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
স্বকীয়ার্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকং যথা জনাঃ ॥ ১৯ ॥

পারে না। যে কারণ শরীর আনন্দময় কোষ বলিয়া কথিত হয়, তাহাও আত্মা হইতে পারে না। কেন না,তাহা সমাধিকালে বিদ্যমান থাকে না,উহা সমাধিতে বিলীন হইয়া যায়। অতএব উল্লিখিত পঞ্চকোষ হইতে ভিন্ন এবং বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত অখণ্ড চিদানন্দ আত্মশব্দের বাচ্য হইতে পারেন; অতএব এ স্থলে বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব এইরূপ হইতেছে। ধান্যাদি হইতে তণ্ডুল বাহির করিবার যে প্রণালী আছে অর্থাৎ তুষাদিতে আবৃতশরীর ধান্যাদিকে তুষাদি ত্যাগ করাইয়া তাহা হইতে যেমন বিশুদ্ধ তণ্ডুল বাহির করিতে হয়, সেই প্রকার যুক্তিরূপ অবঘাত দ্বারা দেহাদি কোষরূপ তুষাদিকে পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধতত্ত্ব লাভ হইয়া থাকে ॥১৫॥

সর্ব্বদা সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিলেও আত্মা সর্ব্বত্র প্রকাশিত হন না, কেবল সদ্বুদ্ধিতেই আত্মা প্রকাশিত হন। যেমন স্বচ্ছ বস্তুতেই সূর্য্যাদি তেজোময় পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়ে, মলিন বস্তুতে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ে না, সেইরূপ আত্মতত্ত্ব সর্ব্বগ হইলেও সকল আত্মাতে প্রকাশিত হয় না ॥ ১৬ ॥

রাজক্ষমতা-প্রাপ্ত রাজপুরুষগণ যে সকল কার্য্য করেন,তাহাতে যেমন রাজারই ক্ষমতা প্রকাশ পায়,সেইরূপ দেহ ও ইন্দ্রিয়গণ যে সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করে, তাহাতে কেবল আত্মারই একমাত্র কর্ত্তৃত্ব প্রকাশিত হইয়া থাকে। আত্মা না থাকিলে কেহই স্ব স্ব ব্যাপারে ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারে না। এই নিমিত্ত আত্মাকে দেহ, ইন্দ্রিয়,মন,বুদ্ধি এবং প্রকৃতি এই সমস্ত হইতে বিপরীত-লক্ষণসম্পন্ন ও সমস্ত বিষয়ের সাক্ষীরূপে প্রকাশিত হয়, ইহা বিবেচনা করিবে ॥১৭॥

আকাশে মেঘ সকল ধাবিত হইতেছে দেখিয়া অজ্ঞলোকেরা যেমন মনে করে,চন্দ্রই ধাবিত হইতেছে,সেই প্রকার অজ্ঞলোকেরা জীবের ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয়ে ধাবিত হইতে দেখিয়া আত্মতত্ত্বকেই ঐরূপ ব্যাপারশীল মনে করে ॥১৮॥

দিবাকরের আলোকসমূহ আশ্রয় করিয়া যেমন মানবগণ স্বকীয়কার্য্যে প্রবৃত্ত

দেহেন্দ্রিয়গুণান্ কর্ম্মাণ্যমলে সচ্চিদাত্মনি।
অধ্যস্যন্তেঽবিবেকেন গগনে নীলতাদিবৎ ॥ ২০ ॥
অজ্ঞানান্মানসোপাধেঃ কর্ত্তৃত্বাদীনি চাত্মনি।
কল্প্যতেঽম্বুগতে চন্দ্রে চলনাদির্যথাম্ভসঃ ॥ ২১ ॥
রাগেচ্ছা-সুখদুঃখাদি বুদ্ধৌ সত্যাং প্রবর্ত্ততে।
সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্ বুদ্ধেস্তু নাত্মনঃ ॥ ২২ ॥
প্রকাশোঽর্কস্য তোয়স্য শৈত্যমগ্নের্যথোষ্ণতা।
স্বভাবঃ সচ্চিদানন্দনিত্যনির্ম্মলতাত্মনঃ ॥ ২৩ ॥
আত্মনঃ সচ্চিদংশশ্চ বুদ্ধের্বৃত্তিরিতি দ্বয়ম্।
সংযোজ্য চাবিবেকেন জানামীতি প্রবর্ত্ততে ॥ ২৪ ॥

হয়, সেইরূপ আত্মচৈতন্যকে আশ্রয় করত দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহারা আপন আপন বিষয়ে প্রবৃত্ত হইয়া কার্য্য করিতে থাকে ॥ ১৯ ॥

প্রকৃত মর্ম্ম জানিতে না পারিয়া অজ্ঞানপ্রযুক্ত যেমন মেঘশূন্য নির্ম্মল আকাশে নীলবর্ণত্ব ইত্যাদি গুণের আরোপ করে,সেইরূপ আত্মগত বিবেকশক্তির অভাবে দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদি গুণ আরোপিত হইয়া থাকে। উহা অজ্ঞানপ্রযুক্ত হয় ॥২০॥

যেমন জলের অভ্যন্তরে চন্দ্রমণ্ডল প্রতিবিম্বিত হইলে জলের সঞ্চালনাদি দ্বারা তন্মধ্যস্থিত চন্দ্রমণ্ডলাদির সচল অবস্থাই কল্পিত হইয়া থাকে, সেইরূপ অজ্ঞান-প্রযুক্ত অন্তঃকরণ উপাধির কর্ত্তৃত্বাদি আত্মাতেই আরোপ করিয়া থাকে ॥২১॥

জাগ্রত, স্বপ্ন এই উভয়ের অবস্থানুসারে বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে আর বুদ্ধি বিদ্যমান থাকে বলিয়া অনুরাগ এবং ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি সমস্তই থাকে, কিন্তু সুষুপ্তিকালে জীবের বুদ্ধি স্বীয় কারণে বিলয়প্রাপ্ত হইয়া যায়; প্রস্তাবিত সুখ ও দুঃখ কিছুই থাকে না, অতএব তৎসমুদয় বুদ্ধির গুণ বলিয়া মনে করিয়া লইবে। উহা কখনই আত্মার গুণ নহে ॥ ২২ ॥

সূর্য্যমণ্ডলের যে প্রকার প্রকাশক গুণ ও জলের যেমন স্বভাব-শীতলত্ব গুণ দেখিতে পাওয়া যায় এবং উষ্ণতাই যেমন অগ্নির স্বভাবসিদ্ধ গুণ,সেইরূপ সত্তা, জ্ঞান, আনন্দ, নিত্য, নির্ম্মলতা প্রভৃতি আত্মার গুণ বলিয়া জানিবে ॥ ২৩ ॥

জীব কেবল আত্মার সৎ-চিদ্-অংশমাত্র; কেন না, উহাই সত্তাত্মক জ্ঞানের অংশমাত্র বলিয়া জানিবে। উহা এবং বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ অভিমান, এই দুই পদার্থকে অবিবেকের সহিত সংযোগ করত "আমি জানি" এই বাক্য বলিতে হয় ॥ ২৪ ॥

আত্মনো বিক্রিয়া নাস্তি বুদ্ধের্বোধো ন জাত্বিতি।
জীবঃ সর্বমলং জ্ঞাত্বা জ্ঞাতা দ্রষ্টেতি মুহ্যতি ॥ ২৫ ॥
রজ্জুঃ সর্পবদাত্মানং জীবো জ্ঞাত্বা ভয়ং বহেৎ।
নাহং জীবঃ পরাত্মেতি জ্ঞানশ্চেন্নির্ভয়ো ভবেৎ ॥ ২৬ ॥
আত্মাবভাসয়ত্যেকো বুদ্ধ্যাদীনীন্দ্রিয়াণি চ।
দীপো ঘটাদিবৎ স্বাত্মা জড়ৈস্তৈর্নাবভাস্যতে ॥ ২৭ ॥
স্ববোধে নান্যবোধেচ্ছা বোধরূপতয়াত্মনঃ।
ন দীপস্যান্যদীপেচ্ছা তথা স্বাত্মা প্রকাশতে ॥ ২৮ ॥
নিষিধ্য নিখিলোপাধীন্নেতি নেতীতি বাক্যতঃ।
বিন্দ্যাদৈক্যং মহাবাক্যৈর্জীবাত্মপরমাত্মনোঃ ॥ ২৯ ॥

কোন কালেও আত্মার বিকার নাই এবং বুদ্ধিরও বোধশক্তি নাই, কেবল জীব ঐ উভয়ের অস্তিত্বরূপ ব্যর্থজ্ঞানদ্বারা আপনাকে জ্ঞাতা ও দ্রষ্টা ইহা মনে করিয়া মুগ্ধ হইয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

অনিবিড় অর্থাৎ বিরল অন্ধকারময় স্থানে অবস্থিত একখণ্ড রজ্জু দেখিয়া কোন ব্যক্তি হঠাং সর্প বোধ করে এবং যে পর্যান্ত উহার যথার্থতত্ত্ব বুঝিতে না পারে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত মানসিক ভীতি কিছুতেই দূর হয় না, সেই অভয়স্বরূপ আত্মাতে জীবত্ব আরোপ করা হইলে, সেই জীবই ভয় প্রাপ্ত হয়, পরিশেষে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি মহাবাক্য দ্বারা যৎকালে সে জানিতে পারে যে, আমি জীব নহি, আমি পরমাত্মা, তৎকালে পরমাত্মার প্রকৃততত্ত্ব জানিতে পারিয়া তাঁহার জীবত্বের বিনাশ হইলেই আর কোন ভয় থাকে না ॥ ২৬ ॥

প্রজ্বলিত প্রদীপ আলোকে ঘটাদি সমুদয় বস্তুকে প্রকাশ করে, কিন্তু ঘট বা অন্য পদার্থসমুদয় কি প্রদীপকে আলোকিত করিতে পারে? সেই প্রকার আত্মা জীবদিগের বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমুদয়কে প্রকাশ করিতে পারেন, কিন্তু জড়স্বভাব বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতি কখনও আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারে না ॥ ২৭ ॥

প্রজ্বলিত প্রদীপের অবয়ব প্রকাশ করিবার জন্য অন্য কোন প্রকার প্রজ্বলিত প্রদীপের প্রয়োজন নাই, সেই প্রকার আত্মার স্বরূপ জানিবার নিমিত্ত অন্য জ্ঞানের কোন প্রয়োজন হয় না। কেন না, আত্মা স্বয়ংই প্রকাশিত হইয়া রহিয়াছেন ॥ ২৮ ॥

এটা আত্মা নহে, এটা আত্মা নহে, এইরূপে পূর্ব্বকথিত দেহ, ইন্দ্রিয় ইত্যাদি সমস্ত উপাধিকে নিষেধ করিয়া "তত্ত্বমসি" এইরূপ জ্ঞান জন্মিলে অর্থাৎ সেই

আবিদ্যকং শরীরাদিদৃশ্যং বুদ্বুদবৎ ক্ষরম্।
এতদ্বিলক্ষণং বিদ্যাদহং ব্রহ্মেতি নির্ম্মলম্॥ ৩০॥
দেহান্যত্বান্ন মে জন্মজরাকার্শ্যলয়াদয়ঃ।
শব্দাদিবিষয়ৈঃ সঙ্গো নিরিন্দ্রিয়তয়া ন চ॥ ৩১।
অমনস্ত্বান্ন মে দুঃখরাগদ্বেষভয়াদয়ঃ।
অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্র ইত্যাদি শ্রুতিশাসনাৎ॥ ৩২॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নির্ব্বিকল্পো নিরঞ্জনঃ।
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিত্যমুক্তোঽস্মি নির্ম্মলঃ॥ ৩৩॥
অহমাকাশবৎ সর্ব্ববহিরন্তর্গতোঽচ্যুতঃ।
সদা সর্ব্বসমঃ শুদ্ধো নিঃসঙ্গো নির্ম্মলোঽচলঃ॥ ৩৪॥

পরমাত্মা তুমি, এই মহাবাক্য দ্বারা সমস্ত প্রকার নিষেধবাক্যের অবধীভূত জীবাত্মার সহিত পরমাত্মার একীকরণ হইতেছে, ইহা জানিতে পারিবে॥২৯॥

অবিদ্যাবিনির্ম্মিত দেহাদি দৃশ্যপদার্থসকল জলবুদ্বুদ তুল্য বিনশ্বর, কিন্তু ইহা হইতে বিপরীত-লক্ষণাক্রান্ত নির্ম্মল ব্রহ্মপদার্থস্বরূপ আমি, এইরূপ জ্ঞান করিবে॥ ৩০॥

আমি দেহ নহি, বরং আমি দেহ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র; অতএব আমার জন্ম, জরা, কৃশভাব এবং লয় প্রভৃতি কিছুই নাই আর ইন্দ্রিয়পরিশূন্য হওয়াতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ এই সকল বিষয়ের সহিত আমার কিছুমাত্র সম্বন্ধও নাই॥ ৩১॥

মনোবিহীন অবস্থা বলিয়া আমার রাগ, দ্বেষ, ভয় প্রভৃতি কোন প্রকার বিকারের সম্ভাবনা নাই। যে হেতু, শ্রুতিতে উল্লিখিত আছে, আত্মা প্রাণবিহীন ও অমনা অর্থাৎ মনোবিহীন এবং স্বচ্ছপদার্থ; এই প্রকার শাসন দেখিতে পাওয়া যায় অর্থাৎ শাস্ত্রে এইরূপ বর্ণনা আছে॥ ৩২॥

আমি যে পদার্থ হইতেছি, তাহা নির্গুণ ও নিষ্ক্রিয় এবং নিত্য ও বিকল্প-রহিত বলিয়া জানিবে। আমি নিরঞ্জন অর্থাৎ অবিদ্যাজনিত মলিনতাবিহীন এবং বিকারশূন্য এবং চিরকালই মুক্তভাবে আছি। আমি নির্ম্মলস্বরূপ॥ ৩৩॥

আমি আকাশের ন্যায় সমস্ত পদার্থের বাহিরে এবং অন্তরে সকল বস্তুতে সমানভাবে অবস্থিতি করি। অথচ আমি শুদ্ধ, সঙ্গবিহীন এবং মালিন্যরহিত। আমি অচল অর্থাৎ স্বরূপ বা স্বভাব হইতে আমি কদাপি বিচলিত নহি॥ ৩৪॥

নিত্যশুদ্ধবিমুক্তৈকমখণ্ডানন্দমদ্বয়ম্।
সত্যং জ্ঞানমনন্তং যৎ পরং ব্রহ্মাহমেব তৎ॥ ৩৫॥
এবং নিরন্তরং কৃত্বা ব্রহ্মৈবাস্মীতি বাসনা।
হরত্যবিদ্যাবিক্ষেপান্ রোগানিব রসায়নম্॥ ৩৬॥
বিবিক্তদেশ আসীনো বিরাগো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং তমনন্তমনন্যধীঃ॥ ৩৭॥
আত্মন্যেবাখিলং দৃশ্যং প্রবিলাপ্য ধিয়া সুধীঃ।
ভাবয়েদেকমাত্মানং নির্ম্মলাকাশবৎ সদা॥ ৩৮॥
রূপবর্ণাদিকং সর্ব্বং বিহায় পরমার্থবিৎ।
পরিপূর্ণচিদানন্দস্বরূপেণাবতিষ্ঠতি॥ ৩৯॥
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়ভেদঃ পরাত্মনি ন বিদ্যতে।
চিদানন্দস্বরূপত্বাদ্দীপ্যতে স্বয়মেব হি॥ ৪০॥

বেদশাস্ত্রমতে যে একমাত্র নিত্য পরিশুদ্ধ, মুক্তস্বরূপ, অদ্বিতীয় ও অখণ্ড আনন্দস্বরূপ পরমব্রহ্ম উক্ত হইয়াছেন, যিনি সত্যস্বরূপ ও জ্ঞানস্বরূপ, যিনি অনন্তস্বরূপে সর্ব্বত্র বিরাজিত, তিনিই আমি॥ ৩৫॥

প্রকরণানুসারে নিরন্তর ধ্যানপরায়ণ হইলে এবং অবিরত ঐ উল্লিখিত ভাবে চিন্তা করিতে করিতে আমিই ব্রহ্ম, এই প্রকার জ্ঞানযোগ হইয়া থাকে। রসায়ন ঔষধি-ব্যবহারে যেরূপ রোগসমূহ নষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ আমিই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান হইলে অবিদ্যা বা মায়াকৃত অনৃত সংসারপ্রপঞ্চ স্বতই তিরোহিত হয়॥ ৩৬॥

কামক্রোধাদি রিপুসমুদয় জয় করিয়া বিষয়ভোগবাসনাদি বিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক নির্জ্জনে উপবেশন করিবে এবং অন্য প্রকার বুদ্ধি পরিত্যাগ-পূর্ব্বক সেই অসীম অনন্তস্বরূপ একমাত্র আত্মাকে চিন্তা করিবে॥ ৩৭॥

সুবুদ্ধি সদ্‌জ্ঞানী পুরুষেরা দৃশ্যমান বস্তুসমূহকে আত্মাতেই লয় করিবেন, একমাত্র আত্মাকে নির্ম্মল আকাশের ন্যায় চিন্তা করিবেন এবং সর্ব্বদা এই পরমাত্মাকে চিন্তা করিবেন॥ ৩৮॥

পরমার্থতত্ত্বপরায়ণ ব্যক্তিগণ বস্তুসমূহের রূপবর্ণাদি বিষয়ের চিন্তা পরি-ত্যাগ-পূর্ব্বক পরিপূর্ণ চিদানন্দস্বরূপ পরমাত্মাতেই অবস্থিতি করেন॥ ৩৯॥

ইনি জ্ঞাতা, ইনি জ্ঞান, ইহা জ্ঞেয় পদার্থ, পরমাত্মাতে এ প্রকার কোনরূপ বিভিন্নতা নাই। মনের সংযোগে কেহ তাঁহাকে জানিতে পারে না; কিন্তু

এবমাত্মারণৌ ধ্যানমথনে সততং কৃতে।
উদিতাবগতিজ্বালা সর্ব্বাজ্ঞানেন্ধনং দহেৎ ॥ ৪১ ॥
আরুণেনৈব বোধেন পূর্ব্বং সন্ততিমিরে হৃতে।
তত আবির্ভবেদাত্মা স্বয়মেবাংশুমানিব ॥ ৪২ ॥
আত্মা তু সততং প্রাপ্তোঽপ্যপ্রাপ্তবদবিদ্যয়া।
তন্নাশে প্রাপ্তবদ্ভাতি স্বকণ্ঠাভরণং যথা ॥ ৪৩ ॥
স্থাণৌ পুরুষবদ্‌ভ্রান্ত্যা কৃতা ব্রহ্মণি জীবতা।
জীবস্য তাত্ত্বিকে রূপে তস্মিন্ দৃষ্টে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৪ ॥

তিনি জ্ঞানানন্দস্বরূপত্ব হেতু বশতঃ স্বয়ংই ভক্তের নিকট প্রকাশিত হন ॥ ৪০ ॥

এই প্রকারে আত্মারূপ অরণি (অগ্নিগর্ভ কাষ্ঠমধ্যে) সর্ব্বদা ধ্যানরূপ মথন করিলে উহাতে জ্ঞানরূপ অগ্নি উত্থিত হইয়া সমস্ত অজ্ঞানকাষ্ঠাদি ভস্মীভূত করিবে ॥ ৪১ ॥

সূর্য্যদেব পূর্ব্বদিকে উদিত হইবার পূর্ব্বে স্বকীয় কিরণের অরুণতা দ্বারা যেমন তমোময় ভাব বিনষ্ট করিয়া থাকেন এবং পরিশেষে উদিত হন, সেই প্রকার জ্ঞানচ্ছটা বিকীর্ণ করিয়া অজ্ঞানতিমির বিনাশপূর্ব্বক অনন্তর আত্মা স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকেন ॥ ৪২ ॥

যদি স্বকীয় কণ্ঠস্থিত আভরণ কোন ব্যক্তি কোন প্রকারে বিস্মৃত হইলে তাহা তৎকালে অপ্রাপ্তবৎ বোধ হয়,তখন ভ্রমবশতঃ তাহার শরীরস্থ থাকিলেও সে তাহা অপহৃতবৎ বলিয়া মনে করে, ভ্রম দূর হইলে পরিশেষে তাহা প্রাপ্ত-বস্তুর পুনঃপ্রাপ্তি মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ সর্ব্বদা আত্মতত্ত্ব প্রাপ্ত হইয়াও অবিদ্যাপ্রভাবে তাহা অপহৃতবৎ মনে হয়। পরিশেষে সেই অবিদ্যার বিনাশ হইলে তিনি সেই আত্মতত্ত্ব পুনঃপ্রাপ্তবৎ মনে করেন অর্থাৎ তদীয় চিদাকাশে উহা ভাসমান হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

কোন অন্ধকারময়ী রজনীতে কেহ ভ্রান্তিবশতঃ কোন মুড়াগাছ দেখিয়া তাহাকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করেন। পরিশেষে বিশেষরূপে নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে তাঁহার ঐ বস্তুতে পুরুষজ্ঞান রহিত হইয়া যায় এবং বৃক্ষ বলিয়াই প্রতীতি জন্মে ; সেইরূপ অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্মে জীবত্ব কল্পিত হয়, কিন্তু পরিশেষে জীবের প্রকৃতস্বরূপ সেই ব্রহ্মতত্ত্ব সহ সাক্ষাৎ হইলেই স্থাণুতে পুরুষভ্রান্তি-নিবৃত্তির ন্যায় ব্রহ্মে জীবত্বজ্ঞান-কল্পনা বিদূরিত হইয়া যায় ॥ ৪৪ ।

তত্ত্বস্বরূপানুভবাদুৎপন্নজ্ঞানমঞ্জসা।
অহং মমেতি চাজ্ঞানং বাধতে দিগ্‌ভ্রমাদিবৎ ॥ ৪৫ ॥
সম্যক্ বিজ্ঞানবান্ যোগী স্বাত্মন্যেবাখিলং জগৎ।
একঞ্চ সর্ব্বমাত্মানমীক্ষতে জ্ঞানচক্ষুষা ॥ ৪৬ ॥
আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বমাত্মনোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
মৃদো যদ্বৎ ঘটাদীনি স্বাত্মানং সর্ব্বমীক্ষতে ॥ ৪৭ ॥
জীবন্মুক্তস্তু তদ্বিদ্বান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ।
সচ্চিদানন্দরূপত্বং ভজেদ্‌ভ্রমরকীটবৎ ॥ ৪৮ ॥
তীর্ত্ত্বা মোহার্ণবং হত্বা রাগদ্বেষাদিরাক্ষসান্।
যোগী শান্তিসমাযুক্তো হ্যাত্মারামো বিরাজতে ॥ ৪৯ ॥

দিগ্‌তত্ত্বাদি পরিজ্ঞাত হইলে যে প্রকার দিগ্‌ভ্রমাদি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইপ্রকার তত্ত্বস্বরূপ অনুভব করিতে পারিলে যে জ্ঞান জন্মে, তাহা 'আমি' এবং 'আমার' এইরূপ জ্ঞান বিনষ্ট করিয়া ফেলে ॥ ৪৫ ॥

যে সাধক যোগবলে সকল বিষয় সম্যক্ অনুভব করিতে সক্ষম হন, তিনি জ্ঞানচক্ষুদ্বারা স্বকীয় আত্মাতে এই সমস্ত সংসার দেখিতে পান ॥ ৪৬ ॥

ঘটাদি মৃত্তিকানির্ম্মিত যাবতীয় বস্তুতে যে প্রকার মৃত্তিকাই মূলপদার্থ, উহা মৃত্তিকা ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ আত্মাই নিখিল জগৎ, আত্মা ভিন্ন জগতে অন্য কোন পদার্থই বিদ্যমান নাই। তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি এই প্রকারে সর্ব্বত্র একমাত্র পরিপূর্ণ আত্মাকেই দেখিতে পান ॥ ৪৭ ॥

তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ জীবন্মুক্ত পুরুষ দেহ এবং ইন্দ্রিয়াদির উপাধির পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুণ ও নামসকল একেবারে পরিত্যাগ করেন। তৈলপায়িকা অর্থাৎ আর্শুলা যেমন প্রগাঢ় ভাবনা করিয়া পরিশেষে ভ্রমরকীটের গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই প্রকার তিনিও সর্ব্বদা ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে চিদানন্দস্বরূপের চিৎস্বভাব প্রাপ্ত হন ॥ ৪৮ ॥

সমুদ্র উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক ভগবান্ রামচন্দ্র যেমন অসংখ্য রাক্ষস বিনাশ করিয়া সুহৃদ্ ও অমাত্যগণপরিবৃত হইয়া বিরাজ করিয়াছিলেন, যোগিগণও সেই প্রকার সংসারের অথবা বিষয়ের মোহসাগর উত্তীর্ণ হইয়া রাগদ্বেষাদি রাক্ষসনিচয়কে বিনাশপূর্ব্বক বৈরাগ্য, বিবেক প্রভৃতি সুহৃদ্ ও অমাত্যসমাবৃত হইয়া বিরাজিত হন ॥ ৪৯ ॥

বাহ্যানিত্যসুখাসক্তিং হিত্বাত্মসুখনির্বৃতঃ।
ঘটস্থদীপবৎ স্বস্থঃ স্বান্তরেব প্রকাশতে ॥ ৫০ ॥
উপাধিস্থোঽপি তদ্ধর্ম্মৈর্নিলিপ্তো ব্যোমবন্মুনিঃ।
সর্ব্ববিন্মূঢ়বত্তিষ্ঠেদসক্তো বায়ুবচ্চরেৎ ॥ ৫১ ॥
উপাধিবিলয়াদ্বিষ্ণৌ নির্ব্বিশেষং বিশেন্মুনিঃ।
জলে জলং বিয়দ্ব্যোম্নি তেজস্তেজসি বা যথা ৫২ ॥
যল্লাভান্নাপরো লাভো যৎসুখান্নাপরং সুখম্।
যজ্জ্ঞানান্নাপরং জ্ঞানং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥৫৩ ॥
যদ্দৃষ্ট্বা নাপরং দৃশ্যং যদ্ভূত্বা ন পুনর্ভবঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নাপরং জ্ঞেয়ং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৪ ॥

যোগিগণ বাহিরের অনিত্য সুখবিষয়ে আসক্তি একেবারে পরিত্যাগ করেন। ফলতঃ তিনি সর্ব্বতোভাবে আত্ম-সুখনির্বৃত হইয়া ঘটমধ্যস্থিত দীপ-শিখার ন্যায় অন্তরেই প্রকাশ পাইতে থাকেন ॥ ৫০ ॥

মননশীল ব্যক্তি নানাপ্রকারের উপাধিতে পরিলিপ্ত হইয়াও ঐ উপাধিতে পরিলিপ্ত হন না। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ হইয়াও অজ্ঞ অর্থাৎ মূঢ়বৎ হইয়া থাকেন এবং সংসারের যাবতীয় বিষয়ে আসক্তিবিহীন হইয়া বায়ুবৎ নিঃসংশ্রবে বিচরণ করিতে থাকেন ॥ ৫১ ॥

পাত্রাদি উপাধি বিনিষ্ট হইলে যে প্রকার পাত্রস্থিত জল জলে, আকাশ আকাশে এবং তেজ তেজে প্রবেশ করে, সেই প্রকার মননশীল ব্যক্তির উপাধি বিনষ্ট হইলে অর্থাৎ সমস্ত পরমেশ্বরে বিলীন হইলে তিনি নির্ব্বিশেষে একমাত্র ব্রহ্মপদার্থে প্রবেশ করেন ॥ ৫২ ॥

যে বস্তুর লাভ হইলে অপর কোন প্রকার বস্তুলাভের আর প্রত্যাশা থাকে না, যে সুখে সুখী হইলে আর কোন প্রকার সুখেই সুখ বলিয়া বোধ হয় না, যে জ্ঞান হইলে অপর কোন জ্ঞানেরই আর আবশ্যকতা থাকে না, তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে। কেন না, ব্রহ্মতত্ত্বলাভ হইলে অপর কোন প্রকার লাভ-বান্ হইবার ইচ্ছা হয় না। উহা হইতে কোন প্রকার লাভই শ্রেষ্ঠ নহে; সুতরাং তাহাতে সাধকের প্রবৃত্তি জন্মে না। তাদৃশ পরমতত্ত্বই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারিত জানিবে ॥ ৫৩ ॥

যাহাকে দর্শন করিলে সংসারে আর কোন বস্তুই দর্শন করিবার যোগ্য হয় না, যাহা একবার হইলে পুনর্ব্বার আর

তির্য্যগূর্দ্ধমধঃপূর্ণং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
অনন্তং নিত্যমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৫ ॥
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ বেদান্তৈর্লক্ষ্যতেঽদ্বয়ম্।
অখণ্ডানন্দমেকং যৎ তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৬ ॥
অখণ্ডানন্দরূপস্য তস্যানন্দলবাশ্রিতা।
ব্রহ্মাদ্যাস্তারতম্যেন ভবন্ত্যানন্দিনো ভবাঃ ॥ ৫৭ ॥
তদ্যুক্তমখিলং বস্তু ব্যবহারস্তদন্বিতঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম ক্ষীরে সর্পিরিবাখিলে ॥ ৫৮ ॥

কিছুই হইতে হয় না এবং যাঁহাকে জানিতে পাইলে অপর কোন জ্ঞানের আবশ্যকতা থাকে না, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৪ ॥

যিনি চতুর্দ্দিকে, ঊর্দ্ধদেশে ও অধোভাগে সর্ব্বত্র স্বকীয় সত্তা এবং জ্ঞান ও আনন্দময় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন, যিনি অদ্বিতীয় অর্থাৎ যাঁহা ব্যতীত অপর কোন পদার্থ তাঁহার সমান কিংবা তাঁহা হইতে অধিক আছে, ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, যিনি অনন্ত ও নিত্যকাল বিরাজমান আছেন, যিনি স্বজাতীয় অদ্বিতীয় বস্তুরূপে বিরাজিত হইতেছেন, তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৫৫ ॥

যিনি বেদান্তবাক্য দ্বারা অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে পরিলক্ষিত হন, অর্থাৎ ইহা নহে, ইহা নহে, এই ভাবপ্রপঞ্চ যাবতীয় পদার্থ নিষেধপূর্ব্বক যাহা নিষিদ্ধ নহে, স্বয়ং তদ্রূপে প্রতিভাত হইতেছেন এবং যাঁহা হইতে ভিন্ন আর দ্বিতীয় বস্তু নাই ও যিনি নিরবচ্ছিন্ন পরম আনন্দস্বরূপে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি স্বজাতীয় ভেদশূন্য অর্থাৎ একমাত্র, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৬ ॥

সেই পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে অথবা তাঁহার অখণ্ডানন্দের লেশ-মাত্র লাভ করিয়া ব্রহ্মা বিষ্ণু ইত্যাদি দেহধারী দেবগণ আপন আপন উপাধির ন্যূনাতিরেকপ্রযুক্ত কেহ বা অল্প কেহ বা অধিক যথাসম্ভব আনন্দ লাভ করিয়া পরম আনন্দিত হন ॥ ৫৭ ॥

সেই সর্ব্বব্যাপী পরব্রহ্মের সহিত অখিল ব্রহ্মাণ্ডস্থ বস্তুসমুদয় সংযুক্ত হইয়া রহিয়াছে এবং যত প্রকার ব্যবহার হইতেছে, তৎসমুদায় তাঁহাতেই সংমিলিত হইতেছে, যে প্রকার দুগ্ধের সর্ব্বাংশে ঘৃত ব্যাপিয়া থাকে, সেই-প্রকার ব্রহ্মপদার্থ সর্ব্বত্র অবস্থিতি করিতেছে ॥ ৫৮ ॥

অনণ্বস্থূলমহ্রস্বমদীর্ঘমজমব্যয়ম্।
অরূপগুণবর্ণাখ্যং তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৫৯ ॥
যদ্ভাসা ভাস্যতেঽর্কাদির্ভাস্যৈর্যত্তু ন ভাস্যতে।
যেন সর্ব্বমিদং ভাতি তদ্ব্রহ্মেত্যবধারয়েৎ ॥ ৬০ ॥
স্বয়মন্তর্ব্বহির্ব্যাপ্য ভাসয়ন্নখিলং জগৎ।
ব্রহ্ম প্রকাশতে বহ্নিঃ প্রতপ্তায়সপিণ্ডবৎ ॥ ৬১ ॥
জগদ্বিলক্ষণং ব্রহ্ম ব্রহ্মণোঽন্যন্ন কিঞ্চন।
ব্রহ্মান্যদ্ভাসতে মিথ্যা যথা মরুমরীচিকা ॥ ৬২ ॥
দৃশ্যতে শ্রূয়তে যত্তদ্ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তত্ত্বজ্ঞানাচ্চ তদ্ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্ ॥ ৬৩ ॥
সর্ব্বগং সচ্চিদাত্মানং জ্ঞানচক্ষুর্নিরীক্ষ্যতে।
অজ্ঞানচক্ষুর্নেক্ষেত ভাস্বন্তং ভানুমন্ধবৎ ॥ ৬৪ ॥

যে বস্তু অক্ষুদ্র, অতীব সূক্ষ্ম, অহ্রস্ব ও অদীর্ঘ এবং যাহা জন্য অর্থাৎ উৎপত্তিশীল বা যাহা বিনাশশীল নহে ও যাহা রূপ, গুণ এবং বর্ণাদি দ্বারা পরিলিপ্ত হয় না, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া অবধারণ করিবে ॥ ৫৯ ॥

যাঁহার উজ্জ্বল আলোক পাইয়া সূর্য্যচন্দ্রাদি জ্যোতিঃপদার্থ সকল প্রকাশ পাইতেছে অথচ যিনি স্বয়ং সূর্য্যাদি দ্বারাও প্রকাশিত হন না, যাহা প্রকাশ হওয়াতে সংসারের সমস্ত বস্তু প্রকাশ পাইতেছে, তাঁহাকেই পরব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥৬০॥

প্রতপ্ত লৌহপিণ্ডের বাহিরে এবং ভিতরে ব্যাপ্ত থাকিয়া অগ্নি যে প্রকার আপনি প্রকাশ পাইয়া থাকে, সেইরূপ ব্রহ্মপদার্থ সংসারের যাবতীয় পদার্থে পরিব্যাপ্ত থাকিয়া সমস্ত জগৎ প্রকাশ করত স্বয়ং প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬১ ॥

ব্রহ্ম-পদার্থ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ; উহা জগতের ভিন্নলক্ষণাক্রান্ত, তদ্ভিন্ন অপর কিছুমাত্র বস্তুই জগতে নাই। যদি সেই পরব্রহ্ম ভিন্ন কোন পদার্থ প্রকাশ পায়, তবে তাহা মরুভূমিস্থিত মরীচিকার তুল্য মিথ্যা বলিয়া জানিবে ॥ ৬২ ॥

যাহা দেখিতেছি ও শুনিতেছি, সমস্তই ব্রহ্ম, তত্ত্বজ্ঞানীর নিকট সমস্তই সচ্চিদানন্দ ও অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ৬৩ ॥

যাঁহার জ্ঞানচক্ষু আছে, তিনিই দেখিতে পান। অন্ধ যেমন কিরণমালী সূর্য্যকে দেখিতে পায় না, কিন্তু সূর্য্য নিত্য বিরাজিত, তদ্রূপ অজ্ঞানান্ধ ব্যক্তি পরব্রহ্মকে দেখিতে পায় না ॥ ৬৪ ॥

শ্রবণাদিভিরুদ্দীপ্তো জ্ঞানাগ্নিপরিতাপিতঃ।
জীবঃ সর্ব্বমলান্মুক্তঃ স্বর্ণবৎ দ্যোততে স্বয়ম্ ॥ ৬৫ ॥
হৃদাকাশোদিতো হ্যাত্মা বোধভানুস্তমোঽপহৃৎ।
সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বধারী ভাতি সর্ব্বং প্রকাশতে ॥ ৬৬ ॥
দিগ্দেশকালাদ্যনপেক্ষ্য সর্ব্বগং, শীতাদিহৃন্নিত্যসুখং নিরঞ্জনম্।
যঃ স্বাত্মতীর্থং ভজতে বিনিষ্ক্রিয়ঃ, স সর্ব্ববিৎ সর্ব্বগতোঽমৃতো ভবেৎ ॥৬৭॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃত-আত্মবোধঃ॥

অপরোক্ষানুভূতি।

শ্রীহরিং পরমানন্দমুপদেষ্টারমীশ্বরম্।
ব্যাপকং সর্ব্বলোকানাং কারণং তং নমাম্যহম্ ॥ ১ ॥
অপরোক্ষানুভূতির্বৈ প্রোচ্যতে মোক্ষসিদ্ধয়ে।
সদ্ভিরেব প্রযত্নেন বীক্ষণীয়া মুহুর্ম্মুহুঃ ॥ ২ ॥

শ্রবণাদি দ্বারা উদ্দীপ্ত জ্ঞানাগ্নি কর্ত্তৃক বিশুদ্ধাত্মা জীব নির্ম্মল সুবর্ণের ন্যায় স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ৬৫ ॥

তিমিররঞ্জিত হৃদয়াকাশে উদিত আত্মা জ্ঞানসূর্য্যস্বরূপে বিরাজিত এবং সর্ব্ব ব্যাপী ও সর্ব্বধারীরূপে প্রকাশিত হন, আত্মাই সকলকে প্রকাশ করেন ॥৬৬॥

যিনি দিগ্দেশকালাদিতে অনপেক্ষ এবং ক্রিয়ারহিত হইয়া সর্ব্বগত, শীতাদি দ্বন্দ্বহর, নিত্যসুখ, নিরঞ্জন ও স্বাত্মতীর্থকে ভজনা করেন, সে সর্ব্ব-জ্ঞানী সর্ব্বগতই হইয়া থাকেন ॥ ৬৭ ॥

আত্মবোধ সমাপ্ত।

পরমানন্দস্বরূপ, জগতের উপদেষ্টা, ঈশ্বর, সর্ব্বব্যাপী, সকলের কারণ শ্রীহরিকে প্রণাম করি ॥ ১ ॥

মোক্ষসিদ্ধির নিমিত্ত অপরোক্ষানুভূতি বর্ণন করিতেছি, সাধুগণই ইহা যত্নপূর্ব্বক পুনঃ পুনঃ দেখিবেন ॥ ২ ॥

স্ববর্ণাশ্রমধর্ম্মেণ তপসাং হরিতোষণাৎ।
সাধনঞ্চ ভবেৎ পুংসাং বৈরাগ্যাদিচতুষ্টয়ম্ ॥৩॥
ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বৈরাগ্যং বিষয়েষ্বনু।
যথৈব কাকবিষ্ঠায়াং বৈরাগ্যং তদ্ধি নির্ম্মলম্ ॥ ৪ ॥
নিত্যমাত্মস্বরূপং হি দৃশ্যং তদ্বিপরীতগম।
এবং যো নিশ্চয়ঃ সম্যক্ বিবেকো বস্তুনঃ স বৈ॥ ৫ ॥
নিগ্রহো বাহ্যবৃত্তীনাং দম ইত্যভিধীয়তে ॥৬॥
বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্তিঃ পরমোপরতির্হি সা।
সহনং সর্ব্বদুঃখানাং তিতিক্ষা সা শুভা মতা॥ ৭ ॥
নিগমাচার্য্যবাক্যেষু ভক্তিঃ শ্রদ্ধেতি বিশ্রুতা।
চিত্তৈকাগ্র্যন্তু সংলক্ষ্যে সমধানমিতি স্মৃতম্ ॥ ৮ ॥
সংসারবন্ধনির্ম্মুক্তিঃ কথং স্যান্মে কদা বিধে।
ইতি যা সুদৃঢ়া বুদ্ধির্বক্তব্যা সা মুমুক্ষুতা ॥৯॥
উক্তসাধনযুক্তেন বিচারঃ পুরুষেণ হি।
কর্ত্তব্যো জ্ঞানসিদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ শুভমিচ্ছতা ॥ ১০ ॥

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, তপস্যা ও হরিতোষণে মনুষ্যদিগের বৈরাগ্যাদি (বৈরাগ্য, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, শমদমাদি সম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব) সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হয় ॥৩॥

লোক যেমন কাকবিষ্ঠাকে ঘৃণা করে, তদ্রূপ যে ব্রহ্ম হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত বিষয়ে বৈরাগ্য, তাহাকেই নির্ম্মল বৈরাগ্য কহে ॥৪॥

আত্মা নিত্য ও দৃশ্য অর্থাৎ জগৎ অনিত্য, এইরূপ যে নিশ্চয়, তাহাকেই উত্তম বস্তুবিবেক কহে ॥ ৫ ॥

বাসনাত্যাগ ও বাহ্যবৃত্তিনিগ্রহকে দম কহে ॥ ৬ ॥

বিষয় হইতে পরাবৃত্তিকে পরমা উপরতি কহে। সকল প্রকার দুঃখসহনকে তিতিক্ষা কহে। তিতিক্ষা অতিশয় মঙ্গলকারিণী ॥৭॥

বেদ ও গুরুবাক্যে ভক্তিকে শ্রদ্ধা কহে। সংলক্ষ্যে চিত্তের একাগ্রতার নাম সমাধি ॥৮॥

কি প্রকারে কখন্ সংসারবন্ধনমোচন হইবে, এইরূপ যে সুদৃঢ় বুদ্ধি, তাহাকে মুমুক্ষুতা কহে ॥ ৯ ॥

উক্ত (বৈরাগ্যাদি) সাধনসম্পন্ন মঙ্গলেচ্ছু পুরুষ জ্ঞানসিদ্ধির নিমিত্ত বিচার করিবে ॥ ১০ ॥

নোৎপদ্যতে বিনা জ্ঞানং বিচারো নান্যসাধনৈঃ।
যথা পদার্থভানং হি প্রকাশেন বিনা ক্বচিৎ ॥ ১১ ॥
কোঽহং কথমিদং জাতং কো বৈ কর্ত্তাস্য বিদ্যতে।
উপাদানং কিমস্তীহ বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১২ ॥
নাহং ভূতগণো দেহো নাহং চাক্ষগণস্তথা।
এতদ্বিলক্ষণঃ কশ্চিদ্বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১৩ ॥
অজ্ঞানাৎ প্রভবং সর্ব্বং জ্ঞানেন প্রবিলীয়তে।
সঙ্কল্পো বিবিধঃ কর্ত্তা বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১৪ ॥
এতয়োর্যদুপাদানং একং সূক্ষ্মং সদব্যয়ম্।
যথৈব মৃদ্ঘটাদীনাং বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১৫ ॥
অহমেকো হি সূক্ষ্মশ্চ জ্ঞাতা সাক্ষী সদব্যয়ঃ।
তদহং নাত্র সন্দেহো বিচারঃ সোঽয়মীদৃশঃ ॥ ১৬ ॥

যেমন কখনও সূর্য্যাদির প্রকাশ বিনা ঘটাদি পদার্থের জ্ঞান হয় না, ত
বিচার বিনা অন্যপ্রকার সাধনে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না ॥ ১১ ॥

আমি কে? এই জগৎ কিরূপে উৎপন্ন হইল? কেই বা ইহার কর্ত
উপাদানই বা কি? এইরূপে নানাপ্রকার অনুসন্ধানের নামই বিচার ॥ ১:

আত্মা ভূতসমষ্টিরূপ দেহ নহেন এবং ইন্দ্রিয়গণও নহেন, ইহা হ:
পৃথক্, এইরূপ তত্ত্বানুসন্ধানই বিচার ॥ ১৩ ॥

সমস্ত জগৎ অজ্ঞান-প্রভব (অজ্ঞান হেতু কল্পনা হইয়া থাকে) জ্ঞা
দ্বারা নষ্ট হয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিকাশ হইলেই স্বরূপ জানিতে পারা যায়, ব
এব তখন আর বিকল্প থাকে না। নানাপ্রকার সঙ্কল্পই ইহার কর্ত্তা, এই
অনুসন্ধানই বিচার ॥ ১৪ ॥

যেমন মৃত্তিকা ঘটাদির উপাদান, তদ্রূপ যিনি অজ্ঞান ও সঙ্কল্পের উপা
তিনিই এই জগতের উপাদান। তিনি অদ্বিতীয়, সূক্ষ্ম, নিত্য ও অ
(নাশরহিত), এইরূপ নিরূপণই বিচার ॥ ১৫ ॥

অহংপ্রতিপাদ্য অর্থাৎ আত্মা এক, অতি সূক্ষ্ম, জ্ঞাতা, সর্ব্বসাক্ষী, নি
অব্যয়; অহংপ্রতিপাদ্যই ব্রহ্ম, ইহাতে আর সন্দেহ নাই, এইরূপ তত্ত্বনি
বিচার ॥ ১৬ ॥

আত্মা বিনিষ্কলো হ্যেকো দেহো বহুভিরাবৃতঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ১৭ ॥
আত্মা নিয়ামকশ্চান্তর্দেহো নিয়ম্যো বাহ্যকঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ১৮ ॥
আত্মা জ্ঞানময়ঃ পুণ্যো দেহো মাংসময়োঽশুচিঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ১৯ ॥
আত্মা প্রকাশকঃ স্বচ্ছো দেহস্তামস উচ্যতে।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ২০ ॥
আত্মা নিত্যো হি সদ্রূপো দেহোঽনিত্যো হ্যসন্ময়ঃ।
তয়োরৈক্যং প্রপশ্যন্তি কিমজ্ঞানমতঃ পরম্ ॥ ২১ ॥
আত্মনস্তৎপ্রকাশত্বং যৎ পদার্থাবভাসনম্।
নাগ্ন্যাদিদীপ্তিবদ্দীপ্তির্ভবত্যান্ধ্যং যতো নিশি ॥ ২২ ॥
দেহোঽহমিত্যয়ং মূঢ়ো ধৃত্বা তিষ্ঠত্যহো জনঃ।
মমায়মিত্যপি জ্ঞাত্বা ঘটদ্রষ্টেব সর্ব্বদা ॥ ২৩ ॥

আত্মা বিনিষ্কল অর্থাৎ অবয়ববিহীন, দেহ বহু অবয়বযুক্ত, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার অপেক্ষা আর অজ্ঞান কি ? ১৭ ॥

আত্মা অন্তরস্থ ও নিয়ামক, দেহ বাহ্য ও নিয়ম্য, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি ? ১৮ ॥

আত্মা জ্ঞানময় ও পবিত্র, দেহ মাংসময় ও অপবিত্র, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি ? ১৯ ॥

আত্মা প্রকাশক ও স্বচ্ছ, দেহ তামস অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ্য; মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি ? ২০ ॥

আত্মা নিত্য কারণ, ইনি সৎস্বরূপ, দেহ অনিত্যকারণ অসৎস্বরূপ, মূর্খেরা তাহাতেও সমতা দেখিতেছে; ইহার পর আর অজ্ঞান কি ? ২১ ॥

যে প্রকারে ঘটাদি পদার্থের প্রকাশ হয়, তাহাই আত্মার প্রকাশ। অগ্নি প্রভৃতির দীপ্তির ন্যায় আত্মপ্রকাশের বিকার নাই। যেহেতু, রাত্রিতে অন্ধকার হয় অর্থাৎ রাত্রিকালে যে স্থানে অগ্নি থাকে, সে স্থানে আলোক থাকে, কিন্তু প্রদীপনির্ব্বাপিত হইলে অন্ধকার হয়। এতাবতা জানাইতেছে যে, অগ্নির দীপ্তির বিকার আছে, কিন্তু আত্মদীপ্তির বিকার নাই, তাহা সদা সর্ব্বত্রই রহিয়াছে॥২২॥

মনুষ্য একটি ঘট পাইলে "আমার ঘট" এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে; "আমি

ব্রহ্মৈবাহং সমঃ শান্তঃ সচ্চিদানন্দলক্ষণঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৪ ॥
নির্ব্বিকারো নিরাকারো নিরবদ্যোঽহমব্যয়ঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যত বুধৈঃ ॥ ২৫ ॥
নিরাময়ো নিরাভাসো নির্ব্বিকল্পোঽহমাততঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৬ ॥
নির্গুণো নিষ্ক্রিয়ো নিত্যো নিত্যমুক্তোঽহমচ্যুতঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৭ ॥
নির্ম্মলো নিশ্চলোঽনন্তঃ শুদ্ধোঽহমজরোঽমরঃ।
নাহং দেহো হ্যসদ্রূপো জ্ঞানমিত্যুচ্যতে বুধৈঃ ॥ ২৮ ॥
স্বদেহে শোভনং সন্তং পুরুষাখ্যঞ্চ সম্মতম্।
কিং মূর্খ শূন্যমাত্মানং দেহাতীতং করোষি ভোঃ ॥ ২৯ ॥

ঘট” এরূপ জ্ঞান করে না। কিন্তু মূঢ়গণ “দেহ আমার” ইহা জানিয়াও “আমিই দেহ” এইরূপ জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

আমি সম অর্থাৎ প্রকাশ দ্বারা সর্ব্বময়, শান্ত অর্থাৎ নির্ব্বিকার ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম; আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান বলিয়া থাকেন ॥ ২৪ ॥

আমি নির্ব্বিকার, নিরাকার, নিরবদ্য অর্থাৎ আধ্যাত্মিকাদিতাপত্রয়বিহীন ও অব্যয় অর্থাৎ বিনাশহীন; আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৫ ॥

আমি রোগহীন,ফলাভিলাষশূন্য, কল্পনারহিত ও সর্ব্বব্যাপী। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহেন ॥ ২৬ ॥

আমি নির্গুণ, ক্রিয়াবিহীন, নিত্য, নিত্যমুক্ত অর্থাৎ সর্ব্বত্রই বন্ধনশূন্য ও অচ্যুত অর্থাৎ সচ্চিদানন্দস্বরূপ। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি। এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৭ ॥

আমি নির্ম্মল, নিশ্চল, অনন্ত, শুদ্ধ, অজর ও অমর। আমি অসৎস্বরূপ দেহ নহি; এইরূপ জ্ঞানকেই পণ্ডিতগণ তত্ত্বজ্ঞান কহিয়া থাকেন ॥ ২৮ ॥

ওহে মূর্খ! তুমি নিজ দেহে বিদ্যমান মঙ্গলময় ব্রহ্মরূপে নির্ণীত দেহাতীত পুরুষোত্তম আত্মাকে শূন্য জ্ঞান করিতেছ কেন? ২৯ ॥

আত্মানং শৃণু মূর্খ ত্বং যুক্ত্যা শ্রুত্যা চ পূরুষম্।
দেহাতীতং সদাকারং সুদুর্দ্দর্শং ভবাদৃশৈঃ ॥ ৩০ ॥
অহংশব্দেন বিখ্যাত এক এব স্থিতঃ পরঃ।
স্থূলস্ত্বনেকতাং প্রাপ্তঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩১ ॥
অহং দ্রষ্টৃতয়া সিদ্ধো দেহোঽদৃশ্যতয়া স্থিতঃ।
মমায়মিতি নির্দ্দেশাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩২ ॥
অহং বিকারহীনস্তু দেহো নিত্যং বিকারবান্।
ইতি প্রতীয়তে সাক্ষাৎ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৩ ॥
যস্মাৎ পরিমিতিশ্রুত্যা তয়া পুরুষলক্ষণম্।
বিনির্ণীতং বিমূঢ়েন কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৪ ॥
সর্ব্বং পুরুষ এবেতি যুক্তে পুরুষসংজ্ঞিতে।
অপ্যুচ্যতে যতঃ শ্রুত্যা কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৫ ॥

যুক্তি ও শ্রুতি দ্বারা আত্মাকে দেহাতীত নির্ণয় কর। তিনি সদাকার অর্থাৎ "আত্মা আছেন," এইরূপ ব্যবহারের কারণই আত্মার আকার; কিন্তু তোমার ন্যায় মূর্খেরা তাঁহাকে দেখিতে পায় না ॥ ৩০ ॥

অহংশব্দ-প্রতিপাদ্য পরমাত্মা এক, স্থূলদেহ অনেক। তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩১ ॥

"ইহা আমার" এইরূপ নির্দ্দেশ বশতঃ আত্মা দ্রষ্টা ও দৃশ্য, এইরূপ প্রতীয়-মান হইতেছে; তবে তিনি কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩২ ॥

আত্মা বিকারহীন এবং দেহ অনবরত বিকারবান্, ইহা সাক্ষাৎ প্রতীয়মান হইতেছে; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৩ ॥

"যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মান্নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ। বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেকস্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বম্ ॥" অর্থাৎ যাঁহার পর আর অপর কিছুই উৎকৃষ্টতর নাই, যাঁহা হইতে সূক্ষ্মতর নাই, যাঁহা হইতে কিছুই প্রধান নাই,যে এক আত্মা বৃক্ষের ন্যায় স্তব্ধ হইয়া স্বর্গে বর্ত্তমান আছেন, সেই আত্মা এই সমস্ত জগৎকে পরিপূর্ণ রাখিয়াছেন। এই শ্রুতি দ্বারা পরমা-ত্মার লক্ষণ নির্ণীত হইয়াছে। তবে সেই আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৪॥

"পুরুষ এবেদং সর্ব্বম্" অর্থাৎ এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড আত্মস্বরূপ, এই শ্রুতি-নির্ণীত পরমাত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৫ ॥

অসঙ্গঃ পুরুষঃ প্রোক্তো বৃহদারণ্যকেঽপি চ।
অনন্তমলসংশ্লিষ্টঃ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৬ ॥
তত্রৈব চ সমাখ্যাতং স্বয়ং জ্যোতির্হি পূরুষঃ।
জড়ঃ পরঃ প্রকাশ্যোঽসৌ কথং স্যাদ্দেহকঃ পুমান্ ॥ ৩৭ ॥
প্রোক্তোঽপি কর্ম্মকাণ্ডেন হ্যাত্মা দেহাদ্বিলক্ষণঃ।
নিত্যশ্চ তৎ ফলং ভুঙ্ক্তে দেহপাতাদনন্তরম্ ॥ ৩৮ ॥
লিঙ্গঞ্চানেকসংযুক্তং চলদ্দৃশ্যং বিকারি চ।
অব্যাপকমসদ্রূপং তৎ কথং স্যাৎ পুমানয়ম্ ॥ ৩৯ ॥
এবং দেহদ্বয়াদন্য আত্মা পুরুষ ঈশ্বরঃ।
সর্ব্বাত্মা সর্ব্বরূপশ্চ সর্ব্বাতীতোঽহমব্যয়ঃ ॥ ৪০ ॥
ইত্যাত্মদেহভাগেন প্রপঞ্চস্যৈব সত্যতা।
যথোক্তা তর্কশাস্ত্রেণ কিন্ততঃ পুরুষার্থতা ॥ ৪১ ॥

বৃহদারণ্যক উপনিষদেও "অসঙ্গোঽয়ম্পুরুষঃ" অর্থাৎ আত্মা সঙ্গহীন, ইহা কথিত আছে; কিন্তু দেহ অনন্তমলসংশ্লিষ্ট; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৬ ॥

সেই বৃহদারণ্যক শ্রুতিতেই "পুরুষো জ্যোতির্ম্ময়ঃ" ইহা কথিত আছে, কিন্তু দেহ ঘটাদির ন্যায় প্রকাশ্য জড়পদার্থ অর্থাৎ অপরের আলোক না পাইলে প্রকাশিত হয় না; তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৭ ॥

"যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ" অর্থাৎ যত কাল জীবন ধারণ করিবে, তত কাল অগ্নিহোত্রযাগ করিবে, ইত্যাদি কর্ম্মকাণ্ডবিভাগেও আত্মা দেহাতিরিক্ত ও নিত্য দেহপাতের পর কর্ম্মফল ভোগ করেন, ইহা কথিত আছে; অতএব ইহা দ্বারাও আত্মা দেহাতীত বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে ॥ ৩৮ ॥

বহুরূপ-কারণ-সংযুক্ত, চঞ্চল, জ্যোতির্হীন, বিকারী, অব্যাপক ও অনিত্য দেহ কেমন করিয়া পুরুষ বা আত্মা হইতে পারে? লিঙ্গ ও কারণ এই উভয় শরীরই নানা স্থূলশরীরের সম্বন্ধবিশিষ্ট, চঞ্চল, বিকারযুক্ত, অব্যাপক ও অসৎস্বরূপ, তবে আত্মা কিরূপে দেহময় হইবেন? ৩৯ ॥

আত্মা স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই উভয়দেহ হইতে অতিরিক্ত ও ঈশ্বর। তিনি সর্ব্বাত্মা, সর্ব্বরূপ, সর্ব্বাতীত ও অব্যয় ॥ ৪০ ॥

তার্কিকগণ এই আত্মা ও দেহের বিভাগদৃষ্টি করিয়াও তর্কশাস্ত্রোক্ত প্রপঞ্চের সত্যতা স্বীকার করেন; তাহা অপেক্ষা আর পুরুষার্থতা কি? ৪১ ॥

ইত্যাত্মদেহভেদেন দেহাত্মত্বং নিবারিতম্।
ইদানীং দেহভেদস্য হ্যসত্ত্বং স্ফুটমুচ্যতে ॥ ৪২ ॥
চৈতন্যস্যৈকরূপত্বাদ্ভেদো যুক্তো ন কর্হিচিৎ।
জীবত্বঞ্চ মৃষা জ্ঞেয়ং রজ্জৌ সর্পগ্রহো যথা ॥ ৪৩ ॥
রজ্জ্বজ্ঞানাৎ ক্ষণেনৈব যদ্বদ্রজ্জুর্হি সর্পিণী।
ভাতি তদ্বচ্চিতিঃ সাক্ষাদ্বিশ্বাকারেণ কেবলা ॥ ৪৪ ॥
উপাদানং প্রপঞ্চস্য ব্রহ্মণোঽন্যন্ন বিদ্যতে।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রপঞ্চোঽয়ং ব্রহ্মৈবাস্তি ন চেতরৎ ॥ ৪৫ ॥
ব্যাপ্যব্যাপকতা মিথ্যা সর্ব্বমাত্মেতি শাসনাৎ।
ইতি জ্ঞাতে পরে তত্ত্বে ভেদস্যাবসরঃ কুতঃ ॥ ৪৬ ॥
শ্রুত্যা নিবারিতং ন্যূনং নানাত্বং স্বমুখেন হি।
কথং ভাসো ভবেদন্যঃ স্থিতে চাদ্বয়কারণে ॥ ৪৭ ॥
দোষোঽপি বিহিতঃ শ্রুত্যা মৃত্যোর্ম্মৃত্যুং স গচ্ছতি।
ইহ পশ্যতি নানাত্বং মায়য়া বঞ্চিতো নরঃ ॥ ৪৮ ॥

এই দেহ ও আত্মার ভেদপ্রদর্শন দ্বারা দেহের আত্মতা নিবারিত হইল। এক্ষণে দেহভেদের অসত্তা সুস্পষ্টরূপে বলা যাইতেছে ॥ ৪২ ॥

চৈতন্যের (ভূত ও ভৌতিক প্রপঞ্চের আধানের প্রকাশকে চৈতন্য কহে) একরূপতাহেতু ভেদ কখনও যুক্তিযুক্ত নহে। যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্মাতেও জীবত্ব মিথ্যা ॥৪৩ ॥

রজ্জুস্বরূপের অজ্ঞান হইলেই যেমন রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ আত্ম-স্বরূপের অজ্ঞানবশতই আত্মা নানারূপে কল্পিত হইয়া থাকেন ॥ ৪৪ ॥

ব্রহ্ম বিনা আর প্রপঞ্চের উপাদান নাই ; অতএব সকল প্রপঞ্চই ব্রহ্ম, আর কিছুই নহে ॥ ৪৫ ॥

এই সকল প্রপঞ্চই আত্মস্বরূপ, এই প্রকার শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা আত্মার ব্যাপ্য ও ব্যাপকতা মিথ্যা, ইহা প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপে পরমাত্মতত্ত্ব জ্ঞাত হইলে আর ভেদজ্ঞানের অবসর কোথায় ? ৪৬ ॥

শ্রুতি স্বয়ংই জগতের নানাত্ব নিবারণ করিতেছেন। ব্রহ্মের অদ্বিতীয় কার-ণতা স্থির হইলে কিরূপে ভেদ হইতে পারে ? ৪৭ ॥

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি"—যিনি জগতে নানাত্ব জ্ঞান করেন, তিনি মৃত্যুর পর মৃত্যুভোগ করেন অর্থাৎ তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ

ব্রহ্মণঃ সর্ব্বভূতানি জায়ন্তে পরমাত্মনঃ।
তস্মাদেতানি ব্রহ্মৈব ভবন্তীত্যবধারয়েৎ ॥ ৪৯ ॥
ব্রহ্মৈব সর্ব্বনামানি রূপাণি বিবিধানি চ।
কর্ম্মাণ্যপি সমগ্রাণি বিভর্ত্তীতি শ্রুতির্জগৌ ॥ ৫০ ॥
সুবর্ণাজ্জায়মানস্য সুবর্ণত্বঞ্চ শাশ্বতম্।
ব্রহ্মণো জায়মানস্য ব্রহ্মত্বঞ্চ তথা ভবেৎ ॥ ৫১ ॥
স্বল্পমপ্যন্তরং কৃত্বা জীবাত্মপরমাত্মনোঃ।
যস্তিষ্ঠতি স মূঢ়াত্মা ভয়ং তস্যাভিভাষিতম্॥ ৫২ ॥
যত্রাজ্ঞানাদ্ভবেদ্দ্বৈতমিতরস্তত্র পশ্যতি।
আত্মত্বেন যদা সর্ব্বং নেতরস্তত্র চাণ্বপি ॥ ৫৩ ॥
যস্মিন্ সর্ব্বাণি ভূতানি চাত্মত্বেন বিজানতঃ।
নৈব তস্য ভবেন্মোহো ন চ শোকোঽদ্বিতীয়তঃ ॥ ৫৪ ॥
অয়মাত্মা হি ব্রহ্মৈব সর্ব্বাত্মকতয়া স্থিতঃ।
ইতি নির্দ্ধারিতং শ্রুত্যা বৃহদারণ্যসংজ্ঞয়া ॥ ৫৫ ॥

জন্মমৃত্যুযাতনা ভোগ করিতে হয়। ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা যাঁহারা নানাত্ব দর্শন করেন, তাঁহাদিগের দোষও বিহিত আছে। মায়াবঞ্চিত মনুষ্যই জগতে নানাত্ব দর্শন করে ॥ ৪৮ ॥

ব্রহ্ম হইতেই সমস্ত সঞ্জাত, অতএব সমস্তই ব্রহ্ম,এইরূপ নিশ্চয় করিবে ॥৪৯॥

"ব্রহ্মই সকল প্রকার নাম, বিবিধ প্রকার রূপ ও সমগ্র কর্ম্ম ধারণ করিতেছেন," ইহা স্বয়ং শ্রুতি কহিয়াছেন ॥ ৫০ ॥

যেমন সুবর্ণ হইতে জাত দ্রব্য চিরকালই সুবর্ণ থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে জায়মান জগৎ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৫১ ॥

যে ব্যক্তি জীবাত্মা ও পরমাত্মাতে কিঞ্চিন্মাত্র ভেদজ্ঞান করে, সে মূঢ়াত্মা; তাহাকে ভয় পাইতে হয় অর্থাৎ তাহার চিত্তের শান্তি হয় না ॥ ৫২ ॥

যে অবস্থাতে অজ্ঞান বশতঃ দ্বৈতজ্ঞান হয়, সেই অবস্থায় এক পদার্থ অন্য পদার্থকে দর্শন করে। আত্মজ্ঞান জন্মিলে অন্য কিছুই দেখিতে পায় না ॥ ৫৩ ॥

যে অবস্থায় সর্ব্বভূতকে আত্মস্বরূপে জানা যায়, তখন অদ্বৈতজ্ঞানবশতঃ শোক-মোহাদি থাকিতে পারে না ॥ ৫৪ ॥

পরমাত্মস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বাত্মকরূপে অবস্থিত আছেন; ইহা বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে নির্দ্ধারিত আছে ॥ ৫৫ ॥

অনুভূতোঽপ্যয়ং লোকো ব্যবহারক্ষমোঽপি সন্।
অসদ্রূপো যথা স্বপ্ন উত্তরক্ষণবাধিতঃ ॥ ৫৬ ॥
স্বপ্নো জাগরণেঽলীকঃ স্বপ্নে জাগরণোঽপি হি।
দ্বয়মেব লয়ে নাস্তি লয়োঽপি উভয়োর্ন চ ॥ ৫৭ ॥
ত্রয়মেব ভবেন্মিথ্যা গুণত্রয়বিনির্ম্মিতম্।
অস্য দ্রষ্টা গুণাতীতো নিত্যো হ্যেকশ্চিদাত্মকঃ ॥ ৫৮ ॥
যদ্বন্মৃদি ঘটভ্রান্তিঃ শুক্তৌ বা রজতস্থিতম্ ॥
তদ্বদ্‌ব্রহ্মণি জীবত্বং বীক্ষ্যমাণে ন পশ্যতি ॥ ৫৯ ॥
যথা মৃদি ঘটো নাম কনকে কুণ্ডলাভিধা।
শুক্তৌ হি রজতখ্যাতির্জীবসংজ্ঞা তথাপরে ॥ ৬০ ॥
যথৈব ব্যোম্নি নীলত্বং যথা নীরং মরুস্থলে।
পুরুষত্বং যথা স্থাণৌ তদ্বদ্বিশ্বং চিদাত্মনি ॥ ৬১ ॥
যথৈব শূন্যে বৈতালো গন্ধর্ব্বাণাং পুরং যথা।
যথাকাশে দ্বিচন্দ্রত্বং তদ্বৎ সত্যে জগৎ স্থিতম্ ॥ ৬২ ॥

যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থ স্বপ্নকালে সত্য বলিয়া প্রতীত হইলেও জাগ্রদবস্থায় অলীকত্ব হেতু তাহার ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবত্বের সকল ব্যবহারোপযোগী এই জগৎ অজ্ঞানতা বশতঃ অবিনাশী বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অদ্বৈতজ্ঞান বশতঃ তাহার অস্তিত্ব অনুভব হয় না। জাগ্রদবস্থায় স্বপ্ন মিথ্যা, স্বপ্নাবস্থায় জাগরণ মিথ্যা, সুষুপ্তি অবস্থায় জাগরণ ও স্বপ্ন উভয়ই মিথ্যা এবং জাগরণ ও স্বপ্ন উভয় অবস্থাতেই সুষুপ্তি মিথ্যা বলিয়া প্রতীয়মান হইয়া থাকে ॥ ৫৬-৫৭ ॥

গুণত্রয়বিনির্ম্মিত জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থাই মিথ্যা। এই অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী গুণাতীত চিৎস্বরূপ অদ্বিতীয় আত্মাই সত্য ॥ ৫৮ ॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটভ্রম ও শুক্তিতে রজতভ্রম ঘটে, তদ্রূপ ব্রহ্মে জীবভ্রম হয়, আত্মসাক্ষাৎকার হইলে আর সে ভ্রম থাকে না ॥ ৫৯ ॥

যেমন মৃত্তিকাতে ঘটসংজ্ঞা, স্বর্ণে কুণ্ডলসংজ্ঞা ও শুক্তিতে রজতখ্যাতি, তদ্রূপ পরমাত্মাতে জীবসংজ্ঞা ॥ ৬০ ॥

যেমন আকাশে নীলতা, মরুভূমিতে জল এবং স্থাণু অর্থাৎ শাখাহীন বৃক্ষে মনুষ্যবোধ, তদ্রূপ চিন্ময় পরমাত্মাতে এই বিশ্ব নাম অর্থাৎ কাল্পনিক আরোপ হয় ॥ ৬১ ॥

যেমন শূন্যে বেতালপুর ও গন্ধর্ব্বনগর, আকাশে দুই চন্দ্র, তদ্রূপ

যথা তরঙ্গকল্লোলৈর্জলমেব স্ফুরত্যলম্।
পাত্ররূপেণ তাম্রং হি ব্রহ্মাণ্ডৌঘৈস্তথাত্মতা ॥ ৬৩ ॥
ঘটনাম্না যথা পৃথ্বী পটনাম্না হি তন্তবঃ।
জগন্নাম্না চিদাভাতি জ্ঞেয়ং তত্তদভাবতঃ ॥ ৬৪ ॥
সর্ব্বোঽপি ব্যবহারস্তু ব্রহ্মণা ক্রিয়তে জনৈঃ।
অজ্ঞানান্ন বিজানন্তি মৃদেব হি ঘটাদিকম্ ॥ ৬৫ ॥
কার্য্যকারণতা নিত্যং ভাবি ঘটমৃদোর্যথা।
তথৈব শ্রুতিযুক্তিভ্যাং প্রপঞ্চব্রহ্মণোরিহ ॥ ৬৬ ॥
গৃহ্যমাণে ঘটে যদ্বন্মৃদেব যাতি বৈ বলাৎ।
বীক্ষ্যমাণে প্রপঞ্চেঽপি ব্রহ্মৈব ভাতি ভাস্বরম্ ॥ ৬৭ ॥

সত্যে জগৎ সংস্থিত জানিবে অর্থাৎ আকাশে দুই চন্দ্র বা গন্ধর্ব্বনগরাদি দর্শন যেরূপ দর্শনেন্দ্রিয়ের ভ্রম বশতই হইয়া থাকে, তদ্রূপ জগতের নিত্যত্ববোধও ভ্রমাত্মক ॥ ৬২ ॥

যেমন তরঙ্গ-কল্লোলে জল ব্যতীত অন্য কোন পদার্থই উপলক্ষিত হয় না, যেমন তাম্রপাত্রাদি বস্তু তাম্র ভিন্ন আর কিছুই নহে, তদ্রূপ এই জগৎপ্রবাহে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই প্রকাশ লক্ষিত হয় না ॥ ৬৩ ॥

যেমন ঘট বলিলে মৃত্তিকা ও বস্ত্র বলিলে সূত্র প্রকাশ পায়, তদ্রূপ জগৎ বলিলে চিদাত্মাই প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যেহেতু, ঘটপটাদির ন্যায় জগৎ মিথ্যা ॥ ৬৪ ॥

যেরূপ মৃণ্ময় ঘটাদি ব্যবহারকালে ঘটাদি ব্যবহার করিতেছি না, তত্ত্বতঃ মৃত্তিকা ব্যবহার করিতেছি, মনুষ্যের এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্ম দ্বারা জীবনের সকল কার্য্য সাধন করিয়া লইয়াও মনুষ্য তত্ত্বতঃ তাহা বুঝিতে সক্ষম হয় না ॥ ৬৫ ॥

যেমন সর্ব্বদাই ঘট ও মৃত্তিকায় কার্য্যকারণতা দেখা যায়, তদ্রূপ শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা প্রপঞ্চ-জগৎ ও ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্য-কারণ জানা যায় ॥ ৬৬ ॥

যেমন ঘটে ও মৃত্তিকার মধ্যে কার্য্য-কারণসম্বন্ধ নিত্য হয়, তদ্রূপ প্রপঞ্চ-জগতের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে পরমব্রহ্মই তাহার নিত্যকারণরূপে প্রতীত হন। যেরূপ ঘটের বিষয় চিন্তা করিলে মৃত্তিকাই বলবৎরূপে প্রকাশ পায়, তদ্রূপ এই অনিত্য জগৎপ্রপঞ্চের বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে তন্নিহিত শাশ্বত ব্রহ্মপদার্থ ভিন্ন অপর কোন নিত্য সত্তাই পরিস্ফুট হয় না ॥ ৬৭ ॥

স চৈবাত্মা বিশুদ্ধোঽস্তি ন শুদ্ধো ভাতি বৈ সদা।
যথৈব দ্বিবিধা রজ্জুর্জ্ঞানিনোঽজ্ঞানিনোঽনিশম্ ॥ ৬৮ ॥
যথৈব মৃণ্ময়ঃ কুম্ভস্তদ্বদ্দেহোঽপি চিন্ময়ঃ।
আত্মানাত্মবিভাগোঽয়ং মুধৈব ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥ ৬৯ ॥
সর্পত্বেন যথা রজ্জূ রজতত্বেন শুক্তিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭০ ॥
ঘটত্বেন যথা পৃথ্বী পটত্বেনৈব তন্তবঃ।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭১ ॥
কনকং কুণ্ডলত্বেন তরঙ্গত্বেন বৈ জলম্।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭২ ॥
পুরুষত্বেন বৈ স্থাণুর্জলত্বেন মরীচিকা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৩ ॥
গৃহত্বেনৈব কাষ্ঠানি খড়্গত্বেনৈব লোহতা।
বিনির্ম্মিতা বিমূঢ়েন দেহত্বেন তথাত্মতা ॥ ৭৪ ॥

যেমন একমাত্র রজ্জু জ্ঞানী ও অজ্ঞানী উভয় ব্যক্তির নিকট রজ্জু ও সর্প এই উভয়রূপে প্রকাশ পায় অর্থাৎ জ্ঞানী রজ্জুকে রজ্জুই দেখে এবং অজ্ঞানীর রজ্জুকে সর্প বলিয়া ভ্রম হয়, সেইরূপ পরমাত্মা সর্ব্বদা শুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন এবং অশুদ্ধরূপেও প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ৬৮ ॥

যেমন কুম্ভ মৃণ্ময়, তদ্রূপ দেহও চিন্ময়; অতএব জ্ঞানী ব্যক্তিগণ কি হেতু মিথ্যা আত্মানাত্মজ্ঞান করিবে? ৬৯ ॥

যেমন অজ্ঞ ব্যক্তি রজ্জুকে সর্প ও শুক্তিকাকে রজত জ্ঞান করে, সেইরূপ বিমূঢ় ব্যক্তি আত্মাকেই দেহ বলিয়া জ্ঞান করিয়া থাকে ॥ ৭০ ॥

যেমন পৃথ্বীকে ঘটরূপে ও তন্তুকে বস্ত্ররূপে নির্ণয় করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭১ ॥

যেমন স্বর্ণকে কুণ্ডলাকারে ও জলকে তরঙ্গাকারে নির্ণয় করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭২ ॥

যেমন শাখাহীন বৃক্ষকে পুরুষরূপে ও মরীচিকাকে জলরূপে জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭৩ ॥

যেমন কাষ্ঠরাশিকে গৃহরূপে ও লোহকে খড়্গরূপে জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞেরা আত্মাকে দেহরূপে নির্ণয় করিয়া থাকে ॥ ৭৪ ॥

যথা বৃক্ষবিপর্য্যাসো জলাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৫॥
পোতেন গচ্ছতঃ পুংসঃ সর্ব্বং বিচঞ্চলং ভবেৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৬॥
পীতত্বং হি যথা শুভ্রে দোষাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৭॥
চক্ষুর্ভ্যাং ভ্রমশীলাভ্যাং সর্ব্বং ভাতি ভ্রমাত্মকম্।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৮॥
অলাতং ভ্রমণেনৈব বর্ত্তুলং ভাতি সূর্য্যবৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৭৯॥
মহত্ত্বে সর্ব্ববস্তূনামণুত্বন্ত্বতিদূরতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ। ৮০॥
সূক্ষ্মত্বে সর্ব্বভাবানাং স্থূলতা চোপনেত্রতঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ॥ ৮১॥

যেমন জলে বৃক্ষের প্রতিবিম্ব পড়িলে অজ্ঞেরা তাহাকেই প্রকৃত বৃক্ষ জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়॥ ৭৫॥

যেমন পোতগামী ব্যক্তি সকল পদার্থকেই চঞ্চলের ন্যায় জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়॥ ৭৬॥

যেমন কোন ব্যক্তি দৃষ্টিদোষ বশতঃ শুভ্রবর্ণকে পীতবর্ণ জ্ঞান করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়॥ ৭৭॥

যেরূপ মদ, মোহ, শিরোঘূর্ণন প্রভৃতি রোগে ভ্রমযুক্ত চক্ষু দ্বারা দৃষ্টিপাত করিলে সকল পদার্থই ভ্রমাত্মক দৃষ্ট হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই (মূঢ়ব্যক্তি) আত্মাতে দেহজ্ঞান করিয়া থাকে॥ ৭৮॥

যেমন জলের অভ্যন্তরভাগকে পরিভ্রামিত করিলে সেই জলকে সূর্য্যের ন্যায় বর্ত্তুলাকার বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে সন্দেহ নাই॥ ৭৯॥

যেমন বৃহদাকার বস্তুকেও অতি দূর হইতে ছোট বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহভ্রম হইয়া থাকে॥ ৮০॥

যেমন উপনেত্র অর্থাৎ চশমা দ্বারা অতিসূক্ষ্ম বস্তুকে স্থূল বলিয়া বোধ হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৮১॥

কাচভূমৌ জলত্বং বা জলভূমৌ হি কাচতা।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮২ ॥
যদ্বদগ্নৌ মণিত্বং হি মণৌ বা বহ্নিতা পুনঃ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৩ ॥
যথৈব দিগ্বিপর্য্যাসো মোহাদ্ভবতি কস্যচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৪ ॥
অভ্রেষু সৎসু ধাবৎসু সোমো ধাবতি ভাতি বৈ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৫ ॥
যথা শশী জলে ভাতি চঞ্চলত্বেন কর্হিচিৎ।
তদ্বদাত্মনি দেহত্বং পশ্যত্যজ্ঞানযোগতঃ ॥ ৮৬ ॥
এবমাত্মন্যবিদ্যাতো দেহাধ্যাসো হি জায়তে।
স এবাত্মপরিজ্ঞানাৎ লীয়তে চ পরাত্মনি ॥ ৮৭ ॥
সর্ব্বমাত্মতয়া জ্ঞানং জগৎ স্থাবরজঙ্গমম্।
অভাবাৎ সর্ব্বভাবানাং দেহস্য চাত্মতা কুতঃ ॥ ৮৮ ॥

যেমন কাচভূমিতে জলভ্রম ও জলে কাচভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহভ্রম হইয়া থাকে ॥ ৮২ ॥

যেমন অগ্নিতে মণিত্ব ও মণিতে অগ্নিত্ব জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৩ ॥

যেমন মোহহেতু কোন কোন ব্যক্তির দিগ্‌ভ্রম হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৪ ॥

যেমন আকাশে মেঘগণ ধাবিত হইলে চন্দ্রকেও ধাবমানের ন্যায় জ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৮৫ ॥

যেমন কোন কোন ব্যক্তি জলের চাঞ্চল্য বশতঃ চন্দ্রকেও চঞ্চল বোধ করে, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতই আত্মাতে দেহজ্ঞান হয় ॥ ৮৬ ॥

এইরূপ অবিদ্যাবশতঃ আত্মাতে দেহজ্ঞান হয়; আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান হইলে সেই দেহজ্ঞান পরমাত্মাতে লীন হয় অর্থাৎ তখন দেহের আত্মজ্ঞান বিলয় প্রাপ্ত হইয়া যায় ॥ ৮৭ ॥

স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎকে আত্মস্বরূপ জ্ঞান করিবে। সকল পদার্থই অনিত্য; অতএব দেহের আত্মতা কি প্রকারে সম্ভবিতে পারে? ৮৮ ॥

আত্মানং সততং জানন্ কালং নয় মহামতে।
প্রারব্ধমখিলং ভুঞ্জন্ নোদ্বেগং কর্ত্তুমর্হসি ॥ ৮৯ ॥
উৎপন্নেঽপ্যাত্মবিজ্ঞানে প্রারব্ধং নৈব মুঞ্চতি।
ইতি যৎ শ্রূয়তে শাস্ত্রাৎ তন্নিরাক্রিয়তেঽধুনা ॥ ৯০ ॥
তত্ত্বজ্ঞানোদয়াদূর্দ্ধং প্রারব্ধং নৈব বিদ্যতে।
দেহাদীনামসত্ত্বাত্তু যথা স্বপ্নো বিবোধতঃ ॥ ৯১ ॥
কর্ম্ম জন্মান্তরীয়ং যৎ প্রারব্ধমিতি কীর্ত্তিতম্।
তত্তু জন্মান্তরাভাবাৎ পুংসো নৈবাস্তি কর্হিচিৎ ॥ ৯২ ॥
স্বপ্নদেহো যথাধ্যস্তস্তথৈবায়ং হি দেহকঃ।
অধ্যস্তস্য কুতো জন্ম জন্মাভাবে হি তৎ কুতঃ ॥ ৯৩ ॥
উপাদানং প্রপঞ্চস্য মৃদ্ভাণ্ডস্যেব দৃশ্যতে।
অজ্ঞানঞ্চেতি বেদান্তৈস্তস্মিন্নষ্টে ক্ব বিশ্বতা ॥ ৯৪ ॥
যথা রজ্জুং পরিত্যজ্য সর্পং গৃহ্লাতি বৈ ভ্রমাৎ।
তদ্বৎ সত্যমবিজ্ঞায় জগৎ পশ্যতি মূঢ়ধীঃ ॥ ৯৫ ॥

হে মহামতে! সর্ব্বদা আত্মাকে জানিয়া কালযাপন কর। সমস্ত প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ করিবে, তাহাতে উদ্বিগ্ন হইও না ॥ ৮৯ ॥

আত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলেও প্রারব্ধ থাকে, ইহা যে শাস্ত্রে শ্রুত আছে, এক্ষণে তাহা নিরাকৃত হইতেছে ॥ ৯০ ॥

নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ ব্যক্তির নিকট যেরূপ স্বপ্নদৃষ্ট বিষয়ের অস্তিত্ব বিনষ্ট হয়, সেইরূপ ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হইলে দেহাদির অস্তিত্বের সম্ভাবনা নষ্ট হয় বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের পর প্রারব্ধ বা জন্মান্তরীয় কর্ম্মের অস্তিত্ব-সম্ভাবনা বিদূরিত হয় ॥৯১॥

জন্মান্তরীয় কর্ম্মকে প্রারব্ধ বলা যায়। জন্মান্তরের অভাব হইলে আর কখনও প্রারব্ধ থাকে না ॥ ৯২ ॥

স্বপ্নদেহের ন্যায় এই দেহও অধ্যস্ত (বিনষ্ট) হয়, অধ্যস্তের আর জন্ম কিরূপে ঘটিতে পারে এবং জন্মাভাবে কিরূপে প্রারব্ধভোগ হইবে? ৯৩ ॥

ঘটাদির যেমন মৃত্তিকা ও জল উভয়ই উপাদান, তদ্রূপ এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের ব্রহ্ম ও অজ্ঞান উভয়ই উপাদান; ইহা বেদান্তপ্রমাণে জানা যায়; উপাদান-স্বরূপ অজ্ঞানের নাশ হইলে বিশ্ব কিরূপে থাকিতে পারে? ৯৪ ॥

যেমন ভ্রমবশতঃ রজ্জুতে রজ্জুজ্ঞান না হইয়া সর্পজ্ঞান হয়, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মকে সত্যরূপে জ্ঞান না হইয়া জগৎ সত্য বলিয়া জ্ঞান হইয়া থাকে ॥ ৯৫ ॥

রজ্জু রূপে পরিজ্ঞাতে সর্পত্বস্তু ন তিষ্ঠতি।
অধিষ্ঠানে তথা জ্ঞাতে প্রপঞ্চঃ শূন্যতাং গতঃ ॥ ৯৬ ॥
দেহস্যাপি প্রপঞ্চত্বাৎ প্রারব্ধাবস্থিতিঃ কুতঃ।
অজ্ঞানজনবোধার্থং প্রারব্ধং বক্তি বৈ শ্রুতিঃ ॥ ৯৭ ॥
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
বহুত্বং তন্নিষেধার্থং শ্রুত্যা গীতং যতঃ স্ফুটম্ ॥ ৯৮ ॥
উচ্যতেঽজ্ঞৈর্ব্বলাচ্চৈতৎ তদানর্থদ্বয়াগমঃ।
বেদান্তমতহানঞ্চ যতো জ্ঞানমিতি শ্রুতিঃ ॥ ৯৯ ॥
ত্রিপঞ্চাঙ্গান্যতো বক্ষ্যে পূর্ব্বোক্তস্য হি লব্ধয়ে।
তৈশ্চ সর্ব্বৈঃ সদা কার্য্যং নিদিধ্যাসনমেব চ ॥ ১০০ ॥
নিদিধ্যাসাদৃতে প্রাপ্তির্ন ভবেৎ সচ্চিদাত্মনঃ।
তস্মাদ্ব্রহ্ম নিদিধ্যাসেৎ জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয়সে চিরম্ ॥ ১০১ ॥

রজ্জুরূপ পরিজ্ঞাত হইলে যেমন সর্প-জ্ঞান থাকে না, তদ্রূপ প্রপঞ্চের অধিষ্ঠানভূত আত্মার পরিজ্ঞান হইলে প্রপঞ্চ মিথ্যা বলিয়া বোধ হয় ॥ ৯৬ ॥

দেহও প্রপঞ্চ বা অলীক কল্পনা মাত্র, সুতরাং কিরূপে তাহাতে প্রারব্ধের অবস্থিতি হইতে পারে? অজ্ঞানীদিগের বোধের নিমিত্ত শ্রুতিতে প্রারব্ধ উক্ত হইয়াছে ॥ ৯৭

শ্রুতিতে স্পষ্টরূপে উক্ত হইয়াছে যে, সেই পরাৎপর পরমাত্মার দর্শন হইলে সকল কর্ম্মফল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। কর্ম্মসকল (সঞ্চিত, ক্রিয়মাণ ও প্রারব্ধ) এই বহুবচনও প্রারব্ধের অভাবপ্রতিপাদনের নিমিত্ত ॥ ৯৮ ॥

অনভিজ্ঞগণই বলপূর্ব্বক প্রারব্ধ স্বীকার করে, তাহাতে প্রথম মোক্ষাভাব এবং মোক্ষের অভাব হইলে জ্ঞানের উচ্ছেদ, এই দুইটি দোষ উপস্থিত হয় আর তাহা হইলে বেদান্তমতের (অদ্বৈতবাদের) হানিও হয়। যেহেতু, প্রারব্ধরূপ দ্বৈতস্বীকার করিলে অদ্বৈতবাদ থাকিতে পারে না। যাহা হইতে জ্ঞানলাভ করা যায়, তাহাকে শ্রুতি কহে। শ্রুতি-প্রমাণ না মানিলে আর জ্ঞানলাভের উপায় নাই ॥ ৯৯ ॥

অনন্তর পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানলাভের নিমিত্ত পঞ্চদশটি নিদিধ্যাসনের অঙ্গ বলিতেছি। সেই সকল অঙ্গ দ্বারাই সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন করিবে ॥ ১০০ ॥

নিদিধ্যাসন বিনা সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইতে পারে না; অতএব ব্রহ্মান্বেষিগণ নিজ মঙ্গললাভের নিমিত্ত সর্ব্বদা নিদিধ্যাসন করিবে ॥ ১০১ ॥

যমো হি নিয়মস্ত্যাগো মৌনং দেশশ্চ কালতা।
আসনং মূলবন্ধশ্চ দেহসাম্যঞ্চ দৃক্স্থিতিঃ ॥ ১০২ ॥
প্রাণসংযমনঞ্চৈব প্রত্যাহারশ্চ ধারণা।
আত্মধ্যানং সমাধিশ্চ প্রোক্তান্যঙ্গানি বৈ ক্রমাৎ ॥ ১০৩ ॥
সর্ব্বং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাদিন্দ্রিয়গ্রামসংযমঃ।
যমোঽয়মিতি সংপ্রোক্তোঽভ্যসনীয়ো মুহুর্ম্মুহুঃ ॥১০৪॥
সজাতীয়প্রবাহশ্চ বিজাতীয়তিরস্কৃতিঃ।
নিয়মো হি পরানন্দো নিয়মাৎ ক্রিয়তে বুধৈঃ ॥১০৫ ॥
ত্যাগঃ প্রপঞ্চরূপস্য চিদাত্মত্বাবলোকনাৎ।
ত্যাগো হি মহতাং পূজ্যঃ সদ্যো মোক্ষময়ো যতঃ ॥১০৬॥
যস্মাদ্বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।
যন্মৌনং যোগিভির্গম্যং তদ্ভবেৎ সর্ব্বদা বুধঃ ॥১০৭॥

যম, নিয়ম, ত্যাগ, মৌন, দেশ, কাল, আসন, মূলবন্ধ, দেহসাম্য, দৃক্স্থিতি, প্রাণসংযমন, প্রত্যাহার, ধারণা, আত্মধ্যান ও সমাধি এই সকল অঙ্গ ক্রমশঃ কথিত হইতেছে ॥ ১০২-১০৩ ॥

সকলই ব্রহ্ম, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া ইন্দ্রিয়সকলের সংযমকে যম কহে, ইহা পুনঃ পুনঃ অভ্যাস করিবে ॥ ১০৪ ॥

সজাতীথ প্রবাহ অর্থাৎ আমি পরমব্রহ্ম, এই জ্ঞানপ্রবাহ ও বিজাতীয় তিরস্কার অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতে মিথ্যাজ্ঞান, ইহাকে নিয়ম কহে; এই নিয়ম অবলম্বন করিয়া পণ্ডিতগণ পরমানন্দ লাভ করেন ॥১০৫॥

চিন্ময় আত্মার তত্ত্বাবলোকন অবলম্বন করিয়া যে প্রপঞ্চের (ঘটপটাদি নামরূপ ব্যবহৃত পদার্থের) পরিত্যাগ, তাহাকেই ত্যাগ বলা যায়, ইহাকে মহাত্মারাও আদর করিয়া থাকেন, যেহেতু, ইহা সদ্য মোক্ষপ্রদ ॥ ১০৬ ॥

যাহাকে মন ও বাক্য দ্বারা ধারণা বা প্রকাশ করিতে পারা যায় না, যোগিগণ যে বুদ্ধ্যতীত, বাক্যাতীত সত্তাকে যোগাবলম্বনে প্রাপ্ত হইয়াও কেবল মনুষ্যবুদ্ধি বা মনুষ্যভাষায় অসীম শক্তির অন্ত প্রকাশ করিতে না পারিয়া যেরূপ মৌনাশ্রয় করিয়া থাকেন, সেইরূপ তুষ্ণীম্ভাবের নাম মৌন। পণ্ডিতগণ সর্ব্বদাই সেইরূপ ভাষাহীন বাক্যাতীত বিরাট্ ব্রহ্মবিদ্ হইতে চেষ্টা করিবেন ॥ ১০৭ ॥

বাচো যস্মান্নিবর্ত্তন্তে তদ্বক্তুং কেন শক্যতে।
প্রপঞ্চো যদি বক্তব্যঃ সোঽপি শব্দবিবর্জ্জিতঃ ॥ ১০৮ ॥
ইতি বা তদ্ভবেন্মৌনং সতাং সহজসংজ্ঞিতম্।
গিরা মৌনন্তু বালানাং প্রযুক্তং ব্রহ্মবাদিভিঃ ॥ ১০৯ ॥
আদাবন্তে চ মধ্যে চ জনো যস্মিন্ন বিদ্যতে।
যেনেদং সততং ব্যাপ্তং স দেশো বিজনঃ স্মৃতঃ ॥ ১১০ ॥
কলনাৎ সর্ব্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং নিমেষতঃ।
কালশব্দেন নির্দ্দিষ্টশ্চাখণ্ডানন্দকাদ্বয়ঃ ॥ ১১১ ॥
সুখেনৈব ভবেদ্‌যস্মিন্নজস্রং ব্রহ্মচিন্তনম্।
আসনং তদ্বিজানীয়ান্নজস্রং সুখনাশকম্ ॥ ১১২ ॥
সিদ্ধং যৎ সর্ব্বভূতাদি বিশ্বাধিষ্ঠানমব্যয়ম্।
যস্মিন্ সিদ্ধাঃ সমাবিষ্টাস্তদ্বৈ সিদ্ধাসনং বিদুঃ ॥ ১১৩ ॥
যন্মূলং সর্ব্বভূতানাং যন্মূলং চিত্তবন্ধনম্।
মূলবন্ধঃ সদা সেব্যো যোগ্যোঽসৌ রাজযোগিনাম্ ॥ ১১৪ ॥

যিনি বাক্যের অগোচর, তাঁহাকে কে বর্ণনা করিতে পারে? যদি বল, প্রপঞ্চের বিষয় বর্ণনা করা যায়, তাহাও শব্দবর্জ্জিত অর্থাৎ সৎ অসৎ প্রভৃতি নানাপ্রকার পদার্থ আছে, তাহাও বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না; ইহাকেও মৌন কহে। এই মৌনই সাধুদিগের স্বভাবসিদ্ধ। ব্রহ্মবাদিগণ কি বালকদিগের বাক্যহীনতাকে মৌন বলেন? ১০৮-১০৯ ॥

যাহাতে আদি, মধ্য ও অন্তে একজন মাত্র লোক থাকে না এবং একমাত্র যে সত্তাদ্বারা এ নিখিল পরিব্যাপ্ত, তাহাকেই নির্জ্জন দেশ বলে ॥ ১১০ ॥

নিমেষমধ্যে ব্রহ্মাদি সর্ব্বভূতের কলন (সৃষ্টি, স্থিতি ও বিনাশ) বশতঃ অখণ্ডানন্দস্বরূপ অদ্বিতীয় সত্তা কালশব্দে নির্দ্দিষ্ট ॥ ১১১ ॥

যে সুখস্বরূপ ব্রহ্মে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যচিন্তা নাই, সেই কালত্রয়াবস্থায়ী ব্রহ্মই আসনশব্দবাচ্য, ইহা ভিন্ন সমস্তই সুখনাশন ॥১১২॥

যাঁহাতে সর্ব্বভূত সিদ্ধ আছে এবং যাঁহাতে সিদ্ধপুরুষগণ সমাবিষ্ট আছেন ও যিনি বিশেষ অধিষ্ঠানস্বরূপ ও অব্যয়, তাঁহাকেই সিদ্ধাসন বলিয়া জানিবে॥১১৩॥

যিনি আকাশাদি সর্ব্বভূতের মূল (আদিকারণ), যিনি চিত্তবন্ধনের কারণস্বরূপ অজ্ঞানের মূল, তিনিই মূলবন্ধ। এই মূলবন্ধ রাজযোগীদিগেরও সেব্য ॥১১৪॥

অজ্ঞানাং সমতাং বিন্দ্যাৎ সমে ব্রহ্মণি লীয়তে।
নোচেন্নৈব সমানত্বমৃজুত্বং শুষ্ককাষ্ঠবৎ ॥ ১১৫ ॥
দৃষ্টিং জ্ঞানময়ীং কৃত্বা পশ্যেদ্ব্রহ্মময়ং জগৎ।
সা দৃষ্টিঃ পরমোদারা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৬ ॥
দৃষ্টিদর্শনদৃশ্যানাং বিরামো যত্র বা ভবেৎ।
দৃষ্টিস্তত্রৈব কর্ত্তব্যা ন নাসাগ্রবিলোকিনী ॥ ১১৭ ॥
চিত্তাদিসর্ব্বভাবেষু ব্রহ্মত্বেনৈব ভাবনাৎ।
নিরোধঃ সর্ব্ববৃত্তীনাং প্রাণায়ামঃ স উচ্যতে ॥ ১১৮ ॥
নিষেধনং প্রপঞ্চস্য রেচনাখ্যঃ সমীরণঃ।
ব্রহ্মৈবাস্মীতি যা বৃত্তিঃ পূরকো বায়ুরীরিতঃ ॥ ১১৯ ॥
ততস্তদ্বৃত্তি নৈশ্চল্যং কুম্ভকঃ প্রাণসংযমঃ।
অয়ঞ্চাপি প্রবুদ্ধানামজ্ঞানাং ঘ্রাণপীড়নম্ ॥ ১২০ ॥
বিষয়ে স্বাত্মতাং দৃষ্ট্বা মনসশ্চিতিমজ্জনম্।
প্রত্যাহারঃ স বিজ্ঞেয়োঽভ্যসনীয়ো মুমুক্ষুভিঃ ॥ ১২১ ॥

সর্ব্বভূতের সমদৃষ্টি দ্বারা ব্রহ্মে যে লয়, তাহাকেই সমতা কহে। এতদ্ভিন্ন শুষ্কবৃক্ষের ন্যায় ঋজুতাকে সমতা কহে না ॥ ১১৫ ॥

দৃষ্টিকে জ্ঞানময়ী করিয়া তাহা দ্বারা জগৎকে ব্রহ্মময় দেখিবে, এইরূপ পরম উদার দৃষ্টির নাম প্রকৃত যোগ বা ব্রহ্মদৃষ্টি। যে দৃষ্টি কেবলমাত্র নাসাগ্রভাগে প্রতিবদ্ধ, তাহাকে যোগদৃষ্টি কহে না ॥ ১১৬ ॥

যাহাতে দৃষ্টি, দর্শন ও দৃশ্যের বিরাম হয়, তাহাতেই দৃষ্টি করিবে, কেবল নাসাগ্রাবলোকন করিবে না ॥ ১১৭ ॥

চিত্তাদি সর্ব্বপ্রকার ভাবপদার্থে ব্রহ্মত্বভাবনা বশতঃ যে সর্ব্বপ্রকার ইন্দ্রিয়-বৃত্তির নিরোধ হয়, তাহাকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১১৮ ॥

প্রপঞ্চের নিষেধ অর্থাৎ মিথ্যাত্ব-পরিজ্ঞানকেই রেচক বায়ু কহে। এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়, এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাকেই পূরক বায়ু কহে ॥ ১১৯ ॥

অনন্তর এক ব্রহ্মই সর্ব্বময়, এই বৃত্তির নিরোধকে কুম্ভক কহে। এই প্রকার রেচক, পূরক ও কুম্ভকাত্মক প্রাণায়ামই জ্ঞানীদিগের প্রাণায়াম। অজ্ঞেরাই প্রাণবায়ুর নিরোধকে প্রাণায়াম কহে ॥ ১২০ ॥

বিষয়ে আত্মানাত্মত্ব অনুসন্ধান করিয়া অনাত্মানিশ্চয় পূর্ব্বক যে

যত্র যত্র মনো যাতি ব্রহ্মণস্তত্র দর্শনাৎ।
মনসো ধারণঞ্চৈব ধারণা সা পরা মতা ॥ ১২২ ॥
ব্রহ্মৈবাস্মীতি সদ্‌বৃত্ত্যা নিরালম্বতয়া স্থিতিঃ।
ধ্যানশব্দেন বিখ্যাতা পরমানন্দদায়িনী ॥ ১২৩ ॥
নির্ব্বিকারতয়া বৃত্ত্যা ব্রহ্মাকারতয়া পুনঃ।
বৃত্তিবিস্মরণং সম্যক্ সমাধির্জ্ঞানসংজ্ঞকঃ ॥ ১২৪ ॥
ইমঞ্চাকৃত্রিমানন্দং তাবৎ সাধু সমভ্যসেৎ।
বশ্যো যাবৎ ক্ষণাৎ পুংসঃ প্রযুক্তঃ সন্ ভবেৎ স্বয়ম্ ॥ ১২৫ ॥
ততঃ সাধননির্মুক্তঃ সিদ্ধো ভবতি যোগিরাট্।
তৎস্বরূপং ন চৈতস্য বিষয়ো মনসো গিরাম্ ॥ ১২৬ ॥
সমাধৌ ক্রিয়মাণে তু বিঘ্নান্যায়ান্তি বৈ বলাৎ।
অনুসন্ধানরাহিত্যমালস্যং ভোগলালসম্ ॥ ১২৭ ॥
লয়স্তমশ্চ বিক্ষেপো রসাস্বাদশ্চ শূন্যতা।
এবং যদ্বিঘ্নবাহুল্যং ত্যাজ্যং ব্রহ্মবিদা শনৈঃ ॥ ১২৮ ॥

পরমাত্মাতে মনোনিমজ্জন, তাহাকেই প্রত্যাহার কহে। মুমুক্ষুরা এই প্রত্যাহার অভ্যাস করিবেন ॥ ১২১ ॥

মন যে যে বিষয়ে গমন করে, সেই সেই বিষয়ে ব্রহ্মস্বরূপ দর্শনপূর্ব্বক যে মনস্থাপন, তাহাকেই উৎকৃষ্ট ধারণা কহে ॥ ১২২ ॥

সকল বাধা অতিক্রম করিয়া দেহানুসন্ধান পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলই ব্রহ্মময়, এই জ্ঞান করিয়া যে ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থান, তাহাকে আত্মধ্যান কহে। ইহা হইতে পরমানন্দলাভ হয় ॥ ১২৩ ॥

নির্ব্বিকারচিত্তে আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিয়া যে সকল প্রকার প্রপঞ্চভাবপরিত্যাগ, তাহাকে সমাধি কহে ॥ ১২৪ ॥

যে পর্য্যন্ত না পূর্ব্বোক্তরূপ আনন্দ পুরুষের আয়ত্ত হয়, সে পর্য্যন্ত সাধুব্যক্তি কৃত্রিম আনন্দ (নিদিধ্যাসন) উত্তমরূপে অভ্যাস করিবেন। নিদিধ্যাসনাদি দ্বারা স্বয়ং ব্রহ্মস্বরূপ হইলে, তখন আর নিদিধ্যাসনাদির প্রয়োজন থাকে না ॥১২৫॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা সিদ্ধিলাভ হইলে যাবতীয় সাধনপরিত্যাগ হয়, সেই ব্রহ্মের স্বরূপ যোগিরাজও বাক্য এবং মনের বিষয় নহে ॥১২৬॥

সমাধিসাধনকালে নানাপ্রকার বিঘ্ন বলপূর্ব্বক আসিয়া উপস্থিত হয়, যথা— অনুসন্ধানরাহিত্য, আলস্য, ভোগলালসা, নিদ্রা, কার্য্যাকার্য্যের অবিবেক, বিক্ষেপ

ভাববৃত্ত্যা হি ভাবত্বং শূন্যবৃত্ত্যা হি শূন্যতা।
ব্রহ্মবৃত্ত্যা হি ব্রহ্মত্বং তথা পূর্ণত্বমভ্যসেৎ ॥ ১২৯ ॥
যে হি বৃত্তিং জহাত্যেনাং ব্রহ্মাখ্যাং পাবনীং পরাম্।
তে তু বৃথৈব জীবন্তি পশুভিশ্চ সমা নরাঃ ॥ ১৩০ ॥
যে হি বৈ তৎ বিজানন্তি জ্ঞাত্বাপি বর্দ্ধয়ন্তি যে।
তে বৈ সৎপুরুষা ধন্যা বন্দ্যাস্তে ভুবনত্রয়ে ॥ ১৩১ ॥
যেষাং বৃত্তিঃ সমা বৃদ্ধা পরিপক্কা চ সা পুনঃ।
তে বৈ সদ্ব্রহ্মতাং প্রাপ্তা নেতরে শব্দবাদিনঃ ॥ ১৩২ ॥
কুশলা ব্রহ্মবার্ত্তায়াং বৃত্তিহীনাঃ সুরাগিণঃ।
তেঽপ্যজ্ঞানতয়া নূনং পুনরায়ান্তি যান্তি চ ॥ ১৩৩ ॥
নিমেষার্দ্ধং ন তিষ্ঠন্তি বৃত্তিং ব্রহ্মময়ীং বিনা।
যথা তিষ্ঠন্তি ব্রহ্মাদ্যাঃ সনকাদ্যাঃ শুকাদয়ঃ ॥ ১৩৪ ॥

(বিষয়ানুরাগ), রসাস্বাদ (আমি ধন্য হইয়াছি বলিয়া আনন্দানুভব) ও শূন্যতা (চিত্তবৈকল্য) ইত্যাদি; ব্রহ্মবিদ্‌গণ এই সকল বিঘ্ননিবারণের নিমিত্ত সাবধান হইয়া সর্ব্বদা তৎপর থাকেন ॥ ১২৭-১২৮ ॥

যাহার চিত্তবৃত্তি ঘটাদি ভাবরূপে অনুরত হয়, তাহার মনে ভাবপদার্থই প্রকাশ পায়; যাহার মন শূন্যবৃত্তি অবলম্বন করে, যাহার চিত্ত শূন্যময় এবং যাহার চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মস্বরূপে অনুগত হয়, সে পূর্ণব্রহ্মত্ব লাভ করে; অতএব যাহা দ্বারা পূর্ণব্রহ্মত্বলাভ হইতে পারে, তাহা অভ্যাস করিবে ॥ ১২৯ ॥

যাহারা পরমপবিত্র ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট এই ব্রহ্মবৃত্তিকে পরিত্যাগ করে, তাহারা বৃথা জীবন ধারণ করিতেছে, কারণ, সেই মনুষ্যগণ পশুতুল্য ॥ ১৩০ ॥

যাহারা ব্রহ্মবৃত্তি জানে এবং জানিয়া যাহারা সেই বৃত্তিকে বর্দ্ধিত করে, সেই সৎপুরুষেরাই ধন্য এবং তাহারা ত্রিভুবনে পূজনীয় ॥ ১৩১ ॥

যাহাদিগের ব্রহ্মবৃত্তি বর্দ্ধিত হইয়া পরিপক্কতা প্রাপ্ত হয়, তাহারা সৎস্বরূপ ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকে; যাহারা কেবল বাগাড়ম্বর করে, তাহাদিগের ব্রহ্ম-লাভ হয় না ॥ ১৩২ ॥

যাহারা ব্রহ্মবৃত্তিহীন হইয়া ব্রহ্মবিদ্যাবিচারে কৌশল প্রকাশ করে এবং ব্রহ্মবিষয়ে অনুরাগ প্রদর্শন করে, তাহারাও অজ্ঞান বশতঃ পুনঃ পুনঃ সংসারে গমনাগমন করিতে থাকে ॥ ১৩৩ ॥

যেমন ব্রহ্মাদি দেবগণ, সনকাদি মুনিগণ ও শুকাদি ব্রহ্মপরায়ণগণ সর্ব্বদা ব্রহ্ম-

কার্য্যে কারণতা জাতা কারণে ন হি কার্য্যতা।
কারণত্বং ততো গচ্ছেৎ কার্য্যাভাবে বিচারতঃ ॥ ১৩৫ ॥
অথ শুদ্ধং ভবেদ্বস্তু যদ্বৈ বাচামগোচরম্।
দ্রষ্টব্যং মৃদ্ঘটেনৈব দৃষ্টান্তেন পুনঃ পুনঃ ॥ ১৩৬ ॥
অনেনৈব প্রকারেণ বৃত্তির্ব্রহ্মাত্মিকা ভবেৎ।
উদেতি শুদ্ধচিত্তানাং বৃত্তিজ্ঞানং ততঃ পরম্ ॥ ১৩৭ ॥
কারণং ব্যতিরেকেণ পুমানাদৌ বিলোকয়েৎ।
অন্বয়েন পুনস্তদ্ধি কার্য্যং নিত্যং প্রপশ্যতি ॥ ১৩৮ ॥
কার্য্যে হি কারণং পশ্যেৎ পশ্চাৎ কার্য্যং বিসর্জ্জয়েৎ।
কারণত্বং ততো গচ্ছেদবশিষ্টং ভবেন্মুনিঃ ॥ ১৩৯ ॥
ভাবিতং তীব্রযোগেন যদ্বস্তু নিশ্চয়াত্মনা।
পুমাংস্তদ্ধি ভবেচ্ছীঘ্রং জ্ঞেয়ং ভ্রমরকীটবৎ ॥ ১৪০ ॥

নিষ্ঠ ছিলেন, তদ্রূপ মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ ব্রহ্মময়ী বৃত্তি (ব্রহ্মানুসন্ধান) বিনা নিমেষার্দ্ধও যাপন করেন না ॥ ১৩৪ ॥

কার্য্যে কারণতা থাকে, কিন্তু কারণে কার্য্যতা লক্ষিত হয় না, কার্য্যের ভাব কারণতা প্রাপ্ত হয়, এইরূপ বিচার করিয়া আকাশাদি কার্য্যসকল অনিত ও কেবল কারণস্বরূপ, ব্রহ্মই সত্য, এইরূপ জ্ঞান করিবে ॥ ১৩৫ ॥

যেরূপ ঘটনাশ হইলে মৃত্তিকাই হইয়া থাকে, সেইরূপ কার্য্যকারণভাব-নিবৃত্তি হইলে শুদ্ধস্বরূপ বাক্য ও মনের অগোচর যে ব্রহ্মবস্তু, তাহাই পূর্ণভাবে স্থায়ী ও পরিস্ফুট হয় ॥ ১৩৬ ॥

এই প্রকারে শুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিদিগের বৃত্তিজ্ঞান হয়; অনন্তর ব্রহ্মাত্মিকা বৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ১৩৭ ॥

মুমুক্ষু ব্যক্তি প্রথমতঃ কারণ বিনা কার্য্যের উৎপত্তি হয় না, এইরূপ ব্যতিরেকানুমান দ্বারা কারণের নিশ্চয় করিবে। কার্য্য দর্শন করিয়া, ইহা যখন কার্য্য, তখন অবশ্যই কোন কারণ থাকিবে, এইরূপ অন্বয়ানুমান দ্বারা সেই কারণকে অনবরত নির্ণয় করিবে ॥ ১৩৮ ॥

প্রথমতঃ কার্য্যে কারণের নিশ্চয় করিয়া পরে কার্য্যকে পরিত্যাগ করিবে; কার্য্যবর্জ্জন হইলে কারণত্ব আপনিই যাইবে, এইরূপে কার্য্যকারণ-বিসর্জ্জন হইলে মুনিগণ স্বয়ং চিন্ময়স্বরূপ হন ॥ ১৩৯ ॥

নিশ্চয়াত্মা পুরুষেরা তীব্রভাবনা দ্বারা যে বস্তুকে চিন্তা করে, মনুষ্য শীঘ্র

অদৃশ্যং ভাবরূপঞ্চ সর্ব্বমেব চিদাত্মকম্।
সাবধানতয়া নিত্যং স্বাত্মানং ভাবয়েদ্বুধঃ ॥ ১৪১ ॥
দৃশ্যমদৃশ্যতাং নীত্বা ব্রহ্মাকারেণ চিন্তয়েৎ।
বিদ্বান্নিত্যসুখে তিষ্ঠেদ্ধিয়া চিদ্রসপূর্ণয়া ॥ ১৪২ ॥
এভিরঙ্গৈঃ সমাযুক্তো রাজযোগ উদাহৃতঃ।
কিঞ্চিৎ পক্ককষায়াণাং হঠযোগেন সংযুতঃ ॥ ১৪৩ ॥
পরিপক্কং মনো যেষাং কেবলোঽয়ঞ্চ সিদ্ধিদঃ।
গুরুদৈবতভক্তানাং সর্ব্বেষাং সুলভো ভবেৎ ॥ ১৪৪ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা অপরোক্ষানুভূতিঃ।

যোগতারাবলী।

বন্দে গুরূণাং চরণারবিন্দে, সন্দর্শিতস্বাত্মসুখাববোধে।
নিঃশ্রেয়সে মাঙ্গলিকায়মানে, সংসারহালাহলমোহশান্ত্যৈ ॥ ১ ॥

ভ্রমরকীটের (কাঁচপোকার) ন্যায় সেই বস্তু হইতে পারে। (এইরূপ লোকবাদ আছে যে, কাঁচপোকা কোন স্থান হইতে একটি আরসুলাকে ধরিয়া আনে, তখন আরসুলা সর্ব্বদা ভয়ে ভীত হইয়া কাঁচপোকার স্বরূপ চিন্তা করে, তাহাতে সে ক্রমশঃ কাঁচপোকাত্ব প্রাপ্ত হয়;) সামান্য লোকও সতত চিন্তাদ্বারা ব্রহ্ম হইতে পারে ॥ ১৪০ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ সতত সাবধান হইয়া জগৎস্বরূপে চিন্ময় অদৃশ্য ভাবরূপ ব্রহ্মকে চিন্তা করিবে ॥ ১৪১ ॥

দৃশ্য বস্তুকে অদৃশ্যত্ব জ্ঞানপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপ জ্ঞান করিবে, তাহা হইলে জ্ঞানী ব্যক্তি চিন্ময়-রসপূর্ণ বুদ্ধিতে নিত্যসুখে অবস্থান করিতে পারেন ॥ ১৪২ ॥

এই অঙ্গসমাযুক্ত যোগকে রাজযোগ বলে। যাহাদিগের বিষয়ানুরাগ নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে হঠযোগযুক্ত যোগই রাজযোগ ॥ ১৪৩ ॥

যাহাদিগের মন পরিপক্ক হইয়াছে, তাহাদিগের পক্ষে কেবল এই যোগই সিদ্ধিপ্রদ। যাহারা গুরু ও দেবতাভক্ত, তাহাদের সকলের পক্ষেই এই রাজ-যোগ অতিশয় সুলভ ॥ ১৪৪ ॥

যিনি আত্মসুখবোধের পন্থা প্রদর্শন করিয়া থাকেন, যাঁহা হইতে নির্ব্বাণ-

সদাশিবোক্তানি সপাদলক্ষ-লয়াবধানানি বসন্তি লোকে।
নাদানুসন্ধানসমাধিমেকং, মন্যামহে অন্যতমং লয়ানাম্ ॥ ২ ॥
সরেচপূরৈরনিলস্য কুম্ভে, সর্ব্বাসু নাড়ীষু বিশোধিতাসু।
অনাহতাদম্বুরুহাদুদেতি, স্বাত্মাবগম্যঃ স্বয়মেব বোধঃ ॥ ৩ ॥
নাদানুসন্ধান নমোঽস্তু তুভ্যং, ত্বাং মন্মহে তত্ত্বপদং লয়ানাম্।
ভবৎপ্রসাদাৎ পবনেন সাকং, বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে ॥ ৪ ॥
জালন্ধরোড্ডয়নমূলবন্ধান্, জল্পন্তি কণ্ঠোদরপায়ুমূলে।
বন্ধত্রয়েঽস্মিন্ পরিচীয়মানে, বন্ধঃ কুতো দারুণকালপাশৈঃ ॥ ৫ ॥
উড্ডীনজালন্ধরমূল[illegible]।
প্রত্যঙ্মুখত্বাৎ প্রবিশন্ সুষুম্নাং, গমাগমৌ মুঞ্চতি গন্ধবাহঃ ॥ ৬ ॥
উত্থাপিতাধারহুতাশনোল্কৈরাকুঞ্চনৈঃ শশ্বদপানবায়ৌ।
সংপ্রাপিতে চন্দ্রমসঃ স্রবন্তীং, পীযূষধারাং পিবতীহ ধন্যঃ ॥ ৭ ॥

মুক্তি লাভ করিতে পারা যায়, যিনি মঙ্গল বিতরণ করেন, আমি সংসাররূপ হলাহলজনিত মোহশান্তির নিমিত্ত সেই গুরুদেবের চরণারবিন্দ বন্দনা করি ॥ ১ ॥

সংসারে সাদাশিবোক্ত সপাদলক্ষ লয়াবধান বিদ্যমান আছে, কিন্তু ইহাদের মধ্যে নাদানুসন্ধান সহিত সমাধিই অন্যতম ও শ্রেষ্ঠ ॥ ২ ॥

যাহা হউক, বায়ুর পূরক, কুম্ভক ও রেচক দ্বারা নাড়ীসমূহ বিশোধিত হইলে পর অনাহতপদ্ম হইতে আত্মপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ জ্ঞান প্রাপ্ত হওয়া যায় ॥ ৩ ॥

হে নাদানুসন্ধান! আমি তোমাকে নমস্কার করি। আমি জানি, লয়সমূহের মধ্যে তোমাকেই তত্ত্বপদ কহে; অন্য কথা কি, তোমার অনুকম্পা ঘটিলে আমার অন্তঃকরণ প্রাণপবনের সহিত বিষ্ণুপদে উপনীত হইতে পারে ॥ ৪ ॥

যোগিগণ কহিয়া থাকেন যে, কণ্ঠ, উদর এবং পায়ুমূলে জালন্ধর, উড্ডীয়ান ও মূলবন্ধ বিদ্যমান আছে। যদি পূর্ব্বোক্ত বন্ধত্রয় বৃদ্ধি পাইতে থাকে, তাহা হইলে নিদারুণ কালপাশবন্ধনের সম্ভাবনা আর কোথায়? ৫ ॥

উড্ডীন, জালন্ধর ও মূলবন্ধাদি শক্তি দ্বারা উরগাঙ্গনা অর্থাৎ সর্পাকৃতি কুলকুণ্ডলিনী শক্তি নিদ্রোত্থিত হইয়া জাগরিত হইলে বায়ু অধোমুখে সুষুম্নাপথে প্রবিষ্ট হইয়া গমনাগমন পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে ব্যক্তি আধারপদ্ম হইতে উত্থাপিত হুতাশনশিখার আকুঞ্চন দ্বারা নিরন্তর অপান-বায়ুকে ইড়ামার্গে সঞ্চালিত করিতে পারে, সে ব্যক্তি ধন্য এবং সে সুধাকর হইতে নিঃসৃত পীযূষধারা পান করিয়া পরিতৃপ্ত হয় সন্দেহ নাই ॥ ৭ ॥

বন্ধত্রয়াভ্যাসবিপাকজাতাং, বিবর্জ্জিতাং রেচকপূরকাভ্যাম্।
বিশোধয়ন্তীং বিষয়প্রবাহাং, বিদ্যাং ভজে কেবলরূপাম্ ॥ ৮ ॥
অনাহতে চেতসি সাবধানৈরভ্যাসশূরৈরনুভূয়মানা।
সংস্তম্ভিতশ্বাসমনঃপ্রচারা, সা জৃম্ভতে কেবলকুম্ভকশ্রীঃ ॥ ৯ ॥
সহস্রশঃ সন্তি হঠেষু কুম্ভাঃ, সম্ভাব্যতে কেবলকুম্ভ এব।
কুম্ভোত্তমে যত্র তু রেচপূরৈঃ, প্রাণস্য ন প্রাকৃতবৈকৃতাখ্যৈঃ ॥ ১০ ॥
ত্রিকূটনাম্নি তিমিরেঽন্তরে খে, স্তম্ভং গতে কেবলকুম্ভ এব।
প্রাণানিলো ভানুশশাঙ্কনাড্যৌ, বিহায় সদ্যো বিলয়ং প্রয়াতি ॥ ১১ ॥
প্রত্যাহৃতঃ কেবলকুম্ভকেন, প্রবুদ্ধকুণ্ডল্যুপভুক্তশেষঃ।
প্রাণঃ প্রতীচীনপথেষু মন্দং, বিলীয়তে বিষ্ণুপদে মনো মে ॥ ১২ ॥
নিরঙ্কুশানাং শ্বপনোদ্গমানাং, নিরোধনৈঃ কেবলকুম্ভকাখ্যৈঃ।
উদেতি সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিশূন্যো, মরুল্লয়ঃ কোঽপি মহামতীনাম্ ॥ ১৩ ॥

যখন পূর্ব্বোক্ত বন্ধত্রয় অভ্যাসদ্বারা বিপাক প্রাপ্ত হয়, যখন রেচক-পূরক-বর্জ্জিত হইয়া বিষয়-প্রবাহের বিরোধন ঘটে, তখনই কুম্ভকরূপিণী বিদ্যা আবির্ভূত হয়, আমি তাহাকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

তাহা হইলে তৎকালে অনাহত চিত্তে অবধানবিশিষ্ট অভ্যাস-শান্তি অনুভূত হইয়া কুম্ভকশ্রী প্রকাশ পাইয়া থাকে এবং মনের গতি ও শ্বাসাদি ক্রিয়া সংস্তম্ভিত হইয়া যায় ॥ ৯ ॥

হঠযোগে সহস্র সহস্র প্রকার কুম্ভকের ক্রিয়া আছে, কিন্তু তন্মধ্যে বিশুদ্ধ কুম্ভকের প্রশস্ত ক্রিয়া দেখিতে পাওয়া যায়। যাহা হউক, এরূপ হইলেও উত্তম কুম্ভকক্রিয়ার প্রাণের প্রাকৃত ও বিকৃতাখ্য রেচক ও পূরকের সম্ভাবনা নাই ॥ ১০ ॥

উপরি-উক্ত প্রাণবায়ু কুম্ভক দ্বারা ত্রিকূট নামক তিমিরে স্তম্ভিত হইলে কেবল কুম্ভকই বর্ত্তমান থাকে, তখন প্রাণবায়ু চন্দ্র-সূর্য্য নাড়ী অর্থাৎ ইড়া পিঙ্গলা পরিত্যাগ করিয়া সদ্য লয় প্রাপ্ত হয় ॥ ১১ ॥

কুণ্ডলিনীর উপভোগান্তে যাহা অবশিষ্ট থাকে, সেই প্রাণবায়ু কুম্ভকদ্বারা প্রত্যাহৃত হইয়া ক্রমে ক্রমে অধঃপথে বিলীন হয়, তখন আমার (যোগীর) মনও বিষ্ণুপদে লীন হইয়া থাকে ॥ ১২ ॥

যাঁহারা মহাবুদ্ধিসম্পন্ন, তাঁহাদের বিশুদ্ধ কুম্ভকদ্বারা নিরঙ্কুশরূপে উদ্গত বায়ু নিরোধ করিলে সমস্ত ইন্দ্রিয়ের বৃত্তিশূন্য পবন-বিলয় ঘটিয়া থাকে ॥ ১৩ ॥

ন দৃষ্টিলক্ষ্যাণি ন চিত্তবন্ধো, ন দেশকালৌ ন চ বায়ুরোধঃ।
ন ধারণাধ্যানপরিশ্রমো বা, সমেধমানে সতি রাজযোগে ॥ ১৪ ॥
অশেষদৃশ্যোজ্ঝিতদৃগ্‌জয়ানামবস্থিতানামিহ রাজযোগে।
ন জাগরো নাস্তি সুষুপ্তিভাবো,ন জীবিতং নো মরণং ন চিত্তম্ ॥১৫॥
অহংমমত্বাদি বিহায় সর্ব্বং, শ্রীরাজযোগে স্থিরমানসানাম্।
ন দ্রষ্টতা নাস্তি চ দৃশ্যভাবঃ, সা জৃম্ভতে কেবলসংবিদেব ॥ ১৬ ॥
নেত্রে যথোন্মেষনিমেষশূন্যে,,বায়ুর্যথা বর্জ্জিতরেচপূরঃ।
মনশ্চ সঙ্কল্পবিকল্পশূন্যং, মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্ ॥ ১৭ ॥
চিত্তেন্দ্রিয়াণাং চিরনিগ্রহেণ, শ্বাসপ্রবাহে শমিতে সমস্তে।
নির্ব্বাতদীপৈরিব নিশ্চলাঙ্গৈর্মনোন্মনী সা ময়ি সন্নিধত্তাম্ ॥ ১৮ ॥

যদি রাজযোগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে স্থিরদৃষ্টির প্রয়োজন নাই, চিত্ত-বন্ধের আবশ্যকতা নাই, দেশকালাদিরও আবশ্যকতা নাই। অন্যান্য কথা কি, তখন ধ্যানধারণাদির নিমিত্ত পরিশ্রম করিতেও হয় না। ১৪ ॥

যিনি অশেষ দৃশ্য জয় করিয়াছেন, যিনি রাজযোগে স্থির-চিত্ত হইয়াছেন, তাঁহার জাগ্রৎ, সুষুপ্তিভাব, জীবিত বা মৃত্যুদশা অথবা চিত্তের অধিকার থাকে ১৫ ॥

রাজযোগে যাঁহাদের মন স্থির দাঁড়াইয়াছে, তাঁহাদের "আমি তুমি"প্রভৃতি মায়ার অধিকার থাকে না। অধিক কি বলিব, তাঁহাদের দৃষ্ট বা দৃশ্যভাব থাকে না, কেবল একমাত্র সংবিদ্‌শুদ্ধজ্ঞানই বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে। ॥ ১৬ ॥

যাহার প্রভাবে চক্ষুর্দ্বয় উন্মেষ ও নিমেষশূন্য হয়, যাহার প্রাপ্তিতে বায়ুর রেচক ও পূরক-কার্য্য নিরস্ত হইয়া যায়, যাহার আবির্ভাবে মনের সঙ্কল্প ও বিকল্পভাব তিরোহিত হয়, মনের উন্মননকারিণী সেই সংবিৎশক্তি আমাতে প্রতিভাত হউক ॥ ১৭ ॥

যাহার শক্তিতে চিত্তের ও সমুদয় ইন্দ্রিয়াদির চিরনিগ্রহ ঘটে, যাহার শক্তিতে শ্বাসক্রিয়াদি সমস্তই উপশমিত হয়, যাহার দ্বারা নির্ব্বাত-দীপাবলীর ন্যায় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সমস্ত নিশ্চলভাব ধারণ করে, সেই মনোমথনকারিণী শক্তি আমাতে প্রতিফলিত হউক ॥ ১৮ ॥

উন্মন্যবস্থাধিগমায় বিদ্বন্নুপায়মেকং তব নির্দ্দিশামি।
পশ্যন্নুদাসীনদৃশা প্রপঞ্চং, সঙ্কল্পমুন্মূলয় সাবধানঃ॥ ১৯॥
প্রসহ্য সঙ্কল্পপরম্পরাণাং, সংচ্ছেদনে সন্ততসাবধানঃ।
আলম্বনাদাবপচীয়মানে, শনৈঃ শনৈঃ শান্তিমুপৈতি চেতঃ॥ ২০॥
নিশ্বাসলোপৈর্বিধৃতৈঃ শরীরৈর্নয়নৈর্দ্ধনিমীলিতৈশ্চ।
আবির্ভবন্তীহ মনস্কমুদ্রামালোকয়ামো মুনিপুঙ্গবানাম্॥ ২১॥
অমী হি চেষ্টা সহজা মনস্কা, দেহে মমত্বং শিথিলায়মানে।
মনোগতিং মারুতবৃত্তিশূন্যং, গচ্ছন্ত্যগম্যাং গমনাবশেষাম্।॥২২॥
নিবর্ত্তয়ন্তীং নিভৃতেন্দ্রিয়াণাং, প্রবর্ত্তয়ন্তীং পরমাত্মযোগম্।
সংবিন্ময়ীং তাং সহজামবস্থাং, কদা গমিষ্যামি গতান্যভাগঃ॥ ২৩॥
প্রত্যগ্বিমর্শাতিশয়েন পুংসাং, প্রাচীনসঙ্গেষু পলায়িতেষু।
প্রাদুর্ভবৎ ক্কাপি ন জাড্যনিদ্রা, প্রপঞ্চ একো বিলয়ং প্রয়াতি॥ ২৪॥

হে বিদ্বন্! আমি তোমার নিকটে উন্মনী-অবস্থা-প্রাপ্তির একটি উপায় নির্দ্দেশ করিতেছি, তুমি জ্ঞানদৃষ্টি-সংযোগে মায়া-প্রপঞ্চ সন্দর্শন করিয়া উদাসীনভাবে সাবধানে মনের বাসনা সকল নির্ম্মূল কর॥ ১৯॥

যদি সঙ্কল্প-পরম্পরা বলপূর্ব্বক বিনষ্ট করিতে সর্ব্বদা সাবধান হও, তাহা হইলে আলম্বনাদির হ্রাস হইলে ক্রমে ক্রমে মন শান্তভাব ধারণ করে॥ ২০॥

এই শরীরের নিশ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া নিরস্ত হইলে নেত্রযুগল বদ্ধ ও নিমীলিত হইয়া থাকে, সুতরাং অনায়াসে মনস্কমুদ্রার আবির্ভাব ঘটে, আমি মুনিপুঙ্গবদিগের সেই মুদ্রা দর্শন করিতে ইচ্ছা করি॥ ২১॥

আমার দেহের মমতা শিথিল হইয়া পড়িলে এই সহজাত মন ও ইন্দ্রিয়াদি ব্যাবৃত্তিশূন্য গতি অর্থাৎ নিশ্চলাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং অগম্য-গমনের চরমসীমারূপ সংবিৎ প্রাপ্ত হওয়া যায়॥ ২২॥

আমি কবে অবিভক্তভাবে নিভৃত ইন্দ্রিয়সমূহের নিবর্ত্তক ও সেই পরমাত্মযোগের প্রবর্ত্তক সংবিৎশক্তিময় সহজ ভাব প্রাপ্ত হইব? ২৩॥

বিশেষ করিয়া দেখিলে ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যরূপ রসগন্ধাদি পলায়ন করিলে জাগ্রতনিদ্রাদি যাহা পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত ছিল, তাহাদের কিছুই থাকে না, সুতরাং একমাত্র সেই প্রপঞ্চ বিলীন হইয়া থাকে॥ ২৪॥

বিচ্ছিন্নসঙ্কল্পবিকল্পমূলে, নিঃশেষনির্ম্মূলিতকর্ম্মজালে।
নিরন্তরাভ্যাসিনি নিত্যভদ্রে, বিরাজতে যোগিনি যোগনিদ্রা ॥ ২৫ ॥
বিশ্রান্তিমাসাদ্য তুরীয়তল্পে, বিশ্বাদ্যবস্থা ত্রিতয়োপরিষ্টে।
সংবিন্ময়ীং কামপি সর্ব্বকালাং, নিদ্রাং ভজ নির্ব্বিশ নির্ব্বিকল্পাম্ ॥২৬॥
প্রকাশমানে পরমাত্মভানৌ, নশ্যত্যবিদ্যাতিমিরে সমস্তে।
অহো বুধা নির্ম্মলদৃষ্টয়োঽপি, কিঞ্চিন্ন পশ্যন্তি জগৎ সমগ্রম্ ॥ ২৭ ॥
সিদ্ধিং তথাবিধমনোবিলয়াং সমর্থাং,শ্রীশৈলশৃঙ্গকুহরেষু কদোপলভ্যে।
গাত্রে যথামরলতাঃ পরিবেষ্টয়ন্তি,কর্ণে যথা বিরচন্তি খগাশ্চ নীড়ম্ ॥২৮॥
ব্রহ্মরন্ধ্রগতে বায়ৌ গিরেঃ প্রস্রবণং ভবেৎ।
শৃণোতি শ্রবণাতীতং নাদং মুক্তির্ন সংশয়ঃ ॥২৯ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা যোগতারাবলী ॥

যখন সঙ্কল্প ও বিকল্পাদি ছিন্ন হইয়া যায়, যখন কর্ম্মজাল নিঃশেষরূপে নির্ম্মূল হয়; যখন নিরন্তর অভ্যাস জন্য মায়া ও বাসনা নিরস্ত হয়, তখনই নিত্যমঙ্গলদায়ক যোগিজনের যোগনিদ্রা বিজৃম্ভিত হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

যখন অবস্থা-ত্রিতয়োপরি বিশ্বাদির অবস্থা প্রকাশিত হয়, যখন বিশ্রান্তি-প্রাপ্ত হইয়া যোগী তুরীয়বস্তু অনুভব করে, তখনই সর্ব্বকালব্যাপিনী সংবিৎ-স্বরূপিণী নিদ্রা প্রকাশ পাইয়া থাকে; অতএব তুমি নির্ব্বিষয়ীভূত ও নির্ব্বিকল্প সেই নিদ্রায় সেবা কর ॥ ২৬ ॥

পরমাত্মস্বরূপ সূর্য্যের উদয় ঘটিলে অন্ধকাররূপ সমস্ত অবিদ্যা দূরীভূত হইয়া থাকে, অহো! নির্ম্মলদৃষ্টি পণ্ডিতেরা এই কারণে নিখিল জগৎ দেখিতে পান না ॥ ২৭ ॥

হায়! কবে আমি মনকে লয় করিতে সমর্থ হইব? কোন্ দিনে আমার শ্রীশৈললাভ ঘটিবে? অমরলতা যেরূপ দেবগিরিকে পরিবেষ্টন করে এবং তাহাতে যেরূপ পক্ষিগণ কুলায় নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, আমারও কবে সেইরূপ অবস্থা ঘটিবে? ২৮ ॥

বায়ু ব্রহ্মরন্ধ্রগত হইলে গিরির প্রস্রবণের প্রাদুর্ভাব ঘটে, তখন যোগী শ্রবণা-তীত মনোহর শব্দ শ্রবণ করে, সুতরাং নিশ্চয়ই মুক্তিলাভ করিয়া থাকে ॥২৯ ॥

যোগতারাবলী সমাপ্ত।

কেবলোঽহম্ ।

বিশোক আনন্দময়ে বিপশ্চিৎ, স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্ত্যৈ, বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষুম্ ॥ ১ ॥
নিত্যং বিভুং সর্ব্বগতং সুসূক্ষ্মমন্তর্ব্বহিঃশূন্যমনন্যমাত্মনঃ।
বিজ্ঞায় সম্যক্ নিজতত্ত্বমেতৎ, পুমান্ বিপাপ্মা বিরজো বিমৃত্যুঃ ॥ ২॥
ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩ ॥
ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্‌ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ ॥ ৪ ॥
যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈকং প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্ ॥ ৫ ॥
মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ, কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ, কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ৬ ॥

যিনি আত্মযোগসাধনা করিয়াছেন, তিনিই শোকতাপরহিত ও পরমানন্দিত এবং সর্ব্বদা জয়যুক্ত ও নির্ভীক হইয়াছেন অর্থাৎ রিপুবর্গের ভীষণ সংগ্রামে তিনি বিজয়ী বীর ও দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপশালী, দণ্ডধর যমের সম্মুখেও তিনি ভয়শূন্য। আত্মোপলব্ধি ব্যতীত ভয়ঙ্কর ভববন্ধমোচনের আর কোন উপায়ই নাই। আত্মজ্ঞান অতীব সূক্ষ্ম প্রক্রিয়াসাধ্য ব্যাপার ॥ ১ ॥

নিত্য বিদ্যমান, সর্ব্বগত, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, অন্তর্ব্বাহ্য আত্মার ভাবতত্ত্ব বিদিত হইয়া মানব অপাপ, অশোক ও অমর হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে অভিন্নবুদ্ধিই সংসারমুক্তির উপায়। তদ্দ্বারাই অতুল আনন্দলাভ হইয়া থাকে এবং ইহার দ্বারাই জীব ব্রহ্মস্বরূপতা প্রাপ্ত হয় ॥ ৩ ॥

যে বিদ্বান্ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহাকে আর সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হয় না ; অতএব পণ্ডিতগণ সর্ব্বদা ব্রহ্মনিষ্ঠ বিবেক-বুদ্ধিবিচার দ্বারা ব্রহ্ম ও আত্মার অভিন্নত্ব বিজ্ঞাত হইবেন ॥ ৪ ॥

এই নানারূপ প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান জগৎ অজ্ঞানতা বশতঃ সত্যবৎ প্রতিভাত হইয়া থাকে, তৎসমস্তই এক ব্রহ্মমাত্র ; নানাত্ব চিন্তা করা কখনই উচিত নহে ॥৫॥

মৃত্তিকা হইতে যে সকল দ্রব্য গঠিত হয়, তাহা মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কিছুই

কেনাপি মৃত্তিকয়া স্বরূপং, ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্ মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতম্ ॥ ৭ ॥
সদ্ব্রহ্ম কার্য্যং সকলং সদেব, তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো, বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ ॥ ৮ ॥

ইতি কেবলোঽহম্ ॥

সাধক-পঞ্চক।

বেদো নিত্যমধীয়তাং তদুদিতং কর্ম্ম স্বনুষ্ঠীয়তাম্,
তেনেশস্য বিধীয়তামুপচিতিঃ কামে মতিস্ত্যজ্যতাম্।
পাপৌঘঃ পরিধূয়তাং ভবসুখে দোষাঽনুসন্ধীয়তা-
মাত্মেচ্ছা ব্যবসীয়তাং নিজগৃহাত্তূর্ণং বিনির্গম্যতাম্ ॥ ১ ॥

নহে। কুম্ভ মৃত্তিকা হইতে কোন স্বতন্ত্র পদার্থ নহে, "কুম্ভ" এই নাম একটি কাল্পনিক শব্দমাত্র ॥ ৬ ॥

জগতে কোন ব্যক্তিই মৃত্তিকা হইতে ঘটের স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করিতে পারে না, "ঘট" ইত্যাকার নামের আরোপ মোহ বশতঃ কল্পনা ভিন্ন আর কিছুই নহে ॥ ৭ ॥

ব্রহ্ম সৎ, সুতরাং তাঁহা হইতে উৎপন্ন সমস্তই সৎ ; কেন না, ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য পদার্থের আদৌ অস্তিত্ব নাই। ইহা যে ব্যক্তি স্বীকার না করে, তাহার বুদ্ধি ভ্রমজালজড়িত, নিদ্রিত ব্যক্তির স্বপ্নাবেশে কথোপকথনের ন্যায় তাহার কথা কল্পনামাত্র বলিতে হইবে ॥ ৮ ॥

ইতি কেবলোঽহং সমাপ্ত।

নিত্য বেদাধ্যয়ন কর, বেদবিহিত কর্ম্মসকল সুচারুরূপে অনুষ্ঠান কর, তত্ত্বাবতের দ্বারা ত্বদীয় আত্মাতে পরমেশ্বরের তত্ত্বানুভব কর, বিষয়বাসনা পরিত্যাগ কর, কলুষরাশি বিধৌত করিয়া দেও, সংসারসুখের অনিত্যাদিদোষের অনুসন্ধান কর, আত্মজ্ঞানের পরিচর্য্যা কর এবং শীঘ্রই নিজ গৃহ হইতে বিনির্গত হও অর্থাৎ নিজ দেহরূপ গৃহ হইতে আত্মাকে শীঘ্র স্বতন্ত্রভাবে দর্শন কর ॥ ১ ॥

সঙ্গঃ সৎসু বিধীয়তাং, ভগবতো ভক্তির্দৃঢ়া ধীয়তাম্,
শান্ত্যাদিঃ পরিচীয়তাং, দৃঢ়তরং কর্ম্মাশু সন্ত্যজ্যতাম্।
সদ্বিদ্বো হ্যুপসর্প্যতাং প্রতিদিনং তৎপাদুকা সেব্যতাম্,
ব্রহ্মৈকাক্ষরমর্থ্যতাং শ্রুতিশিরোবাক্যং সমাকর্ণ্যতাম্ ॥ ২ ॥
বাক্যার্থশ্চ বিচার্য্যতাং শ্রুতিশিরঃপক্ষঃ সমাশ্রীয়তাম্,
দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।
ব্রহ্মৈবাস্মি বিভাব্যতামহরহর্গর্ব্বঃ পরিত্যজ্যতাম্,
দেহেঽহম্মতিরুৎসৃজ্যতাং বুধজনৈর্বাদঃ পরিত্যজ্যতাম্ ॥ ৩ ॥
ক্ষুদ্ব্যাধিশ্চ চিকিৎস্যতাং প্রতিদিনং ভিক্ষৌষধং ভুজ্যতাম্,
স্বাদ্বন্নং ন তু যাচ্যতাং বিধিবশাৎ প্রাপ্তেন সন্তুষ্যতাম্।
শীতোষ্ণাদি বিসহ্যতাং ন তু বৃথাবাক্যং সমুচ্চার্য্যতাম্,
ঔদাসীন্যমভীপ্স্যতাং জনকৃপানৈষ্ঠুর্য্যমুৎসৃজ্যতাম্ ॥ ৪ ॥
একান্তে সুখমাস্যতাং পরতরে চেতঃ সমাধীয়তাম্,
পূর্ণাত্মা সুসমীক্ষ্যতাং জগদিদং তদ্বাধিতং দৃশ্যতাম্।

সাধুদিগের সহিত সহবাস কর, ভগবানের প্রতি অচলা ভক্তির সংযোগ কর; শান্তি, তিতিক্ষা, ধৃতি, উপরতি প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে যত্নবান্ হও; সংসারপাশরূপ সকাম কর্ম্মসকলকে আশু বিসর্জ্জন দাও; সদ্বিদ্যাবান্ পুরুষের উপাসনা কর, প্রত্যহ তৎপাদুকার পরিসেবন কর, একাক্ষর পরব্রহ্ম (ওঁ) প্রাপ্তির প্রার্থনা কর এবং বেদান্তবাক্যের অর্থ গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

অনন্তর পরিজ্ঞাত অর্থসকল দার্শনিক উপপত্তির দ্বারা বিচার কর, বেদান্ত-প্রতিপাদিত পদার্থের পক্ষাবলম্বন কর, কুতর্ক হইতে বিরত হও, বেদানুকূল তর্কের তত্ত্বানুসন্ধান কর, "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভেদবুদ্ধির দ্বারা প্রতিনিয়ত ব্রহ্মাত্মচিন্তন কর, গর্ব্ব পরিত্যাগ কর, দেহে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, এবং পণ্ডিত মহাত্মগণের সহিত বাগ্বিবাদবুদ্ধি বর্জ্জন কর ॥ ৩ ॥

ক্ষুধারূপ ব্যাধির চিকিৎসা কর, প্রত্যহ ভিক্ষারূপ ঔষধ সেবন কর, সুস্বাদু অন্নের প্রার্থনা কর, দৈবলব্ধ বস্তু পাইয়া সন্তোষ প্রকাশ কর, শীত-গ্রীষ্ম সুখ-দুঃখ প্রভৃতি অভেদে অনুদ্বিগ্ন-চিত্তে সহ্য করিতে শিক্ষা কর। বৃথা বাক্যকথন পরিত্যাগ কর, সাংসারিক ভাববিষয়েই ঔদাসীন্য বাসনা কর এবং লোকের প্রতি সকরুণ ও কঠোর এই উভয় ভাবই পরিহার কর ॥ ৪ ॥

নির্জ্জন প্রদেশে সুখে বাস কর, পরব্রহ্মে চিত্তের সমাধান কর, পূর্ণাত্মার সূক্ষ্মতা

প্রাক্‌কর্ম্ম প্রবিলোপ্যতাং চিতিবলান্নাপ্যুত্তরে শ্লিষ্যতাম্,
প্রারব্ধস্থিহ ভুজ্যতামথ পরব্রহ্মাত্মনা স্থীয়তাম্ ॥ ৫ ॥
যঃ শ্লোকপঞ্চকমিদং পঠতে মনুষ্যঃ,সঞ্চিন্তয়ত্যনুদিনং স্থিরতামুপেত্য।
তস্যাশু সংসৃতিদবানলতীব্রঘোরতাপঃ প্রশান্তমুপযাতি চিতিপ্রসাদাৎ॥৬॥

ইতি শঙ্করাচার্য্যবিরচিতসাধন-পঞ্চকম্ ॥

সারতত্ত্বোপদেশ।

গুরুর্ব্রহ্মা স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনায় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥ ১ ॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥ ২ ॥

বিচারণা কর, তিনি জগতে পরিব্যাপ্ত হইয়া আছেন, এই ভাবে জগৎকে দর্শন কর, জ্ঞানবলে সঞ্চিত অদৃষ্ট বিনষ্ট কর,ভবিষ্যতে অদৃষ্টসঞ্চয়ে অসংশ্লিষ্ট থাকিতে চেষ্টা কর, অবিচলিতচিত্তে আপনার প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগ কর এবং পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতি কর ॥ ৫ ॥

যিনি প্রতিদিন এই শ্লোকপঞ্চক পাঠ এবং সর্ব্বদা স্থিরচিত্তে ইহার অর্থচিন্তন করেন, আত্মতত্ত্বজ্ঞানপ্রসাদে শীঘ্রই তাঁহার সংসাররূপ দাবানলের তীব্র তাপ প্রশমিত হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

ইতি সাধনপঞ্চক সমাপ্ত।

গুরু সাক্ষাৎ স্বয়ং ব্রহ্মা, মোক্ষাভিলাষিগণের সেবনীয় ও বন্দনীয়, কৃতজ্ঞ বিবেকী (আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী) জন তাঁহার উদ্বেগ জন্মাইবে না ॥ ১ ॥

যাবৎ আয়ু বিদ্যমান থাকিবে, তাবৎ বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর এই তিন বন্দনীয় জানিবে। কর্ম্ম দ্বারা মনোবাক্যে তাবৎ বন্দনা করিবে, শ্রুতির এই নিশ্চিত মত ॥ ২ ॥

ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥ ৩ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতঃ সারতত্ত্বোপদেশঃ ॥

আত্মজ্ঞানকথন।

আত্মজ্ঞানং প্রবক্ষ্যামি শৃণু নারদ তত্ত্বতঃ।
অদ্বৈতং সাংখ্যমিত্যাহুর্যোগস্তত্রৈকচিত্ততা ॥ ১ ॥
অদ্বৈতযোগসম্পন্নাস্তে মুচ্যন্তেঽতিবন্ধনাৎ।
অতীতারব্ধমাগামি কর্ম্ম নশ্যতি বোধতঃ ॥ ২ ॥
সদ্বিচারকুঠারেণ ছিন্নসংসারপাদপঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যতীর্থেন লভতে বৈষ্ণবং পদম্ ॥ ৩ ॥

সর্ব্বদা অদ্বৈতভাব অবলম্বন করিবে, ক্রিয়াসম্বন্ধে অদ্বৈতভাব থাকিবে না, তিন লোকে অদ্বৈতভাব করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত শিষ্য অদ্বৈতভাব করিবে না ॥ ৩ ॥

ইতি সারতত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত।

ভগবান্ কহিলেন, নারদ! অনন্তর আত্মজ্ঞান বলিতেছি, শ্রবণ কর। অদ্বৈতজ্ঞানকে সাংখ্যযোগ বলা যায়। বাস্তবিক পরমাত্মাতে যে একাগ্রচিত্ততা, তাহাকেই যোগ বলা যায় ॥ ১ ॥

যাহারা অদ্বৈতজ্ঞানসম্পন্ন, তাহারা ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, আর পরমাত্মতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে অতীত, আরব্ধ ও ভবিষ্যৎ কর্ম্মসকল নষ্ট হইয়া যায় ॥ ২ ॥

জ্ঞানী ব্যক্তি সদ্বিচাররূপ কুঠার দ্বারা সংসারপাদপকে ছেদন করিয়া জ্ঞান, বৈরাগ্য ও তীর্থ দ্বারা বৈষ্ণবপদ লাভ করিতে পারে ॥ ৩ ॥

জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়া ত্রিপুরমুচ্যতে।
অত্রৈবান্তর্গতং সর্ব্বং শাশ্বতেনাদ্বয়ে পদে ॥ ৪ ॥
নামরূপক্রিয়াহীনং সর্ব্বং তৎপরমং পদম্।
জগৎ কৃত্বেশ্বরোঽনন্তং স্বয়মত্র প্রবিষ্টবান্ ॥ ৫ ॥
বেদাহমেতং পুরুষং চিদ্রূপং তমসঃ পরম্।
সোঽহমস্মীতি মোক্ষায় নান্যঃ পন্থা বিমুক্তয়ে ॥ ৬ ॥
শ্রবণং মননং ধ্যানং জ্ঞানানাঞ্চৈব সাধনম্।
যজ্ঞদানতপস্তীর্থবেদৈর্ম্মুক্তির্ন লভ্যতে ॥ ৭ ॥
ত্যাগেন কেনচিদ্ধ্যানং পূজা কর্ম্মাদিভির্যথা।
দ্বিবিধং বেদবচনং কুরু কর্ম্ম ত্বজে বিভৌ ॥ ৮ ॥
যজ্ঞাদয়ো বিমুক্তানাং নিষ্কামানাং বিমুক্তয়ে।
অন্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং ঊচুরেবাত্র কেচন ॥ ৯ ॥
একেন জন্মনা জ্ঞানাৎ মুক্তির্ন দ্বৈতভাবিনাম্।
যোগভ্রষ্টাঃ কুযোগাশ্চ বিপ্রা যোগিকুলোদ্ভবাঃ ॥ ১০ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই ত্রিবিধ অবস্থাপন্ন মায়াই সংসারের মূল। যাবৎ এই মায়া বিদ্যমান থাকে, তাবৎ সংসার সৎ বলিয়া বোধ হয়; পরন্তু অদ্বয় পরম-পদপ্রাপ্তি হইলে সংশয় থাকে না ॥ ৪ ॥

পরব্রহ্ম নাম, রূপ ও ক্রিয়া-বিহীন। ঈশ্বর এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া স্বয়ং তাহাতেই প্রবিষ্ট আছেন ॥ ৫ ॥

"আমি মায়াতীত, চিদ্রূপ পুরুষকে জানি এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ," এইরূপ জ্ঞানই মুক্তির পন্থা। মোক্ষলাভের অন্য উপায় নাই ॥ ৬ ॥

শ্রবণ,মনন,ধ্যান এই সকলই জ্ঞানের সাধন। জ্ঞানদ্বারাই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান, তপস্যা,বেদাধ্যয়ন ও তীর্থ-সেবা দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না ॥৭॥

সংসার-মায়া পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান এবং পূজাদি কর্ম্ম করিবে, এই দ্বিবিধ বেদবাক্য আছে, অতএব পরব্রহ্মের উদ্দেশে কর্ম্ম করিতে হইবে ॥ ৮ ॥

কেহ কেহ বলেন, যজ্ঞাদি কার্য্য নিষ্কামীদিগের মুক্তি-সম্পাদন করে অর্থাৎ যজ্ঞাদি দ্বারা অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ হইলেই মুক্তিলাভ হইতে পারে ॥ ৯ ॥

অদ্বৈতজ্ঞান জন্মিলে এক জন্মেই মুক্তি হয়, দ্বৈতজ্ঞানীদিগের এক জন্মে মুক্তি হইতে পারে না। তাহারা যোগভ্রষ্ট হইয়া যোগিকুলে ব্রাহ্মণরূপে জন্মগ্রহণ করে ॥১০॥

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তুর্জ্ঞানান্মুক্তো ভবান্ভবেৎ।
আত্মজ্ঞানমাশ্রয়েদ্বৈ অজ্ঞানং বদতোঽন্যথা॥ ১১॥
যদা সর্ব্বে বিমুচ্যন্তে কামা যস্য হৃদিস্থিতাঃ।
তদামৃতত্বমাপ্নোতি জীবন্নেব ন সংশয়ঃ॥ ১২॥
ব্যাপকত্বাৎ কথং যাতি কো যাতি ক স যাতি চ।
অনন্তত্বান্ন দেশোঽস্তি অমূর্ত্তিত্বাদ্গতিঃ কুতঃ॥ ১৩॥
অদ্বয়ত্বান্ন কোঽপ্যস্তি বোধত্বাজ্জড়তাগতঃ।
একোদ্দিষ্টং যদন্যস্য মতিরাগতিসংস্থিতঃ॥ ১৪॥
অথবাকাশকল্পাস্য গতিরাকাশসংস্থিতিঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নপ্রসুপ্তঞ্চ মায়য়া পরিকল্পিতম্॥ ১৫॥

ইতি আত্মজ্ঞানকথনম্॥

জীবসকল কর্ম্মদ্বারা বদ্ধ হইয়া থাকে এবং জ্ঞান হইলেই সংসার হইতে মুক্ত হয়; অতএব আত্মজ্ঞান আশ্রয় করিবে। যাহা আত্মজ্ঞান নহে, তাহা অজ্ঞান বলিয়া অভিহিত॥ ১১॥

যখন হৃদয়স্থিত কামনাসকল বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন সেই ব্যক্তি জীবদবস্থাতেও অমৃতত্ব লাভ করে অর্থাৎ সেই ব্যক্তিকেই জীবন্মুক্ত বলা যায়॥১২॥

পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সুতরাং কোন স্থলেও তাঁহার গমনাগমন সম্ভবে না। তিনি অনন্ত, অতএব তাঁহার কোনরূপ দেশান্তর নাই, তিনি মূর্ত্তিহীন বলিয়া তাঁহার কোনরূপ গতি হইতে পারে না॥ ১৩॥

পরব্রহ্ম অদ্বয়, সুতরাং তাঁহার দ্বিতীয় কিছু নাই। পূর্ণ-বোধহেতু তিনি জড়তা বা নিষ্ক্রিয়ত্ব প্রাপ্ত হইতেছেন, কিন্তু এক পদার্থ উদ্দেশ করিয়া অন্যের সংস্থিতি হয় না॥ ১৪॥

অথবা আকাশকল্পেরই গতি এবং আকাশেরই সংস্থিতি হয়। জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় মায়া কর্ত্তৃক পরিকল্পিত॥ ১৫॥

ইতি আত্মজ্ঞানকথন সমাপ্ত।

দশাবতারস্তোত্র।
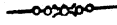
চলল্লোলকল্লোলিনীশক্ষু রম্নক্রচক্রাতিবক্ত্রাম্বুলীনঃ।
হতো যেন মীনাবতারেণ শঙ্খঃ, স পায়াদপায়াজ্জগদ্বাসুদেবঃ ॥১॥
ধরানির্জ্জরারাতিভারাদপারাদকূপারনীরাতুরাধঃপতন্তী।
ধৃতা কূর্ম্মরূপেণ পৃষ্ঠোপরিষ্ঠে, স দেবো মুদে বোঽস্তু শেষাঙ্গশায়ী ॥২॥
উদগ্রে রদাগ্রে সগোত্রাপি গোত্রা,স্থিতা তস্থুষঃ কেতকাগ্রে ষড়ঙ্ঘ্রেঃ।
তনোতি শ্রিয়ং সশ্রিয়ং নস্তনোতু, প্রভুঃ শ্রীবরাহাবতারো মুরারিঃ ॥৩॥
উরোদার আরম্ভসংরম্ভিণোসৌ, রমাসম্ভ্রমাভঙ্গুরাগ্রৈর্নখাগ্রৈঃ।
স্বভক্তাতিভক্ত্যাভিব্যক্তেন দারুণ্যঘোঘং সদা বঃ স হিংস্যান্নৃসিংহঃ ॥ ৪॥
ছলাদাকলষ্য ত্রিলোকীং বলীয়ান্, বলিং সংববন্ধ ত্রিলোকীবলীয়ঃ।
তমুত্বং দধানং তমুং সন্দধানো, বিমোহং মনো বামনো বঃ স কুর্য্যাৎ ॥৫॥

যিনি মৎস্যরূপে অবতীর্ণ হইয়া উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাসঙ্কুল,মকরকুম্ভীরাদি জলচর-সমূহে.পরিব্যাপ্ত সমুদ্রের জলমধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক শঙ্খ অসুরকে সংহার করিয়াছেন,সেই বসুদেবনন্দন এই জগৎকে বিপদ্ হইতে সর্ব্বক্ষণ সর্ব্বথা রক্ষা করুন্॥১

বসুমতী অসুরগণের ভারে আক্রান্ত হইয়া অগাধসলিলে নিমগ্ন হইতেছিল, তখন যিনি কূর্ম্মরূপ পরিগ্রহ করিয়া সেই বসুমতীকে স্বীয় পৃষ্ঠোপরি ধারণ করিয়াছিলেন, সেই অনন্তশয্যাশায়ী বসুদেবনন্দন নারায়ণ সকলের আনন্দ-বর্দ্ধন করুন্ ॥ ২ ॥

যিনি বরাহরূপে অবতীর্ণ হইয়া কেতকাগ্রে ভ্রমরের ন্যায় স্বকীয় দশনাগ্রে সপর্ব্বতা বসুমতীকে ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের শ্রীবিধান করেন, সেই প্রভু মুরারি আমাদিগের সর্ব্বাঙ্গীন কল্যাণ-সাধন করুন্ ॥ ৩ ॥

যিনি ভক্তের ভক্তিবলে বশীভূত হইয়া নৃসিংহাকৃতি পরিগ্রহ পূর্ব্বক স্তম্ভ হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন এবং অতি কোমল নখাগ্র দ্বারা দৈত্যপতি হিরণ্যকশিপুর বক্ষঃস্থল বিদারণপূর্ব্বক স্বীয় ভক্ত প্রহ্লাদকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই নৃসিংহরূপী নারায়ণ তোমাদের সকলের পাপরাশি বিনাশ করুন্ ॥ ৪ ॥

যিনি বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়া কপটতাচরণপূর্ব্বক ত্রিভুবনে অদ্বিতীয় বলীয়ান্ বলিরাজকে বন্ধন করিয়াছিলেন, সেই বামনরূপী নারায়ণ সকলের মানসিক মোহ দূর করুন্ ॥ ৫ ॥

হতক্ষত্রিয়াসৃক্‌প্রপানপ্রমত্তপ্রনৃত্যৎপিশাচপ্রগীতপ্রতাপঃ ॥
ধরাকারি যেনাগ্রজন্মাগ্রহারং, বিহারং ক্রিয়ান্মানসে বঃ স রামঃ ॥ ৬ ॥
নতগ্রীবসুগ্রীবসাম্রাজ্যহেতুর্দশগ্রীবসন্তানসংহারকেতুঃ।
ধনুর্যেন ভগ্নং মহৎকামহন্তুঃ, স মে জানকীজানিরেনাংসি হন্তু ॥ ৭ ॥
ধনাদ্‌গোধনং যেন গোবর্দ্ধনেন, ব্যরক্ষি প্রতাপেন গোবর্দ্ধনেন।
হতারাতিচক্রী রণধ্বস্তচক্রী, পদধ্বস্তচক্রী স নঃ পাতু চক্রী ॥ ৮ ॥
ধরাবদ্ধপদ্মাসনস্থাঙ্ঘ্রিযষ্টির্নিয়ম্যানিলং ন্যস্তনাসাগ্রদৃষ্টিঃ।
য আস্তে কলৌ যোগিনাং চক্রবর্ত্তী, স বুদ্ধঃ প্রবুদ্ধোঽস্তু নিশ্চিন্তবর্ত্তী ॥৯॥
দুরাপারসংসারসংহারকারী, ভবত্যশ্বচারঃ কৃপাণপ্রহারী।
মুরারির্দ্দশাকারধারীহ কল্কী, করোতু দ্বিষাং ধ্বংসনং বঃ স কল্কী ॥১০॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দশাবতারস্তোত্রম্ ॥

একবিংশতিবার যিনি পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয়া করিয়াছিলেন, যাঁহার কুঠার-নিহত ক্ষত্রিয়গণের রুধির পান করিয়া প্রমত্ত পিশাচগণ নৃত্য করিয়াছিল এবং সেই গীতধ্বনিতে যাঁহার কীর্ত্তি দিগন্তে বিঘোষিত হইয়াছিল, যিনি সসাগরা পৃথিবী ব্রাহ্মণকে দান করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামরূপী নারায়ণ তোমাদিগের চিত্তমন্দিরে বিহার করুন্ ॥ ৬ ॥

যিনি শ্রীরামরূপে অবতীর্ণ হইয়া নতশিরাঃ সুগ্রীবকে সাম্রাজ্য সমর্পণপূর্ব্বক রাবণকে সমূলে উচ্ছেদ ও মদনমথন পশুপতির মহাধনুর্ভঞ্জন করিয়া জানকীর পাণিগ্রহণ করেন, সেই জানকীপতি শ্রীরাম আমাদের পাপ দূর করুন্ ॥ ৭ ॥

যিনি বলরামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং প্রবল জলদবর্ষণে গোধনসমূহ নষ্টপ্রায় হইলে তখন স্বকীয় প্রতাপে গোবর্দ্ধন ধারণ করিয়া গোসকল রক্ষা করিয়াছিলেন আর রণক্ষেত্রে আপন অসীম বিক্রম প্রকাশ করিয়া শত্রুবিনাশ-সাধন করিয়াছিলেন, সেই হলধররূপী চক্রধর আমাদিগকে রক্ষা করুন্ ॥ ৮ ॥

যিনি বুদ্ধরূপে অবতীর্ণ হইয়া মহীমণ্ডলে পদ্মাসনে উপবেশন পূর্ব্বক প্রাণ-সংযম ও নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন করত উপবিষ্ট ছিলেন এবং যোগিবৃন্দের অগ্রগণ্য হইয়া কলিযুগে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, সেই বুদ্ধরূপী ভগবান্ আমাদিগের চিত্তে অধিষ্ঠান করুন্ ॥ ৯ ॥

যিনি কল্কিরূপে অবতীর্ণ হইয়া অপার সংসারের সংহার করিয়াছিলেন এবং অশ্বোপরি সমারূঢ় হইয়া স্বীয় করে খড়্গ ধারণপূর্ব্বক ধর্ম্মদ্বেষী অরাতিনিকরের বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই কল্কিরূপী মুরারি আমাদিগের শত্রুক্ষয় করুন্ ॥১০॥

আর্ত্তত্রাণনারায়ণাষ্টাদশক।

প্রহ্লাদ প্রভুরস্তি চেৎ তব হরিঃ সর্ব্বত্র মে দর্শয়,
স্তম্ভে চৈনমিতি ব্রুবন্তমসুরং তত্রাবিরাসীদ্ধরিঃ।
বক্ষস্তস্য বিদারয়ন্নিজনখৈর্ব্বাৎসল্যমাবেদয়-
ন্নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১ ॥
শ্রীরামায় বিভীষণোঽয়মধুনা হ্যার্ত্তো ভয়াদাগতঃ,
সুগ্রীবানয় পালয়েঽহমধুনা পৌলস্ত্যমেবাগতম্।
এবং যোঽভয়মস্য সর্ব্ববিদিতং লঙ্কাধিপত্যং দদা-
বার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ২ ॥

যখন অসুরনাথ হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বলিয়াছিলেন, "হে প্রহ্লাদ! তুমি বলিতেছ, হরি তোমার ঈশ্বর এবং সেই হরি সর্ব্বত্রই বিরাজিত আছেন, যদি তোমার এই কথা যথার্থ হয়, তাহা হইলে এই স্তম্ভমধ্যেও তোমার হরিকে দেখাইতে পার।" হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে এই কথা কহিলে তৎক্ষণাৎ শ্রীহরি স্তম্ভমধ্য হইতে আবির্ভূত হইলেন এবং আশু স্বীয় তীক্ষ্ণ নখাগ্রদ্বারা দৈত্য-পতির বক্ষঃস্থল বিদীর্ণ করিলেন। এইরূপে ভগবান্ নিজভক্তের প্রতি বাৎসল্য-ভাব প্রদর্শন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই মদীয় আশ্রয় ॥ ১ ॥

'একদা বিভীষণ দশাননসমীপে তিরস্কৃত হইয়া শ্রীরামের শরণগ্রহণ করিবেন,' এইরূপ স্থির করিয়া রামচন্দ্রের সন্নিধানে উপস্থিত হইলে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে বলিল, "প্রভো! বিভীষণ নিতান্ত বিপদ্‌গ্রস্ত হইয়া আপনার শরণগ্রহণমানসে এখানে সমাগত হইয়াছে।" তখন শ্রীরাম সুগ্রীবপ্রমুখাৎ বিভীষণের আগমন-সংবাদ শ্রবণ করিয়া কহিলেন, "সুগ্রীব! তুমি পুলস্ত্যনন্দনকে মৎসমীপে আনয়ন কর এবং যাহাতে ইহার রক্ষা হইতে পারে, তাহার প্রতি বিশেষ যত্ন রাখিও।" এই প্রকারে রামচন্দ্র যে বিভীষণকে অভয়দানপূর্ব্বক লঙ্কারাজ্যের আধিপত্য প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই জ্ঞাত আছে। অতএব আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ২ ॥

নক্রগ্রস্তপদং সমুদ্ধৃতকরং ব্রহ্মেশ দেবেশ মাং,
পাহীতি প্রচুরার্ত্তরাবকরিণং দেবেশ শক্তীশ চ।
মা শোচেতি ররক্ষ নক্রবদনাচ্চক্রশ্রিয়া তৎক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৩ ॥
হা কৃষ্ণাচ্যুত হা কৃপাজলনিধে হা পাণ্ডবানাং গতে,
কাসি কাসি সুযোধনাদবগতাং হা রক্ষ মাং দ্রৌপদী।
ইত্যুক্তোঽক্ষয়বস্ত্ররক্ষিততনুং যোঽরক্ষদাপদ্গতা-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৪ ॥
যৎপাদাব্জনখোদকং ত্রিজগতাং পাপৌঘবিধ্বংসনং,
যন্নামামৃতপূরণঞ্চ পিবতাং সন্তাপসংহারকম্।
পাষাণশ্চ যদঙ্ঘ্রিতো নিজবধূরূপং মুনেরাপ্তবা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ৫ ॥

গজকচ্ছপের সংগ্রামসময়ে যখন কচ্ছপ গজরাজের পদে আক্রমণ করিয়াছিল, তখন গজ অনন্যোপায় হইয়া শুণ্ড উত্তোলন করত বলিয়াছিল,"হে ব্রহ্মেশ! হে দেবেশ! হে শক্তীশ! আমাকে পরিত্রাণ কর।" গজরাজের এই আর্ত্তনাদ শ্রবণ পূর্ব্বক নারায়ণ উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "করিবর! শোক করিও না।" চক্রাস্ত্রপ্রভাবে কচ্ছপের মুখ হইতে গজরাজকে এই বলিয়া রক্ষা করেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ৩ ॥

যখন দুর্য্যোধন সভামধ্যে কৃষ্ণার বস্ত্রহরণ করিতেছিল, তখন দ্রুপদকুমারী নিরুপায় ভাবিয়া 'হে কৃষ্ণ, হে অচ্যুত, হে করুণানিধে, হে পাণ্ডবাশ্রয়! তুমি কোথায় আছ,কোথায় আছে? দুর্য্যোধন সভামধ্যে আমাকে তিরস্কৃত করিতেছে, এই অনাথা দ্রৌপদীকে রক্ষা কর।' দ্রৌপদীর এই সকল কাতরোক্তি শ্রবণে জনার্দ্দন অক্ষয় বসন দ্বারা কৃষ্ণার তনুযষ্টি রক্ষিত করিয়া দ্রুপদনন্দিনীকে রক্ষা করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তত্রাণপরায়ণ ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৪ ॥

যাঁহার চরণনখের জল ত্রিভুবনের পাপরাশি দূর করে,যাঁহার নামসুধা পান করিলে নিখিল সন্তাপ বিদূরিত হয়, যাঁহার পাদস্পর্শে পাষাণও (অহল্যা) মানবতনু লাভ করিয়াছিল, এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ৫ ॥

যন্নামশ্রুতিমাত্রতোঽপরিমিতং সংসারবারাং নিধিং,
ত্যক্ত্বা গচ্ছতি দুর্জ্জনোঽপি পরমং বিষ্ণোঃ পদং শাশ্বতম্।
তন্নৈবাদ্ভুতকারণস্য জগতাং নাথস্য দাসোঽস্ম্যহ-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৬॥
পিত্রা ভ্রাতরমুত্তমাঙ্কগমিতং ভক্তোত্তমং যো ধ্রুবং,
দৃষ্ট্বা তৎসমমারুরুক্ষুমুদিতং মাত্রাবমানং গতম্।
যোঽদাৎ তং শরণাগতং তু তপসা হেমাদ্রিসিংহাসনং,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৭॥
নাথেতি শ্রুতয়ো ন তত্ত্বমতয়ো ঘোষস্থিতা গোপিকা,
জারিণ্যঃ কুলজাতিধর্ম্মবিমুখা অধ্যাত্মভাবং যযুঃ।
ভক্তির্যস্য দদাতি মুক্তিমতুলাং জারস্য যঃ সদ্গতি-
র্হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৮॥

যাঁহার নাম শ্রবণ করিলে দুর্জ্জন ব্যক্তিও আশু অপার সংসারসাগরের পার হইয়া নিত্যধাম বিষ্ণুর পরম-পদ লাভ করে, যিনি অদ্ভুত কার্য্য-সাধন করিতেছেন, আমি সেই অদ্ভুতকারণ জগৎপতি জনার্দ্দনের দাস, তিনি আমাকে রক্ষা করুন, যেহেতু, ভগবান্ নারায়ণ আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে তৎপর আছেন, অতএব আমি তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করিলাম॥ ৬॥

একদা ধ্রুব স্বীয় পিতার ক্রোড়ে আরোহণ করিবেন, এই বাসনায় জনক-সন্নিধানে গমন করেন, তখন পিতা ধ্রুবকে অবহেলা করিয়া তাহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতাকে অঙ্কোপরি তুলিয়া লইলেন এবং ধ্রুবের বিমাতা তাহাকে ও তাহার জননীকে নানারূপ তিরস্কার করিয়াছিলেন। ধ্রুব তাহাতে অবমানিত হইয়া কঠোরতপস্যা দ্বারা জনার্দ্দনের আরাধনা করেন। জনার্দ্দন তাহাতে প্রীত হইয়া ধ্রুবকে হেমাদ্রিশিখরে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অক্ষয়স্থান প্রদান করেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়॥ ৭॥

ব্রজগোপিকারা শ্রীকৃষ্ণের পরমতত্ত্ব না জানিয়াও জাতিকুলধর্ম্ম বিসর্জ্জন পূর্ব্বক যে জারভাবে সেবা করিয়াছিল, তাহাতেই তাহারা মুক্তিলাভ করে। আর তাঁহাকে ভক্তি করিলেই যে তিনি মুক্তি প্রদান করেন,ইহা বিচিত্র নহে; এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়॥ ৮॥

ক্ষুত্তৃষ্ণার্ত্তসহস্রশিষ্যসহিতং দুর্ব্বাসসং ক্ষোভিতং,
দ্রৌপদ্যা ভয়ভক্তিযুক্তমনসা শাকং স্বহস্তার্পিতম্।
ভুক্ত্বা তর্পয়দাত্মবৃত্তিমখিলামাবেদয়ন্ যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ৯ ॥
যেনারক্ষি রঘূত্তমেন জলধেস্তীরে দশাস্যানুজ-
স্ত্বায়াতং শরণং রঘূত্তম বিভো রক্ষাতুরং মামিতি।
পৌলস্ত্যেন নিরাকৃতোঽথ সদসি ভ্রাত্রা চ লঙ্কাপুরে,
হ্যার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥১০॥

যখন যুধিষ্ঠিরাদি পঞ্চপাণ্ডব কৃষ্ণার সহিত দ্বৈতবনে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন দুর্ব্বাসা মুনি ক্ষুধাতুর হইয়া ষষ্টিসহস্র শিষ্য সমভিব্যাহারে পাণ্ডবগণের আবাসে আতিথ্যপ্রার্থনা করিয়া উপস্থিত হন,তখন যুধিষ্ঠিরাদি সকলের ভোজন শেষ হইয়া গিয়াছিল,ঐ দিবসে অতিথিসৎকার করিতে পারেন, এমত কোন বস্তুর সংগ্রহ নাই ; সুতরাং ব্রহ্মশাপভয়ে ভীত হইয়া পাণ্ডবগণ কৃষ্ণাসকাশে উপস্থিত হইলেন, দ্রৌপদী আসন্ন বিপদুদ্ধারের অন্য উপায় নাই ভাবিয়া সেই সর্ব্ববিপদ্‌বারণ মধুসূদনের শরণাপন্ন হইলে,সেই বিপন্নিস্তারকারণ জনার্দ্দন দ্রুপদকুমারীর নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন,'পাঞ্চালি! তোমার গৃহে আহারীয় বস্তু যাহা কিছু থাকে, আমার হস্তে প্রদান কর।' তখন গৃহে আহারীয় বস্তু কিছুই ছিল না,আহারীয়ভাণ্ড-সকলও ধৌত হইয়াছিল ; দ্রৌপদী সেই ভাণ্ড-মধ্যে কণিকামাত্র শাক পাইয়া তাহা শ্রীহরির করে প্রদান করিলেন। জনার্দ্দন সেই শাককণা ভক্ষণ করিবামাত্র সশিষ্য দুর্ব্বাসার পরম পরিতোষ জন্মিল। তখন তিনি যুধিষ্ঠিরকে আশীর্ব্বাদ করিয়া প্রস্থান করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়॥৯॥

রাবণ স্বীয় কনিষ্ঠ সহোদর বিভীষণকে আপন সভা হইতে বিদূরিত করিলে বিভীষণ অনন্যোপায় হইয়া রঘুনাথের শরণগ্রহণ করত বলিলেন,'আমার ভ্রাতা আমাকে পরিত্যাগ করিয়াছেন,আপনি আমাকে রক্ষা করুন।' রামচন্দ্র বিভীষণের ভক্তিতে বশীভূত হইয়া দশাননকে সংহারপূর্ব্বক তাঁহাকে লঙ্কাপুরে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয়॥ ১০ ॥

যেনাবাহি মহাহবে বসুমতী সংবর্ত্তকালে মহা-
লীলাক্রোড়বপুর্দ্ধরেণ হরিণা নারায়ণেন স্বয়ম্।
যঃ পাপিক্রমসম্প্রবর্ত্তমচিরাদ্ধত্বা চ যোহংগাৎ প্রিয়-
মার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১১॥
যোদ্ধাসৌ ভুবনত্রয়ে মধুপতির্ভর্ত্তা নরাণাং কুলে,
রাধায়া অকরোদ্রতে রতিমনঃপূর্ত্তিং সুরেন্দ্রানুজঃ।
যো বা রক্ষতি দীনপাণ্ডুতনয়ান্ নাথেতি ভীতিং গতা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১২॥
যঃ সান্দীপনিদেশতশ্চ তনয়ং লোকান্তরাৎ সন্নতং,
চানীয় প্রতিপাদ্য পুত্রমরণাতুজ্জৃম্ভমাণার্ত্তয়ে।
সন্তোষং জনয়ন্নমেয়মহিমা পুত্রার্থসম্পাদনা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ॥ ১৩॥
যন্নামস্মরণাদঘৌঘসহিতো বিপ্রঃ পুরাজামিলঃ,
প্রাণান্মুক্তিমশেষিতামমু চ যঃ পাপৌঘদাবাগ্নিযুক্।

যখন বসুমতী প্রলয়পয়োধি-সলিলে নিমগ্ন হইতেছিল,তখন জনার্দ্দন লীলা-বরাহরূপ পরিগ্রহ করিয়া ধরণীকে বহন করিয়াছিলেন এবং নানাপ্রকার পাপিগণকে সংহার করিয়া স্বীয় ভক্তগণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন। এইরূপে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়॥ ১১॥

যিনি ত্রিলোকীতলে অদ্বিতীয় যোদ্ধা,যিনি মধুপুরীর ঈশ্বর,যিনি সুরেন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর,যিনি মানবগণের ভরণকর্ত্তা,যিনি রাধিকার সর্ব্বপ্রকার বাসনা পরিপূর্ণ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণ ভীত হইয়া তাঁহার শরণাগত হইলে নারায়ণ সেই দীনদশাগ্রস্ত পাণ্ডুনন্দনদিগকে রক্ষা করেন,এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয়॥ ১২॥

শ্রীকৃষ্ণ সান্দীপনি ঋষির নিকটে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,পাঠ শেষ হইলে পর মুনিশ্রেষ্ঠ গুরুদক্ষিণারূপে আপন মৃতপুত্র প্রার্থনা করিলেন। তখন অতুলবিক্রমশালী শ্রীনারায়ণ স্বকীয় প্রভুশক্তিবলে গুরুর মৃতপুত্র আনয়ন করিয়া তাঁহার সন্তোষসম্পাদন করেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ সেই নারায়ণই আমার আশ্রয়॥ ১৩॥

পুরাকালে অজামিল নামে দুষ্ক্রিয়াসক্ত পাপিষ্ঠ বিপ্র ভগবান্ নারায়ণের নাম স্মরণ করিয়াছিল,তাহাতে আশু সেই পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণের পুঞ্জ পুঞ্জ পাপ বিনষ্ট হইয়,

সদ্যো ভাগবতোত্তমাত্মনি মতিং প্রাপাম্বরীষাভিধ-
শ্চার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৪ ॥
যোঽয়ন্নবসনাদিনিত্যরহিতং বিপ্রং কুচৈলাভিধং,
দীনাদীনচকোরপালনপরঃ শ্রীশঙ্খচক্রোজ্জ্বলঃ।
তজ্জীর্ণাম্বরমুষ্টিমাত্রপৃথুকানাদায় ভুক্ত্বা ক্ষণা-
দার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৫ ॥
যৎকল্যাণগুণাভিরামমমলং মন্ত্রাণি সংশিক্ষতে,
যৎসংশেতিপতিপ্রতিষ্ঠিতমিদং বিশ্বং বদত্যাগমঃ।
যো যোগীন্দ্রমনঃসরোরুহতমঃপ্রধ্বংসবিদ্ভানুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্ নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৬ ॥
কালিন্দীহৃদয়াভিরামপুলিনে পুণ্যে জগন্মঙ্গলে,
চন্দ্রাম্ভোজবটে পুটে পরিসরে ধাত্রা সমারাধিতে।
শ্রীরঙ্গে ভুজঙ্গেন্দ্রভোগশয়নে শেতে সদা যঃ পুমা-
নার্ত্তত্রাণপরায়ণঃ স ভগবান্নারায়ণো মে গতিঃ ॥ ১৭ ॥

যায়। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ অম্বরীষ নামে ভগবৎপরায়ণ হইয়া উঠে এবং ভগবন্নারায়ণে চিত্ত সমর্পণ করে। তখন শ্রীহরি তাহাকে মুক্তি প্রদান করিয়া বৈকুণ্ঠনগরীতে স্থাপন করিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিয়তচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৪ ॥

কোন সময়ে নারায়ণ পথিমধ্যে অতি দীন বসনাদিশূন্য কুচৈলনামক এক ব্রাহ্মণকে দেখিয়া দয়াপরবশ হইলেন এবং সেই ব্রাহ্মণের জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড হইতে এক মুষ্টি পৃথুকা গ্রহণপূর্ব্বক ভক্ষণ করিয়া তৎক্ষণাৎ শঙ্খচক্রধারী স্বীয় রূপ পরিগ্রহ করিলেন। তদনন্তর সেই ব্রাহ্মণকে পরিত্রাণ করিয়াছিলেন। এই প্রকারে আর্ত্তব্যক্তির রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয় ॥ ১৫ ॥

যাঁহার করুণাপ্রভাবে এই অনন্ত বিশ্ব প্রতিষ্ঠিত আছে, যাঁহার বাক্য সকলে মন্ত্ররূপে শিক্ষা করে, আগমশাস্ত্র যাঁহাকে বিশ্বকারণ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছে, যিনি যোগিবৃন্দের মানসিক অজ্ঞানরূপ তিমির-সংহারে সাক্ষাৎ সূর্য্যস্বরূপ, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার আশ্রয়॥১৬॥

যিনি যমুনামধ্যবর্ত্তী অতিমনোহর সর্ব্বকল্যাণকর পবিত্র পুলিনপ্রদেশে কেলি করিতেন, ঐ বিস্তীর্ণ পুলিন চন্দ্রকিরণে সমুজ্জ্বল থাকিত, সর্ব্বদা কমল প্রস্ফুটিত হইত এবং ব্রহ্মা যাঁহার আরাধনা করিতেন আর যিনি অনন্ত-শয্যাতে নিরন্তর

বাৎসল্যাদভয়প্রদানসময়াদার্ত্তার্ত্তিনির্ব্বাপণা-
দৌদার্য্যাদঘশোষণাদগণিতশ্রেয়ঃপদপ্রাপণাৎ ।
সেব্যঃ শ্রীপতিরেব সর্ব্বজগতামেতে হি তৎসাক্ষিণঃ,
প্রহ্লাদশ্চ বিভীষণশ্চ করিরাট্ পাঞ্চাল্যহল্যাধ্রুবাঃ ॥ ১৮ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতমার্ত্তত্রাণাষ্টাদশক-স্তোত্রম্ ॥

বাক্যবৃত্তি।

সর্গস্থিতিপ্রলয়হেতুমচিন্ত্যশক্তিং, বিশ্বেশ্বরং বিদিতবিশ্বমনন্তমূর্ত্তিম্।
নির্ম্মুক্তবন্ধনমপারসুখাম্বুরাশিং, শ্রীবল্লভং বিমলবোধঘনং নমামি ॥ ১।

শয়ান থাকেন, আর্ত্তজনের রক্ষাকার্য্যে নিরতচিত্ত সেই ভগবান্ নারায়ণই আমার একমাত্র আশ্রয় ॥ ১৭ ॥

নারায়ণ প্রহ্লাদের প্রতি যে প্রকার বাৎসল্য প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহা সকলেই অবগত আছে; আর তিনি বিভীষণকে অভয়দান করিয়া রক্ষা করিয়াছিলেন; গজরাজ যখন কচ্ছপের সহিত সংগ্রামে আক্রান্ত হইয়াছিল, আর্ত্তত্রাণ-পরায়ণ সেই সময়ে গজকে রক্ষা করিয়াছিলেন, দ্রুপদনন্দিনীর প্রতি অসীম উদারতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। গৌতম-পত্নী অহল্যা পতিশাপে পাষাণী হইয়াছিলেন, নারায়ণ তাঁহার নিখিল পাপ বিনাশ করেন এবং ধ্রুবের প্রতি করুণা করিয়া তাঁহাকে অশেষ-কল্যাণভাজন করিয়াছেন। বাৎসল্য, অভয়প্রদান, দুঃখ-নিবারণ, ঔদার্য্য, পাপধ্বংসন, শ্রেয়োবিধান প্রভৃতির জন্য শ্রীপতিই সর্ব্ব-জগতের সেব্য অর্থাৎ সকলেই সর্ব্বথা নারায়ণের সেবা করিবে এবং প্রহ্লাদ, বিভীষণ, গজরাজ, পাঞ্চালী, অহল্যা, ধ্রুব প্রভৃতি ভক্তগণ তাহার সাক্ষী ॥১৮॥

ইতি আর্ত্তত্রাণাষ্টাদশকস্তোত্র সমাপ্ত ।

যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ, যাঁহার শক্তি চিন্তার অগোচর, যিনি অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ঈশ্বর, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার বিদিত আছে, যাঁহার মূর্ত্তির শেষ নাই, যিনি সংসার হইতে নির্লিপ্ত, যিনি অনন্ত সুখরাশিস্বরূপ, সেই বিমলবোধস্বরূপ শ্রীবল্লভকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যস্য প্রসাদাদহমেব বিষ্ণুর্ময্যেব সর্ব্বং পরিকল্পিতঞ্চ।
ইত্থং বিজানামি সদাত্মরূপং, তস্যাঙ্ঘ্রিপদ্মং প্রণতোঽস্মি নিত্যম্ ॥২॥
তাপত্রয়ার্কসন্তপ্তঃ কশ্চিদুদ্বিগ্নমানসঃ।
শমাদিসাধনৈর্যুক্তঃ সদ্‌গুরুং পরিপৃচ্ছতি ॥ ৩ ॥
অনায়াসেন যেনাস্মান্মুচ্যেয়ং ভববন্ধনাৎ।
তন্মে সংক্ষিপ্য ভগবন্ কৈবল্যং কৃপয়া বদ ॥ ৪ ॥

গুরুরুবাচ।

সাধ্বী তে বচনব্যক্তিঃ প্রতিভাতি বদামি তে।
ইদং তদিতি বিস্পষ্টং সাবধানমনাঃ শৃণু ॥ ৫ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থং যজ্জীবপরমাত্মনোঃ।
তদাত্ম্যবিষয়ং জ্ঞানং তদিদং মুক্তিসাধনম্ ॥ ৬ ॥
কো জীবঃ কঃ পরশ্চাত্মা তাদাত্ম্যং বা কথন্তয়োঃ।
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যং বা কথং তৎ প্রতিপাদয়েৎ ॥ ৭ ॥

যাঁহার প্রসাদে আমিই বিষ্ণু এবং আমাতেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে, এই প্রকার জ্ঞান হয়, যিনি সদাত্মস্বরূপ, সেই পরমাত্মার চরণকমলে নমস্কার ॥ ২ ॥

তাপত্রয়-সন্তপ্ত কোন সাধক পূর্ব্বোক্ত হেতুতে উদ্বিগ্ন হইয়াছিলেন, পরে শমদমাদি-সাধন-সম্পন্ন হইয়া স্বীয় গুরুসমীপে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৩ ॥

ভগবন্! আমি যেরূপ অনুষ্ঠান করিলে অনায়াসে এই ভববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি, তাহার কোন সংক্ষিপ্ত উপায় থাকিলে করুণা করিয়া মৎসকাশে ব্যক্ত করুন্ ॥ ৪ ॥

গুরু স্বীয় শিষ্যের বাক্য শ্রবণ করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি সৎ প্রশ্ন করিয়াছ। আমি তোমার প্রশ্নের সুস্পষ্ট উত্তর দিতেছি, অবধান কর ॥ ৫ ॥

বৎস! "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি বাক্যার্থ দ্বারা জীব ও পরমাত্মার যে ঐক্যজ্ঞান হয়, তাহাই মুক্তির প্রধান কারণ অর্থাৎ যাবৎ "আমি তুমি" ইত্যাদিরূপ পার্থক্য-জ্ঞান থাকে, তাবৎকালই জীব ভববন্ধনে বদ্ধ থাকে, তৎপরে উত্তমরূপে পার্থক্যজ্ঞানের অপগম হইয়া "আমিই সেই পরমাত্মা" এইরূপ জ্ঞানের উদয় হইলেই জীবের মুক্তিলাভ হয় ॥ ৬ ॥

গুরু পূর্ব্বকথিত প্রকারে শিষ্যকে মুক্তির কারণ উপদেশ করিলে, শিষ্য পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিলেন, ভগবন্! জীব কে এবং জীব ও পরমাত্মা ইহাদিগের ঐক্যই বা কি প্রকার? আর তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যই বা কি

অত্র ক্রমঃ সমাধানং কোঽন্যো জীবস্তমেব হি।
যত্ত্বং পৃচ্ছসি মাং কোঽহং ব্রহ্মৈবাসি ন সংশয়ঃ ॥ ৮ ॥
পদার্থমেব জানামি নাদ্যাপি ভগবন্ স্ফুটম্।
অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থং প্রতিপদ্যে কথং বদ ॥ ৯ ॥
সত্যমাহ ভবানত্র বিজ্ঞানং নৈব বিদ্যতে।
হেতুঃ পদার্থবোধো হি বাক্যার্থাবগতেরিহ ॥ ১০ ॥
অন্তঃকরণতদ্বৃত্তিসাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ।
আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাত্মানং প্রপদ্যসে ॥ ১১ ॥
সত্যানন্দস্বরূপং ধীসাক্ষিণং বোধবিগ্রহম্।
চিন্তয়াত্মতয়া নিত্যং ত্যক্ত্বা দেহাদিগাং ধিয়ম্ ॥ ১২॥

প্রকারে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যজ্ঞানের প্রতি কারণ হইতে পারে? আম এই সকল সংশয়ের নিরাস করিয়া সদুপদেশ প্রদান করুন্ ॥ ৭ ॥

গুরু শিষ্যের সন্দেহনিরসনার্থ বলিলেন, বৎস! তুমি যে সন্দেহ করিতে তাহার নিবারণোপায় বলিতেছি। জীব অন্য কোন বস্তু নহে, বাস্তবিক তুমি জীব, আর তুমি যে জিজ্ঞাসা করিতেছ, আমি কে? তাহার উত্তর এই ে তুমিই পরংব্রহ্ম অর্থাৎ তুমি আমি এই সকলই পরমাত্মা ॥ ৮ ॥

পুনর্ব্বার শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন, গুরুদেব! অদ্য আমি কোন বস্তুই পরি স্ফুটরূপে জানিতেছি না, আমার পদার্থজ্ঞান নাই; সুতরাং "অহং ব্রহ্ম" এ বাক্যের স্বরূপার্থ আমি কিরূপে জানিতে পারিব, তদ্বিষয়ে উপদেশ করুন্ ॥৯

শিষ্যের এই কথা শুনিয়া পুনর্ব্বার গুরু কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা বলিলে তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিলাম,ইহা অন্যথা হইবার নহে। বাস্তবিক পদার্থ জ্ঞানই বাক্যার্থজ্ঞানের কারণ অর্থাৎ পদার্থপরিজ্ঞান না হইলে কোন প্রকারে বাক্যার্থজ্ঞান হইতে পারে না ॥ ১০ ॥

যিনি অন্তঃকরণ ও অন্তঃকরণবৃত্তির সাক্ষী অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, তাহার আশ্রয় এবং যিনি চৈতন্যময় ও আনন্দস্বরূপ, তিনিই পর মাত্মা, তবে তুমি আত্মাকে জানিতে পারিতেছ না কেন? বিবেচনা করিয়া দেখ, কোন একটি পদার্থ দর্শন করিলে সেই পদার্থের আকৃতি প্রভৃতি যাঁহার অনুভব হয়, তিনিই পরমাত্মা ॥ ১১ ॥

বৎস! তোমাকে আরও বলিতেছি, যিনি সত্য, আনন্দস্বরূপ, বুদ্ধির সাক্ষী এবং চৈতন্যময়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া ভাবনা কর, কিন্তু তিনি যে

রূপাদিমান্ যতঃ পিণ্ডস্ততো নাত্মা ঘটাদিবৎ।
বিয়দাদিমহাভূতবিকারত্বাচ্চ কুম্ভবৎ॥ ১৩॥
অনাত্মা যদি পিণ্ডোঽয়মুক্তহেতুবলান্মতঃ।
করামলকবৎ সাক্ষাদাত্মানং প্রতিপাদয়॥ ১৪॥
ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্ভিন্নঃ সর্ব্বথা ন ঘটো যথা।
দেহদ্রষ্টা তথা দেহো নাহমিত্যবধারয়॥ ১৫॥
এবমিন্দ্রিয়দৃঙ্ নাহমিন্দ্রিয়াণীতি নিশ্চিনু।
মনোবুদ্ধিস্তথা প্রাণা নাহমিত্যবধারয়॥ ১৬॥
সঙ্ঘাতোঽপি তথা নাহমিতি দৃশ্যবিলক্ষণম্।
দ্রষ্টারমনুমানেন নিপুণং সম্প্রধারয়॥ ১৭॥

কোন দেহাদিতে বিদ্যমান আছেন, এই প্রকার চিন্তা করিও না, বাস্তবিক দেহই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া আছে॥ ১২॥

কেবল দেহই রূপাদিসম্পন্ন, আত্মার রূপাদি নাই; সুতরাং আত্মা ঘটাদির ন্যায় নহেন, অর্থাৎ রূপাদি দ্বারা যেমন ঘটাদির পরিচয় হইতে পারে, আত্মার তদ্রূপ পরিচয় হইতে পারে না। পরন্তু ঘটাদি আকাশাদি পঞ্চ মহাভূতের বিকার, আত্মা বিকারহীন॥ ১৩॥

যদি পূর্ব্বকথিত কারণবশতঃ দেহপিণ্ডাদি অনাত্মা হইল, তবে করামলকবৎ আত্মাকে জানিতে পারে অর্থাৎ যেমন একটি আমলকী হস্তে লইলে সেই আমলকী হস্তমধ্যে আছে বটে, কিন্তু হস্তের সহিত আমলকীর কোন সম্বন্ধ নাই, তদ্রূপ আত্মার সহিত দেহাদির কোন সম্বন্ধ নাই, তিনি কেবল দেহের সাক্ষী মাত্র, এই তত্ত্ব স্বীয় শ্লোকের জন্য নিশ্চয় অবধারণ কর॥ ১৪॥

কোন ব্যক্তি ঘট দর্শন করিতেছে, এই স্থলে যেমন যে ব্যক্তি ঘট দেখে, সেই ব্যক্তি ঘট হইতে ভিন্ন, কোনপ্রকারেই সেই ঘটদ্রষ্টাকে সেই ঘট বলিয়া জ্ঞান হয় না, তদ্রূপ যিনি দেহের সাক্ষী, তিনি দেহ নহেন, সুতরাং আমিও দেহ নহি, ইহাই নিশ্চয়রূপে স্থির কর॥ ১৫॥

যেমন আত্মা দেহ নহেন, ইহাই পূর্ব্বে স্থিরীকৃত হইল, তদ্রূপ আত্মা ইন্দ্রিয়ের সাক্ষী, ইন্দ্রিয় নহেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল জ্ঞান হয়, আত্মা সেই সকল জ্ঞানের আশ্রয়। এই প্রকারে আত্মা মন নহেন, বুদ্ধি নহেন, প্রাণ নহেন, তিনি মন প্রভৃতির সাক্ষী, ইহা স্থির কর॥ ১৬॥

যেমন আত্মা দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও প্রাণ ইহাদিগের প্রত্যেকের কোন পদার্থই

দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা হানাদিব্যাপৃতিক্ষমাঃ।
যস্ত সন্নিধিমাত্রেণ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৮ ॥
অনাপন্নবিকারঃ সন্নয়স্কান্তবদেব যঃ।
বুদ্ধ্যাদীংশ্চালয়েৎ প্রত্যক্ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ১৯ ॥
অজড়াত্মবদাভান্তি যৎসান্নিধ্যাজ্জড়া অপি।
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাঃ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২০ ॥
অগমন্মে মনোঽন্যত্র সাম্প্রতং চ স্থিরীকৃতম্।
এবং যো বেত্তি ধীবৃত্তিং সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২১ ॥

নহেন, তদ্রূপ তিনি ইন্দ্রিয় বা দেহাদি অবয়বের সমষ্টি-ফলও নহেন, বাস্তবিক আত্মা দেহাদির সাক্ষী মাত্র ॥ ১৭ ॥

দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি সমস্তই উৎপত্তি-বিনাশ-ব্যাপার-সম্পন্ন, যাঁহার সন্নিধান-মাত্রে দেহাদির ব্যাপার হয়, তিনিই আত্মা, ইহা স্থির-সিদ্ধান্ত বলিয়া স্বীকার কর। যাবৎ দেহাদিতে আত্মার সন্নিধান থাকে না, তাবৎ দেহাদির কোন ব্যাপারই হইতে পারে না, আর যৎকাল পর্য্যন্ত দেহে আত্মার সন্নিধান থাকে, তাবৎ দেহের সকল কার্য্যই দৃষ্ট হয় ॥ ১৮ ॥

দেহাদি সকলই বিকারবিশিষ্ট, আত্মা বিকারবিহীন। যেমন অয়স্কান্তমণি লৌহাদি ধাতুকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ যিনি বুদ্ধি প্রভৃতিকে পরিচালিত করেন, তিনিই আত্মা, সেই আত্মা আমি, এই প্রকার নিশ্চয় ধারণা কর ॥ ১৯ ॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও প্রাণ এই সমস্তই জড় পদার্থ, কিন্তু আত্মার সান্নিধ্যনিবন্ধন ঐ সকল জড়পদার্থও অজড়বৎ প্রতীয়মান হয় অর্থাৎ মৃতদেহে করচরণাদি সকলই আছে, আত্মার সন্নিধান নাই বলিয়া ঐ সকল করণাদির কোন কার্য্যই হইতে পারে না; কিন্তু জীবিত ব্যক্তিতে আত্মসন্নিধাননিবন্ধন তাহার কর-চরণাদি নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। এই প্রকার যাঁহার সন্নিধানে দেহাদির কার্য্য সাধিত হইতেছে, তিনিই আত্মা এবং আমি সেই আত্মস্বরূপ, এই প্রকার অবধারণ কর ॥ ২০ ॥

আমার মন অন্যত্র গমন করিয়াছিল, অধুনা স্থিরীভূত হইয়া আছে। যাঁহার এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তির উদয় হয়, তাঁহাকেই আত্মা বলিয়া জানিবে এবং এই আত্মাই অহংশব্দের বাচ্য অর্থাৎ 'আমি' শব্দে যাঁহাকে উল্লেখ করা যায়, তিনিই আত্মা ॥ ২১ ॥

স্বপ্নজাগরিতে সুপ্তিং ভাবাভাবৌ ধিয়াং তথা।
যো বেত্ত্যবিক্রিয়ঃ সাক্ষাৎ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২২ ॥
ঘটাবভাসকো দীপো ঘটাদন্যো যথেষ্যতে।
দেহাবভাসকো দেহী তথাহং বোধবিগ্রহঃ ॥ ২৩ ॥
পুত্রবিত্তাদয়ো ভাবা যস্য শেষতয়া প্রিয়াঃ।
দ্রষ্টা সর্ব্বপ্রিয়তমঃ সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২৪ ॥
পরপ্রেমাস্পদতয়া মানভূতমহং সদা।
ভূয়াসমিতি যো দ্রষ্টা সোঽহমিত্যবধারয় ॥ ২৫ ॥
যঃ সাক্ষিলক্ষণো বোধস্ত্বম্পদার্থঃ স উচ্যতে।
সাক্ষিত্বমপি বোদ্ধৃত্বমবিকারিতয়াত্মনঃ ॥ ২৬ ॥
দেহেন্দ্রিয়মনঃপ্রাণাহঙ্কৃতিভ্যো বিলক্ষণঃ।
প্রোজ্ঝিতাশেষষড়্ভাববিকারস্ত্বংপদাভিধঃ ॥ ২৭ ॥

যিনি স্বপ্ন, জাগরণ ও সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয় পরিজ্ঞাত আছেন, যিনি বুদ্ধির ভাবাভাব জানেন, যাঁহাতে কোনরূপ বিকার নাই এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী, তিনিই আত্মা। এই প্রকার সিদ্ধান্তে দৃঢ়বিশ্বাস স্থাপন কর ॥ ২২ ॥

যেমন প্রদীপ ঘটের প্রকাশক হইলেও তাহাকে ঘট হইতে পৃথক্ বলিয়া জানা যায়, তদ্রূপ আত্মা দেহের অবভাসক ; সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পৃথক্, অতএব যিনি দেহের প্রকাশক ও জ্ঞানময়, তিনিই আত্মা ॥ ২৩ ॥

যাঁহার পুত্র ও ধনাদি প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না, যিনি সর্ব্বদর্শী এবং সকলই যাঁহার প্রিয়তম বলিয়া বোধ হয়, তিনিই আত্মা অর্থাৎ অহংশব্দের বাচ্য। লোকে যে 'আমি' বলিয়া ব্যবহার করে, তাহাও সেই আত্মা। এই প্রকার স্থির করিতে পারিলেই আত্মজ্ঞানলাভ হয় ॥ ২৪ ॥

আমি পরব্রহ্মের প্রেমপাত্র হইব, যাঁহার এইরূপ জ্ঞান জন্মে এবং যিনি দর্শনাদি জন্য জ্ঞানের কর্ত্তা, তিনিই অহংপদ-প্রতিপাদ্য, এইরূপ উপদেশের তাৎপর্য্যার্থ গ্রহণ করিয়া অহংপদার্থ স্থির কর ॥ ২৫ ॥

গুরু শিষ্যকে পূর্ব্বকথিতরূপে অহংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিয়া সম্প্রতি ত্বংপদার্থ-পরিজ্ঞানের উপদেশ করিতেছেন। যিনি সর্ব্বসাক্ষী এবং সর্ব্ববিধ বোধের কর্ত্তা, অর্থাৎ সকল জানেন, তিনিই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য। আত্মা বিকারবিহীন বলিয়া তাঁহারও সর্ব্বসাক্ষিত্ব ও সর্ব্ববোধকর্ত্তৃত্ব আছে ॥ ২৬ ॥

যিনি দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, প্রাণ ও অহঙ্কার এই সমস্ত হইতে অতিরিক্ত এবং

স্বমর্থমেবং নিশ্চিত্য তদর্থং চিন্তয়েৎ পুনঃ।
অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ ॥ ২৮ ॥
নিরস্তাশেষসংসারদোষোঽস্থূলাদিলক্ষণঃ।
অদৃশ্যত্বাদিগুণকঃ পরাকৃততমোমলঃ ॥ ২৯ ॥
নিরস্তাতিশয়ানন্দঃ সত্যপ্রজ্ঞানবিগ্রহঃ।
সত্তাস্বলক্ষণঃ পূর্ণঃ পরমাত্মেতি গীয়তে ॥ ৩০ ॥
সর্ব্বজ্ঞত্বং পরেশত্বং যথা সম্পূর্ণশক্তিতা।
বেদৈঃ সমর্থ্যতে যস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩১ ॥
যজ্‌জ্ঞানং সর্ব্ববিজ্ঞানং শ্রুতিষু প্রতিপাদিতম্।
মৃদাদ্যনেকদৃষ্টান্তৈস্তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩২ ॥

যাঁহার ষড়্‌বিধ বিকারভাবের মধ্যে কোন বিকারই নাই, তিনিই ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য ॥ ২৭ ॥

পূর্ব্বকথিতরূপে ত্বংপদের অর্থ-নিরূপণ করিয়া তৎপদের অর্থ চিন্তা করিবে। পরে অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপে ঈশ্বরত্ব স্থির করিবে অর্থাৎ সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে সকল পদার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহাতে বুদ্ধি স্থিরীভূত হইবে, তাঁহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া নিরূপণ করিবে ॥ ২৮ ॥

যাঁহার সর্ব্ববিধ সংসারদোষ বিদূরিত হইয়াছে, যাঁহাতে কোন প্রকার সংসার-সম্বন্ধ নাই, যিনি স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন, যিনি দর্শনাদি ইন্দ্রিয়ের বিষয় হন না অর্থাৎ যাঁহাকে দর্শন করা যায় না, শ্রবণ করা যায় না, আঘ্রাণ করা যায় না ও আস্বাদন করা যায় না এবং যাঁহাতে কোনপ্রকার পুণ্য বা পাপ নাই, তাঁহাকেই ত্বংপদপ্রতিপাদ্য পরব্রহ্ম বলিয়া নিশ্চয় করিবে ॥ ২৯ ॥

যাঁহার আনন্দের আতিশয্য বা ন্যূনতা নাই, যিনি সত্য-প্রজ্ঞানময় (সর্ব্বনন্দ-বিগ্রহ) আর যাঁহার সত্তামাত্র সর্ব্বত্র প্রতীয়মান হয় এবং যিনি পূর্ণ (কাহারও অংশ নহেন) যোগিগণের মতে তিনিই পরমাত্মা বলিয়া কীর্ত্তিত ॥ ৩০ ॥

বেদ যাঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া বর্ণন করে, যাঁহার পরমেশ্বরত্ব কথিত আছে এবং যিনি সম্পূর্ণ শক্তিমান্ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ॥ ৩১ ॥

শ্রুতিতে মৃত্তিকাদি বহু বহু দৃষ্টান্ত-প্রদর্শন দ্বারা প্রতিপাদিত

যদানন্ত্যং প্রতিজ্ঞায় শ্রুতিস্তৎসিদ্ধয়ে জগৌ।
তৎকার্য্যত্বং প্রপঞ্চস্য তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৩ ॥
বিজিজ্ঞাস্যতয়া যচ্চ বেদান্তেষু মুমুক্ষুভিঃ।
সমর্থ্যতেঽতিযত্নেন তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৪ ॥
জীবাত্মনা প্রবেশশ্চ নিয়ন্তৃত্বঞ্চ তান্ প্রতি।
শ্রূয়তে যস্য বেদেষু তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৫ ॥
কর্ম্মণাং ফলদাতৃত্বং যস্যৈব শ্রূয়তে শ্রুতৌ।
জীবানাং হেতুকর্ত্তৃত্বং তদ্‌ব্রহ্মেত্যবধারয় ॥ ৩৬ ॥
তত্ত্বংপদার্থৌ নির্ণীতৌ বাক্যার্থশ্চিন্ত্যতেঽধুনা।
তাদাত্ম্যমত্র বাক্যার্থস্তয়োরেব পদার্থয়োঃ ॥ ৩৭ ॥
সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্র সম্মতঃ।
অখণ্ডৈকরসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৩৮ ॥

হইয়াছে যে, যাঁহাকে অবগত হইলে সর্ব্ববিষয়ে বিজ্ঞানলাভ হয়, তিনিই ব্রহ্ম ॥ ৩২ ॥

শ্রুতি যাঁহার অনন্তকালবর্ত্তিত্ব প্রতিপাদন পূর্ব্বক এই প্রপঞ্চ-ব্রহ্মাণ্ড তাঁহারই কার্য্য বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন, সেই অনন্তরূপী জগৎকর্ত্তাই ব্রহ্ম ॥ ৩৩ ॥

বেদান্তে মুমুক্ষু যোগিগণ যত্নসহকারে যাঁহাকে অবশ্য পরিজ্ঞাত হইবে, এই প্রকার সমর্থন করিয়াছেন, সেই সর্ব্বপরিজ্ঞেয় পদার্থকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে ॥ ৩৪ ॥

বেদে শ্রুত আছে যে, যিনি জীবাত্মারূপে সর্ব্বদেহে প্রবেশ করেন এবং যিনি সর্ব্বনিয়ন্তা, (যাঁহার নিয়মে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বপ্রকার কার্য্য সাধিত হইতেছে) তিনিই পরব্রহ্ম ॥ ৩৫ ॥

শ্রুতিতে যাঁহার সর্ব্বকর্ম্মের ফলদাতৃত্ব শ্রুত আছে, যিনি সর্ব্ববিধ কর্ম্মের ফল প্রদান করিয়া থাকেন এবং যিনি জীবের হেতু ও কর্ত্তা, তিনিই পরব্রহ্ম ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বে অহং পদার্থ স্থিরীকৃত হইয়াছে, অধুনা তৎ ও ত্বং পদার্থ নির্ণীত হইল। এই প্রকারে তৎ, ত্বং ও অহং এই তিনটি পদার্থ স্থির করিয়া 'তত্ত্বমসি' এই বাক্যার্থ ভাবনা করিবে। ঐ বাক্যার্থে জানা যাইতেছে যে, উক্ত তৎপদবাচ্য ও ত্বংপদপ্রতিপাদ্য এই উভয়ের ঐক্য নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৭ ॥

তত্ত্বমসি এই বাক্যে তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের সম্পূর্ণরূপ ঐক্যই

প্রত্যগ্বোধো য আভাতি সোঽদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ।
অদ্বয়ানন্দরূপশ্চঃ প্রত্যগ্বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থমন্যোন্যতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ।
অব্রহ্মত্বং ত্বমর্থস্য ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি ॥ ৪০ ॥
তদর্থস্য চ পারোক্ষ্যং যদ্যেবং কিং ততঃ শৃণু।
পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্বোধোঽবতিষ্ঠতে ॥ ৪১ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যঞ্চ তাদাত্ম্যপ্রতিপাদনে।
লক্ষ্যৌ তত্ত্বংপদার্থৌ দ্বাবুপাদায় প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২ ॥
হিত্বা দ্বৌ শবলৌ বাচ্যৌ বাক্যং বাক্যার্থবোধনে।
যথা প্রবর্ত্ততেঽস্মাভিস্তথা ব্যাখ্যাতমাদরাৎ ॥ ৪৩ ॥

প্রতিপাদিত হইতেছে। ইহাতে এক অপরের সম্বন্ধী কিংবা এক অপরবিশিষ্ট এই প্রকার বোধ করিবে না, উভয়েই সর্ব্বতোভাবে এক, এইরূপ অর্থাবগতি হইতেছে, এইরূপ অর্থই বিদ্বদ্‌গণের অনুমোদিত ॥ ৩৮ ॥

উক্ত "তত্ত্বমসি" বাক্যে যে উভয়ের ঐক্যজ্ঞান হইতেছে, তাহাতে উভয়ই অদ্বয়ানন্দ ও একরসাত্মক, এই প্রকার স্থির করিবে, আর উক্তরূপ অদ্বয়ানন্দ রূপত্বই সর্ব্বথা ঐক্য, ইহা নিশ্চয় করিবে ॥ ৩৯ ॥

যখন পূর্ব্বকথিতরূপে তৎপদার্থ, ত্বংপদার্থ ও তত্ত্বমসি এই বাক্যার্থের বোধ হইয়া উভয়ের সর্ব্বথা ঐক্যজ্ঞান জন্মিবে, তৎকালেই ত্বংপদার্থের অব্রহ্মত্ব-নিবৃত্তি হইবে অর্থাৎ তত্ত্বমসি এই বাক্যের জ্ঞান হইলেই তৎপদে ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় ॥ ৪০ ॥

যদি কখনও তৎপদার্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তখন কি প্রকারে উভয়ের ঐক্য সমর্থিত হইবে? এই বিষয়ে যাহা বক্তব্য, তাহা অবধান কর। যদিও তৎপদা-র্থের পরোক্ষজ্ঞান হয়, তথাপি পূর্ণানন্দরূপে যে ঐক্যজ্ঞান হইবে, তাহাই বিদ্য-মান থাকিবে; সুতরাং অপরোক্ষজ্ঞান হইলেও ঐক্যবোধের কোন প্রকার ব্যতিক্রম ঘটিবার সম্ভাবনা নাই ॥ ৪১ ॥

তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যার্থবোধই জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্যপ্রতিপাদনে কারণরূপে বিদ্যমান আছে, আর তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়কে গ্রহণ করিয়াই উক্ত বাক্যার্থ প্রবর্ত্তিত হইতেছে অর্থাৎ উক্ত পদার্থদ্বয়ের বিশেষরূপে অর্থাবগতি হইলেই উভয়ের ঐক্য বিদিত হওয়া যায় ॥ ৪২ ॥

ত্বংপদ ও তৎপদ এই উভয়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগ করিলে বাক্যার্থ প্রতিপাদন

আলম্বনতয়া ভাতি যোঽস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ।
অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ স ত্বংপদাভিধঃ ॥ ৪৪ ॥
মায়োপাধির্জ্জগদ্‌যোনিঃ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ।
পারোক্ষ্যঃ শবলঃ সত্যাদ্যাত্মকস্তৎপদাভিধঃ ॥ ৪৫ ॥
প্রত্যক্‌পরোক্ষতৈকস্য সদ্বিতীয়ত্বপূর্ণতা।
বিরুধ্যতে যতস্তস্মাল্লক্ষণা সম্প্রবর্ত্ততে ॥ ৪৬ ॥
মানান্তরবিরোধে তু মুখ্যার্থস্য পরিগ্রহে।
মুখ্যার্থেনাবিনাভূতে প্রতীতির্লক্ষণোচ্যতে ॥ ৪৭ ॥
তত্ত্বমস্যাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা।
সোঽহমিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োরিহ নাপরা ॥ ৪৮ ॥

বিষয়ে যে যেরূপ অর্থ প্রবর্ত্তিত হয়, আমরা সাদরে তাহাই ব্যাখ্যা করিলাম অর্থাৎ তৎপদার্থ ও ত্বংপদার্থ এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞানই তত্ত্বমসি বাক্যের প্রকৃষ্ট অর্থ সন্দেহ নাই ॥ ৪৩ ॥

"অহং" এই পদ প্রয়োগ করিলে যে পদার্থের বোধ হয়, তাহাও সেই পরমাত্মার আশ্রিত এবং সেই পরমাত্মাও কেবল অন্তঃকরণেই প্রকাশ পাইয়া থাকেন; অতএব তৎপদের ভেদ প্রতীয়মান হয় ॥ ৪৪ ॥

পরমাত্মা মায়োপাধিক, (মায়া দ্বারা পরমাত্মার সম্যক্‌ প্রতীতি হয় না) আর তিনি সর্ব্বত্বাদিগুণসম্পন্ন, ইহাঁর পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে এবং ইনিই তৎপদের প্রতিপাদ্য ॥ ৪৫ ॥

একের পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞান এবং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব বিরুদ্ধ; অতএব উক্ত বাক্যে লক্ষণা করিতে হয়, নচেৎ উক্ত দোষে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অর্থসঙ্গতি হইতে পারে না ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বশ্লোকে যে লক্ষণার কথা বলা হইয়াছে, অধুনা সেই লক্ষণা বিবৃত হইতেছে। অর্থের বিরোধ হইলে যদি প্রকৃতার্থের পরিগ্রহ না হয়, তাহা হইলেই লক্ষণা স্বীকার করা যায়, আর মুখ্যার্থের অবিনাভূত সম্বন্ধের নিমিত্ত অর্থাৎ মুখ্যার্থবোধে যেরূপে প্রতীতি হয়, তাহাকে লক্ষণা কহে ॥ ৪৭ ।

লক্ষণা বহুবিধ; তন্মধ্যে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যে ভাগলক্ষণা হইয়াছে। যেমন "সোঽহং" এই পদে ভাগলক্ষণা স্বীকৃত আছে, তদ্রূপ তত্ত্বমস্যাদি বাক্যেও ভাগলক্ষণা জানিবে, এ স্থলে অন্য কোন লক্ষণার সম্ভব নাই ॥ ৪৮ ॥

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদ্দৃঢ়ীভবেৎ।
শমাদিসহিতস্তাবদভ্যসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৪৯ ॥
শ্রুত্যাচার্য্যপ্রসাদেন দৃঢ়ো বোধো যদা ভবেৎ।
নিরস্তাশেষসংসারনিদানঃ পুরুষস্তদা ॥ ৫০ ॥
বিশীর্ণকার্য্যকরণো ভূতসূক্ষ্মৈরনাবৃতম্।
বিমুক্তকর্ম্মনিগড়ং সদ্য এব বিমুচ্যতে ॥ ৫১ ॥
প্রারব্ধকর্ম্মভোগেন জীবন্মুক্তো যদা ভবেৎ ॥
কিঞ্চিৎকালমনারব্ধকর্ম্মবন্ধস্য সংক্ষয়ে ॥ ৫২ ॥
নিরস্তাতিশয়ানন্দং বৈভবং পরমং পদম্।
পুনরাবৃত্তিরহিতং কৈবল্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ৫৩ ॥

পূর্ব্বকথিতরূপে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যের স্বরূপার্থ অনুশীলন দ্বারা যাবৎ "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার জ্ঞানের উদয় না হয়, তাবৎ শমদমাদিসাধন করিয়া শ্রবণাদি শিক্ষা করিবে; তাহা হইলেই "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ অভিন্নজ্ঞান জন্মে ॥ ৪৯ ॥

যখন আচার্য্যের কৃপায় শ্রবণাদিসাধন দ্বারা "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার দৃঢ়-বিশ্বাস জন্মে, তখনই সেই পুরুষের অখিল সংসারসম্বন্ধ নিবৃত্তি পায়। তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে আর কোন সাংসারিক বিষয়ের সহিত সম্পর্ক থাকে না ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মতত্ত্বের পরিজ্ঞান হইলে কোন কর্ম্মে অনুরাগ থাকে না, ইন্দ্রিয়বৃন্দ বিশীর্ণ হয়, সূক্ষ্ম বা স্থূল ভূত তাহাকে আবৃত করিতে সমর্থ হয় না এবং কর্ম্মপাশ সকল ছিন্ন হইয়া যায় অর্থাৎ আশু সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে ॥ ৫১ ॥

যদিও তত্ত্বজ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম্মের ফলভোগের অবশ্যম্ভাবিতা নিবন্ধন তাহাকে ফলভোগে বাধ্য হইতে হয়, তথাপি তাহার সংসার-প্রবেশ ঘটে না, কর্ম্মফলভোগের কাল যাবৎ সে জীবন্মুক্ত হইয়া থাকে। কিয়ৎকাল এই প্রকারে অবস্থান করিয়া ফলভোগ করিলে যখন সেই ভোগকাল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, তখন কর্ম্মপাশ ছিন্ন হয়, এবং সেই ব্যক্তি মুক্তিলাভ করে ॥ ৫২ ॥

যাহার ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হয়, সে নিত্যানন্দধাম হরির পরমপদ লাভ করে, কোন কালেও ঐ পদ হইতে পুনর্ব্বার সংসারে গমন করিতে হয় না এবং সে কৈবল্যনির্ব্বাণমুক্তি পাইয়া থাকে ॥ ৫৩ ॥

গুর্ব্বষ্টক

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শরীরং সুরূপং তথা বা কলত্রং, যশশ্চারু চিত্রং ধনং মেরুতুল্যম্।
মনশ্চেন্ন লগ্নং গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥১॥
কলত্রং ধনং পুত্রপৌত্রাদি সর্ব্বং, গৃহং বান্ধবাঃ সর্ব্বমেতদ্ধি জাতম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥২॥
ষড়ঙ্গাদিবেদো মুখে শাস্ত্রবিদ্যা, কবিত্বাদি গদ্যং সুপদ্যং করোতি।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৩॥
বিদেশেষু মান্যঃ স্বদেশেষু ধন্যঃ, সদাচারবৃত্তেষু মত্তো ন চান্যঃ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৪॥

অতি সুন্দর দেহ লাভ করিয়াছ, সুন্দরী যুবতী পত্নী প্রাপ্ত হইয়াছ, তোমার নির্ম্মল যশ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইয়াছে, তুমি সুমেরু সদৃশ অপরিমিত ধনের ঈশ্বর হইয়াছ, এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ১ ॥

পুত্র, পৌত্র ও কলত্র প্রাপ্ত হইয়াছ, উত্তম গৃহে অবস্থিতি করিয়াছ, বন্ধু-বান্ধবের সহিত আমোদপ্রমোদে সুখভোগ করিয়াছ,তোমার সর্ব্ববিধ সাংসারিক সুখভোগ হইয়াছে। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ২ ॥

তুমি ষড়ঙ্গ বেদ অধ্যয়ন করিয়াছ, তোমার মুখে শাস্ত্রবিদ্যা বিরাজ করিতেছে, বিলক্ষণ কবিত্ব লাভ করিয়াছ, অনর্গল গদ্য-পদ্য রচনা করিতে পার, এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৩ ॥

বিদেশে সম্মান লাভ করিয়াছ, স্বদেশে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছ, ভূরি ভূরি সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াছ, কখনও অসদাচরণ কর নাই। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৪ ॥

ক্ষমামণ্ডলে ভূপভূপালবৃন্দৈঃ, সদা সেবিতং যস্য পাদারবিন্দম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৫॥
যশো মে গতং দিক্ষু দানপ্রতাপাজ্জগদ্বস্তু সর্ব্বং করে যৎপ্রসাদাৎ।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৬॥
ন ভোগে ন যোগে ন বা বাজিরাজৌ, ন কান্তাসুখে নৈব বিত্তেষু চিত্তম্।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৭॥
অরণ্যে ন বা স্বস্য গেহে ন কার্য্যে, ন দেহে মনো বর্ত্ততে মে ত্বনর্ঘ্যে।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং, ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৮॥
অনর্ঘ্যাণি রত্নানি ভুক্তানি সম্যক্, সমালিঙ্গিতা কামিনী যামিনীষু।
গুরোরঙ্ঘ্রিপদ্মে মনশ্চেন্ন লগ্নং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিং ততঃ কিম্ ॥৯॥

এই মহীমণ্ডলে রাজা ও রাজচক্রবর্ত্তী সকলেই তোমার চরণপদ্ম সেবা করিয়াছে, অর্থাৎ তুমি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়া সাম্রাজ্যভোগ করিয়াছ। এখও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৫॥

যে শ্রীগুরুর কৃপায় তোমার দান ও প্রতাপজনিত যশ সর্ব্বদিকে প্রচারিত হইয়াছে এবং জগতের নিখিল পদার্থ তোমার করতলে বিন্যস্ত আছে অর্থাৎ পৃথিবীর সকল পদার্থই তোমার অধিকারে বিদ্যমান; এখনও যদি তোমার মন সেই শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে তুমি আর কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৬॥

তুমি সকল পদার্থই ভোগ করিয়াছ,আর ভোগে বাসনা নাই; যোগসাধন করিয়াছ, আর যোগসাধনে রুচি নাই; হস্তী-ঘোটকাদি উপভোগে ইচ্ছা নাই, কান্তা-সুখের কামনা নাই এবং ধনোপার্জ্জনেও চিত্তের অনুরোগ নাই। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৭॥

অরণ্যে অবস্থিতি করিতে ইচ্ছা হয় না, স্বগৃহে বাস করিতে অভিলাষ জন্মে না, কোন কার্য্যে অনুরাগ নাই, স্বীয় শরীরের প্রতি মমতা নাই এবং কোন কার্য্যেও মন প্রবৃত্ত হইতেছে না। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণ-কমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৮॥

বহুমূল্য রত্ন ও মুক্তা প্রভৃতি উপভোগ করিয়াছ, রজনীযোগে পত্নীসহবাসে

গুরোরষ্টকং যঃ পঠেৎ পুণ্যদেহী, যতির্ভূপতির্ব্রহ্মচারী চ গেহী।
লভেদ্বাঞ্ছিতার্থং পরং ব্রহ্মসংজ্ঞং, গুরোরুক্তবাক্যে মনো যস্য লগ্নম্ ॥১০॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গুর্ব্বষ্টকম্ ॥

প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কঃ খলু নালংক্রিয়তে দৃষ্টাদৃষ্টার্থসাধনপটীয়ান্।
অনয়া কণ্ঠস্থিতয়া প্রশ্নোত্তররত্নমালিকয়া ॥ ১ ॥
ভগবন্ কিমুপাদেয়ং গুরুবচনং হেয়মপি চ কিমকার্য্যম্।
কো গুরুরধিগততত্ত্বঃ শিষ্যহিতায়োদ্যতঃ সততম্ঃ ॥ ২ ॥

অতুল আনন্দ ভোগ করিয়াছে। এখনও যদি তোমার মন শ্রীগুরুর চরণকমলে লগ্ন না হইল, তবে আর তুমি কি করিবে, কোথায় যাইবে, কি পাইবে ও কি ভোগ করিবে? ৯ ॥

যদি কোন পুণ্যবান্ যতি, ভূপতি ব্রহ্মচারী বা গৃহী এই গুর্ব্বষ্টক-স্তোত্র পাঠ করে, তাহা হইলে তাহার স্বীয় অভিলষিত অর্থলাভ হয় আর যে ব্যক্তি উক্ত স্তবের মর্ম্মার্থে চিত্তনিবেশ করে, তাহার ব্রহ্মজ্ঞানপ্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ১০ ॥

গুর্ব্বষ্টক-স্তোত্র সমাপ্ত।

এই প্রশ্নোত্তর-রত্নমালা কণ্ঠে ধারণ করিলে কোন্ ব্যক্তি না বিভূষিত হইতে পারেন? এই প্রশ্নোত্তরের তাৎপর্য্যার্থ বিদিত হইলে সকলেই দৃষ্ট ও অদৃষ্টার্থ-সাধনে অভিজ্ঞ হইয়া সর্ব্বজনসকাশে বিশেষ পূজ্য হইতে পারে ॥ ১ ॥

শিষ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভগবন্! কোন্ দ্রব্য গ্রহণ করা যায়? পরিত্যজ্যই বা কি?"

গুরু।—শ্রীগুরুর বচনই গ্রহণ করিবে এবং অসৎকার্য্য পরিত্যাগ করিবে

শিষ্য।—গুরু কে?

গুরু।—যিনি ব্রহ্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলাভ করিয়াছেন এবং সর্ব্বদা শিষ্যের হিত-সাধনে তৎপর থাকেন, তিনিই প্রকৃত গুরুপদের প্রতিপাদ্য ॥ ২ ॥

ত্বরিতং কিং কর্ত্তব্যং সুধিয়া সংসারসন্ততিচ্ছেদঃ।
কং মোক্ষতরোর্বীজং সম্যগ্‌জ্ঞানং ক্রিয়াসহিতম্‌॥ ৩॥
কঃ পথ্যতরো ধর্ম্মঃ কঃ শুচিরিহ যস্য মানসং শুদ্ধম্‌।
কঃ পণ্ডিতো বিবেকী কিং বিষমবধীরণা গুরুষু॥ ৪॥
কঃ সংসারে সারং বহুশো বিচিন্ত্যমানমিদমেব।
মনুজেষু দৃষ্টতত্ত্বং স্বপরহিতায়োদ্যতং জন্ম॥ ৫॥
মদিরেব মোহজনকঃ কঃ স্নেহঃ কে চ দস্যবো বিষয়াঃ।
কা ভববল্লী তৃষ্ণা কো বৈরী যস্ত্বনুদ্যোগঃ॥ ৬॥

শিষ্য।—গুরো! সুধীব্যক্তিরা কোন্‌ কার্য্য শীঘ্র শীঘ্র সম্পাদন করিবে?

গুরু।—যাহাতে ভববন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহাই সুধীগণের কর্ত্তব্য।

শিষ্য।—ভগবন্‌! মোক্ষরূপ বৃক্ষের বীজ কি?

গুরু।—ক্রিয়া সহিত সম্যক্‌ জ্ঞানই মোক্ষবৃক্ষের বীজ অর্থাৎ প্রথমে স্ববর্ণাশ্রমবিহিত ক্রিয়াসম্পাদন পূর্ব্বক জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়॥৩॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্‌ কার্য্য সর্ব্বাপেক্ষা হিতকর?

গুরু।—বৎস! ধর্ম্মাচরণ সকলের পক্ষে হিতসাধন করে।

শিষ্য।—কোন্‌ ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা শুচি?

গুরু।—যাহার অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই শুচি বলিয়া জানিবে।

শিষ্য।—কাহাকে পণ্ডিত বলা যায় এবং কোন্‌ কার্য্য বিষবৎ অনিষ্টকর?

গুরু।—যে ব্যক্তির হিতাহিত-বিবেচনা-শক্তি আছে, তাহাকেই পণ্ডিত বলা যায় এবং গুরুজনের প্রতি অবজ্ঞাই পরিণামে বিষবৎ অনিষ্টকর॥ ৪॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্‌ ব্যক্তি সংসারের মধ্যে প্রধান? বিশেষ বিবেচনা করিয়া আমার এই সন্দেহের নিরাস করুন্‌।

গুরু।—বৎস! যে ব্যক্তি জন্মধারণ পূর্ব্বক আপনার ও অপরের হিতসাধন করিয়াছে এবং সমগ্র বস্তুতত্ত্ব জানিতে পারিয়াছে, সেই ব্যক্তিই-সংসারমধ্যে সার॥ ৫॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্‌ বস্তু মদিরার ন্যায় উন্মত্ত করিতে পারে? এই সংসারে কাহারা দস্যু? সংসারের কারণ কি আর শরীরের শত্রু কে?

গুরু।—বৎস! স্নেহই মদিরার ন্যায় মানবগণকে উন্মত্ত করে, যে ব্যক্তি পুত্রকলত্রাদির স্নেহে বশীভূত, তাহার হিতাহিত-বিবেচনা থাকে না, পুত্রাদির

কস্মাদ্ভয়মিহ মরণাদন্ধাদপি কো বিশিষ্যতে রোগী।
কঃ শূরো যো ললনালোচনবাণৈর্ন চ ব্যথিতঃ॥ ৭॥
পাতুং কর্ণাঞ্জলিভিঃ কিমমৃতমিব যুজ্যতে সদুপদেশঃ।
কিং গুরুতায়া মূলং যদেতদপ্রার্থনং নাম॥ ৮॥
কিং গহনং স্ত্রীচরিতং কশ্চতুরো যো ন খণ্ডিতস্তেন।
কিং দারিদ্র্যমতোষঃ কিং লাঘবমন্যধনপরা যাচ্ঞা॥ ৯॥

পরিপোষণার্থ কোন প্রকার ন্যায়বিরুদ্ধ কার্য্যেও সে কাতর হয় না। এই সাংসারিক বিষয় সকলই প্রকৃত দস্যু অর্থাৎ দস্যুগণ যেমন অনিষ্ট করিয়া থাকে, বিষয়-ভোগে নিরত হইলেও তদ্রূপ নানাবিধ অকার্য্য করিতে হয় এবং পরকালের কল্যাণজনক কার্য্যে অনুরাগ থাকে না, সুতরাং বিষয় দস্যুবৎ বিষয়তৃষ্ণাই ভববন্ধনে বদ্ধ হইবার একমাত্র হেতু আর অনুদ্যোগই স্বীয় দেহের শত্রু॥ ৬॥

শিষ্য।—লোকে কাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভয় করে? কোন্ ব্যক্তি অন্ধ হইতে বিশেষ এবং কাহাকেই বা শূর বলা যায়?

গুরু।—বৎস! প্রাণিমাত্রই মরণকে ভয় করিয়া থাকে, যে ব্যক্তি বিকার-রোগী, তাহাকে অন্ধ হইতে বিশেষ বলিয়া জানিবে এবং যে ব্যক্তি কামিনীগণের কটাক্ষপূর্ণলোচনভঙ্গীতে বিমোহিত না হয়, সেই ব্যক্তিই সর্ব্বাপেক্ষা শূর॥ ৭॥

শিষ্য।—মহাশয়! কোন্ পদার্থ কর্ণে সুধার ন্যায় প্রতীয়মান হয়?

গুরু।—বৎস! সদুপদেশই কর্ণের সুধাস্বরূপ।

শিষ্য।—গুরো! গৌরবের কারণ কি?

গুরু।—অপ্রার্থনাই গৌরবের কারণ অর্থাৎ যে ব্যক্তি কখনও কাহার নিকট প্রার্থনা করে না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা গৌরব থাকে॥ ৮॥

শিষ্য।—মহাত্মন্! অতি দুর্গম্য কি? কোন্ ব্যক্তিই বা অতি চতুর, কাহাকে দারিদ্র্য বলা যায় এবং লঘুতার কারণ কি?

গুরু।—বৎস! স্ত্রীলোকের চরিত্রই দুর্গম্য অর্থাৎ উহা কেহ বুঝিতে পারে না; যে ব্যক্তিকে দেহস্থ রিপু আদি চৌরগণ কখন বঞ্চনা করিতে পারে নাই, তাহাকে অতি চতুর বলিয়া জানিবে; অসন্তোষই দারিদ্র্য, যে ব্যক্তির প্রচুর সম্পত্তি থাকিলেও যদি তাহাতে তাহার মনের তৃপ্তি না থাকে, তাহা হইলেই সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র প্রার্থনা করিতে থাকে, আর অপরের নিকট যাচ্ঞা করিলেই সেই ব্যক্তি অতি লঘু বলিয়া গণনীয় হয়; সুতরাং যাচ্ঞাই লঘুতার কারণ॥৯॥

কিং জীবিতমনবদ্যং কি জাড্যং পাটবেঽপ্যনবভাসঃ।
কো জাগর্ত্তি বিবেকী কা নিদ্রা মূঢ়তা জন্তোঃ॥ ১০॥
নলিনীদলগতজলবত্তরলং কিং যৌবনং ধনং চায়ুঃ।
কে শশধরকরনিকরানুকারিণঃ সজ্জনা এব॥ ১১॥
কো নরকঃ পরবশতা কিং সৌখ্যং সর্ব্বসঙ্গবিরতির্যা।
কিং সাধ্যং ভূতহিতং কিমু প্রিয়ং প্রাণিনামসবঃ॥ ১২॥
কিং দানমনাকাঙ্ক্ষং কিং মিত্রং যন্নিবর্ত্তয়তি পাপাৎ॥ ১৩॥

শিষ্য।—কোন্ জীবন শ্রেষ্ঠ? কাহাকে জড়তা কহে? কোন্ ব্যক্তি নিয়ত জাগ্রদবস্থায় আছে এবং কাহাকেই বা প্রকৃত নিদ্রা বলা যায়?

গুরু।—বৎস! যাহার জীবন কখনও নিন্দালাভ করে নাই, তাহার জীবনই শ্রেষ্ঠ জীবন। কার্য্যমাত্রে অপটুতার নাম জড়তা, যে ব্যক্তি বিবেকী, তাহাকে জাগরিত কহে এবং মূঢ়তাই প্রাণিগণের নিদ্রা। বিবেকী ব্যক্তি সর্ব্বদাই সকল জানিতে পারে, মূঢ়ব্যক্তি কিছুই জানিতে পারে না; সুতরাং বিবেকীকে জাগরিত ও মূঢ় ব্যক্তিকে নিদ্রিতবৎ বলা যায়॥ ১০॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ কোন্ দ্রব্য পদ্মপত্রস্থিত সলিলবৎ চঞ্চল এবং কোন্ কোন্ ব্যক্তি চন্দ্রমার করনিকরের অনুরূপ কার্য্য করে?

গুরু।—যৌবন, ধন ও আয়ুঃ ইহারাই কমলদলগত জলের ন্যায় চঞ্চল; যাহারা সজ্জন, তাহারা চন্দ্ররশ্মির ন্যায় স্বদেশ বিদেশ সমুদায় সমুজ্জ্বল করিয়া থাকে॥ ১১॥

শিষ্য।—মহাত্মন্! নরক কি, সুখ কি, কর্ত্তব্য কার্য্য কি এবং সকলের প্রিয় কি?

গুরু।—বৎস! পরবশ্যতাই নরক, যে ব্যক্তি পরের বশীভূত থাকিয়া জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করে, তাহার নরকভোগবৎ যন্ত্রণা হয়। সর্ব্বসংসর্গ পরিত্যাগই সুখ, প্রাণিগণের হিতসাধন করাই মনুষ্যবর্গের কর্ত্তব্য ও স্ব স্ব প্রাণই সকলের প্রিয়॥ ১২॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ প্রকার দানকে প্রশস্ত দান কহে? কাহাকে মিত্র বলিয়া জানিতে পারি?

গুরু।—বৎস! যে প্রকার দান করিলে গৃহীতার আকাঙ্ক্ষা-নিবৃত্তি হয়, তাহাই প্রশস্ত এবং যে ব্যক্তি পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তি করে, সেই পরম মিত্র॥ ১৩॥

কোঽলঙ্কারঃ শীলং কিং বাচাং মণ্ডনং সত্যম্।
কিমনর্ঘ্যফলং মানং সুসঙ্গতিঃ কা সুখাবহা মৈত্রী॥ ১৪॥
সর্ব্বব্যসনবিনাশে কো দক্ষঃ সর্ব্বথা পরিত্যাগী।
কোঽন্ধো যোঽকার্য্যরতঃ কো বধিরো যঃ শৃণোতি ন হিতানি॥১৫॥
কো মূকো যঃ কালে প্রিয়াণি বক্তুং ন জানাতি।
কিং মরণং মূর্খত্বং কিমনর্ঘ্যং দত্তমবসরে যচ্চ॥ ১৬॥

শিষ্য।—পুরুষের অলঙ্কার কি, বাক্যের ভূষণ কাহাকে বলা যায়, অমূল্য ফল কি এবং সুসঙ্গতিই বা কি ?

গুরু।—সুশীলতাই পুরুষের অলঙ্কার, সুশীল পুরুষই সর্ব্বত্র শোভা পায়, সত্যতাই বাক্যের ভূষণ,সত্যবাক্য দোষযুক্ত হইলেও যেমন শোভা পায়,অসত্য-বাক্য নানা প্রকার গুণশালী হইলেও তদ্রূপ শোভা পায় না। মানই অমূল্য ফল, সম্মানলাভ করিলে যেমন চিত্তে আনন্দ বোধ হয়,শত শত অর্থ পাইলেও তদ্রূপ আনন্দ হইতে পারে না, আর সুখকরী মিত্রতাকেই সুসঙ্গতি বলা যায়, উত্তম বন্ধুর সংসর্গে যেমন কার্য্যসাধন হইয়া থাকে, অন্য কিছুতেই তদ্রূপ হই-বার সম্ভাবনা নাই॥ ১৪॥

শিষ্য।—প্রভো! কোন্ ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার দুঃখ বিনাশ করিতে পারে ?

গুরু।—যে ব্যক্তি সর্ব্বত্যাগী, সংসারে তাহার কোনরূপ দুঃখ নাই।

শিষ্য।—অন্ধ কে এবং বধির কাহাকে বলা যায় ?

গুরু।—যে ব্যক্তি অকার্য্যে রত, তাহাকে অন্ধ এবং যে হিতবাক্য শুনিয়া তদ্রূপ আচরণ করে না, তাহাকেই বধির কহে। যে ব্যক্তি কার্য্যাকার্য্য জানে না, তাহার নেত্র থাকিয়াও কোন ফল নাই এবং যে হিতোপদেশ শ্রবণ করে না, তাহায় কর্ণে কি প্রয়োজন ? অতএব অকার্য্যরতই অন্ধ এবং হিতোপদেশ-অবজ্ঞাকারীই বধির বলিয়া গণ্য॥ ১৫॥

শিষ্য।—কোন্ ব্যক্তিকে মূক বলা যায়, মরণ কাহাকে বলে এবং কোন্ বস্তু অমূল্য ?

গুরু।—যে ব্যক্তি যথাকালে প্রিয়বাক্য বলিতে জানে না, তাহাকে মূক কহে; মূর্খতাই মরণ অর্থাৎ মূর্খ ব্যক্তির জীবিত থাকিয়া কোন ফল নাই, আর সময়বিশেষে যাহা দান করা যায়, তাহাই অমূল্য অর্থাৎ কোন কোন সময়ে সাধারণ বস্তু প্রদান করিলেও গৃহীতার এরূপ উপকার হয় যে,কিছুতেই তাহার মূল্য হইতে পারে না॥ ১৬॥

আমরণাৎ কিং শল্যং প্রচ্ছন্নং যৎকৃতং পাপম্।
কুত্র বিধেয়ো যত্নো বিদ্যাভ্যাসে সদৌষধে দানে॥ ১৭॥
অবধীরণা ক্ব কার্য্যা খলপরযোষিৎপরধনেষু।
কাহর্নিশমনুচিন্ত্যা সংসারাসারতা ন তু প্রমদা॥ ১৮॥
কা প্রেয়সী বিধেয়া করুণা দীনেষু সজ্জনে মৈত্রী।
কঃ পূজ্যঃ সদ্বৃত্তঃ কমধমমাচক্ষতে চলিতবৃত্তম্॥ ১৯॥
কণ্ঠগতৈরপ্যসুভিঃ কস্যাত্মা ন বশমুপযাতি।
মূর্খস্য বিষাদবতো গর্ব্ববতোঽপি চ কৃতঘ্নস্য॥২০॥
কেন জিতং জগদেতৎ সত্যতিতিক্ষাবতা পুংসা।
কুত্র বিধেয়ো বাসঃ সজ্জননিকটেঽথবা কাশ্যাম্॥ ২১॥

শিষ্য।—ভগবন্! কোন্ কার্য্য করিলে আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ হয়

গুরু।—বৎস! গুপ্ত পাপই আমরণান্ত হৃদয়ে শল্যবৎ ক্লেশ দেয়।

শিষ্য।—মহাত্মন্! কোন্ কার্য্যে নিরন্তর যত্ন করা বিধেয়?

গুরু।—বিদ্যাভ্যাসে ও দানে নিয়ত যত্ন করিবে॥ ১৭॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ কার্য্যে সর্ব্বদা অবজ্ঞা এবং কি চিন্তা করিবে?

গুরু।—বৎস! খল, পরস্ত্রী ও পরধনে সর্ব্বদা অবজ্ঞা করিবে। কদা খলের সংসর্গ করিবে না এবং পরস্ত্রী ও পরধনে অভিলাষ ত্যাগ করিবে। আ এই সংসার যে অসার, ইহাই দিবারাত্রি চিন্তা কর, স্ত্রীচিন্তা করিবে না॥ ১৮

শিষ্য।—কোন্ কার্য্যের অনুষ্ঠানকে সর্ব্বদা প্রিয় ও অবশ্য কর্ত্তব্য বলা যায়

গুরু। দীনের প্রতি কৃপা ও সজ্জনের সহিত মিত্রতাকেই প্রিয় ও সর্ব্বদ কর্ত্তব্য বলিয়া জ্ঞান করিবে।

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি পূজ্য এবং কাহাকেই বা অধম বলা যায়?

গুরু।—যে ব্যক্তি সচ্চরিত্র, তাহাকেই সকলে পূজ্য বলিয়া জানিবে, আর যে ব্যক্তি অসচ্চরিত্র, তাহাকে অধম কহে॥ ১৯॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি প্রাণান্তেও বশীভূত হয় না?

গুরো।—প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও মূর্খ,বিষাদী ও কৃতঘ্ন ব্যক্তিরা বশীভূত হ না। মূর্খ, বিষাদী ও কৃতঘ্ন ইহারা অনুনয়বিনয়েও বশীভূত হয় না॥ ২০॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ ব্যক্তি এই অনন্তজগৎকে জয় করিতে পারিয়াছে

গুরু।—যে ব্যক্তি সত্যনিষ্ঠ ও সহিষ্ণু,সেই ব্যক্তি জগৎকে জয় করিয়াছে

কস্মৈ নমস্ক্রিয়া স্যাদ্দেবানামপি দয়াপ্রধানস্য।
কস্মাদুদ্বেজিতব্যং সংসারারণ্যতঃ সুধিয়া ॥ ২২ ॥
কস্য বশে প্রাণিগণঃ সত্যপ্রিয়ভাষিণো বিনীতস্য।
ক স্থাতব্যং ন্যায্যে পথি দৃষ্টাদৃষ্টলাভায় ॥ ২৩ ॥
বিদ্যুদ্বিলসিতচপলং কিং দুর্জ্জনসঙ্গতির্যুবতয়শ্চ।
কুলশীলনিষ্প্রকম্পাঃ কে কলিকালেঽপি সৎপুরুষাঃ ॥ ২৪ ॥
কিং শোচ্যং কার্পণ্যং সতি বিভবে কিং প্রশস্যমৌদার্য্যম্।
তনুতরবিভবস্য প্রভবিষ্ণোর্ব্বা কিং যৎ সহিষ্ণুত্বম্ ॥ ২৫ ॥

শিষ্য।—গুরো! কোন্ স্থানে বাস করা কর্ত্তব্য?

গুরু।—সজ্জনসমীপে অথবা কাশীতে বাস করাই সাধুজনের কর্ত্তব্য ॥২১॥

শিষ্য।—দেবগণের অপেক্ষাও কাহাকে সৎকার করা কর্ত্তব্য?

গুরু।—যে ব্যক্তি অতিশয় দয়াশীল, তিনিই সর্ব্বাপেক্ষা সৎকারের পাত্র।

শিষ্য।—সুধী ব্যক্তিরা কাহাকে ভয় করিবে?

গুরু।—যাঁহারা সুধী, তাঁহারা এই সংসাররূপ অরণ্য হইতে ভীত হইবেন॥২২॥

শিষ্য।—প্রাণিগণ কাহার বশীভূত হয়?

গুরু।—যাঁহারা সত্যপ্রতিজ্ঞ, প্রিয়ভাষী ও বিনীত, সকল মনুষ্যই তাঁহাদিগের বশীভূত হইয়া থাকে।

শিষ্য।—গুরো! সাধুশীল ব্যক্তিরা কি ভাবে অবস্থান করিবে?

গুরু।—ন্যায্যপথে অবস্থান করাই সাধুদিগের কর্ত্তব্য ॥ ২৩ ॥

শিষ্য।—বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল কি?

গুরু।—দুর্জ্জনের সহিত সদ্ভাব ও যুবতী, ইহারাই বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল।

শিষ্য।—গুরো! কাহারা কুলশীলবান্ হইয়াও অচঞ্চল?

গুরু।—বৎস! কলিকালেও যাহারা সৎপুরুষ, তাহাদিগের কুলশীলাদি অভিমানসামগ্রী থাকিলেও আত্মগৌরব প্রকাশ করে না ॥ ২৪ ॥

শিষ্য।—ভগবন্! কি শোচনীয় এবং কি প্রশংসনীয়?

গুরু।—বৎস! ঐশ্বর্য্যসম্ভব হইলে কৃপণতাই শোচনীয় এবং সর্ব্ববিষয়ে ঔদার্য্যই প্রশংসনীয়।

শিষ্য।—গুরো! অল্পবিভবসম্পন্ন ও মহাধনশালী, ইহাদিগের কর্ত্তব্য কি?

গুরু।—ধনশালী বা নির্দ্ধন সকলেরই সহিষ্ণুতা কর্ত্তব্য ॥ ২৫ ॥

চিন্তামণিরিব দুর্লভমিহ কিং কথয়ামি চতুর্ভদ্র ম
কিং তদ্বদেতি ভূয়ো বিধূততমসো বিশেষেণ ॥ ২৬ ॥
দানং প্রিয়বাক্সহিতং জ্ঞানমগর্ব্বং শৌর্য্যম্।
বিত্তং ত্যাগসমেতং দুর্লভমেতচ্চতুর্ভদ্রম্ ॥ ২৭ ॥
ইতি কণ্ঠগতা বিমলা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা যেষাম্।
তে মুক্তাভরণা অপি বিভান্তি বিদ্বৎসমাজেষু ॥ ২৮ ।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা ॥

গঙ্গাস্তোত্র।

শ্রীগঙ্গায়ৈ নমঃ।

দেবি সুরেশ্বরি ভগবতি গঙ্গে, ত্রিভুবনতারিণি তরলতরঙ্গে।
শঙ্করমৌলিবিহারিণি বিমলে, মম মতিরাস্তাং তব পদকমলে ॥
ভাগীরথি সুখদায়িনি মাতস্তব জলমহিমা নিগমে খ্যাতঃ।
নাহং জানে তব মহিমানং, পাহি কৃপাময়ি মামজ্ঞানম্ ॥ ২ ॥

শিষ্য।—ভগবন্! চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কাহাকে বলা যায়?

গুরু।—চতুর্ভদ্রকেই চিন্তামণির ন্যায় দুর্লভ কহিয়া থাকে।

শিষ্য।—গুরো! আপনার কৃপায় আমার অজ্ঞানতা নষ্ট হইয়াছে, আপনি যে চতুর্ভদ্রের নাম উল্লেখ করিলেন, তাহা বিশেষ করিয়া ব্যক্ত করুন ॥ ২৬ ॥

গুরু।—প্রিয়বাক্য প্রয়োগপূর্ব্বক দান, গর্ব্বশূন্য জ্ঞান, ক্ষমাসহিত শৌর্য এবং দান সহিত বিত্ত, এই চারিটিই চিন্তামণিবৎ দুর্লভ ॥ ২৭ ॥

এই প্রশ্নোত্তররত্নমালা যাহারা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছে, তাহারা মণিমুক্তা প্রভৃতি বিভূষণ-রহিত হইলেও বিদ্বৎসমাজে শোভা পাইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

ইতি প্রশ্নোত্তররত্নমালিকা সমাপ্ত।

দেবি গঙ্গে! তুমি অমরবৃন্দেরও ঈশ্বরী, ভগবতি! তুমি ত্রিভুবন পরিত্রাণ কর, তুমি তরলতরঙ্গময়ী এবং মহেশ্বরের মস্তকে বিহার করিতেছ, তোমাতে কোন-রূপ মলসম্পর্ক নাই। জননি! তোমার পাদপদ্মে আমার চিত্ত নিরত থাকুক ॥ ১ ॥

দেবি! ভগীরথ তোমাকে ব্রহ্মধাম হইতে ভূলোকে আনিয়াছিলেন, তুমি

হরিপাদপদ্মতরঙ্গিণি গঙ্গে, হিমবিধুমুক্তাধবলতরঙ্গে
দূরীকুরু মম দুষ্কৃতিভারং, কুরু কৃপাময়ি ভবসাগরপারম্॥ ৩॥
তব জলমমলং যেন নিপীতং, পরমপদং খলু তেন গৃহীতম্।
মাতর্গঙ্গে ত্বয়ি যো ভক্তঃ, কিল তং দ্রষ্টুং ন যমঃ শক্তঃ॥ ৪॥
পতিতোদ্ধারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, খণ্ডিতগিরিবরমণ্ডিতভঙ্গে।
ভীষ্মজননি মুনিবরকন্যে, পতিতনিবারিণি ত্রিভুবনধন্যে॥ ৫॥
কল্পলতামিব ফলদাং লোকে, প্রণমতি যস্ত্বাং ন পততি শোকে।
পারাবারবিহারিণি গঙ্গে, বিমুখবনিতাকৃততরলাপাঙ্গে॥ ৬॥
তব চেন্মাতঃ স্রোতঃ-স্নাতঃ, পুনরপি জঠরে সোঽপি ন জাতঃ।
নরকনিবারিণি জাহ্নবি গঙ্গে, কলুষবিনাশিনি মহিমোত্তুঙ্গে॥ ৭॥

সর্ব্বপ্রাণিগণের সুখ প্রদান করিয়া থাক। মাতঃ! তোমার মাহাত্ম্য নিগমেও পঠিত আছে, আমি তোমার মহিমা কিছুই জানি না, তুমি এ অজ্ঞানকে পরিত্রাণ কর॥ ২॥

গঙ্গে! তুমি শ্রীহরির পাদপদ্মে তরঙ্গরূপে বিদ্যমান ছিলে। দেবি! তোমার তরঙ্গ সকল হিমরাশি, চন্দ্র ও মুক্তার ন্যায় শ্বেতবর্ণ। কৃপাময়ি! তুমি আমার পাপরাশি দূরীকৃত করিয়া আমাকে সংসারসাগরের পারে উত্তীর্ণ কর॥ ৩॥

দেবি! যে ব্যক্তি তোমার জল পান করিয়াছে, সে পরমপদ পাইয়াছে। গঙ্গে! যে মনুষ্য তোমাকে ভক্তি করিয়া থাকে, কদাচ শমন তাহাকে দর্শন করিতে পারে না অর্থাৎ তোমার ভক্তগণ যমপুরে না যাইয়া বৈকুণ্ঠে প্রস্থান করিয়া থাকে॥ ৪॥

দেবি গঙ্গে! তুমি পতিত জনকে পরিত্রাণ কর, তুমি পর্ব্বতপতি হিমালয়কে খণ্ডন করিয়াছ, তোমার ভঙ্গী অতি সুশোভিত, তুমি ভীষ্মের জননী এবং জহ্নু মুনির কন্যা, ত্রিভুবনে তোমা অপেক্ষা পাতকহারিণী আর কেহ নাই॥৫॥

দেবি! তুমি কল্পলতার ন্যায় ফল প্রদান কর অর্থাৎ ভক্তবৃন্দ তোমার নিকট যাহা কামনা করে, তুমি তাহাই প্রদান করিয়া থাক। যে তোমাকে প্রণাম করে, সে কদাচ শোকে পতিত হয় না। দেবি! তুমি সমুদ্রের সহিত বিহার কর, তোমার ভক্তগণ কদাচ নারীগণের চঞ্চলকটাক্ষে বিমুগ্ধ হয় না॥ ৬॥

গঙ্গে! যে ব্যক্তি তোমার জলে স্নান করিয়াছে, পুনরায় সে জননী-জঠরে প্রবেশ করে না। হে জাহ্নবি! তুমি ভক্তগণের নরকনিবারণ কর এবং পাপরাশি নিবারণ করিয়া থাক, কেহই তোমার মাহাত্ম্য জানিতে পারে না॥ ৭॥

পুনরসদঙ্গে পুণ্যতরঙ্গে, জয় জয় জাহ্নবি করুণাপাঙ্গে।
ইন্দ্রমুকুটমণিরাজিতচরণে, সুখদে শুভদে সেবকশরণ্যে ॥ ৮ ॥
রোগং শোকং তাপং পাপং, হর মে ভগবতি কুমতিকলাপম্।
ত্রিভুবনসারে বসুধাহারে, ত্বমসি গতির্মম খলু সংসারে ॥ ৯ ॥
অলকানন্দে পরমানন্দে, কুরু কৃপাময়ি কাতরবন্দ্যে।
তব তটনিকটে যস্য নিবাসঃ, খলু বৈকুণ্ঠে তস্য নিবাসঃ ॥ ১০ ॥
বরমিহ নীরে কমঠো মীনঃ, কিংবা তীরে শরটঃ ক্ষীণঃ।
অথবা গব্যূতিশ্বপচো দীনস্তব ন হি দূরে নৃপতিঃ কুলীনঃ ॥ ১১ ॥
ভো ভুবনেশ্বরি পুণ্যে ধন্যে, দেবি দ্রবময়ি মুনিবরকন্যে।
গঙ্গাস্তবমিদমমলং নিত্যং, পঠতি নরো যঃ স জয়তি সত্যম্ ॥ ১২ ॥

দেবি! তোমার জন্মান্তরমুক্ত দেহ নাই, তোমার তরঙ্গ সকল অতি পুণ্য প্রদান করে; জাহ্নবি! তোমার দর্শন কৃপাপূর্ণ, তোমা হইতে কাহারও উৎকর্ষ নাই। মাতঃ! তোমার চরণ দেবরাজ ইন্দ্রের মুকুটমণি দ্বারা সমুজ্জ্বল হইয়া আছে, তুমি সকলকে সুখ ও শুভ প্রদান কর এবং যে তোমার সেবক হয়, তুমি তাহাকেই আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক ॥ ৮ ॥

হে ভগবতি! তুমি ভক্তগণের রোগ, শোক, তাপ, পাপ ও কুমতি হরণ কর। তুমি ত্রিলোকের সারভূতা এবং অবনীর হারস্বরূপে বিদ্যমান আছ। দেবি! এই সংসারে একমাত্র তুমিই আমার গতি অর্থাৎ আমি কেবল তোমাকেই আশ্রয় করিলাম ॥ ৯ ॥

দেবি! তুমি অলকানন্দা এবং তুমিই পরমানন্দস্বরূপা; আমি কাতর হইয়া তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাকে কৃপা কর। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার তটসন্নিধানে অবস্থিতি করে, অন্তকালে তাহার বৈকুণ্ঠে বাস হয় ॥১০॥

দেবি! তোমার জলে কচ্ছপ বা মীন হইয়া থাকি, তোমার তীরে ক্ষীণতর কৃকলাস হইয়া বাস করি অথবা ক্রোশদ্বয়মধ্যে অতি দীন চণ্ডালকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকিতে বাসনা করি, তথাপি দূরদেশে কুলীন নরপতি হইতে বাসনা করি না ॥ ১১ ॥

দেবি! তুমি ত্রিভুবনের ঈশ্বর, তুমিই পুণ্যস্বরূপা, তোমা হইতে কাহারও প্রাধান্য নাই, তুমি জলময়ী ও মুনিবরের নন্দিনী। যে মনুষ্য প্রত্যহ এই গঙ্গাস্তব পাঠ করে, সে নিশ্চয়ই সকল জয় করিতে পারে ॥ ১২ ॥

যেষাং হৃদয়ে গঙ্গাভক্তিস্তেষাং ভবতি সদা সুখমুক্তিঃ।
মধুরকান্তাপজ্ঝটিকাভিঃ, পরমানন্দকলিতললিতাভিঃ ॥ ১৩ ॥
গঙ্গাস্তোত্রমিদং ভবসারং, বাঞ্ছিতফলদং বিহিতামলসারম্।
শঙ্করসেবকশঙ্কররচিতং, পঠতি বিষয়ী স্তব ইতি চ সমাপ্তঃ ॥ ১৪ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাস্তোত্রম্ ॥

শিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

গলদ্দানগণ্ডং মিলদ্ভৃঙ্গখণ্ডং, চলচ্চারুশুণ্ডং জগত্রাণশৌণ্ডম্।
লসদ্দন্তকাণ্ডং বিপদ্ভঙ্গচণ্ডং, শিবপ্রেমপিণ্ডং ভজে বক্রতুণ্ডম্ ॥ ১ ॥
অনাদ্যন্তমাদ্যং পরং তত্ত্বমর্থং, চিদাকারমেকং তুরীয়ং ত্বমেয়ম্।
হরিব্রহ্মমৃগ্যং পরব্রহ্মরূপং, মনোবাগতীতং মহঃ-শৈবমীড়ে ॥ ২ ॥

যাহার মনে অচলা গঙ্গাভক্তি আছে, সে নিয়ত সুখভোগ করিয়া থাকে। অতি মধুর ও কোমল পজ্ঝটিকা ছন্দে বিরচিত এই গঙ্গাস্তব পরমানন্দপ্রদ ও অতি সুললিত ॥ ১৩ ॥

এই অসার সংসারমধ্যে উক্ত গঙ্গা-স্তবই সারবান্ পদার্থ, ইহা ভক্তবৃন্দের অভিলষিত ফল প্রদান করে। মহেশ্বরসেবক শঙ্করাচার্য্যকৃত এই স্তব সমাপ্ত হইল ॥ ১৪ ॥

ইতি গঙ্গাস্তোত্র সমাপ্ত।

যাঁহার গণ্ডস্থল হইতে নিরন্তর মদবারি ক্ষরিত হইতেছে ও ঐ মদগন্ধে ভৃঙ্গগণ মিলিত হইয়া গণ্ডপ্রদেশে আকুলভাবে রহিয়াছে, যাঁহার সুচারু শুণ্ড অনবরত চঞ্চল হইতেছে, জগতের পরিত্রাণকার্য্যে যিনি নিয়ত নিরত আছেন, যিনি কাণ্ড তুল্য দন্ত ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের বিপদ্বিনাশে প্রচণ্ডরূপী এবং মহেশ্বরের পরম প্রেমাস্পদ, সেই বক্রতুণ্ড গজাননকে ভজনা করি ॥ ১ ॥

যাঁহার আদি নাই, অন্ত নাই, অথচ যিনি সকলের আদি, যিনি পরমতত্ত্বস্বরূপ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি চিন্ময়, অদ্বিতীয় তুরীয় ব্রহ্ম, কেহই যাঁহার পরিমাণ করিতে সমর্থ হয় না, হরি ও ব্রহ্মা যাঁহার অন্বেষণ করিয়া থাকেন, যিনি পরব্রহ্মরূপী এবং মনোবাক্যের অতীত, সেই তেজঃপুঞ্জ শৈবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

স্বশক্ত্যাদিশক্ত্যন্তসিংহাসনস্থং, মনোহারিসর্ব্বাঙ্গরত্নাদিভূষম্।
জটাহীন্দুগঙ্গাস্থিশম্যর্কমৌলিং, পরং শক্তিমিত্রং নুমঃ পঞ্চবক্ত্রম্ ॥৩॥
শিবেশানতৎপুরুষাঘোরবামাদিভির্ব্রহ্মভির্হৃন্মুখৈঃ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
অনৌপম্যষট্‌ত্রিংশতং তত্ত্ববিদ্যামতীতং পরং ত্বাং কথং বেত্তি কো বা॥৪
প্রবালপ্রবাহপ্রভাশোণমর্দ্ধং, মরুত্বন্মণিশ্রীমহঃশ্যামমর্দ্ধম্।
গুণস্যূতমেকং বপুশ্চৈকমন্তঃ, স্মরামি স্মরাপত্তিসংপত্তিহেতুম্ ॥ ৫ ॥
স্বসেবাসমায়াতদেবাসুরেন্দ্রা, নমন্মৌলিমন্দারমালাভিষিক্তম্।
নমস্যামি শম্ভো পদাম্ভোরুহং তে,ভবাম্ভোধিপোতং ভবানীবিভাব্যম্॥৬
জগন্নাথ মন্নাথ গৌরীসনাথ, প্রপন্নানুকম্পিন্ বিপন্নার্ত্তিহারিন্।
মহঃস্তোমমূর্ত্তেঃ সমস্তৈকবন্ধো, নমস্তে নমস্তে পুনস্তে নমোঽস্তু ॥ ৭ ॥

যিনি স্বীয় শক্তিবলে আদিশক্তিরূপ সিংহাসনে সংস্থিত আছেন, মনোহর রত্নে যাঁহার সর্ব্বাঙ্গ সমলঙ্কৃত, যাঁহার শিরোদেশে জটাভার, গলে নাগযজ্ঞোপবীত, মস্তকে গঙ্গা, গলে অস্থিমালা এবং ললাটে চন্দ্র ও সূর্য্য বিরাজিত যিনি পরমাত্মা এবং পরমশক্তির মিত্র, সেই পঞ্চাননকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

ব্রহ্মা প্রভৃতি অমরবৃন্দ শিব, ঈশান, তৎপুরুষ, অঘোর ও বামদেবাদি নামে এবং নমঃ, স্বাহা প্রভৃতি ষড়ঙ্গমন্ত্রে নিয়ত যাঁহার উপাসনা করেন,কোন উপমান দ্বারা যাঁহাকে জানা যায় না, যিনি ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ববিদ্যার অতীত, তুমিই সেই পরব্রহ্ম; অতএব হে মহেশ্বর! কে তোমাকে পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়? ৪ ॥

যাঁহার অর্দ্ধ অঙ্গকান্তি নূতন পল্লবসমূহের ন্যায় রক্তবর্ণ, যিনি সকলের পূজনীয়, গোমেদ-মণির ন্যায় যাঁহার কলেবরের অপরার্দ্ধভাগ শোভা পাইতেছে, যিনি ত্রিগুণাতীত, যিনি কামদেবের উৎপত্তি ও সংহারের হেতু, সেই সনাতন পরমব্রহ্মরূপী মহাদেবকে নমস্কার করি॥ ৫ ॥

হে শম্ভো! তোমার সেবার জন্য সুরবৃন্দ ও অসুরেন্দ্র আগমন করিয়া পদতলে নিজ নিজ মস্তক স্থাপন করিলে সুরাসুরগণের মৌলিস্থিত মন্দারপুষ্পে যে চরণ রঞ্জিত হয়, তোমার সেই চরণকমলে নমস্কার। ঐ পাদপদ্ম ভবসংসার-পারাবারের তরণীস্বরূপ এবং ঐ চরণদ্বয় নিরন্তর ভবানী দেবী ধ্যান করিয়া থাকেন॥৬॥

হে শম্ভো! তুমি জগতের আশ্রয়, সুতরাং আমারও আশ্রয়। হে গৌরীপতে! তুমি শরণাপন্ন ব্যক্তির প্রতি কৃপা প্রদর্শন করিয়া থাক, তুমি বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ্ হরণ কর, তুমি স্বীয় তেজঃপ্রভাবে অখিল জনের বন্ধু; তোমায় পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥ ৭ ॥

মহাদেব দেবেশ দেবাদিদেব, স্মরারে পুরারে যমারে হরেতি।
ব্রুবাণঃ স্মরিষ্যামি ভক্ত্যা ভবন্তং, ততো মে দয়াশীল দেব প্রসীদ ॥ ৮॥
বিরূপাক্ষ বিশ্বেশ বিশ্বাদিকেশ, ত্রয়ীমূল শম্ভো শিব ত্র্যম্বক ত্বম্।
প্রসীদ স্মরারে ত্রাহি পশ্যাঽব পুষ্য, ক্ষমস্বাপ্নুহীতি কৃপা হি ক্ষিপারঃ ॥৯॥
ত্বদন্যঃ শরণ্যঃ প্রপন্নস্য নেতি, প্রসীদ স্মরন্নেব হন্যাস্ত দৈন্যম্।
ন চেত্তে ভবেদ্ভক্তবাৎসল্যহানিস্ততো মে দয়ালো দয়াং সন্নিধেহি ॥ ১০ ॥
অয়ং দানকালস্ত্বহং দানপাত্রং, ভবান্নাথ দাতা ত্বদন্যং ন যাচে।
ভবদ্ভক্তিমেব স্থিরাং দেহি মহ্যং, কৃপাশীল শম্ভো কৃতার্থোঽস্মি তস্মাৎ ॥১১॥
পশুং বেৎসি চেন্মাং ত্বমেবাধিরূঢ়ঃ, কলঙ্কীতি বা মূর্দ্ধ্নি ধৎসে ত্বমেব।
দ্বিজিহ্বঃ পুনস্তেঽপি তে কণ্ঠভূষা, ত্বদঙ্গীকৃতাঃ শর্ব্ব সর্ব্বেঽপি ধন্যাঃ ॥ ১২ ॥

হে মহাদেব! তুমি অমরনিকরের ঈশ্বর, তুমি দেবগণের আদিদেব, তুমি কামদেবকে সংহার করিয়াছ। হে হর! তুমি ত্রিপুরাসুরকে জয় করিয়াছ, তুমি শমনভীতি-নিবারক, আমি তোমাকে ভক্তিসহকারে স্মরণ করি। হে দেব! তুমি মৎপ্রতি করুণা প্রদর্শন কর এবং প্রসন্ন হও ॥ ৮ ॥

হে বিশ্বেশ্বর! তোমার নেত্রসকল বিরূপ (তুমি নিরন্তর ঊর্দ্ধনয়নে অবস্থিত থাক), হে শম্ভো! তুমি দেবসকলের মূলীভূত; হে শিব! তুমি ত্রিনেত্র, আমি তোমাকে স্মরণ করি, তুমি প্রসন্ন হইয়া আমাকে পরিত্রাণ কর; মৎপ্রতি কৃপাদৃষ্টি বিতরণ কর, আমাকে রক্ষা কর ও আমাকে পোষণ কর। হে বিশ্বনাথ! আমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ কর ॥ ৯ ॥

হে মহেশ্বর! তুমি ব্যতীত বিপদ্‌গ্রস্ত ব্যক্তির আশ্রয় আর কেহ নাই, তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও, এই প্রকারে তোমাকে স্মরণ করিলে তুমি আশু ভক্তের দৈন্য হরণ করিয়া থাক, কখনও তোমার ভক্তবাৎসল্যের হানি হয় না, তুমি অতি কৃপালু, তুমি আমার প্রতি কৃপা বিতরণ কর ॥ ১০ ॥

হে নাথ! এই ভীষণ কাল উপস্থিত, আমি তজ্জন্য তোমার দানপাত্র হইয়াছি। তুমি দাতা, আমি আর অন্য কিছুই প্রার্থনা করি না, এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, তোমার প্রতি যেন আমার অচলা ভক্তি বিদ্যমান থাকে, অতএব আমাকে অচলা ভক্তি প্রদান কর। হে শম্ভো! তুমি অতি কৃপালু, আমার প্রতি তোমার কৃপা হইলেই চরিতার্থতা বোধ করিব ॥ ১১ ॥

হে হর! আমাকে যদি পশু জ্ঞান কর, তাহা হইলে আমাতে আরোহণ কর, আর আমি যদি কলঙ্কী হই, তবে তুমি আমাকে ললাটদেশে ধারণ করিও,

ন শক্নোমি কর্ত্তুং পরদ্রোহলেশং, কথং প্রীয়সে ত্বং ন জানে গিরীশ।
তদা হি প্রসন্নোঽসি কস্যাপি কান্তাসুতদ্রোহিণো বা পিতৃদ্রোহিণো বা ॥১৩

স্তুতিং ধ্যানমর্চ্চা যথাবদ্বিধাতুং, ভজন্নপ্যজানন্মহেশাবলম্বে।
ত্রসন্তং সুতং ত্রাতুমগ্রে মৃকণ্ডোর্যমপ্রাণনির্ব্বাপণং ত্বৎপদাব্জম্ ॥ ১৪ ॥

অকণ্ঠে কলঙ্কাদনঙ্গে ভুজঙ্গাদপাণৌ কপালাদভালেঽনলাক্ষাৎ।
অমৌলৌ শশাঙ্কাদবামে কলত্রাদহং দেবমন্যং ন মন্যে ন মন্যে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
শ্রীশিবভুজঙ্গপ্রয়াতস্তোত্রম্ ॥

কেন না, তুমি পশুবাহন ও চন্দ্রমৌলি, আর যদি আমি সর্প হই, তা হইলেও তোমার কণ্ঠভূষণ হইয়া থাকিতে পারি। হে সংহারকারিন্ তোমার অঙ্গে যাহারা আছে, তাহারা সকলেই ধন্য হইয়াছে ॥ ১২ ॥

আমি পরদ্রোহ করিতে সমর্থ নহি এবং তুমি কিরূপে মৎপ্রতি প্রসন্ন হইবে, তাহাও জানি না। হে গিরীশ্বর! তুমি কোন কোন স্ত্রীপুত্রদ্রোহী ও পিতৃদ্রোহীর প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাক, তোমার দয়া ভিন্ন কেহ পরিত্রাণ পাইতে সমর্থ হয় না ১৩

হে মহেশ! আমি অজ্ঞ; স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা কিছুই জানি না অতএব যথাবৎ স্তুতি, ধ্যান ও অর্চ্চনা-বিধানার্থ তোমাকে আশ্রয় করিলাম। অসাধুশীল এই মৃকণ্ডুতনয়কে পরিত্রাণ কর। তোমার চরণদ্বয়ই শমনভীতি নিবারণ করে এবং প্রাণের নির্ব্বাপণ করিয়া থাকে ॥ ১৪ ॥

যাহার কণ্ঠে কালিমা নাই, অঙ্গে সর্প নাই, করে নরমুণ্ড নাই, ললাটে শশাঙ্ক নাই এবং বামভাগে কলত্র নাই, তাঁহাকে আমি দেব বলিয়া স্বীকার করি না, অর্থাৎ যিনি নীলকণ্ঠ, ভুজঙ্গভূষিতবিগ্রহ, নরমুণ্ডধারী, অনলাক্ষ, চন্দ্রমৌলি এবং বামভাগে শক্তিসমন্বিত, তিনিই সর্ব্বদেবের শ্রেষ্ঠ ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত-শিবভুজঙ্গপ্রয়াত-স্তোত্র সমাপ্ত।

শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নাগেন্দ্রহারায় ত্রিলোচনায়, ভস্মাঙ্গরাগায় মহেশ্বরায়।
নিত্যায় শুদ্ধায় দিগম্বরায়, তস্মৈ নকারায় নমঃ শিবায় ॥ ১ ॥
মন্দাকিনী-সলিল-চন্দন-চর্চ্চিতায়, নন্দীশ্বরপ্রমথনাথমহেশ্বরায়
মন্দারপুষ্পবহুপুষ্পসুপূজিতায়, তস্মৈ মকারায় নমঃ
শিবায় গৌরীবদনাব্জবৃন্দ-সূর্য্যায় দক্ষাধ্বরনাশকায়।
শ্রী নীলকণ্ঠায় বৃষধ্বজায়, তস্মৈ শকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৩ ॥
বশিষ্ঠকুম্ভোদ্ভব[illegible]-মুনীন্দ্রদেবার্চ্চিত[illegible]য়।
চন্দ্রার্কবৈশ্বানরলোচনায়, তস্মৈ বকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৪ ॥
যক্ষস্বরূপায় জটাধরায়, পিনাকহস্তায় সনাতনায়।
দিব্যায় দেবায় দিগম্বরায়, তস্মৈ যকারায় নমঃ শিবায় ॥ ৫ ॥

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য "নমঃ শিবায়" এই মন্ত্রগত নকারাদি পঞ্চাক্ষরের মাহাত্ম্য প্রদর্শনপূর্ব্বক কৈলাসপতি ভগবান্ মহেশ্বরের স্তব করিতেছেন।—যিনি নাগেন্দ্র দ্বারা কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, যিনি ভস্মলেপন করিয়া অঙ্গরাগ করেন, যিনি মহেশ্বর (পরমাত্মরূপী), যিনি নিত্য, শুদ্ধ ও দিগম্বর, সেই নকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

যাঁহার অঙ্গ মন্দাকিনীবারি ও চন্দন দ্বারা নিরন্তর অনুলিপ্ত, যিনি নন্দীর ঈশ্বর, যিনি প্রমথগণের অধিপতি, যিনি মহেশ্বর (ব্রহ্মরূপী) এবং মন্দার-কুসুম প্রভৃতি নানারূপ পুষ্প দ্বারা দেবগণ যাঁহার পূজা করেন, সেই মকারাত্মক শিবকে নমস্কার করি ॥ ২ ॥

যিনি সর্ব্বদা জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছেন, যিনি আদিত্যবৎ গৌরীর বদনকমল প্রকাশ করেন, যিনি দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করিয়া স্বীয় ঐশ্বর্য্য দেখাইয়াছিলেন, সমুদ্রমন্থনকালে বিষপানে যাঁহার কণ্ঠে কালিমা হইয়াছে এবং যিনি নিয়ত বৃষবাহনে গমন করেন, সেই শকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৩ ॥

বশিষ্ঠ, অগস্ত্য, গৌতম প্রভৃতি মুনীন্দ্রগণ নিরন্তর যাঁহার পূজা করিয়া থাকেন, চন্দ্র, সূর্য্য এবং অগ্নি যাঁহার নয়ন, সেই বকারাত্মক শিবকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

যিনি যক্ষরূপী (যক্ষরাজ কুবের যাঁহার অংশরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন), যিনি

পঞ্চাক্ষরমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ শিবসন্নিধৌ।
শিবলোকমবাপ্নোতি শিবেন সহ মোদতে ॥ ৬ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্রম্।

বেদসারশিব-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

পশূনাং পতিং পাপনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং বসানং বরেণ্যম্।
জটাজূটমধ্যে স্ফুরদ্‌গাঙ্গবারিং, মহাদেবমেকং স্মরামি স্মরামি ॥ ১ ॥
মহেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষম্।
বিরূপাক্ষমিন্দ্বর্কবহ্নিত্রিনেত্রং, সদানন্দমীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ২ ॥
গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপম্।
ভবং ভাস্করং ভস্মনা ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রম্ ॥ ৩ ॥

আপন মস্তকে জটা ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার করে পিনাকনামক ধনু বিরাজিত যিনি সনাতন (ক্ষয়োদয়রহিত), যিনি দিব্যপুরুষ ও পরমদৈবত এবং দিক্‌সকল যাঁহার বসনরূপে আবরণ করিয়া রহিয়াছে, সেই যকারাত্মক শিবকে নমস্কার॥৫॥

মহাপুণ্যজনক এই পঞ্চাক্ষর-স্তোত্র যিনি শিব-সন্নিধানে সর্ব্বদা পাঠ করেন, তিনি শিবলোকে গমন করিয়া শিবসাযুজ্য প্রাপ্ত হন ॥ ৬ ॥

শ্রীশঙ্করাচার্য্যকৃত শিবপঞ্চাক্ষরস্তোত্র সমাপ্ত।

যিনি পশুগণের অধিপতি, যিনি সকললোকের পাতক হরণ করেন, যিনি পরমেশ্বর, যিনি গজাজিন পরিধান করিয়াছেন, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জটাকলাপমধ্যে গঙ্গোদক তরঙ্গায়িত হইতেছে, সেই এক মহাদেবকে আমি পুনঃ পুনঃ স্মরণ করি ॥ ১ ॥

যিনি মহেশ্বর ও দেবগণের ঈশ্বর, যিনি সুরবৃন্দের অরাতিকুল নির্ম্মূল করেন, যিনি বিভু, বিশ্বনাথ এবং বিভূতি দ্বারা অঙ্গভূষণ করেন, যিনি বিরূপাক্ষ (বিকৃতনেত্র), যাঁহার নয়নত্রয়ে চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নি বিদ্যমান এবং যিনি সদানন্দ, সেই পঞ্চবক্ত্র প্রভুকে স্তব করি ॥ ২ ॥

যিনি পর্ব্বতের ঈশ্বর, প্রমথগণের অধিপতি, যাঁহার গলদেশ কালিমাবিভূষিত,

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলে, মহেশান শূলিন্ জটাজূটধারিন্।
ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপঃ, প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥
পরাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং, নিরীহং নিরাকারমোঙ্কারবেদ্যম্।
যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বম্ ॥৫॥
ন ভূমির্ন চাপো ন বহ্নির্ন বায়ুর্ন চাকাশমাস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা।
ন গ্রীষ্মো ন শীতং ন দেশো ন বেশো, ন যস্যাস্তি মূর্ত্তিস্তমীড়ে মহেশম্ ॥৬॥
অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাম্।
তুরীয়ং তমঃপারমাদ্যন্তহীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনম্ ॥ ৭ ॥
নমস্তে নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দমূর্ত্তে।
নমস্তে নমস্তে তপোযোগগম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতিজ্ঞানগম্য ॥ ৮ ॥

যিনি গোপতিতে আরোহণ করেন, যিনি সত্ত্ব, রজ,তমঃ,এই ত্রিগুণের অতীত, যিনি ভবনামে অভিহিত, যিনি পূর্ণজ্ঞানময় (পরম দীপ্তিমান্), যিনি ভস্মদ্বারা অঙ্গ বিভূষিত করিয়াছেন, সেই পঞ্চানন ভবানীপতিকে ভজনা করি ॥ ৩ ॥

হে পার্ব্বতীনাথ! হে শম্ভো! হে চন্দ্রার্দ্ধমৌলে! হে জটাজূটধারিন্! একমাত্র তুমিই জগৎ ব্যাপিয়া বিরাজ করিতেছ। এই বিশ্বই তোমার রূপ,তুমি পূর্ণব্রহ্ম; হে মহেশ্বর! হে শূলধারিন্! তুমি মৎপ্রতি প্রসন্ন হও ॥ ৪ ॥

হে ভগবন্! একমাত্র তুমিই পরমাত্মরূপী, তুমিই জগতের আদি কারণ, তুমি সর্ব্বচেষ্টাবিবর্জ্জিত, তুমি নিরাকার, তুমি ওঙ্কারের প্রতিপাদ্য, তোমা হইতেই জগতের উৎপত্তি হয়, তুমিই বিশ্বপালন করিতেছ এবং তোমাতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড লয় পাইয়া থাকে, আমি তোমাকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, বহ্নি নহেন, পবন নহেন, শূন্য নহেন এবং যাঁহার তন্দ্রা নাই,নিদ্রা নাই,গ্রীষ্ম নাই,শীত নাই, দেশ নাই,বেশ নাই ও যাঁহার মূর্ত্তি নাই অথচ যিনি ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও শিব এই মূর্ত্তিত্রয়াত্মক, তাঁহাকে স্তব করি ॥৬॥

যিনি জন্মাদিরহিত, সনাতন, কারণেরও কারণ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলময়, যিনি জগৎপ্রকাশক চন্দ্র-সূর্য্যাদিকেও প্রকাশ করেন, যিনি তুরীয় ব্রহ্ম ও দ্বৈত-বিহীন, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৭ ॥

হে বিভো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে চিদানন্দময়! তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার। হে ভগবন্! তুমি তপস্যা ও যোগের গম্য অর্থাৎ যোগ বা তপস্যাবলে তোমায় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তোমাকে পুনঃ পুনঃ

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো মহেশ ত্রিনেত্র।
শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে, ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ॥ ৯॥
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্।
কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেকস্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোঽসি॥১০॥
ত্বত্তো জগদ্ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ।
ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ, লিঙ্গাত্মকে হর চরাচর বিশ্বরূপিন্॥১১॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং বেদসারশিবস্তোত্রম্॥

শিবনামাবল্যষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হে চন্দ্রচূড় মদনান্তক শূলপাণে, স্থাণো গিরীশ গিরিজেশ মহেশ শম্ভো।
ভূতেশ ভীতিভয়সূদন মামনাথং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ১॥

নমস্কার। হে শিব! তুমি শ্রুতিজন্য জ্ঞানের গোচর, তোমাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি॥ ৮॥

হে প্রভো! হে শূলপাণে! হে বিভো! হে বিশ্বনাথ! হে পার্ব্বতীপতে! হে শান্তমূর্ত্তে! হে মদনরিপো! হে পুরবিজয়িন্। তুমি ভিন্ন অন্য দেবগণ আছেন বটে, কিন্তু তাঁহারা মান্য, গণ্য বা বরেণ্য নহেন॥ ৯॥

হে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়! হে শূলপাণে! হে গৌরীপতে! হে পশুপতে! হে পশুপাশবিনাশিন্! এক তুমিই স্বীয় করুণায় এই জগৎ পালন করিতেছ, বিনাশ করিতেছ এবং জগদ্বিধান করিতেছ, অতএব তুমিই মহেশ্বর॥১০॥

হে ভব! তোমা হইতে জগৎ সঞ্জাত হইতেছে। হে দেব! হে মদনান্তকারিন্! হে মৃড়, হে বিশ্বনাথ, তোমাতেই জগৎ অবস্থিতি আছে। হে ঈশ! তোমাতেই জগৎ লয়প্রাপ্ত হয়। এই চরাচর বিশ্ব তোমারই স্বরূপ॥ ১১॥

বেদসার-স্তোত্র সমাপ্ত।

হে চন্দ্রমৌলে! তুমি কন্দর্পকে সংহার করিয়াছ, হে শূলপাণে! তুমি স্থাণুর ন্যায় অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত থাক। হে গিরীশ! তুমি গিরিজার ঈশ্বর, তুমি জনগণের ভয় দূর কর। হে জগদীশ্বর! তুমি এ অনাথকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর॥ ১॥

হে পার্ব্বতীহৃদয়বল্লভ চন্দ্রমৌলে, ভূতাধিপ প্রমথনাথ গিরীশজাপ।
হে বামদেব ভব রুদ্র পিনাকপাণে, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥২॥
হে নীলকণ্ঠ বৃষভধ্বজ পঞ্চবক্ত্র, লোকেশ শেষবলয় প্রমথেশ শর্ব্ব।
হে ধূর্জ্জটে পশুপতে গিরিজাপতে মাং, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৩॥
হে বিশ্বনাথ শিব শঙ্কর দেবদেব, গঙ্গাধর প্রমথনায়ক নন্দিকেশ।
বাণেশ্বরান্ধকরিপো হর লোকনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥৪॥
বারাণসীপুরপতে মণিকর্ণিকেশ, বীরেশ দক্ষমখকাল বিভো গণেশ।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বহৃদয়ৈকনিবাস নাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৫ ॥
শ্রীমন্মহেশ্বর কৃপাময় হে দয়ালো, হে ব্যোমকেশ শিতিকণ্ঠ গণাধিনাথ।
ভস্মাঙ্গরাগনৃকপালকলাপমাল, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ ॥ ৬ ॥

হে চন্দ্রশেখর ! তুমি পার্ব্বতীর হৃদয়বল্লভ। হে ভূতাধিপ ! হে প্রমথনাথ ! তুমি পর্ব্বতগুহাতে শয়ন করিয়া জপ করিতেছ। হে বামদেব ! হে ভব-রুদ্র ! হে পিনাকপাণে! তুমি এ অনাথকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥২॥

হে নীলকণ্ঠ ! হে বৃষধ্বজ ! হে পঞ্চবদন ! হে লোকেশ ! তুমি অনন্তনাগ-দ্বারা স্বীয় হস্তে বলয় ধারণ করিয়াছ। হে প্রমথেশ ! তুমি ব্রহ্মাণ্ড সংহার কর। হে ধূর্জ্জটে ! হে পশুপতে ! এ অনাথকে ভবদুঃখ হইতে রক্ষা কর ॥ ৩ ॥

হে বিশ্বনাথ ! তুমি মঙ্গলালয় এবং সকলের মঙ্গলবিধান করিতেছ। হে দেবদেব ! তুমি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছ এবং তুমি প্রমথগণের অধিনায়ক। হে নন্দিকেশ্বর ! তোমারই প্রসাদে বাণরাজ অতুল ঐশ্বর্য্য পাইয়া-ছিলেন। তুমিই অন্ধকাসুরকে সংহার করিয়াছ। হে হর ! তুমি ত্রিভুবনের আশ্রয়। হে জগদীশ ! আমাকে ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৪ ॥

হে বিভো ! তুমি বারাণসীপুরীর অধীশ্বর, তুমি মণিকর্ণিকার অধিপতি, তুমিই বীরেশ্বর এবং তুমিই দক্ষযজ্ঞের বিনাশকারী। হে গণেশ্বর ! তুমি সকল জানি-তেছ এবং তুমি নিরন্তর সকলের হৃদয়নিকেতনে অবস্থিতি কর। হে নাথ ! হে জগদীশ ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর ॥ ৫ ॥

হে শ্রীমন্ ! হে মহেশ্বর ! তুমিই কৃপাময় অর্থাৎ তোমার কৃপাতেই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রতিপালিত হইতেছে। সমুদ্রমন্থনসময়ে গরল উৎপন্ন হইয়া ত্রিভুবন দগ্ধ করিতেছিল, তুমি লোকরক্ষার্থ সেই বিষ পান করিয়াছিলে, তাহাতেই তোমার কণ্ঠদেশে কালিমা রহিয়াছে, এই জন্য তোমাকে শিতিকণ্ঠ বলে। তুমি প্রমথ-

কৈলাসশৈলবিনিবাস বৃষাকপে হে, মৃত্যুঞ্জয় ত্রিনয়ন ত্রিজগন্নিবাস।
নারায়ণপ্রিয় মদাপহ শক্তিনাথ, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৭॥
বিশ্বেশ বিশ্বভবনাশিতবিশ্বরূপ, বিশ্বাত্মক ত্রিভুবনৈকগুণাভিবেশ।
হে বিশ্ববন্দ্য করুণাময় দীনবন্ধো, সংসারদুঃখগহনাজ্জগদীশ রক্ষ॥ ৮॥
গৌরীবিলাসভুবনায় মহেশ্বরায়, পঞ্চাননায় শরণাগতকল্পকায়।
শর্ব্বায় সর্ব্বজগতামধিপায় তস্মৈ, দারিদ্র্যদুঃখদহনায় নমঃ শিবায়॥ ৯।

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং শিবনামাবল্যষ্টকম্॥

গণের অধিনায়ক, তুমি ভস্মদ্বারা অঙ্গরাগ করিয়া থাক এবং নরমুণ্ডদ্বারা মালা ধারণ করিয়াছ। হে জগদীশ! আমি অনাথ, আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে রক্ষা কর॥ ৬॥

হে ত্রিলোচন! কৈলাসশৈলোপরি তোমার বসতি, তুমি বৃষবাহনে গমন কর, তুমি মৃত্যুকে জয় করিয়াছ এবং ত্রিজগৎ তোমার বসতিস্থান, তুমি নারায়ণের অতি প্রিয়, তুমি সকলের মত্ততা অপহরণ কর এবং তুমি শক্তিনাথ, সকল শক্তিই তোমার আশ্রিত। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত দুঃখ হইতে রক্ষা কর॥ ৭॥

হে বিশ্বেশ্বর! তুমি বিশ্বের জন্মবিনাশ কর অর্থাৎ সকলকে মোক্ষপ্রদান করিয়া জন্ম-রহিত করিতে পার। এই বিশ্বই তোমার রূপ, তুমিই বিশ্বময় এবং ত্রিভুবনে গুণসকল একমাত্র তোমাকেই আশ্রয় করিয়া আছে। হে করুণাময়! এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড তোমাকে অভিবাদন করিতেছে এবং তুমিই দীনজনের বন্ধু। হে জগদীশ! আমাকে অনন্ত ভবদুঃখ হইতে পরিত্রাণ কর॥ ৮॥

হে বিভো! তুমি গৌরীর বিলাসভূমি, তুমি মহেশ্বর, তুমি পঞ্চবক্ত্র, যাহারা তোমার শরণাপন্ন হয়, তুমি তাহাদিগকে পালন কর, তুমি শর্ব্ব অর্থাৎ সংহারকালে জগৎ সংহার কর, তুমি সর্ব্বজগতের অধিপতি এবং তুমি দারিদ্র্য ও দুঃখ বিনাশ করিয়া কল্যাণ প্রদান কর, তোমাকে নমস্কার॥ ৯॥

ইতি শিবনামাবল্যষ্টক স্তোত্র সমাপ্ত।

দক্ষিণামূর্ত্ত্যষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

বিশ্বং দর্পণদৃশ্যমাননগরীতুল্যং নিজান্তর্গতং,
পশ্যন্নাত্মনি মায়য়া বহিরিবোদ্ভূতং যথা নিদ্রয়া ;
যঃ সাক্ষী কুরুতে প্রবোধসময়ে স্বাত্মানমেবাব্যয়ং,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ১ ॥
বীজস্যান্তরিতাঙ্কুরো জগদিদং প্রাঙ্ নির্ব্বিকল্পং পুন-
র্মায়াকল্পিতদেশকালকলনাবৈচিত্র্যচিত্রীকৃতম্।
মায়াবীব বিজৃম্ভয়ত্যপি মহাযোগীব যঃ স্বেচ্ছয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ২ ॥
যস্যৈব স্ফুরণং সদাত্মকমসৎকল্পার্থকং ভাসতে,
সাক্ষাত্তত্ত্বমসীতি বেদবচসা যো বোধয়ত্যাশ্রিতান্।
যৎসাক্ষাৎকরণাদ্ভবেন্ন পুনরাবৃত্তির্ভবাম্ভোনিধৌ,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে ॥ ৩ ॥

যিনি দর্পণে প্রতিবিম্বিত নগরীর ন্যায় এই বিশ্বকে নিজান্তর্গত দর্শন করেন, যিনি এই বিশ্বকে আত্মাতে রাখিয়াও মায়াপ্রভাবে নিদ্রার ন্যায় বাহ্য প্রকাশ করেন অর্থাৎ বহির্জগতের বাহ্যভাবে স্বাতন্ত্র্য নিরূপিত করিয়াছেন, আর যিনি প্রবোধ-কালে সনাতন আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ১॥

যিনি বীজের অঙ্কুর অন্তরিত করিয়া সৃষ্টির পূর্ব্বে অবিকল্পিত জগৎকে মায়াপ্রভাবে কল্পনা করেন, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে বিশ্বস্রষ্টা সূক্ষ্মকারণের কার্য্য রোধ করিয়া অস্ফুট জগতের ভাবকল্পনা করিয়া থাকেন, যিনি দেশকালাদি প্রকাশ করিয়া জগতের বৈচিত্র্যসাধন করিয়াছেন, যিনি মায়াবীর ন্যায় এই জগৎ প্রকাশ করিয়া স্বয়ং যোগীর ন্যায় স্বেচ্ছানুসারে বিরাজ করিতেছেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ২ ॥

যাঁহার স্ফুরণে সদাত্মক হইয়াও এই জগৎ অসৎকল্পার্থ প্রকাশ পাইতেছে, যিনি "তত্ত্বমসি" এই বেদবাক্যের প্রতিপাদ্য এবং যাঁহাকে সাক্ষাৎ করিলে পুনরায় ভবসাগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

নানাচ্ছিদ্রঘটোদরস্থিতমহাদীপপ্রভাভাস্বরং,
জ্ঞানং যস্য তু চক্ষুরাদিকরণদ্বারা বহিঃ স্পন্দতে।
জানামীতি তমেব ভান্তমনুভাত্যেতৎ সমস্তং জগ-
ত্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৪॥

দেহপ্রাণমপীন্দ্রিয়াণ্যপি চলাং বুদ্ধিং চ শূন্যং বিদুঃ,
স্ত্রীবালান্ধজড়োপমাস্ত্বহমিতি ভ্রান্তা ভৃশং বাদিনঃ।
মায়াশক্তিবিলাসকল্পিতমহাব্যামোহসংহারিণে,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৫॥

রাহুগ্রস্তদিবাকরেন্দুসদৃশী-মায়াসমাচ্ছাদনাৎ,
সন্মাত্রঃ করণোপসংহরণতো যোঽভূৎ সুষুপ্তঃ পুমান্।
প্রাগস্বাপ্সমিতি প্রবোধসময়ে যঃ প্রত্যভিজ্ঞায়তে,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৬॥

বাল্যাদিষ্বপি জাগ্রদাদিষু তথা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি,
ব্যাবৃত্তাস্বনুবর্ত্তমানমহমিত্যন্তঃ স্ফুরন্তং সদা।
স্বাত্মানং প্রকটীকরোতি ভজতাং যো মুদ্রয়া ভদ্রয়া,
তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৭॥

যেমন নানাচ্ছিদ্রযুক্ত বটবৃক্ষের মধ্যে মহাপ্রদীপ প্রজ্বলিত হইলে সেই প্রদীপের প্রভা ঐ বটস্থিত ছিদ্রদ্বারা বহির্গত হয়, তদ্রূপ যাঁহার ভাস্বর জ্ঞান চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্ভূত হয়, আর যাঁহার প্রভাতে নিখিল জগৎ প্রকাশ পাইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ৪॥

দেহ, প্রাণ, ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি এই সকলই বিনশ্বর এবং স্থিরও নহে, অতএব সকলই অসার জানিবে। আর যাহারা ভ্রান্ত, তাহারাই "আমি স্ত্রী, আমি বালক, আমি অন্ধ, আমি জড়" এইরূপ বলিয়া থাকে, কেবল গুরুদেবই উক্ত মায়াশক্তির বিলাসকল্পিত মহামোহ হরণ করিয়া থাকেন, অতএব সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার করি॥ ৫॥

রাহুগ্রস্ত চন্দ্র-সূর্য্যের ন্যায় মায়া কর্ত্তৃক আত্মা আচ্ছাদিত হইলে পুরুষ ইন্দ্রিয়বৃত্তির সংলোপ জন্য নিদ্রাভিভূত হন। পুনরায় জাগরণকালে "আমি ঘুমাইয়াছিলাম" এইরূপ অভিজ্ঞান যিনি উৎপাদন করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ৬॥

যিনি বাল্য, কৈশোর, তরুণ, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধবয়সে, জাগ্রৎ ও সুষুপ্তিকালে

বিশ্বং পশ্যতি কার্য্যকারণতয়া স্বস্বামিসম্বন্ধতঃ,
শিষ্যাচার্য্যতয়া তথৈব পিতৃপুত্রাদ্যাত্মনা ভেদতঃ।
স্বপ্নে জাগ্রতি বা য এব পুরুষো মায়াপরিভ্রামিত-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৮॥

ভূরম্ভাংস্যনলোঽনিলাম্বরমহর্নাথো হিমাংশুঃ পুমা-
নিত্যাভাতি চরাচরাত্মকমিদং যস্যৈব মূর্ত্ত্যষ্টকম্।
নান্যৎ কিঞ্চন বিদ্যতে বিমৃশতাং যস্মাৎ পরস্মাদ্বিভো-
স্তস্মৈ শ্রীগুরুমূর্ত্তয়ে নম ইদং শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তয়ে॥ ৯॥

সর্ব্বাত্মত্বমিতি স্ফুটীকৃতমিদং যস্মাদমুষ্মিংস্তবে,
তেনাস্য শ্রবণাত্তথার্থমননাদ্ধ্যানাচ্চ সংকীর্ত্তনাৎ।
সর্ব্বাত্মত্বমহাবিভূতিসহিতং স্যাদীশ্বরত্বং স্বতঃ,
সিদ্ধ্যেত্তৎ পুনরষ্টধাপরিণতং চৈশ্বর্য্যমব্যাহতম্॥ ১০॥

বটবিটপিসমীপে ভূমিভাগে নিষণ্ণং, সকলমুনিজনানাং জ্ঞানদাতারমারাৎ।
ত্রিভুবনগুরুমীশং দক্ষিণামূর্ত্তিদেবং, জননমরণদুঃখচ্ছেদদক্ষং নমামি॥ ১১॥

এবং অন্যান্য অবস্থাতে বিদ্যমান আছেন, যিনি নিরন্তর পরিবর্ত্তনশীল চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি-সমূহের মধ্যে "আমি" এই প্রকারে অন্তরে প্রকাশ পাইতেছেন, যাঁহাকে ভজনা করিলে আত্মার প্রকাশ হয়, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার। ৭॥

যিনি স্বস্বামিসম্বন্ধ নিবন্ধন কেহ শিষ্য, কেহ গুরু, কেহ পিতা এবং কেহ পুত্র ইত্যাদি প্রকারে কার্য্যকারণভেদে বিশ্ব দর্শন করেন এবং পুরুষ জাগ্রৎ-কালে ও স্বপ্নাবস্থায় মায়াতে পরিভ্রামিত হন অর্থাৎ যাঁহার মায়াতেই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থা হইতেছে, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি গুরুকে নমস্কার॥ ৮॥

পৃথিবী, জল, অনল, অনিল, আকাশ, সূর্য্য ও পুরুষ যাঁহার এই অষ্ট-মূর্ত্তিতে চরাচর বিশ্ব সংস্থিত হইয়াছে, বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে যে বিভু পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই বিদ্যমান বলিয়া বোধ হয় না, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার॥ ৯॥

যাঁহার সর্ব্বাত্মত্ব প্রকটীকৃত হইয়াছে অর্থাৎ এই স্তবে যিনি সর্ব্বময় বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন, তাঁহার শ্রবণ, মনন, ধ্যান ও কীর্ত্তন দ্বারা মহাবিভূতি সহিত সর্ব্বাত্মত্ব ও ঈশ্বরত্ব স্বতঃসিদ্ধ আছে, আর যাঁহার অব্যাহত ঐশ্বর্য্য অষ্ট-মূর্ত্তিরূপে পরিণত হইয়াছে, ঐ অষ্ট ঐশ্বর্য্য কখনও বিনষ্ট হয় না। ১০॥

যিনি বটবৃক্ষ-সন্নিধানে ভূতলে উপবিষ্ট হইয়া অভ্যাগত মুনিজনকে স্বীয়

চিত্রং বটতরোর্মূলে বৃদ্ধাঃ শিষ্যা গুরুর্যুবা।
গুরোস্তু মৌনং ব্যাখ্যানং শিষ্যাস্তু ছিন্নসংশয়াঃ ॥ ১২ ॥
ওঁ নমঃ প্রণবার্থায় শুদ্ধজ্ঞানৈকমূর্ত্তয়ে।
নির্ম্মলায় প্রশান্তায় দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৩ ॥
নিধয়ে সর্ব্ববিদ্যানাং ভিষজে ভবরোগিণাম্।
গুরবে সর্ব্বলোকানাং দক্ষিণামূর্ত্তয়ে নমঃ ॥ ১৪ ॥
মৌনব্যাখ্যাপ্রকটিতপরব্রহ্মতত্ত্বং যুবানং,
বর্শিষ্ঠান্তে বসদৃষিগণৈরাবৃতং ব্রহ্মনিষ্ঠৈঃ।
আচার্য্যেন্দ্রং করকলিতচিন্মুদ্রমানন্দরূপং,
স্বাত্মারামং মুদিতবদনং দক্ষিণামূর্ত্তিমীড়ে ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তিস্তোত্রম্ ॥

শিষ্যরূপে জ্ঞানপ্রদান করিয়াছেন এবং যিনি ত্রিলোকের গুরু এবং জনন-মরণ জনিত দুঃখচ্ছেদ করেন, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১১ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিরূপ শ্রীগুরুর আশ্চর্য্য মাহাত্ম্য এই যে, বটবৃক্ষমূলে যাঁহারা শিষ্য, তাঁহারা বৃদ্ধ এবং যাঁহারা গুরু, তাঁহারা যুবক, আর গুরু মৌন হইয়া ধর্ম্ম-ব্যাখ্যা করিতেছেন, অথচ তাহাতেই শিষ্যগণের সংশয়নিরসন হইতেছে ॥১২॥

যিনি প্রণবের প্রতিপাদ্য, যাঁহার মূর্ত্তি শুদ্ধ-জ্ঞানময়, যিনি নির্ম্মল ও প্রশান্ত, সেই দক্ষিণামূর্ত্তিকে নমস্কার ॥ ১৩ ॥

যিনি সর্ব্ববিধ বিদ্যার আকরস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপ্রকার রোগীর চিকিৎসক, যিনি সর্ব্বলোকের গুরু, সেই দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে নমস্কার ॥ ১৪ ॥

শ্রীদক্ষিণামূর্ত্তি গুরুদেব মৌনভাব অবলম্বন পূর্ব্বক বেদবিদ্যাদি ব্যাখ্যা করিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাহাতে শ্রোতৃবৃন্দের ব্রহ্মতত্ত্ব প্রকাশ পাইয়া থাকে, তিনি যুবা হইয়াও বৃদ্ধতম শিষ্যদিগকে উপদেশ করেন। ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনিপ্রবর শিষ্যবর্গ নিরন্তর তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়া থাকেন, চিন্ময় ব্রহ্ম তাঁহার করতলগতবৎ প্রতীয়মান ছিলেন, তিনিই নিয়ত আত্মাতে ক্রীড়া করিতেন, এবং মূর্ত্তিমান্ আনন্দস্বরূপ ছিলেন ও মৌনভাবে অবস্থান করিতেন, এইরূপ দক্ষিণামূর্ত্তি শ্রীগুরুকে ভজনা করি ॥ ১৫ ॥

দক্ষিণামূর্ত্তিস্তব সমাপ্ত।

কালভৈরবাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

দেবরাজসেব্যমানপাবনাঙ্ঘ্রিপঙ্কজং, ব্যালযজ্ঞসূত্রমিন্দুশেখরং কৃপাকরম্।
নারদাদিযোগিবৃন্দবন্দিতং দিগম্বরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥১॥
ভানুকোটিভাস্বরং ভবাব্ধিতারকং পরং, নীলকণ্ঠমীপ্সিতার্থদায়কং ত্রিলোচনম্।
কালকালমম্বুজাক্ষমক্ষশূলমক্ষরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥ ২ ॥
শূলটঙ্কপাশদণ্ডপাণিমাদিকারণং, শ্যামকায়মাদিদেবমক্ষরং নিরাময়ম্।
ভীমবিক্রমং প্রভুং বিচিত্রতাণ্ডবপ্রিয়ং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥৩॥
ভুক্তিমুক্তিদায়কং প্রশস্তচারুবিগ্রহং, ভক্তবৎসলং স্থিতং সমস্তলোকবিগ্রহম্।
নিক্বণন্মনোজ্ঞহেমকিঙ্কিণীলসৎকটিং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৪॥

সুররাজ ইন্দ্র যাঁহার পবিত্র পাদপদ্ম সেবা করেন, যাঁহার গলদেশে নাগ-যজ্ঞোপবীত লম্বমান আছে, ললাটে শশধর বিরাজ করিতেছেন, যিনি সর্ব্ব-জীবের প্রতি কৃপা বিতরণ করিয়া থাকেন, নারদাদি যোগিগণ সর্ব্বদা যাঁহার বন্দনা করেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর দিগম্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥১॥

যিনি কোটিসূর্য্যের ন্যায় তেজস্বী, যিনি সংসারসমুদ্রের পরিত্রাণ-কর্ত্তা (যাঁহার সেবা করিলে আর পুনরায় সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না), যিনি পরব্রহ্মরূপী, যাঁহার কণ্ঠদেশ নীলবর্ণ, যিনি স্বীয় সেবককে অভিলষিতার্থ প্রদান করেন, যিনি ত্রিনেত্র, কৃতান্তেরও অন্তকস্বরূপ (যিনি ভক্তবৃন্দের যমভয় বিনাশ করেন), যাঁহার নেত্র পদ্মদলসদৃশ কিংবা চন্দ্র যাঁহার নয়নরূপে বিদ্য-মান আছেন, যাঁহার করে অক্ষমালা ও শূল শোভা পাইতেছে, সেই কাশী-পুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ২ ॥

যাঁহার করে শূল, টঙ্ক (অস্ত্রবিশেষ), নরমুণ্ড ও দণ্ড বিদ্যমান, যিনি জগ-তের আদিকারণ, যাঁহার দেহ শ্যামবর্ণ, যিনি আদিদেব, যিনি জরোদয়শূন্য, যিনি অবিনাশী, যিনি ভীষণ পরাক্রম প্রদর্শন করেন, যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি অদ্ভুত নৃত্য করিতে ভালবাসেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥৩॥

যিনি স্বীয় ভক্তগণকে ইহকালে নানারূপ ভোগ করাইয়া অন্তিমসময়ে

ধর্ম্মসেতুপালকং ত্বধর্ম্মমার্গনাশকং, কর্ম্মপাশমোচকং সুশর্ম্মদায়কং বিভুম্।
স্বর্ণবর্ণশেষপাশশোভিতাঙ্গমণ্ডলং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৫॥
রত্নপাদুকাপ্রভাভিরামপাদযুগ্মকং, নিত্যমদ্বিতীয়মিষ্টদৈবতং নিরঞ্জনম্।
মৃত্যুদর্পনাশনং করালদংষ্ট্রমোক্ষণং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৬॥
অট্টহাসভিন্নপদ্মজাণ্ডকোশসন্ততিং, দৃষ্টিপাতনষ্টপাপজালমুগ্রশাসনম্।
অষ্টসিদ্ধিদায়কং কপালমালিকন্ধরং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে ॥৭॥
ভূতসংঘনায়কং বিশালকীর্ত্তিদায়কং, কাশিবাসলোকপুণ্যপাপশোধকং বিভুম্।
নীতিমার্গকোবিদং পুরাতনং জগৎপতিং, কাশিকাপুরাধিনাথকালভৈরবং ভজে॥৮

মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহ অতি প্রশস্ত ও মনোহর, যিনি আপন ভক্তবৃন্দকে প্রিয়জ্ঞান করেন, যাঁহার মুখে নিয়ত মন্দ মন্দ হাস্য বিরাজিত আছে, অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁহার শরীর, যাঁহার কটিদেশ শব্দায়মান ক্ষুদ্র ঘণ্টিকায় সমাবৃত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৪ ॥

যিনি ধর্ম্মের সেতু রক্ষা করেন এবং অধর্ম্মমার্গ দূর করিয়া দেন, যিনি ভক্তগণের কর্ম্মপাশ ছেদন করেন, যিনি সেবকগণকে অতুল সুখ প্রদান করেন, যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যাঁহার সুবর্ণবর্ণ অঙ্গ নাগপাশে সমলঙ্কৃত আছে, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৫ ॥

যাঁহার চরণদ্বয় রত্ন-পাদুকার প্রভাতে অতীব রমণীয় হইয়াছে, যিনি নিত্য (অনন্তকালস্থায়ী), যিনি অদ্বিতীয় এবং জীবকুলের ইষ্টদেব, যিনি সর্ব্ববিষয়ে নির্লিপ্ত,যিনি কৃতান্তের দর্প হরণ করেন, যিনি স্বীয় ভক্তগণকে করাল কালদশন হইতে মুক্তি দেন, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি ॥ ৬ ॥

যাঁহার অত্যুচ্চ হাস্যে ব্রহ্মাণ্ডকোষ ভগ্ন হয়, যাঁহার দৃষ্টিপাতমাত্রে পাতকরাশি দূরে পলায়ন করে, যাঁহার উগ্র শাসন সর্ব্বত্র অপ্রতিহত, যিনি স্বীয় সেবককে অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি প্রদান করেন, যাঁহার গলদেশে নরমুণ্ডের মালা বিরাজিত, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি। ৭ ॥

যিনি ভূতসকলের অধিনায়ক, যিনি আপন ভক্তগণকে অতুল কীর্ত্তি প্রদান করেন এবং যিনি কাশীবাসিগণের পাপপুণ্য শোধন করেন (কাশীবাসীদিগের পাপপুণ্য নিরস্ত করিয়া তাহাদিগকে মোক্ষফল দান করিয়া থাকেন), যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি নীতিমার্গের বিশেষ অভিজ্ঞ, যিনি সকলের আদি এবং জগৎপতি, সেই কাশীপুরীর অধীশ্বর কালভৈরবকে ভজনা করি॥৮॥

কালভৈরবাষ্টকং পঠন্তি যে মনোহরং,
জ্ঞানমুক্তিসাধনং বিচিত্রপুণ্যবর্দ্ধনম্।
শোকমোহদৈন্যলোভকোপতাপনাশনং,
তে প্রয়ান্তি কালভৈরবাঙ্ঘ্রিসন্নিধিং ধ্রুবম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কালভৈরবাষ্টকম্॥

সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রীমৎপয়োনিধিনিকেতনচক্রপাণে, ভোগীন্দ্রভোগমণিরঞ্জিতপুণ্যমূর্ত্তে।
যোগীশ শাশ্বত শরণ্য ভবাব্ধিপোত, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ১॥
ব্রহ্মেন্দ্ররুদ্রমরুদর্ককিরীটকোটি-সঙ্ঘট্টিতাঙ্ঘ্রিকমলামলকান্তিকান্ত।
লক্ষ্মীলসৎকুচসরোরুহরাজহংস, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ২॥

যাহারা পরমা ভক্তি সহকারে এই কালভৈরবাষ্টক পাঠ করে, তাহাদিগের ব্রহ্মবিজ্ঞান সঞ্চিত হয়, মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে, বিচিত্র পুণ্যরাশি প্রবর্দ্ধিত হয়, শোক, মোহ, দৈন্য, লোভ ও উপপাতক বিনাশ পায় এবং তাহারা কালভৈরবের পাদপদ্ম-সন্নিধানে গমন করিতে পারে॥ ৯॥

কালভৈরবাষ্টক সমাপ্ত।

হে শ্রীপতে! ক্ষীরোদসমুদ্রে তোমার অবস্থান। হে চক্রপাণে! নাগগণাগ্রগণ্য অনন্তের ফণাস্থিত মণিসমূহে তোমার পুণ্যমূর্ত্তি সুরঞ্জিত, তুমি যোগিবৃন্দের ঈশ্বর, তুমি সনাতন, তুমিই সংসার-সমুদ্রপারের তরণী। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর (হস্তপ্রসারণ করিয়া গ্রহণ কর)॥ ১॥

হে বিভো! ব্রহ্মা, ইন্দ্র, মরুদ্গণ ও আদিত্য ইঁহারা নিরন্তর ত্বদীয় পাদপদ্মে প্রণতি করেন, তাঁহাদিগের মৌলিস্থিত মুকুটে তোমার পদাব্জ সংঘট্টিত হইতেছে বলিয়া তোমার পাদপদ্মের নির্ম্মলকান্তি অতি মনোহর হইয়াছে। তুমি কমলার কুচকমলের হংসস্বরূপ। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! তুমি আমাকে করাবলম্বন দেও॥ ২॥

সংসারঘোরগহনে চরতো মুরারে, মারোগভীকরমৃগপ্রবরার্দ্দিতস্য।
আর্ত্তস্য মৎসরনিদাঘনিপীড়িতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৩॥
সংসারকূপমতিঘোরমগাধমূলং, সংপ্রাপ্য দুঃখশতসর্পসমাকুলস্য।
দীনস্য দেব কৃপণাপদমাগতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥ ৪॥
সংসারসাগরবিশালকরালকাল-নক্রগ্রহগ্রসননিগ্রহবিগ্রহস্য।
ব্যগ্রস্য রাগরসনোর্ম্মিনিপীড়িতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥৫॥
সংসারবৃক্ষমঘবীজমনন্তকর্ম্মশাখাশতং করণপত্রমনঙ্গপুষ্পম্।
আরুহ্য দুঃখফলিতং পততো দয়ালো, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥৬॥
সংসারসর্পঘনবক্ত্রভয়োগ্রতীব্র-দংষ্ট্রাকরালবিষদগ্ধবিনষ্টমূর্ত্তে।
নাগারিবাহন সুধাব্ধিনিবাস শৌরে, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥৭॥

হে মুরারে! আমি নিয়ত সংসাররূপ ঘোরতর বনে পরিভ্রমণ করিতেছি, রোগরূপ ভীষণ হিংস্রজন্তুগণ সর্ব্বদা আমাকে পীড়ন করিতেছে, আমি মাৎসর্য্যরূপ গ্রীষ্মপীড়নে পীড়িত হইয়া অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ৩॥

হে দেব! আমি অতি ভীষণ অতলস্পর্শ ভবকূপে নিমগ্ন রহিয়াছি, শত শত দুঃখরূপ ভুজঙ্গ আমাকে নিয়ত ব্যাকুলিত করিতেছে, আমি অতি দীন এবং নিতান্ত ক্লেশকর অবস্থায় পতিত আছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর। ৪

হে দেব! বিশাল ভবসাগরে পতিত করাল কালরূপ কুম্ভীর বদনব্যাদান করিয়া আমার দেহ গ্রাস করিতেছে, আমি নিয়ত নানাক্লেশে অভিভূত আছি এবং রাগরসনারূপ তরঙ্গে (লোভরূপ) পতিত হইয়া সর্ব্বদাই নিপীড়িত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ৫॥

হে কৃপালো! পাপসমূহ যাহার বীজ, অনন্তকর্ম্ম যাহার শত শত শাখারূপে প্রসারিত রহিয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম যাহার পত্র এবং স্বয়ং অনঙ্গ যাহার কুসুম এবং দুঃখ যাহার ফল, আমি সেই সংসারবৃক্ষে আরূঢ় হইয়া এখন পতিত হইতেছি, হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ৬॥

হে গরুড়বাহন! সংসাররূপ ভুজঙ্গ বদন-ব্যাদান করিয়া আমাকে দংশন করিয়াছে, তাহার করাল দশনের উগ্রতর বিষে আমার সর্ব্বাঙ্গ দগ্ধ হওয়াতে আমি বিনষ্ট হইতেছি। হে ক্ষীরোদসাগরশায়িন্! হে শৌরে! হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর॥ ৭॥

সংসারদাবদহনাতুরভীকরোরু-জ্বালাবলীভিরতিদগ্ধতনূরুহস্য।
ত্বৎপাদপদ্মসরসীশরণাগতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৮॥
সংসারজালপতিতস্য জগন্নিবাস, সর্ব্বেন্দ্রিয়ার্থবড়িশার্থঝষোপমস্য।
প্রোৎখণ্ডিতপ্রচুরতালুকমস্তকস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥৯॥
সংসারভীকরকরীন্দ্রকরাভিঘাত-নিষ্পিষ্টমর্ম্মবপুষঃ সকলার্ত্তিনাশ।
প্রাণপ্রয়াণভবভীতিসমাকুলস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্ ॥১০॥
অন্ধস্য মে হৃতবিবেকমহাধনস্য, চৌরৈঃ প্রভো বলিভিরিন্দ্রিয়নামধেয়ৈঃ।
মোহান্ধকূপকুহরে বিনিপাতিতস্য, লক্ষ্মীনৃসিংহ মম দেহি করাবলম্বম্॥১১॥
লক্ষ্মীপতে কমলনাভ সুরেশ বিষ্ণো, বৈকুণ্ঠ কৃষ্ণ মধুসূদন পুষ্করাক্ষ।
ব্রহ্মণ্য কেশব জনার্দ্দন বাসুদেব, দেবেশ দেহি কৃপণস্য করাবলম্বম্ ॥১২॥

হে দেব! আমি সংসাররূপ দাবানলে কাতর হইয়াছি, সেই দাবানলের ভয়ঙ্করী শিখাবলী মদীয় গাত্ররোমসকল দগ্ধ করিতেছে, আমি আপনার পাদদ্বয়রূপ সরোবরে আশ্রয় লইলাম। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৮ ॥

হে জগন্নিবাস! আমি সংসারজালে মীনরূপে পতিত হইয়াছি, ইন্দ্রিয়ের বিষয়সকল বড়িশরূপে আমার শিরোপরি তালুপ্রদেশ খণ্ড খণ্ড করিতেছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ৯ ॥

হে সর্ব্বদুঃখহারিন্! সংসাররূপ ভীষণ গজেন্দ্র স্বীয় শুণ্ডাভিঘাতে আমার দেহের মর্ম্মস্থল নিষ্পেষণ করিতেছে, হে সর্ব্বশক্তিহারিন্! আমি প্রাণপ্রয়াণ-ভয়ে অতীব ব্যাকুল হইয়াছি। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাব-লম্বন প্রদান কর ॥ ১০ ॥

হে প্রভো! আমি অজ্ঞানে অন্ধ হইয়াছি (হিতাহিত কিছুই বুঝিতে পারি-তেছি না); ইন্দ্রিয়-নামক প্রবল চৌরগণ মদীয় বিবেকরূপ মহাধন হরণ করিয়া মোহান্ধকূপের গভীর-বিবরে আমাকে নিপাতিত করিয়াছে। হে সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেব! আমাকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১১ ॥

হে লক্ষ্মীপতে! হে পদ্মনাভ! হে বিষ্ণো! হে বৈকুণ্ঠনাথ! হে কৃষ্ণ! হে মধুসূদন! হে কমললোচন! হে ব্রহ্মরূপিন্! হে কেশব! হে জনার্দ্দন! হে বাসুদেব! হে দেবেশ! এ দীনকে করাবলম্বন প্রদান কর ॥ ১২ ॥

যন্মায়য়োর্জ্জিতবপুঃপ্রচুরপ্রবাহমগ্নার্থমাত্রনিবহোরুকরাবলম্বম্।
লক্ষ্মীনৃসিংহচরণাব্জমধুব্রতেন, স্তোত্রং কৃতং সুখকরং ভুবি শঙ্করেণ॥১৩

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
সঙ্কটনাশনলক্ষ্মীনৃসিংহস্তোত্রম্॥

ষট্‌পদীস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অবিনয়মপনয় বিষ্ণো দময় মনঃ শময় বিষয়মৃগতৃষ্ণাম্।
ভূতদয়াং বিস্তারয় তারয় সংসারসাগরতঃ॥ ১॥
দিব্যধুনীমকরন্দে পরিমলপরিভোগসচ্চিদানন্দে।
শ্রীপতিপদারবিন্দে ভবভয়খেদচ্ছিদে বন্দে॥ ২॥
সত্যাপি ভেদাপগমে নাথ তবাহং ন মামকীনস্ত্বম্।
সামুদ্রো হি তরঙ্গঃ ক্বচন সমুদ্রো ন তারঙ্গঃ॥ ৩॥

ভ্রমরগণ যেমন মধুপানের আশায় সাধারণ পদ্মে অনুরক্ত হয়, শঙ্করাচার্য্য তদ্রূপ সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের চরণে আসক্ত হইয়া সংসার-পরিহারার্থ যাঁহার মায়াতে দেহ পরিগ্রহ করিতে হয়, সেই সলক্ষ্মীক নৃসিংহদেবের সুখকর এই প্রচুর প্রবাহযুক্ত গভীর অর্থ-সংবলিত করাবলম্বন-স্তব পাঠ করিয়াছিলেন॥১৩৷

সঙ্কটনাশন লক্ষ্মীনৃসিংহ-স্তব সমাপ্ত।

হে বিষ্ণো! আমার অবিনয় অপনয়ন কর, মনকে দমন কর, বিষয়মৃগ-তৃষ্ণার শান্তিবিধান কর, সর্ব্বজীবে দয়া বিতরণ কর এবং আমাকে অতি ভীষণ ভবসমুদ্র হইতে উদ্ধার কর॥ ১॥

সুরধুনী যে পাদপদ্মের মকরন্দস্বরূপ, যে পদের পরিমল উপভোগ করিলে সচ্চিদানন্দলাভ হয়, যে চরণদ্বয় সংসারভীতি ছেদন করে, সেই শ্রীপতির চরণাব্জযুগল বন্দনা করি॥ ২॥

হে নাথ! যখন দ্বৈতবুদ্ধি বিদূরিত হয়, তখন 'আমি তোমার' ও 'তুমি আমার' এইপ্রকার জ্ঞান থাকে না। যেরূপ সাগর ও তরঙ্গ একই পদার্থ,

উদ্ধৃতনগ নগভিদনুজ দনুজকুলামিত্র মিত্রশশিদৃষ্টে।
দৃষ্টে ভবতি প্রভবতি ন ভবতি কিং ভবতিরস্কারঃ॥ ৪॥
মৎস্যাদিভিরবতারৈরবতারবতাঽবতা সদা বসুধাম্।
পরমেশ্বরপরিপাল্যো ভবতা ভবতাপভীতোঽহম্॥ ৫॥
দামোদর গুণমন্দির সুন্দরবদনারবিন্দ গোবিন্দ।
ভবজলধিমথনমন্দর পরমং দরমপনয় ত্বং মে॥ ৬॥
নারায়ণ করুণাময় শরণং করবাণি তাবকৌ চরণৌ।
ইতি ষট্পদী মদীয়ে বদনসরোজে সদা বসতু॥ ৭॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ষট্পদীস্তোত্রম্॥

সুতরাং সাগরের তরঙ্গ ও তরঙ্গের সাগর, এই প্রকার জ্ঞান হইতে পারে না, বাস্তবিক সাগর ও তরঙ্গ উভয়ই এক, তদ্রূপ তুমি ও আমি এক॥ ৩॥

হে দেব! তুমি গোবর্দ্ধনপর্ব্বত উত্তোলন করিয়াছ, তুমি ইন্দ্রের অনুজ এবং দৈত্যগণের পরমশত্রু, চন্দ্র-সূর্য্য তোমারই চক্ষু, তুমি সকলের প্রভু, তোমাকে জানিতে পারিলে সংসার তিরস্কার বলিয়া বোধ হয় না কি? অর্থাৎ তোমার জ্ঞান হইলে সংসার অতি তুচ্ছ ও ঘৃণ্য বলিয়া অনুভূত হয়॥ ৪॥

হে প্রভো! তুমি মীনাদি অবতার গ্রহণ পূর্ব্বক নিরন্তর বসুমতীকে রক্ষা করিতেছ। হে পরমেশ্বর! আমি তোমার পরিপাল্য, কিন্তু অধুনা সংসার-তাপে ভীত হইয়াছি, তুমি আমার ভবতাপ দূর কর॥ ৫॥

হে দামোদর! তুমি নিখিল গুণের আধার, তোমার মুখপদ্ম অতীব রমণীয়, হে গোবিন্দ! তুমি সংসারসমুদ্রমথনের মন্দরস্বরূপ, তুমি আমার পরম সংসার-ভয় নিবারণ কর॥ ৬॥

হে নারায়ণ! হে করুণাময়! আমি ত্বদীয় পদদ্বয়ে শরণাপন্ন হইলাম, আমাকে আশ্রয় প্রদান কর। অধুনা আমার এই প্রার্থনা যে, তোমার এই ষট্পদী অর্থাৎ স্তোত্ররূপ ভ্রমর নিরন্তর আমার বদনরূপ পদ্মে অবস্থিতি করুক॥ ৭॥

ষট্পদীস্তোত্র সমাপ্ত।

অচ্যুতাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অচ্যুতাচ্যুত হরে পরমাত্মন্, রাম কৃষ্ণ পুরুষোত্তম বিষ্ণো।
বাসুদেব ভগবন্ননিরুদ্ধ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ১ ॥
বিশ্বমঙ্গল বিভো জগদীশ, নন্দনন্দন নৃসিংহ নরেন্দ্র।
মুক্তিদায়ক মুকুন্দ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ২ ॥
রামচন্দ্র রঘুনায়ক দেব, দীননাথ দুরিতক্ষয়কারিন্।
যাদবেন্দ্র যদুভূষণ যজ্ঞ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৩ ॥
দেবকীতনয় দুঃখদবাগ্নে, রাধিকারমণ রম্য সুমূর্ত্তে।
দুঃখমোচন দয়ার্ণব নাথ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৪ ॥

হে অচ্যুত! তুমি অব্যয়, হে হরে! তুমি পরমাত্মা, তুমিই রাম, তুমিই কৃষ্ণ, হে বিষ্ণো! তুমি সকল পুরুষের শ্রেষ্ঠ। হে বাসুদেব! হে অনিরুদ্ধ! হে শ্রীপতে! তুমি মদীয় অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ১ ॥

হে বিভো! তুমি জগতের কল্যাণসাধন কর, হে জগদীশ! হে নন্দনন্দন! হে নৃসিংহরূপিন্! হে নরেন্দ্র! তুমি ভক্তজনের মুক্তিবিধান কর। হে মুকুন্দ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ২ ॥

হে দেব! তুমি রামচন্দ্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমিই রঘুবংশের অধীশ্বর, তুমি দীনব্যক্তির আশ্রয়, তুমি ভক্তবৃন্দের দুষ্কৃতির ক্ষয় কর, তুমি যাদবগণের ইন্দ্রস্বরূপ, তুমি যদুবংশের অলঙ্কার এবং তুমিই যজ্ঞবরাহরূপ ধারণ করিয়াছ। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৩ ॥

হে দেব! তুমি দেবকীর পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছ, তুমি মানবগণের দুঃখ-কাননের অগ্নিস্বরূপ। হে রাধিকারমণ! তোমার মূর্ত্তি অতি মনোহর, হে নাথ! তুমি সকলের দুঃখমোচন কর, তুমি কৃপাসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৪ ॥

গোপিকাবদনচন্দ্রচকোর, নিত্য নির্গুণ নিরঞ্জন জিষ্ণো।
পূর্ণরূপ জয় শঙ্কর শর্ব্ব, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৫ ॥
গোকুলেশ গিরিধারণধীর, যমুনাচ্ছতটখেলনবীর।
নারদাদিমুনিবন্দিতপাদ, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৬ ॥
দ্বারকাধিপ দুরন্তর গুণাব্ধে, প্রাণনাথ পরিপূর্ণ ভবারে।
জ্ঞানগম্য গুণসাগর ব্রহ্মন্, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৭ ॥
দুষ্টনির্দ্দলন দেব দয়ালো, পদ্মনাভ ধরণীধর ধীমন্।
রাবণান্তক রমেশ মুরারে, শ্রীপতে শময় দুঃখমশেষম্ ॥ ৮ ॥

হে দেব! তুমি গোপিকার মুখশশধরের চকোরস্বরূপ অর্থাৎ গোপীগণ তোমার মুখ দর্শনে অপার আনন্দলাভ করে। তুমি ত্রিগুণাতীত, নিত্য, নিরঞ্জন, তুমি জয়শীল, পূর্ণব্রহ্মরূপ, তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, তুমি সকলের উৎকর্ষবান্, হে শর্ব্ব! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান করিয়া দাও ॥ ৫ ॥

হে দেব! তুমি গোকুলের অধিপতি, গোবর্দ্ধনপর্ব্বত ধারণ করিয়াও অচলভাবে বিরাজিত ছিলে, তুমি যমুনার নির্ম্মল তটভূমে ক্রীড়া করিয়া থাক এবং তুমিই জগতের অদ্বিতীয় বীর। নারদাদি দেবর্ষিবৃন্দ সর্ব্বদা তোমার পাদপদ্ম সেবা করিতেছেন। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তি কর ॥ ৬ ॥

হে দেব! তুমি দ্বারকাপুরীর অধিনায়ক, তুমি দুস্তর (কেহ তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারে না), তুমি সমগ্র গুণের সাগর, তুমি প্রাণনাথ ও পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ, তুমি মানবগণের সংসার বিনাশ কর। হে ব্রহ্মন্! তুমি একমাত্র জ্ঞানের গোচর এবং তুমি গুণসাগর। হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৭ ॥

হে দেব! তুমি দুষ্টগণের নির্দ্দলন কর, তুমি অতিশয় কৃপালু, হে পদ্মনাভ! তুমি অনন্তরূপে বসুমতী ধারণ করিয়াছ, তুমি সর্ব্ববুদ্ধির আধার, তুমি রাবণের সংহারসাধন করিয়াছ, হে রমেশ! হে মুরারে! হে শ্রীপতে! তুমি আমার অশেষ দুঃখের শান্তিবিধান কর ॥ ৮ ॥

অচ্যুতাষ্টকমিদং রমণীয়ং, নির্ম্মিতং ভবভয়ং বিনিহন্তুম্।
যঃ পঠেদ্বিষয়বৃত্তিনিবৃত্তির্জন্মদুঃখমখিলং স জহাতি। ৯

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতমচ্যুতাষ্টকস্তোত্রম্॥

শিবাপরাধ-ক্ষমাপণস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

আদৌ কর্ম্মপ্রসঙ্গাৎ কলয়তি কলুষং মাতৃকুক্ষৌ স্থিতং মাং,
বিণ্মূত্রামেধ্যমধ্যে ব্যথয়তি নিতরাং জাঠরো জাতবেদাঃ।
যদ্যদ্বৈ তত্র দুঃখং ব্যথয়তি নিতরাং শক্যতে কেন বক্তুং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো॥ ১॥
বাল্যে দুঃখাতিরেকো মললুলিতবপুঃ স্তন্যপানে পিপাসা,
নো শক্যশ্চেন্দ্রিয়েভ্যো ভবগুণজনিতা জন্তবো মাং তুদন্তি॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য সংসারদুঃখসংহারার্থ পরম রমণীয় এই অচ্যুতাষ্টক-স্তোত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। যিনি এই স্তোত্র পাঠ করেন, তিনি বিষয়ভোগ-বাসনার নিবৃত্তি করিয়া অখিল জন্মদুঃখ বিনাশ করিতে পারেন॥ ৯॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সমাপ্ত।

প্রথমতঃ কর্ম্মবন্ধ-নিবন্ধন অনেক পাপফল ভোগ হইয়াছে, আমি যখন জননী-জঠরে নিবিষ্ট ছিলাম, তখন বিষ্ঠা ও মূত্রমধ্যে নানারূপ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে এবং মাতার জঠরাগ্নি আমাকে সর্ব্বদা নানারূপ ব্যথা দিয়াছে; অতএব আমি যে দুঃখ পাইয়াছি, তাহা কে বর্ণন করিতে সমর্থ হইবে? এই সকল দুঃখই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল। হে শম্ভো! হে শিব! হে মহাদেব! আমার যাবতীয় অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১॥

যখন আমার বাল্যাবস্থা ছিল, তখনও অসীম দুঃখ ভোগ করিতে হইয়াছে, তৎকালে আমি মলমধ্যে নিপতিত থাকিতাম, আমার সর্ব্বাঙ্গ স্বীয় মলে পরিব্যাপ্ত ছিল, যখন স্তনপানে তৃষ্ণা জন্মিত, তখন ইচ্ছামত স্তনপান করিতে পারিতাম না, আমার ইন্দ্রিয়গ্রাম সত্বেও তাহাদিগের কার্য্যে অশক্ত ছিলাম; সুতরাং মশকাদি তমোগুণপ্রধান জীবগণ নিয়ত আমাকে হিংসা করিত,

নানারোগোত্থদুঃখাদুদরপরবশঃ শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ২ ॥
প্রৌঢ়োঽহং যৌবনস্থো বিষয়বিষধরৈঃ পঞ্চভির্মর্ম্মসন্ধৌ,
দষ্টো নষ্টো বিবেকঃ সুতধনযুবতীস্বাদুসৌখ্যে নিষণ্ণঃ।
শৈবীচিন্তাবিহীনং মম হৃদয়মহো মানগর্ব্বাধিরূঢ়ং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৩ ॥
বার্দ্ধক্যে চেন্দ্রিয়াণাং বিনতগতিমতিশ্চাধিদৈবাদি-তাপৈঃ,
পাপৈ রোগৈর্বিয়োগৈস্ত্বনবসিতবপুঃ প্রৌঢ়িহীনং চ দীনম্।
মিথ্যামোহাভিলাষৈর্ভ্রমতি মম মনো ধূর্জ্জটের্ধ্যানশূন্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৪ ॥

নানারোগে অসীম ক্লেশভোগ করিয়া নিরন্তর উদরপোষণে ব্যগ্র ছিলাম, কিন্তু একবার শঙ্করনাম স্মরণ করি নাই। হে শিব, হে শম্ভো, হে মহাদেব! এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ; অতএব আমার এই অপরাধ ক্ষমা কর॥২॥

আমার যৌবন ও প্রৌঢ়াবস্থা উপস্থিত হইলে পঞ্চ ইন্দ্রিয়রূপ বিষয়-ভুজঙ্গমগণ আমার মর্ম্মসন্ধিতে দংশন করিত, তাহাতেই আমার বিবেক বিনষ্ট হইয়া যায়, তৎকালে নিরন্তর মন বিষয়ভোগ-মত্ত ছিল, হিতাহিতবিবেচনা-শক্তি ছিল না, কেবল ধন, পুত্র ও যুবতী-সম্ভোগের আস্বাদকে সুখজ্ঞান করিয়া তাহাতেই আসক্ত থাকিতাম। আমার চিত্ত শিবচিন্তাশূন্য হইয়া মান ও গর্ব্বের বশীভূত ছিল। এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৩॥

অধুনা বার্দ্ধক্য উপস্থিত হইয়াছে, ইন্দ্রিয়গ্রাম ক্রমে ক্রমে শিথিল হইতেছে, গতি, মতি সকলই ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আধিদৈবিক প্রভৃতি তাপে নিরন্তর পরিতপ্ত হইতেছি, পাপ, তাপ, রোগ ও বিয়োগাদিতে সর্ব্বদা আমার দেহ অবসন্ন হইতেছে, আমার সেই উদ্ধতস্বভাব ক্রমশঃ হ্রাস হইতেছে, আমার মন মিথ্যা মোহের বশীভূত হইয়া ভ্রমণ করিতেছে। মন একবারও ধূর্জ্জটির ধ্যানে নিমগ্ন হয় না, এই সকলই আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধের ফল, অতএব হে শিব। হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর॥ ৪॥

নো শক্যং স্মার্ত্তকর্ম্ম প্রতিপদগহনপ্রত্যবায়াকুলাখ্যং
শ্রৌতে বার্ত্তা কথং মে দ্বিজকুলবিহিতে ব্রহ্মমার্গে চ সারে।
নাস্থা ধর্ম্মে বিচারঃ শ্রবণমননয়োঃ কি নিদিধ্যাসিতব্যং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৫ ॥
স্নাত্বা প্রত্যূষকালে স্নপনবিধিবিধৌ নাহৃতং গাঙ্গতোয়ং,
পূজার্থং বা কদাচিদ্বহুতরগহনাৎ খণ্ডবিল্বীদলানি।
নানীতা পদ্মমালা সরসি বিকসিতা গন্ধধূপৈস্ত্বদর্থং,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৬ ॥
দুগ্ধৈর্ম্মধ্বাজ্যযুক্তৈর্দ্দধিসিতসহিতৈঃ স্নাপিতং নৈব লিঙ্গং,
নো লিপ্তং চন্দনাদ্যৈঃ কনকবিরচিতৈঃ পূজিতং ন প্রসূনৈঃ।
ধূপৈঃ কর্পূরদীপৈর্ব্বিবিধরসযুতৈর্নৈব ভক্ষ্যোপহারৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৭ ॥

আমি যখন কার্য্যক্ষম ছিলাম, তখন স্মৃত্যুক্ত কার্য্যের অনুষ্ঠান করি নাই, সকল কার্য্য কায়িক পরিশ্রমসাধ্য মনে করিয়া প্রতিপদে উপেক্ষা করিয়াছি সুতরাং দ্বিজগণের অবশ্য-কর্ত্তব্য ব্রহ্মলাভের পন্থাস্বরূপ জগতের সারভূ বৈদিক কার্য্যে আমার কিসে প্রবৃত্তি হইতে পারে? যখন ধর্ম্ম জানিয়া তাহাতে আস্থা করি নাই এবং স্মৃতি ও বেদবিহিত কোন কর্ম্মই করি না তখন আমার শ্রবণ, মনন বা নিদিধ্যাসন কিছুই হইতে পারে না; অতএ হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৫ ॥

আমি স্নানবিধি অনুসারে প্রভাতে স্নানাচরণ করিয়া কখনও কোন অরণ মধ্যে গমন পূর্ব্বক বিল্বদল আহরণ করি নাই, আমি তোমার চরণে গন্ধপু প্রদান করিব, এই কামনা করিয়া কোন সরোবর হইতে বিকসিত কমলাব আনয়ন করি নাই, আমি তোমার নিমিত্ত ধূপ-দীপ আহরণও করি নাই। হে শিব! হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৬

হে দেব! আমি কখনও দুগ্ধ, মধু, ঘৃত, দধি, শর্করা একত্র করিয়া কো শিবলিঙ্গ স্নান করাই নাই, আমি কখনও সুবর্ণপুষ্প বা চন্দন দ্বারা তাঁহা পূজা করি নাই এবং ধূপ, কর্পূর-প্রদীপ ও বিবিধ রসযুক্ত ভক্ষ্য বা কো উপহারও প্রদান করি নাই। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমা অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৭ ॥

ধ্যাত্বা চিত্তে শিবাখ্যং প্রচুরতরধনং নৈব দত্তং দ্বিজেভ্যো,
হব্যং তে লক্ষসংখ্যৈর্হুতবহবদনে নার্পিতং বীজমন্ত্রৈঃ।
নো তপ্তং গাঙ্গতীরে ব্রতজপনিয়মৈ রুদ্রজাপ্যৈর্ন বেদৈঃ,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৮ ॥
স্থিত্বা স্থানে সরোজে প্রণবময়মরুৎকুম্ভকে সূক্ষ্মমার্গে,
শান্তে শান্তিপ্রলীনে প্রকটিতবিভবে জ্যোতীরূপে পরাখ্যে।
লিঙ্গং তে ব্রহ্মবাচ্যং সকলমভিমতং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ৯ ॥
নগ্নো নিঃসঙ্গশুদ্ধস্ত্রিগুণবিরহিতো ধ্বস্তমোহান্ধকারো,
নাসাগ্রে ন্যস্তদৃষ্টির্বিরহভবগুণো নৈব দৃষ্টঃ কদাচিৎ।
উন্মত্তাবস্থয়া ত্বাং বিগতকলিমলং শঙ্করং ন স্মরামি,
ক্ষন্তব্যো মেঽপরাধঃ শিব শিব শিব ভোঃ শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥ ১০ ॥

হে মহেশ্বর! আমি কখন তোমাকে চিন্তা করিয়া তোমার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর ধন প্রদান করি নাই, আমি কদাচ লক্ষসংখ্যক হোমীয়দ্রব্য তোমার উদ্দেশে বীজমন্ত্র উল্লেখ পূর্ব্বক অগ্নিতে আহুতি প্রদান করি নাই এবং আমি কখনও গঙ্গাতীরে বসিয়া কোন ব্রতাচরণ করি নাই, কোনরূপ রুদ্রমন্ত্র জপ করি নাই, কোন নিয়ম করি নাই, অথবা বেদপাঠ পূর্ব্বক কোন তপস্যা করি নাই, এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য। হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! আমার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥৮॥

হে শম্ভো! আমি কোন স্থানে অবস্থিত হইয়া আধারাদি ষট্‌পদ্মে তোমাকে ধ্যান করি নাই। তুমি পরব্রহ্মরূপী ও জ্যোতির্ম্ময়। মন শান্ত হইলেই তোমার স্বরূপ প্রকাশ পায়। আমি কদাচ সেই সূক্ষ্মমার্গে মন সমর্পণ পূর্ব্বক তোমাকে চিন্তা করি নাই, আমি বেদবাক্য বিশ্বাস করিয়া তোমার কোন লিঙ্গে পূজা করি নাই এবং তুমি যে সর্ব্বপ্রাণীর দেহে আত্মরূপে বিদ্যমান আছ, আমি তাহাও জানি নাই; হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য, অতএব আমার অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৯ ॥

হে হর! তুমি নগ্ন অর্থাৎ দিগম্বর, তুমি নিঃসঙ্গ, শুদ্ধ (সর্ব্ববিষয়ে অনাসক্ত ও নির্ব্বিকার), তুমি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের অতীত, তোমাতে অজ্ঞানরূপ অন্ধকার নাই, আমি তোমাকে এইরূপ জানিয়াও কদাচ নাসাগ্রে দৃষ্টিস্থাপন পূর্ব্বক একাগ্রচিত্তে ধ্যান করি নাই, তোমাতে কলিকালের পাপস্পর্শ নাই,

চন্দ্রোদ্ভাসিতশেখরে স্মরহরে গঙ্গাধরে শঙ্করে,
সর্পৈর্ভূষিতকণ্ঠকর্ণবিবরে নেত্রোত্থবৈশ্বানরে।
দন্তিত্বক্‌কৃতসুন্দরাম্বরধরে ত্রৈলোক্যসারে হরে,
মোক্ষার্থং কুরু চিত্তবৃত্তিমখিলামন্যৈস্তু কিং কর্ম্মভিঃ॥ ১১॥
কিং দানেন ধনেন বাজিকরিভিঃ প্রাপ্তেন রাজ্যেন কিং,
কিং বা পুত্রকলত্রমিত্রপশুভির্দ্দেহেন গেহেন কিম্।
জ্ঞাত্বৈতৎ ক্ষণভঙ্গুরং সপদি রে ত্যাজ্যং মনো দূরতঃ,
স্বাত্মার্থং গুরুবাক্যতো ভজ ভজ শ্রীপার্ব্বতীবল্লভম্॥ ১২॥
আয়ুর্নশ্যতি পশ্যতাং প্রতিদিনং যাতি ক্ষয়ং যৌবনং,
প্রত্যায়ান্তি গতাঃ পুনর্ন দিবসাঃ কালো জগদ্ভক্ষকঃ।
লক্ষ্মীস্তোয়তরঙ্গভঙ্গচপলা বিদ্যুচ্চলং জীবিতং,
তস্মাত্ত্বাং শরণাগতং শরণদ ত্বং রক্ষ রক্ষাধুনা॥ ১৩॥

তথাপি উন্মত্ত অবস্থায় আমি তোমাকে চিন্তা করি নাই, হে শিব! হে মহাদেব! হে শম্ভো! এই সকলই আমার অজ্ঞানের কার্য্য; অতএব আমার এই অজ্ঞানকৃত অপরাধ ক্ষমা কর॥ ১০॥

যাঁহার মৌলিপ্রদেশ চন্দ্রকিরণে প্রদীপ্ত আছে, যিনি কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছেন, যিনি স্বীয় মস্তকে গঙ্গাকে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সকলের মঙ্গলসাধন করেন, যিনি সর্পদ্বারা কণ্ঠে ও কর্ণে ভূষণ পরিধান করিয়াছেন, যাঁহার নয়ন হইতে অগ্নি উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি গজচর্ম্ম দ্বারা সুন্দর অঙ্গ আবরণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের সারভূত, মোক্ষলাভের নিমিত্ত সেই হরে চিত্তবৃত্তি অর্পণ কর, অন্য কর্ম্মে প্রয়োজন কি? ১১॥

এই অতুল ধন দ্বারা কোন ফল হইবে না, হস্তী ও ঘোটকে কোন প্রয়োজন নাই, রাজ্যলাভ করিয়া কি উপকার হইবে? অথবা পুত্র, কলত্র, বন্ধু ও পশু দ্বারা কোন ফল হইবে না, এই দেহ বা গৃহ কোন পারমার্থিক মঙ্গলসাধন করিতে পারিবে না। এই ধনাদি ক্ষণভঙ্গুর, অতি অল্পকালেই নষ্ট হইবে, অতএব আশু মন হইতে এই ধনাদির অভিলাষ পরিত্যাগ কর এবং গুরুবাক্যানুসারে সেই পার্ব্বতীবল্লভকে ভজনা কর, তাহাতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হইবে॥১২॥

দেখিতে দেখিতে প্রত্যহ আয়ু বিনাশ পাইতেছে, এই যৌবন প্রতিক্ষণ ক্ষয় পাইতেছে, গত দিন পুনর্ব্বার আগমন করিতেছে না, সর্ব্বসংহারক কাল ত্রিভুবনের সকলই ভক্ষণ করে, এই যে সম্পদ, ইহাও সলিলতরঙ্গের ন্যায় চপল,

করচরণকৃতং বাক্কায়জং কর্ম্মজং বা, শ্রবণনয়নজং বা মানসং বাপরাধম্।
বিহিতমবিহিতং বা সর্ব্বমেতৎ ক্ষমস্ব, জয় জয় করুণাব্ধে শ্রীমহাদেব শম্ভো ॥১৪॥

গাত্রং ভস্মসিতং সিতঞ্চ হসিতং হস্তে কপালং সিতং,
খট্বাঙ্গঞ্চ সিতং সিতশ্চ বৃষভঃ কর্ণে সিতে কুণ্ডলে।
গঙ্গাফেনসিতা জটা পশুপতেশ্চন্দ্রঃ সিতো মূর্দ্ধনি,
সোঽয়ং সর্ব্বসিতো দদাতু বিভবং পাপক্ষয়ং শঙ্করঃ ॥

পাণ্ডুরঙ্গাষ্টক।

মহাযোগপীঠে তটে ভীমরথ্যা, বরং পুণ্ডরীকায় দাতুং মুনীন্দ্রৈঃ।
সমাগত্য তিষ্ঠন্তমানন্দকন্দং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ১ ॥
তড়িদ্বাসসং নীলমেঘাবভাসং, রমামন্দিরং সুন্দরং চিৎপ্রকাশম্।
বরস্ত্বিষ্টকায়াং সমন্যস্তপাদং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ২ ॥

এই জীবন বিদ্যুতের ন্যায় চঞ্চল। অতএব হে শরণাগতপালক! আমি তোমার শরণাগত হইলাম, এক্ষণে তুমি আমাকে রক্ষা কর ॥ ১৩ ॥

হে শম্ভো! হে মহাদেব! আমার হস্তকৃত,পাদকৃত,বাক্যকৃত,শরীরকৃত,কর্ম্মকৃত,শ্রবণকৃত,নয়নকৃত ও মানসিক যে যে অপরাধ আছে এবং আমি বিহিত ও অবিহিত যাহা কিছু করিয়াছি,হে করুণাসাগর! সেই সকল অপরাধ ক্ষমা কর। হে শম্ভো! হে মহাদেব! তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥

যাঁহার গাত্র ভস্মানুলেপনে শ্বেতবর্ণ, হাস্য শ্বেতবর্ণ, হস্তে শ্বেতবর্ণ কপাল, যাঁহার খট্বাঙ্গ, বৃষ ও কর্ণকুণ্ডল শ্বেতবর্ণ,গঙ্গাফেনমিশ্রণে জটা শ্বেতবর্ণ, ভালে চন্দ্র শ্বেতবর্ণ,সেইসর্ব্বশ্বেত শঙ্করদেব পাপক্ষয় করিয়া বিভব প্রদান করুন।

[পুণ্ডরীক ভীমরথী নদীতটে মহাযোগপীঠে ভগবান্ বিষ্ণুর উপাসনা করিয়াছিলেন,নারায়ণ পুণ্ডরীককে বরপ্রদানার্থ সেই স্থানে আবির্ভূত হইয়া পাণ্ডুরঙ্গ-নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করেন। শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য দিগ্বিজয়কালে সেই ভীমরথীতীরে উপস্থিত হইয়া উক্ত পাণ্ডুরঙ্গের স্তব করেন।] যিনি পুণ্ডরীককে বরপ্রদানের নিমিত্ত মুনিগণের সহিত আগমন করিয়া ভীমরথীতীরে মহাযোগপীঠে বিদ্যমান আছেন,সেই আনন্দকন্দস্বরূপ পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গকে ভজনা করি ॥১॥

যাঁহার পরিধেয়বস্ত্র বিদ্যুৎপুঞ্জের ন্যায় সমুজ্জ্বল,যাঁহার দেহ নবজলধরের ন্যায়

প্রমাণং ভবাব্ধেরিদং মামকানাং, নিতম্বঃ করাভ্যাং ধৃতো যেন তস্মাৎ।
বিধাতুর্ব্বসত্যৈ ধৃতো নাভিকোষঃ, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৩॥
স্ফুরৎকৌস্তুভালঙ্কৃতং কণ্ঠদেশে, শ্রিয়া জুষ্টকেয়ূরকং শ্রী[illegible]।
শিবং শান্তমীড্যং বরং লোকপালং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভ[illegible]ম্॥ ৪॥
শরচ্চন্দ্রবিম্বাননং চারুহাসং, লসৎকুণ্ডলাক্রান্তগণ্ডস্থল[illegible]।
জবারাগবিম্বাধরং কঞ্জনেত্রং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥৫॥
কিরীটোজ্জ্বলৎসর্ব্বদিক্প্রান্তভাগং, সুরৈরর্চ্চিতং দিব্যরত্নৈরনর্ঘ্যৈঃ।
ত্রিভঙ্গাকৃতিং বর্হমাল্যাবতংসং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্॥ ৬॥

নীলবর্ণ, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, যাঁহার কলেবর অতি সুন্দর, যাঁহাকে দর্শন করিলে জ্ঞানের উদয় হয়, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি ইষ্টকোপরি পাদবিন্যাস করিয়া বিদ্যমান আছেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥২॥

যিনি একমাত্র ভবসাগরের প্রমাণ অর্থাৎ ত্রাণকর্ত্তা, যখন প্রলয়পয়োধিজলে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড নিমগ্ন হইয়াছিল, তখন যিনি করদ্বয় দ্বারা আমাদিগের নিতম্ব (আধারভূতা পৃথিবীকে) ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি ব্রহ্মার বসতির নিমিত্ত নাভি-কোষ ধারণ করিয়াছেন (প্রলয়কালে আপন নাভিদেশে ব্রহ্মাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন), সে[illegible]ব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৩॥

যাঁহার কণ্ঠদেশে সমুজ্জ্বল কৌস্তুভমণি অলঙ্কাররূপে শোভা পাইতেছে, লক্ষ্মী যাঁহার কেয়ূরযুগল সর্ব্বদা সেবা করেন, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থানস্বরূপ, যিনি সর্ব্বমঙ্গলপ্রদ, যিনি সর্ব্বদা শান্তিপরায়ণ, যিনি সকলের আরাধ্য, যিনি সকলের শ্রেষ্ঠ, যিনি সকল লোক পালন করেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৪॥

যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় অতিশয় শোভমান, যাঁহার বদনে অতি মনোহর হাস্য প্রকাশ পায়, যাঁহার গণ্ডস্থলে কুণ্ডল বিলসিত রহিয়াছে, যাঁহার অধর জবা-পুষ্পের ন্যায় লোহিতবর্ণে রঞ্জিত, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মের ন্যায় সুশোভিত, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥৫॥

যাঁহার মৌলিস্থিত কিরীটের উজ্জ্বল প্রভায় সমস্ত দিগন্ত আলোকিত হই-য়াছে, দেবগণ যাঁহাকে অমূল্য দিব্যরত্ন দ্বারা অর্চ্চনা করেন, যিনি ত্রিভঙ্গাকারে বিদ্যমান আছেন, যিনি ময়ূরপুচ্ছ ও মাল্য দ্বারা বিভূষিত হইয়া থাকেন, সেই পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি॥ ৬॥

বিভুং বেণুনাদং চরন্তং দুরন্তং, স্বয়ং লীলয়া গোপবেশং দধানম্।
গবাং বৃন্দকানন্দদং চারুহাসং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৭ ॥
অজং রুক্মিণী-প্রাণসঞ্জীবনং তং, পরন্ধাম কৈবল্যমেকং তুরীয়ম্।
প্রসন্নং প্রপন্নার্ত্তিহং দেবদেবং, পরব্রহ্মলিঙ্গং ভজে পাণ্ডুরঙ্গম্ ॥ ৮ ॥
স্তবং পাণ্ডুরঙ্গস্য বৈ পুণ্যদং যে, পঠন্ত্যেকচিত্তেন ভক্ত্যা চ নিত্যম্।
ভবাম্ভোনিধিং তেঽপি তীর্ত্বান্তকালে, হরেরালয়ং শাশ্বতং প্রাপ্নুবন্তি ॥৯॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং
শ্রীপাণ্ডুরঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্ ॥

নারায়ণস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

করুণাপারাবারা বরুণালয়গম্ভীরা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১ ॥

যিনি জগতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, যিনি সর্ব্বদা বেণুবাদন করিয়া বিচরণ করেন, যিনি সকলের দুষ্প্রাপ্য ও অন্তহীন, যিনি স্বয়ং লীলা প্রকাশ করিয়া গোপবেশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি গোবৎসগণের আনন্দবর্দ্ধন করেন, সেই সুচারু হাস্য-বদন পরব্রহ্মলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যিনি অজ অর্থাৎ জন্মরহিত, যিনি রুক্মিণীর প্রাণসঞ্জীবক, যিনি পরম ধাম অর্থাৎ একবারমাত্র যাঁহাতে লীন হইলে তাঁহা হইতে আর পতন হয় না, যিনি কৈবল্য প্রদান করেন, যিনি অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম, যিনি জাগ্রত, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই অবস্থা-ত্রিতয়ের অতীত, যিনি প্রসন্ন হইলে শরণাগত ব্যক্তির সকল ক্লেশ নিবারিত হইয়া যায়, সেই দেবদেব পরমলিঙ্গ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণকে ভজনা করি ॥৮॥

যাঁহারা প্রতিদিন নিয়তচিত্ত হইয়া ভক্তিপূর্ব্বক মহাপুণ্যপ্রদ পাণ্ডুরঙ্গনামক নারায়ণের স্তব পাঠ করেন, তাঁহারা অন্তকালে এই ভবসাগর হইতে পরিত্রাণ পাইয়া পরমধাম বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারেন ॥ ৯ ॥

ইতি পাণ্ডুরঙ্গস্তব সম্পূর্ণ ॥

হে নারায়ণ! তোমার করুণা বরুণালয় সাগরের ন্যায় অতীব গভীর, কেহ তোমার করুণার ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে হরে! হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! তুমি জয়যুক্ত হও ॥ ১ ॥

রদসঙ্কাশা কৃতকলিকল্মষনাশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২॥
যমুনাতীরবিহারা ধৃতকৌস্তভমণিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৩॥
পীতাম্বরপরিধানা সুরকল্যাণনিধানা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৪॥
মঞ্জুলগুঞ্জাভূষা মায়ামানুষবেশা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৫॥
রাধাধরমধুরসিকা রজনীকরকুলতিলকা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৬॥
মুরলীগানবিনোদা বেদস্তুতভূপাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ৭॥

হে নারায়ণ! তোমার দেহকান্তি ঘনতর মেঘের ন্যায় উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ২॥ ৮

হে নারায়ণ! তুমি যমুনাতীরে বিহার করিয়া থাক, তুমি কৌস্তভমণি দ্বারা গলে হার পরিধান করিয়াছ, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৩॥

হে নারায়ণ! তুমি পীতবর্ণ বসন পরিধান করিয়াছ, তুমি সুরগণের মঙ্গল-সাধন করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৪॥

হে নারায়ণ! তুমি মনোহর গুঞ্জাদ্বারা অঙ্গবিভূষণ ধারণ কর, তুমি আপন মায়াবলে মানুষবেশ ধারণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৫॥

হে নারায়ণ! তুমি রাধিকার অধরমধুর রসজ্ঞ এবং চন্দ্রবংশীয়গণের তিলক-রূপে বিদ্যমান আছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৬॥

হে নারায়ণ! তুমি বেণুবাদন পূর্ব্বক আমোদ করিয়া থাক, বেদ সকল তোমারই চরণের স্তব করিয়াছে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ৭॥

বর্হিনিবর্হাপীড়া নটনাটকফণিক্রীড়া। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৮ ॥

বারিজভূষাভরণা রাধারুক্মিণীরমণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৯ ॥

জলরুহদলনিভনেত্রা জগদারম্ভকসূত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১০ ॥

পাতকরজনীং সংহর করুণালয় মামুদ্ধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১১ ॥

অঘ-বকক্ষয় কংসারে কেশব কৃষ্ণ মুরারে। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১২ ॥

হাটকনিভপীতাম্বর অভয়ং কুরু মে মাধব। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৩ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ময়ূরপুচ্ছ দ্বারা আপন চূড়া সুশোভিত করিয়াছ, নট-নটিকাচ্ছলে সর্পদ্বারা ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরোবরের পদ্ম সকল আনিয়া আপন অঙ্গে ভূষণ পরিধান কর, তুমি রাধা ও রুক্মিণীর সহিত সর্ব্বদা ক্রীড়া করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৯ ॥

হে নারায়ণ! তোমার নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় মনোহর, তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির মূলসূত্র। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১০ ॥

হে নারায়ণ! তুমি এই পাপরূপ তামসী রাত্রিকে অর্থাৎ এই বিশ্বরূপমায়া-প্রপঞ্চকে সংহার কর। হে করুণাময়! আমাকে উদ্ধার কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১১ ॥

হে নারায়ণ! তুমি অঘাসুর ও বকাসুরকে বিনাশ করিয়াছ। হে কেশব! হে কংসারে! হে কৃষ্ণ! হে মুরারে! হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১২ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সুবর্ণের ন্যায় সমুজ্জ্বল পীতবসন পরিধান করিয়া থাক। হে মাধব! তুমি আমাকে অভয়দান কর, হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৩ ॥

দশরথরাজকুমারা দানবমদসংহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৪ ॥

গোবর্দ্ধনগিরিরমণা গোপীমানসহরণা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৫ ॥

সরযূতীরবিহারা সজ্জনঋষিমন্দারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৬ ॥

বিশ্বামিত্রমখত্রা বিবিধসুরাসুরচরিত্রা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৭ ॥

ধ্বজবজ্রাঙ্কুশপাদা ধরণীসুতসহমোদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৮ ॥

জনকসুতাপ্রতিপালা জয় জয় সংস্মৃতিলীলা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ১৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি রাজা দশরথের কুমাররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে এবং তুমি দানবকুল সংহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৪ ॥

হে নারায়ণ! তুমি গোবর্দ্ধন-গিরি ধারণ করিয়াছিলে এবং গোপীগণের চিত্ত হরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৫ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সরযূনদীর তীরে বিহার করিয়া সজ্জন ঋষিকে কৃপা করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি বিশ্বামিত্র ঋষির যজ্ঞ রক্ষা করিয়াছিলে, বিবিধ দেবাসুর কেবল তোমারই চরিত্রের অবভাসক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৭ ॥

হে নারায়ণ! তোমার চরণে ধ্বজ, বজ্র ও অঙ্কুশ-চিহ্ন চিহ্নিত রহিয়াছে, তুমি ধরণীসুতা সীতার সহিত আমোদ করিয়া থাক। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি জনক-তনয়া সীতাকে প্রতিপালন করিয়াছ। এই সংসারে তোমার অনন্তলীলা বিদ্যমান আছে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ১৯ ॥

দশরথবাগ্ধৃতিভারা দণ্ডকবনসঞ্চারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২০॥

মুষ্টিকচাণূরসংহারা মুনিমানসবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২১॥

বালীনিগ্রহশৌর্য্যা বরসুগ্রীবহিতার্য্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২২॥

মাং মুরলীকর ধীবর পালয় পালয় শ্রীধর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২৩॥

জলনিধিবন্ধনধীরা রাবণকণ্ঠবিদারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২৪॥

তালীবনদলনাঢ্যা নটগুণবিবিধধনাঢ্যা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে।
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে॥ ২৫॥

হে নারায়ণ! তুমি দশরথের বাক্যে দণ্ডকারণ্যে বিচরণ করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক॥ ২০॥

হে নারায়ণ! তুমি মুষ্টিক ও চাণূর প্রভৃতি দৈত্য বিনাশ করিয়াছ এবং তুমিই মুনিগণের মনে বিহার কর। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ২১॥

হে নারায়ণ! তুমি বালিকে বিনাশ করিয়া অপরিমিত বীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ এবং সদ্গুণসম্পন্ন সুগ্রীবের অনেক হিতকার্য্য সাধন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ২২॥

হে নারায়ণ! তুমি ভবসাগরের একমাত্র কর্ণধার, আমাকে পরিত্রাণ কর। হে শ্রীধর! আমাকে রক্ষা কর। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক॥ ২৩॥

হে নারায়ণ! তুমি সাগরে সেতুবন্ধন করিয়া লঙ্কাতে গমনপূর্ব্বক রাবণের কণ্ঠ বিদারণ করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক॥ ২৪॥

হে নারায়ণ! তুমি তালীবনবিমর্দ্দক অসুরকে বিনাশ করিয়া নটনর্ত্তকীরূপে বিবিধ নৃত্য করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোপাল! হে হরে! হে গোবিন্দ! তোমার জয় হউক॥ ২৫॥

গৌতমপত্নীপূজন করুণাঘনাবলোকন। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৬॥

সরসশীতাহারা সাকেতপুরবিহারা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৭ ॥

অচলোদ্ধৃতিচঞ্চৎকর ভক্তানুগ্রহতৎপর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৮ ॥

নৈগমগানবিনোদা রক্ষঃসুতপ্রহ্লাদা। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ২৯ ॥

ভারতিযতিবরশঙ্কর নামামৃতমখিলান্তর। নারায়ণ নারায়ণ জয় গোবিন্দ হরে
নারায়ণ নারায়ণ জয় গোপাল হরে ॥ ৩০ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নারায়ণস্তোত্রম্ ॥

হে নারায়ণ! গৌতম-পত্নী অহল্যা তোমার পূজা করিয়াছিল, তুমি তাহার প্রতি করুণাপূর্ণ-নয়নে অবলোকন করিয়াছিলে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৬ ॥

হে নারায়ণ! তুমি সীতার সাদরকণ্ঠহারস্বরূপ, তুমি অযোধ্যানগরবিহারী। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥২৭॥

হে নারায়ণ! তুমি আপন করে অচল ধারণ করিয়া ভক্তগণের প্রতি বিশেষ অনুকম্পা প্রদর্শন করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৮ ॥

হে নারায়ণ! তুমি নিগম গান করিয়া বিনোদনতৎপর ছিলে, তুমি রাক্ষস-তনয়দিগকে প্রহার করিয়াছ। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ২৯ ॥

হে নারায়ণ! তুমি ভারতি প্রভৃতি যতিগণের মঙ্গলকারী, তোমার নামামৃত অখিলজনের অন্তরে আনন্দবর্দ্ধন করে। হে নারায়ণ! হে গোবিন্দ! হে গোপাল! হে হরে! তোমার জয় হউক ॥ ৩০ ॥

ইতি নারায়ণস্তোত্র সম্পূর্ণ।

কৃষ্ণাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

শ্রিয়াশ্লিষ্টো বিষ্ণুঃ স্থিরচরগুরুর্ব্বেদবিষয়ো,
ধিয়াং সাক্ষী শুদ্ধো হরিরসুরহন্তাব্জনয়নঃ।
গদী শঙ্খী চক্রী বিমলবনমালী স্থিররুচিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ১ ॥
যতঃ সর্ব্বং জাতং বিয়দনিলমুখ্যং জগদিদং,
স্থিতৌ নিঃশেষং যোঽবতি নিজসুখাংশেন মধুহা।
লয়ে সর্ব্বং স্বস্মিন্ হরতি কলয়া যস্ত স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ২ ॥
অসূনায়ম্যাদৌ যমনিয়মমুখ্যৈঃ সুকরণৈ-
র্নিরুধ্যেদং চিত্তং হৃদি বিলয়মানীয় সকলম্।
যমীড্যং পশ্যন্তি প্রবরমতয়ো মায়িনমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৩ ॥

যিনি চরাচর সকলের গুরু, যিনি বেদপ্রতিপাদ্য, যে বিষ্ণু সর্ব্বদা লক্ষ্মী কর্ত্তৃক আলিঙ্গিত আছেন, যিনি বুদ্ধির সাক্ষী অর্থাৎ সকলের অন্তর্যামী, যিনি অসুরগণের হন্তা, যাঁহার নয়ন পদ্মদলের ন্যায় শোভমান, যিনি শঙ্খ, চক্র ও গদাধারী, যিনি বিমল বনমালা ধারণ করেন, যাঁহার উজ্জ্বল দীপ্তি কখনও তিরোহিত হয় না, যিনি সকলের শরণ্য ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই কৃষ্ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥১॥

যাঁহা হইতে প্রধানতঃ আকাশ ও অনিলাত্মক সমগ্র জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, যিনি নিজসুখাংশ দ্বারা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পালন করিতেছেন, যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি প্রলয়কালে বিশ্বান্তর্নিহিত আত্মশক্তির সহিত আপনাতে সকল বিলীন করেন, সেই বিষ্ণু সকলের শরণ্য ও লোকের ঈশ্বর, তিনি আমার নয়নগোচর হউন ॥ ২ ॥

শ্রেষ্ঠমতি মুনিগণ প্রথমতঃ প্রাণসংযম করিয়া যমনিয়মাদি সাধন পূর্ব্বক ইন্দ্রিয়গ্রাম নিরোধ স্বরত হৃদয়ে চিত্ত বিল[illegible] যে ত্রিলোকপূজ্য মায়াময় বিষ্ণুকে দর্শন করিতেন এবং যিনি সক[illegible]রণ্য ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই নারায়ণ আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৩ ॥

পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ যো যময়তি মহীং বেদ ন ধরা,
যমিত্যাদৌ বেদো বদতি জগতামীশমমলম্।
নিয়ন্তারং ধ্যেয়ং মুনিসুরনৃণাং মোক্ষদমসৌ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৪॥
মহেন্দ্রাদির্দ্দেবো জয়তি দিতিজান্ যস্য বলতো,
ন কস্য স্বাতন্ত্র্যং কচিদপি কৃতৌ যৎকৃতিমৃতে।
কবিত্বাদের্গর্ব্বং পরিহরতি যোঽসৌ বিজয়িনঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৫॥
বিনা যস্য ধ্যানং ব্রজতি পশুতাং শূকরমুখাং,
বিনা যস্য জ্ঞানং জনিমৃতিভয়ং যাতি জনতা।
বিনা যস্য স্মৃত্যা কৃমিশতজনিং যাতি স বিভুঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ॥ ৬॥
নরাতঙ্কোত্তঙ্কঃ শরণশরণো ভ্রান্তিহরণো,
ঘনশ্যামো রামো ব্রজশিশুবয়স্যোঽর্জ্জুনসখঃ।

নারায়ণ পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া সমস্ত মহীমণ্ডল নিয়মিত করিয়াছেন, কিন্তু পৃথিবী তাঁহাকে জানেন না। ঋগাদিবেদচতুষ্টয় যাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করে, যিনি জগতে অদ্বিতীয় অধীশ্বর বলিয়া কথিত আছেন, যিনি অমল অর্থাৎ সর্ব্বপ্রকার বিকারশূন্য, যিনি সকলের নিয়ন্তা, মুনিগণ, দেবগণ ও রাজগণ যাঁহাকে নিরত ধ্যান করেন, যিনি সকলের মোক্ষদাতা, যিনি সকলের আশ্রয়, সেই ত্রিলোকপতি ভগবান্ বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন॥ ৪॥

যাঁহার বলের সাহায্যে মহেন্দ্রাদি দেবগণ দানবদিগকে জয় করিয়াছেন, যাঁহার চেষ্টা ব্যতিরেকে কোন কালেও কোন কার্য্যে কাহারও স্বাতন্ত্র্য নাই, যাঁহার শক্তিসাহায্য ভিন্ন জগতে কেহ কোন কার্য্যই স্বাধীনভাবে সম্পন্নকরিতে সক্ষম হন না, যিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিতবর্গের কবিত্বাদিগর্ব্ব হরণ করেন, যিনি জগতের আশ্রয় ও ত্রিভুবনের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন॥ ৫।

যাঁহাকে ধ্যান না করিলে সকল লোক জঘন্য পশুত্ব প্রাপ্ত হয়, যাঁহার জ্ঞান ব্যতিরেকে লোকসকল কেবল জন্ম-মৃত্যুর বশীভূত হইয়া থাকে, যাঁহাকে স্মরণ না করিলে প্রাণিগণ শত [illegible] ও কৃমিযোনি প্রাপ্ত হয়, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের অদ্বিতীয় [illegible] সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন॥ ৬।

যিনি নরগণের ভীতি হরণ করে[illegible]নি আশ্রয়েরও আশ্রয়, যিনি জগতের

স্বয়ম্ভূর্তানাং জনক উচিতাচারসুখদঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৭ ॥
যদা ধর্ম্মগ্লানির্ভবতি জগতাং ক্ষোভকরণী,
তদা লোকস্বামী প্রকটিতবপুঃ সেতুধৃগজঃ।
সতাং ধাতা স্বচ্ছো নিগমগুণগীতো ব্রজপতিঃ,
শরণ্যো লোকেশো মম ভবতু কৃষ্ণোঽক্ষিবিষয়ঃ ॥ ৮ ॥
ইতি হরিরখিলাত্মারাধিতঃ শঙ্করেণ,
শ্রুতিবিশদগুণোঽসৌ মাতৃমোক্ষার্থমাস্তঃ।
যতিবরনিকটে শ্রীযুক্ত আবির্ব্বভূব,
স্বগুণবৃত উদারঃ শঙ্খচক্রাব্জহস্তঃ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কৃষ্ণাষ্টকম্॥

ভ্রান্তি হরণ করেন, যিনি নবঘনের ন্যায় শ্যামকলেবর, যিনি রামরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি ব্রজবালকদিগের বয়স্য, যিনি অর্জ্জুনের সখা, যিনি নিজে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, অথচ যিনি সকলের জনক, যিনি সদাচারীদিগকে যথোচিত সুখপ্রদান করিয়া থাকেন, যিনি সকলের আশ্রয় ও ত্রিলোকের ঈশ্বর, সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥ ৭ ॥

যখন যখন এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলে ধর্ম্মবিপ্লব উপস্থিত হইয়া জগৎকে বিত্রস্ত করিয়াছে, তখনই যিনি সর্ব্বলোকের স্বামীরূপে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মঘাতকদিগের বিনাশসাধন পূর্ব্বক শান্তিস্থাপন করিয়াছেন, যিনি এই জগতে সৎপদার্থমাত্রের বিধানকর্ত্তা, যিনি সর্ব্ববিকারশূন্য, নিগমাদি শাস্ত্রে যাঁহার গুণগান বর্ণিত আছে, সকলের আশ্রয়, ত্রিলোকেশ্বর সেই বিষ্ণু আমার নয়নগোচর হউন ॥৮॥

পরিব্রাজকবর শ্রীশঙ্করাচার্য্য মাতার মোক্ষের নিমিত্ত উক্ত প্রকারে হরির আরাধনা করিয়াছিলেন। তদনন্তর শ্রুতিসকল যাঁহার বিশদগুণ কীর্ত্তন করিয়াছে, সেই সকলের আদীভূত জগতের পরমাত্মরূপী শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মহস্ত স্বগুণবিশিষ্ট হরি যতিপ্রবর শঙ্করের নিকটে আবির্ভূত হইলেন। ৯ ॥

ইতি কৃষ্ণাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

অচ্যুতাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

অচ্যুতং কেশবং রামং নারায়ণং কৃষ্ণং দামোদরং হরিম্।
শ্রীধরং মাধবং গোপিকাবল্লভং জানকীনায়কং রামচন্দ্রং ভজে ॥ ১ ॥
অচ্যুতং কেশবং সত্যভামাধবং মাধবং শ্রীধরং রাধিকারাধিতম্।
ইন্দিরামন্দিরং চেতসা সুন্দরং দেবকীনন্দনন্দনং সন্দধে ॥ ২ ॥
বিষ্ণবে জিষ্ণবে শঙ্খিনে চক্রিণে রুক্মিণীরাগিণে জানকীজানয়ে।
বল্লবীবল্লভার্চ্চিতায়াত্মনে কংসবিধ্বংসিনে বংশিনে তে নমঃ ॥ ৩ ॥
কৃষ্ণ গোবিন্দ হে রাম নারায়ণ শ্রীপতে বাসুদেবাজিত শ্রীনিধে।
অচ্যুতানন্ত হে মাধবাধোক্ষজ দ্বারকানায়ক দ্রৌপদীরক্ষক ॥ ৪ ॥
রাক্ষসক্ষোভিতঃ সীতয়া শোভিতো দণ্ডকারণ্যভূপুণ্যতাকারণম্।
লক্ষ্মণেনান্বিতো বানরৈঃ সেবিতোঽগস্ত্যসম্পূজিতো রাঘবঃ পাতু মাম্॥৫॥

যিনি অচ্যুত, কেশব, রাম, নারায়ণ, কৃষ্ণ, দামোদর, বাসুদেব, হরি, শ্রীধর, মাধব, গোপিকাবল্লভ, জানকীনায়ক এবং রামচন্দ্র ইত্যাদি নামে অভিহিত হন, সেই নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ১

যিনি অচ্যুত ও কেশব নামে অভিহিত হন, যিনি সত্যভামার স্বামী, রাধিকার আরাধিত, যিনি লক্ষ্মীর আবাসস্থান, দেবকীনন্দন, সকলের আনন্দ-দায়ক, সেই জগন্মোহন নারায়ণকে চিন্তা করি ॥ ২ ॥

যিনি বিষ্ণু, জয়শীল, শঙ্খধারী ও চক্রহস্ত, যিনি রুক্মিণীতে অনুরক্ত আছেন, যিনি জানকীর প্রিয়পতি, যিনি গোপীগণের প্রাণবল্লভ, যিনি ত্রিজগতের অর্চ্চিত, পরমাত্মরূপী, কংসধ্বংসকারী ও বংশীবাদনতৎপর, তাঁহাকে নমস্কার করি ॥ ৩।

হে কৃষ্ণ, হে গোবিন্দ, হে রাম, হে নারায়ণ, হে শ্রীপতে, হে বাসুদেব, হে অজিত, হে শ্রীনিবাস, হে অচ্যুত, হে অনন্ত, হে মাধব, হে অধোক্ষজ, হে দ্বারকানাথ, হে দ্রৌপদীরক্ষক! তোমার চরণে কোটি কোটি প্রণাম করি ॥৪।

যে শ্রীরামচন্দ্র রাক্ষসবংশ ধ্বংস করিয়া সীতাদেবীর সহিত আগমন করিয়া দণ্ডকারণ্য পবিত্র করিয়াছিলেন, অনন্তর লক্ষ্মণের সহিত মিলিত হইয়া আগমন করিলে বানরগণ তাঁহার সেবা করে এবং অগস্ত্য মুনি তাঁহাকে অর্চনা করিয়াছিলেন, সেই রঘুকুলতিলক নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৫ ।

ধেনুকারিষ্টকোঽনিষ্টকৃদ্দ্বেষিণাং কেশিহা কংসহৃদ্বংশিকাবাদকঃ।
পূতনাকোপকঃ সূরজাখেলনো বালগোপালকঃ পাতু মাং সর্ব্বদা ॥ ৬ ॥
বিদ্যুদুদ্দ্যোতবৎ প্রস্ফুরদ্বাসসং প্রাবৃড়ম্ভোদবৎপ্রোল্লসদ্বিগ্রহম্।
বন্যয়া মালয়া শোভিতোরঃস্থলং লোহিতাঙ্ঘ্রিদ্বয়ং বারিজাক্ষং ভজে ॥ ৭ ॥
কুঞ্চিতৈঃ কুন্তলৈর্ভ্রাজমানাননং চন্দ্রমৌলিং লসৎকুণ্ডলং গণ্ডয়োঃ।
হারকেয়ূরকং কঙ্কণপ্রোজ্জ্বলং কিঙ্কিণীমঞ্জুলং শ্যামলন্তং ভজে ॥ ৮ ॥
অচ্যুতস্যাষ্টকং যঃ পঠেদিষ্টদং প্রেমতঃ প্রত্যহং পুরুষঃ সস্পৃহম্।
বৃত্ততঃ সুন্দরং কর্ত্তৃ বিশ্বম্ভরং তস্য বশ্যো হরির্জ্জায়তে সত্বরম্ ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অচ্যুতাষ্টকম্ ॥

যিনি ধেনুকাসুরকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দ্বেষীদিগের অনিষ্টসাধন করেন, যিনি কেশী ও কংসাসুরকে নিপাত করিয়াছেন, যিনি সর্ব্বদা বংশী-বাদনে অনুরক্ত থাকেন, যিনি পূতনার প্রতি কোপ করিয়া তাহার প্রাণবধ করিয়াছিলেন, যিনি বালগোপালবেশে যমুনাতে খেলা করিতেন, এই নারায়ণ আমাকে রক্ষা করুন ॥ ৬ ॥

যাঁহার দেহকান্তি প্রকাশিত বিদ্যুৎপুঞ্জতুল্য সাতিশয় সমুজ্জ্বল, যিনি বর্ষা-কালীন মেঘের ন্যায় প্রগাঢ় শ্যামকলেবর দীপ্তাম্বর যিনি বন্য-কুসুমের মালায় আপন বক্ষঃস্থল শোভিত করিয়াছিলেন, যাঁহার চরণযুগল লোহিতবর্ণ এবং নয়নদ্বয় পদ্মদলের ন্যায় শোভাবিশিষ্ট, সেই নারায়ণকে ভজনা করি ॥ ৭ ॥

যাঁহার মুখমণ্ডল কুঞ্চিত কুন্তলসমূহে সমধিক সমুজ্জ্বল হইয়াছে, যাঁহার মৌলি-প্রদেশ চন্দ্রলাঞ্ছিত চূড়ামণি দ্বারা শোভমান এবং গণ্ডদ্বয়ে সুবর্ণকুণ্ডল বিরাজমান আছে, যাঁহার গলদেশে হার, বাহুতে কেয়ূর, করে কঙ্কণ এবং কটিদেশে মনোহর কিঙ্কিণী শোভা পাইতেছে, সেই শ্যামকলেবর গোপালকে ভজনা করি ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রণয়সহকারে ভক্তিপূর্ব্বক এই অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র পাঠ করে, একবার আবৃত্তিমাত্র বিশ্বম্ভর হরি তাহার বশীভূত হইয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

ইতি অচ্যুতাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

ভগবন্মানসপূজা।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

হৃদম্ভোজে কৃষ্ণঃ সজলজলদশ্যামলতনুঃ,
সরোজাক্ষঃ স্রগ্বী মুকুটকটকাদ্যাভরণবান্।
শরদ্রাকানাথপ্রতিমবদনঃ শ্রীমুরলিকাং,
বহন্ ধ্যেয়ো গোপীগণপরিবৃতঃ কুঙ্কুমচিতঃ ॥ ১ ॥
পয়োঽম্ভোধের্দ্বীপান্মম হৃদয়মায়াহি ভগব-
ন্মণিব্রাজৎকনকবরপীঠং ভজ হরে।
সুচিহ্নৌ তে পাদৌ যদুকুলজ নেনেজ্মি সুজলৈ-
র্গৃহাণেদং দূর্ব্বাফলজলবদর্ঘ্যং মুররিপো ॥ ২ ॥
ত্বমাচামোপেন্দ্র ত্রিদশসরিদম্ভোতি শিশিরং,
ভজস্বেমং পঞ্চামৃতরচিতমাপ্লাবমঘহন্।
দ্যুনদ্যাঃ কালিন্দ্যা অপি কনককুম্ভস্থিতমিদং,
জলং তেন স্নানং কুরু কুরু কুরুষ্বাচমনকম্ ॥ ৩ ॥

যে কৃষ্ণ জলপূর্ণ মেঘের ন্যায় শ্যামকলেবর, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, যিনি মুকুট, মাল্য, কেয়ূর ও বলয়াদি বিভূষণ ধারণ করিয়াছেন, যাঁহার বদন শরৎকালীন চন্দ্রের ন্যায় শোভমান, যিনি মুরলীবাদনে তৎপর আছেন, সেই গোপীগণ পরিবৃত কুঙ্কুমাঙ্কিতদেহ হরিকে হৃদয়কমলে ধ্যান করি ॥ ১ ॥

হে ভগবন্! ক্ষীরোদসাগরের দ্বীপ হইতে আসিয়া আমার হৃদয়রূপ আসন আশ্রয় কর। হে হরে! সেই সুখাসনোপরি মণি-খচিত কনকময় পীঠে উপবেশন কর। হে যদুকুলজ! তোমার সুচিহ্নিত পাদযুগলে যে পাদ্যরূপে সুনির্ম্মল জল প্রদান করিতেছি,তাহা গ্রহণ কর। হে মুরারে! আমি তোমাকে দূর্ব্বাদল, ফল ও জলসমন্বিত অর্ঘ্য প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর ॥ ২ ॥

হে উপেন্দ্র! আমি তোমাকে সুশীতল গঙ্গাজল আচমনীয়রূপে প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা আচমন কর, হে পাপহারিন্! আমি তোমাকে স্নানার্থ পঞ্চামৃতপ্লাবিত গঙ্গা ও যমুনার জল প্রদান করিলাম. তুমি মৎপ্রদত্ত সেই জল দ্বারা স্নান কর ॥ ৩ ॥

তড়িদ্বর্ণে বস্ত্রে ভজ বিজয়কান্তাদিহরণ,
প্রলম্বারিভ্রাতর্মৃদুলমুপবীতং কুরু গলে।
ললাটে পাটীরং মৃগমদযুতং ধারয় হরে,
গৃহাণেদং মাল্যং শতদলতুলস্যাদিরচিতম্॥ ৪ ॥
দশাঙ্গং ধূপং সদ্বরদ চরণাগ্রেঽর্পিতময়ে,
মুখং দীপেনেন্দুপ্রভবরজসা দেবকলয়ে।
ইমৌ পাণী বাণীপতিনুতসকর্পূররজসা,
বিশোধ্যাগ্রে দত্তং সলিলমিদমাচাম নৃহরে॥ ৫ ॥
সদা তৃপ্তান্নং ষড়্রসবদখিলব্যঞ্জনযুতং,
সুবর্ণীপাত্রে গোঘৃতচষকযুক্তো স্থিতমিদম্।
যশোদাসূনো তৎপরমদয়য়াশান সখিভিঃ,
প্রসাদং বাঞ্ছদ্ভিঃ সহ তদনু নীরং পিব বিভো॥ ৬ ॥
সচন্দ্রং তাম্বূলং মুখরুচিকরং ভক্ষয় হরে,
ফলং স্বাদু প্রীত্যা পরিমলবদাস্বাদয় চিরম্।

হে বলানুজ! তুমি অরাতিবর্গকে বিজয় করিয়া অনেক কান্তা আহরণ করিয়াছ, এখন তোমাকে তড়িদ্বর্ণ বস্ত্রদ্বয় প্রদান করিতেছি, তুমি সেই বস্ত্রদ্বয়ের এক বস্ত্র পরিধান কর ও অপর বস্ত্র দ্বারা গলে উত্তরীয় ধারণ কর। হে হরে! ললাটে কস্তূরীমিশ্রিত চন্দন ধারণ কর এবং পদ্ম ও তুলসীনির্ম্মিত মালা প্রদান করিতেছি, তাহা গ্রহণ কর॥ ৪ ॥

হে সদ্বরদাতা! আমি ত্বদীয় চরণসমীপে দশাঙ্গ-ধূপ অর্পণ করিতেছি, তোমার মুখসমীপে চন্দ্রপ্রভাসদৃশ দীপ প্রদান করিলাম, তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত কর, হে ব্রহ্মাদিবন্দ্য,আর আমার এই করদ্বয় শোধন করিয়া তোমাকে কর্পূরবাসিত আচমনীয় জল প্রদান করিতেছি, সেই জল দ্বারা আচমন কর॥ ৫ ॥

হে যশোদানন্দন! আমি গব্যঘৃত ও পানপাত্র-সমন্বিত সুবর্ণপাত্র স্থাপিত করিয়া ষড়্রসসমন্বিত ব্যঞ্জনসহিত অন্ন প্রদান করিতেছি, তুমি আমার প্রতি পরমদয়া প্রকাশ করিয়া প্রসাদাকাঙ্ক্ষী সখিগণের সহিত সেই অন্ন ভোজন কর। হে বিভো! আমার অন্ন ভোজন করিয়া জল পান কর॥ ৬ ॥

হে হরে! আমি মুখরুচিকর সকর্পূর তাম্বূল প্রদান করিতেছি, অনুকম্পাপুরঃসর তুমি সেই তাম্বূল ভক্ষণ কর,আর এই সুগন্ধি ও সুস্বাদু ফল প্রদান করিলাম,

সপর্য্যাপর্য্যাপ্ত্যৈ কনকমণিজাতং স্থিতমিদং,
প্রদীপৈরারর্ত্তিং জলধিতনয়াশ্লিষ্ট রচয়ে॥ ৭॥
দ্বিজাতীয়ৈঃ পুষ্পৈরতিসুরভিভির্বিল্বতুলসী-
যুতৈশ্চেমং পুষ্পাঞ্জলিমজিত তে মূর্দ্ধ্নি নিদধে।
তব প্রাদক্ষিণ্যক্রমণমঘবিধ্বংসি রচিতং,
চতুর্ব্বারং বিষ্ণো জনিপথগতিশ্রান্তবিদুষা॥ ৮॥
নমস্কারোঽষ্টাঙ্গঃ সকলদুরিতধ্বংসনপটুঃ,
কৃতং নৃত্যং গীতং স্তুতিরপি রমাকান্ত ত ইযম্।
তব প্রীত্যৈ ভূয়াদহমপি চ দাসস্তব বিভো,
কৃতং ছিদ্রং পূর্ণং কুরু কুরু নমস্তেঽস্তু ভগবন্॥ ৯॥
সদা সেব্যঃ কৃষ্ণঃ সজলঘননীলঃ করতলে,
দধানো দধ্যন্নং তদনু নবনীতং মুরলিকাম্।
কদাচিৎ কান্তানাং কুচকলসপত্রালিরচনা-
সমাসক্তঃ স্নিগ্ধৈঃ সহশিশুবিহারং বিরচয়ন্॥ ১০॥

প্রীতিপূর্ব্বক সেই ফলাস্বাদন কর। হে লক্ষ্মীসমালিঙ্গিত-কলেবর! তোমার পূজাসিদ্ধ্যর্থ এই কনকমণিসকল স্থাপিত করিয়া প্রদীপ দ্বারা আরতি করিতেছি, আমার এই আরাত্রিক গ্রহণ কর॥ ৭॥

হে অজিত! আমি তোমার মস্তকে নানাবিধ সৌগন্ধ-পরিপূর্ণ পুষ্প ও তুলসী একত্র করিয়া পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলাম। হে বিষ্ণো! আমি জন্ম-মরণের ক্লেশ জানিয়া সেই ক্লেশের পরিহারার্থ চারিবার তোমাকে প্রদক্ষিণ করিলাম, আমার সকল পাপ বিনষ্ট হউক॥ ৮॥

হে রমানাথ! আমি তোমাকে অষ্টাঙ্গ নমস্কার করিতেছি, আমার সকল দুরিত ধ্বংস হউক এবং আমি যে নৃত্যগীত ও স্তব করিতেছি,-তাহাতে তোমার প্রীতি হউক, ইহাই প্রার্থনা। হে বিভো! আমি তোমার দাস হইয়া থাকি, আমার সকল পাপ বিনষ্ট কর, হে ভগবন্! তোমাকে নমস্কার করি॥৯॥

যিনি প্রথমে করতলে দধ্যন্ন, তৎপর নবনীত, অনন্তর বংশী ধারণ করিয়াছেন, সেই নবঘনশ্যামতনু শ্রীকৃষ্ণকে সেবা করা কর্ত্তব্য। যিনি প্রিয়বয়স্যদিগের সহিত বাল্যক্রীড়া করিয়া কখন কখন কামিনীগণের কুচকলসোপরি পত্রাবলি-রচনায় সমাসক্ত ছিলেন, সেই কৃষ্ণ সকলের সেব্য॥ ১০

মণিকর্ণীচ্ছয়া জাতমিদং মানসপূজনম্।
যঃ কুর্ব্বীতোষসি প্রাজ্ঞস্তস্য কৃষ্ণঃ প্রসীদতি ॥ ১১ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ভগবন্মানসপূজনম্।

হরিস্তুতি।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যোষ্যে ভক্ত্যা বিষ্ণুমনাদিং জগদাদিং, যস্মিন্নেতৎ সংস্থতিচক্রং ভ্রমতীত্থম্।
যস্মিন্ দৃষ্টে নশ্যতি তৎ সংস্থতিচক্রং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১॥
যস্যৈকাংশাদিত্থমশেষং জগদেতৎ, প্রাদুর্ভূতং যেন পিনদ্ধং পুনরিত্থম্।
যেন ব্যাপ্তং যেন বিবুদ্ধং সুখদুঃখং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ২॥
সর্ব্বজ্ঞো যো যশ্চ হি সর্ব্বঃ সকলো যো,যশ্চানন্দোঽনন্তগুণো যো গুণধামা।
যশ্চাব্যক্তো ব্যস্তসমস্তং সদসদ্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩ ॥

এই মানসপূজা ভগবান্ মণিকর্ণী বিষ্ণুর ইচ্ছায় উদ্ভূত। যে প্রাজ্ঞব্যক্তি প্রত্যূষ-সময়ে উক্তরূপে বিষ্ণুর মানসপূজা করে,নারায়ণ তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ।১১॥
ইতি ভগবন্মানসপূজা সম্পূর্ণ।

যাঁহার আদি নাই, যিনি জগতের আদি এবং যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া এই সংসারচক্র নিরন্তর এইরূপে ভ্রমণ করিতেছে, যে হরিকে দর্শন করিলে সংসার-চক্র বিনাশ পায়, আমি সেই সংসাররূপ অন্ধকারনাশী হরিকে স্তব করি॥ ১ ॥

এই অশেষ জগৎ যাঁহার একাংশ হইতে এইরূপ ভাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, যিনি এই জগৎকে পুনরায় এইরূপ ভাবে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন,যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিয়া আছেন, যিনি জগতের সুখ-দুঃখ বিশেষরূপে পরিজ্ঞাত অর্থাৎ যাঁহার সান্নিধ্যবশতই জীব সুখ-দুঃখাদি বোধ করিতে পারে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করিয়া থাকেন, সেই হরিকে স্তব করি। ২॥

যিনি সর্ব্বজ্ঞ,যিনি সর্ব্বময় হইয়াও কলাযুক্ত অর্থাৎ অংশবিভক্তরূপে প্রতীয়মান হয়েন, যিনি আনন্দস্বরূপ, যাঁহার গুণের অন্ত নাই, যিনি সকল গুণের আধার, যিনি অব্যক্তভাবে সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছেন, যিনি সদসৎ সমুদয় পদার্থ-স্বরূপ, যিনি এই বিশ্বস্থ পদার্থের পূর্ণসমষ্টি হইয়াও সর্ব্বগতত্বহেতু অংশে বিভক্ত এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,সেই হরিকে স্তব করি।৩

যস্মাদন্যং নাস্ত্যপি নৈবং পরমার্থং, দৃশ্যাদন্যো নির্ব্বিষয়জ্ঞানময়ত্বাৎ।
জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়বিহীনোঽপি সদাজ্ঞস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৪ ॥
আচার্য্যেভ্যো লব্ধসুসূক্ষ্মাচ্যুততত্ত্বা বৈরাগ্যেণাভ্যাসবলাচ্চৈব দ্রঢিম্না।
ভক্ত্যৈকাগ্রধ্যানপরা যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৫॥
প্রাণানায়ম্যোমিতি চিত্তং হৃদি রুদ্ধ্বা, নান্যৎ স্মৃত্বা তৎ পুনরত্রৈব বিলোপ্য।
ক্ষীণে চিত্তে ভাদৃশিরস্মীতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৬॥
যং ব্রহ্মাখ্যং দেবমনন্যং পরিপূর্ণং, হৃৎস্থং ভক্তৈর্লভ্যমজং সূক্ষ্মমতর্ক্যম্।
ধ্যাত্বাত্মস্থং ব্রহ্মবিদো যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৭॥
মাত্রাতীতং স্বাত্মবিকাশাত্মবিবোধং, জ্ঞেয়াতীতং জ্ঞানময়ং হৃদ্যুপলভ্যম্।
ভাবগ্রাহ্যানন্দমনন্যং চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৮ ॥

এই ব্রহ্মাণ্ডে যাঁহা ভিন্ন অন্য কোন পদার্থ বা পরমার্থ আর নাই, যিনি নির্ব্বিষয় ও জ্ঞানময় বলিয়া দৃশ্যমান জগৎ হইতে ভিন্ন, যিনি জ্ঞাতা, জ্ঞান ও জ্ঞেয়বিহীন হইয়াও সর্ব্বদা জ্ঞানময় এবং যিনি এই সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪ ॥

আচার্য্যগণের নিকট সূক্ষ্ম অচ্যুততত্ত্ব জানিলে এবং বৈরাগ্য ও অভ্যাসবশতঃ দৃঢ়ভক্তিসহকারে একাগ্রচিত্তে ধ্যান করিলে, ব্রহ্মবিদগণ যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকার বিনাশ করেন, সেই হরিকে স্তব করি॥৫॥

প্রাণায়াম করিয়া ওঁ শব্দ উচ্চারণ করত হৃদয়ে চিত্তনিরোধপূর্ব্বক অন্যস্মরণ পরিত্যাগ করিয়া যাঁহাতে বিলীন করিলে যখন চিত্তবৃত্তি সকল ক্ষীণ হইয়া থাকে, তখন যাঁহাকে তেজোময় অহংপদার্থ বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥৬॥

যিনি ব্রহ্মনামে অভিহিত, যাঁহা হইতে অন্য দেব নাই, যিনি পরিপূর্ণ, সূক্ষ্ম, ভক্তগণের লভ্য, যাঁহার জন্ম নাই, সকলের হৃদয়স্থ থাকিলেও যাঁহার অধিষ্ঠান সহজে উপলব্ধি হয় না, ব্রহ্মবিদ্গণ যাঁহাকে আত্মস্থ করিয়া ধ্যান করত ঈশ্বর বলিয়া জানেন, যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥৭॥

যিনি মায়াতীত অর্থাৎ রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-জগতের অতীত, যিনি স্বপ্রকাশমান, যিনি আপনিই আপনাকে জানেন, যাঁহার জ্ঞেয় নাই, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহাকে কেবল ভাবদ্বারাই গ্রহণ বা স্পর্শ করা যায় ও যিনি আনন্দময়, যাঁহাকে যোগিগণ অদ্বিতীয় বলিয়া জানেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৮ ॥

যদ্যদ্বেদ্যং বস্তু সতত্ত্বং বিষয়াখ্যং, তত্তদ্ব্রহ্মৈবেতি বিদিত্বা তদহং চ।
ধ্যায়ন্ত্যেবং যং সনকাদ্যা মুনয়োহজং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৯ ॥
যদ্যদ্বেদ্যং তত্তদহং নেতি বিহায়, স্বাত্মজ্যোতির্জ্ঞানময়ানন্দমবাপ্য।
তস্মিন্নস্মীত্যাত্মবিদো যং বিদুরীশং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১০ ॥
হিত্বা হিত্বা দৃশ্যমশেষং সবিকল্পং, মত্বা শিষ্টং ভাদৃশিমাত্রং গগনাভম্।
ত্যক্ত্বা দেহং যং প্রবিশন্ত্যচ্যুতভক্তাস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বত্রাস্তে সর্ব্বশরীরী ন চ সর্ব্বঃ, সর্ব্বং বেত্ত্যেবেহ ন যং বেত্তি চ সর্ব্বঃ।
সর্ব্বত্রান্তর্যামিতয়েত্থং যময়ন্ যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১২ ॥
সর্ব্বং দৃষ্ট্বা স্বাত্মনি যুক্ত্যা জগদেতদ্দৃষ্ট্বাত্মানং চৈবমজং সর্ব্বজনেষু।
সর্ব্বাত্মৈকোঽস্মীতি বিদুর্যং জনহৃৎস্থং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৩॥

যে যে বস্তু জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, স্ব স্ব তত্ত্ব সহিত সেই সমুদয় বস্তুই ব্রহ্ম এবং আমিও সেই ব্রহ্মপদার্থ, এইরূপে সনকাদি মুনিগণ যাঁহাকে ধ্যান করিয়াছেন এবং যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৯ ॥

যে যে বেদ্যবস্তু আছে, তাহার কিছুই আমি নহি, আমি তাহাতে সংবদ্ধ নাই, ইত্যাদি প্রকারে তন্ন তন্নরূপে আত্মজ্যোতিঃস্বরূপ জ্ঞানময় আনন্দ লাভ করিয়া আত্মজ্ঞানীরা সকল পদার্থে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানেন, যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১০ ॥

এই জগতের দৃশ্য পদার্থসকল সবিকল্পক জ্ঞান করিয়া তন্ন তন্নরূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিবেচনা করিলে যিনি একমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া বোধ হয়,যিনি তেজোময় গগনের ন্যায় অনন্ত,ক্ষয়হীন, চ্যুতিহীন, ব্রহ্মের ভক্তগণ দেহত্যাগান্তে যাঁহাতে প্রবেশ করে, যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥১১॥

ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বস্থানে সকল জীবদেহে বর্ত্তমান থাকিলেও যিনি সর্ব্বজীব হইতে স্বতন্ত্র, যিনি সকল জানিলেও সকলে যাঁহাকে জানিতে পারে না, যিনি অন্তর্যামিরূপে সর্ব্বহৃদয়ে বিদ্যমান বলিয়া সংযম অবলম্বন করিলে যাঁহাকে জানিতে পারে,যিনি সংসারভ্রমরূপ অন্ধকারনাশী, সেই হরিকে স্তব করি ॥১২॥

স্বীয় আত্মাতে সকল জগৎ দর্শন করিয়াও যে সনাতন পুরুষকে সকলের আত্মা বলিয়া জানা যায়,আর সকলের আত্মাই আমি এবং সর্ব্বহৃদয়েই অধিষ্ঠিত আছি, এইরূপ জ্ঞানে ব্রহ্মবিদ্গণ যাঁহাকে জানিয়া থাকেন, আর যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥১৩॥

সর্ব্বত্রৈকঃ পশ্যতি জিঘ্রত্যথ ভুঙ্‌ক্তে, স্রষ্টা শ্রোতা বুধ্যতি চেত্যাহুরিমং যম্।
সাক্ষী চাস্তে কর্ত্তৃষু পশ্যন্নিতি চান্যে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৪॥
পশ্যন্ শৃণ্বন্নত্র বিজানন্ রসয়ন্ সন্, জিঘ্রন্ বিভ্রদ্দেহমিমং জীবতয়েত্থম্।
ইত্যাত্মানং যং বিদুরীশং বিষয়জ্ঞং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৫॥
জাগ্রদ্দৃষ্ট্বা স্থূলপদার্থানথ মায়াং, দৃষ্ট্বা স্বপ্নেঽথাপি সুষুপ্তৌ সুখনিদ্রাম্।
ইত্যাত্মানং বীক্ষ্য মুদাস্তে চ তুরীয়ে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥১৬॥
পশ্যন্ শুদ্ধোঽপ্যক্ষর একো গুণভেদান্নানাকারান্ স্ফটিকবদ্ভাতি বিচিত্রঃ।
ভিন্নশ্ছিন্নশ্চায়মজঃ কর্ম্মফলৈর্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৭ ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণূ রুদ্রহুতাশৌ রবিচন্দ্রাবিন্দ্রো বায়ুর্যম ইতীত্থং পরিকল্প্য।
একং সন্তং যং বহুধাহুর্ম্মতিভেদাত্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ১৮ ॥

যে এক পুরুষ সর্ব্বত্র দর্শন করিতেছেন, আঘ্রাণ করিতেছেন, ভোজন করিতেছেন, দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ করিতেছেন ও জানিতেছেন, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায়, যিনি সকলের সাক্ষিরূপে বিদ্যমান আছেন, অপর সকলেই যাঁহাকে কর্ত্তা বলিয়া জানে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৪ ॥

যিনি একমাত্র এই জগতে দর্শনকর্ত্তা, শ্রবণকর্ত্তা, জ্ঞানকর্ত্তা, রসাস্বাদন-কর্ত্তা,ঘ্রাণকর্ত্তা ও যিনি জীবরূপে এই দেহ ধারণ করিয়া বর্ত্তমান আছেন, এই-রূপে যাঁহাকে আত্মা বলিয়া জানা যায়, যিনি সর্ব্ববিষয়জ্ঞ এবং যিনি সংসা-রের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥১৫ ॥

যিনি জাগরণকালে স্থূলপদার্থসকল দর্শন করেন, স্বপ্নাবস্থায় মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করেন, সুষুপ্তিকালে সুখনিদ্রা ভোগ করেন, এইরূপে যিনি আপনাকে সর্ব্বপ্রাণীর আত্মা বলিয়া জানিয়া তুরীয় আনন্দ উপভোগ করেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,আমি সেই হরিকে স্তব করি॥১৬॥

যেমন এক স্ফটিকমণি বিবিধ বর্ণের সঙ্গবশতঃ নানারূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ যে অদ্বিতীয় এবং শুদ্ধ ও শাশ্বত জ্ঞানময় পুরুষ গুণভেদে নানা-প্রকারে প্রকাশ পাইতেছেন, যিনি অজন্মা হইয়াও কর্ম্মফলানুসারে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ১৭ ॥

সেই সৎপুরুষ এক এবং অবিনাশী হইলেও বুদ্ধিভেদবশতঃ লোকে তাঁহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র, বায়ু, যম ইত্যাদি নানাপ্রকারে কল্পনা

সত্যং জ্ঞানং শুদ্ধমনন্তং ব্যতিরিক্তং, শান্তং গূঢ়ং নিষ্কলমানন্দমনন্যম্।
ইত্যাহাদৌ যং বরুণোঽসৌ ভৃগবেঽজং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥১৯॥
কোশানেতান্ পঞ্চ রসাদীনতিহায়, ব্রহ্মাস্মীতি স্বাত্মনি নিশ্চিত্য দৃশিস্থঃ।
পিত্রাদিষ্টো বেদ ভৃগুর্যং যজুরন্তে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২০॥
যেনাবিষ্টো যস্য চ শক্ত্যা যদধীনঃ ক্ষেত্রজ্ঞোঽয়ং কারয়িতা জন্তুষু কর্ত্তুঃ।
কর্ত্তা ভোক্তাত্মাত্র হি চিচ্ছক্ত্যধিরূঢ়স্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২১॥
সৃষ্ট্বা সর্ব্বং স্বাত্মতয়ৈবেত্থমতর্ক্যং, ব্যাপ্যাথান্তঃ কৃৎস্নমিদং সৃষ্টমশেষম্।
সচ্চ ত্যচ্চাভূৎ পরমাত্মা স য একস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২২॥
বেদান্তৈশ্চাধ্যাত্মিকশাস্ত্রৈশ্চ পুরাণৈঃ, শাস্ত্রৈশ্চান্যৈঃ শাশ্বততন্ত্রৈশ্চ যমীশম্।
দৃষ্ট্বাথান্তশ্চেতসি বুদ্ধ্বা বিবিশুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২৩॥

করিয়া অর্চ্চনা করিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥১৮॥

যিনি সত্য, শুদ্ধ, জ্ঞানময়, অনন্ত, সকলের অতিরিক্ত, শান্ত, গূঢ়, নিষ্কল, আনন্দময় ইত্যাদিরূপে বরুণ ভৃগুকে যে সনাতন ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, যিনি জন্মরহিত ও সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী, সেই হরিকে স্তব করি॥১৯॥

বরুণতনয় ভৃগু পূর্ব্বোক্ত প্রকারে পিতৃকর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইয়া, আমি অন্নময়াদি পঞ্চকোশের অতীত এবং রসাদির অতিরিক্ত পরব্রহ্ম, এইরূপে আত্মাকে নিশ্চয় করিয়া সংযতদৃষ্টির সাহায্যে যাঁহাকে জানিয়া অন্তকালে অর্চ্চনা করিয়াছিলেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারবিনাশক, আমি সেই হরিকে স্তব করি২০॥

যৎকর্ত্তৃক জীব আবিষ্ট হইয়া যাঁহার শক্তিতে বিদ্যমান আছে, এই আত্মা যাঁহার অধীন রহিয়াছে, যিনি জন্তুদিগের মধ্যে কর্ত্তাকে প্রেরণ করেন, প্রকৃত পক্ষে যিনিই কর্ত্তা, ভোক্তা ও চিৎশক্তিতে অধিরূঢ় আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥২১॥

যিনি সকল সৃষ্টি করিয়াছেন ও সকলের আত্মস্বরূপে আছেন, যিনি সর্ব্বব্যাপী অথচ সকলের অতর্ক্য; যিনি সত্য, তৎ, পরমাত্মা ও অদ্বিতীয় পুরুষ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানান্ধকারবিনাশী, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥২২॥

বেদান্ত শাস্ত্র, আধ্যাত্মিক শাস্ত্র, পুরাণ শাস্ত্র এবং অন্যান্য শাশ্বত তন্ত্রশাস্ত্র যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছে, আত্মজ্ঞানিগণ যাঁহাকে আপন চিত্তমধ্যে জানিয়া তাঁহাতে প্রবেশ করিয়া থাকেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥২৩॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানশমাদ্যৈর্যত্নমানৈর্জ্ঞাতুং শক্যো দেব ইহৈবাশু য ঈশঃ।
দুর্ব্বিজ্ঞেয়ো জন্মশতৈশ্চাপি বিনা তৈস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২৪॥
যস্যাতর্ক্যং স্বাত্মবিভূতেঃ পরমার্থং, সর্ব্বং খল্বিত্যত্র নিরুক্তং শ্রুতিবিদ্ভিঃ।
তজ্জাদিত্বাদব্ধিতরঙ্গাভমভিন্নং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ২৫ ॥
দৃষ্ট্বা গীতাস্বক্ষরতত্ত্বং বিধিনাজং, ভক্ত্যা গুর্ব্ব্যা লভ্যং হৃদিস্থং দৃশিমাত্রম্।
ধ্যাত্বা তস্মিন্নস্ম্যহমিত্যত্র বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২৬॥
ক্ষেত্রজ্ঞত্বং প্রাপ্য বিভুঃ পঞ্চমুখৈর্যো, ভুঙ্‌ক্তেঽজস্রং ভোগ্যপদার্থান্ প্রকৃতিস্থঃ।
ক্ষেত্রে ক্ষেত্রেঽপ্স্বিন্দুবদেকো বহুধাস্তে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥২৭॥
যুক্ত্যালোড্য ব্যাসবচাংস্যত্র হি লভ্যঃ, ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞান্তরবিদ্ভিঃ পুরুষাখ্যঃ।
যোঽহং সোঽসৌ সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশংহরিমীড়ে॥২৮

শ্রদ্ধা, ভক্তি, ধ্যান ও শমদমাদি সাধন করিয়া বিশেষ যত্ন সহকারে চিন্তা করিলে ইহজন্মে শীঘ্র যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায়, কিন্তু উক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রভৃতি ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও যাঁহাকে জানা যাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥২৪॥

যাঁহার স্বরূপ অতর্ক্য এবং শ্রুতিবিৎ মুনিগণ 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', এইরূপে যাঁহার স্বরূপ নিরূপণ করিয়াছেন, তজ্জাত সমুদয় পদার্থ ও তিনি সাগর ও সাগর-তরঙ্গের ন্যায় অভিন্ন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৫॥

গীতাতে অক্ষরতত্ত্ব দর্শন করিলে বিধিপূর্ব্বক গুরুতর ভক্তি-সহকারে যে সনাতন ব্রহ্ম হৃদিস্থ হইয়া উপলব্ধ হন, আর নিরন্তর যাঁহার ধ্যান করিলে 'আমিই সেই পরমব্রহ্ম', এইরূপে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৬॥

প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া যে বিভু জীবাত্মভাব প্রাপ্তিপূর্ব্বক পঞ্চমুখে অনবরত ভোগ্য পদার্থ সকল ভোজন করিতেছেন, আর যেমন একই চন্দ্র সকল জলে প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ যিনি সর্ব্বদেহে আছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৭॥

দেহ ও আত্মার ভেদাভিজ্ঞ ব্যক্তিরা যুক্তি-সহকারে ব্যাসবাক্য সকল আলোচনা করিয়া যে পুরুষকে লাভ করিতে পারেন, আর যে পরমাত্মপুরুষকে "যে আমি, সেই তিনি, আমিই তিনি" ইত্যাদি বাক্যে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৮

একীকৃত্যানেকশরীরস্থমিমং জ্ঞং, যং বিজ্ঞায়েহৈব স এবাশু ভবতি।
যস্মিঁল্লীনা নেহ পুনর্জন্ম লভন্তে, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ২৯॥
দ্বন্দ্বৈকত্বং যচ্চ মধুব্রাহ্মণবাক্যৈঃ, কৃত্বা শক্রোপাসনমাসাদ্য বিভূত্যা।
যোঽসৌ সোঽহং সোঽস্ম্যহমেবেতি বিদুর্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥৩০
যোঽয়ং দেবে চেষ্টয়িতান্তঃকরণস্থঃ সূর্য্যে চাসৌ তাপয়িতা সোঽস্ম্যহমেব।
ইত্যাত্মৈক্যোপাসনয়া যং বিদুরীশং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩১॥
বিজ্ঞানাংশো যস্য সতঃ শক্ত্যধিরূঢ়ো, বুদ্ধির্বুধ্যত্যত্র বহির্বোধ্যপদার্থান্।
নৈবান্তঃস্থং বুধ্যতি যং বোধয়িতারং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩২॥
কোঽয়ং দেহে দেব ইতীত্থং সুবিচার্য্য, জ্ঞাতা শ্রোতানন্দয়িতা চৈব হি দেবঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞাংশ ইহাস্মীতি বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৩॥

বিজ্ঞব্যক্তিরা অনেকশরীরস্থ যে আত্মাকে এক বলিয়া জানিতে পারিলে ইহকালেই তত্ত্বজ্ঞানী হইতে পারে, যাঁহাতে একবারমাত্র লীন হইতে পারিলে পুনর্ব্বার জন্মগ্রহণ করিতে হয় না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ২৯॥

বেদাদির বাক্যানুসারে জীবাত্মা ও পরমাত্মার ঐক্য ভাবনা পূর্ব্বক ইন্দ্রাদির উপাসনা করিয়া"আমিই সেই আত্মা ও সেই আত্মাই আমি"এইরূপে যাঁহাকে জানিয়া থাকে এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩০॥

যিনি দেবগণের অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চেষ্টা উৎপাদন করেন, যিনি সূর্য্যে অধিষ্ঠিত হইয়া তাপ প্রদান করিয়াছেন, আমিই সেই আত্মা, ইত্যাদি বাক্যে উপাসনা করিলে যাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩১॥

যে সৎপুরুষের শক্তি হইতে বিজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, যাঁহার শক্তিতে বুদ্ধি অন্তর্গতা হইয়াও বাহ্য-বোধ্য পদার্থসকলের বোধ জন্মায়, কিন্তু সেই বুদ্ধি যে অন্তঃস্থ বোধয়িতা পুরুষকে জানাইতে পারে না এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩২॥

এই দেহে কোন্ দেব আছেন? এইরূপে বিচার করিলে যিনি জ্ঞাতা,শ্রোতা ও আনন্দয়িতা, তিনি এই দেহের অধিষ্ঠিত দেব, এইরূপে আলোচনা করিলে আমিই সেই পরমাত্মা দেব,এই প্রকারে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৩৩॥

কো হ্যেবান্যাদাত্মনি ন স্যাদয়মেষ, হ্যেবানন্দঃ প্রাণিতি চাপানিতি চেতি।
ইত্যস্তিত্বং বক্ত্যুপপত্ত্যা শ্রুতিরেষা, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৪॥
প্রাণো বাহং বাক্‌শ্রবণাদীনি মনো বা, বুদ্ধির্ব্বাহং ব্যস্ত উতাহোঽপি সমস্তঃ।
ইত্যালোচ্য জ্ঞপ্তিরিহাস্মীতি বিদুর্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৫॥
নাহং প্রাণো নৈব শরীরং ন মনোঽহং, নাহং বুদ্ধির্নাহমহঙ্কারধিয়ৌ চ।
যোঽত্র জ্ঞাংশঃ সোঽস্ম্যহমেতি বিদুর্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৬॥
সত্তামাত্রং কেবলবিজ্ঞানমজং সৎ, সূক্ষ্মং নিত্যং তত্ত্বমসীত্যাত্মসুতায়।
সাম্নামন্তে প্রাহ পিতা যং বিভুমাদ্যং,তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥৩৭॥

আত্মা ভিন্ন আর কে এমন আছে যে, এই দেহমধ্যে প্রাণাপানাদি বায়ুর কার্য্য করাইতে পারে,এক আত্মাই আনন্দময় ও তিনিই প্রাণাদি বায়ুর কার্য্য করাইতেছেন, ইত্যাদিরূপে উপপত্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রুতি যাঁহার অস্তিত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৪ ॥

আমি প্রাণ,আমি বাক্য,আমি শ্রবণাদি ইন্দ্রিয়,আমি মন,আমি বুদ্ধি অথবা এই প্রাণাদি পৃথক্‌রূপে ও সমস্তরূপে আমিই বিদ্যমান আছি, এইরূপে আলোচনা করিলে জ্ঞান হয় যে, আমি প্রাণাদির আশ্রয়রূপে আছি। এই প্রকারে যে হরিকে আত্মা বলিয়া জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৫ ॥

আমি প্রাণ নহি,শরীর নহি,মন নহি,বুদ্ধি নহি, অহঙ্কার নহি,চিত্তবৃত্তি নহি, যে হেতু,ঐ প্রাণাদি ভৌতিক পদার্থ ও দৃশ্য সাবয়ব ঘটনাদির ন্যায় উপচয়াচয়-শালী। বিশেষতঃ আমার প্রাণ ও আমার শরীর ইত্যাদি জ্ঞান হয়। তবে যিনি দৃশ্যত্বাদি-ধর্ম্মরহিত, প্রাণাদির সাক্ষী এবং জ্ঞানময়, তিনিই আমি, এইরূপে যাঁহাকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৬ ॥

যাঁহার সত্তামাত্র প্রতীতি হয়, যিনি অদ্বিতীয়, যিনি জ্ঞানময়, যাঁহার জন্ম নাই, যিনি সৎস্বরূপ সূক্ষ্ম ও নিত্য আর যিনি তত্ত্বমসি ইত্যাদি বাক্যের বিষয়, এইরূপে উদ্দালক স্বীয় পুত্র শ্বেতকেতুকে যে বিভু ও জগদাদীভূত হরিকে পরমাত্মা বলিয়া উপদেশ করিয়াছেন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৭ ॥

ভামূর্ত্তে পূর্ব্বমপোহ্যাথ সমাধৌ, দৃশ্যং সর্ব্বং নেতি চ নেতীতি বিহায়।
চৈতন্যাংশে স্বাত্মনি সন্তঞ্চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৩৮ ॥
ওতং প্রোতং যত্র চ সর্ব্বং গগনান্তং, যোঽস্থূলানণ্বাদিষু সিদ্ধোঽক্ষরসংজ্ঞঃ।
জ্ঞাতাতোঽন্যো নেত্যুপলভ্যো ন চ বেদ্যস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥৩৯॥
যাবৎ সর্ব্বং সত্যমিবাভাতি তথেতদ্যাবৎ,সোঽস্মীত্যাত্মনি যো জ্ঞো ন হি দৃষ্টঃ।
দৃষ্টে তস্মিন্ সর্ব্বমসত্যং ভবতীদং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪০ ॥
রাগমুক্তং লোহযুতং হৈম যথাগ্নৌ, যোগাষ্টাঙ্গৈরুজ্জ্বলিতজ্ঞানময়াগ্নৌ।
দগ্ধ্বাত্মানং জ্ঞং পরিশিষ্টঞ্চ বিদুর্যং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে ॥ ৪১ ॥

আত্মতত্ত্বানুসন্ধানকারী যোগিগণ অগ্রে মূর্ত্তামূর্ত্ত সকল পদার্থ পরিত্যাগ করিয়া সমাধিকালেও দৃশ্য পদার্থসকলকে নেতি নেতি বাক্যে নিরাস পূর্ব্বক স্বীয় আত্মায় যাঁহাকে চৈতন্যময় বলিয়া জানিয়াছেন, যিনি এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড-মধ্যে একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৮ ॥

যাঁহাতে ক্ষিতি,জল,তেজ,বায়ু ও আকাশ এই পঞ্চভূত সর্ব্বতোভাবে পরি-ব্যাপ্ত আছে, যিনি "স্থূল নহেন বা সূক্ষ্ম নহেন" ইত্যাদি বাক্যে সিদ্ধ আছেন, যিনি অক্ষরসংজ্ঞক অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয়োদয় নাই, যিনি ভিন্ন আর কেহ সর্ব্বজ্ঞাতা নহেন, যাঁহাকে কেহ কখনও লাভ করিতে পারে না, যিনি জ্ঞানমাত্রের গম্য, যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৩৯ ॥

যাবৎ আমিই সেই পরমাত্মা, এইরূপে জ্ঞানী ব্যক্তির হৃদয়ে সেই পরমাত্ম-মূর্ত্তির দর্শন না হয়,তাবৎ সকল পদার্থই সত্য বলিয়া বোধ হইতে থাকে। অন-ন্তর যখন সেই পরমাত্মরূপী হরির জ্ঞান হয়,তখন সকলই অসত্য বলিয়া প্রতীতি হইয়া থাকে অর্থাৎ কেবল একমাত্র যাঁহাকে সংসারের সার বলিয়া বোধ হয়, যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন,সেই হরিকে স্তব করি ॥৪০॥

যেমন সুরঞ্জিত লৌহযুক্ত সুবর্ণকে অগ্নিতে দগ্ধ করিলে সেই রাগ ও লৌহ ভস্মীভূত হইয়া কেবল সুবর্ণমাত্র অবশিষ্ট থাকে,সেইরূপ অষ্টাঙ্গযোগসাধন দ্বারা সমুজ্জল জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করিলে কেবল একমাত্র পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, এইরূপে যে পরাৎপর পরমাত্মরূপী হরিকে জানা যায় এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি ॥ ৪১ ॥

যং বিজ্ঞানজ্যোতিষমাদ্যং সুবিভাতং, হৃদ্যর্কেন্দ্বগ্ন্যোকসমীড্যং তড়িদাভম্।
ভক্ত্যারাধ্যেহৈব বিশন্ত্যাত্মনি সন্তং, তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥৪২॥
পায়াভক্তং স্বাত্মনি সন্তং পুরুষং যো,ভক্ত্যা স্তৌতীত্যাঙ্গিরসং বিষ্ণুরিমং মাম।
ইত্যাত্মানং স্বাত্মনি সংহৃত্য সদৈকস্তং সংসারধ্বান্তবিনাশং হরিমীড়ে॥ ৪৩॥
ইত্থং স্তোত্রং ভক্তজনেড্যং ভবভীতিধ্বান্তার্কাভং ভগবৎপাদীয়মিদং যঃ।
বিষ্ণোর্লোকং পঠতি শৃণোতি ব্রজতি জ্ঞো, জ্ঞানং জ্ঞেয়ং স্বাত্মনি চাপ্নোতি
মনুষ্যঃ॥ ৪৪॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা হরিস্তুতিঃ॥

যিনি বিজ্ঞানময়,জ্যোতিষ্মান্ ও সকলের আদীভূত এবং যিনি কেবল হৃদয়-মধ্যে প্রকাশ পাইয়া থাকেন, যিনি চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির তেজোদাতা, যিনি বিদ্যুতের ন্যায় তেজোময়,যাঁহাকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করিলে যিনি ইহকালেই হৃদয়মধ্যে প্রবেশ করেন, যিনি একমাত্র সৎস্বরূপ এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৪২॥

যে ভক্ত "আমিই বিষ্ণু" এইরূপে অভেদ-জ্ঞানে স্বীয় হৃদয়ে সৎপুরুষকে ভক্তিপূর্ব্বক ধ্যান করে, তাঁহাকে যিনি অঙ্গের সারভূত রসস্বরূপ জ্ঞান করেন আর হৃদয় নিরোধপূর্ব্বক আত্মস্বরূপে চিন্তা করিলে যিনি এক পুরুষমাত্র অবশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান হন এবং যিনি সংসারের অজ্ঞানরূপ অন্ধকার বিনাশ করেন, আমি সেই হরিকে স্তব করি॥ ৪৩॥

যে ভক্ত উক্তপ্রকার ভগবৎ-শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত ভগবদ্ভক্তজনের পূজ্য, সংসারভয়রূপ অন্ধকারের ভাস্করস্বরূপ এবং ভগবানের পাদস্পর্শি এই স্তব পাঠ করে অথবা অন্যের পাঠকালে শ্রবণ করে,সেই ব্যক্তি বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে। যিনি উক্ত স্তবের অর্থ জানিয়া পাঠ করেন,তিনি জ্ঞাতা,জ্ঞেয় এবং জ্ঞান এই তিনটি পদার্থকেই আপনার আত্মায় পরিস্ফুটভাবে প্রাপ্ত হয়েন॥ ৪৪॥

ইতি হরিস্তোত্র সম্পূর্ণ।

হরিনামমালাস্তোত্র।

ওঁ তৎসৎ।

গোবিন্দং গোকুলানন্দং গোপালং গোপীবল্লভম্।
গোবর্দ্ধনোদ্ধরং ধীরং তং বন্দে গোমতীপ্রিয়ম্॥ ১॥
নারায়ণং নিরাকারং নরবীরং নরোত্তমম্।
নৃসিংহং নাগনাথঞ্চ তং বন্দে নরকান্তকম্। ২॥
পীতাম্বরং পদ্মনাভং পদ্মাক্ষং পুরুষোত্তমম্।
পবিত্রং পরমানন্দং তং বন্দে পরমেশ্বরম্॥ ৩॥
রাঘবং রামচন্দ্রঞ্চ রাবণারিং রমাপতিম্।
রাজীবলোচনং রামং তং বন্দে রঘুনন্দনম্॥ ৪॥
বামনং বিশ্বরূপঞ্চ বাসুদেবঞ্চ বিহ্বলম্।
বিশ্বেশ্বরং বিষ্ণুব্যাসং তং বন্দে দেববল্লভম্॥ ৫॥

যিনি গোবিন্দনামের প্রতিপাদ্য, যিনি গোকুলবাসীদিগের আনন্দ প্রদান করিয়াছেন, যিনি গোপালন এবং গোপ-গোপীগণের প্রীতিবর্দ্ধন করিতেন, যিনি গোবর্দ্ধনধারী, যিনি ধীর অর্থাৎ অনন্তকালস্থায়ী এবং যিনি গোমতীর প্রিয়পাত্র, সেই নারায়ণকে আমি বন্দনা করি॥ ১॥

যিনি নারায়ণ অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের আশ্রয়, যিনি নিরাকার, যিনি নরগণের মধ্যে অদ্বিতীয় বীর, যিনি নরোত্তম, যিনি নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি নরগণের নাথ এবং ভক্তগণের নরক নিবারণ করিয়া থাকেন, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ২॥

যিনি পীতবসন পরিধান করিতেন, যাঁহার নাভি ও নয়ন পদ্মসদৃশ, যিনি সকল পুরুষের উত্তম, যিনি পবিত্রধামস্বরূপ এবং যিনি পরমানন্দময়, সেই পরমেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥ ৩॥

যিনি রামচন্দ্র নামে রঘুকুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, যিনি রাবণের বংশ নির্ম্মূল করিয়াছেন, যিনি স্বয়ং লক্ষ্মীর পতি, যাঁহার নয়নযুগল পদ্মসদৃশ, সেই রঘুকুলানন্দ শ্রীরামকে আমি বন্দনা করি॥ ৪॥

যিনি বিশ্বরূপ হইয়াও বামনরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি বসুদেবের

দামোদরং দিব্যসিংহং দয়ালুং দীননায়কম্।
দৈত্যারিং দেবদেবেশং তং বন্দে দেবকীসুতম্॥ ৬॥
মুরারিং মাধবং মৎস্যং মুকুন্দং মুষ্টিমর্দ্দনম্।
মুঞ্জকেশং মহাবাহুং তং বন্দে মধুসূদনম্॥ ৭॥
কেশবং কমলাকান্তং কামেশং কৌস্তুভপ্রিয়ম্।
কৌমোদকীধরং কৃষ্ণং তং বন্দে কৌরবান্তকম্॥ ৮॥
ভূধরং ভুবনানন্দং ভূতেশং ভূতনায়কম্।
ভাবনৈকং ভুজঙ্গেশং তং বন্দে ভবনাশনম্॥ ৯॥
জনার্দ্দনং জগন্নাথং জগজ্জাড্যবিনাশকম্।
জামদগ্নিং বরং জ্যোতিস্তং বন্দে জলশায়িনম্॥ ১০॥

তনয়রূপে অবতীর্ণ, সদানন্দময় ও যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের অদ্বিতীয় ঈশ্বর, যিনি বিষ্ণুরূপে সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত ও যিনি ব্যাসরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বা জগতের অংশকল্পনায় নিরত আছেন, যিনি দেবগণের বল্লভ, তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ৫॥

যিনি দামোদররূপী, যিনি দিব্য সিংহরূপ ধারণ করিয়াছিলেন, যিনি সকলের প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন, যিনি দীনজনের আশ্রয়, যিনি দৈত্যগণকে বিনাশ করিয়াছেন, যিনি দেবদেবেরও ঈশ্বর, সেই দেবকী-তনয়কে আমি বন্দনা করি॥ ৬॥

যিনি মুরনামা অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করিয়া দেবগণকে রক্ষা করিয়াছিলেন, যিনি ভক্তগণকে মুক্তি প্রদান করেন, যিনি মুষ্টিকাসুরকে মর্দ্দন করিয়াছিলেন, যাঁহার বাহুবীর্য্য অপরিমিত এবং যিনি মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়াছেন, আমি তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ৭॥

যিনি কেশব নামে অভিহিত হন, যিনি কমলার প্রিয়পতি, যিনি কামদেবের ঈশ্বর, কৌস্তুভমণি যাঁহার বক্ষে বিদ্যমান আছে, যিনি কৌমোদকী-নামক গদা ধারণ করিতেন, যিনি কৃষ্ণরূপে কৌরবগণকে বিনাশ করিয়াছেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥ ৮॥

যিনি অনন্তরূপে ভূমি ধারণ করিয়াছেন, যিনি ত্রিভুবনের আনন্দবর্দ্ধন করেন, যিনি সর্ব্বভূতের ঈশ্বর ও ভূতগণের অধিনায়ক, যিনি ভুজঙ্গের ঈশ্বর, যিনি ভক্তগণের জন্ম-মরণ বিনাশ করিয়া মুক্তিপ্রদান করেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করি॥ ৯॥

যিনি জনার্দ্দন নামের প্রতিপাদ্য, যিনি জগতের কর্ত্তা, যিনি জগতের জড়তা

চতুর্ভুজং চিদানন্দং মল্লচাণূরমর্দ্দনম্।
চরাচরগতং দেবং তং বন্দে চক্রপাণিনম্॥ ১১॥
শ্রিয়ঃ করং শ্রিয়ো নাথং শ্রীধরং শ্রীবরপ্রদম্।
শ্রীবৎসলধরং সৌম্যং তং বন্দে শ্রীসুরেশ্বরম্॥ ১২॥
যোগীশ্বরং যজ্ঞপতিং যশোদানন্দদায়কম্।
যমুনাজলকল্লোলং তং বন্দে যদুনায়কম্॥ ১৩॥
শালগ্রামশিলাশুদ্ধং শঙ্খচক্রোপশোভিতম্।
সুরাসুরসদাসেব্যং তং বন্দে সাধুবল্লভম্॥ ১৪॥
ত্রিবিক্রমং তপোমূর্ত্তিং ত্রিবিধাঘৌঘনাশনম্।
ত্রিস্থলং তীর্থরাজেন্দ্রং তং বন্দে তুলসীপ্রিয়ম্॥ ১৫॥

বিনাশ করিয়া থাকেন, যিনি পরশুরামরূপে জমদগ্নির গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যিনি পরম জ্যোতির্ম্ময় এবং যিনি ক্ষীরোদসাগরে শয়ন করিয়া আছেন, তাঁহাকে বন্দনা করি॥ ১০॥

যিনি চতুর্ভুজধারী ও সচ্চিদানন্দস্বরূপ, যিনি মল্ল, চাণূর প্রভৃতি অসুরকে মর্দ্দন করিয়াছেন, যিনি স্থাবরজঙ্গমাদি সকল পদার্থে পরিব্যাপ্ত আছেন এবং যিনি চক্রপাণি, সেই আদিদেবকে আমি বন্দনা করি॥ ১১॥

যিনি ভক্তগণের সম্পদ্‌বৃদ্ধি করেন, যিনি শ্রীনাথ, শ্রীধর ও শ্রীবরপ্রদ, যিনি বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ধারণ করিয়াছেন এবং যিনি সৌম্যমূর্ত্তি, সেই সুরেশ্বরকে আমি বন্দনা করি॥ ১২॥

যিনি যোগিগণের ঈশ্বর, যিনি যজ্ঞের অধিপতি, যশোদার আনন্দপ্রদ, যিনি যমুনাজলে ক্রীড়া করিতেন এবং যিনি যদুবংশীয়দিগের অধিনায়ক, সেই বিষ্ণুকে আমি বন্দনা করি॥ ১৩॥

যিনি শালগ্রামশিলাতে অধিষ্ঠান করিয়া তাহা বিশুদ্ধ করিয়াছেন, যিনি শঙ্খ ও চক্র ধারণ করিয়া শোভা পাইতেছেন, সর্ব্বদা সুর ও অসুরগণ যাঁহার সেবা করে এবং যিনি সাধুগণের বল্লভ, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি॥ ১৪॥

যিনি পাদবিক্ষেপ করিয়া স্বর্গ, মর্ত্ত্য, পাতাল এই লোকত্রয়ে বিক্রম প্রকাশ করিয়াছেন, যিনি তপোময়মূর্ত্তি, যিনি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ দুঃখ বিনাশ করেন, স্বর্গ, মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনই যাঁহার স্থল অর্থাৎ যিনি ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত, যিনি তীর্থসকলের অধীশ্বর, সেই তুলসীপ্রিয় নারায়ণকে বন্দনা করি॥ ১৫॥

অনন্তমাদিপুরুষমচ্যুতঞ্চ বরপ্রদম্ ।
আনন্দঞ্চ সদানন্দং তং বন্দে চাঘনাশনম্ ॥ ১৬ ॥
লীলয়া ধৃতভূভারং লোকসত্ত্বৈকবন্দিতম্ ।
লোকেশ্বরং চ শ্রীকান্তং তং বন্দে লক্ষ্মণপ্রিয়ম্ ॥ ১৭ ॥
হরিঞ্চ হরিণাক্ষঞ্চ হরিনাথং হরিপ্রিয়ম্ ।
হলায়ুধসহায়ঞ্চ তং বন্দে হনুমৎপতিম্ ॥ ১৮ ॥
হরিনামকৃতা মালা পবিত্রা পাপনাশিনী ।
বলিরাজেন্দ্রেণ চোক্তা কণ্ঠে ধার্য্যা প্রযত্নতঃ ॥ ১৯ ॥
ইতি শ্রীশঙ্করাচার্য্যবিরচিতং হরিনামমালাস্তোত্রম্ ॥

যাঁহার অন্ত নাই, যিনি জগতের আদিপুরুষ, যিনি অচ্যুত অর্থাৎ কোন কালেও যাঁহার ক্ষয় নাই, যিনি ভক্তগণকে বর প্রদান করেন, যিনি আনন্দময়, যিনি সদানন্দস্বরূপ, যিনি সর্ব্বপাপ বিনাশ করেন, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৬ ॥

যিনি লীলা করিয়া ভূভার ধারণ করিয়াছেন, সর্ব্বলোক যাঁহাকে বন্দনা করে, যিনি সর্ব্বলোকের ঈশ্বর, যিনি লক্ষ্মীর প্রিয়পতি, যিনি লক্ষ্মণের প্রিয়, তাঁহাকে আমি বন্দনা করি ॥ ১৭ ॥

যিনি হরিনামের প্রতিপাদ্য, যাঁহার নেত্রযুগল হরিণনয়নের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি রামাবতারে বানরগণের আশ্রয় ছিলেন এবং ঐ বানর যাঁহাকে অতি প্রিয় জ্ঞান করিত, হলায়ুধ বলরাম সর্ব্বদা যাঁহার সহচর ছিলেন এবং যিনি হনূমানের অধিপতি, সেই নারায়ণকে বন্দনা করি ॥ ১৮ ॥

এই হরিনামমালা অতি পবিত্র এবং সকলের পাপ বিনাশ করে, এই হরিনামমালা বলিরাজ কীর্ত্তন করিয়াছিলেন, সুতরাং সকলেরই সাদরে ইহা কণ্ঠে ধারণ করা উচিত ॥ ১৯ ॥

ইতি হরিনামমালা-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র।

—০০৩০০—

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কদম্ববনচারিণীং মুনিকদম্বকাদম্বিনীং,
নিতম্বজিতভূধরাং সুরনিতম্বিনী-সেবিতাম্।
নবাম্বুরুহ-লোচনামভিনবাম্বুদশ্যামলাং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥১॥
কদম্ববনবাসিনীং কনকবল্লকধারিণীং,
মহার্হমণিহারিণীং মুখসমুল্লসদ্বারুণীং।
দয়াবিভবকারিণীং বিশদলোচনীং চারিণীং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥২॥
কদম্ববনশালয়া কুচভরোল্লসন্মালয়া,
কুচোপমিতশৈলয়া গুরুকৃপালসদ্বেলয়া।
মদারুণকপোলয়া মধুরগীতবাচালয়া,
কয়াপি ঘনশীলয়া কবচিতা বয়ং লীলয়া ॥৩॥

যিনি কদম্ববনমধ্যে সর্ব্বদা বিচরণ করেন, যিনি মুনিগণের হৃদয়াকাশে মেঘমালাস্বরূপ, যাঁহার নিতম্ব ধরিত্রীকে জয় করিয়াছে, সুরনিতম্বিনীগণ সর্ব্বদা যাঁহার চরণসেবা করেন, যাঁহার নয়নযুগল নবোৎপন্ন কমলের ন্যায় সুদৃশ্য, যিনি নবীন-নীরদের ন্যায় শ্যামবর্ণা এবং যিনি ত্রিলোচনের গৃহিণী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে (ভক্তি সহকারে) আমি সেবা করি ॥ ১ ॥

যিনি কদম্ববনে বাস করেন, যিনি কনকবল্লকী ধারণ করিতেছেন, যিনি মহামূল্য মণিসমূহ দ্বারা আপন কণ্ঠে হার পরিধান করিয়াছেন, সর্ব্বদা যাঁহার মুখ-কমলে বারুণী আসক্ত থাকে, যিনি দয়া করিয়া ভক্তবৃন্দের বিভববৃদ্ধি করেন, যাঁহার লোচন অতি বিশাল, যিনি সর্ব্বদা সঞ্চরণশীলা এবং ত্রিলোচনের গেহিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে আমি সেবা করি ॥ ২ ॥

যিনি কদম্ববনে বাসার্থ শালা স্থাপন করিয়াছিলেন, যাঁহার স্তনযুগলে মণিময় হার বিরাজমান আছে, যাঁহার কুচযুগল গিরিবরের ন্যায়, যাঁহার মহতী কৃপা

কদম্ববনমধ্যগাং কনকমণ্ডলোপস্থিতাং,
ষড়ম্বুরুহবাসিনীং সততসিদ্ধিসৌদামিনীম্।
বিড়ম্বিতজবারুচিং বিকচচন্দ্রচূড়ামণিং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৪ ॥
কুচাঞ্চিতবিপঞ্চিকাং কুটিলকুন্তলালঙ্কৃতাং,
কুশেশয়নিবাসিনীং কুটিলচিত্তবিদ্বেষিণীম্,
মদারুণবিলোচনাং মনসিজারিসম্মোহিনীং,
মতঙ্গমুনিকন্যকাং মধুরভাষিণীমাশ্রয়ে ॥ ৫ ॥
স্মরেৎ প্রথমপুষ্পিণীং রুধিরবিন্দুনীলাম্বরাং,
গৃহীতমধুপানিকাং মধুবিঘূর্ণনেত্রাঞ্চলাম্।
ঘনস্তনভরোন্নতাং গলিতচিকুরাং শ্যামলাং,
ত্রিলোচনকুটুম্বিনীং ত্রিপুরসুন্দরীমাশ্রয়ে ॥ ৬ ॥

সর্ব্বত্র বিদ্যমান আছে, যাঁহার কপোলদেশ মদভরে আরক্ত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বদা মধুর গীতধ্বনি করিতেছেন, যিনি নবজলধরের ন্যায় নীলবর্ণা, সেই ত্রিপুরসুন্দরী আমাদিগকে রক্ষা করিতেছেন ॥ ৩।

যিনি কদম্ববনবর্ত্তিনী, যিনি সুবর্ণমণ্ডলোপরি উপবিষ্টা আছেন, যিনি আধারাদি ষট্‌চক্রে বাস করেন, যিনি সর্ব্বদা ভক্তগণের সিদ্ধি প্রদান করিয়া থাকেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের শোভা তিরস্কৃত করিয়াছে, যাঁহার চূড়াতে পূর্ণচন্দ্র মণিস্বরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে, যিনি ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, আমি সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৪ ॥

যিনি কুচোপরি বীণা রাখিয়া বাদন করিতেন, যিনি কুটিল কুন্তলে অলঙ্কৃতা ছিলেন, যিনি রক্তপদ্মোপরি বাস করেন, যিনি কুমতি লোকদিগের দ্বেষ করেন, যাঁহার লোচনযুগল সর্ব্বদা মদভরে আরক্ত রহিয়াছে, যিনি মদনান্তক মহাদেবকেও মোহিত করিয়াছেন, যিনি মতঙ্গমুনির কন্যারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলেন, আমি মধুরভাষিণী সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥৫ ॥

যাঁহাকে প্রথমপুষ্পিণী বলিয়া স্মরণ করে, যাঁহার নীলাম্বরে রুধিরবিন্দু বিরাজিত আছে, যিনি আপন করে মধুপাত্র ধারণ করিয়াছেন, মধুপানে যাঁহার লোচন সর্ব্বদা ঘূর্ণায়মান এবং স্তনদ্বয় অতি ঘন ও উন্নত, যাঁহার কেশপাশ আলুলায়িতভাবে বিন্যস্ত রহিয়াছে, যিনি শ্যামবর্ণা ও ত্রিলোচনের কুটুম্বিনী, সেই ত্রিপুরসুন্দরীকে সেবা করি ॥ ৬ ॥

সকুঙ্কুমবিলেপনামলকচুম্বিকস্তূরিকাং,
সমন্দহসিতেক্ষণাং সশরচাপপাশাঙ্কুশাম্।
অশেষজনমোহিনীমরুণমাল্যভূষাম্বরাং,
জবাকুসুমভাসুরাং জপবিধৌ স্মরাম্যম্বিকাম্॥ ৭॥
পুরন্দরপুরন্ধ্রিকাং চিকুরবন্ধসৈরিন্ধ্রিকাং,
পিতামহপতিব্রতাং পটুপটীরচর্চ্চরিতাম্।
মুকুন্দরমণীং মনোলসদলঙ্ক্রিয়াকারিণীং,
ভজামি ভুবনাম্বিকাং সুরবধূটিকাচেটিকাম্॥ ৮॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছরাচার্য্যবিরচিতং ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্রম্॥

দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র।

ন মন্ত্রং নো যন্ত্রং তদপি চ ন জানে স্তুতিমহো,
ন চাহ্বানং ধ্যানং তদপি চ ন জানে স্তুতিকথাঃ।

যাঁহার অঙ্গে কুঙ্কুমাদি বিলেপন রহিয়াছে, যাঁহার অলকা কস্তূরীচূর্ণে রঞ্জিত আছে, যাঁহার বদন ও নয়ন মন্দ মন্দ হাস্যে সুশোভিত, যিনি চারি হস্তে বাণ, ধনু, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়াছেন, যিনি জগতের সকল জনকে মোহিত করেন, যিনি মাল্য ও রক্তবসনে বিভূষিতা আছেন, যাঁহার দেহকান্তি জবাপুষ্পের ন্যায় সাতিশয় সমুজ্জ্বল, সেই জগজ্জননী ত্রিপুরসুন্দরীকে জপকার্য্যে আমি স্মরণ করি॥ ৭॥

যিনি পুরন্দরপুরের পুরন্ধ্রীস্বরূপা, যিনি কেশবন্ধনে সৈরিন্ধ্রীরূপ ধারণ করিয়াছেন, যিনি ব্রহ্মার পতিব্রতা শক্তি, যিনি মণিময় ভূষণ ধারণ করেন, যিনি উত্তম চন্দনে অনুলিপ্তা, যিনি মুকুন্দের রমণীরূপা, যিনি নিখিল ভুবনের জননী এবং সুরবধূগণ যাঁহার দাসীকার্য্যে নিরত আছেন, তাঁহাকে সেবা করি॥ ৮॥

ইতি ত্রিপুরসুন্দরীস্তোত্র সমাপ্ত॥

হে মাতঃ! আমি তোমার মন্ত্র জানি না, যন্ত্র জানি না, স্তোত্র জানি না, আবাহন জানি না, ধ্যান জানি না, তোমার অর্চ্চনাতে যে সকল মুদ্রার বিধি আছে, তাহা আমি জানি না, তোমার স্তবে যে বাক্য-প্রয়োগ করিতে হয়,

ন জানে মুদ্রাস্তে তদপি চ ন জানে বিলপনং,
পরং জানে মাতস্ত্বদনুসরণং ক্লেশহরণম্ ॥ ১ ॥
বিধেরজ্ঞানেন দ্রবিণবিরহেণালসতয়া,
বিধেয়াশক্যত্বাত্তব চরণয়োর্যা চ্যুতিরভূৎ।
তদেতৎ ক্ষন্তব্যং জননি সকলোদ্ধারিণি শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ২ ॥
পৃথিব্যাং পুত্রাস্তে জননি বহবঃ সন্তি সরলাঃ,
পরং তেষাং মধ্যে বিরলতরসোঽহং তব সুতঃ।
মদীয়োঽয়ং ত্যাগঃ সমুচিতমিদং নো তব শিবে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৩ ॥
জগন্মাতর্মাতস্তব চরণসেবা ন রচিতা,
ন বা দত্তং দেবি দ্রবিণমতিভূয়স্তব ময়া।
তথাপি ত্বং স্নেহং ময়ি নিরুপমং যৎ প্রকুরুষে,
কুপুত্রো জায়েত ক্বচিদপি কুমাতা ন ভবতি ॥ ৪ ॥

তাহাও জানি না এবং তোমার নিকট যে কোন দুঃখ প্রকাশ করিয়া জানাইব, তাহাতেও আমার ক্ষমতা নাই। হে জননি! আমি এইমাত্র জানি যে, তোমার অনুসরণ করিলেই তুমি তাহার নিখিল ক্লেশ বিনাশ করিয়া থাক ॥১॥

হে মাতঃ! কি প্রকারে তোমার চরণের পূজা করিতে হয়, সে বিধি জানি না, আমার অর্থ নাই এবং নিরন্তর আলস্যের বশীভূত আছি, সুতরাং কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে স্বীয় অসামর্থ্য বশতঃ তোমার পাদপদ্মে আমার যে সকল ত্রুটি ঘটিয়াছে, হে সকলজনোদ্ধারিণি কল্যাণময়ি জননি! আমার সে সকল ত্রুটি, সে সকল অপরাধ তুমি ক্ষমা কর। হে শিবে! তোমাকে আরও বলিতেছি, আমি তোমার কুপুত্র; জননি! কুসন্তান হইয়া থাকে সত্য, কিন্তু মাতা কুত্রাপিও কু হন না ॥ ২ ॥

হে জননি! বসুধাতলে তোমার অনেক পুত্র আছে, তাহারা সকলেই সরলমতি, কিন্তু আমি তোমার সন্তানগণের মধ্যে অতি অধম। হে শিবে! আমি অধম পুত্র বলিয়া আমাকে পরিত্যাগ করা তোমার উচিত নহে। মাতঃ! সর্ব্বত্রই কুপুত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু কোন স্থলেও কুমাতা দৃষ্ট হন না ॥৩॥

হে জগজ্জননি! হে মাতঃ! আমি কদাচ তোমার চরণদ্বয়ের সেবা করি নাই, দেবি! তোমাকে প্রচুর অর্থ প্রদান করি নাই, তথাপি তুমি মৎপ্রতি

পরিত্যক্তা দেবা বিবিধবিধিসেবাকুলতয়া,
ময়া পঞ্চাশীতেরধিকমুপনীতে চ বয়সি ।
ইদানীং মে মাতস্তব যদি কৃপা নাপি ভবিতা,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্ ॥ ৫ ॥
শ্বপাকো যৎ পাকো ভবতি মধুপাকোপমগিরা,
নিরাতঙ্কো রঙ্কো বিহরতি চিরং কোটিকনকৈঃ ।
তবাপর্ণে কর্ণে বিশতি মন্ত্রবর্ণে ফলমিদং,
জনঃ কো জানীতে জননি জপনীয়ং জপবিধৌ ॥ ৬ ॥
চিতাভস্মালেপো গরলমশনং দিক্‌পটধরো,
জটাধারী কণ্ঠে ভুজগপতিহারী পশুপতিঃ ।
কপালী ভূতেশো ভজতি জগদীশৈকপদবীং,
ভবানি ত্বৎপাণিগ্রহণপরিপাটীফলমিদম্ ॥ ৭ ॥

অসীম স্নেহ করিতেছ ; জননি ! অতএব জানিলাম, কুপুত্র হইয়া থাকে, কিন্তু কদাচ কুমাতা হন না ॥ ৪ ॥

শিবে ! ভিন্ন ভিন্ন দেবতার ভিন্ন ভিন্নরূপ পূজাপদ্ধতি প্রচলিত আছে, বহুবিধ পূজাপদ্ধতির বিচিত্র বৈষম্যে সংমূঢ়চিত্ত হইয়া আমি সেই বিবিধ দেবতার উপাসনা পরিত্যাগ করিয়াছি। অধুনা আমার বয়স পঞ্চাশীতি বৎসরের অধিক হইয়াছে, সুতরাং নিরাশ্রয় হইয়া পড়িয়াছি ; হে লম্বোদরজননি ! এখন যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তাহা হইলে আমি আর কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব ? ৫ ॥

শ্বপচাদি অন্ত্যজাতিও মধুর-বচনে তোমার স্তুতিবাদ করিয়া সিদ্ধ ও পবিত্র হইয়াছে, নির্ধন ব্যক্তিও তোমার কৃপায় কোটিসুবর্ণমধ্যে বিচরণ করিতেছে। হে অপর্ণে ! তোমার মন্ত্রবর্ণ শ্রবণপুটে প্রবেশ করিলেই এইরূপ ফল হয়, কিন্তু বিধিপূর্ব্বক তোমার মন্ত্রজপ করিলে যে কি ফল হয়, তাহা কে জানিতে পারে ? ৬ ॥

মহাদেব নিরন্তর অঙ্গে চিতাভস্ম লেপন করেন, বিষ পান করিয়া থাকেন, তিনি বসন পরিধান করেন না, তাঁহার শিরোদেশে জটাভার, কণ্ঠে ভুজঙ্গের হার এবং বাহন বৃষ। তাঁহার হস্তে নরকপাল, তদীয় পরিবার ভূতগণ, তথাপি তিনি জগদীশ্বর বলিয়া পরিখ্যাত। হে শিবে ! ইহাও তোমার পাণিগ্রহণের ফল। শিব তোমার পাণিগ্রহণ করিয়াই জগদীশ্বরত্বপদ লাভ করিয়াছেন ॥ ৭ ॥

ন মোক্ষস্যাকাঙ্ক্ষা ন চ বিভববাঞ্ছাপি ন চ মে,
ন বিজ্ঞানাপেক্ষা শশিমুখি সুখেচ্ছাপি ন পুনঃ।
অতস্ত্বাং সংযাচে জননি জননং যাতু মম বৈ,
মৃড়ানী রুদ্রাণী শিব শিব ভবানীতি জপতঃ ॥ ৮ ॥
নারাধিতাসি বিধিনা বিবিধোপচারৈঃ,
কিং ব্রহ্মচিন্তনপরৈর্ন কৃতং বচোভিঃ।
শ্যামে ত্বমেব যদি কিঞ্চন ময্যনাথে,
ধৎসে কৃপামুচিতমম্ব পরং তবৈব ॥ ৯ ॥
আপৎসু মগ্নঃ স্মরণং ত্বদীয়ং, করোমি দুর্গে করুণার্ণবেশি।
নৈতচ্ছঠত্বং মম ভাবয়েথাঃ, ক্ষুধাতৃষার্ত্তা জননীং স্মরন্তি ॥ ১০ ॥
জগদম্ব বিচিত্রমত্র কিং, পরিপূর্ণা করুণাস্তি চেন্ময়ি।
অপরাধশতৈঃ পরাবৃতং ন হি মাতা সমুপেক্ষতে সুতম্ ॥ ১১।

হে মাতঃ। আমি মুক্তি ইচ্ছা করি না, আমার সম্পত্তি হউক, এরূপ বাসনা নাই এবং আমার জ্ঞান হউক, এরূপ ইচ্ছাও রাখি না। হে চন্দ্রাননে! আমি সুখভোগ করিব, এরূপ আকাঙ্ক্ষাও আমার অন্তঃকরণে উদিত হয় না। জননি! আমি এইমাত্র প্রার্থনা করি যে, নিরন্তর মৃড়ানী, রুদ্রাণী, শিব শিব ও ভবানী এই প্রকার জপ করিয়াই যেন আমার জীবনযাপন হয় ॥ ৮ ॥

হে মাতঃ! আমি তোমাকে বিবিধোপচারে যথাবিধি অর্চ্চনা করি নাই, পরন্তু ব্রহ্মচিন্তা করিতে করিতে কুবাক্যের দ্বারা কি কি অকার্য্য না করিয়াছি? হে কালি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, যদি তুমি মৎপ্রতি করুণা বিতরণ না কর, তবে তাহা তোমার অনুচিত হইবে না অর্থাৎ আমার জ্ঞানকৃত পাতকের কথা স্মরণ করিলে আমার প্রতি তোমার অকৃপাই সমুচিত বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ৯ ॥

হে কৃপাসাগরেশ্বরি! হে দুর্গতিনাশিনি! আমি অধুনা আপদে নিমগ্ন হইয়া তোমাকে স্মরণ করিতেছি। মাতঃ! ইহা আমার শঠতা মনে করিও না। কারণ, সন্তান যখন ক্ষুৎপিপাসায় কাতর হয়, তখনই মাতাকে স্মরণ করিয়া থাকে ॥ ১০ ॥

হে জগন্মাতঃ! তুমি যে আমার প্রতি সম্পূর্ণ করুণা করিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে, যদি শিশু মাতার নিকট শত অপরাধ করিয়াও তৎসমীপে উপস্থিত হয়, তাহা হইলেও মাতা সেই পুত্রকে উপেক্ষা করিতে পারেন না ॥ ১১ ॥

মৎসমঃ পাতকী নাস্তি পাপঘ্নী ত্বৎসমা ন হি।
এবং জ্ঞাত্বা মহাদেবি যথা যোগ্যং তথা কুরু ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-
বিরচিতং দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্রম্ ॥

আনন্দলহরীস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভবানি স্তোতুং ত্বাং প্রভবতি চতুর্ভির্ন বদনৈঃ,
প্রজানামীশো ন ত্রিপুরমথনঃ পঞ্চভিরপি।
ন ষড়্ভিঃ সেনানীর্দশশতমুখৈরপ্যহিপতি-
স্তদান্যেষাং কেষাং কথয় কথমস্মিন্নবসরঃ ॥ ১ ॥

ঘৃতক্ষীরদ্রাক্ষামধুমধুরিমা কৈরপি পদৈ-
র্বিশিষ্যানাখ্যেয়ো ভবতি রসনামাত্রবিষয়ঃ।

হে জননি! আমার তুল্য পাতকী আর নাই এবং তোমার ন্যায় পাপ-হারিণীও আর দৃষ্ট হয় না, দেবি! ইহা বিবেচনা করিয়া তুমি যাহা উচিত বোধ কর, তাহাই কর ॥ ১২ ॥

ইতি দেব্যপরাধক্ষমাপণস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

ভবানি! প্রজাপতি চতুর্মুখ চতুর্মুখেও তোমার স্তব করিতে সমর্থ হন নাই, ত্রিপুরবিজয়ী পঞ্চানন পঞ্চমুখে তোমার স্তুতিবাদ করিতে পারেন নাই। এই প্রকার দেবসেনাপতি ষড়ানন ষণ্মুখে এবং ফণিপতি অনন্ত সহস্রমুখে বর্ণন করিয়াও তোমার মাহাত্ম্যের ইয়ত্তা করিতে পারেন নাই, সুতরাং অন্যান্য ব্যক্তি যে তোমার স্তব করিতে পারে, তাদৃশী শক্তি কাহারও নাই ॥১॥

ঘৃত, ক্ষীর, দ্রাক্ষা ও মধু ইহাদিগের মাধুর্য্য যেরূপ কোন পদ দ্বারা ব্যক্ত করা যায় না, উহা কেবল রসনামাত্রেরই বিষয় অর্থাৎ ঘৃতাদির আস্বাদ কেবল জিহ্বাতেই অনুভূত হয়, কোনরূপ বাক্যপ্রয়োগ করিয়া তাহা অপরকে বুঝা-ইতে পারা যায় না, তদ্রূপ তোমার মাহাত্ম্য কোন বাক্য দ্বারা প্রকাশ

তথা তে সৌন্দর্য্যং পরমশিবদৃঙ্‌মাত্রবিষয়ঃ,
কথঙ্কারং ব্রুমঃ সকলনিগমাগোচরগুণে ॥ ২ ॥
মুখে তে তাম্বূলং নয়নযুগলে কজ্জলকলা,
ললাটে কাশ্মীরং বিলসতি গলে মৌক্তিকলতা।
স্ফুরৎকাঞ্চী শাটী পৃথুকটিতটে হাটকময়ী,
ভজামস্তাং গৌরীং নগপতিকিশোরীমবিরতম্ ॥ ৩ ॥
বিরাজন্মন্দারদ্রুমকুসুমহারস্তনতটী,
নদদ্বীণানাদশ্রবণবিলসৎকুণ্ডলগুণা।
নতাঙ্গী মাতঙ্গী রুচিরগতিভঙ্গী ভগবতী,
সতী শম্ভোরম্ভোরুহচটুলচক্ষুর্ব্বিজয়তে। ৪ ॥
নবীনার্কভ্রাজন্মণিকনকভূষাপরিকরৈ-
র্ব্বৃতাঙ্গী সারঙ্গীরুচিরনয়নাঙ্গীকৃতশিবা।

পাইতে পারে না, কেবল যিনি পরমশিব, তিনিই তোমার মাহাত্ম্য পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ। যখন সমস্ত নিগমাদি শাস্ত্র তোমার গুণ প্রকাশ করিতে পারে না, তখন আমরা কিরূপে তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া স্তব করিতে পারি? ২॥

মাতঃ! তোমার মুখে তাম্বূল,নয়নদ্বয়ে কজ্জল,ললাটে কুঙ্কুমবিন্দু,গলে মৌক্তিক হার, বিপুল নিতম্বে কাঞ্চনময়ী সমুজ্জ্বল কাঞ্চী (চন্দ্রহার) ও কটিদেশে বিচিত্র শাটী সুশোভিত আছে, তুমি গৌরী নামে পর্ব্বতপতি হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভূত হইয়াছিলে, হে জননি! আমরা তোমাকে অবিরত সেবা করি ॥৩॥

মাতঃ! তোমার স্তনদ্বয়োপরি মন্দারপুষ্পের হার শোভা পাইতেছে, ঝঙ্কারিণী বীণার স্বরলয়বিশুদ্ধ মধুর ঝঙ্কার তোমার শ্রবণযুগলে কুণ্ডলদ্বয়ের ন্যায় আন্দোলিত হইতেছে অর্থাৎ ক্রোড়স্থ মধুরনাদিনী বীণা যেন আপনার হৃদয় হইতে মধুর গীতিময় ধ্বনি নিঃসারিত করিয়া তোমার শ্রবণ-যুগলে গীতিময় কুণ্ডলদ্বয় রচনা করিয়া দিয়াছে। তোমার অঙ্গসকল সন্নত, করিণীর ন্যায় তোমার গতিভঙ্গী অতি মনোহর। জননি! তুমিই একমাত্র সৎস্বরূপা, তুমি শম্ভুর চঞ্চল-কমললোচনা গৃহিণী, তুমি জয়যুক্তা হও। ৪।

মাতঃ! নবোদিত সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল মণিখচিত বিবিধ কাঞ্চন-বিভূষণে তোমার অঙ্গসকল পরিবৃত,তোমার লোচনদ্বয় হরিণীর ন্যায় অতি সুদৃশ্য,শিবের অর্দ্ধাঙ্গভাগিনীরূপে তুমি সকলের কল্যাণবিধান কর, তুমি সৌদামিনীর ন্যায় পীতবর্ণ এবং পীতাম্বর ও মনোহর নূপুর পরিধান করিয়া শোভান্বিতা হইয়াছ। তুমি

তড়িৎপীতা পীতাম্বরললিতমঞ্জীরসুভগা,
মমাপর্ণা পূর্ণা নিরবধি সুখৈরস্তু সুমুখী ॥ ৫ ॥
হিমাদ্রেঃ সম্ভূতা সুললিতকরৈঃ পল্লবযুতা,
সুপুষ্পা মুক্তাভির্ভ্রমরকলিতা চালকভরৈঃ।
কৃতস্থাণুস্থানা কুচভরনতা সূক্তিসরসা,
রুজাং হন্ত্রী গন্ত্রী বিলসতি চিদানন্দলতিকা ॥ ৬ ॥
সপর্ণামাকীর্ণাং কতিপয়গুণৈঃ সাদরমিহ,
শ্রয়ন্ত্যন্যে বল্লীং মম তু মতিরেবং বিলসতি।
অপর্ণৈকা সেব্যা জগতি সকলৈর্যৎ পরিবৃতঃ,
পুরাণোঽপি স্থাণুঃ ফলতি কিল কৈবল্যপদবীম্ ॥ ৭ ॥

পর্ণাশন মাত্র বিসর্জ্জন করিয়াছিলে, এই জন্য তুমি অপর্ণা নামে কীর্ত্তিত, এক-মাত্র তুমিই সৎস্বরূপা, তুমি আমাকে নিত্যসুখ প্রদান কর ॥ ৫ ॥

মাতঃ! তুমি হিমালয়ের গৃহে প্রাদুর্ভূতা হইয়াছিলে, তোমার সুললিত হস্তযুগল নবপল্লবের ন্যায়,তুমি সুশোভন কুসুম ও মুক্তা দ্বারা বিভূষিত হইয়াছ, ত্বদীয় বদনপদ্মে অলকা-সকল পতিত হইয়াছে,তাহাতে বোধ হয় যেন,ভ্রমরবৃন্দ তোমাকে আকুল করিতেছে, তুমি মহেশ্বরের আশ্রয়ভূতা, কুচভরে তোমার অঙ্গ অবনত হইয়াছে, তোমার সুশোভন উক্তি অতি রসময়ী, তুমি ভক্তবৃন্দের সকল রোগ হরণ কর, তুমি সর্ব্বত্র চিদানন্দরূপে বিরাজিত রহিয়াছ ॥ ৬ ॥

জননি! অপরাপর ব্যক্তিরা পর্ণসমাযুক্তা ও কতিপয় গুণশালিনী দেব-শক্তিকে সাদরে সেবা করিয়া থাকেন,কিন্তু আমার মতে কেবল অপর্ণার সেবা করাই উচিত; কারণ, সকলপরিবৃত পুরাতন স্থাণুও (শাখাবিহীন বৃক্ষ) কৈবল্য দান করে অর্থাৎ অন্যান্য যে ব্যক্তিরা অন্যান্য দেবদেবীর সেবা করে, তাহা কর্ত্তব্য নহে, বাস্তবিক কেবল তোমার সেবা করিলেই মহেশ্বর তাহাকে মোক্ষপদ দান করিয়া থাকেন ॥ ৭ ॥ *

---

* এই শ্লোকস্থ 'সকলৈঃ পরিবৃতঃ পুরাণোঽপি স্থাণুঃ" এই পদে শ্লিষ্টালঙ্কার লক্ষিত হয়। স্থাণু শব্দের অর্থে মহাদেবকে বুঝায় ও শাখাহীন বৃক্ষকেও বুঝায়। সুতরাং অনুবাদস্থ অর্থ শ্লোকটীর নিম্নলিখিত প্রকার অর্থও হইতে পারে, যথা—

যেরূপ অনন্ত শৃঙ্গপরিবৃত পুরাতন শাখাহীন বৃক্ষও কালে সুন্দর ফল উৎপাদন করিয়া থাকে, সেইরূপ অনন্তপরিবৃত পুরাতন পুরুষও (মহাদেব) সাধককে কালে মোক্ষফল প্রদান করিয়া থাকেন।

বিধাত্রী ধর্ম্মাণাং ত্বমসি সকলাম্নায়জননী,
ত্বমর্থানাং মূলং ধনদনমনীয়াঙ্ঘ্রি কমলে।
ত্বমাদিঃ কামানাং জননি কৃতকন্দর্পবিজয়ে,
সতাং মুক্তের্ব্বীজং ত্বমসি পরমব্রহ্মমহিষী ॥ ৮ ॥
প্রভূতা ভক্তিস্তে যদপি ন মমালোলমনস-
স্ত্বয়া তু শ্রীমত্যা সদয়মবলোক্যোঽহমধুনা।
পয়োদঃ পানীয়ং দিশতি মধুরং চাতকমুখে,
ভৃশং শঙ্কে কৈর্ব্বা বিধিভিরনুনীতা মম মতিঃ ॥ ৯ ॥
কৃপাপাঙ্গালোকং বিতর তরসা সাধুচরিতে,
ন তে যুক্তোপেক্ষা ময়ি শরণদীক্ষামুপগতে।
নচেদিষ্টং দদ্যাদনুপদপরিমহো কল্পলতিকা,
বিশেষঃ সামান্যৈঃ কথমিতরবল্লী পরিকরৈঃ ॥১০ ॥
মহান্তং বিশ্বাসং তব চরণপঙ্কেরুহযুগে,
নিধায়ান্যত্রৈবাশ্রিতমিহ ময়া দৈবতমুখে।

মাতঃ! তুমিই সকল ধর্ম্মের বিধানকর্ত্রী, তুমিই বেদসমূহের জননীস্বরূপা, তুমিই অর্থের মূলকারণ, ধনপতি কুবেরও তোমার পাদপদ্ম সেবা করিয়া থাকেন। জননি! তুমিই কামনা-সকলের আদি, তুমিই সাধুবৃন্দের মুক্তি-প্রাপ্তির আদিকারণ এবং তুমিই পরমব্রহ্মের মহিষী ॥ ৮ ॥

জননি! আমি চঞ্চলমতি, তোমার প্রতি যদিও আমার সম্যক্ ভক্তি না থাকুক, তথাপি তুমি আমার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করিতেছ; চাতক জলদের প্রতি কোন ভক্তি প্রকাশ করে না, তথাপি জলধর চাতকগণের বদনে সুমধুর জলবর্ষণ করিয়া থাকে। অধুনা আমার এই আশঙ্কা হইতেছে যে, প্রারব্ধ কর্ম্ম-নিবন্ধনই আমার এইরূপ বুদ্ধি হইয়া থাকিবে, আমি সেই কর্ম্মসূত্রে বদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছি; তাহাতেই তোমার প্রতি যথোচিত ভক্তি হইতেছে ॥ ৯ ॥

হে সাধুচরিতে! তুমি আমার প্রতি শীঘ্র করুণা-কটাক্ষ নিক্ষেপ কর, আমি তোমার শরণগ্রহণ করিয়াছি, আমার প্রতি উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। তুমি কল্পলতিকা হইয়াও যদি মদীয় অভিলষিত প্রদান না কর, তাহা হইলে সাধারণ লতার সহিত কল্পলতার কি প্রভেদ রহিল? ১০ ॥

হে উমে! আমি তোমার শ্রীপাদপদ্মে সম্পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করিয়াই অন্যান্য দেব-দেবীগণের সেবা করিয়া থাকি। মাতঃ! তথাপি যদি মৎপ্রতি তোমার চিত্তে

তথাপি ত্বচ্চেতো যদি ময়ি ন জায়েত সময়ং,
নিরালম্বো লম্বোদরজননি কং যামি শরণম্॥ ১১ ॥
অয়ঃস্পর্শে লগ্নং সপদি লভতে হৈমপদবীং,
যথা রথ্যাপাথঃ শুচি ভবতি গঙ্গৌঘমিলিতম্।
তথা তত্তৎপাপৈরতিমলিনমন্তর্ম্মম যদি,
ত্বয়ি প্রেম্নাসক্তং কথমিব ন জায়েত বিমলম্॥ ১২ ॥
ত্বদন্যস্মাদিচ্ছাবিষয়ফললাভেন নিয়ম-
স্ত্বমর্থানামিচ্ছাধিকমপি সমর্থা বিতরণে।
ইতি প্রাহুঃ প্রাঞ্চঃ কমলভবনাদ্যাস্ত্বয়ি মণ-
স্ত্বদাসক্তং নক্তং দিবমুচিতমীশানি কুরু তৎ॥ ১৩ ॥
স্ফুরন্নানারত্নস্ফটিকময়-ভিত্তি-প্রতিফল-
স্ত্বদাকারং চঞ্চচ্ছশধরবিলাসৌঘশিখরম্।
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রপ্রভৃতি-পরিবারং বিজয়তে,
তবাগারং রম্যং ত্রিভুবনমহারাজগৃহিণি॥ ১৪ ॥

করুণা না জন্মে, তবে আর আমি কাহার আশ্রয় গ্রহণ করিব? হে গণেশ-জননি! আমি এখন নিরাশ্রয় হইয়াছি, তোমার আশ্রয় ব্যতিরেকে অন্য উপায়ান্তর নাই॥ ১১ ॥

স্পর্শমণিতে সংলগ্ন হইলে লৌহ যেরূপ আশু সুবর্ণীভূত হয়, যেমন পথগত জলও গঙ্গাগর্ভে পতিত হইলে আশু বিশুদ্ধ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার অন্তর্গত রাশি রাশি পাপসত্ত্বেও যদি আমার অন্তঃকরণ তোমার ভক্তির সহিত সমাসক্ত হয়, তাহা হইলে সেই পাপাসক্ত অন্তঃকরণও বিশুদ্ধ হইবে না কেন? ১২ ॥

দেবি! তোমা ভিন্ন অন্য দেবগণের উপাসনা করিলে অভিলষিত ফললাভ হয় এবং তোমার আরাধনা করিতে পারিলে ইচ্ছাধিক ফললাভ হইয়া থাকে, পদ্ম-যোনি প্রভৃতি প্রাচীন দেবগণ এইরূপ নিয়ম বলিয়াছেন। অতএব হে ঈশানি! যাহাতে আমার চিত্ত নিরন্তর তোমার পাদপদ্মে সমাসক্ত থাকে, তাহা কর॥১৩॥

জননি! যিনি ত্রিভুবনের অদ্বিতীয় অধীশ্বর, তুমি তাঁহার গৃহিণী। তোমার আলয় সমুজ্জ্বল মণি ও স্ফটিকাদি রত্নরাজিতে পরিনির্ম্মিত, তাহাতে তোমার আকার সর্ব্বদা প্রতিফলিত হইয়া থাকে। চঞ্চল চন্দ্রমা-স্রোত নিয়ত তোমার আলয়ের শিখরদেশে প্রবাহিত হইতেছে এবং ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রভৃতি অমর-বৃন্দ তোমার আলয়ের পরিবারস্বরূপ বিদ্যমান আছেন॥ ১৪ ॥

নিবাসঃ কৈলাসে বিধিশতমখাদ্যাঃ স্তুতিকরাঃ,
কুটুম্বং ত্রৈলোক্যং কৃতকরপুটঃ সিদ্ধিনিকরঃ।
মহেশঃ প্রাণেশস্তদবনিধরাধীশতনয়ে,
ন তে সৌভাগ্যস্য ক্বচিদপি মনাগস্তি তুলনা ॥ ১৫
বৃষো বৃদ্ধো যানং বিষমশনমাশা নিবসনং,
শ্মশানং ক্রীড়াভূর্ভুজগনিবহো ভূষণবিধিঃ।
সমগ্রা সামগ্রী জগতি বিদিতৈব স্মররিপো-
র্যদেতস্যৈশ্বর্য্যং তব জননি সৌভাগ্যমহিমা ॥১৬॥
অশেষব্রহ্মাণ্ডপ্রলয়বিধিনৈসর্গিকমতিঃ,
শ্মশানেষ্বাসীনঃ কৃতভসিতলেপঃ পশুপতিঃ॥
দধৌ কণ্ঠে হালাহলমখিলভূগোলকৃপয়া,
ভবত্যাঃ সঙ্গত্যাঃ ফলমিতি চ কল্যাণি কলয়ে ॥ ১৭॥

হে মাতঃ! তোমার সৌভাগ্যের তুলনাও হইতে পারে না। কারণ,কৈলাস-পর্ব্বতে তোমার বসতি, ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ নিরন্তর তোমার স্তব করিতেছেন,এই ত্রিলোকই তোমার কুটুম্ব,অণিমাদি অষ্টসিদ্ধি নিয়ত তোমার নিকট কৃতাঞ্জলিপুটে বিদ্যমান আছে,মহেশ্বর তোমার প্রাণপতি,যিনি ধরাধর-সমূহের অধীশ্বর, সেই হিমালয়-পর্ব্বত তোমার পিতা, সুতরাং তোমার যেরূপ সৌভাগ্য দেখিতেছি, এরূপ সৌভাগ্য আর কাহারও সম্ভবে না ॥ ১৫ ॥

মহাদেবের যে এরূপ ঐশ্বর্য্য, তাহাও তোমার সৌভাগ্যের মাহাত্ম্য বলিতে হইবে, নতুবা তাঁহার এমন কোন বস্তু নাই যে, শিবের এতাদৃশ ঐশ্বর্য্য হইতে পারে। মহাদেবের যে সকল সামগ্রী দৃষ্ট হয়, তাহার কিছুই এইরূপ ঐশ্বর্য্যের কারণ হইতে পারে না। তাঁহার বাহন একটি বৃদ্ধ বৃষ, হলাহল তাঁহার আহা-রীয় দ্রব্য, শ্মশান তাঁহার ক্রীড়াভূমি, দিক্‌সকল শিবের পরিধেয় বসন,ভুজঙ্গগণ তাঁহার ভূষণ; সুতরাং মহাদেবের ঐশ্বর্য্যসামগ্রী সকলই জগতে প্রসিদ্ধ আছে। কেবল তোমার সৌভাগ্যবলেই মদনান্তকের এইরূপ অসীম ঐশ্বর্য্য হইয়াছে ॥ ১৬ ॥

হে কল্যাণকারিণি! অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রলয়কার্য্যেই মহেশ্বর স্বভাবতঃ নিরত আছেন, নিরন্তর শ্মশানে উপবেশন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে ভস্মলেপন করিয়া থাকেন, তিনি যে অনন্ত জগতের প্রতি করুণা করিয়া স্বীয় কণ্ঠে হলাহল ধারণ করিয়াছিলেন, মাতঃ! এই সকলই তোমার সহবাসের ফল ॥ ১৭॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং নিরতিশয়মালোক্য পরয়া,
ভীতৈবাসীৎ গঙ্গাজলময়তনুঃ শৈলতনয়ে।
তদেতস্যাঃ স্তাম্যদ্বদনকমলং বীক্ষ্য কৃপয়া,
প্রতিষ্ঠামাতেনে নিজশিরসি বাসেন গিরিশঃ ॥ ১৮ ॥

বিশালশ্রীখণ্ডদ্রবমৃগমদাকীর্ণ-ঘুসৃণ-
প্রসূনব্যামিশ্রং ভগবতি তবাভ্যঙ্গসলিলম্।
সমাদায় স্রষ্টা চলিতপদপাংশূন্নিজকরৈঃ,
সমাধত্তে সৃষ্টিং বিবুধপুরপঙ্কেরুহদৃশাম্ ॥ ১৯ ॥

বসন্তে সানন্দে কুসুমিতলতাভিঃ পরিবৃতে,
স্ফুরন্নানাপদ্মে সরসি কলহংসালিসুভগে।
সখীভিঃ খেলন্তীং মলয়পবনান্দোলিতজলে,
স্মরেদ্যস্ত্বাং তস্য জ্বরজনিতপীড়াপসরতি ॥ ২০ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতা আনন্দলহরীস্তুতিঃ ॥

হে গিরিনন্দিনি! তোমার অনুপম সৌন্দর্য্য দর্শন করিয়াই গঙ্গাদেবী ভয়ে সলিলময়ী হইয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার মুখপদ্ম উপেক্ষাভয়ে উদ্বেগপূর্ণ ও ক্লিষ্ট হইয়াছিল, ইহা অবলোকন করিয়াই গিরিশদেব অনুগ্রহ পূর্ব্বক গঙ্গাকে স্বীয় মস্তকে স্থান দান করিয়াছেন ॥ ১৮ ॥

ভগবতি! তুমি যে অতি মনোহর সৌগন্ধপূর্ণ তিলমিশ্রিত চন্দন, কুঙ্কুমপ্রসূন, ও কস্তুরীজল দ্বারা স্বীয় অঙ্গে অভ্যঙ্গ করিতে এবং তোমার গমনসময়ে যে চরণ-কমল হইতে ধূলি প্রচলিত হইত, সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা নিজ করে সেই জল ও সেই সকল ধূলি চয়ন করিয়াই সুরপুরবাসিনী কামিনীগণের সৃষ্টিবিধান করিয়াছেন ॥ ১৯ ॥

দেবি! আনন্দজনক বসন্ত-ঋতুতে কুসুমিত লতা সকল সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইলে এবং সরোবরে কমলকুল প্রস্ফুটিত হইলে কলহংসগণ জলকেলি করিয়া সমন্তাৎ ভ্রমণ করিত এবং মন্দ মন্দ মলয়-মারুত-হিল্লোলে সরোবরের জল আন্দোলিত হইলে তুমি সখীগণের সহিত জলকেলি করিতে। যে সাধক এ মূর্ত্তি ধ্যান বা চিন্তা করিতে পারে, তাহার জ্বর-জনিত পীড়া বিদূরিত হয় ॥ ২০ ॥

ইতি আনন্দলহরীস্তোত্র সম্পূর্ণ।

নির্ব্বাণদশক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ভূমির্ন তোয়ং ন তেজো ন বায়ুর্ন খং নেন্দ্রিয়ং বা ন তেষাং সমূহঃ।
অনৈকান্তিকত্বাৎ সুষুপ্ত্যেকসিদ্ধস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ১॥
ন বর্ণা ন বর্ণাশ্রমাচারধর্ম্মা, ন মে ধারণাধ্যানযোগাদয়োঽপি।
অনাত্মাশ্রয়োঽহং সমাধ্যাসহানাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ২॥
ন মাতা পিতা বা ন দেবো ন লোকা, ন বেদা ন যজ্ঞা ন তীর্থং ব্রুবন্তি।
সুষুপ্তৌ নিরস্তাতিশূন্যাত্মনত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৩॥
ন সাঙ্খ্যং ন শৈবং ন তৎপাঞ্চরাত্রং, ন জৈনং মীমাংসকাদের্ম্মতং বা।
বিশিষ্টানুভূত্যা বিশুদ্ধাত্মকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্॥ ৪॥

আমি ভূমি নহি, জল নহি, বায়ু নহি, তেজ নহি, শূন্য নহি, ইন্দ্রিয় নহি বা ইন্দ্রিয়সমষ্টিরূপ নহি। যিনি অনৈকান্তিকত্বনিবন্ধন সুষুপ্তিসময়ে সিদ্ধ থাকেন, মহাপ্রলয়াদিতেও যিনি একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই অখিল-কল্যাণময় পরমাত্মা॥ ১॥

আমি বিপ্রক্ষত্রিয়াদি কোন বর্ণের অন্তর্ভূত নহি, আমার বর্ণাশ্রম-বিহিত কোন আচার বা ধর্ম্ম নাই, আমি ধারণা ও ধ্যানাদি যোগ করি না, আমার আত্মা নাই, আমিই সকলের আশ্রয়, আমার অধ্যাস নাই এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমি সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ২॥

যাঁহার পিতা নাই, মাতা নাই, দেব নাই, লোক নাই, বেদ নাই, যজ্ঞ নাই, তীর্থ নাই, আর সুষুপ্তিসময়ে সকল নিরস্ত হইলেও যিনি শূন্যস্বরূপে বিরাজ করেন, মহাপ্রলয়েও একমাত্র এই পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকেন, সুতরাং আমি সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৩॥

সাংখ্য, শৈব, পঞ্চরাত্রাদিযোগ ও জৈন বা মীমাংসকাদির মত আশ্রয় করিলেও যাঁহাকে নিরূপণ করিতে পারা যায় না, বিশেষরূপ অনুভব দ্বারা যাঁহার কেবল বিশুদ্ধাত্মকত্ব প্রতীয়মান হয় এবং যিনি মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা॥ ৪॥

ন শুক্লং ন কৃষ্ণং ন রক্তং ন পীতং,ন পীনং ন কুব্জং ন হ্রস্বং ন দীর্ঘম্।
অরূপং তথা জ্যোতিরাকারকত্বাত্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৫ ॥
ন জাগ্রন্ন মে স্বপ্নকো বা সুষুপ্তির্ন বিশ্বো ন বা তৈজসঃ প্রাজ্ঞকো বা।
অবিদ্যাত্মকত্বাত্ত্রয়াণাং তুরীয়ং, তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৬ ॥
ন শাস্তা ন শাস্ত্রং ন শিষ্যো ন শিক্ষা, ন চ ত্বং ন চাহং ন চায়ং প্রপঞ্চঃ।
স্বরূপাববোধাব্ধিকল্পাসহিষ্ণুস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৭ ॥
ন চোর্দ্ধং ন চাধো ন চান্তর্ন বাহ্যং, ন মধ্যং ন তির্য্যক্ ন পূর্ব্বা পরা দিক্
বিয়দ্ব্যাপকত্বাদখণ্ডৈকরূপস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৮ ॥
অপি ব্যাপকত্বাদ্বিতত্ত্বাৎ প্রয়োগাৎ, স্বতঃসিদ্ধভাবাদনন্যাশ্রয়ত্বাৎ।
জগত্তুচ্ছমেতৎ সমস্তং তদন্যস্তদেকোঽবশিষ্টঃ শিবঃ কেবলোঽহম্ ॥ ৯ ॥

যিনি শ্বেতবর্ণ নহেন, কৃষ্ণবর্ণ নহেন, লোহিতবর্ণ নহেন ও পীতবর্ণ নহেন এবং যিনি স্থূল নহেন, কুব্জ নহেন, হ্রস্ব নহেন ও দীর্ঘ নহেন, যাঁহার রূপ নাই, যিনি জ্যোতির্ম্ময় এবং মহাপ্রলয়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ।। ৫ ॥

জাগ্রৎ, স্বপ্ন বা সুষুপ্তি ইহার কোন অবস্থাই আমার নাই, আমি তৈজস বা প্রাজ্ঞ পুরুষ নহি। উক্ত বিশ্বাদিত্রয়ই অবিদ্যাত্মক, সুতরাং আমি এই প্রপঞ্চত্রিতয়ের অতীত তুরীয় ব্রহ্ম। আর যিনি একমাত্র মহাপ্রলয়েও অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৬ ॥

আমার শাসনকর্ত্তা নাই,শাস্ত্র নাই,শিষ্য নাই,শিক্ষা নাই এবং আমার 'তুমি আমি' ইত্যাদি ভাব নাই বা অন্য কোন প্রপঞ্চ নাই, আমি স্বস্বরূপাববোধের সমুদ্রস্বরূপ, আমি সুখ-দুঃখাদি কোন ভাব সহ্য করি না, আর যিনি মহাপ্রলয়-সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৭ ॥

আমার ঊর্দ্ধ নাই, অধ নাই, অন্তর নাই, বাহ্য নাই, মধ্য নাই, বক্রভাব নাই এবং পূর্ব্বপশ্চিমাদি দিক্ নাই। আমি সর্ব্বত্র ব্যাপক ; সুতরাং অখণ্ডৈক-রূপ। আর যিনি মহাপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্বকল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৮ ॥

যে পরমাত্মা জগদ্ব্যাপক, সর্ব্বস্থানে বিস্তৃত, সকল স্থানেই যাঁহার নিয়োগ দৃষ্ট হয়, তিনি স্বতঃসিদ্ধ ও অনন্যাশ্রয়, অতএব তদ্ভিন্ন সকল জগৎই তুচ্ছ। আর যিনি মহাপ্রলয়সময়েও একমাত্র অবশিষ্ট থাকেন, আমিই সেই সর্ব্ব-কল্যাণময় পরমাত্মা ॥ ৯ ॥

ন চৈকং তদন্যদ্দ্বিতীয়ং কুতঃ স্যান্ন চাকেবলত্বং ন বা কেবলত্বম্।
ন শূন্যং ন চাশূন্যমদ্বৈতকত্বাৎ, কথং সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধং ব্রবীমি ॥ ১০॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নির্ব্বাণদশকস্তোত্রম্॥

অন্নপূর্ণাস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

নিত্যানন্দকরী বরাভয়করী সৌন্দর্য্যরত্নাকরী,
নির্দ্ধূতাখিলঘোরপাবনকরী প্রত্যক্ষমাহেশ্বরী।
প্রালেয়াচলবংশপাবনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ১॥
নানারত্নবিচিত্রভূষণকরী হেমাম্বরাড়ম্বরী,
মুক্তাহারবিলম্বমানবিলসদ্বক্ষোজকুম্ভান্তরী।

কুত্রাপি পরমাত্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় নাই, সর্ব্বত্রই কেবল পরমাত্মা অদ্বিতীয়-রূপে বিরাজ করিতেছেন,অদ্বিতীয় বলিয়া তিনি কেবলও (একমাত্র অবস্থিত সত্তা) নহেন, অকেবলও নহেন, তিনি শূন্য বা অশূন্য নহেন, সেই পরমাত্মা অদ্বৈত, তাঁহাকেই সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধ বলা যায়। বেদান্তসকল যে একমাত্র পরমাত্মাকেই সাধন করিয়াছেন, আমিই সেই পরমাত্মা, আমি কেমন করিয়া তাঁহার বর্ণনা করিব ? ১০ ॥

নির্ব্বাণদশকস্তোত্র সমাপ্ত।

দেবি অন্নপূর্ণে ! তুমি নিরন্তর সকলের আনন্দবর্দ্ধন করিতেছ, স্বীয় হস্তে বর ও অভয়-মুদ্রা ধারণ করিয়াছ, তুমি সৌন্দর্য্যরূপ রত্নের আকর, তুমি ভক্ত-বৃন্দের সকল পাপ ধ্বংস করিয়া তাহাদিগকে পবিত্র করিয়া থাক, তুমি সাক্ষাৎ মহেশ্বর, তুমি প্রলয়পর্ব্বত বা হিমাচলের বংশ পবিত্র করিয়াছ। তুমিই কাশী-পুরীর অধীশ্বরী এবং তুমি অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের জননী, আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ১ ॥

দেবি অন্নপূর্ণে ! তুমি নানা প্রকার বিচিত্র রত্ন দ্বারা স্বীয় অঙ্গে অলঙ্কার ধারণ করিয়াছ,তুমি সুবর্ণখচিত বসন পরিধান করিয়া মুক্তাময় হার দ্বারা কুচ-যুগল সুশোভিত করিয়াছ,তোমার সর্ব্বাঙ্গে কুঙ্কুম ও অগুরু অনুলিপ্ত করিয়া স্বীয়

কাশ্মীরাগুরুবাসিতা রুচিকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ॥
যোগানন্দকরী রিপুক্ষয়করী ধর্ম্মার্থনিষ্ঠাকরী,
চন্দ্রার্কানলভাসমানলহরী ত্রৈলোক্যরক্ষাকরী।
সর্ব্বৈশ্বর্য্যসমস্তবাঞ্ছিতকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৩ ॥
কৈলাসাচলকন্দরালয়করী গৌরী উমা শঙ্করী,
কৌমারী নিগমার্থগোচরকরী ওঙ্কারবীজাক্ষরী।
মোক্ষদ্বারকপাটপাটনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৪ ॥
দৃশ্যাদৃশ্যপ্রভূতবাহনকরী ব্রহ্মাণ্ডভাণ্ডোদরী,
লীলানাটকসূত্রভেদনকরী বিজ্ঞানদীপাঙ্কুরী।
শ্রীবিশ্বেশমনঃপ্রসাদনকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী ॥ ৫ ॥

দেহের কান্তি বৃদ্ধি করিয়াছ। তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং তুমিই অন্নপূর্ণেশ্বরী ও জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর ॥ ২ ॥

দেবি! তুমি যোগিবৃন্দের আনন্দদাত্রী, ভক্তগণের শত্রুধ্বংসকরী, ধর্ম্মার্থ নিষ্ঠাকরী, চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির আভাধারণকারিণী, ত্রিভুবনের রক্ষাকর্ত্রী, ভক্তবৃন্দের বাঞ্ছিতকরী ও ঐশ্বর্য্যদাত্রী। জননি! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের জননী; কৃপা করিয়া আমাকে ভিক্ষা দেও ॥ ৩ ॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি কৈলাস-পর্ব্বতের কন্দরমধ্যে স্বীয় আলয় স্থাপন করিয়াছ। মাতঃ! তুমিই গৌরী, তুমিই উমা, তুমিই শঙ্করী এবং তুমি কৌমারীরূপ ধারণ করিয়াছ, তুমিই নিগমার্থ প্রকাশ করিয়াছ, তুমিই ওঙ্কারবীজস্বরূপা। দেবি! তুমি মোক্ষধামের দ্বারস্থ কপাট উদ্ঘাটন কর এবং তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা, জননি! তুমি আমাকে করুণা করিয়া ভিক্ষা দেও ॥ ৪ ॥

দেবি! তুমি দৃশ্যাদৃশ্য অর্থাৎ স্থূল-সূক্ষ্ম সমস্ত জীবের আহার প্রদান করিতেছ, এই ব্রহ্মাণ্ড তোমারই জঠরমধ্যে নিহিত আছে, তোমারই লীলাতে সকল জীব নিজ নিজ কার্য্য করিতেছে, তুমিই বিজ্ঞানরূপ প্রদীপের অঙ্কুর-স্বরূপ, তুমি

উর্ব্বীসর্ব্বজনেশ্বরী ভগবতী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী,
বেণীনীলসমমানকুন্তলহরী নিত্যান্নদানেশ্বরী।
সর্ব্বানন্দকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥
আদীক্ষান্তসমস্তবর্ণনকরী শম্ভোস্ত্রিভাবাকরী,
কাশ্মীরাত্রিজনেশ্বরী ত্রিলহরী নিত্যাঙ্কুরাশর্ব্বরী।
কামাকাঙ্ক্ষকরী জনোদয়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী॥ ৭॥
দেবী সর্ব্ববিচিত্ররত্নরচিতা দাক্ষায়ণী সুন্দরী,
বামস্বাদুপয়োধরপ্রিয়করী সৌভাগ্যমাহেশ্বরী।

শ্রীবিশ্বনাথের প্রীতিবর্দ্ধন কর। মাতঃ অন্নপূর্ণেশ্বরি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; তুমি করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৫॥

হে অন্নপূর্ণে! তুমি অবনীমণ্ডলস্থ জনসমূহের ঈশ্বরী, তুমি ষড়ৈশ্বর্য্যশালিনী, তুমিই জগতের জননী, তুমিই সকলকে অন্ন প্রদান করিয়া থাক। তোমার নীলবর্ণ কুন্তলসকল বেণীরূপে শোভা পাইতেছে, তুমিই জীবগণের আনন্দবর্দ্ধন কর এবং তুমিই লোকের অবস্থার উন্নতিসাধন করিয়া থাক। হে জননি! তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা; করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান দর॥ ৬॥

দেবি! লোকে দীক্ষিত হইয়া যাহা কিছু শিক্ষা করিয়া থাকে, তাহা তুমিই বর্ণনা করিয়া উপদেশ প্রদান কর, তুমিই মহাদেবের ভাবত্রয় বিধান করিয়াছ, তুমিই স্বর্গ,মর্ত্ত্য ও পাতাল এই ত্রিভুবনের ঈশ্বরীরূপে বিদ্যমান রহিয়াছ। তুমিই গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী এই তিনরূপে অবনীতলে প্রবাহিতা হইতেছ, নিত্য বস্তু সকলও তোমা হইতে সঞ্জাত হইয়াছে, তুমিই প্রলয়রাত্রিস্বরূপা। তুমিই পুরুষকে কামনাপ্রবণ কর ও কামনাশালী পুরুষের আকাঙ্ক্ষানুযায়ী ফল প্রদান কর এবং তুমিই সকলের উন্নতিবিধান করিতেছ। তুমিই কাশীপুরীর অধীশ্বরী ও জগতের মাতা। হে মাতঃ! তুমি করুণা করিয়া ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৭॥

দেবি! তুমি সর্ব্বপ্রকার বিচিত্ররত্নে অলঙ্কৃত হইয়াছ,তুমি দক্ষরাজগৃহে তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছিলে,তুমি একমাত্র জগতে সুন্দরী,তুমিই আপন সুস্বাদু বামপয়োধর প্রদান করিয়া জগতের প্রিয়কার্য্যসাধন করিতেছ, তুমি সকলকে

ভক্তাভীষ্টকরী দশাশুভকরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৮।
চন্দ্রার্কানলকোটিকোটিসদৃশা চন্দ্রাংশুবিম্বাধরী,
চন্দ্রার্কাগ্নিসমানকুণ্ডলধরী চন্দ্রার্কবর্ণেশ্বরী।
মালাপুস্তকপাশাঙ্কুশধরী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ৯।
ক্ষত্রত্রাণকরী মহাভয়করী মাতা কৃপাসাগরী,
সাক্ষান্মোক্ষকরী সদা শিবকরী বিশ্বেশ্বরশ্রীধরী।
দক্ষাক্রন্দকরী নিরাময়করী কাশীপুরাধীশ্বরী,
ভিক্ষাং দেহি কৃপাবলম্বনকরী মাতান্নপূর্ণেশ্বরী। ১০॥

সৌভাগ্য প্রদান করিয়া মহেশ্বরী নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছ, তুমি ভক্ত-সাধারণের অভীষ্ট প্রদান কর ও তাহাদের অবস্থার কল্যাণসম্পাদন করিতেছ। মাতঃ অন্নপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী এবং জগতের মাতা, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৮॥

দেবি! তুমি কোটি কোটি চন্দ্র, সূর্য্য ও বহ্নির ন্যায় সমুজ্জ্বল প্রভাশালিনী, তুমি ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র ধারণ করিয়াছ, তুমি চন্দ্রার্কের বর্ণ প্রদান করিয়াছ, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য ও অনলের ন্যায় ভাস্বর কুণ্ডলযুগল কর্ণে ধারণ করিয়াছ। জননি! তুমি চতুর্ভুজা, মালা, পুস্তক, পাশ ও অঙ্কুশধারিণী, তুমি কাশীর অধীশ্বরী, আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর॥ ৯॥

মাতঃ! তুমি ক্ষত্রিয়কুল পরিত্রাণ করিয়াছ, তুমিই সকলকে অভয় প্রদান কর, তুমি জীবগণের জননী, তুমি করুণার সাগরস্বরূপা, তুমি ভক্তবৃন্দকে মোক্ষ প্রদান করিয়া থাক এবং নিরন্তর সকলের কল্যাণবর্দ্ধন কর। জননি! তুমি বিশ্বেশ্বরেরও শ্রীবর্দ্ধন করিতেছ, তুমিই দক্ষের যজ্ঞ ধ্বংস করিয়াছ এবং তুমিই ভক্তগণের রোগসকল বিনাশ কর। হে অন্নপূর্ণে! তুমি কাশীপুরীর অধীশ্বরী, করুণা করিয়া আমাকে ভিক্ষা প্রদান কর। ১০।

হে অন্নপূর্ণে! তুমি নিয়ত পূর্ণরূপে বিরাজিতা আছ, তুমি মহাদেবের প্রাণতুল্য প্রিয়পত্নী। হে পার্ব্বতি! তুমি জ্ঞান ও বৈরাগ্যসিদ্ধির জন্য ভিক্ষা দান

অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি॥ ১১॥
মাতা চ পার্ব্বতী দেবী পিতা দেবো মহেশ্বরঃ।
বান্ধবাঃ শিবভক্তাশ্চ স্বদেশো ভুবনত্রয়ম্॥ ১২॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং অন্নপূর্ণা-স্তোত্রম্।

ধন্যাষ্টক-স্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

যজ্জ্ঞানং প্রশমকরং যদিন্দ্রিয়াণাং, তজ্জ্ঞেয়ং যদুপনিষৎসু নিশ্চিতার্থম্।
তে ধন্যা ভুবি পরমার্থনিশ্চিতেহাঃ, শেষাস্তু ভ্রমনিলয়ে পরিভ্রমন্তি॥ ১॥
আদৌ বিজিত্য বিষয়ান্ মদমোহরাগ-দ্বেষাদিশত্রুগণমাহৃতযোগরাজ্যাঃ।
জ্ঞাত্বামৃতং সমনুভূয় পরাত্মবিদ্যা, কান্তাসুখা বত গৃহে বিচরন্তি ধন্যাঃ॥ ২॥

কর অর্থাৎ আমি যেন সংসারের অনুরাগ ত্যাগ করিয়া জ্ঞান ও বৈরাগ্য উপার্জন বশতঃ মোক্ষ লাভ করিতে পারি, আমার এই বাসনা পূর্ণ কর॥১১॥

পার্ব্বতী দেবী আমার মাতা, দেবাদিদেব মহাদেব পিতা, শিবভক্তবৃন্দ আমার বান্ধব এবং ত্রিলোকই আমার স্বদেশ॥ ১২॥

ইতি অন্নপূর্ণাস্তোত্র সম্পূর্ণ।

যে জ্ঞানে ইন্দ্রিয়গ্রামের প্রশান্তি হয় অর্থাৎ যাহাতে ইন্দ্রিয়গ্রাম বশীভূত থাকে, সেই জ্ঞানই প্রশস্ত জ্ঞান, আর উপনিষদে যাহা প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাই জ্ঞেয় এবং যাঁহারা পরমার্থ-নিশ্চয়ে যত্নবান্, তাঁহারাই ধন্য। যাহাদের পরমার্থলাভে যত্ন নাই, তাহারা ভ্রমের বশীভূত হইয়া পরিভ্রমণ করিতেছে॥১॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া মদ, মোহ, রাগ, দ্বেষ প্রভৃতি শত্রুগণকে পরাজয় করিয়া যোগরাজ্য করিয়াছেন অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাম জয় করিয়া যোগসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, আর পরমাত্মবিদ্যা অনুভব করিয়া যাঁহারা মোক্ষজ্ঞানের অধিকারী হইয়াছেন, তাঁহারা আদিতে কান্তাসুখ অনুভব করত গৃহে অবস্থিতি করেন॥ ২॥

ত্যক্ত্বা গৃহে রতিমধোগতিহেতুভূতামাত্মেচ্ছয়োপনিষদর্থরসং পিবন্তঃ।
বীতস্পৃহা বিষয়ভোগপদে বিরক্তা, ধন্যাশ্চরন্তি বিজনেষু বিরক্তসঙ্গাঃ॥ ৩॥
ত্যক্ত্বা মমাহমিতি বন্ধকরে পদে দ্বে, মানাবমানসদৃশাঃ সমদর্শিনশ্চ।
কর্ত্তারমন্যমবগম্য তদর্পিতানি, কুর্ব্বন্তি কর্ম্মপরিপাকফলানি ধন্যাঃ॥ ৪॥
ত্যক্ত্বৈষণাত্রয়মবেক্ষিতমোক্ষমার্গা, ভৈক্ষ্যামৃতেন পরিকল্পিতদেহযাত্রাঃ।
জ্যোতিঃ পরাৎ পরতরং পরমাত্মসংজ্ঞং, ধন্যা দ্বিজা রহসি হৃদ্যবলোকয়ন্তি॥ ৫॥
নাসন্ন সন্ন সদসন্ন মহন্ন চাণু, ন স্ত্রী পুমান্ন চ নপুংসকমেকবীজম্।
যৈর্ব্রহ্ম তৎ সমনুপাসিতমেকচিত্তা, ধন্যা বিরেজুরিতরে ভবপাশবদ্ধাঃ॥ ৬॥
অজ্ঞানপঙ্কপরিমগ্নমপেতসারং, দুঃখালয়ং মরণজন্মজরাবসক্তম্।
সংসারবন্ধনমনিত্যমবেক্ষ্য ধন্যা, জ্ঞানাসিনা তদবশীর্য্য বিনিশ্চয়ন্তি॥ ৭॥

ধন্য পুরুষেরা গৃহে রতিসুখ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক স্ব-ইচ্ছায় উপনিষদের অর্থরস পান করত ত্যক্তস্পৃহা ও বিষয়ভোগে বিরক্ত হইয়া সর্ব্বসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া বিজন প্রদেশে বিচরণ করেন॥ ৩॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা ভববন্ধনের হেতুভূত "আমি, আমার" এই দুই পদের ব্যবহার ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মানাপমানে সমভাবাপন্ন ও সর্ব্বত্র সমদর্শী হন এবং অন্য কর্ত্তা আছে, এই প্রকার জ্ঞান করিয়া সেই সর্ব্বকর্ত্তাতে কর্ম্মপরিপাকফল সমর্পণ করিয়া থাকেন॥ ৪॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা ইহকালের সুখ, দীর্ঘজীবন ও স্বর্গাদি অপবর্গ-লাভ এই চেষ্টাত্রয় বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মোক্ষপদের অনুসন্ধান করেন এবং ভিক্ষা-চরণ দ্বারা দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন, আর নির্জ্জনে বসিয়া স্বকীয় হৃদয়ে পরাৎপর পরমাত্ম-জ্যোতি দর্শন করেন॥ ৫॥

পরব্রহ্ম সৎ নহেন, অসৎ নহেন, সদসৎ নহেন, মহৎ নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, স্ত্রী নহেন, পুরুষ নহেন, ক্লীব নহেন, তিনি একমাত্র জগতের কারণ, ধন্য পুরুষেরা এই প্রকারে সেই পরব্রহ্মোপাসনায় আসক্ত থাকেন এবং যাহারা ব্রহ্মানুরক্ত নহে, তাহারা সংসারবন্ধনে বদ্ধ হইয়া আছে॥ ৬॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা অজ্ঞানরূপ পঙ্কে পরিমগ্ন, সারশূন্য, দুঃখের আকরস্বরূপ, জন্ম-মৃত্যু-জরাপরিপূর্ণ, অনিত্য ভববন্ধনকে জ্ঞানরূপ অসি দ্বারা ছেদন করিয়া স্বাধীন বা পরিমুক্তভাবে পরিভ্রমণ করেন॥ ৭॥

শান্তৈরনন্যমতিভির্মধুরস্বভাবৈরেকত্বনিশ্চিতমনোভিরপেতমোহৈঃ।
সাকং বনেষু বিজিতাত্মপদস্বরূপং, শাস্ত্রেষু সম্যগনিশং বিমৃশন্তি ধন্যাঃ॥ ৮॥
অহিমিব জনযোগং সর্ব্বদা বর্জ্জয়েদ্যঃ,কুণপমিব সুনারীং ত্যক্তকামো বিরাগী।
বিষমিব বিষয়ান্ যো মন্যমানো দুরন্তান্, জয়তি পরমহংসো মুক্তিভাবং সমেতি॥ ৯॥

সম্পূর্ণং জগদেব নন্দনবনং সর্ব্বেঽপি কল্পদ্রুমা,
গাঙ্গং বারি সমস্তবারিনিবহঃ পুণ্যাঃ সমস্তাঃ ক্রিয়াঃ।
বাচঃ প্রাকৃতসংস্কৃতাঃ শ্রুতিগিরো বারাণসী মেদিনী,
সর্ব্বাবস্থিতিরস্য বস্তুবিষয়া দৃষ্টে পরে ব্রহ্মণি॥ ১০॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং ধন্যাষ্টকস্তোত্রম্॥

যাঁহারা ধন্য পুরুষ, তাঁহারা প্রশান্তমনে অনন্যচিত্ত, শান্তস্বভাব, একত্বনিশ্চয়কারী, [নিবৃত্তমোহ যোগিগণের সহিত অরণ্যে অবস্থিতি করিয়া শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করত পরমব্রহ্মপদ অনুসন্ধান করেন॥ ৮॥

যিনি নিরন্তর সর্পবৎ জনসংসর্গ ত্যাগ করেন, সুন্দরী নারীকে মৃতদেহবৎ পরিত্যাগ করিয়া সংসারবৈরাগ্য লাভ করিয়াছেন, বিষয়সকলকে বিষবৎ জ্ঞান করিয়া দুরন্ত কামাদি রিপুসমূহকে জয় করিতে পারেন, তিনিই পরমহংস এবং তিনিই মুক্তিপদ প্রাপ্ত হন॥ ৯॥

যখন ভাগ্যবশে কোন ব্যক্তির পরব্রহ্মদর্শন হয়, তখন এই নিখিল জগৎই আনন্দকানন বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষবৎ জ্ঞান হয়, সমস্ত জলই গঙ্গাজলবৎ পবিত্র বোধ হয়, সকল ক্রিয়াই পবিত্র, সকল বাক্যই [সংস্কৃত শ্রুতিবাক্যতুল্য, সকল পৃথিবীই বারাণসী] এবং সর্ব্বত্র অবস্থিতিই সুখকর বোধ হইয়া থাকে॥ ১০॥

ইতি ধন্যাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র।

মূঢ় জহীহি ধনাগমতৃষ্ণাং, কুরু সদ্‌বুদ্ধিং মনসি বিতৃষ্ণাম্।
যল্লভসে নিজকর্ম্মোপাত্তং, বিত্তং তেন বিনোদয় চিত্তম্ ॥ ১

অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যং, নাস্তি ততঃ সুখলেশঃ সত্যম্।
পুত্রাদপি ধনভাজাং ভীতিঃ, সর্ব্বত্রৈষা বিহিতা নীতিঃ ॥ ২ ॥

কা তে কান্তা কস্তে পুত্রঃ, সংসারোঽয়মতীব বিচিত্রঃ।
কস্য ত্বং বা কুত আয়াতস্তত্ত্বং চিন্তয় তদিদং ভ্রাতঃ ॥ ৩ ॥

মা কুরু ধনজনযৌবনগর্ব্বং, হরতি নিমেষাৎ কালঃ সর্ব্বম্।
মায়াময়মিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশাশু বিদিত্বা ॥ ৪ ॥

হে মূঢ়! তুমি অধিক ধনলাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্মবুদ্ধি দ্বারা সদসদ্বিবেচনা করিয়া মানসিক দুরাশা পরিত্যাগ কর এবং আপন শক্তি অনুসারে কর্ম্ম করিয়া সেই কর্ম্মে যাহা লাভ হইবে, তাহাতেই চিত্ত সন্তুষ্ট কর ॥১॥

এই জগতে যত অর্থ আছে, সকলই অনর্থের কারণ বলিয়া জ্ঞান কর। এই লৌকিক অর্থ দ্বারা কিঞ্চিন্মাত্রও প্রকৃত সুখ হইতে পারে না, বরং নানাপ্রকার অনিষ্টই সাধিত হইয়া থাকে। পরন্তু সর্ব্বত্রই দেখা যাইতেছে যে, যাঁহারা ধনশালী, তাঁহারা আপন পুত্রকেও ভয় করিয়া থাকেন, সুতরাং ধনাশা পরিত্যাগ করাই সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ হইতেছে ॥ ২ ॥

হে ভ্রাতঃ! এই সংসারে সকলই আশ্চর্য্য অর্থাৎ ইহা কেবল ঐন্দ্রজালিক মায়াবৎ, প্রকৃত পক্ষে কিছুই সত্য নহে। একবার সূক্ষ্মরূপে চিন্তা করিয়া দেখ দেখি, তোমার কান্তা কে, তোমার পুত্র কে এবং তুমিই বা কাহার ও কোথা হইতে আসিয়াছ? এই সকল যথার্থরূপে চিন্তা করিয়া দেখিলে সকল সংসারই অসার বলিয়া বোধ হইবে ॥ ৩ ॥

হে ভ্রাতঃ! ধন, জন ও যৌবনের গর্ব্ব করিও না, জগদন্তকারী কাল নিমেষমধ্যেই সকল হরণ করিতে পারে। আর এই অখিল ব্রহ্মাণ্ডই মায়াময়, সুতরাং এই অনিত্য সংসার পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র ব্রহ্মপদে প্রবেশ কর। এই সংসার সকলই ক্লেশকর, একমাত্র ব্রহ্মপরিজ্ঞানই সর্ব্ববিষয়ে শান্তি প্রদান করে ॥ ৪ ॥

কামং ক্রোধং লোভং মোহং, ত্যক্ত্বাত্মানং ভাবয় কোঽহম্।
আত্মজ্ঞানবিহীনা মূঢ়াস্তে পচ্যন্তে নরকে নিগূঢ়াঃ ॥৫॥
সুরবরমন্দিরতরুতলবাসঃ, শয্যা ভূতলমজিনং বাসঃ।
সর্ব্বপরিগ্রহভোগত্যাগঃ, কস্য সুখং ন করোতি বিরাগঃ॥ ৬ ॥
শত্রৌ মিত্রে পুত্রে বন্ধৌ, মা কুরু যত্নং বিগ্রহসন্ধৌ।
ভব সমচিত্তঃ সর্ব্বত্র ত্বং, বাঞ্ছস্যচিরাদ্‌যদি বিষ্ণুত্বম্॥ ৭ ॥
ত্বয়ি ময়ি চান্যত্রৈকো বিষ্ণুর্ব্ব্যর্থং কুপ্যসি ময্যসহিষ্ণুঃ।
সর্ব্বস্মিন্নপি পশ্যাত্মানং, সর্ব্বত্রোৎসৃজ ভেদজ্ঞানম্॥ ৮॥
প্রাণায়ামং প্রত্যাহারং, নিত্যানিত্যবিবেকবিচারম্।
জাপ্যসমানসমাধিবিধানং, কুর্ব্ববধানং মহদবধানম্॥ ৯ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া আত্মতত্ত্ব চিন্তা কর এবং "আমি কে?" ইহার তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হও। আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান ব্যতিরেকে এই জগতে আর সার পদার্থ নাই, পরন্তু যাহারা আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানে পরাঙ্মুখ, তাহারা নিরন্তর নরকভোগ করে॥ ৫॥

দেবালয়স্থিত তরুতলে অবস্থানপূর্ব্বক চর্ম্ম পরিধান করিয়া ভূতলশয্যায় শয়ন করিলেও কালযাপন করা যাইতে পারে। বাস্তবিক বিবিধ বিলাসবস্তু ভোগাপেক্ষায় তরুতলে বাসই সুখকর এবং সর্ব্বপ্রকার ভোগ্যবস্তু পরিত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিতে পারিলে কাহার না পরমসুখলাভ হইতে পারে? ৬॥

যদি তোমার অচিরকালমধ্যে বিষ্ণুত্ব-প্রাপ্তির অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে শত্রু, মিত্র, পুত্র ও বন্ধু ইহাদিগের প্রতি কোনরূপ বিশেষ যত্ন করিও না, সর্ব্বত্র সমদর্শী হও অর্থাৎ শত্রুমিত্রাদিতে সমজ্ঞান কর, লোকের সহিত প্রীতি বা দ্বন্দ্ব করিতে যত্নবান্ হইও না, কাহারও প্রতি যত্নের ইতরবিশেষ করিও না, তাহা হইলে শীঘ্র বিষ্ণুপদ পাইতে পারিবে॥ ৭॥

তোমাতে, আমাতে ও অন্যান্য ব্যক্তিতে একই বিষ্ণু বিদ্যমান আছেন, তবে তুমি আমার প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া বৃথা কোপ করিতেছ কেন? কারণ, তুমি, আমি ও অপর সকলেই এক। অতএব তুমি সর্ব্বত্রই আত্মজ্ঞান কর এবং সর্ব্বত্র ভেদজ্ঞান পরিত্যাগ কর॥ ৮॥

এক্ষণে তোমাকে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সদুপায় বলিতেছি, তাঁহাই আচরণ কর সর্ব্বদা প্রাণায়াম ও প্রত্যাহার সাধন কর, কোন্ বস্তু সৎ এবং কোন্ বস্তু অসৎ তাহা বিবেচনা কর এবং জপের সহিত সমাধির অনুষ্ঠান কর॥ ৯॥

নলিনীদলগতসলিলং তরলং, তদ্বজ্জীবিতমতিশয়চপলম্।
বিদ্ধি ব্যাধ্যভিমানগ্রস্তং, লোকং শোকহতঞ্চ সমস্তম্॥ ১০॥
কা তেঽষ্টাদশদেশে চিন্তা, বাতুল তব কিং নাস্তি নিয়ন্তা।
যস্যাং হস্তে সুদৃঢ়নিবদ্ধং, বোধয়তি প্রভবাদিবিরুদ্ধম্॥ ১১॥
গুরুচরণাম্বুজনির্ভরভক্তঃ, সংসারাদচিরাদ্ভব মুক্তঃ।
ইন্দ্রিয়মানসনিয়মাদেবং, দ্রক্ষ্যসি নিজহৃদয়স্থং দেবম্॥ ১২॥
দ্বাদশপঞ্জরিকাময় এষঃ, শিষ্যাণাং কথিতো হ্যুপদেশঃ।
যেষাং চিত্তে নৈব বিবেকস্তে পচ্যন্তে নরকমনেকম্॥ ১৩॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্রম্॥

যেমন পদ্মপত্রস্থিত জল চঞ্চল, তোমার জীবনও সেইরূপ চঞ্চল অর্থাৎ পদ্মপত্রগত জল যেমন অল্পকারণেই পতিত হইতে পারে, সেইরূপ তোমার জীবনও অতি সহজে বিনাশ পাইতে পারে। আর এই সকল লোকই ব্যাধি ও অভিমানগ্রস্ত এবং শোকাভিভূত; অতএব জীবনের অস্তিত্ববিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র বিশ্বাস না করিয়া আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানলাভে যত্নবান্ হও॥ ১০॥

তুমি বাতুলের ন্যায় দেশবিদেশে চিন্তা করিয়া ভ্রমণ করিও না, তোমার কি কোন নিয়ন্তা নাই? যিনি তোমাকে হস্তে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন, তিনিই তোমার প্রবোধ জন্মাইয়া দিবেন। তুমি ইতস্ততঃ পর্য্যটন পরিত্যাগ করিয়া বিশ্বনিয়ন্তা বিশ্বেশ্বরের আরাধনা কর, তাহা হইলেই তোমার ভবপাশ ছিন্ন হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই॥ ১১॥

শ্রীগুরুচরণাম্বুজে নির্ভর করিয়া তুমি অচিরে সংসার হইতে মুক্ত হও, গুরুদেবে ভক্তি রাখিয়া তাঁহার উপদেশানুসারে কার্য্য করিলেই তুমি ইন্দ্রিয়গণ ও মনের সংযম করিতে পারিবে এবং তাহা হইলে আপন হৃদয়মধ্যে সেই অনাদি অনন্ত পরমদেব পরব্রহ্মকে দেখিতে পাইবে॥ ১২॥

এই দ্বাদশপঞ্জরিকাময় ঈশ্বরস্তোত্র আমি শিষ্যবর্গের উপদেশার্থ প্রকাশ করিলাম, যাহাদিগের চিত্তে বিবেকশক্তি নাই, তাহারা নরকে নানা প্রকার ক্লেশভোগ করে, কিন্তু এই স্তোত্র পাঠ করিয়া ইহার মর্ম্মাবগতি করিতে পারিলে তাহার কোনরূপ ক্লেশ থাকিতে পারে না॥ ১৩॥

ইতি দ্বাদশপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র।

দিনমপি রজনী সায়ং প্রাতঃ, শিশিরবসন্তৌ পুনরায়াতঃ।
কালঃ ক্রীড়তি গচ্ছত্যায়ুস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাবায়ুঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ১॥
অগ্রে বহ্নিঃ পৃষ্ঠে ভানু রাত্রৌ চিবুকসমর্পিতজানুঃ।
করতলভিক্ষা তরুতলবাসস্তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপাশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে॥ ২॥
যাবদ্বিত্তোপার্জ্জনশক্তস্তাবন্নিজপরিবারো রক্তঃ।
পশ্চাদ্‌যাবত্তি জর্জ্জরদেহে, বার্ত্তাং পৃচ্ছতি কোঽপি ন গেহে।

দিন, রজনী, সায়ংকাল, প্রাতঃসময়, শিশির ও বসন্ত-ঋতু এই সকলই পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে, কাল ক্রীড়া করিতেছে, আয়ুঃ ক্ষয় পাইতেছে, তথাপি আশাবায়ু পরিত্যক্ত হইতেছে না। হে মূঢ়মতে! সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, তোমার মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে কেহ রক্ষা করিতে পারিবে না। তুমি যে "ডুকৃঞ্‌করণে" ইত্যাদি ধাতু বিচার পূর্ব্বক শাস্ত্রপর্য্যালোচনা করিতেছ, মরণসময় উপস্থিত হইলে কিছুতেই তোমার মরণনিবৃত্তি হইবার নহে, সেই "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ১॥

হে মূঢ়মতে! তোমার শীতনিবারক বস্ত্রাদির অভাবে সম্মুখে অগ্নি এবং পৃষ্ঠে রৌদ্র লইয়া দিনপাত করিয়া থাক, রজনীযোগে চিবুকে জানু বিন্যস্ত করিয়া কায়ক্লেশে যামিনী যাপন কর, তোমার ভিক্ষাপাত্র নাই, করতলে ভিক্ষা গ্রহণ কর, তোমার বাসগৃহ নাই, তরুতলে অবস্থান কর, তথাপি তোমার আশা-পরিত্যাগ হইতেছে না, অতএব সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর। মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ২॥

হে মূঢ়মতে! যাবৎ তোমার বিত্তোপার্জ্জনে শক্তি থাকিবে, তাবৎ তোমার পরিবারবর্গ অনুগত রহিবে, পরে যখন তোমার দেহ জর্জ্জরীভূত হইবে, ধনোপার্জ্জনের ক্ষমতা থাকিবে না, তখন কেহই তোমার গৃহে উপস্থিত হইয়া একটি কথাও

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে॥ ৩॥
জটিলমুণ্ডী লুঞ্চিতকেশঃ, কাষায়াম্বরবহুকৃতবেশঃ।
পশ্যন্নপি ন চ পশ্যতি মূঢ়, উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে॥ ৪॥
ভগবদ্গীতা কিঞ্চিদধীতা, গঙ্গাজললবকণিকা পীতা।
সকৃদপি যস্য মুরারিসমর্চ্চা, তস্য যমঃ কিং কুরুতে চর্চ্চাম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে।
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞকরণে॥ ৫॥
অঙ্গং গলিতং পলিতং মুণ্ডং, দশনবিহীনং জাতং তুণ্ডম্।
বৃদ্ধো যাতি গৃহীত্বা দণ্ডং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশাপিণ্ডম্।

জিজ্ঞাসা করিবে না, অতএব এইক্ষণ শক্তি থাকিতে থাকিতে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞকরণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ৩॥

হে মূঢ়মতে! তুমি উদরপোষণের নিমিত্ত কখন মস্তকে জটাভার বহন করিতেছ, কখন বা মস্তক মুণ্ডন করিতেছ, কখন কেশবিন্যাস করিয়া থাক, কখন কাষায়বস্ত্র পরিধান করিয়া বিবিধ বেশে সাজিতেছ, তুমি জগতের অনিত্যতা দেখিয়াও দেখিতেছ না, এইক্ষণ এই সকল পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞকরণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥ ৪॥

যে ব্যক্তি ভগবদ্গীতার কিয়দংশ অধ্যয়ন করিয়াছে, যে ব্যক্তি কণিকামাত্র গঙ্গাজল পান করিয়াছে কিংবা একবারমাত্র মুরারির অর্চ্চনা করিয়াছে, যম তাহার কিছুই করিতে পারে না; অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকালে "ডুকৃঞকরণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না॥৫॥

বৃদ্ধকালে অঙ্গসকল শিথিল হইয়া যায়, মস্তকের কেশগুলি শুভ্রবর্ণ হয়, মুখ দন্তবিহীন হয় এবং দণ্ড ধরিয়া গমন করিতে হয়, তথাপি আশা পরিত্যক্ত হয় না। সংসারের আশাপাশে বদ্ধ হইয়া থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৬ ॥
বালস্তাবৎ ক্রীড়াসক্তস্তরুণস্তাবত্তরুণীরক্তঃ।
বৃদ্ধস্তাবচ্চিন্তামগ্নঃ, পরমে ব্রহ্মণি কোঽপি ন লগ্নঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৭ ॥
পুনরপি জননং পুনরপি মরণং, পুনরপি জননীজঠরে শয়নং।
ইহ সংসারে খলু দুস্তারে, কৃপাপারাবারে পাহি মুরারে!
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ৮ ॥
পুনরপি রজনী পুনরপি দিবসঃ, পুনরপি পক্ষঃ পুনরপি মাসঃ।
পুনরপ্যয়নং পুনরপি বর্ষং, তদপি ন মুঞ্চত্যাশামর্ষম্।

হইবে না, অতএব হে মূঢ়মতে! গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমার রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৬ ॥

যাবৎ বাল্যকাল থাকে, তাবৎ ক্রীড়া-কৌতুকে আসক্ত হয়, পরে যৌবনকাল উপস্থিত হইলে যুবতীর প্রেমে অনুরক্ত থাকে, অবশেষে বৃদ্ধকাল সমাগত হইলে নানা প্রকার চিন্তায় নিমগ্ন হয়, কেহই পরমব্রহ্মচিন্তনে অনুরক্ত হয় না; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এই সময়ে গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্‌করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৭ ॥

এই সংসারে একবার জন্ম হয়, পরে মরণ হয় এবং পুনর্ব্বার জননীর জঠরে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয়, এই দুস্তর সংসার পার হইতে কাহারও সাধ্য নাই। "হে মুরারে! তুমি কৃপা করিয়া উদ্ধার না করিলে অন্য উপায় নাই" এইরূপে মুকুন্দের উপাসনা করিলেই হরি তাহাকে রক্ষা করেন; অতএব হে মূঢ়মতে তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৮ ॥

একবার দিবা ও একবার রাত্রি হয়, এইরূপে পুনঃ পুনঃ দিবারাত্রি হইতেছে; ইহাতে এক পক্ষ হইয়া থাকে। এই প্রকারে দুই পক্ষে একমাস, দুই মাসে এক ঋতু, ছয় ঋতুতে এক অয়ন এবং দুই অয়নে এক বৎসর হইয়া থাকে এইরূপে দিন, পক্ষ, মাস, ঋতু, অয়ন ও বৎসর পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করিতেছে

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ৯ ॥
বয়সি গতে কঃ কামবিকারঃ, শুষ্কে নীরে কঃ কাসারঃ।
নষ্টে দ্রব্যে কঃ পরিবারো, জ্ঞাতে তত্ত্বে কঃ সংসারঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১০ ॥
নারীস্তনভবনাভিনিবেশং, মিথ্যামায়ামোহাবেশম্।
এতন্মাংসবসাদিবিকারং, মনসি বিচারয় বারংবারম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১১ ॥
কস্ত্বং কোঽহং কুত আয়াতঃ, কা মে জননী কো মে তাতঃ।
ইতি পরিভাবয় সর্ব্বমসারং, বিশ্বং ত্যক্ত্বা স্বপ্নবিচারম্।

কিন্তু আশা-পরিত্যাগ হইতেছে না। এইরূপ আশাপাশে বদ্ধ থাকিলে কোন কালেও ক্লেশের নিবৃত্তি হইবে না; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ৯ ॥

বয়স বৃদ্ধ হইলে যেমন কামানুরাগ থাকে না, জল শুষ্ক হইলে যেমন সরোবর নাম থাকে না, দ্রব্যাভাব হইলে যেমন পরিবার থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে সংসারানুরাগ থাকে না। একমাত্র গোবিন্দের আরাধনাই ব্রহ্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞানের কারণ, অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি এইক্ষণ গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১০ ॥

নারীগণের স্তনে যে অনুরাগ হয়, উহা কেবল মিথ্যা মায়ার কার্য্য, মোহে অভিভূত হইয়াই মানবগণ যুবতীর স্তনে অনুরক্ত থাকে। বাস্তবিক ঐ স্তন মেদ ও মাংসের বিকারমাত্র। ইহা বারংবার বিচার করিয়া দেখ এবং সর্ব্বদা গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১১ ॥

তুমি কে? আমি কে? কোথা হইতে আসিয়াছ? আমার জননী কে? পিতা কে? ইহা স[illegible] চিন্তা কর। সূক্ষ্মরূপে ঐ সকল বিচার করিয়া দেখিলে

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১২ ॥
গেয়ং গীতানামসহস্রং, ধ্যেয়ং শ্রীপতিরূপমজস্রং।
নেয়ং সজ্জনসঙ্গে চিত্তং, দেয়ং দীনজনায় চ বিত্তম্।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১৩ ॥
যাবজ্জীবো নিবসতি দেহে, কুশলং তাবৎ পৃচ্ছতি গেহে।
গতবতি বায়ৌ দেহাপায়ে, ভার্য্যা বিভ্যতি তস্মিন্ কায়ে।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে !
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্করণে ॥ ১৪ ॥
সুখতঃ ক্রিয়তে রামাভোগঃ, পশ্চাদ্ধন্ত শরীরে রোগঃ।
যদ্যপি লোকে মরণং শরণং, তদপি ন মুঞ্চতি পাপাচরণম্।

অখিল সংসারই স্বপ্নবৎ অসার বলিয়া বোধ হইবে। হে মূঢ়মতে ! তুমি স্বপ্নবৎ অসার সংসার পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে 'ডুকৃঞ্করণে' তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১২ ॥

সাংসারিক গানের মধ্যে নারায়ণের সহস্র-নামগান, ধ্যানের মধ্যে অনবরত শ্রীপতির রূপচিন্তা, সজ্জনসঙ্গে মনোনিবেশ এবং দীনজনকে ধনদান, এই কয়-টিই সার; অতএব হে মূঢ়মতে ! তুমি উক্ত কার্য্যসকল করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৩ ॥

যাবৎ দেহে জীব[illegible] ...াণ থা... [illegible] ...বৎ সকলেই গৃহে আসিয়া কুশল জিজ্ঞাসা করে, প[illegible] ...রে যখন প্রাণবায়ু বহির্গত হ... ...হর বিনাশ উপস্থিত ...ধন আপন প্রাণপ্রিয়া ভার্য্যাও সেই দেহ দেখি... ...হয়, সুতরাং এই সংসারে সকলই অনিত্য বলিয়া জানা যাইতেছে, অ... ...হে মূঢ়মতে ! তুমি এই অনিত্য সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া গোবি... ...আরাধনা কর, মৃত্যু-কাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্করণে" তোমাকে রক্ষা ...পারিবে না ॥ ১৪ ॥

মানবগণ সুখলালসায় যুবতী-সম্ভোগ করে, হ... ...র দেহ রোগাভিভূত হইয়া পড়ে। যদিও সংসারে মরণই একরূপ ম... ...নিয়ত অদৃষ্ট, তথাপি লোকে পাপাচরণ পরিত্যাগ করিতে পারিতেছে ... ...হে মূঢ়মতে ! আমি

ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৫ ॥
রথ্যাচর্পটবিরচিতকন্থঃ, পুণ্যাপুণ্যবিবর্জ্জিতপন্থঃ।
নাহং ন ত্বং নায়ং লোকস্তদপি কিমর্থং ক্রিয়তে শোকঃ।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৬ ॥
কুরুতে গঙ্গাসাগরগমনং, ব্রতপরিপালনমথবা দানম্।
জ্ঞানবিহীনে সর্ব্বমনেন, মুক্তির্ন ভবতি জন্মশতেন।
ভজ গোবিন্দং ভজ গোবিন্দং, ভজ গোবিন্দং মূঢ়মতে!
প্রাপ্তে সন্নিহিতে মরণে, ন হি ন হি রক্ষতি ডুকৃঞ্‌করণে ॥ ১৭ ॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্রম্ ॥

তোমাকে সদুপদেশ দিতেছি, তুমি এইক্ষণ পাপাচরণ পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৫ ॥

হে মূঢ়মতে! পথস্থিত জীর্ণ বস্ত্রখণ্ডবিরচিত কন্থা ধারণ করিয়া পাপপুণ্য-বিবর্জ্জিত পথে গমন কর, তুমি, আমি ও এই লোক ইহাদিগের কিছুই সত্য নহে, তবে কি নিমিত্ত শোক করিতেছ? এইক্ষণ এই অসার সংসারের আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৬ ॥

গঙ্গাসাগরসঙ্গমস্থানে গমন করুক, নানাবিধ ব্রতপালন করুক কিংবা দান করুক, জ্ঞান ব্যতিরেকে শত শত জন্মেও কিছুতেই মুক্তিলাভ হইবার নহে। একমাত্র জ্ঞানই মুক্তির কারণ, সেই জ্ঞানও গোবিন্দের আরাধনা অপেক্ষা করে; অতএব হে মূঢ়মতে! তুমি গোবিন্দের আরাধনা কর, মৃত্যুকাল উপস্থিত হইলে "ডুকৃঞ্‌করণে" তোমাকে রক্ষা করিতে পারিবে না ॥ ১৭ ॥

ইতি চর্পটপঞ্জরিকাস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

মণিকর্ণিকাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

ত্বত্তীরে মণিকর্ণিকে হরিহরৌ সাযুজ্যমুক্তিপ্রদৌ,
বাদন্তৌ কুরুতঃ পরস্পরমুভৌ জন্তোঃ প্রয়াণোৎসবে
মদ্রূপো মনুজোঽয়মস্তু হরিণা প্রোক্তঃ শিবস্তৎক্ষণাৎ
তন্মধ্যাদ্ভৃগুলাঞ্ছনো গরুড়গঃ পীতাম্বরো নির্গতঃ॥ ১॥
ইন্দ্রাদ্যাস্ত্রিদশাঃ পতন্তি নিয়তং ভোগক্ষয়ে যে পুন-
র্জায়ন্তে মনুজাস্ততোঽপি পশবঃ কীটাঃ পতঙ্গাদয়ঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি নিষ্কল্মষাঃ,
সাযুজ্যেঽপি কিরীটকৌস্তুভধরা নারায়ণাঃ স্যুর্নরাঃ॥ ২॥
কাশী ধন্যতমা বিমুক্তিনগরী সালঙ্কৃতা গঙ্গয়া,
তত্রেয়ং মণিকর্ণিকা সুখকরী মুক্তির্হি তৎকিঙ্করী।

হে মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে কোন জন্তু প্রাণত্যাগ করিলে ত
ক্ষণাৎ হরি ও হরের বিবাদ আরম্ভ হয়। হরি বলেন, 'আমি ইহাকে মু
প্রদান করিব' এবং হরও বলেন, 'ইহার মুক্তিপ্রদানে আমারই সম্পূর্ণ অ
কার।' এইরূপে বিবাদ-প্রবৃত্ত হইলে হরি হরকে বলেন, 'এই মনুষ্য আম
স্বরূপ প্রাপ্ত হউক।' তৎক্ষণাৎ সেই মৃতদেহের মধ্য হইতে বক্ষঃস্থলে ভৃগুপ
চিহ্নিত পীতাম্বরধারী গরুড়বাহন পুরুষ নির্গত হইয়া বিষ্ণুদেহে লীন হয়॥ ১
যাহারা তপোবলে ইন্দ্রত্বাদি প্রাপ্ত হয়, তাহারাও আপন আপন ভো
কালের অবসান হইলে পতিত হয়, পুনর্ব্বার মানবাদি যোনিতে জন্মগ্রহণ ক
এবং কালান্তরে কর্ম্মবশতঃ সেই সকল মনুষ্য পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া, পরে কী
পতঙ্গাদি হইয়া থাকে, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে! যে সকল মনুষ্য তোমা
জলে একবারমাত্র নিমগ্ন হয়, তাহারা সাযুজ্যমুক্তি প্রাপ্ত হইয়া কিরীট
কৌস্তুভধারী নারায়ণ হইয়া থাকে॥ ২॥
কাশীপুরী অতি ধন্যা অর্থাৎ সকলের প্রধান, ইহাকেই মুক্তিনগরী ব
থাকে, ইনিও গঙ্গা দ্বারা অলঙ্কৃতা হইয়াছেন, সেই কাশীর সমীপেই মা
কর্ণিকা আছেন, ইনি সকলের সুখ প্রদান করেন আর মুক্তিও এই মণিকর্ণিক

স্বর্লোকস্তুলিতঃ সহৈব বিবুধৈঃ কাশ্যা সমং ব্রহ্মণা,
কাশী ক্ষৌণিতলে স্থিতা গুরুতরা স্বর্গো লঘুঃ খে গতঃ ॥ ৩ ॥
গঙ্গাতীরমনুত্তমং হি সকলং তত্রাপি কাশ্যুত্তমা,
তস্যাং সা মণিকর্ণিকোত্তমতমা যত্রেশ্বরো মুক্তিদঃ।
দেবানামপি দুর্লভং স্থলমিদং পাপৌঘনাশক্ষমং,
পূর্ব্বোপার্জ্জিতপুণ্যপুঞ্জগমকং পুণ্যৈর্জনৈঃ প্রাপ্যতে ॥ ৪ ॥
দুঃখাম্ভোনিধিমগ্নজন্তুনিবহাস্তেষাং কথং নিষ্কৃতি-
র্জ্ঞাত্বা তদ্ধি বিরিঞ্চিনা বিরচিতা বারাণসী শর্ম্মদা।
লোকাঃ স্বর্গসুখাস্ততোঽপি লঘবো ভোগান্তপাতপ্রদাঃ
কাশী মুক্তিপুরী সদা শিবকরী ধর্ম্মার্থকামোত্তরা ॥ ৫ ॥

আজ্ঞাবহা কিঙ্করী অর্থাৎ মণিকর্ণিকার আদেশেই জীবের মুক্তি হইয়া থাকে। একদিন ব্রহ্মা দেবগণের সহিত মিলিত হইয়া কাশী ও স্বর্গ এই উভয়কে তুলা-দণ্ডে তোলিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কাশীর গুরুতা প্রযুক্ত কাশী ক্ষিতিতলে অবস্থিতা হইলেন এবং স্বর্গ লঘু বলিয়া তাহা উর্দ্ধদেশে গমন করিল ॥ ৩ ॥

গঙ্গাতীর সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম স্থান, সেই গঙ্গাতীর হইতেও কাশীকে উত্তমা বলিয়া জানিবে, আর কাশী হইতে মণিকর্ণিকার প্রাধান্য আছে, যেহেতু, এই মণিকর্ণিকাতে প্রাণত্যাগ করিলেই স্বয়ং ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ সেই জীবকে মুক্তি প্রদান করিয়া থাকেন। আর এই মণিকর্ণিকা-স্থান দেবগণেরও দুর্লভ এবং সর্ব্বপ্রকার পাপবিনাশে দক্ষ। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-জন্মা-র্জ্জিত বহুপুণ্যবলেই এই মণিকর্ণিকাস্থানে গমন করিতে পারে এবং যাহারা অতি পুণ্যাত্মা, তাহারাই ইহাকে লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪ ॥

যে সকল জন্তু নিরন্তর দুঃখার্ণবে নিমগ্ন আছে, তাহারা কিরূপে সেই দুঃখ-সাগর হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, ইহা চিন্তা করিয়াই বিরিঞ্চি দুঃখার্ণবনিমগ্ন জন্তু-গণের সুখসম্ভোগার্থ এই বারাণসী পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সকল লোকেই স্বর্গসুখাভিলাষী, বাস্তবিক ইহারা অতি লঘুচেতা, যেহেতু, ভোগকালের অব-সান হইলেই স্বর্গ হইতে পতিত হইয়া থাকে, কিন্তু কাশীপুরী ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রদান করিয়া অবশেষে মুক্তি দিয়া থাকে ; সুতরাং বারাণসী যে জন্তুগণের সর্ব্বদা মঙ্গলসাধন করে, তাহাতে সংশয় নাই ॥ ৫ ॥

একো বেণুধরো ধরাধরধরঃ শ্রীবৎসভূষাধরো,
যোঽপ্যেকঃ কিল শঙ্করো বিষধরো গঙ্গাধরো মাধবঃ।
যে মাতর্মণিকর্ণিকে তব জলে মজ্জন্তি তে মানবা,
রুদ্রা বা হরয়ো ভবন্তি বহবস্তেষাং বহুত্বং কথম্॥ ৬॥
ত্বত্তীরে মরণন্ত মঙ্গলকরং দেবৈরপি শ্লাঘ্যতে,
শক্রস্তং মনুজং সহস্রনয়নৈর্দ্রষ্টুং সদা তৎপরঃ।
আয়ান্তং সবিতা সহস্রকিরণৈঃ প্রত্যুদ্গতোঽভূৎ সদা,
পুণ্যোঽসৌ বৃষগোঽথ বা গরুড়গঃ কিং মন্দিরং যাস্যতি॥ ৭॥
মধ্যাহ্নে মণিকর্ণিকাস্নপনজং পুণ্যং ন বক্তুং ক্ষমঃ,
স্বীয়ৈরব্দশতৈশ্চতুর্মুখধরো বেদার্থদীক্ষাগুরুঃ।
যোগাভ্যাসবলেন চন্দ্রশিখরস্তৎপুণ্যপারং গত-
স্ত্বত্তীরে প্রকরোতি সুপ্তপুরুষং নারায়ণং বা শিবম্॥ ৮॥

যিনি গিরিগোবর্দ্ধন ধারণ করিয়াছেন এবং যাঁহার বক্ষঃস্থলে শ্রীবৎসচিহ্ন ভূষণরূপে বিদ্যমান আছে, সেই মুরলীধর হরিও এক, আর যিনি শিরোদেশে গঙ্গাকে বহন করিতেছেন, সেই নীলকণ্ঠ শঙ্করও এক, কিন্তু মাতঃ মণিকর্ণিকে যাহারা তোমার জলে নিমগ্ন হয়, তাহারা সকলেই রুদ্র বা হরিস্বরূপ হইয়া থাকে; তবে কিরূপে ইহাদিগের বহুত্ব হইতে পারে? অর্থাৎ তোমার মাহাত্ম্যবলে এক হরি ও এক শঙ্করও অনেক হইয়া থাকেন॥ ৬॥

দেবি মণিকর্ণিকে! তোমার তীরে মরণও মঙ্গলকর, দেবগণও এই মরণের গৌরবপূর্ব্বক আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকেন। আর যে ব্যক্তি তোমার তীরে প্রাণত্যাগ করে, দেবরাজ সহস্রনয়ন দ্বারা তাহাকে দর্শন করিবার নিমিত্ত সমুৎসুক থাকেন; তোমার তীরে মৃত ব্যক্তি যখন আগমন করিতে থাকে, তখন সূর্য্যদেব তাহাকে সহস্রকিরণ দ্বারা প্রত্যুদ্গমন করেন। ঐ ব্যক্তি বিষ্ণুত্ব কিংবা শিবত্ব প্রাপ্ত হইয়া কোন্ পুণ্যপুরে না প্রবেশ করিতে পারে? ৭॥

চতুরানন বেদার্থের দীক্ষাগুরু, ইনি স্বীয় পরিমাণে শত বৎসরেও মধ্যাহ্ন-কালীন মণিকর্ণিকা-স্নানের ফল বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারেন নাই। কেবল একমাত্র চন্দ্রশেখর যোগাভ্যাসবলে তোমার পুণ্যমাহাত্ম্য জানিতে পারেন। যাহারা তোমার তীরে মহানিদ্রায় প্রসুপ্ত হয়, তাহাদিগের বিষ্ণুত্ব বা শিবত্ব-প্রাপ্তি হইয়া থাকে॥ ৮॥

কৃচ্ছ্রৈঃ কোটিশতৈঃ স্বপাপনিধনং যচ্চাশ্বমেধৈঃ ফলং,
তৎসর্ব্বং মণিকর্ণিকাস্নপনজে পুণ্যে প্রবিষ্টং ভবেৎ।
স্নাত্বা স্তোত্রমিদং নরঃ পঠতি চেৎ সংসারপাথোনিধিং,
তীর্ত্বা পল্বলবৎ প্রয়াতি সদনং তেজোময়ং ব্রহ্মণঃ ॥৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং মণিকর্ণিকাষ্টকম্ ॥

গঙ্গাষ্টক।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

ভগবতি ভবলীলামৌলিমালে তবাম্ভঃ-কণমণুপরিমাণং প্রাণিনো যে স্পৃশন্তি।
অমরনগরনারীচামরগ্রাহিণীনাং, বিগতকলিকলঙ্কাতঙ্কমঙ্কে লুঠন্তি ॥ ১ ॥
ব্রহ্মাণ্ডং খণ্ডয়ন্তী হরশিরসি জটাবল্লীমুল্লাসয়ন্তী,
স্বর্লোকাদাপতন্তী কনকগিরিগুহাগণ্ডশৈলাৎ স্খলন্তী।

বহু বহু ক্লেশকর তপস্যা ও শত শত কোটি অশ্বমেধ-যজ্ঞ করিলে যেরূপ পাপবিনাশ হইয়া পুণ্যসঞ্চয় হয়,একবারমাত্র মণিকর্ণিকাতে স্নান করিলে সেইরূপ পাপবিনাশ ও পুণ্যসঞ্চয় হইতে পারে, আর যে ব্যক্তি স্নান করিয়া এই স্তোত্র পাঠ করে, সেই মনুষ্য ক্ষুদ্র জলাশয়ের ন্যায় সংসার-সাগর পার হইয়া তেজোময় ব্রহ্মসদনে গমন করিয়া থাকে ॥ ৯ ॥

ইতি মণিকর্ণিকাষ্টক সম্পূর্ণ।

হে ভগবতি গঙ্গে! তুমি হরের মস্তকস্থিত লীলামালাস্বরূপ, যদি কোন প্রাণী তোমার কণামাত্র জল স্পর্শ করে, তাহা হইলে সেই প্রাণী কলিকালীন সর্ব্ববিধ পাপ ও পাপজনিত ভয় বিনাশ করিয়া চামরধারিণী সুরনারীগণের ক্রোড়ে নিরাতঙ্কে বাস করিতে পারে অর্থাৎ একবারমাত্র গঙ্গাজলকণা স্পর্শ করিলেও তাহার ভূলোকে জন্ম হয় না ॥ ১ ॥

দেবি গঙ্গে! তুমি আকাশগঙ্গারূপে ব্রহ্মাণ্ডকে খণ্ডিত করিয়াছ, তুমি ব্রহ্ম-কমণ্ডলু হইতে নির্গত হইয়া মহাদেবের মস্তকোপরি বাস করত হরের জটা-মণ্ডলকে সমুল্লাসিত করিতেছ, তুমি স্বর্গলোক হইতে অবতরণ করিয়া সুবর্ণময়

ক্ষৌণীপৃষ্ঠে লুঠন্তী দুরিতচয়চমূং নির্ভরং ভর্ৎসয়ন্তী,
পাথোধিং পূরয়ন্তী সুরনগরসরিৎপাবনী নঃ পুনাতু ॥ ২ ॥
মজ্জন্মাতঙ্গকুম্ভচ্যুতমদমদিরামোদমত্তালিজালং,
স্নানৈঃ সিদ্ধাঙ্গনানাং কুচযুগবিগলৎকুঙ্কুমাসঙ্গপিঙ্গম্।
সায়ং প্রাতর্ম্মুনীনাং কুশকুসুমচয়ৈশ্ছন্নতীরস্থনীরং,
পায়ান্নো গাঙ্গমম্ভঃ করিকলভকরাক্রান্তরংহস্তরঙ্গম্ ॥ ৩ ॥
আদাবাদিপিতামহস্য নিয়মব্যাপারপাত্রে জলং,
পশ্চাৎ পন্নগশায়িনো ভগবতঃ পাদোদকং পাবনম্।
ভূয়ঃ শম্ভুজটাবিভূষণমণির্জ্জহ্নোর্ম্মহর্ষেরিয়ং,
কন্যা কল্মষনাশিনী ভগবতী ভাগীরথী ভূতলে ॥ ৪ ॥

সুমেরু-পর্ব্বতের গুহামধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক সেই গণ্ডশৈল ভেদ করিয়া নির্গত হইয়াছ, অনন্তর ধরণীপৃষ্ঠে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি জগতের জীবগণের পাপ-রাশি বলপূর্ব্বক বিনাশ করিতেছ, তুমি সাগরকে পূর্ণ করিয়াছ, তুমি সুরপুরীর নদীস্বরূপে স্বর্গলোক পবিত্র করিয়াছ। দেবি! তুমি অধুনা আমাকে পবিত্র কর ॥ ২ ॥

গঙ্গে! তোমার সলিলমধ্যে মত্তমাতঙ্গগণ অবগাহন করিত, তাহাতে ঐ সকল করীদিগের কুম্ভ হইতে মদিরাস্রাব হইলে অলিকুল সেই মধুপানলোভে মত্ত হইয়া সেই জলোপরি ভ্রমণ করে, আর সিদ্ধাঙ্গনাগণ তোমার সলিলে স্নান করিত এবং তাহাদিগের কুচকুম্ভস্থিত কুঙ্কুমলেপে তোমার জলসকল পিঙ্গলবর্ণ ধারণ করিত। মুনিগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংসময়ে যে কুশ-কুসুম-দ্বারা দেবপিতৃগণের অর্চ্চনা করিতেন, তাহাতে সেই সকল কুশ-কুসুমে তীরসমীপস্থ জল আচ্ছন্ন থাকিত, তোমার জলতরঙ্গ করিকরভ কর্ত্তৃক আক্রান্ত আছে, সেই জল আমাদিগকে পবিত্র করুক ॥৩॥

দেবি! তুমি অগ্রে অনন্তশয্যাশায়ী ভগবান্ নারায়ণের পাদোদকরূপে জগৎ পবিত্র করিয়াছ, পরে আদি-পিতামহ ব্রহ্মার কমণ্ডলুমধ্যে জলরূপে নিয়মিত ছিলে, পরে মহাদেবের জটার ভূষণরূপে অবস্থিতি করিয়াছ, অনন্তর জহ্নু মুনির তনয়ারূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলে। তুমি কলিকালের সকল পাপ বিনাশ কর, রাজা ভগীরথ তোমাকে ভূতলে আনয়ন করিয়াছেন ॥ ৪ ॥

শৈলেন্দ্রাদবতারিণী নিজজলে মজ্জজ্জনোত্তারিণী,
পারাবারবিহারিণী ভবভয়শ্রেণীসমুৎসারিণী।
শেষাহৈরনুকারিণী হরশিরোবল্লীদলাকারিণী,
কাশীপ্রান্তবিহারিণী বিজয়তে গঙ্গা মনোহারিণী॥ ৫॥
কুতো বীচির্ব্বীচিস্তব যদি গতা লোচনপথং,
ত্বমাপীতা পীতাম্বরপুরনিবাসং বিতরসি।
ত্বদুৎসঙ্গে গঙ্গে পততি যদি কায়স্তনুভৃতাং,
তদা মাতঃ শাতক্রতবপদলাভোঽপ্যতিলঘুঃ॥ ৬॥
ভগবতি তব তীরে নীরমাত্রাশনোঽহং,
বিগতবিষয়তৃষ্ণঃ কৃষ্ণমারাধয়ামি।
সকলকলুষভঙ্গে স্বর্গসোপানসঙ্গে,
তরলতরতরঙ্গে দেবি গঙ্গে প্রসীদ॥ ৭॥

গঙ্গাদেবী পর্ব্বতরাজ হিমালয় হইতে অবতরণ করিয়াছেন এবং যাহারা সেই গঙ্গাজলে স্নান করে, তাহাদিগকে পরিত্রাণ করেন, তিনি সাগরে বিহার করেন, জন্মমরণাদি ভবভয় সমূহ বিনাশ করেন, ইনি সর্পবৎ বক্রগতিতে সর্ব্বত্র বিচরণ করেন, মহেশ্বরের শিরঃস্থিত জটারূপ লতার দলরূপে বিদ্যমান আছেন, কাশীপুরীর প্রান্তভাগে বিহার করিতেছেন এবং এই গঙ্গাদেবী সকলের মনোহারিণীরূপে বিরাজমানা রহিয়াছেন॥ ৫॥

দেবি গঙ্গে! যদি তোমার এই তরঙ্গমালা কাহারও নয়নপথে পতিত হয় অথবা কোন ব্যক্তি তোমার জল পান করে,তাহা হইলে তুমি তাহাকে বৈকুণ্ঠপুরীতে বসতি প্রদান কর, আর যদি কোন তনুধারী ব্যক্তি তোমার ক্রোড়ে আপন দেহ অর্পণ করিতে পারে, তাহা হইলে ইন্দ্রত্বপদও তাহার নিকট অতি তুচ্ছ বোধ হইয়া থাকে॥ ৬॥

দেবি! আমি তোমার তীরে উপবেশন করিয়া জলমাত্রাশনপূর্ব্বক সমস্ত বিষয়-বাসনাতে বিতৃষ্ণ হইয়া শ্রীকৃষ্ণদেবের আরাধনা করিতেছি, তুমি সর্ব্বপ্রকার পাপ বিনাশ কর, তুমি স্বর্গারোহণের সোপানস্বরূপ, তোমার অঙ্গ অতি তরল। মাতঃ! এক্ষণে আমার প্রতি প্রসন্না হও॥ ৭॥

মাতঃ শাম্ভবি শম্ভুসঙ্গমিলিতে মৌলৌ নিধায়াঞ্জলিং,
ত্বত্তীরে বপুষোঽবসানসময়ে নারায়ণাঙ্ঘ্রি দ্বয়ম্।
সানন্দং স্মরতো ভবিষ্যতি মম প্রাণপ্রয়াণোৎসবে,
ভূয়াদ্ভক্তিরবিচ্যুতা হরিহরাদ্বৈতাত্মিকা শাশ্বতী ॥ ৮ ॥
গঙ্গাষ্টকমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রয়তো নরঃ।
সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তো বিষ্ণুলোকং স গচ্ছতি ॥ ৯ ॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং গঙ্গাষ্টকস্তোত্রম্ ॥

নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্র ।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

সবিন্দুসিন্ধুসুস্খলত্তরঙ্গভঙ্গরঞ্জিতদ্বিষৎসু পাপজাতজাতকারিবারিসংযুতম্।
কৃতান্তদূতকালভূতভীতিহারি শর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥১॥

মাতঃ! তুমি শম্ভুর অঙ্গে সম্মিলিত আছ। আমি মৌলিপ্রদেশে অঞ্জলি স্থাপনপূর্ব্বক এই প্রার্থনা করিতেছি, যখন আমার প্রাণপ্রয়াণসময় উপস্থিত হইবে, তখন তোমার তীরে যেন স্বীয় শরীর বিন্যস্ত করিয়া আনন্দ সহকারে নারায়ণের চরণ ও তোমার নাম স্মরণ করিতে পারি এবং আমার যেন অদ্বৈত হরিহরাত্মক ব্রহ্মে অচলা ভক্তি থাকে ॥ ৮ ॥

যে ব্যক্তি নিয়মিতচিত্তে এই পুণ্যপ্রদ গঙ্গাষ্টক-স্তোত্র পাঠ করে, সেই ব্যক্তি সর্ব্বপ্রকার ঐহিক পাপ হইতে মুক্তিলাভ করিয়া অন্তিমে বিষ্ণুলোকে গমন করিতে পারে সন্দেহ নাই ॥ ৯ ॥

ইতি গঙ্গাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ।

দেবি! তোমার জলবিন্দু সাগরমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তুঙ্গ তরঙ্গমালারূপে অতি মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছে, তোমার জল স্পর্শ করিলে তাহার পুনর্জ্জন্ম নিবৃত্তি পায়। হে সুখদায়িনি! তোমার জলকণা কৃতান্তদূতের ভয় নিবারণ করে; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ১ ॥

ত্বদম্বুলীনদীনমীনদিব্যসম্প্রদায়কং, কলৌ মলৌঘভারহারি সর্ব্বতীর্থনায়কম্।
সুমৎস্যকচ্ছনক্রচক্রচক্রবাকশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ২ ॥
মহাগভীরনীরপূরপাপধূতভূতলং, ধ্বনৎসমস্তপাতকারিদারিতাপদা চলম্।
জগল্লয়ে মহাভয়ে মৃকণ্ডুসূনুশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৩ ॥
গতং তদৈব মে ভয়ং ত্বদম্বু বীক্ষিতং যদা, মৃকণ্ডুসূনুশৌনকাসুরারিসেবি সর্ব্বদা।
পুনর্ভবাব্ধিজন্মজং ভবাব্ধিদুঃখবর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥৪॥
অলক্ষলক্ষকিন্নরামরাসুরাদিপূজিতং, সুলক্ষনীরতীরধীরপক্ষিলক্ষকূজিতম্।
বশিষ্ঠশিষ্টপিপ্পলাদিকর্দ্দমাদিশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥৫॥
সনৎকুমারনাচিকেতকশ্যপাত্রিষট্‌পদৈর্ধৃতং স্বকীয়মানসেষু নারদাদিষট্‌পদৈঃ।
রবীন্দুরন্তিদেবদেবরাজকর্ম্মশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে ॥ ৬ ॥

হে দেবি! তোমার জলমধ্যে মীনাদি নানাবিধ জলচর বাস করিতেছে এবং ঐ জল কলিকালের রাশি রাশি পাপ বিনাশ করে। দেবি! তোমার জল সর্ব্ব-তীর্থের অধিনায়ক অর্থাৎ তোমার জলে স্নান করিলে সর্ব্বতীর্থস্নানের ফল হয়। তোমার জলমধ্যে যে সকল কচ্ছপ, কুম্ভীর ও চক্রবাকাদি বাস করে, তুমি তাহাদিগকে সুখপ্রদান কর, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার॥২॥

দেবি! তোমার মহাগভীর জল দ্বারা ভূতল ধৌত হইয়া নিষ্পাপ ও পবিত্র হইয়াছে, তোমার জলস্পর্শে সমস্ত পাপ পলায়ন করে, ভীতিপ্রদ মহাপ্রলয়-কালে তুমি মার্কেণ্ডেয় মুনিকে আশ্রয় প্রদান করিয়াছিলে; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥ ৩ ॥

দেবি! আমি যখন তোমার জল দর্শন করিয়াছি, তখনই আমার ভয় অপগত হইয়াছে, মার্কেণ্ডেয়-শৌনকাদি-মুনিগণ ও সুরগণ সকলেই সর্ব্বদা তোমার ঐ জলের সেবা করেন। মাতঃ! যে ব্যক্তি তোমার চরণসেবা করে, তাহাকে সংসারে জন্ম পরিগ্রহ করিতে হয় না এবং তাহার সর্ব্বপ্রকার সংসারদুঃখ নিবৃত্তি পায়, অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি ॥৪॥

মাতঃ! অসংখ্য কিন্নর, অমর ও অসুরাদিরা নিয়ত তোমার চরণসেবা করিতেছে, লক্ষ লক্ষ পক্ষী তোমার তীরে [illegible] প্রভৃতিভাবে শব্দ করিতেছে, তুমি বশিষ্ঠ, পিপ্পল ও কর্দ্দমাদি মুনিগণের কল্যাণকরী; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে। তোমার চরণকমলে নমস্কার ॥ ৫ ॥

দেবি! সনক, সনৎকুমার, নাচিকেতা, কশ্যপ, অত্রি প্রভৃতি মহামুনি-গণ সর্ব্বদা স্বকীয় হৃদয়ে তোমার পাদপদ্ম ধ্যান করিতেছেন, নারদাদি

অলক্ষলক্ষলক্ষপাপলক্ষসারসায়ুধং, ততস্তু জীবজন্তুভুক্তিমুক্তিদায়কম্।
বিরিঞ্চিবিষ্ণুশঙ্করস্বকীয়ধামশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে॥ ৭॥
অহোঽমৃতং স্বনং শ্রুতং মহেশকেশজাতটে, কিরাতসূতবাড়বেষু পণ্ডিতে শঠে।
দুরন্তপাপতাপহারি সর্ব্বজন্তুশর্ম্মদে, ত্বদীয়পাদপঙ্কজং নমামি দেবি নর্ম্মদে॥ ৮॥
ইদন্তু নর্ম্মদাষ্টকং ত্রিকালমেব যে সদা, পঠন্তি তে নিরন্তরং ন যান্তি দুর্গতিং কদা।
সুলভ্যদেহদুর্লভং মহেশধামগৌরবং, পুনর্ভবা নরা ন বৈ বিলোকয়ন্তি রৌরবম্॥ ৯॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং নর্ম্মদাষ্টকস্তোত্রম্॥

মুনিগণও তোমার চরণকমল সেবা করিয়া থাকেন, তুমি চন্দ্র, সূর্য্য, ইন্দ্র প্রভৃতির স্ব স্ব কর্ম্মে সুখ বিতরণ কর; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি॥ ৬॥

দেবি! তোমার চরণযুগল জ্ঞাতাজ্ঞাত লক্ষ লক্ষ পাপের অস্ত্রস্বরূপ এবং ঐ চরণ জীবজন্তুগণকে মুক্তি প্রদান করে, আর তুমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শঙ্কর প্রভৃতির স্ব স্ব আবাসে বিশেষ সুখ প্রদান করিতেছ; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি॥ ৭॥

দেবি! তোমার শব্দ শ্রুত হইয়া অমৃতের ন্যায় সুখ প্রদান করিতেছে, তুমি মহেশের কেশকলাপে বাস কর। তুমি কিরাতাদি পাপকারী জীবগণেরও দুরন্ত পাপতাপ হরণ কর এবং সর্ব্বজন্তুকে সুখ প্রদান করিয়া থাক; অতএব হে দেবি নর্ম্মদে! তোমার চরণকমলে নমস্কার করি॥ ৮॥

দেবি! যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতঃকালাদি সন্ধ্যাত্রয়ে ভক্তিপূর্ব্বক এই নর্ম্মদাষ্টক পাঠ করে, সে কদাচ দুর্গতিভোগ করে না, এই দেহে দুর্লভ মহেশ্বরলোকের গৌরব লাভ করে, আর সেই ব্যক্তি পুনর্ব্বার সংসারযাতনা ভোগ করে না এবং কখনও তাহার নরকদর্শন হয় না॥ ৯॥

ইতি নর্ম্মদাষ্টক-স্তোত্র সম্পূর্ণ।

যমুনাষ্টক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

মুরারিকায়কালিমাললামবারিধারিণী,
তৃণীকৃতত্রিপিষ্টপা ত্রিলোকশোকহারিণী।
মনোঽনুকূলকূলকুঞ্জপুঞ্জধূতদুর্ম্মদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ১ ॥
মলাপহারিবারিপূরিভূরিমণ্ডিতামৃতা,
ভৃশং প্রপাতকপ্রপঞ্চনাতিপণ্ডিতানিশা।
সুনন্দনন্দনাঙ্গসঙ্গরাগরঞ্জিতা হিতা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ২ ॥
লসত্তরঙ্গসঙ্গধূতভূতজাতপাতকা,
নবীনমাধুরীধুরীণভক্তিজাতচাতকা।
তটান্তবাসদাসহংসসংস্থতাঙ্ঘ্রি কামদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৩ ॥

যিনি শ্রীকৃষ্ণের দেহের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণ সর্ব্বোত্তম বারি ধারণ করেন, যাঁহার নিকট স্বর্গপুরীও তৃণবৎ অতি তুচ্ছ, যিনি ত্রিলোকের শোক হরণ করেন, যিনি স্বীয় তীরস্থিত মনোহর কুঞ্জবনের সর্ব্বপ্রকার মল ধৌত করেন, সেই কলিন্দ-নন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ১ ॥

যাঁহার জল সর্ব্ববিধ পাপ হরণ করে, যিনি বহুল জলসমূহ-পরিপূরিত হইয়া শোভা পাইতেছেন, যিনি রাশি রাশি পাতকের বিনাশসাধন করেন এবং যিনি পাতকের মহানিশাস্বরূপ, যিনি নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গরাগে রঞ্জিত আছেন, সেই হিতকারিণী কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ২ ॥

যাঁহার বিলসিত তরঙ্গমালা-স্পর্শে প্রাণিগণের পাপরাশি ধৌত হয়, যাঁহার নবীন জলমাধুর্য্যলোভে চাতক সকলও ভক্তিপূর্ব্বক সেবা করে, হংসকুল যাঁহার তটে দাসবৎ বাস করে এবং যিনি সেই হংসগণের বাসনা পরিপূর্ণ করেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৩ ॥

বিহাররাসখেদভেদধীরতীরমারুতা, গতা গিরামগোচরে যদীয়নীরচারুতা।
প্রবাহসাহচর্য্যপূতমেদিনীনদীনদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৪

তরঙ্গসঙ্গসৈকতান্তরান্বিতং সদাসিতা, শরন্নিশাকরাংশুমঞ্জুমঞ্জরীসভাজিতা।
ভবার্চ্চনাপ্রচারণাম্বুনাধুনা নিশারদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥

জলান্তকেলিকারিচারুরাধিকাঙ্গরাগিণী, স্বভর্ত্তুরন্যদুর্লভাঙ্গতাঙ্গতাংশভাগিনী।
স্বদত্তসুপ্তসপ্তসিন্ধুভেদিনাতিকোবিদা, ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥৬

জলচ্যুতাচ্যুতাঙ্গরাগলম্পটালিশালিনী,
বিলোলরাধিকাকচান্তচম্পকালিমালিনী।
সদাবগাহনাবতীর্ণভর্ত্তৃভৃত্যনারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা ॥ ৭ ॥

যাঁহার মন্দ মন্দ মারুত-হিল্লোলে তটবিহারিণীদিগের তাপ নিবারণ হয়, যাঁহার জলশোভা বাক্যের অগোচর এবং যাঁহার জলপ্রবাহে মণ্ডলস্থ নদনদীসকল পবিত্র হইয়াছে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৪ ॥

যাঁহার তরঙ্গমালা বালুকাপূর্ণ পুলিনভূমির প্রভাজালে জগতের তমোরাশি বিনাশ করে, যাঁহার শোভা শরৎকালীন নিশাকরের কিরণমালার ন্যায় অতি মনোহর, যাঁহার জল দ্বারা মহাদেবের অর্চ্চনা করিলে সর্ব্ববিধ পাপ বিনাশ পায়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৫ ॥

যাঁহার জলমধ্যে কেলি করিয়া রাধিকার অঙ্গরাগের চারুতা বৃদ্ধি পাইয়াছে, যিনি স্বীয় ভর্ত্তা ব্যতিরেকে অন্যের দুর্ল্লভ এবং যিনি স্বীয় ভর্ত্তার অর্দ্ধাংশভাগিনী, যিনি সপ্তসাগরকে জল প্রদান করিয়াছেন, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন ॥ ৬ ॥

যাঁহার জলে শ্রীকৃষ্ণ অবগাহন করিলে সেই অচ্যুত-অঙ্গচ্যুত অঙ্গরাগস্পর্শে রাধিকা কৃষ্ণের প্রণয়পাশে বদ্ধ হইয়াছিলেন, রাধিকার চঞ্চল কেশকলাপ হইতে পতিত চম্পকমালায় যিনি শোভিত হইতেন, যাঁহার জলে অবগাহন করিলে ভর্ত্তৃভৃত্যভাব বিদূরিত হয়, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন্ ॥ ৭ ॥

সদৈব নন্দিনন্দকেলিশালিকুঞ্জমঞ্জুলা,
তটোত্থফুল্লমল্লিকাকদম্বরেণুসুজ্জ্বলা।
জলাবগাহিনাং নৃণাং ভবাব্ধিসিন্ধুপারদা,
ধুনোতু মে মনোমলং কলিন্দনন্দিনী সদা॥ ৮॥
ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টকস্তোত্রম্॥

প্রকারান্তর

যমুনাষ্টকস্তোত্র।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

কৃপাপারাবারাং তপনতনয়াং তাপশমনীং,
মুরারিপ্রেয়স্যাং ভবভয়দবাং ভক্তিবরদাম্।
বিয়জ্জ্বালাং মুক্তাং শ্রিয়মপি সুখাপ্তেঃ পরিদিনং,
সদা ধীরো নূনং ভজতি যমুনাং নিত্যফলদাম্॥ ১॥

যাঁহার জলে কেলি করিয়া সকলেই সর্ব্বদা আনন্দ লাভ করে, যিনি কুঞ্জ সকলের অতিশয় শোভা বর্দ্ধন করিয়াছেন, যিনি তটস্থিত প্রফুল্ল মল্লিকা-চম্পকাদি পুষ্পের রেণুসমূহে সমুজ্জ্বল থাকেন, মানবগণ যাঁহার জলমধ্যে অবগাহন করিলে ভবপারাবারের পারে গমন করিতে পারে, সেই কলিন্দনন্দিনী যমুনা আমার মনোগত সকল প্রকার পাপরূপ মল ধৌত করুন॥ ৮॥

ইতি যমুনাষ্টক সম্পূর্ণ।

যিনি কৃপাসাগররূপা, যিনি সূর্য্যদেবের তনয়ারূপে আবির্ভূতা হইয়াছেন, যিনি প্রাণিগণের তাপশান্তি করেন, যিনি শ্রীকৃষ্ণের অতি প্রেয়সী, যিনি ভব-ভয়ের দাবাগ্নিস্বরূপ, যিনি ভক্তগণকে বরপ্রদান করেন, আকাশমার্গেও যাঁহার প্রভা প্রকাশিত আছে, যিনি সুখপ্রাপ্তির আদি কারণ এবং যিনি নিত্যফল প্রদান করেন, ধীরগণ সেই যমুনার সেবা করিয়া থাকেন॥ ১॥

মধুবনচারিণি ভাস্করবাহিনি জাহ্নবীসঙ্গিনি সিন্ধুসুতে,
মধুরিপুভূষিণি মাধবতোষিণি গোকুলভীতিবিনাশকৃতে।
জগদঘমোচনি মানসদায়িনি কেশবকেলিদানগতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ২॥
অয়ি মধুরে মধুমোদবিলাসিনি শৈলবিদারিণি বেগভরে,
পরিজনপালিনি দুষ্টনিসূদিনি বাঞ্ছিতকামবিলাসধরে।
ব্রজপুরবাসিজনার্জ্জিতপাতকহারিণি বিশ্বজনোদ্ধারিকে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৩॥
অতিবিপদম্বুধিমগ্নজনং ভবতাপশতাকুলমানসকং,
গতিমতিহীনমশেষভয়াকুলমাগতপাদসরোজযুগম্।
ঋণভয়ভীতিমনিষ্কৃতিপাতককোটিশতাযুতপুঞ্জতরং,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৪॥

দেবি! তুমি মধুবনমধ্যে বিচরণ করিতেছ, তুমি ভাস্করকে বহন করিয়া থাক, তুমি গঙ্গার সহচারিণীরূপে বিদ্যমান আছ, তুমি সিন্ধুতনয়ারূপে আবির্ভূতা, তুমি মধুদৈত্যাপহারী কৃষ্ণের ভূষণস্বরূপা, তুমি মাধবের সন্তোষবর্দ্ধন কর, তুমি গোকুলবাসিগণের ভয়ভঞ্জন করিয়া থাক, তুমি জগতের পাপবিমোচন কর, তুমি ভক্তগণের মানসসিদ্ধি কর, তুমি কেশবের ক্রীড়া-কেলির প্রধান কারণ। তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় ও সঙ্কটনাশিনী, আমাকে পবিত্র কর॥ ২॥

দেবি! তুমি মধুময় জলে পরিপূর্ণ আছ, তুমি বসন্তকালীন আমোদ ও বিলাস প্রদান কর, তুমি শৈলবিদারণ করিয়া নির্গত হইয়াছ, তুমি বেগভরে প্রবাহিত হইতেছ, তুমি পরিজনবর্গকে প্রতিপালন করিতেছ, তুমি দৈত্যাদি দুষ্ট প্রাণিগণকে বিমর্দ্দন কর, তুমি ভক্তগণের বাঞ্ছা পূর্ণ কর, তুমি ব্রজবাসিগণের পাপ বিনাশ কর এবং বিশ্বজনকে উদ্ধার কর। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥৩॥

দেবি! আমি অপার বিপদ্‌সাগরে নিমগ্ন, শত শত সাংসারিক যন্ত্রণায় সর্ব্বদা আমার মানস আকুলিত। আমি গতিহীন, আমার বুদ্ধিবৃত্তি প্রণষ্ট হইয়াছে, বহুবিধ ভয় প্রাপ্ত হইয়া আমি তোমার পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছি, আমি সর্ব্বদা ঋণভয়ে ভীত, যে সকল পাপের নিষ্কৃতি নাই, এবম্ভূত শত শত কোটি পাপে আমি অভিভূত, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় ও সঙ্কটনাশিনী, আমাকে পবিত্র কর॥ ৪।

নবজলদদ্যুতিকোটিলসত্তনুহেমময়াভরণাঞ্চিতকে,
তড়িদবহেলিপদাঞ্চলচঞ্চলশোভিতপীতসুচেলধরে।
মণিময়ভূষণচিত্রপটাসনরঞ্জিতগঞ্জিতভানুকরে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৫॥
শুভপুলিনে মধুমত্তযদূদ্ভবরাসমহোৎসবকেলিভরে,
উচ্চকুলাচলরাজিতমৌক্তিকহারময়াভররোধসিকে।
নবমণিকোটিকভাস্করকঞ্চুকিশোভিততারকহারযুতে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৬॥
করিবরমৌক্তিকনাসিক-ভূষণবাতচমৎকৃতচঞ্চলকে,
মুখকমলামলসৌরভচঞ্চলমত্তমধুব্রতলোচনিকে।
মণিগণকুণ্ডললোলপরিস্ফুরদাকুলগণ্ডযুগামলকে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৭॥

দেবি! তোমার শরীর নবীন মেঘমালার ন্যায় প্রগাঢ় নীলবর্ণ, দেহকান্তি স্বর্ণভূষণের দ্বারা শোভান্বিত হইতেছে, তোমার সূর্য্যালোকদীপ্ত বিবিধ সুবর্ণ, ভূষণ মণিময় বিচিত্র পট্টবস্ত্রের প্রভা সূর্য্যকিরণকে পরাজিত করিয়াছে, হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয়নিবারণ ও সঙ্কটবিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৫॥

দেবি! তোমার পুলিনভূমি অতি মনোহর, তাহাতে যদুপতি মধুপানে মত্ত হইয়া রাসমহোৎসবকালে অশেষ কেলি করিয়া থাকেন, তোমার তীরে যে সকল অত্যুচ্চ কুলাচলশ্রেণী আছে, তাহারা তোমার মুক্তাময় হাররূপে শোভা পাইতেছে, তোমার মধ্যে যে সকল মণি আছে, তাহাতে সূর্য্যকিরণ পতিত হইলে অতিশয় প্রদীপ্ত হইয়া তোমার তারাহারের কার্য্য করে; হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক, এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৬॥

দেবি! তুমি যে গজমুক্তা দ্বারা নাসিকায় ভূষণ ধারণ করিয়াছ, তাহা বায়ু-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া অতি আশ্চর্য্য শোভা বর্দ্ধন করিতেছে, তোমার মুখ-কমলের সৌরভে মধুকরগণ মত্ত হইয়া লোচনযুগলের চাঞ্চল্য বৃদ্ধি করিতেছে। তোমার কুণ্ডলে যে সকল মণি আন্দোলিত হইতেছে, তাহার চঞ্চল প্রভা নিরন্তর গণ্ডযুগলকে রাগযুক্ত করিতেছে। হে যমুনে! তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৭॥

কলরবনূপুরহেমময়াচিতপাদসরোরুহসারুণিকে,
ধিমিধিমিধিমিধিমিধিমিতালবিনোদিতমানসমঞ্জুলপাদগতে।
তব পদপঙ্কজমাশ্রিতমানবচিত্তসদাখিলতাপহরে,
জয় যমুনে জয় ভীতিনিবারিণি সঙ্কটনাশিনি পাবয় মাম্॥ ৮॥
ভবোত্তাপাম্ভোধৌ নিপতিতজনো দুর্গতিযুতো,
যদি স্তৌতি প্রাতঃ প্রতিদিনমনন্যাশ্রয়তয়া।
হয়াহ্রেষৈঃ কামং করকুসুমপুঞ্জৈ রবিসুতাং,
সদা ভোক্তা ভোগান্মরণসময়ে যাতি হরিতাম্॥ ৯॥
ইতি পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং যমুনাষ্টকম্॥

কাশীপঞ্চকস্তোত্র।

শ্রীশ্রীগণেশায় নমঃ।

মনোনিবৃত্তিঃ পরমোপশান্তিঃ, সা তীর্থবর্য্যা মণিকর্ণিকা চ।
জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা॥ ১॥

দেবি! তোমার অরুণবর্ণ চরণসরসীরুহে কলরবপূর্ণ হেমময় নূপুর শোভা পাইতেছে, তোমার গতিকালে যে পাদতলে ধিমি ধিমি শব্দ হয়, ঐ মনোহর শব্দে জনগণের চিত্তের আনন্দবর্দ্ধন হইয়া থাকে। আর যে সকল মানব তোমার পদপঙ্কজ আশ্রয় করে, তুমি তাহাদিগের চিত্তের সমস্ত তাপ হরণ কর। হে যমুনে, তুমি সকলের প্রধানা এবং ভবভয় নিবারণ ও সঙ্কট বিনাশ করিয়া থাক; এক্ষণে আমাকে পবিত্র কর॥ ৮॥

যদি কোন দুর্গতিযুক্ত মনুষ্য সংসারসাগরে পতিত হইয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালে অনন্যচিত্তে এই স্তব পাঠ করে এবং আপনার হস্তে কুসুমাঞ্জলি লইয়া আদিত্য-নন্দিনী যমুনার অর্চ্চনা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ইহকালে বিবিধ ভোগে কালযাপন করিয়া পরকালে বিষ্ণুপদ পাইয়া থাকে॥ ৯॥

ইতি যমুনাষ্টকস্তোত্র সম্পূর্ণ॥

বিষয় হইতে মনের নিবৃত্তি হইলে যে সর্ব্ববিষয়ের শান্তি হয়, তাহাই তীর্থ-প্রধানা মণিকর্ণিকা, আর সর্ব্ববিষয়ে যে জ্ঞান জন্মে তাহাই বিমলা গঙ্গা, সুতরাং

যস্যামিদং কল্পিতমিন্দ্রজালং, চরাচরং ভাতি মনোবিলাসম্।
সচ্চিৎসুখৈকা পরমাত্মরূপা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ২ ॥
কোশেষু পঞ্চস্বধিরাজমানা, বুদ্ধির্ভবানী প্রতিদেহগেহম্।
সাক্ষী শিবঃ সর্ব্বগতোঽন্তরাত্মা, সা কাশিকাহং নিজবোধরূপা ॥ ৩ ॥
কাশ্যাং হি কাশতে কাশী কাশী সর্ব্বপ্রকাশিকা।
সা কাশী বিদিতা যেন তেন প্রাপ্তা হি কাশিকা ॥ ৪ ॥
কাশীক্ষেত্রং শরীরং ত্রিভুবনজননী ব্যাপিনী জ্ঞানগঙ্গা,
ভক্তিঃ শ্রদ্ধা গয়েয়ং নিজগুরুচরণধ্যানযোগঃ প্রয়াগঃ।
বিশ্বেশোঽয়ং তুরীয়ঃ সকলজনমনঃসাক্ষীভূতোঽন্তরাত্মা,
দেহে সর্ব্বং মদীয়ে যদি বসতি পুনস্তীর্থমন্যৎ কিমস্তি ॥ ৫ ॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যবিরচিতং কাশীপঞ্চকস্তোত্রম্ ॥

আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তি প্রদান করেন, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১ ॥

আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইলে এই চরাচর বিশ্ব ইন্দ্রজালবৎ কল্পিত বোধ হয় এবং তখনই নিত্য-সুখের আবির্ভাব হইয়া থাকে, আর চিৎস্বরূপের প্রকাশ হয়, সুতরাং আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য ॥ ২ ॥

অন্নময়াদি পঞ্চকোষে যে বুদ্ধি বিরাজমান হয়,ঐ বুদ্ধিই ভবানীস্বরূপা, আর উহা দেহরূপ প্রতি গৃহেই আছে এবং যিনি সর্ব্বসাক্ষী সর্ব্বান্তর্যামী পরমাত্মা, তিনিই শিব, সুতরাং আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞানই কাশীর তুল্য অর্থাৎ কাশীও যেরূপ মুক্তিপ্রদান করেন, আত্মতত্ত্বপরিজ্ঞান হইতেও সেইরূপ মুক্তি হইয়া থাকে ॥৩॥

জ্ঞানেই কাশীর প্রকাশ হয় এবং সেই জ্ঞানরূপ কাশীই সকলকে প্রকাশ করে। এইরূপ জ্ঞানকাশীকে যিনি জানিতে পারেন, তিনিই সর্ব্বপ্রকার কাশী লাভ করিয়া থাকেন, জ্ঞানের উদয় হইলে আর কাশ্যাদির প্রয়োজন নাই ॥৪॥

প্রকৃত পক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে মানবের শরীরই কাশীক্ষেত্র, জ্ঞানরূপ গঙ্গাই ত্রিভুবনজননী,ভক্তি ও শ্রদ্ধা ইহারাই গয়া,নিজ গুরুর চরণ ধ্যানই প্রয়াগ এবং সর্ব্বজনের মনঃসাক্ষীভূত অন্তরাত্মাই বিশ্বেশ্বর তুরীয় ব্রহ্ম ; সুতরাং আমার শরীরমধ্যেই সকলে বাস করিতেছে,তবে আর অন্য তীর্থে প্রয়োজন কি ? ৫ ॥

ইতি কাশীপঞ্চকস্তোত্র সম্পূর্ণ ॥

আত্ম-পূজা।

আনন্দে সচ্চিদানন্দে নির্ব্বিকল্পৈকরূপিণি।
স্থিতে দ্বিতীয়াভাবে বৈ কথং পূজা বিধীয়তে॥ ১॥
পূর্ণস্যাবাহনং কুত্র সর্ব্বাধারস্য চাসনম্।
স্বচ্ছস্য পাদ্যমর্ঘ্যঞ্চ শুদ্ধস্যাচমনং কুতঃ॥ ২॥
নির্ম্মলস্য কুতঃ স্নানং বস্ত্রং বিশ্বোদরস্য চ।
নিরালম্বস্যোপবীতং রম্যস্যাভরণং কুতঃ॥ ৩॥
নির্লেপস্য কুতো গন্ধঃ পুষ্পং নির্ব্বাসনস্য চ।
নির্গন্ধস্য কুতো ধূপঃ স্বপ্রকাশস্য দীপিকা॥ ৪॥
নিত্যতৃপ্তস্য নৈবেদ্যং নিষ্কামস্য ফলং কুতঃ
তাম্বূলঞ্চ বিভোঃ কুত্র নিত্যানন্দস্য দক্ষিণা॥ ৫॥

আত্মা ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তুর সত্তা নাই, কিন্তু এই আত্মা আনন্দস্বরূপ সন্মাত্র এবং চিদানন্দরূপী, নির্ব্বিকল্প, একরূপ পদার্থ, সুতরাং কিরূপে তাঁহার পূজাবিধান করিবে? ১॥

আত্মা পরিপূর্ণ, সুতরাং তাঁহার আবাহন সম্ভবে না, আত্মাই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের আধার, সুতরাং তাঁহার আসনপ্রদান অসম্ভব এবং যিনি স্বচ্ছ পদার্থ তাঁহার পাদ্য এবং অর্ঘ্যেই বা কি প্রয়োজন? আত্মা নিত্য বিশুদ্ধ, সুতরাং আচমনীয়েরও কোন প্রয়োজন নাই॥ ২॥

যিনি সর্ব্বদা নির্ম্মল, তাঁহার স্নানের আবশ্যক নাই। যে আত্মার উদরে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সংস্থিত, তাঁহার আবরক বা লজ্জানিবারক বস্ত্রও সম্ভবে না। আত্মা নিরালম্ব বস্তু, সুতরাং তাঁহার যজ্ঞোপবীতই বা কেমন করিয়া থাকিবে? আত্মা নিত্য মনোরম, সুতরাং তাঁহার অলঙ্কারেরও প্রয়োজন নাই॥ ৩॥

আত্মা নির্লিপ্ত, সুতরাং তাঁহার গন্ধলেপ সম্ভবে না। আত্মা বাসনারহিত, অতএব তাঁহার পুষ্পের প্রয়োজন নাই। যিনি ঘ্রাণশক্তিহীন, তাঁহার ধূপের প্রয়োজন কোথায়? আর যিনি স্বয়ং প্রকাশমান পদার্থ, প্রদীপ তাঁহার কি করিবে? ৪॥

যিনি নিত্যতৃপ্ত, তাঁহার নৈবেদ্যের আবশ্যক কোথায়? যিনি নিষ্কাম পুরুষ, তাঁহার ফলই বা কি? সর্ব্বব্যাপকের তাম্বূলই বা কোথায় এবং নিত্যানন্দ বস্তুর দক্ষিণারই বা কি আবশ্যক? ৫।

স্বয়ং প্রকাশমানস্য কুতো নীরাজনাবিধিঃ।
প্রদক্ষিণমনন্তস্যাদ্বিতীয়স্য চ কা নতিঃ॥ ৬॥

অন্তর্ব্বহিশ্চ পূর্ণস্য কথং মুদ্রাসনং ভবেৎ।
ইদমেব পরা পূজা বিষ্ণোঃ সত্ত্বস্বরূপিণী॥ ৭॥

দেহো দেবালয়ঃ প্রোক্তো জীবো দেবঃ সদাশিবঃ।
ত্যজেদজ্ঞাননির্ম্মাল্যং সোঽহংভাবেন পূজয়েৎ॥ ৮॥

তুভ্যং মহ্যমনন্তায় মহ্যং তুভ্যং শিবাত্মনে।
নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাত্মনে॥ ৯॥

যোগী দেহাভিমানী স্যাদ্ভোগী কর্ম্মণি তৎপরঃ
জ্ঞানী মোক্ষাভিলাষী চ তত্ত্বজ্ঞে নাভিমানিতা॥ ১০॥

কিং করোমি ক গচ্ছামি কিং গৃহ্লামি ত্যজামি কিম্।
আত্মনা পূরিতং সর্ব্বং মহাকল্পাম্বুনা যথা॥ ১১॥

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিতা আত্ম-পূজা সমাপ্তা॥

যিনি স্বয়ং প্রকাশস্বরূপ, তাঁহার আরাত্রিকের প্রয়োজন কোথায়? যিনি অনন্ত পুরুষ, তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করা অসম্ভব এবং যিনি অদ্বিতীয় বস্তু, তাঁহাকে কে নমস্কার করিবে? ৬॥

যিনি অন্তর, বহিঃ সর্ব্বত্র পূর্ণরূপে শোভমান, তাঁহার সম্বন্ধে মুদ্রাবন্ধনও সম্ভবে না, অতএব সর্ব্বব্যাপক পরমাত্মাকে বক্ষ্যমাণরূপে সাত্ত্বিক পূজা করিবে।—এই দেহই দেবালয় এবং এই দেবালয়ে যে জীব বাস করেন, তিনিই সদাশিব দেব পরমাত্মা, অতএব অজ্ঞানরূপ নির্ম্মাল্য বিসর্জন পূর্ব্বক "সোঽহং" ভাবে পূজা করিবে অর্থাৎ ভাবনা করিবে। (ইহার নামই আত্মপূজা) ॥৭-৮॥

তুমি আমি বা আমি তুমি ভেদ নাই, আমরা সকলেই অনন্ত শিবস্বরূপ, অতএব আদিদেব পরম পুরুষ সেই পরমাত্মাকে প্রণাম করি॥ ৯॥

যিনি যোগী-পুরুষ, তাঁহার দেহে অভিমান থাকে, যিনি ভোগ-পরায়ণ, তিনি কর্ম্মে আসক্ত, যিনি জ্ঞানী, তিনি সর্ব্বদা মোক্ষাভিলাষী; কিন্তু যিনি তত্ত্বজ্ঞ অর্থাৎ "সোঽহং" জ্ঞানসম্পন্ন, তাঁহার কিছুতেই অভিমান থাকে না॥ ১০॥

মহাপ্রলয়সময়ে যেমন জল দ্বারা নিখিল বিশ্ব পরিব্যাপ্ত হইয়া যায়, সেইরূপ এই সমস্তই আত্মা দ্বারা পরিপূর্ণ দেখিতেছি, অতএব আমি কি করিব, কোথায় যাইব এবং কোন্ বস্তু গ্রহণ করিব, আর কোন পদার্থই বা ত্যাগ করিব? ১১॥

আত্মানাত্ম-বিবেক।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাদ্দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ॥

আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখম্?—শরীরপরিগ্রহ নিমিত্তম্। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি?—কর্ম্মণা। কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ রাগাদিভ্যঃ রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ অভিমানাৎ। অভিমানঃ কেন ভবতীতি চে অবিবেকাৎ। অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ, ন কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ম্। অজ্ঞানাদবিবেকো জায়তে। অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অভিমানাদ্রাগাদয়ো জায়ন্তে কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ?—সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি॥১।

দৃশ্য-প্রপঞ্চই অনাত্মা (মায়া), আর যিনি দৃক্ অর্থাৎ দ্রষ্টা, তিনিই বিবেকী পুরুষের আত্মা। এই আত্মা এবং অনাত্মার বিবেক অসংখ্য গ্রন্থে কথিত হইয়াছে। অদ্য তাহাই (সেই আত্মানাত্মবিবেকই) এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দ্বারা প্রকটিত হইতেছে।

আত্মার দুঃখ কি কারণে হয়, এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইতেছে,—দেহপরিগ্রহই আত্মার দুঃখের কারণ, এই হেতু শ্রুতি বলিয়াছেন যে, মানব যতক্ষণ সশরীর অর্থাৎ শরীরে অভিমানবান্ থাকিবে, তাবৎ সে সুখ-দুঃখ হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে না। কি জন্য দেহপরিগ্রহ হয়?—কর্ম্মজন্য শরীর-গ্রহণ হইয়া থাকে। কি নিমিত্ত মানব কর্ম্ম করে?—আসক্তিই কর্ম্মের কারণ, আসক্তি কেন হয়?—অভিমানবশতঃ আসক্তি হয়। আবার অবিবেক বশতই অভিমানের সৃষ্টি এবং অজ্ঞানই অবিবেকের কারণ; কিন্তু এই অজ্ঞানের কোন কারণ নাই, ইহা অনাদি, অনির্ব্বচনীয়। এই অজ্ঞান হইতে অবিবেক, অবিবেক হইতে অভিমান, অভিমান হইতে রাগাদি, রাগাদি হইতে কর্ম্ম, কর্ম্ম হইতে দেহপরিগ্রহ এবং দেহগ্রহণ নিমিত্তই দুঃখ হইয়া থাকে। যখন সর্ব্বাত্মভাবে দেহপরিগ্রহ-নিবৃত্তি হয়, তখনই দুঃখের শেষ হইয়া থাকে॥ ১॥

সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাদ্‌বাসনাস্থিতং ভবতি। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?—সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মণি নিবৃত্তে সতি শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?—সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?—সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি। কদাভিমাননিবৃত্তিঃ?—সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি?—সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ?—ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ॥ ২॥

নন্থ নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য। ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। তৎ কুত ইতি চেৎ, কর্ম্মজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন ভবেৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ।

এই স্থানে "সর্ব্বাত্মপদ" প্রয়োগের উদ্দেশ্য যথা,—সুষুপ্তি অবস্থায় দুঃখের নিবৃত্তি, আবার জাগ্রদবস্থায় শরীর-সম্বন্ধ বশতঃ দুঃখানুবৃত্তি হইয়া থাকে, কেন না, বাসনার নিবৃত্তি হয় না; অতএব সুষুপ্তি অবস্থাতে যে একেবারে দুঃখের নিবৃত্তি হয় না, ইহা বুঝাইবার জন্য "সর্ব্বাত্ম" পদের প্রয়োগ করিয়াছেন। যখন সর্ব্বাত্মভাবে—সর্ব্বরূপে দেহপরিগ্রহ নিবৃত্তি হয়, তখনই দুঃখের নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং যখন নিঃশেষে কর্ম্মনিবৃত্তি হয়, তখনই দেহপরিগ্রহ-নিবৃত্তি হয়, আবার একেবারে রাগাদি-নিবৃত্তি হইলেই কর্ম্মানুষ্ঠানে আসক্তি থাকে না। পরে যখন সমূলে অভিমানের বিলয় হয়, তখনই রাগাদি বিলয় পায়। এই প্রকারে সমূল অবিবেকনাশে অভিমান-নিবৃত্তি, সমূল অজ্ঞান-নাশে অবিবেকের নিবৃত্তি এবং ব্রহ্ম ও জীবের একত্ব-জ্ঞান—"সোঽহং" জ্ঞান হইলেই নিঃশেষে অজ্ঞান বা অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়া থাকে॥ ২॥

শাস্ত্রে নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠান বিহিত হইয়াছে, সুতরাং উহাই অবিদ্যার নিবর্ত্তক না বলিয়া জ্ঞানকেই অজ্ঞাননাশের প্রতি কারণ বলা হইল কেন, এই আপত্তি মনে করিয়া সমাধান করিতেছেন,—কর্ম্ম আর অজ্ঞানে কোন বিরোধ নাই,—কর্ম্ম এবং অজ্ঞান একাধারে নির্ব্বিবাদে বাস করিতে পারে,

অতো জ্ঞানেনৈবাজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। তজ্জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ, বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকে কো বাঽধিকারী?—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নোঽধিকারী। সাধনচতুষ্টয়ং নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্‌কসম্পত্তিঃ। মুমুক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকো নাম। ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগো নাম ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্তবিষয়েষু স্রক্‌চন্দনবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহ লোকে ফলভোগবিরাগঃ। অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্বর্ত্তিষু রম্ভাসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। শমদমাদিষট্‌কং নাম শমদমোপরতিতিতিক্ষাসমাধানশ্রদ্ধাঃ। শমো নাম অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম মনঃ, তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। দমো নাম বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি?—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ, জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি

সুতরাং কর্ম্মের দ্বারা অজ্ঞাননাশের কোন হেতু নাই, কিন্তু জ্ঞান এবং অজ্ঞানই বিরুদ্ধ বস্তু, উহারা কখনই একাধারে থাকিতে পারে না। যেথানে জ্ঞান, সেথানে অজ্ঞান থাকে না, আবার যেথানে অজ্ঞান, সেথানে জ্ঞান থাকে না; অতএব জ্ঞানের দ্বারাই অজ্ঞানের বিনাশ, ইহাই স্থিরসিদ্ধান্ত। এই জ্ঞান আত্মা এবং অনাত্মার বিচার দ্বারা জন্মে; অতএব আত্মানাত্মবিবেকে কে অধিকারী, তাহা নির্ণীত হইতেছে।—সাধনচতুষ্টয়যুক্ত ব্যক্তিই অধিকারী। নিত্যানিত্য পদার্থের বিবেক, ইহলোকে ও পরলোকে ফলভোগ-বিরক্তি, শমাদি সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুত্ব এই চারিটিকে সাধনচতুষ্টয় কহে। ব্রহ্মই সত্য, জগৎ মিথ্যা, এই প্রকার নিশ্চয়ের নাম নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক। এই সংসারে দেহধারণোপযোগী বিষয় ভিন্ন অপর মাল্য, চন্দন, বনিতাদি বিষয়ে বান্তাশন এবং মূত্র-পুরীষাদিবৎ ভোগেচ্ছারাহিত্য ইহলোকে ফলভোগ-বিরাগ এবং স্বর্গাদি ব্রহ্মলোকান্তর্বর্ত্তী রম্ভা-সম্ভোগাদি নিখিল বিষয়ে ইচ্ছা-রাহিত্য পরলোকে ফলভোগ-বিরাগ। শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এবং শ্রদ্ধা এই ছয়টির নাম শমাদি সম্পত্তি। তন্মধ্যে অন্তরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে শম কহে। মনকেই অন্তরিন্দ্রিয় বলে। এই মনকে শ্রবণাদি ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে নিগৃহীত করার নাম শম। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বাহ্য ইন্দ্রিয় বলে। শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্ত বিষয় হইতে

পঞ্চ। তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদিব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দমঃ। উপরতি-র্নাম বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষ্বেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ। তিতিক্ষা নাম শীতোষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তম্। নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ত্বং বা তিতিক্ষা। সমাধানং নাম শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাদ্বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা,তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানম্। শ্রদ্ধা নাম গুরুবেদান্তবাক্যেষু অতীব-বিশ্বাসঃ। ইদং তাবৎ শমাদিষট্কমুক্তম্। মুমুক্ষুত্বং নাম মোক্ষেঽতিতীব্রেচ্ছা-বত্ত্বম্। এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তিমদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। তস্যাত্মানাত্ম-বিবেকঃ বিচারেঽধিকারো নান্যস্য। তস্যাত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি। যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি, তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি। সাধনচতুষ্টয়-সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়ো নাস্তি, কিন্ত্বতীব শ্রেয়ো ভবতি। দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ভক্তিসংযু-

---

এই দশ ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম বলে। বিধিপূর্ব্বক বিহিত কর্ম্মের পরিত্যাগ করাকে উপরতি বলে। অথবা শ্রবণাদি কার্য্যে ব্যাসক্ত মনকে অন্য বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া উহাতেই সমাসক্ত রাখার নাম উপরতি। দেহ বিনাশ না হয়, এমন ভাবে শীত উষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা বলে। অথবা প্রতীকার-সামর্থ্য সত্ত্বেও অন্যকৃত অপরাধে সহিষ্ণুতাই তিতিক্ষা। শ্রবণাদি কার্য্যে সমাসক্ত মন যখন বাসনাবশে অন্য বিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়, তখন তত্তৎবিষয়ের দোষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাকে উহা হইতে প্রত্যাকর্ষণ করিয়া আবার শ্রবণাদি বিষয়ে নিবেশ করাকেই সমাধান বলে এবং গুরু শ্রুতিবাক্যে অতিশয় বিশ্বাসই শ্রদ্ধা নামে কথিত। এই শমাদি-ষট্ক কথিত হইল। আর মোক্ষলাভে অতিতীব্র ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে। এই সাধনচতুষ্টয়বিশিষ্ট ব্যক্তিকেই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বলে। এতাদৃশ সাধকেরই আত্মানাত্মবিচারে অধিকার, অন্যের নহে। যেমন ব্রহ্মচারীর গুরুশুশ্রূষাদি ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই, সেই প্রকার সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন ব্যক্তির আত্মানাত্মবিচার ভিন্ন অন্য কোন কর্ত্তব্য নাই। কিন্তু যাহারা গৃহস্থ, তাহারা সাধনচতুষ্টয়-রহিত হইয়াও যদি আত্মানাত্মবিচার করে, তবে তাহাতে প্রত্যবায় হইবে না, প্রত্যুত অতীব মঙ্গল সাধিত হইবে। এই হেতু বলিয়াছেন, যেব ব্যক্তি

তাদৃগ্গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তম্। আত্মনাত্মবিচার কর্ত্তব্য ইত্যুক্তম্॥ ৩॥

আত্মা নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। অনাত্মা নাম অনিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়মানাত্মা। শরীরত্রয়ং নাম স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ম্। স্থূলশরীরং নাম পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্ভাববিকারম্। তথা চোক্তম্—পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতম্। শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তনমুচ্যতে। শীর্য্যতে বয়োভির্ব্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরম্। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। নমু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি,কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি। যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যত আহ।—সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। আধ্যাত্মিকং নাম আত্মানং দেহ-

---

প্রত্যেক দিন গুরুশুশ্রূষা-লব্ধ ভক্তি-সমন্বিত হইয়া বেদান্তশাস্ত্রাদির বিচার করে, সে অশীতি কৃচ্ছ্র প্রাজাপত্য-ব্রতের ফল লাভ করিয়া থাকে। অতএব আত্মানাত্মবিচার অবশ্যই কর্ত্তব্য, ইহা কথিত হইয়াছে॥ ৩॥

আত্মা কাহার নাম? যিনি দেহত্রয় হইতে অতিরিক্ত, পঞ্চকোষ হইতে বিলক্ষণ, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাঁহার নাম আত্মা। আর অনিত্য জড় দুঃখাত্মক সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মক শরীরত্রয়কে অনাত্মা কহে। স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই তিনটি শরীরকে শরীরত্রয় কহে। পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য, কর্ম্ম-জন্য, জন্মাদি ষড়্ভাববিকারবান্ পদার্থকে শরীর কহে। এই হেতু উক্ত হইয়াছে যে, সঞ্চিত কর্ম্মসহায়ে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে যাহা উৎপন্ন হয় এবং যাহা সুখদুঃখভোগের আস্পদ, তাহার নাম শরীর। বাল্য, কৌমার, যৌবন এবং বার্দ্ধক্যাদি বয়সের দ্বারা ইহা ক্রমে শীর্ণ হইয়া যায়, এই নিমিত্ত ইহার শরীর আখ্যা হইয়াছে এবং ইহা ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয়, এই ব্যুৎপত্ত্যর্থ মনে করিয়া ইহাকে দেহ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। কতকগুলি শরীর ভস্মীভাব প্রাপ্ত হয় এবং কতকগুলি শরীর মৃত্তিকায় প্রোথিত হয়, জলে নিক্ষিপ্ত হয়, এই প্রকার আরও কত কি হয়, তবে ইহার দেহ নাম কেমন করিয়া হইল, এই আপত্তির উত্তরে বলা যাইতেছে,—শরীরের ভস্মীভাব বাহ্য অগ্নি দ্বারা হওয়া বুঝিতে হইবে না,—পরন্তু সমস্ত স্থূলশরীরই আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক এবং আধিদৈবিক তাপত্রয়রূপ অগ্নি দ্বারা সর্ব্বদাই দগ্ধ

মধিকৃত্য বর্ত্ততে ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আধিভৌতিকং নাম ? ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদি-জন্যং দুঃখম্। আধিদৈবিকং নাম দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদি-জন্যম্॥৪॥

সূক্ষ্মশরীরং নাম অপঞ্চীকৃতভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গম্। সপ্তদশকং নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ প্রাণাদি পঞ্চ বায়বো বুদ্ধির্মনশ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি ?—শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বাঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণশস্কুল্যবচ্ছিন্ন-নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রেন্দ্রিয়মিতি। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়মিতি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম গোলকব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি-রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি-রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি-গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। কর্ম্মে-

---

হইতেছে, সুতরাং ইহাকে দেহ নাম দেওয়া হইয়াছে। তাপত্রয় কাহার নাম ? যে তাপ বা দুঃখ দেহকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান থাকে, তাহাকে আধ্যাত্মিক তাপ বলে। যেমন শিরোরোগাদি। কোন প্রাণী হইতে সমুদ্ভূত দুঃখকে আধিভৌতিক কহে। যথা—ব্যাঘ্র, চোর প্রভৃতি হইতে জাত দুঃখ। দেবতা হইতে যে দুঃখ সঞ্চিত হয়, তাহাকে আধিদৈবিক দুঃখ কহে। যথা—বজ্রপাতাদিজন্য দুঃখ॥ ৪॥

অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে জাত সপ্তদশ লিঙ্গ-শরীরকে সূক্ষ্ম শরীর কহে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু, বুদ্ধি, মন এই সপ্তদশ পদার্থের সপ্তদশক নাম। কর্ণ, ত্বক্, চক্ষু, রসনা এবং নাসিকা এই পাঁচটির নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়। যাহা কর্ণ নহে অথচ কর্ণরন্ধ্র আশ্রয় করিয়া শব্দ গ্রহণ করে, তাহাকে শ্রোত্রেন্দ্রিয় বলে। যে ইন্দ্রিয় ত্বক্ নহে অথচ ত্বক্ আশ্রয় করিয়া থাকে এবং আপাদতল-মস্তক-ব্যাপী শীতোষ্ণাদি স্পর্শশক্তিমান্, তাহাকে ত্বগিন্দ্রিয় বলে। যে ইন্দ্রিয় চক্ষু-গোলক নহে, অথচ চক্ষুর গোলক আশ্রয় করিয়া থাকে এবং কৃষ্ণবর্ণ তারার অগ্রবর্ত্তী রূপগ্রহণশক্তিমান্, তাহাকে চক্ষুরিন্দ্রিয় বলে। যাহা রসনা নহে অথচ রসনার আশ্রিত এবং রসনার অগ্রবর্ত্তী রসগ্রহণশক্তিমান্, সেই ইন্দ্রিয়কে রসনেন্দ্রিয় কহে। যাহা নাসিকা নহে অথচ নাসিকার আশ্রিত হইয়া নাসিকাগ্রবর্ত্তী গন্ধ

ন্দ্রিয়াণি কানি ?—বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। বাগিন্দ্রিয়ং নাম বাগ্ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি-শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। অষ্টস্থানং নাম হৃদয়কণ্ঠশিরঊর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠতালুদ্বয়জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি। পাণীন্দ্রিয়ং নাম পাণিব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়মিতি। পাদেন্দ্রিয়ং নাম পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদতলবর্ত্তি-গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। পায়িন্দ্রিয়ং নাম গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ম্। পুরীষোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পায়িন্দ্রিয়মিতি। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম উপস্থব্যতিরিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়মিতি। এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মনঃস্থানং গলান্তম্। বুদ্ধের্বদনম্। চিত্তস্য নাভিঃ। অহঙ্কারস্য হৃদয়ম্। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষয়াঃ সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে। হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো নাভিসংস্থিতঃ। উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ। তেষাং বিষয়াঃ।—প্রাণঃ প্রাগ্-

---

গ্রহণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে ঘ্রাণেন্দ্রিয় কহে। বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয়। যাহা বাগ্‌যন্ত্র নহে, অথচ বাগ্‌যন্ত্র আশ্রয় করিয়া অষ্টস্থানবর্ত্তী শব্দের উচ্চারণশক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে বাগিন্দ্রিয় কহে। হৃদয়, কণ্ঠ, শির, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ, নিম্ন ওষ্ঠ, তালুদ্বয় এবং জিহ্বা এই আটটির নাম অষ্ট স্থান। যাহা হস্ত নহে, অথচ করতলাশ্রিত আদান-প্রদানে-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাণীন্দ্রিয় বলে। যাহা পাদ নহে, অথচ পাদ আশ্রয় করিয়া পাদতলবর্ত্তী-গমনাগমন-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাদেন্দ্রিয় কহে। যাহা গুহ্যদেশ নহে, অথচ গুহ্যদেশের আশ্রিত এবং মল-পরিত্যাগ-শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে পায়ু-ইন্দ্রিয় কহে। যাহা উপস্থ নহে, অথচ উপস্থ আশ্রয় করিয়া মূত্র এবং শুক্রত্যাগের শক্তিমান্ ইন্দ্রিয়, তাহাকে উপস্থেন্দ্রিয় বলে। এই পাঁচটির নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়। মন, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কারের নাম অন্তঃকরণ। গলদেশ মনের স্থান, মুখ বুদ্ধির, নাভি চিত্তের এবং হৃদয় অহঙ্কারের স্থান। সংশয়, নিশ্চয়, ধারণা এবং অভিমান এই চারিটি অন্তঃকরণচতুষ্টয়ের কর্ম্ম। প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান, সমান এই পঞ্চ বায়ু। হৃদয়ে প্রাণ, গুহ্যদেশে অপান, নাভিদেশে সমান, কণ্ঠদেশে উদান এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান-বায়ু অবস্থিত থাকিয়া কার্য্য করে। প্রাণবায়ু

গমনবান্। অপানোঽবাগ্‌গমনবান্। উদান ঊর্দ্ধগমনবান্। সমানঃ সমীকরণবান্। ব্যানো বিষ্বগ্‌গমনবান্। এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।—নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো ধনঞ্জয়ঃ। এতেষাং বিষয়াঃ।—নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনস্তথা। ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণম্। কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ। নাগ উদ্গীরণকরঃ। কূর্ম্ম উন্মীলনকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণকরঃ। দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ॥ ৫॥

এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো দিগাদয়ঃ। দিগ্বাতার্ক-প্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ। তথা চন্দ্রশ্চতুর্ব্বক্ত্রো রুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ। বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ। ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথাক্রমাৎ। এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। তথা চোক্তম্।—পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধি-দশেন্দ্রিয়সমন্বিতম্। অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগ-

---

বহির্গমনশীল, অপান অধোগমনশীল, উদান ঊর্দ্ধগমনশীল, সমান ভুক্ত অন্নাদির সমীকরণশীল এবং ব্যান-বায়ু সমস্ত শরীরে গমনশীল। এই পঞ্চ প্রধান বায়ুর অন্তর্গত পাঁচটি উপবায়ু আছে। যথা,—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। উদ্গীরণকারী বায়ুকে নাগ, উন্মীলনকারী বায়ুকে কূর্ম্ম, পোষণকারী বায়ুকে ধনঞ্জয়, জৃম্ভণকারী বায়ুকে দেবদত্ত, ক্ষুৎ (হাঁচি)-কারী বায়ুকে কৃকর কহে॥ ৫॥

এই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির অধিপতি দেবতা যথা,—কর্ণের অধিপতি দিক্, ত্বগিন্দ্রিয়ের বায়ু, নেত্রের সূর্য্য, জিহ্বার বরুণ, নাসিকার অশ্বিনীকুমার, বাগিন্দ্রিয়ের বহ্নি, হস্তের ইন্দ্র, পাদের উপেন্দ্র, পায়ুর মৃত্যু, উপস্থের চন্দ্র, মনের ব্রহ্মা, বুদ্ধির রুদ্র, চিত্তের ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর এবং অহঙ্কারের অধিপতি বিশ্বযোনি অযোনিজাত বিশ্বস্রষ্টা। ইহাঁরাই ক্রমে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের দেবতা বলিয়া অভিহিত। * অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে জাত এই বর্ণিত পঞ্চ প্রাণ, মন, বুদ্ধি, দশ ইন্দ্রিয় এই সপ্তদশটি মিলিত হইয়া লিঙ্গশরীর নামে অভিহিত হয়। ইহা অতি সূক্ষ্মাবয়ব এবং ভোগসাধন। এই শরীর স্ব স্ব

---

* "চন্দ্রশ্চতুর্ম্মুখঃ শঙ্করশ্চাচ্যুতৈঃ ক্রমান্নিয়ন্ত্রিতেন মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাখ্যেনান্তরিন্দ্রিয়চতুষ্কেণ" এই বেদান্তসারের বচন দ্বারা মনের অধিপতি চন্দ্র, বুদ্ধির ব্রহ্মা, অহঙ্কারের শঙ্কর এবং চিত্তের অচ্যুত অধিপতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

সাধনম্। লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ, অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। কথং? বাগাদ্যাকারেণ পরিণামো বৃদ্ধিঃ। তৎসঙ্কোচো নাম জীর্ণতা॥ ৬॥

কারণশরীরং নাম শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান-নিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। তথা চোক্তম্।—অনাদ্যবিদ্যা-হনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে। উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয় ইত্যুচ্যতে। অনৃতজড়দুঃখাত্মকমিত্যুক্তম্। অনৃতং নাম কালত্রয়েষবিদ্যমানবস্তু অনৃতমিত্যু-

---

কারণে লয় পায়, এই নিমিত্ত ইহাকে লিঙ্গ এবং ক্রমে শীর্ণ হয়, এই জন্য শরীর নাম দেওয়া হইয়াছে। পৃথিবীকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া ক্রমে লিঙ্গশরীরের ক্ষয় হয় অর্থাৎ লিঙ্গশরীর ভস্মীভূত হয়; সুতরাং ইহাকে "দহ ভস্মীকরণে" এই ভস্মীকরণার্থ দহ ধাতুর দ্বারা দেহ এই নাম করা হইয়াছে। ইহার বৃদ্ধি এবং ক্ষয়ের অবস্থা প্রদর্শিত হইতেছে।—যখন ইন্দ্রিয়গণ বাগাদি আকারে পরিণত হয়, তখনই বৃদ্ধির অবস্থা, আবার যখন ইহারা সঙ্কোচিত হইয়া স্ব স্ব কারণে অবস্থান করে, তখনই ক্ষয়াবস্থা জানিবে॥ ৬॥

এই স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ের হেতু অনাদি অনির্ব্বচনীয় এবং জীব ও ব্রহ্মের একত্ব-জ্ঞাননাশ্য যে অজ্ঞান, তাহাকে কারণশরীর কহে। তাই শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, অনাদি অনির্ব্বচনীয় যে অবিদ্যা, তাহাই কারণোপাধি নামে কথিত হয়। এই স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই উপাধিত্রয় হইতে আত্মাকে স্বতন্ত্রভাবে অবধারণ করিবে। ব্রহ্ম আর আত্মার একত্বজ্ঞান হইলেই ইহা বিশীর্ণ হইয়া যায়, এই জন্য ইহাকে শরীর এবং পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকটিই স্বকারণে লয় পায় এবং কারণশরীরও ব্রহ্মে লীন হয় অর্থাৎ ভস্মীভূত হয়, সুতরাং ইহাকে কারণদেহ বলে। এই কারণশরীর অনৃত, জড় এবং দুঃখাত্মক। যাহা ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়েই অবর্ত্তমান অর্থাৎ সত্তারহিত, তাহাই অনৃত। যাহা

চ্যতে। জড়ং নাম স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। দুঃখং নাম অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যুচ্যতে। সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তম্ ॥ ৭ ॥

কা সমষ্টিঃ কা ব্যষ্টিঃ ?—যথা বনস্য সমষ্টিঃ,যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টির্জ্জলসমূহস্য সমষ্টির্জ্জলস্য ব্যষ্টিস্তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। অবস্থাত্রয়ং নাম জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ। জাগরণং নাম ইন্দ্রিয়ৈরর্থোপলব্ধির্জ্জাগরিতম্। স্বপ্নো নাম জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। সুষুপ্তির্নাম সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। জাগ্রৎ স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। স্বপ্নঃ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। সুষুপ্তিঃ কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ ॥ ৮ ॥

কোষপঞ্চকং নাম অন্নময়প্রাণময়মনোময়বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ। মনোময়ো মনোবিকারঃ। বিজ্ঞানময়ো বিজ্ঞানবিকারঃ। আনন্দময় আনন্দবিকারঃ। অন্নময়কোষো নাম স্থূলশরীরম্। কথম্? মাতৃপিতৃভ্যামন্নে ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং

নিজকে বা পরকে প্রকাশ করিতে পারে না, তাহাই জড় এবং যাহা অস্পৃহণীয়, তাহাই দুঃখ ॥ ৭ ॥

সমষ্টি ব্যষ্টি কাহাকে বলে ?—অনেকগুলি এক সঙ্গে মিলিত হইলে তাহাকে সমষ্টি এবং এক একটিকে ব্যষ্টি বলে। যেমন অনেকগুলি বৃক্ষ মিলিত হইয়া বন, অনেক জল মিলিত হইয়া জলাশয় নামে কথিত হয়, আবার এক একটি বৃক্ষ বা এক একটু জলকে বৃক্ষ বা জলের ব্যষ্টি বলে, সেই প্রকার অনেক শরীর মিলিত হইয়া শরীরসমষ্টি এবং এক একটি শরীর শরীরব্যষ্টি নামে ব্যপদিষ্ট হয়। অবস্থা তিন প্রকার—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি। যখন ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ের উপলব্ধি করে, তখন জাগ্রৎ অবস্থা, যখন বিষয়ের সহিত জাগ্রৎ অবস্থার সংস্কারজনিত প্রত্যয় হয়, তখন স্বপ্ন, আর সর্ব্ববৈষয়িক জ্ঞানাভাব-অবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। জাগ্রৎ অবস্থায় স্থূলশরীরাভিমানী চৈতন্যকে বিশ্ব বলে। স্বপ্নাবস্থায় সূক্ষ্মদেহাভিমানী চৈতন্যকে তৈজস এবং সুষুপ্তি অবস্থায় কারণশরীরাভিমানী চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলে ॥ ৮ ॥

কোষপঞ্চকের নাম বলিতেছেন।—অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময়, আনন্দময় এই পঞ্চকোষ। অন্নময়কোষ অন্নবিকার, প্রাণময়কোষ প্রাণবিকার, মনোময়কোষ মনোবিকার, বিজ্ঞানময়কোষ বিজ্ঞানবিকার এবং আনন্দময়কোষ আনন্দবিকার জানিবে। এই স্থূলশরীরকে অন্নময়কোষ বলে। কারণ, মাতাপিতার ভুক্ত অন্ন শুক্রাকারে পরিণত হয়, পরে উহাদের মিলন বশতঃ

তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কো
ইত্যুচ্যতে। ইতি খ্যৎশুক্রাস্ত্রবিকারত্বে সতি আত্মানমাচ্ছাদয়তি। কথমপরি
চ্ছিন্নমাত্মানং পরিচ্ছিন্নমিব, জন্মাদিষড় বিকাররহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়
ভাববন্তমিব, তাপত্রয়রহিতমাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাচ্ছাদয়তি। যথা কোষ
খড়্গমাচ্ছাদয়তি। যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি। যথা গর্ভঃ সন্তানমাবারয়তি
তথাত্মানমাবারয়তি। প্রাণময়কোষো নাম কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পং
এতৎ সর্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণবিকারে সতি বক্তৃ
ত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব গমনাদি
রহিতমাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসাবন্তমিবাবার
য়তি। মনোময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্ব
মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং মনোবিকারে সতি সংশয়রহিতমাত্মান
সংশয়বন্তমিব শোকমোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দর্শনাদি
রহিতমাত্মানং দ্রষ্টারমিবাবারয়তি। বিজ্ঞানময়কোষো নাম জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি
পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময়কোষ ইত্যুচ্যতে

ঐ শুক্র ক্ষরিত হইয়া এই দেহাকার ধারণ করে, সুতরাং ইহা অন্নেরই বিকার
মাত্র, এই কারণে এই শরীরকে অন্নময় বলে এবং ইহা অসির আবরক কোষে
ন্যায় আত্মাকে আবৃত করিয়া রাখে, এই নিমিত্ত কোষ নামে অভিহিত।
যেমন কোষ খড়্গকে, তুষ তণ্ডুলকে, জরায়ু সন্তানকে আবৃত করিয়া রাখে
সেই প্রকার ঐ অন্নময় কোষ অপরিচ্ছিন্ন আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন, জন্মাদি
ষড় বিকারহীন আত্মাকে জন্মাদি বিকারবান্ এবং তাপত্রয়রহিত আত্মাকে
তাপত্রয়যুক্ত করিয়া আবৃত করে। পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ বায়ু মিলিত
হইয়া প্রাণময়কোষ নামে অভিহিত হয়। এই প্রাণময় কোষই
প্রাণের বিকৃতি নিবন্ধন বক্তৃত্বহীন আত্মাকে বক্তা, দাতৃত্বরহিত
আত্মাকে দাতা, গমনাদি-চেষ্টাহীন আত্মাকে গমনশীল এবং ক্ষুৎপিপাসাদি-
রহিত আত্মাকে ক্ষুৎপিপাসাদিযুক্ত করিয়া আবৃত করে। পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়
এবং মন মিলিত হইয়া মনোময় কোষ নামে কথিত হয়। মনের বিকার
বশতঃ ইহাই সংশয়, শোকমোহাদি এবং দর্শনাদি-ব্যাপারহীন
আত্মাকে সংশয়, শোকমোহাদি এবং দর্শনাদি-ক্রিয়াযুক্ত করিয়া আচ্ছন্ন করে।
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময়কোষ নামে আখ্যাত

কথং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাভিমানেন ইহলোকপরলোকগামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে। বিজ্ঞানবিকারে সতি অকর্ত্তারমাত্মানং কর্ত্তারমিব, অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতারমিব, নিশ্চয়রহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব, জাড্যরহিতমাত্মানং জাড্যাদিমন্তমিবাবারয়তি। আনন্দময়কোষো নাম প্রিয়মোদপ্রমোদবৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদপ্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব, পরিচ্ছিন্নসুখরহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখমিবাচ্ছাদয়তি ॥ ৯ ॥

শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। কথং সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞানস্বরূপো জড়স্বরূপো ন ভবতি। জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। কথম্? জাগ্রদবস্থা জাতা, জাগ্রদবস্থা ভবতি, জাগ্রদবস্থা

হয়। ইহাকেই ব্যবহার-দশায় কর্ত্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি অভিমানবান্ ইহলোক পরলোকে গমনশীল জীব বলে। এই বিজ্ঞানময়কোষ বুদ্ধির বিকার বশতঃ অকর্ত্তা ও অবিজ্ঞাতা আত্মাকে কর্ত্তা ও জ্ঞাতা এবং নিশ্চয়রহিত ও জাড্যাদিহীন আত্মাকে নিশ্চয় ও জাড্যাদিযুক্ত করিয়া আবৃত করে। প্রিয়, সন্তোষ এবং আনন্দ বৃত্তিমৎ অজ্ঞানপ্রধান অন্তঃকরণকে আনন্দময়-কোষ বলে। ইহা প্রিয় সন্তোষ এবং আনন্দরহিত আত্মাকে প্রিয়-মোদ-প্রমোদবান্, অভোক্তা আত্মাকে ভোক্তা এবং পরিচ্ছিন্নসুখরহিত আত্মাকে পরিচ্ছিন্ন এবং সুখযুক্তবৎ করিয়া আবৃত করে ॥ ৯ ॥

আত্মা যে স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই শরীরত্রয় হইতে বিলক্ষণ, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে।—আত্মা সত্যস্বরূপ, দেহ অসত্যস্বরূপ, সুতরাং আত্মা দেহ হইতে পারে না এবং দেহ আত্মা হইতে পারে না। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, দেহ জড়স্বরূপ, অতএব আত্মা দেহ হইতে পারে না এবং দেহ আত্মা হইতে পারে না। আত্মা সুখস্বরূপ, দেহ দুঃখস্বরূপ, অতএব আত্মা দেহ হইতে পারে না এবং দেহ আত্মা হইতে পারে না। এই প্রকারে আত্মাকে দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণ প্রতিপন্ন করিয়া আত্মা যে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী, তাহা প্রতিপাদিত হইতেছে। আমি জাগ্রৎ ছিলাম, জাগ্রৎ আছি

ভবিষ্যতি। স্বপ্নাবস্থা জাতা, স্বপ্নাবস্থা ভবতি, স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি। সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি, সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি ॥ ১০ ॥

অথাত্মনঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমুচ্যতে। পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথম্ দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। মমেয়ং গৌঃ। মমায়ং বৎসঃ। মমায়ং কুমারঃ। মমেয়ং কুমারী। মমেয়ং স্ত্রী। এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি তথা মমান্নময়কোষঃ। মম প্রাণময়কোষঃ। মম মনোময়কোষঃ। মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। মমানন্দময়কোষঃ। এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি তেভ্যো বিলক্ষণসাক্ষী। অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ। অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্য তৎ মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে। ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তম্ ॥ ১১ ॥

এবং জাগ্রৎ থাকিব। আমি স্বপ্নাবস্থায় ছিলাম, স্বপ্নাবস্থায় আছি এবং স্বপ্নাবস্থায় থাকিব। আমি সুষুপ্ত ছিলাম, সুষুপ্ত আছি এবং সুষুপ্ত থাকিব। এই অতীত, বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ এই তিন কালেই আত্মা অধিকারিরূপে জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ের প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন, এই নিমিত্ত ইহাঁকে অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী বলা যায় ॥ ১০ ॥

আত্মা পঞ্চকোষ হইতে যে বিলক্ষণ, তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইতেছে।— যেমন পুরুষ আমার গো, আমার বৎস, আমার কুমার, আমার কুমারী, আমার স্ত্রী ইত্যাদি জ্ঞান করিয়া থাকেন, কিন্তু তিনি কথনই তত্তৎযুক্ত হয়েন না, পরন্তু ঐ সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্, সেই প্রকার আমার অন্নময়কোষ, আমার বিজ্ঞানময়কোষ, আমার প্রাণময়কোষ, আমার মনোময়কোষ, আমার আনন্দময় কোষ এই প্রকার অভিমানবান্ আত্মা পঞ্চকোষযুক্ত হয়েন না, প্রত্যুত ইনি এই পঞ্চকোষ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ এবং বিলক্ষণ ও সাক্ষিস্বরূপ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন যে, আত্মা শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পঞ্চেন্দ্রিয়-রহিত, অব্যয় অর্থাৎ ক্ষয়োদয়হীন, অনাদি, অনন্ত। ইনি প্রকৃতিরও পরবর্ত্তী নিশ্চল পুরুষ। ইহাঁকে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অবগত হইতে পারিলেই মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হওয়া যায়। অতএব আত্মা যে সৎ, চিৎ, আনন্দস্বরূপ, ইহা কথিত হইল ॥ ১১ ॥

সদ্রূপত্বং নাম কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্ব-
তে। চিদ্রূপত্বং নাম সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্না-
পিতসর্ব্বপদার্থাঽবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। আনন্দস্বরূপত্বং
পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। বিজ্ঞান-
ন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। নবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাব-
াহমস্মীতি সংশয়সম্ভাবনাবিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি, স
বন্মুক্তো ভবতি ॥ ১২ ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্-
বিরচিত-আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ ॥

অজ্ঞানবোধিনী।

চিৎসদানন্দরূপায় সর্ব্বধীবৃত্তিসাক্ষিণে।
নমো বেদান্তবেদ্যায় ব্রহ্মণোঽনন্তরূপিণে ॥ ১ ॥

সৎরূপ কাহাকে বলে? যিনি কিছু দ্বারাই বাধিত হয়েন না, যিনি
ন কালেই একরূপে বিদ্যমান থাকেন, তাঁহাকেই সৎ বলে। চিৎরূপ
াহাকে বলে? যিনি অন্য কোন সাধনের অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং প্রকাশ-
ন থাকেন এবং স্বারোপিত অর্থাৎ নিজেতে আরোপিত সমস্ত পদার্থের
বভাসক হয়েন, তাঁহাকে চিৎরূপ বলে। আনন্দরূপ কাহাকে বলে? যিনি
ত্য নিরতিশয় পরম প্রেমানন্দ, তাঁহাকে আনন্দস্বরূপ বলে। তাই শ্রুতি
হ্মকে বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ এবং ধনদাতার পরম আশ্রয় বলিয়া কীর্ত্তন
রিয়াছেন। এই প্রকারে সংশয় এবং বিপরীত-ভাবনারহিত হইয়া যিনি
আমি নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত-স্বভাব পরব্রহ্ম" এইরূপ জ্ঞানবান্ হয়েন অর্থাৎ
হ্মের সহিত অভেদ-জ্ঞানসম্পন্ন হযেন, তিনিই জীবন্মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

আত্মানাত্ম-বিবেক সমাপ্ত।

যিনি সচ্চিদানন্দস্বরূপ, সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী, যিনি বেদান্তবেদ্য এবং
নন্তরূপধারী, সেই ব্রহ্মকে নমস্কার ॥ ১ ॥

যদজ্ঞানাদ্বিশ্বং ভাতি যজ্‌জ্ঞানাদ্বিনিবর্ত্ততে।
নমস্তস্মৈ চিদানন্দবপুষে পরমাত্মনে ॥ ২ ॥
অথাধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিং ব্যাখ্যাস্যামঃ।—
তপোভিঃ ক্ষীণপাপানাং শান্তানাং বীতরাগিণাম্।
মুমুক্ষূণামপেক্ষ্যোঽয়মাত্মবোধো বিধীয়তে ॥ ৩ ॥
অনাত্মভূতে দেহাদাবাত্মবুদ্ধিস্তু দেহিনাম্।
সাবিদ্যা তৎকৃতে বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে ॥ ৪ ॥

অনাদিঃ শান্তো নৈসর্গিকোঽধ্যাসঃ। মিথ্যাপ্রত্যয়রূপঃ সর্ব্বলোক-প্রত্যক্ষঃ। অস্যানর্থহেতোঃ প্রহাণায়াত্মৈকত্বজ্ঞানং শিষ্যঃ শ্রীগুরুং পরিপৃচ্ছতি। ভো ভগবন্! স আত্মা কীদৃশঃ?—তৎ শৃণু, চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ডমচলমঙ্গ-

---

যাঁহার অজ্ঞান বশতঃ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ পাইতেছে, যাঁহার জ্ঞান হইলে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সত্তা অবভাসিত হয় না, যিনি চিৎ (জ্ঞান) ও আনন্দমূর্ত্তি, সেই পরমাত্মাকে নমস্কার ॥ ২ ॥

অতঃপর আমরা অধ্যাত্মবিদ্যার উপদেশ-প্রণালী ব্যাখ্যা করিতেছি।—

চান্দ্রায়ণাদি তপস্যানুষ্ঠানের দ্বারা যাঁহাদিগের পাপ প্রক্ষীণ হইয়াছে, যাঁহারা শমগুণসম্পন্ন, যাঁহাদিগের সংসারাসক্তি অপগত হইয়াছে এবং যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহাদিগের নিমিত্ত আত্মবোধ অর্থাৎ আত্মজ্ঞানোপদেশ বিধান করিতেছি ॥ ৩ ॥

অনাত্মস্বরূপ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিতে যে প্রাণিগণের আত্মবুদ্ধি অর্থাৎ দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে যে 'আমি, আমার' বলিয়া জ্ঞান, ইহাকে অবিদ্যা কহে। এই অবিদ্যা নিমিত্তই প্রাণিগণের বন্ধন এবং এই অবিদ্যার নাশই মোক্ষ নামে কথিত ॥ ৪ ॥

এই শাশ্বতী অবিদ্যা বা অধ্যাস, অনাদি এবং নৈসর্গিক, ইহা মিথ্যাজ্ঞানরূপ হইলেও সর্ব্বলোকের প্রত্যক্ষ-বিষয়ীভূত। এই অনর্থকারণ অধ্যাসের নিবৃত্তির নিমিত্ত শিষ্য শ্রীগুরুকে প্রশ্ন করিতেছেন।—ভগবন্! আপনি যে আত্মার কথা বলিলেন, তিনি কি প্রকার? গুরু বলিলেন,—(বৎস!) শ্রবণ কর। ব্রহ্ম চিৎ (জ্ঞান), সৎ ও আনন্দস্বরূপ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অঙ্গরহিত, নিষ্ক্রিয়, কূটস্থ (অবিকারী), অনন্ত, স্বয়ংজ্যোতিঃ এবং

ক্রিয়কূটস্থানন্তস্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপং স্বপ্রকাশং ব্রহ্ম স আত্মা। ভো ভগবন্! হি দীর্ঘেঽস্মিন্ সংসারে সংসৃতিঃ কস্য? তস্যৈব স্বাভাবিকী নৈমিত্তিকী বা। দৃশঃ স্বভাবঃ তর্হি অবর্জ্জনীয়ত্বাৎ মম মোক্ষাশা নাস্তি॥ ৫॥

শ্রীগুরুরাহ। ন হি বৎস! নৈমিত্তিকী। তর্হি কিং নিমিত্তং তৎ বধানমতিঃ শৃণু। স্বাশ্রয়া স্ববিষয়া স্বানুভবগম্যা স্বভাস্যা অবস্তু অনির্ব্বাচ্যা বিদ্যা অস্তি। সা তদাশ্রয়ত্ববিষয়ত্ববলেন চিৎসদানন্দানন্তাদ্বিতীয়স্বভাব-বৃণোতি। যথা গর্ভান্ধকারেণাগারগর্ভমাচ্ছাদ্যতে তথা চিদ্রূপং কূটস্থমাত্মানং স্বরূপমাচ্ছাদ্যমিব বিক্ষিপতি। অনাত্মনি দেহাদৌ আত্মত্বেনাভিমন্যমানোঽপ্য-প্তাশেষপুরুষার্থঃ প্রাপ্তাশেষানর্থঃ অবিদ্যাপ্রকল্পিতৈরেব সাধনৈরিষ্টপ্রাপ্তি-

---

প্রকাশস্বরূপ, ইনিই আত্মা। (শিষ্য বলিলেন),— ভগবন্! াত্মা যদি এই প্রকারই হয়েন, তবে এই বিশাল সংসারে কাহার সংসার-ন্ধন হইয়া থাকে? যদি আত্মারই বন্ধন হওয়া আপনার অভিপ্রেত হয়, বে ইহা কি স্বাভাবিক, না নৈমিত্তিক? যদি ইহা স্বাভাবিক হয়, তবে ামার মুক্তি-আশা নাই; কারণ, স্বভাব অবর্জ্জনীয়, স্বভাবের কথনই রিত্যাগ সম্ভবে না॥ ৫॥

গুরু বলিলেন, বৎস! বন্ধন স্বাভাবিক নহে, ইহা নৈমিত্তিক। কি নিমিত্ত হা হয়, তাহা অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।— অবিদ্যা নামে একটি পদার্থ আছে, হা আত্মাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, আত্মাই ইহার বিষয়, ইহা আত্মার নুভবগম্য এবং আত্মার দ্বারা প্রকাশ্য। এই অবিদ্যা অবস্তু অর্থাৎ মিথ্যা-ানরূপ এবং অনির্ব্বচনীয়; ইহাকে সৎ বা অসৎ বলিয়া নির্দ্দেশ রা যায় না। এই অবিদ্যা আত্মার আশ্রিতা এবং আত্মবিষয়া; এই হেতু হা চিৎ, সৎ, আনন্দ, অনন্ত এবং অদ্বিতীয়স্বভাব আত্মাকে আবৃত করে। যমন গৃহাভ্যন্তরস্থিত অন্ধকার দ্বারা গৃহের অভ্যন্তর সমাচ্ছন্ন হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা চিৎস্বরূপ কূটস্থ আত্মাকে স্বরূপ আচ্ছাদনপূর্ব্বক বিক্ষিপ্ত করিয়া াখে। মানব প্রথমে অনাত্মভূত দেহ-ইন্দ্রিয়াদিকে আত্মা বলিয়া অভিমান রে, সুতরাং সমস্ত পুরুষার্থ হইতে বঞ্চিত হইয়া অশেষ অনর্থজালে জড়িত য় এবং অবিদ্যা-কল্পিত বিবিধ সাধনসহায়ে ইষ্টবিষয়ের প্রাপ্তি এবং অনিষ্ট-নবৃত্তিবিষয়ে আকাঙ্ক্ষাযুক্ত হইয়া লৌকিক, বৈদিক এবং স্বাভাবিক নানা-

মনিষ্টনিবৃত্তিং হৃদি আকাঙ্ক্ষন্ লৌকিকবৈদিকস্বাভাবিকৈরনুষ্ঠিতৈরপি বিষয়-সুখার্থং মোক্ষাকাঙ্ক্ষামলভমানঃ অলাবুবন্মকরাদিভিরিব রাগদ্বেষাদিভিরিত-স্ততঃ আকৃষ্যমাণঃ সুরনরতির্য্যগাদিপ্রভেদভিন্নাসু নানাযোনিষু পরিবর্ত্তমানো মোহেন মুহ্যমানঃ সংসরতি। তথা চ শ্রুতিঃ—ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব। নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যাঃ চাসু তৃপউক্থশাসশ্চরন্তি। স্মৃতিরপি,—পুরুষঃ প্রকৃতিস্থোঽপি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ৬॥

স্বামিন্! যুষ্মদ্বচনমসঙ্গসমিদং ভাতি। কথমিত্থম্? কূটস্থ-চিদ্-ঘনৈকরসস্যাত্মনঃ শশবিষাণসদৃশাবিদ্যাবরণবিক্ষেপরূপত্বং কথং সম্ভাব্যতে। গগনারবিন্দমসৎ, তস্য সুরভিত্বং কুতঃ। অসম্ভাবনীয়া মায়া। সাধু সাধু, অরে! আত্মাবিবেকভ্রমমাত্রসিদ্ধম্॥ ৭॥

ভো ভগবন্! যদ্‌ভ্রমমাত্রসিদ্ধং তৎ কিং সত্যম্? অরে যথা ইন্দ্রজালং পশ্যতি জনঃ, ব্যাঘ্রজলতড়াগাদি অসত্যতয়া প্রতিভাতি কিম্। ইন্দ্রজালভ্রমে

প্রকার অনুষ্ঠানের দ্বারা কেবলমাত্র বিষয়সুখের আকাঙ্ক্ষা করে, সুতরাং মোক্ষ-বাসনা হৃদয়ে স্থান পায় না। ঈদৃশ মনুষ্য মকরাদি কর্ত্তৃক আকৃষ্যমাণ অলাবুর ন্যায় রাগ-দ্বেষাদি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া দেব, মনুষ্য, তির্য্যগাদি পৃথক্ পৃথক্ নানা যোনিতে জন্মলাভ করত মোহ-মুগ্ধ হইয়া সংসারী হয়। ইহাই শ্রুতি ও স্মৃতিতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।—(পুরুষ বা আত্মা প্রকৃতির সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রকৃতিসমুদ্ভূত গুণাবলীর উপভোগ করে। পুরুষের সৎ ও অসৎ যোনিতে উৎপত্তিবিষয়ে প্রকৃতিজাত গুণসঙ্গই কারণ) ॥ ৬॥

শিষ্য।—স্বামিন্! আপনার বাক্য যেন পরস্পর বিসংবাদী বলিয়া মনে হইতেছে। কেন না, কূটস্থ চিদ্রূপ আত্মার শশশৃঙ্গ সদৃশ অবিদ্যা দ্বারা আব-রণ এবং বিক্ষেপ হওয়া সম্ভবে না। আকাশকুসুম অলীক পদার্থ, সুতরাং তাহার সুগন্ধ কখনই হইতে পারে না।

গুরু।—অরে বৎস! সাধু, সাধু! আত্মার আবরণ বিক্ষেপাদি সমস্তই অবিবেকবশে ভ্রমমাত্র॥ ৭॥

শিষ্য।—ভগবন্! যাহা ভ্রমকল্পিত, তাহা কি সত্য হইতে পারে?

গুরু।—অরে বৎস! মনুষ্য যেমন ইন্দ্রজালক্রিয়া দর্শনকালে ব্যাঘ্র, জল, তড়া-গাদি কত কি দর্শন করে, ঐ সকল কি তখন অসত্য বলিয়া প্রতিভাত হয়?

নিবৃত্তে সর্ব্বং মিথ্যেতি জানাতি। ইদন্ত সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধম্। যথা রজ্জাবহিভ্রমে নিবৃত্তে রজ্জুরেব সর্পো নান্যৎ কিঞ্চিদপি, তথা অবিবেকভ্রমে নিবৃত্তে তদনন্তরং সর্ব্বং মিথ্যেতি জ্ঞায়তে। ইদন্ত সর্ব্বেষামনুভবসিদ্ধম্। ভো ভগবন্! তর্হি অস্য ভ্রমস্য নিবৃত্তিঃ কথম্? ৮॥

তৎ শৃণু। অকস্মাৎ স কথঞ্চিৎ পুণ্যবশাৎ বেদোদিতেনেশ্বরার্থং কর্ম্মানুষ্ঠানেনাপগতরাগাদিমলঃ অনিত্যাদিদর্শনে ইহামুত্রফলভোগবিরাগঃ বেদান্তে প্রতীয়মানব্রহ্মাত্মানুভাবং বুভুৎসুরাত্মানং জ্ঞাতুমিচ্ছতি। জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শ্রুতেঃ। জ্ঞানন্তু শ্রবণমননিদিধ্যাসনমন্তরেণ ন সম্ভবতি। তথা চ শ্রুতিঃ,—আত্মাবারে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। ত্বং-পদার্থ-বিবেকায় সংন্যাসঃ সর্ব্বকর্ম্মণাম্। শ্রুত্যা বিধীয়তে যস্মাদন্যথা পতিতো ভবেৎ॥ তস্মাদেবাচার্য্যাদ্‌ব্রহ্মাত্মজ্ঞানাবাপ্তিঃ কথমাচার্য্যোঽজ্ঞো বা স্যাৎ। যস্ত্বজ্ঞো ন ব্রহ্মাত্মে

কখনই নহে। ইন্দ্রজালভ্রম যখন নিবৃত্ত হয়, তখন সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মনে করে। ইহা ত সকলেরই অনুভবসিদ্ধ দেখিতেছ। আরও দেখ,—মনুষ্য রজ্জু দেখিয়া সর্প বলিয়া মনে করে, কিন্তু সর্পভ্রম নিবৃত্ত হইলে রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই জ্ঞান করে, তখন আর উহাতে সর্পত্ববোধ থাকে না, এই প্রকার অবিবেকভ্রম নিবৃত্ত হইলে সমস্তই মিথ্যা বলিয়া মনে করে, ইহা সকলেরই অনুভবসিদ্ধ।

শিষ্য।—ভো ভগবন্! এই ভ্রমের নিবৃত্তি কেমন করিয়া হইতে পারে? ॥ ॥

বৎস! শ্রবণ কর।—মানব কথঞ্চিৎ পুণ্যবশে ঈশ্বরার্থ বেদোদিত কর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা রাগাদিমলশূন্য হইয়া সংসারের অনিত্যাদি দর্শন করিয়া থাকে, তখন ইহলোক বা পরলোকের কোন ফলেই আসক্তি থাকে না। সেই কালে বেদান্তশাস্ত্রে প্রতীয়মান ব্রহ্মাত্মার অনুভব করিতে ইচ্ছুক হইয়া আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করে। কেন না, শ্রুতিতেই উক্ত হইয়াছে,—জ্ঞানের দ্বারাই কৈবল্য সাধিত হয়। শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ব্যতীত জ্ঞান হইতে পারে না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—আত্মাকে প্রথমে শ্রবণ করিতে হইবে; তৎপর মনন এবং নিদিধ্যাসন করত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে যে, ত্বং-পদার্থের বিবেকের নিমিত্ত—অর্থাৎ জীব ও পরমের বিবেক-জ্ঞানার্থ সর্ব্বকর্ম্মের সন্ন্যাস সাধন করিতে হইবে। এই

কত্বজ্ঞানমুপদেষ্টুং শক্নুয়াৎ। অথ বিজ্ঞঃ তদা ব্রহ্মাত্মজ্ঞানেন ব্রহ্মৈব ভবতি। ততঃ অজ্ঞানং তৎকার্য্যদেহদ্বয়নিবৃত্তেঃ। তদা দেহাদিসংবন্ধাভাবাত্তু ন শিষ্যাদিশাসনং হ্যুপপদ্যতে। অথানবগতো ব্রহ্মাত্মভাবং স্যাৎ। তস্মাদ্দেহাদিসংবন্ধোঽঙ্গীকর্ত্তব্যোঽভ্যুপেতব্যঃ। তদা জ্ঞানাদজ্ঞানতত্তৎকার্য্যনিবৃত্তিঃ তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানমপেক্ষতে ইত্যত্র নায়ং দোষঃ। জ্ঞানিনো ব্রহ্মাত্মজ্ঞানে জাতে তেন বাধিতস্যাপি প্রারব্ধফলস্য কর্ম্মণো ন বাধিতত্বং, অতএব জ্ঞানিনাস্তু প্রারব্ধবেগবশাৎ দেহাদি প্রতিভাসতে॥ ৯॥ অথবাবগতব্রহ্মাত্মজ্ঞানঃ সম্প্রদায়ক্রমেণোপদিশতি। তস্মাদাচার্য্যাধীনং জ্ঞানং জ্ঞানান্মোক্ষ ইতি সিদ্ধম্। তস্মাদ্বেদোক্তশমদমাদিসাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো ব্রহ্মবিদাচার্য্যমুপেত্য সাষ্টাঙ্গপ্রণিপাতং কৃত্বা সমিৎ-

---

প্রণালীর অবলম্বন না করিয়া আত্মবিবেকার্থ উদ্যমশীল ব্যক্তি শ্রেয়োমার্গ হইতে ভ্রষ্ট হয়। অতএব আচার্য্যের নিকট হইতে ব্রহ্মাত্মজ্ঞান লাভ করিবে। এখন বিবেচ্য এই যে, আচার্য্য কি অজ্ঞ হইবেন, না বিজ্ঞ হইবেন? যদি আচার্য্য অজ্ঞ হয়েন, তবে তিনি ব্রহ্মাত্মৈকত্ব জ্ঞান উপদেশ করিতে সমর্থ হইবেন না। আর যদি আচার্য্য বিজ্ঞ হয়েন, তবে তাঁহার ব্রহ্মাত্মজ্ঞান হওয়ায় তিনি ব্রহ্মরূপই হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার অজ্ঞান এবং অজ্ঞান-কার্য্য স্থূল-সূক্ষ্ম-দেহদ্বয় নিবৃত্ত হওয়ায় দেহসম্বন্ধ নাই, অতএব তিনি শিষ্যকে শিক্ষা দিতে অসমর্থ। অতএব ব্রহ্মাত্মভাব-অপ্রাপ্ত আচার্য্য শিষ্যশিক্ষা বিষয়ে সমর্থ। তাদৃশ আচার্য্যের দেহাদি সম্বন্ধ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং তাদৃশ আচার্য্যের নিকট জ্ঞান লাভ করিয়া অজ্ঞান এবং অজ্ঞানের কার্য্য নিবৃত্ত হইয়া থাকে, অতএব আচার্য্যাধীন জ্ঞানের অপেক্ষা করিতেছে, এই বিষয়ে কোনই দোষ পরিদৃষ্ট হয় না। জ্ঞানী ব্যক্তির ব্রহ্মাত্মজ্ঞান উৎপন্ন হইলে তদ্দ্বারা প্রারব্ধ ফল কর্ম্মের বাধা হয় না। অতএব জ্ঞানিগণের প্রারব্ধ কর্ম্মবশে দেহাদি প্রতিভাসিত হয়॥ ৯॥ অনন্তর অবগত-ব্রহ্মাত্মজ্ঞান আচার্য্য সম্প্রদায়ক্রমে শিষ্যকে উপদেশ করিবেন। অতএব জানা যাইতেছে যে, জ্ঞানোৎপত্তি আচার্য্যের অধীন এবং সেই জ্ঞানই মোক্ষের সাধক, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব বেদোদিত শম-দমাদি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া ব্রহ্মবিৎ আচার্য্যের নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া তাঁহার সন্নিধানে উপবেশন পূর্ব্বক নিজের অভিপ্রায় নিবেদন করিবে। ইহাই

পাণিঃ পুরস্ত উপবিশ্য বিজ্ঞাপয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ।—সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠং গুরুং তত্ত্বজ্ঞানার্থমভিগচ্ছেৎ। ভো ভগবন্! সংসারতাপত্রয়ার্ক-সন্তপ্তোঽহম্, অস্য তাপস্য নিবৃত্তিং কুরু মমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরুপ-দিশতি॥ ১০॥

কথম্? ইথম্। তব ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবে জ্ঞানে জাতে সংসারনিবৃত্তির্ভবিষ্যতি নান্যথা। ভো ভগবন্! তৎ কেন ভবতি? তৎ শৃণু। আদৌ ত্বংপদশোধনেন জীবত্বং নিরস্যাতিশুদ্ধো ভবিষ্যসি। তদা ব্রহ্মাত্মৈকত্বভাবো ভবতি। যথা গ্রামাদিস্থিতং চন্দনবৃক্ষং প্রতি অজ্ঞস্যাসম্ভাবনা ভবত্যেব নেহ চন্দনমিতি। অন্যো যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি। কটুসুগন্ধশীতলং চন্দনমিতি। তথা শ্রুত্যাব-ধারিতস্য তত্ত্বং ব্রহ্মমহাবাক্যার্থস্য তাৎপর্য্যং গুরুর্যুক্ত্যা প্রতিবোধয়তি। চিৎ-সদানন্দস্বরূপত্বং তদা সম্ভাবয়তি। ভো ভগবন্! সা শোধনযুক্তিঃ কথম্?

শ্রুতি বলিয়াছেন।—শিষ্য সমিৎ হস্তে লইয়া তত্ত্বজ্ঞানলাভার্থ শ্রুতিপারদর্শী, ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট গমন করিবে। ভো ভগবন্ গুরো! আমি আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক, এই তাপত্রয়ার্ক-সন্তাপে সন্তপ্ত হইয়াছি, আমার এই তাপত্রয়-নিবৃত্তির উপায় করুন। গুরু শিষ্য কর্ত্তৃক এই প্রকারে বিজ্ঞাপিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন॥ ১০॥

গুরু।—হে বৎস! তোমার ব্রহ্মাত্মৈকত্ব-জ্ঞান জন্মিলেই এই সংসারের নিবৃত্তি হইবে, তদ্ব্যতীত অন্য উপায় নাই। শিষ্য।— ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞান কেমন করিয়া হয়? গুরু।—তদ্বিষয় শ্রবণ কর।—তুমি প্রথমে ত্বং-পদের শুদ্ধি সম্পাদন করিয়া জীবত্ব পরিহার করত অতি শুদ্ধ হইবে। তখন তোমার ব্রহ্ম ও জীবের একত্বভাব সমুদিত হইবে। যেমন চন্দনবৃক্ষ গ্রামাদির মধ্যে থাকিলেও অজ্ঞ লোক তাহাকে চন্দন বলিয়া বুঝিতে পারে না, পরে অন্য কেহ যদি যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দেয় যে, চন্দন কটু,সুগন্ধ ও শীতল বস্তু, অতএব ইহাই চন্দন, তখন সেই অজ্ঞ লোক চন্দন বলিয়া ধারণা করিতে পারে, সেই প্রকার গুরু শ্রুতি দ্বারা অবধারিত "তত্ত্বং ব্রহ্ম" (তুমি সেই ব্রহ্ম), এই মহা-বাক্যের অর্থ যুক্তি দ্বারা বুঝাইয়া দিবেন। হে বৎস, তুমি চিৎ (জ্ঞান), সৎ (নিত্য), আনন্দস্বরূপ। শিষ্য।—ভো ভগবন্! আপনি যে শোধন যুক্তি বলিলেন, তাহা কি প্রকারে হইবে? (গুরু),—অরে শিষ্য! এই শরীর দৃশ্য,

ইত্যম্। অরে শিষ্য! ইদং শরীরং দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং ত্বং ন ভবসি। ভো ভগবন্! দৃশ্যং জড়মনিত্যমমঙ্গলং কথম্। ১১।

ইত্থং। এতচ্ছরীরোৎপত্তেঃ প্রাগেতচ্ছরীরং তব নাস্তি। যত ইদং শরীরং, ত্বং ন ভবসি এতচ্ছরীরনাশাদূর্দ্ধং এতচ্ছরীরং তব নাস্তি যত ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। আদৌ অন্তে চ যত্র ইদং শরীরং তব নাস্তি। ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি। ১২।

অতো বর্ত্তমানতোঽপি ইদং দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি। কিঞ্চ মমেদমিতি শরীরং প্রতীয়তে। অতস্ত্বৎসকাশাদ্ভিন্নং ত্বং দ্রষ্টা ইদং তব দৃশ্যং শরীরং ত্বং ন ভবসি। যথা দাহ্যাৎ কাষ্ঠাদ্ব্যতিরিক্তো দাহকঃ প্রকাশকাগ্নিঃ। তথা দৃশ্যাত্ত্ দেহাৎ দ্রষ্টা ত্বং ব্যতিরিক্ত ইতি সিদ্ধম্। ১৩।

অন্যচ্চ। স্বপ্নান্তে দিব্যশরীরভেদমাস্থায় তদুচিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জন্ এবং

জড়, অনিত্য, সুতরাং অমঙ্গল (অনর্থের নিদান); অতএব তুমি এই শরীর নহ। শিষ্য।—ভো ভগবন্! এই শরীর দৃশ্য, জড়, অনিত্য ও অমঙ্গলাস্পদ কি প্রকারে হইল? ১১।

গুরু।—এই শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে তোমার এই শরীর ছিল না, কিন্তু তুমি (আত্মা) তখনও ছিলে, অতএব তুমি এই শরীর হইতে পার না। আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, এই শরীর-বিনাশের পরও ইহা তোমার থাকিবে না, অতএব অন্বয়ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা তুমি এই শরীর হইতে পার না। আদি ও অন্তে অর্থাৎ এই শরীরোৎপত্তির পূর্ব্বে এবং এই শরীর-নাশের পরে যখন ইহা তোমার থাকে না, তখন তুমি এই শরীর হইতে পার না। ১২।

এই দেহোৎপত্তির পূর্ব্বে এবং এই দেহের নাশের পরে যখন এই দেহ তোমার থাকে না, তখন বর্ত্তমান অবস্থায়ও তুমি এই দৃশ্য দেহ নহ। পরন্তু যে হেতু "মমেদং শরীরং" আমার এই শরীর এই প্রকার ভেদজ্ঞান হইতেছে, অতএব এই দেহ তোমা হইতে ভিন্ন—অর্থাৎ তুমি এই দেহের দ্রষ্টা, এই দেহ তোমার দৃশ্য, অতএব তুমি এই দেহ নহ. যেমন দাহ্য কাষ্ঠাদি হইতে দাহক ও প্রকাশক অগ্নি ভিন্ন, সেই প্রকার দৃশ্য দেহ হইতে দ্রষ্টা তুমি ভিন্ন, ইহা সিদ্ধ হইল। ১৩।

আরো দেখ, মনুষ্য স্বপ্নে দিব্য-শরীরবিশেষ অবলম্বন করিয়া দিব্যশরীরোচিত ভোগবিষয় সকল ভোগ করিয়া স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেলে নিজেকে মনুষ্যশরীরবান্

প্রতিবুদ্ধো মনুষ্যশরীরমাত্মানং পশ্যন্নাহ, দেবো মনুষ্যো বা ভবতি, দেবশরীরে বাধ্যমানেঽপি অহমাত্মানং বাধ্যমানং অতস্তং শরীরাদ্ভিন্ন এব স্বপ্নমরণাদৌ দর্শনাৎ। অপি চ যোঽহং কৌমারে নানাক্রীড়ামন্বভবম্ সোঽহং স্থবিরেণ অনিবৃত্তিস্থিত এবং বদতি। তথা স্থবিরকৌমারশরীরয়োঃ তত্র ব্যবহারদ্রষ্টা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি, দ্রষ্টা দৃশ্যাদন্য ইতি প্রসিদ্ধো ন্যায়ো লোকে দৃশ্যতে ঘটাদিবৎ। যথা ঘটাদয়ো রূপাদিমন্তশ্চক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যন্তে, তথা দেহো রূপাদিমান্ চক্ষুরাদিভিঃ করণৈরুপলভ্যতে। অত ইদং শরীরং তব দৃশ্যং, ত্বং দ্রষ্টা ইতি সিদ্ধম্ ॥ ১৪ ॥

অপি চ জড়ত্বং প্রদর্শয়তি। পঞ্চীকৃতপঞ্চমহাভূতানি ত্বমেব জানাসি। তানি স্বাত্মানং ন জানন্তি, পরস্পরমপি ন জানন্তি অত্যন্তজড়ানি তানি ত্বং ন ভবসি। তদংশোদ্ভবমিদং শরীরং অপি ত্বং ন ভবসি ॥ ১৫ ॥

দেখিয়া মনে করে যে,আমি দেব বা মনুষ্য যেই হই না কেন,আমার দেবদেহই বর্ত্তমান অবস্থায় বাধিত হইলেও আমার আমিত্বের কোন বাধা হয় নাই,অতএব এখন বিবেচনা করিয়া দেখ, যে স্বপ্ন ও মৃত্যু অবস্থায় দেহের পরিবর্ত্তনেও যখন অহং প্রত্যয়ের বিষয়ীভূত আত্মার কোন পরিবর্ত্তনাদি ঘটে না, অতএব তুমি শরীর হইতে যে ভিন্ন, ইহা স্থিরীকৃত হইল। আরও দেখ যে, এই অহং-পদবাচ্য আত্মা কুমার-বয়সে নানা প্রকার ক্রীড়া অনুভব করিয়াছেন, সেই আত্মাই স্থবির অবস্থাতে অপরিবর্ত্তিতরূপে বিদ্যমান থাকেন। অতএব স্থবির ও কৌমার অবস্থাতে শরীর-দ্বয়ের ব্যবহারদ্রষ্টা তুমি এই শরীর হইতে পার না। আরও দেখ, দৃশ্য পদার্থ হইতে তাহার দ্রষ্টা ভিন্ন, ইহা লোকে প্রসিদ্ধই আছে। যেমন ঘটের দ্রষ্টা ঘট হইতে ভিন্ন। যেমন রূপাদি-বিশিষ্ট ঘটাদি পদার্থ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা উপলব্ধ হয়, সেই প্রকার রূপাদিবিশিষ্ট এই দেহ চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় দ্বারা জ্ঞানবিষয় হইয়া থাকে; অতএব এই শরীর তোমার দৃশ্য, আর তুমি ইহার দ্রষ্টা, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ১৪ ॥

ইদানীং দেহের জড়ত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন।—পঞ্চীকৃত পঞ্চমহাভূত—অর্থাৎ ভূমি, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ, এই পঞ্চভূতকে তুমি সর্ব্বদা অনুভব করিতেছ, কিন্তু তাহারা আত্মাকে জানিতে পারে না এবং তাহারা পরস্পর পরস্পরকে জানিতে পারে না, কেন না, তাহারা অত্যন্ত জড়স্বভাব; অতএব তুমি সেই পঞ্চভূত হইতে পার না, সুতরাং সেই পঞ্চভূতের অংশ-সম্ভূত এই দেহও হইতে পার না ॥ ১৫ ॥

স্বামিন্! তদংশোদ্ভবমিদং শরীরং কথম্, ইত্থং যৎ কাঠিন্যং, সা পৃথিবী, যদ্দ্রবং,তদাপঃ, যৎ উষ্ণং তত্তেজঃ, যঃ সঞ্চরতি, স বায়ুঃ,যৎ সুষিরং, তদাকাশমিতি। যতস্তানি সর্ব্বাণি ভূতানি অস্মিন্ শরীরে দৃশ্যন্তে। তানি সূক্ষ্মাণি অস্থিমাংসপ্রভৃতীনি পঞ্চবিংশতিগুণানি পঞ্চমহাভূতানি তেষাং সমূহা এব ইদং শরীরং জড়ং ত্বং ন ভবসি ॥ ১৬ ॥

ভো ভগবন্! স্থূলশরীরে পঞ্চমহাভূতানি পঞ্চীকরণানি শ্রূয়ন্তে,পঞ্চ দৃশ্যন্তে, তানি কানি পঞ্চবিংশতিগুণানি উচ্যন্তে। অস্থিমাংসস্নায়ুত্বকরোমাণি পৃথ্বী পঞ্চধা ভবতি। "রেতঃ পিত্তং তথা স্বেদো লালারক্তং তথৈব চ।" এবং আপঃ পঞ্চবিধা ভবন্তি। ক্ষুধা তৃষ্ণা নিদ্রা কান্তিরালস্যম্। এবং তেজঃ পঞ্চধা ভবতি। ধারণং প্রসারণং উৎক্রামণং চলনং সঙ্কোচনম্,। এবং বায়ুঃ পঞ্চধা ভবতি। কটি-উদরহৃদয়কণ্ঠশিরঃ। এবমাকাশং পঞ্চবিধং ভবতি। ভয়ং পৃথিবী, মোহ উদকং, ক্রোধোঽগ্নিঃ, কামোবায়ুঃ, লোভ আকাশমিতি ॥ ১৭ ॥

ভো স্বামিন্! এই দেহ সেই পঞ্চভূতাংশসমুদ্ভূত কেমন করিয়া হইল? গুরু বলিতেছেন, এই শরীরের যে কঠিন অংশ, তাহাই পৃথিবী, যে দ্রব অংশ, তাহাই জল, যে উষ্ণভাব, তাহাই তেজঃ, এই দেহে সঞ্চরণশীল যে পদার্থ, তাহাই বায়ু, আর ইহাতে যে ফাঁক আছে, তাহাই আকাশ জানিবে। যে হেতু, সেই পঞ্চভূতই এই দেহে দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব পঞ্চবিংশতি-গুণাত্মক সেই পঞ্চ মহাভূতই সূক্ষ্মরূপে অস্থি-মাংস প্রভৃতিরূপে বিরাজ করিতেছে, অতএব এই পঞ্চভূতের সমষ্টিই এই দেহ, অতএব ইহা তুমি হইতে পার না॥ ১৬॥

ভো স্বামিন্! এই স্থূল-শরীরে পঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূতের কথা শুনিয়াছি। এই পঞ্চ ভূত প্রত্যেকে পাঁচ প্রকারে অবস্থিত আছে, সুতরাং পঞ্চভূত পঞ্চবিংশতি প্রকারে বিদ্যমান আছে। যথা,—অস্থি, মাংস, স্নায়ু, ত্বক্ (চর্ম্ম) এবং রোম, এই পাঁচ প্রকারে পৃথিবী অবস্থিত। শুক্র, পিত্ত, ঘর্ম্ম, লালা এবং রক্ত, এই পঞ্চ আকারে জল অবস্থিত। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, কান্তি এবং আলস্য, এই পাঁচ প্রকারে তেজ অবস্থিত। ধারণ, প্রসারণ, উৎক্রামণ (ঊর্দ্ধগতি), চলন এবং সঙ্কোচ, এই পাঁচ প্রকারে বায়ু অবস্থিত। কটি, উদর, হৃদয়, কণ্ঠ ও শির, এই পঞ্চ স্থানে আকাশ অবস্থিত। ভয় পৃথিবীর, মোহ জলের, ক্রোধ অগ্নির, কাম বায়ুর এবং লোভ আকাশের গুণ॥ ১৭ ॥

মতান্তরে—ভো ভগবন্! একৈকভূতং পঞ্চধা কিমিতি চেৎ উচ্যতে, পরস্পরানুপ্রবেশাৎ পঞ্চীকরণম্। ভো ভগবন্! কস্য ভূতস্য কো বা অংশঃ কস্মিন্ ভূতে প্রবিষ্টঃ কা স্থিতিঃ উচ্যতে। অস্থিমুখ্যা পৃথিবী বিচারবলাৎ কঠিনং পীতবর্ণম্। মাংসমুদকং সদ্রবত্বাৎ। স্নায়ুস্তেজঃ জড়স্য পরীক্ষণত্বাৎ। ত্বক্ বায়ুঃ স্পর্শধর্ম্মত্বাৎ। রোম আকাশং, ছেদনে দুঃখাভাবাৎ; রেতো মুখ্যমুদকং, গর্ভোৎপত্তেঃ শুভ্রবর্ণম্। পিত্তং তেজ উষ্ণাঙ্গত্বাৎ, স্বেদো বায়ুঃ শ্রমপ্রসঙ্গত্বাৎ; নাসাকাশং ঊর্দ্ধাদাগমত্বাৎ। রক্তং পৃথিবী লোহিতত্বাৎ; ক্ষুধা মুখ্যাগ্নিঃ পচনসমর্থত্বাৎ প্রসন্নত্বাৎ; তৃষ্ণা বায়ুঃ কণ্ঠোষ্ঠশোষকত্বাৎ; নিদ্রা আকাশং শূন্যস্বভাবত্বাৎ; কান্তিরুদকং শীতোষ্ণসংবন্ধাৎ কৃষ্ণলোহিতত্বং ভবতি। আলস্যং পৃথিবী জাড্যত্বাৎ, ধারণং মুখ্যো বায়ুঃ সবলত্বাৎ; প্রসারণমাকাশং ব্যাপকত্বাৎ। উৎক্রমণং তেজঃ উৎকৃষ্টব্যাপারত্বাৎ; চলমুদকং শিথিলত্বাৎ; দ্রবঞ্চ সঙ্কোচনং

মতান্তরে শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন।—ভো ভগবন্! এক একটি ভূত কেমন করিয়া পাঁচ প্রকার হয়? গুরু।—প্রত্যেক ভূতেই অপর ভূত-চতুষ্টয়ের অনুপ্রবেশের নামই পঞ্চীকরণ, সুতরাং প্রত্যেক ভূতই পঞ্চাত্মক। ভো ভগবন্! কোন্ ভূতের কোন্ অংশ কোন্ ভূতে প্রবিষ্ট হয় এবং ইহাদের স্থিতিই বা কোথায়? গুরু।—বিচার দ্বারা নিরূপিত হয় যে, অস্থি মুখ্য পৃথিবী, ইহা কঠিন এবং পীতবর্ণ। জল সদ্রব মাংসরূপে অবস্থিত। জড়-পরীক্ষক তেজ স্নায়ুরূপে, স্পর্শধর্ম্ম বায়ু ত্বক্‌রূপে এবং আকাশ রোমরূপে দেহে অবস্থিত আছে। সেই কারণ রোমচ্ছেদে দুঃখানুভব হয় না। কেহ বলেন, রেতই মুখ্য জল, ইহা গর্ভোৎপত্তির পূর্ব্বে শুভ্রবর্ণ থাকে। পিত্ত উষ্ণধর্ম্ম, সুতরাং উহাই তেজ। স্বেদ শ্রমসম্ভূত, অতএব উহা বায়ু এবং নাসিকা আকাশ। কেহ বলেন, রক্ত লোহিতবর্ণ, সুতরাং উহা পৃথিবী, ক্ষুধা পাক-সমর্থ, অতএব উহাই মুখ্য অগ্নি, তৃষ্ণা কণ্ঠ ও ওষ্ঠের শোষক, অতএব উহা বায়ু, নিদ্রা শূন্যস্বভাব, অতএব উহা আকাশ এবং শীতোষ্ণসম্বন্ধ বশতঃ কান্তি জলরূপে কথিত হয়, ইহা কৃষ্ণ-লোহিত বর্ণ। কেহ বলেন,—জড়ত্ব বশতঃ আলস্যই পৃথিবী এবং সবলত্ব বশতঃ ধারণই মুখ্য বায়ু। আর ব্যাপক বলিয়া প্রসারণই আকাশ এবং উৎকৃষ্ট ব্যাপারবত্তা বশতঃ উৎক্রমণই তেজ এবং শিথিল-ধর্ম্মবশতঃ চলনই জল কেহ বলেন, জড়ত্বধর্ম্ম বশতঃ সঙ্কোচনই পৃথিবী, শিরঃস্থ অবকাশই মুখ্য আকাশ, কেন না, উহাই অনাহত শব্দের স্থান; বায়ু মুখ ও নাসিকাস্থানে সঞ্চরণশীল,অতএব কণ্ঠের অবকাশই বায়ু, হৃদয়ের অবকাশই অগ্নি, কেন না,

পৃথিবী জাতত্বাৎ; শিরসি অবকাশং শূন্যাকাশং অনাহতশব্দাধারত্বাৎ; কণ্ঠ-অবকাশং বায়ুঃ মুখনাসিকয়োঃ সঞ্চরণত্বাৎ; হৃদি অবকাশস্তাগ্নিঃ সর্ব্বদা উষ্ণস্থিতঃ; উদরস্তাবকাশং জলং জলাশয়ত্বাৎ। কটি-অবকাশং পৃথিবী গন্ধস্থানত্বাৎ; এবং সমূহাত্মকং জড়ং ত্বং ন ভবসি॥ ১৮॥

ভো ভগবন্! সুখদুঃখে জানন্ কথং শরীরং জড়ম্। এতৎ শৃণু। দেহো ন জানাতি সুখদুঃখে, যতো ভৌতিকো দৃশ্যো জড়শ্চ। ভূতানি কদাচিদপি ন জানন্তি। পঞ্চীকৃতানি পঞ্চবিংশত্যংশানি তদংশা অপি ন জানন্তি, অতস্তদংশ-সম্ভূতো দেহঃ কথং জানীয়াৎ। অপি চ দেহঃ সন্নপি উত্থিতং পতিতং বা ন জানাতি। সুষুপ্তৌ চৌরো গৃহং প্রবিশ্যাপহৃত্যাভরণানি যাতি, ইতি ন জানাতি। অতোঽত্যন্তজড়ঃ ঘটো যথা দৃশ্যো, জড়শ্চেতি তথা দেহ ইতি॥১৯॥

ননু ঘটো জাতশ্চ তথৈব তিষ্ঠতি, দেহস্তু বর্দ্ধতে, অতো ঘটবদ্দেহো বক্তুং ন শক্যতে ইতি পৃষ্টো গুরুরুপদিশতি।—

বর্দ্ধমান ইতি দেহঃ কিং চৈতন্যং ভবতি। বৃদ্ধিত্বমপি চৈতন্যং নাস্ত্যেব, ত্বয়া তু দৃষ্টঃ কেনোক্তম্। অতো দৃষ্টান্তাৎ পরিহরতি যথা—তৃণং গোময়ঞ্চ যত্র নিক্ষিপ্যতে স রাশিঃ কিং চৈতন্যং ভবতি; কিং বা ঘটীযন্ত্রকূপে তৎ ক্ষিপ্যমাণ-

---

ঐ স্থান সর্ব্বদাই উষ্ণ থাকে। উদরের অবকাশই জলাশয়,অতএব উহাই জল। কেহ বলেন,—কটির অবকাশই পৃথিবী, কারণ, উহা গন্ধস্থান এবং পৃথিবীও গন্ধগুণাত্মক। এই পঞ্চভূতের সমূহাত্মক জড়দেহ তুমি হইতে পার না॥ ১৮॥

ভো ভগবন্! শরীর যখন সুখ ও দুঃখের অনুভব করিতে পারে, তখন ইহাকে কেমন করিয়া জড় বলা যায়? (গুরু),—ইহার রহস্য শ্রবণ কর।—যে হেতু, এই দেহ ভৌতিক, দৃশ্য এবং জড়, অতএব সে সুখ ও দুঃখ অনুভব করিতে পারে না। পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত ও তদীয় অংশসকল কখনই সুখ-দুঃখ জানিতে পারে না, অতএব ভূতের অংশ-সমুৎপন্ন এই দেহ কেমন করিয়া সুখ ও দুঃখের অনুভব করিবে? পরন্তু এই দেহে বর্ত্তমান থাকিয়াও নিজের উত্থান বা পতন জানিতে পারে না। সুষুপ্তি অবস্থায় দেহ বিদ্যমান থাকিলেও চৌর গৃহে প্রবেশ করিয়া আভরণাদি অপহরণ পূর্ব্বক গমন করিলেও জানিতে পারে না, অতএব ঘট যেমন অত্যন্ত জড় দৃশ্য পদার্থ, দেহও সেই প্রকার জড়, ইহা অবধারিত হইল। ১৯॥

(শিষ্য),—ঘট জন্মিয়া চিরকাল সেই অবস্থায় থাকে, আর দেহ দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে; অতএব দেহকে ঘটের ন্যায় বলিতে পারেন না। শিষ্য

মৃদি বর্দ্ধমানতীরে কিং চৈতন্যং ভবতি। কূপাদিনির্ম্মাত্রা মুহুর্মুহুর্নিক্ষিপ্যমাণ-মৃৎবর্দ্ধমান-বেদিকা কিং চৈতন্যং ভবতি। এবং প্রতিদিনমন্নরূপেণ সমর্প্যমাণো দেহরূপো মৃৎসঞ্চয়ঃ সম্যগ্ বর্দ্ধমানোঽপ্যত্যন্তজড় এব। অতস্ত্বং জড়ো ন ভবসি দেহঃ, চৈতন্য এব ॥ ২০ ॥

অনিত্যত্বং প্রদর্শয়তি। আকাশমবকাশং ভবিতুমর্হতি। পবনো ধাবিতুমেব বক্ততে, অগ্নির্জ্বলিতুমেব দহতে। উদকং দ্রবিতুং জিগমিষতি। পৃথিবী বিশীর্ণা ভবিতুমিচ্ছতি, এবং সর্ব্বাণি ভূতানি স্বস্বমার্গমনুগন্তুমিচ্ছন্তি। অতঃ শরীরস্যা-নিত্যতা তব নিশ্চিতা ॥ ২১ ॥

অমঙ্গলত্বং প্রদর্শয়তি। জন্মকালে পরিদৃশ্যমানো দেহো মলাত্যন্তাশুদ্ধ এব। অতএব দ্বাদশদোষদুষ্টো দেহস্ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ ॥ ২২ ॥

ভো ভগবন্! কোঽত্র দোষঃ?—তৎ শৃণু। অশুদ্ধশোচ্যং দুর্গন্ধং স্থিতং মলং

কর্ত্তৃক গুরু এই প্রকার পৃষ্ট হইয়া বলিতেছেন।—দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে সত্য, কিন্তু চৈতন্য বর্দ্ধমান হয় না, চৈতন্যের বৃদ্ধিত্ব নাই, ইহা তুমি কোথায়ও দেখিয়াছ? অথবা কেহ বলিয়াছে কি? কখনই নহে। তৃণ বা গোময় যেখানে নিক্ষিপ্ত হয়, সেখানে উহার রাশি হয় মাত্র, তাহাতে কি চৈতন্য হয়? অথবা ঘটীযন্ত্রকূপে ক্ষিপ্যমাণ মৃত্তিকায় তীর বাড়ায় বটে, কিন্তু তাহাতে কি চৈতন্য জন্মে? কূপাদিনির্ম্মাতা পুনঃ পুনঃ মৃত্তিকা নিক্ষেপ করিলে উহা বর্দ্ধিত হয় সত্য, কিন্তু তাহাতে চৈতন্য জন্মে না। এই প্রকার প্রতিদিন অন্নরূপ উপাদানে সংবর্দ্ধ্যমান দেহরূপ মৃৎরাশি সম্যক্‌রূপে বর্দ্ধিত হইলেও অত্যন্ত জড়ই থাকে, অতএব তুমি জড়দেহ নহ, তুমি চৈতন্যস্বরূপ ॥ ২০ ॥

দেহের অনিত্যত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।—এই দেহের উপাদান পঞ্চভূতের অন্তর্গত আকাশ অবকাশলাভের চেষ্টা করে, বায়ু গমন করিতে ইচ্ছা করে, অগ্নি প্রজ্বলিত হওয়ার উদ্যম করে, জল দ্রব হওয়ার নিমিত্ত ধাবিত হয় এবং পৃথিবী বিশীর্ণা হইতে চেষ্টা করে, এই প্রকারে সকল ভূতই নিজ নিজ পথের অনুসরণ করে, অতএব শরীরের অনিত্যতা নিশ্চিত হইল ॥ ২১ ॥

এই দেহের অমঙ্গলত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।—উৎপত্তি-সময়ে এই পরিদৃশ্য-মান দেহ অত্যন্ত মললিপ্ত বশতঃ সর্ব্বদাই অপবিত্র, অতএব তুমি এই দ্বাদশ দোষ-দুষ্ট দেহ হইতে পার না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ২২ ॥

(শিষ্য),—ভগবন্! এই দেহে দোষ কি? (গুরু)—শ্রবণ কর,—অপবিত্রতা, শোকের বিবর্দ্ধীকৃততা, দুর্গন্ধ, স্থিত, মলপূর্ণ, স্থূল, খণ্ডীকৃত, নগ্ন,

স্থূলং খণ্ডং দৃঢ়ং শিথিলং নানা রোগগ্রস্তং অধ্রুবং আমিষম্। অতো হেতোঃ স্থূলশরীরং ত্বং ন ভবসি এতৎ সত্যম্॥ ২৩॥

ভো ভগবন্! ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি। এতাবতা মম কিং জাতং হিতম্?

সাধু সাধু, অরে সাবধানমতিঃ শৃণু। যদা ইদং শরীরং ত্বং ন ভবসি, তদা নিত্যজাতিবর্ণাশ্রমাশ্চ ত্বং ন ভবসি। ষড়্‌ভাববিকারাস্তব ন সন্তি। জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি।

"বর্ণধর্ম্মাশ্রমাচারঃ শাস্ত্রযন্ত্রেণ যোজিতঃ।
নির্গতোঽসি জগজ্জালাৎ পিঞ্জরাদিব কেশরী॥"

বর্ণাশ্রমৌ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ অপি তব ন স্তঃ।

"বর্ণাশ্রমাভিমানেন শ্রুতিদাসো ভবেন্নরঃ।
বর্ণাশ্রমবিহীনশ্চ বর্ত্ততে শ্রুতিমূর্দ্ধনি॥"

যতঃ শাস্ত্রমাহ।—"যাবদ্দেহাত্মবিজ্ঞানং বাধ্যতে ন প্রমাণতঃ। প্রামাণ্যং কর্ম্মশাস্ত্রাণাং তাবদেবোপলভ্যতে" ইতি॥

শিথিল, নানা পীড়াগ্রস্ত, অনিত্য এবং মাংসময়, এই দ্বাদশটি দেহের দোষ; অতএব তুমি স্থূল-দেহ হইতে পার না, ইহা সত্য॥ ২৩॥

ভো ভগবন্! এই স্থূল-শরীর আমি না হইলে ইহার দ্বারা আমার কি হিত সাধিত হইল

বৎস! সাধু! সাধু! অরে, সাবহিত-মনে শ্রবণ কর। যদি এই শরীর তুমি না হও, নিত্য জাতি, বর্ণ ও আশ্রমাদি তুমি নহ, তোমার ষড়্‌ভাব-বিকারও নাই। ষড়্‌ভাব বিকার যথা,—উৎপত্তি, বিদ্যমানতা, বৃদ্ধি, বিপরিণাম, অপক্ষয়, বিনাশ। এই ছয়টি।

বর্ণ, ধর্ম্ম, আশ্রম এবং আচার এতৎসমস্তই শাস্ত্র-যন্ত্র দ্বারা নিবদ্ধ। বৎস! পিঞ্জর হইতে কেশরীর ন্যায় তুমি জগজ্জাল হইতে নির্গত হইয়াছ। বর্ণ, আশ্রম, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম তোমার নাই। যতক্ষণ পর্য্যন্ত জাত্যভিমান এবং আশ্রমাভিমান থাকে, ততক্ষণ মনুষ্য শ্রুতির দাস—অর্থাৎ শ্রুতি-নিরূপিত পথে তাহাকে পরিভ্রমণ করিতে হয়। মানব যখন বর্ণ ও আশ্রমের অভিমানশূন্য হয়, তখন শ্রুতি-মস্তকে বিচরণ করে। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—যতক্ষণ পর্য্যন্ত

"অহং দেহো ন ভবামি" ইতি যদা জ্ঞানং জাতং, তদা সর্ব্বকর্ত্তৃত্বমপি তব নাস্তি ॥ ২৪ ॥

ভো ভগবন্! ইদং স্থূলশরীরং অহং ন ভবামি, ত্বদাজ্ঞয়াজ্ঞাসিষং স্থূলশরীরসম্বন্ধাভাবাৎ বর্ণাশ্রমকুলগোত্রজাতিস্ত্রীপুরুষনামরূপষড়্ভাববিকারধর্ম্মাধর্ম্মা মম ন সন্ত্যেব। তব কৃপাকটাক্ষনিরীক্ষণাৎ সম্যক্ ময়া জ্ঞাতম্ ॥ ২৫ ॥

অন্যচ্চ, ভো ভগবন্! ইন্দ্রিয়াণামভাবে শরীরচলনাভাবাৎ কাণোঽহং, বধিরোঽহমিত্যাদ্যনুভবাচ্চ ইন্দ্রিয়াণ্যহমিতি পৃষ্টো গুরুরাহ—ত্বং ন ভবসি কথম্, ইত্থং, তদ্ভূতকার্য্যমেব ॥ ২৬ ॥

ভো ভগবন্! কস্য ভূতস্য কিং কার্য্যং উচ্যতে, নভসঃ সকাশাৎ শ্রোত্রবাক্ দ্বে করণে সমুৎপন্নে, বায়ুসকাশাৎ ত্বক্পাণী দ্বে করণে সমুৎপন্নে, তেজঃসকাশাৎ চক্ষুঃপাদৌ দ্বে করণে সমুৎপন্নে, উদকসকাশাৎ রসনোপস্থে দ্বে করণে সমুৎপন্নে, পৃথিবীসকাশাৎ ঘ্রাণপায়ূ দ্বে করণে সমুৎপন্নে। পঞ্চাংশেন সহ মনো

প্রমাণ দ্বারা দেহে আত্মবুদ্ধি বাধিত না হয়, তাবৎ পর্য্যন্তই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক শাস্ত্রের প্রামাণ্য উপলব্ধ হয়। যখন "আমি দেহ নহি" এই প্রকার জ্ঞানের বিকাশ হইবে, তখন তোমার সর্ব্বকর্ত্তৃত্বই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ২৪ ॥

ভো ভগবন্! এই স্থূলশরীর আমি নই; কেন না, আমার সহিত ইহার সম্বন্ধ নাই, ইহা আপনার আজ্ঞায় অবগত হইয়াছি এবং বর্ণ, আশ্রম, কুল, গোত্র, জাতি, স্ত্রী-পুরুষ, নাম, রূপ, ষড়্ভাব-বিকার এবং ধর্ম্মাধর্ম্ম কিছুই আমার নাই, ইহা আমি আপনার কৃপাকটাক্ষে অবগত হইয়াছি। ২৫ ॥

ভো ভগবন্! ইন্দ্রিয় না থাকিলে শরীর চলে না, পরন্তু 'আমি কাণ, আমি বধির' ইত্যাদি প্রকারে অনুভবও হইয়া থাকে, অতএব ইন্দ্রিয়ই আমি, এই প্রকার নিশ্চয় করিতে পারি কি? শিষ্য গুরুকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে গুরু বলিতেছেন,—তুমি ইন্দ্রিয় নহ, কেন? তাহার কারণ, শ্রবণ কর।—ইন্দ্রিয় সকল ভূতেরই কার্য্য, অতএব তুমি ইন্দ্রিয় হইতে পার না ॥২৬॥

ভো ভগবন্! কোন্ ইন্দ্রিয় কোন্ ভূতের কার্য্য? (গুরু)—শ্রবণ কর,—আকাশ হইতে শ্রোত্র ও বাগিন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়, বায়ু হইতে ত্বক্ ও পাণীন্দ্রিয়, তেজ হইতে চক্ষু ও পাদেন্দ্রিয়, জল হইতে রসনা ও উপস্থ এবং পৃথিবী হইতে ঘ্রাণ ও পায়ু উৎপন্ন হয়। পঞ্চ ভূতের পঞ্চ অংশ হইতে মন জন্মে, বুদ্ধি মনে-

জাতং, বুদ্ধির্মনোবিশেষ এব। এতদেব বিবৃণোতি। বাক্‌শ্রোত্রে আকাশকার্য্য এব বিচারপ্রাধান্তে সতি শব্দাভিব্যঞ্জকত্বাৎ প্রায়েণ শব্দোৎপত্তির্বাচি। ত্বক্‌-পাণী বায়ুবিকারৌ স্পর্শগ্রহণসাধনত্বাৎ স্পর্শবদেব দ্রব্যস্য হস্তেনোপাদাতুং শক্যত্বাৎ। চক্ষুঃপাদৌ তেজোবিকারৌ রূপস্য গ্রাহকত্বাৎ। প্রায়েণোষ্ণত্বং পাদয়োঃ ক্রমণেনাপি চানুমেয়ম্। উপস্থজিহ্বে চাপি উদকবিকারৌ। রস-গ্রাহকত্বাৎ স্নিগ্ধত্বাৎ। প্রায়েণোপস্থে আনন্দত্বাৎ। ঘ্রাণপায়ূ চ পার্থিবে গন্ধ-গ্রাহকত্বাৎ পায়োর্বিসর্গাৎ। মনঃসাধারণং পঞ্চানাং কার্য্যং পঞ্চবৃত্তিগ্রাহকত্বাৎ। বুদ্ধির্মনোবিশেষ এব পাচকবৎ পঞ্চপ্রাণবৃত্তির্বায়ুবিকার এব তদাত্মকত্বে নোপ-লভ্যমানত্বাৎ। এবং ভূতানি জড়ানি তদংশযোগে ইন্দ্রিয়াণি জড়ানি ॥ ২৭ ॥

ভো ভগবন্! স্বস্ববিষয়ং জানন্তি কথমিন্দ্রিয়াণি জড়ানি, তৎ শৃণু। অরে শ্রোত্রমাত্মানং ন জানাতি। পরস্পরমপি ন জানাতি; স্বস্ববিষয়ং শব্দং জ্ঞাতুং নেষ্টে, অন্তবিষয়মপি জ্ঞাতুং ন সমর্থম্। উভয়থা জড়ং, কিন্তু শব্দকরণসাধন-

---

রই অবস্থাবিশেষ মাত্র। ইহাই শাস্ত্রে বিবৃত আছে। বাক্ ও শ্রোত্র আকা-শের কার্য্য, কারণ, আকাশের দ্বারাই শব্দের অভিব্যক্তি হয় এবং প্রায়শই বাগিন্দ্রিয় হইতেই শব্দের উৎপত্তি। ত্বক্ ও পাণি বায়ুর বিকৃতি; কেন না, ত্বক্ স্পর্শগ্রহণের সাধন এবং স্পর্শবৎ বস্তুই হস্তের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায়। চক্ষু ও পাদ তেজের বিকার, কেন না, চক্ষুই রূপের গ্রাহক এবং প্রায়শই পাদক্রমণের দ্বারা উষ্ণত্বের অনুভব হয়। উপস্থ ও জিহ্বা জলের বিকৃতি; কেন না, জিহ্বাই রসগ্রাহিকা ও স্নিগ্ধস্বভাব এবং উপস্থ আনন্দপ্রদ। ঘ্রাণ ও বায়ু পৃথিবীর কার্য্য; কেন না, ঘ্রাণই গন্ধের গ্রাহক এবং পায়ু মলনির্গমের কারণ। মন সামান্যতঃ পঞ্চ ভূতেরই কার্য্য, কারণ, মন পঞ্চবৃত্তিরই গ্রাহক। বুদ্ধি মনেরই অবস্থাবিশেষ মাত্র। পঞ্চপ্রাণের বৃত্তি বায়ুর বিকৃতি মাত্র; কেন না, প্রাণ বায়্বাত্মকত্বরূপেই উপলভ্যমান হয়। এই প্রকারে ভূত সকল জড় এবং তদংশসমুৎপন্ন ইন্দ্রিয় সকলও জড় ॥ ২৭ ॥

ভগবন্! ইন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয়ের উপলব্ধি করিতেছে, অতএব ইহারা কেমন করিয়া জড় হইতে পারে? (গুরু)—শ্রবণ কর,—শ্রোত্র নিজে নিজকে জানে না, নিজের বিষয় যে শব্দ, তাহা জানিতেও ইচ্ছাবান্ হয় না, অন্ত বিষয় জানিতেও সমর্থ নহে, কেবলমাত্র শব্দের করণ—অর্থাৎ শব্দ গ্রহণ

মিত্যর্থঃ। প্রদীপবৎ, যথা দীপং রূপাদিজ্ঞানসাধনং যথা দীপেন রূপাদি গৃহ্যতে, তথা শ্রোত্রেণ শব্দ ইতি এবমিতরাণ্যপি করণানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি ক্রিয়াসাধনান্যেব যথা দর্ব্বীবৎ অত্যন্তজড়ানি ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধং ত্বন্তু জ্ঞানমেব॥ ২৮॥

ভো ভগবন্! প্রাণে সতি দেহশ্চেষ্টতে, ইন্দ্রিয়াণ্যপি চেষ্টন্তে; প্রাণে গতে দেহঃ চেষ্টাহীনো ভবতি, ইন্দ্রিয়াণ্যপি তাদৃশানি ভবন্তি। অহং ক্ষুধাবান্, অহং পিপাসাবানিত্যাদ্যনুভবাচ্চ অতঃ প্রাণ এবাহং, ত্বং ন ভবসি, কথং? চৈতন্যাভাবাৎ সুষুপ্তৌ স্বপ্নে উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণ বর্ত্তমানোঽপ্যয়মন্তর্ব্বহিশ্চ ন জানাতি। চৌরে গৃহং প্রবিশ্যাপহৃত্যাভরণানি গচ্ছতি সতি ন জানাতি, অতোঽত্যন্তজড়া এব প্রাণাদয়ো দেহবদেব। অপি চ, একস্মিন্ পর্য্যঙ্কে শয়নে সস্ত্রিয়া পুরুষে সতি কস্মিংশ্চিজ্জাগরে আগত্য স্ত্রীসহ-ভূষণানি অপহৃত্য গচ্ছতি সতি ইত্থং ন কর্ত্তব্যমিতি যতো ন নিবারয়তি অতোঽত্যন্তজড়ঃ।

করিতে সমর্থ। যেমন প্রদীপ দ্বারা রূপাদি জ্ঞান হয়,—অর্থাৎ রূপাদি গৃহীত হয়, সেই প্রকার শ্রোত্র দ্বারা শব্দ গৃহীত হয়। এই প্রকার অন্যান্য জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলও ক্রিয়াসাধন মাত্র। যেমন দর্ব্বী অত্যন্ত জড় হইয়াও পাকক্রিয়া সাধন করে, সেই প্রকার ইন্দ্রিয়গণও অত্যন্ত জড় হইয়াও স্ব স্ব কার্য্যসাধন করিয়া থাকে। ইহারা অত্যন্ত জড়, অতএব তুমি ইন্দ্রিয় নও, ইহা সিদ্ধ হইল; তুমি জ্ঞানস্বরূপ॥ ২৮॥

ভগবন্! প্রাণ বিদ্যমান থাকিলেই দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাশীল হয়। প্রাণ না থাকিলে দেহ এবং ইন্দ্রিয়গণ চেষ্টাহীন হয়। আর সর্ব্বদাই 'আমি ক্ষুধাযুক্ত, আমি পিপাসাযুক্ত, ইত্যাদি অনুভব হইয়া থাকে, অতএব 'প্রাণই আমি' এই প্রকার নিশ্চয় করিব না কেন? রে বৎস! তুমি প্রাণ নহ, কেন না, প্রাণের চৈতন্য নাই। আরও দেখ,—স্বপ্ন ও সুষুপ্তি অবস্থায় উচ্ছ্বাস ও নিশ্বাসরূপে প্রাণের বিদ্যমানতা থাকিলেও প্রাণ অন্তর ও বহিস্থ কোন পদার্থই জানিতে পারে না। চোর গৃহে প্রবেশ করিয়া আভরণাদি সমস্ত অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেও প্রাণ কিছুই জানিতে পারে না। অতএব দেহের মতই প্রাণাদি অত্যন্ত জড়পদার্থ। অপিচ দেখ,—এক পর্য্যঙ্কে স্ত্রী-পুরুষ শয়ন করিয়া থাকা সত্ত্বেও কোন চোর আসিয়া স্ত্রীর সহিত ভূষণ সকল অপহরণ করিয়া লইয়া গেলেও কেহ তাহাকে নিবারণ করে না, অতএব প্রাণ অত্যন্ত জড়, ইহা স্থিরীকৃত হইতেছে। যখন মনুষ্য জাগ্রত হয়, তখনই

প্রবুদ্ধো জানাতীতি চেৎ সর্ব্বাবস্থাসু উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপেণাস্তোপরতি র্নাস্ত্যেব, স্থিত্বাপ্যসৌ ন জানাতি। কথং ইত্থং ইদানীং কস্মিন্ ভাগে শ্বাসো বর্ত্ততে ইতি পৃষ্টেঽপি অস্মিন্ ভাগে অহং বর্ত্তে ইতি প্রতিবক্তুং ন জানাতি। অতঃ স্থিত্বাপি ন জানাতি তস্মাদয়মর্থঃ॥ ২৯॥

নমু জড়শ্চেৎ প্রাণঃ, কথং জড়ং শরীরং চেষ্টয়তি। উচ্যতে। জড়োঽপি জড়ং চেষ্টয়ন্ লোকে দৃশ্যতে। কুতঃ, প্রচণ্ডমারুতো গৃহস্তোপরচ্ছাদনপর্ণশাখা-বৃক্ষং অন্যত্র পাতয়তি জড়স্তাপ্যয়মেব স্বভাবঃ। নৈতাবতাত্মা ভবতি। প্রাণস্য স্বচেষ্টা ন স্বতন্ত্রতা কর্ম্মাধীনৈব, কথমিত্থং জাগ্রৎস্থিতিনিমিত্তং কর্ম্মাদ্ভুতং ভবতি। তদুপক্ষয়ে সর্ব্বাণি করণানি গৃহীত্বা বুদ্ধ্যুপাধিসম্পর্কজনিত-বিজ্ঞানেন সহ স্বপ্নং সুষুপ্তং বা গচ্ছেৎ। এবং স্থানত্রয়মনবরতং গচ্ছতি। কর্ম্মনিমিত্তং চেদজগমনাগমনং প্রাণোঽপি তৎকর্ম্মবশাদেব শরীরং পরিপালয়ন্

সমস্ত জানিতে পারে, অথচ সকল অবস্থাতেই উচ্ছ্বাসনিশ্বাসরূপে প্রাণের বিরতি কখনই হয় নাই, কিন্তু প্রাণ বিদ্যমান থাকিয়াও কিছু জানিতে পারে নাই। আরও দেখ,—কোন ব্যক্তিকে যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, কোন্ ভাগে শ্বাস বর্ত্তমান আছে, তবে 'এই ভাগে আমি বর্ত্তমান আছি' এই প্রকার প্রত্যুত্তর কেহই করে না, অতএব প্রাণ থাকিয়াও জানে না, ইহা নিশ্চিত হইল॥২৯॥

গুরো! প্রাণ যদি জড় হয়, তবে এই জড়শরীরকে সে কেমন করিয়া পরিচালিত করে? (গুরু)—বলিতেছি, শ্রবণ কর,—জড় যে জড়কে পরিচালিত করিতে পারে, ইহা সর্ব্বদাই লোকে দৃষ্ট হইয়া থাকে।—প্রচণ্ড বাতাস গৃহের উপরিস্থ আচ্ছাদন, পর্ণ, শাখা ও বৃক্ষাদিকে অন্যত্র পাতিত করে। ইহা জড়ের স্বভাব। ইহা দ্বারা প্রাণ আত্মা হয় না। প্রাণের স্বীয় চেষ্টা স্বাধীন নহে, ইহা কর্ম্মাধীন। জাগ্রৎ স্থিতি নিমিত্ত কর্ম্ম অদ্ভুতরূপে প্রবৃত্ত হয়। এই কর্ম্মের ক্ষয় দশায় আত্মা সমস্ত করণবর্গকে গ্রহণপূর্ব্বক বুদ্ধিরূপ উপাধির সম্পর্কজনিত বিজ্ঞানের সহিত স্বপ্ন বা সুষুপ্ত-দশা প্রাপ্ত হয় এবং অনবরত জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্ত এই স্থানত্রয়ে গমন করে। কর্ম্ম-নিমিত্তক এই প্রকার গমনাগমন হইয়া থাকে, প্রাণও কর্ম্মবশতই শরীরের পরিপালন করিয়া বর্ত্তমান থাকে। কিন্তু অন্যের ব্যাপারে চেষ্টা করিতে

বর্ত্ততে। অন্যস্যাপি ব্যাপারচেষ্টাং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতো জড়া এব প্রাণাদয়ঃ। এবমিন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি ইতি সিদ্ধম্ ॥ ৩০ ॥

মাভূৎ ভগবন্! মনসি সুস্থে পশ্যতি, শৃণোতি, অহং সঙ্কল্পবান্ বিকল্পবান্ ইত্যনুভাবাচ্চ। মনসি ব্যগ্রে ন পশ্যতি, ন শৃণোতি,অতো মন এবাহম্। ত্বং ন ভবসি, ইদানীং মে মনোঽন্যত্র, ইদানীং স্থিরীভূতং উভয়বৃত্তিং যো বেত্তি, স মনো ন ভবসি। মনঃ সকাশাৎ ত্বং দ্রষ্টা ভিন্ন এব। অপি চ তন্মনঃ সা বুদ্ধিরিত্যুচ্যমানে প্রতিক্ষণং বিলক্ষণে অযুগপদ্ভাবনীয়ম্। তয়োরেকস্য নাশে অন্যস্যোৎপত্তিঃ। মন উৎপত্তির্ম্মনোবিনাশঃ সুষুপ্তেরভাবাদিতি তবৈবানুভবঃ। অত্র শ্রুতিরপি—আত্মনো মনো জাতমিতি তত্রৈব বিলয়তে ইতি, অতো মনস্ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধম্। এবমিন্দ্রিয়সমূহাত্মকং সপ্তদশকং লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসীতি সিদ্ধম্ ॥ ৩১ ॥

সমর্থ হয় না, অতএব প্রাণাদি জড়ই, ইহা স্থিরীকৃত হইল। অতএব ইন্দ্রিয়-সমূহাত্মক সপ্তদশাবয়ব লিঙ্গ-শরীর তুমি হইতে পার না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥৩০॥

ভগবন্! আমি লিঙ্গ-শরীর নহি, স্বীকার করিলাম, কিন্তু মন সুস্থ থাকিলেই যখন আমি দর্শন-শ্রবণাদি ক্রিয়া করিতে সমর্থ হই এবং 'আমি সঙ্কল্পবান্, আমি বিকল্পবান্' ইত্যাদি প্রকারে যখন সর্ব্বদা অনুভবও করিয়া থাকি, পরন্তু মন ব্যগ্র হইলে দর্শন-শ্রবণাদি কিছুই করিতে পারি না, অতএব মনই আমি, ইহা স্বীকার করিতে বাধা কি? (গুরু)—তুমি মন নও। 'এখন আমার মন অন্যত্র আছে, এখন আমার মন স্থিরীভূত হইয়াছে,' এই উভয় প্রকার বৃত্তিকে যে জানে, সে মন হইতে পারে না। তুমি মন হইতে ভিন্ন, মনের দ্রষ্টা। অপি চ, সেই মন, সেই বুদ্ধি, ইহা বলিলে প্রতিক্ষণেই পৃথক্-রূপে মন ও বুদ্ধির ভাবনা হইয়া থাকে। এই দুইয়ের মধ্যে একের বিনাশে অপরের উৎপত্তি হয়। মনের উৎপত্তি, মনের বিনাশ, ইহা তুমিই অনুভব করিয়া থাক। সুষুপ্তিকালে মনের বিনাশ এবং জাগ্রদ্দশায় মনের উৎপত্তি, ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই বিষয়ে শ্রুতিও বলিয়াছেন,—আত্মা হইতেই মনের উৎপত্তি, আবার তাহাতেই মনের বিলয়, অতএব তুমি মন হইতে পার না, ইহা সিদ্ধ হইল। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহাত্মক সপ্তদশাবয়ব লিঙ্গশরীর তুমি হইতে পার না, ইহা সিদ্ধ হইল ॥ ৩১ ॥

ভো ভগবন্! এতৎ সত্যং, লিঙ্গশরীরং অহং ন ভবামি, অনেন জ্ঞানেন মম কো লাভো ভবিষ্যতি? অরে! সাবধানমতিঃ শৃণু। যদা লিঙ্গশরীরং ত্বং ন ভবসি, তদা গমনাগমনে স্বর্গনরকাদিভোগোঽপি তব নাস্ত্যেব। যথা জানুনি ভগ্নে পঙ্গুরিব; তথা লিঙ্গশরীরনাশে গমনাগমনং তব নাস্ত্যেব। অপি চ প্রারব্ধফলভোগোঽপি তব নাস্ত্যেব। ভো ভগবন্! তৎ কথম্? ইত্থং। দেহো ভোগায়তনং, বিষয়াণি ভোগ্যানি, ভোগসাধনানি এতচ্চতুষ্টয়ং ত্বং ন ভবসি। তস্মাদারব্ধকর্ম্মফলভোগস্তব নাস্ত্যেব। ভো ভগবন্! জাগ্রতি স্বপ্নে সুখদুঃখমহং অনুভবন্ কথং সুখদুঃখং মম নাস্তি। তৎ শৃণু। অরে, শরীরগতচক্ষুঃশূলউদরবেদনাদয়ঃ সুষুপ্ত্যবস্থাপন্নস্য বুদ্ধিরহিতস্য তব ন প্রতীয়ন্তে, অতস্তে তব ধর্ম্মা ন ভবন্তি ক্ষেত্রস্যৈব। আত্মনি ত্বয়ি মন্যতে মূঢ়ো যথা জলস্থ-চন্দ্রে। যতঃ শাস্ত্রমাহ। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়য়োরপহতিরস্তি।

ভগবন্! আমি লিঙ্গশরীর নহি, ইহা সত্য, ইহা জানিয়া আমার কি লাভ হইবে? (গুরু),—অরে বৎস! সাবধানচিত্ত হইয়া শ্রবণ কর।—তুমি যখন লিঙ্গশরীর নও, এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হইবে, তখন তোমার গমনাগমন এবং স্বর্গ-নরকাদিভোগও থাকিবে না। যেমন জানু ভাঙ্গিলে পঙ্গু ব্যক্তি গমনাগমনে অশক্ত হয়, সেই প্রকার লিঙ্গ-শরীরে 'অহং' (আমি) এই জ্ঞানের বাধা হইলে, তোমারও গমনাগমন থাকিবে না। অপিচ, প্রারব্ধ কর্ম্মের ফলভোগও তোমার থাকিবে না। (শিষ্য)—ভগবন্! ইহা কি প্রকারে হইবে? (গুরু)—প্রকার শ্রবণ কর।—দেহই ভোগের আয়তন, বিষয় সকল ভোগ্য এবং ইন্দ্রিয়সমুদয় ভোগসাধন। মন ও বুদ্ধি ভোক্তা। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভোক্তা, ভোগায়তন, ভোগ্য এবং ভোগ-সাধন এতৎচতুষ্টয় তুমি নহ, ইহা সিদ্ধ হইল। অতএব আরব্ধ কর্ম্মের ফলভোগও তোমার নাই। (শিষ্য)—ভো ভগবন্! জাগ্রৎ এবং স্বপ্ন-দশায় আমি সুখ-দুঃখ অনুভব করিতেছি, অতএব আমার সুখ-দুঃখ নাই, ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (গুরু),—অরে! শ্রবণ কর।—তুমি যখন সুষুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হও, তখন তোমার বুদ্ধি থাকে না, সুতরাং তোমার শরীরগত চক্ষুঃশূল ও উদরবেদনাদির প্রতীতি হয় না, অতএব দুঃখাদি তোমার ধর্ম্ম নহে, উহারা বুদ্ধিরই ধর্ম্ম। জলগত এক চন্দ্রকেই যেমন মূঢ়ব্যক্তি বহু চন্দ্র বলিয়া মনে করে, সেই প্রকার সেই মূঢ় ব্যক্তি আত্মস্বরূপ তোমাতে দুঃখাদির কল্পনা করিয়া থাকে। শাস্ত্র বলিয়াছেন।—যতক্ষণ শরীরের সহিত সম্বন্ধ থাকে, ততক্ষণই

অশরীরং বাবসন্তং প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশত ইতি। শ্রুতিশাখা। কামঃ সংকল্পো বিচিকিৎসা। শ্রদ্ধা অশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব। ৩২॥

শ্রীভগবদ্বচনম্।—"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্।" স্মৃতিরপি।—"রাগেচ্ছাসুখদুঃখাদি সত্যাং বুদ্ধৌ প্রবর্ত্ততে। সুষুপ্তৌ নাস্তি তন্নাশে তস্মাদ্বুদ্ধেস্তু নাত্মনি।" অন্তঃকরণধর্ম্মমিত্যর্থঃ। ইতি শ্রুতিস্মৃতী। গুরুণানুভবাৎ শরীরমহং ন ভবামি ইতি যদা জ্ঞানং জাতং তদা নানাযোনিভ্রমণভ্রংশঃ। নবগুণরহিতো ভবসি॥ ৩৩॥

ভো ভগবন্! তে গুণা কে? বুদ্ধিঃ রাগঃ প্রযত্নো দ্বেষঃ সংস্কারঃ ধর্ম্মাধর্ম্মৌ সুখদুঃখং চেতি। ভো ভগবন্! অন্তঃকরণবাহ্যকরণেষপি অহমনুসন্ধানী-

---

তাহার প্রিয় ও অপ্রিয় বোধ থাকিবে, আর যখন শরীরের সহিত সম্বন্ধ রহিত হয়, তখন প্রিয় বা অপ্রিয় কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। শ্রুতিশাখায়ও বলিয়াছেন,—কামনা, সংকল্প, সংসার, শ্রদ্ধা, অশ্রদ্ধা, ধারণা, অধারণা, লজ্জা, ধী, ভয় ইত্যাদি সকলই মন,—অর্থাৎ মনের ধর্ম্ম; অতএব মনের সহিত যতক্ষণ সম্বন্ধ থাকিবে, ততকাল এই সমস্তই অব্যাহত থাকিবে॥ ৩২॥

এই বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন,—ইচ্ছা, দ্বেষ, সুখ, দুঃখ, চেতনা, ধৃতি এবং ইহাদের সমষ্টিস্বরূপ আত্মার দেহ, ইহারা সকলেই আত্মার অনুভব-গোচর পদার্থ, এই জন্য এতৎসমস্তকেই সংক্ষেপে ক্ষেত্র বলিতে পারা যায়। স্মৃতিতেও বলিয়াছেন,—রাগ, ইচ্ছা, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি যতক্ষণ বুদ্ধির অস্তিত্ব থাকে, ততক্ষণই প্রবৃত্ত হয়। সুষুপ্তি অবস্থায় বুদ্ধির নাশ হয় বলিয়া তখন ইহারা থাকে না, অতএব এই সকল বুদ্ধিরই ধর্ম্ম, আমার নহে। বুদ্ধির ধর্ম্ম—অর্থাৎ অন্তঃকরণ-ধর্ম্ম; এই শ্রুতি, স্মৃতি এবং গুরুগণের অনুভব দ্বারা এই শরীর আমি নহি, এই প্রকার জ্ঞান যখন উৎপন্ন হইবে, তখন আর নানা যোনিতে ভ্রমণ—অর্থাৎ বিবিধ যোনিতে জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকিবে না এবং তখন তুমি নবগুণ-রহিত হইবে॥ ৩৩॥

ভো ভগবন্! নবগুণ কি? (গুরু)—বুদ্ধি, অনুরাগ, প্রযত্ন, দ্বেষ, সংস্কার, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, সুখ, দুঃখ এই নয়টিকে নবগুণ বলে। ভগবন্! অন্তঃকরণ এবং বাহ্যকরণ-বিষয়ক অনুসন্ধানদ্বারা আমি দেহ নহি, ইন্দ্রিয় নহি, প্রাণ নহি এবং মন ও বুদ্ধি নহি, ইহা বুঝিতে পারিলাম; কিন্তু এতদ্ব্যতিরেকে অনুসন্ধান

দেহোঽহং ন ভবামি। ইন্দ্রিয়াণ্যহং ন ভবামি,প্রাণোঽপ্যহং ন ভবামি। মনো-বুদ্ধিরহং ন ভবামি,এতৎসর্ব্বস্তানুসন্ধানাৎ মামহং ন জানামি ইতি ভ্রমঃ চিত্রম্। অতঃ কোঽহং দেহীতি নিঃসন্দেহং ভ্রান্তিনিরাসং কুরু মমেতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ গুরুরুপদিশতি, তৎ কথম্? ইত্থং কিং ন জানাসীতি তব কারণশরীরমব্যাকৃত-মজ্ঞানসংজ্ঞকমস্তি। তৎ কথম্? ইত্থং ইদং সর্ব্বং দৃশ্যং পৃথক্ পৃথক্রূপং ত্বং ন জানাসি। আত্মানমেব ন জানামি ইতি বদসি। এতদেব তবাত্মাজ্ঞানম্। ইদমেব কারণশরীরম্। অস্যাশ্রয়ত্বমেব। তৎ কথম্? ইত্থং তদন্যঃ কোঽপি ন জানাতি ইতি। ত্বমেব বদসি মামহং ন জানামীতি। অতোঽস্যাজ্ঞানস্য ত্বমেবাশ্রয়ঃ অজ্ঞানভ্রমঞ্চ ত্বং সম্যক্ বেৎসি। অতস্ত্বং জ্ঞানং তস্যাজ্ঞানস্যাশ্রয়ঃ কিং জ্ঞানং তব, জ্ঞানমপি ত্বমেব ত্বয়ি স্থিতমজ্ঞানং যতো জানাসি। অতস্তস্য পৃথক্সাক্ষিস্বরূপস্ত্বং তব দৃশ্যমানং ত্বং ন ভবসি। স্থূলসূক্ষ্মশরীরবৎ অতঃ কারণশরীরাদ্ভিন্নস্ত্বং এবমাশ্রয়বিলক্ষণজ্ঞানমাত্রসাক্ষি-স্বরূপস্ত্বং এবং মাং কোঽহমিতি বদসি। অনবচ্ছিন্নাখণ্ডদণ্ডায়মানজ্ঞানস্বরূপো

করিয়া আমাকে আমি জানিতে পারিলাম না, আমার এই ভ্রম বড়ই আশ্চর্য্যাবহ'। অতএব 'আমি কি', এই প্রশ্নের উত্তর প্রদানপূর্ব্বক আমার ভ্রান্তি নিরাস করুন। এই প্রকারে গুরু শিষ্য কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন।—বৎস! অজ্ঞানসংজ্ঞক অব্যাকৃতই (অব্যক্ত) তোমার কারণ-শরীর। কি প্রকারে, তাহা শ্রবণ কর।— এই সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে তুমি পৃথক্ পৃথক্রূপে জানিতে পারিতেছ না এবং আত্মাকেও জানিতেছ না, এই প্রকার বলিতেছ, ইহাই তোমার আত্মবিষয়ে অজ্ঞান, ইহাকেই কারণ-শরীর বলে, ইহার তুমিই আশ্রয়। কেমন করিয়া, শ্রবণ কর।—তুমিই বলিতেছ, আমি আমাকে জানি না, অতএব এই অজ্ঞানের আশ্রয় তুমিই হইতেছ— অজ্ঞানভ্রম তুমি সম্যক্রূপেই অবগত হইতেছ, অতএব তুমি জ্ঞানস্বরূপ এবং সেই অজ্ঞানের আশ্রয় জ্ঞান। পরন্তু তোমার জ্ঞানও তুমিই—অর্থাৎ তোমার জ্ঞান ও তুমি একই, যেহেতু, তোমাতে অবস্থিত অজ্ঞানকে তুমি জানিতেছ। অতএব সেই অজ্ঞানের সাক্ষিস্বরূপ তুমি পৃথক্ পদার্থ। তুমি তোমার দৃশ্যমান নহ। তুমি যেমন স্থূল ও সূক্ষ্ম-শরীর হইতে ভিন্ন, সেই প্রকার কারণ-শরীর হইতেও ভিন্ন। এই প্রকারে আশ্রয়বিলক্ষণ জ্ঞানমাত্র সাক্ষিস্বরূপ তুমি 'কোঽহং আমি কে? এই প্রশ্ন করিতেছ। অনবচ্ছিন্ন অখণ্ডদণ্ডায়মান

ভবান্ কোঽহমিতি বদসি। তৎ নিঃসংশয়ং শৃণু। ইন্দ্রিয়াণি স্বাত্মানং স্ববৃত্তিঞ্চ ন জানন্তি। পরস্পরমপি ন জানাতি। অতো জড়ানি, ত্বন্তু ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়-বৃত্তিঞ্চ সদা জানাসি। মনঃ স্বাত্মানং ন জানাতি। পরস্পরবুদ্ধ্যাদিব্যাপারং কর্ত্তুং ন সমর্থঃ। অতো জড়ানি ত্বন্তু মনোবুদ্ধ্যাদীনি সদা জানাসি। অতস্তব স্বরূপং জ্ঞানমেব। যথা রহোঃ শিরঃ শির এব রাহুঃ তথা তব জ্ঞানং জ্ঞানমেব ত্বম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—যেন বা পশ্যতি, যেন বা শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ জিঘ্রতি, যেন বা বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাদু বাস্বাদু চ বিজানাতি, তদ্বিজ্ঞানং ব্রহ্ম। যো বেত্তি বিশ্বং ন চ তস্য বেত্তা, তমাহুরগ্রং পুরুষং পুরাণম্। যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি। স্মৃতিরপি।—ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ। মনসস্তু পরা বুদ্ধির্ব্বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ জ্ঞানমাত্রত্বমিতি ভাবঃ ॥ ৩৪ ॥

অথ বিধিমুখেন প্রতিবোধয়তি। যতো জ্ঞপ্তিস্বরূপস্ত্বং অতস্তবাজ্ঞানং নাস্তি। যথা সূর্য্যে তমঃ অতস্তস্যাজ্ঞানস্য নিবর্ত্তকং জ্ঞানমপি তব

জ্ঞানস্বরূপ তুমি 'কোঽহং' আমি কে? জিজ্ঞাসা করিতেছ। অতএব তুমি নিঃসংশয় হইয়া শ্রবণ কর।—ইন্দ্রিয়গণ নিজকে এবং নিজের বৃত্তিকে জানিতে পারে না এবং ইন্দ্রিয়গণ পরস্পর পরস্পরকে জানে না, অতএব উহারা জড়। তুমি ইন্দ্রিয়গণকে এবং তদীয় বৃত্তিকে সর্ব্বদা জানিতেছ। এই প্রকার মনও নিজকে জানে না, অতএব ইহারা সকলেই জড়। তুমি সর্ব্বদাই মনবুদ্ধ্যাদিকে জানিতেছ, অতএব জ্ঞানই তোমার স্বরূপ। লোকে যেমন শিরোমাত্র রাহুকেই লক্ষ্য করিয়া 'রাহুর শির, শিরই রাহু' এই দুই প্রকারই ব্যবহার করে, সেই প্রকার 'তোমার জ্ঞান, তুমিই জ্ঞানস্বরূপ', এই দুই প্রকারই ব্যবহার হইয়া থাকে; ফলপক্ষে জ্ঞানস্বরূপই তুমি। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—যদ্দ্বারা দর্শন, শ্রবণ, গন্ধ-গ্রহণ, বাক্য-কথন, স্বাদু আস্বাদু জ্ঞান জন্মে, সেই বিজ্ঞান-স্বরূপই ব্রহ্ম। যিনি বিশ্বকে জানিতেছেন, তাঁহার বেত্তা নাই, তাঁহাকেই জ্ঞানিগণ প্রধান পুরাতন পুরুষ বলিয়া নির্ণয় করিয়া থাকেন। যাঁহার জ্ঞানে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড বিভাত হইতেছে। স্মৃতিও বলিয়াছেন।—দেহ হইতে ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় হইতে মন, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং যিনি বুদ্ধির পরে বিদ্যমান আছেন, তিনিই পরমপুরুষ ব্রহ্ম। অতএব তুমি জ্ঞানমাত্রস্বরূপ, ইহা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৩৪ ॥

অতঃপর গুরু বিধিপ্রাধান্যে শিষ্যকে উপদেশ করিতেছেন।—হে বৎস!

নাস্তি, জ্ঞানস্বরূপত্বাৎ। যথা দীপস্যান্যদীপেচ্ছা নাস্তি এব প্রকাশস্বরূপত্বাৎ। তস্মাদজ্ঞানোদ্ভবৌ বন্ধমোক্ষাবপি তব ন স্তঃ। অতো নিত্যমুক্ত এব ত্বম্। যতঃ শাস্ত্রমাহ,—"অনাত্মন্যাত্মধীর্বন্ধস্তন্নাশো মোক্ষ উচ্যতে। বন্ধমোক্ষৌ ন বিদ্যেতে নিত্যমুক্তস্য চাত্মনঃ॥" অতস্ত্বং চিদ্রূপম্। সদ্রূপস্ত্বং দর্শয়তি। চক্ষুরাদীনি করণান্যাদিত্যাদ্যনুগৃহীতানি স্বস্ববিষয়েষু প্রবর্ত্তন্তে। তত্র বুদ্ধিঃ করণব্যাপার-মনুভবতি। ত্বং চৈতন্যজ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টৃ-দৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তজ্জাগরণং ভবতি। তস্য সাক্ষী ত্বং চৈতন্যোজ্জ্বলিতোভয়াত্মকদ্রষ্টৃদৃশ্যাকারং বিপরিণমতে তৎ স্বপ্নং ভবতি। যথা পটে চিত্রপটবৎ তস্য পৃথক্‌ভূতঃ সাক্ষী ত্বমেব। জাগ্রৎস্বপ্নাবস্থাসর্ব্বসংস্কারৈঃ সহ বুদ্ধিঃ স্বাজ্ঞানমূলা বিদ্যায়াং লীনা সাঽবিদ্যা সংস্কারমাত্রাবশিষ্টা ত্বয়ি বিশ্রাম্য নির্ব্বিকল্পানুভবো ভূত্বা তিষ্ঠতি। ইয়ং সুষুপ্ত্যবস্থা। যত্র ন কঞ্চন কামং কাময়তে ন কঞ্চন স্বপ্নং পশ্যতি। তৎ

তুমি জ্ঞানস্বরূপ, অতএব সূর্য্যে যেমন অন্ধকার থাকে না, সেই প্রকার তোমা-তেও অজ্ঞান নাই, অতএব সেই অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানও তোমার নাই। যেমন প্রকাশস্বরূপ বলিয়া প্রদীপের অন্য প্রদীপের ইচ্ছা থাকে না, সেই প্রকার তুমি জ্ঞানস্বরূপ,অতএব অজ্ঞাননিবর্ত্তক জ্ঞানও তোমার নাই। সুতরাং অজ্ঞানই যদি তোমার না থাকিল, তবে অজ্ঞানসমুৎপন্ন বন্ধ বা মুক্তিও তোমার সম্ভবে না। অতএব তুমি নিত্যমুক্তস্বরূপ। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন, —অনাত্মস্বরূপ দেহাদিতে যে আত্মবুদ্ধি, তাহাকেই বন্ধ বলে,এই বন্ধের নাশই মুক্তি নামে অভিহিত ; কিন্তু নিত্যমুক্ত আত্মার বন্ধ বা মুক্তি নাই। অতএব তুমি চিৎ বা চৈতন্যস্বরূপ। আবার সৎস্বরূপও তুমি।—চক্ষুরিন্দ্রিয়াদি আদি-ত্যাদি দ্বারা অনুগৃহীত হইয়া স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তখন বুদ্ধি ইন্দ্রিয়গণের ব্যাপার অনুভব করে, আর তুমি চৈতন্যবৃত্তি দ্বারা উজ্জ্বলিত দ্রষ্টা ও দৃশ্য এই উভয়াকারে পরিণত হও, ইহাকেই জাগরণ বা জাগ্রৎ অবস্থা বলে। আর যখন পটে চিত্রিত চিত্রপুত্তলিকাবৎ উহা হইতে পৃথক্‌ভূত হয়, তখন তুমিই উহাদের সাক্ষিস্বরূপে প্রতিভাত হইয়া থাক। আর যখন বুদ্ধি জাগ্রৎ ও স্বপ্নকালীন সর্ব্ব-সংস্কারের সহিত মূল অবিদ্যাতে সংলীনা হইয়া থাকে, সেই সংস্কারমাত্রাবশিষ্টা অবিদ্যা তোমাতে বিশ্রাম লাভ করিয়া নির্ব্বিকল্পস্বরূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহাকেই সুষুপ্তি অবস্থা বলে। যখন কোন প্রকার কামনা থাকে না, যখন স্বপ্নাবস্থাও নাই,

সুষুপ্তং যো বেত্তি তৎ সাক্ষিস্বরূপত্বম্। এবমবস্থাত্রয়ভাবাভাবসাক্ষী অনুভূতং পৃথগ্ভূতং চৈতন্যং ত্বম্। অতঃ কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদা ভাবস্বরূপমিত্যর্থঃ। অন্যস্য সত্তামসত্তাঞ্চ স্বয়ং জানাসি। স্বসত্তা স্বত এব প্রমাণম্। স্বসত্তা জ্ঞানাশ্রয়ং বিনা ন সম্ভবতি। অতঃ স্বসত্তানুভবসিদ্ধা অতস্তব স্বরূপং সদ্রূপম্॥৩৫॥

আনন্দরূপতাং দর্শয়তি। ব্যাবৃত্তেষু ইন্দ্রিয়েষু স্ববিষয়াদত্যন্তা প্রমিতঃ সন্ ত্বয়ি সুখস্বরূপে বিশ্রাম্য, তেন সুখং রূপং পুনঃ সুখ-স্বরূপবৎ উত্থিতানি কোঽর্থঃ। স্বব্যাপারে সমর্থানি ভবন্তীত্যর্থঃ। যথা পটে সুগন্ধবৎ অতস্তব স্বরূপং আনন্দস্বরূপম্। অথাদ্বিতীয়তাং দর্শয়তি—আব্রহ্মাদিপিপীলিকান্তমনুস্যূতমন্তর্য্যামী সাক্ষী এক এব অতস্তব স্বরূপমদ্বিতীয়ম্। তথা চ শ্রুতিঃ।—একো দেবঃ সর্ব্বভূতেষু গূঢ়ঃ সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা। কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ॥ ইতি। সাক্ষী প্রপঞ্চসদ্বিতীয়ঃ

তাহারই নাম সুষুপ্তি অবস্থা। এই সুষুপ্তি অবস্থাকে যিনি জানেন, তিনিই সাক্ষিস্বরূপ। এইপ্রকার অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী অনুভূত পৃথগ্ভূত চৈতন্যস্বরূপই তুমি। অতএব তুমি জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, এই কালত্রয়স্থায়ী সর্ব্বদা ভাবস্বরূপ, তুমি অন্যের সত্তা বা অসত্তা স্বয়ংই জানিতেছ, অতএব তোমার স্বসত্তার স্বতই প্রমাণ হইতেছে। জ্ঞানের আশ্রয় ব্যতীত স্বসত্তা সম্ভবে না; অতএব তোমার স্বসত্তা অনুভবসিদ্ধ হইতেছে। অতএব তোমার স্বরূপ সন্মাত্র॥ ৩৫॥

আত্মার আনন্দরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—ইন্দ্রিয়সকল স্ববিষয় হইতে নিবৃত্ত হইলে, আত্মা স্বয়ং স্বীয় সুখস্বরূপে অবস্থান করেন, অতএব তোমার আনন্দস্বরূপত্ব সিদ্ধ হইল। অতঃপর অদ্বিতীয়ত্ব প্রদর্শিত হইতেছে।—ব্রহ্মা অবধি পিপীলিকা পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থে অন্তর্য্যামী এক আত্মাই সাক্ষিরূপে বিদ্যমান রহিয়াছেন, অতএব তোমার স্বরূপ অদ্বিতীয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—এক দেব (আত্মা) সর্ব্বভূতে গূঢ়ভাবে অবস্থিত আছেন, তিনি সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্ম-স্বরূপ, কর্ম্মের অধ্যক্ষ এবং সর্ব্বভূতের আশ্রয়, তিনি সাক্ষী চৈতন্যস্বরূপ, কেবল এবং নির্গুণস্বভাব। এখন একটি জিজ্ঞাস্য এই যে, যিনি সাক্ষী হয়েন, তিনি দৃশ্য প্রপঞ্চের দ্বারা সদ্বিতীয় হয়েন, অতএব আত্মার অদ্বিতীয়ত্ব কেমন করিয়া সাধিত হয়?—এইজন্য বলিতেছেন,

কিং ন ভবতি শৃণু। মৃদ্বিকারেষু সুবর্ণবিকারেষু সুবর্ণমিব তন্তুবিকারেষু তন্তুরিব চিদ্বিবর্ত্তঃ চিদেব রজ্জুসর্পবৎ শুক্তিকারজতবৎ অতত্ত্বমদ্বিতীয়ঃ ॥৩৬॥

অখণ্ডত্বং দর্শয়তি—বিজাতীয়স্বজাতীয়স্বগতভেদরহিতত্বাৎ। একরস অখণ্ডত্বং সৈন্ধবঘনবৎ। অচলত্বং দর্শয়তি, জন্মমৃত্যুরহিতত্বাৎ ত্বমচলঃ। অজত্বং দর্শয়তি। অনাদিত্বাৎ কারণরহিতত্বাৎ ত্বমজঃ ॥ ৩৭ ॥

অক্রিয়ত্বং দর্শয়তি।—যথা ভ্রামকসন্নিধিসত্তামাত্রেণ জড়ময়ং লৌহং চেষ্টতে, তথা অহঙ্কারমমকারেচ্ছাপ্রযত্নরহিতস্য সচ্চিদানন্দরূপস্য তব সত্তা-সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোবুদ্ধিসকাশাৎ সদসৎক্রিয়া উৎপদ্যন্তে। অতস্তব স্বরূপমক্রিয়ম্। তথা চ—আত্মচৈতন্যমাশ্রিত্য দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ। স্বকীয়া-র্থেষু বর্ত্তন্তে সূর্য্যালোকে জনা ইব। অত্র শ্রীভগবানাহ।—"শরীরবাঙ্মনোভির্যৎ কর্ম্ম প্রারভতে নরঃ। ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য

মৃত্তিকার বিকার ঘটাদি যেমন মৃত্তিকাই,সুবর্ণ-বিকার কটকাদি যেমন সুবর্ণই, তন্তুর বিকৃতি বস্ত্র যেমন তন্তুই, সেই প্রকার চিদ্বিবর্ত্ত -চিৎই। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্প বা শুক্তিতে কল্পিত রজত যেমন রজ্জু বা শুক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে, সেই প্রকারে চিৎস্বরূপে কল্পিত বিশ্ব চিৎ ভিন্ন আর কিছুই নহে; অতএব তুমি অদ্বিতীয়, ইহা স্থিরীকৃত হইল ॥ ৩৬ ॥

আত্মার অখণ্ডত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—আত্মা স্বজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত-ভেদ রহিত বিধায় একরস এবং সৈন্ধবঘনবৎ অখণ্ড। পরন্তু আত্মা জন্ম ও মৃত্যু রহিত, অতএব অচল। আত্মা অনাদি এবং কারণরহিত, অতএব তিনি অজ নামে অভিহিত ॥ ৩৭ ॥

আত্মার অক্রিয়ত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—যেমন ভ্রামক- (চুম্বক) লৌহের সন্নিধি বশতঃ জড় লৌহ চেষ্টা-সম্পন্ন হয়, সেই প্রকার অহঙ্কার, মমকার, ইচ্ছা এবং প্রযত্নাদি রহিত সচ্চিদানন্দরূপ তোমার সত্তা-সন্নিধিমাত্রই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন এবং বুদ্ধিদ্বারা সৎ ও অসৎ ক্রিয়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে। অতএব তোমার স্বরূপ অক্রিয়, ইহা সিদ্ধ হইল। তাই বলিয়াছেন।—সূর্য্যালোকে মানবগণ যেমন স্ব স্ব কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সেই প্রকার আত্মা চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি স্ব স্ব বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়। ভগবান্ বলিয়াছেন।—মানব শরীর, বাক্য এবং মনের দ্বারা ন্যায্য এবং অন্যায্য যাহা কিছু

হেতবঃ।* সচ্চিদানন্দময়ক্রিয়ং স্বরূপং তব সত্যস্বভাবঃ। যথাগ্নেরুষ্ণত্ববৎ— সবিতুঃ প্রকাশবৎ ।৩৮।

অথ কূটস্থস্বরূপত্বং দর্শয়তি।—কূটস্থমবিকারি কূটবৎ তিষ্ঠতি কূটস্থঃ অতস্ত্বং কূটস্থঃ ।৩৯।

অনন্ততাং দর্শয়তি।—অব্যক্তাদীনি পৃথিবীপর্য্যন্তং সর্ব্বতত্ত্বেষু পূর্ব্বং ব্যাপকং চৈতন্যম্। যথা ঘটোৎপত্তেঃ পূর্ব্বং ব্যাপকং নভঃ অতস্ত্বমনন্তস্বরূপঃ ।৪০।

স্বপ্রকাশত্বং দর্শয়তি।—তব দৃশ্যমানমিদং সর্ব্বং ত্বং ন ভবসি। ইতি তবৈবানুভবঃ। সচ্চিদানন্দস্বরূপস্ত্বং ভবসি। তবৈব স্বসংবেদ্যম্, অতস্ত্বং স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপঃ ॥ ৪১ ॥

ব্রহ্মত্বং দর্শয়তি।—বৃহত্বাদ্‌বৃংহণত্বাদ্বা প্রত্যগাত্মেহ চোচ্যতে। তত্ত্বং ব্রহ্ম পরং রূপং গীয়তে বহুধা শ্রুতিঃ। অতস্ত্বং ব্রহ্ম। অতশ্চিৎসদানন্দাদ্বিতীয়মখণ্ড-

---

কার্য্য আরম্ভ করে, ইন্দ্রিয়াদি পাঁচটিই তাহার হেতু। তোমার স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় অক্রিয়। যেমন অগ্নির উষ্ণ-স্বভাব, সূর্য্যের প্রকাশস্বভাব, সেই প্রকার তোমার সত্যস্বভাব। ৩৮ ।

অতঃপর কূটস্থস্বরূপত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—কূটস্থ বলিতে অবিকারী। কূটবৎ আত্মা অবস্থিত আছেন, এই কারণ আত্মাকে কূটস্থ বলে। ৩৯ ।

আত্মা অনন্ত, কেন না, অব্যক্ত হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত সর্ব্বতত্ত্বেই চৈতন্য ব্যাপকভাবে অবস্থিত। যেমন ঘট উৎপত্তির পূর্ব্বেই ব্যাপক আকাশ সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া বিদ্যমান আছে, সেই প্রকার ব্যাপক আত্মা সর্ব্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থিত আছেন, অতএব তুমি অনন্ত, ইহা সিদ্ধ হইল। ৪০ ॥

আত্মার স্বপ্রকাশত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—তোমার দৃশ্যমান এই সমস্ত, অতএব তুমি এতৎ-স্বরূপ নহ, ইহা তোমার অনুভূয়মান বিষয়। পরন্তু তুমি সচ্চিদানন্দস্বরূপ। তুমি যে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, ইহা তোমারই অনুভাব্য, অতএব তুমি স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ। ৪১ ॥

ব্রহ্মত্ব প্রদর্শন করিতেছেন।—প্রত্যগাত্মা বৃহৎ অথবা বৃদ্ধিসম্পন্ন, এই কারণ ইঁহাকে ব্রহ্ম বলে। শ্রুতি ব্রহ্মকে তত্ত্ব, পরব্রহ্ম, ইত্যাদি বহু প্রকারে অভিহিত করিয়াছেন। অতএব তুমি ব্রহ্মস্বরূপ। ব্রহ্ম চিৎ, সদানন্দ, অদ্বিতীয়, অখণ্ড, অচল, অজ, অক্রিয়, কূটস্থ, অনন্ত এবং স্বপ্রকাশ বস্তু। এই প্রকার

চলমত্ৰমস্তিৰং দ্বাদশানন্তমনন্তং যথাপ্রকাশং ব্রহ্ম। এবং দ্বাদশভির্বিশেষণৈর্বিশেষিতং পরং ব্রহ্ম তদেবাহমিতি প্রতিপত্তব্যে। যথা নীলমহাম্বুগন্ধ্যুৎপলম্-লাঞ্ছং এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বরূপম্ববং ইতি স্তবৈরাত্মভবো আত্মঃ। তত্র শ্রুতিপ্রমাণম্।—প্রজ্ঞানস্ত নামধেয়ানি ইতি আত্মা বা ইদমেকমেবাগ্র আসীৎ। তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানামন্তরমরবাহম্। স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ। অশরীরেষু জ্ঞানাদেব সর্ব্বপাপহানিঃ অত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ং জ্যোতির্ভবতি। যোঽয়ং প্রজ্ঞানময়ঃ পুরুষঃ যোঽয়মমনো হ্যয়ং পুরুষঃ যোঽয়মবিনাশী পুরুষঃ প্রত্যানন্দময়ঃ পুরুষঃ। সহস্রশীর্ষায়ং পুরুষঃ যোঽয়-মমৃতময়ঃ পুরুষঃ বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম প্রজ্ঞাং প্রতিষ্ঠিতা ব্রহ্ম সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রহ্ম অয়মাত্মা ব্রহ্ম॥ ৪২॥

স্মৃতিভির্ভ্যশ্চ।—ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি নবদ্বারে পুরে দেহী। অনাদি-ত্বান্নির্গুণত্বাৎ সমং সর্ব্বেষু ভূতেষু। উত্তমঃ পুরুষস্তন্যঃ ন জায়তে ন ম্রিয়তে নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং, অবিভক্তং বিভক্তেষু, বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে, বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি উপদেষ্টারমন্তা চ, সর্ব্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং আত্মৈব দেবতাঃ সর্ব্বা এতৈরন্যৈশ্চ বিশেষণৈর্বিশেষিতং পরংব্রহ্ম, তত্ত্বমসি তৎ ত্বম্ অসীতি বাক্যভবঃ ব্রহ্মাহমস্মীতি শ্রুতিং গৃহীত্বা শ্রীগুরোরাজ্ঞয়া এবং বেদবাক্যতঃ শ্রীগুরুতঃ স্বতঃ ত্রিপ্রকারেণ ব্রহ্মাহমস্মি অহং ব্রহ্মাস্মীতি জ্ঞাত্বা স মুক্ত ইতি। তথা চ শ্রুতিঃ।—বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্য-বর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ। তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে-ঽয়নায়। অহমেতং পুরুষং পুরুষোত্তমং বেদ জানামি। মহান্তং

"দ্বাদশ বিশেষণবিশেষিত পরম-ব্রহ্ম আমি" এই প্রকার জ্ঞান যখন উৎপন্ন হইবে, তখন আত্মা নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং অলুপ্তচিদ্রূপ বলিয়া তোমার অনুভব হইবে। এই বিষয়ে বিবিধ শ্রুতিপ্রমাণ আছে। মূলে দৃষ্টি কর॥ ৪২॥

স্মৃতিও বলিয়াছেন।—এই নবদ্বারবিশিষ্ট পুরে—অর্থাৎ শরীরে আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জান। আমি অনাদি এবং নির্গুণ। অতএব সর্ব্বভূতেই আমি সম। ইত্যাদি বহু স্মৃতিবাক্য দ্বারা বিশেষিত পরব্রহ্ম 'তত্ত্বমসি' "অহং ব্রহ্মাস্মি" ইত্যাদি প্রকারে তোমার অনুভবগম্য, অতএব তত্ত্বমসি ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যবলে শ্রীগুরুর আজ্ঞাক্রমে, বেদবাক্য, শ্রীগুরু এবং স্বতঃ "ব্রহ্মাহমস্মি" "অহং ব্রহ্মাস্মি"

ব্যাপকং আদিত্যবর্ণং জ্যোতির্ম্ময়ং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাৎ পরায়ণং উত্তমং পুরুষমেবং বিদিত্বা জ্ঞাত্বা মৃত্যুমতিক্রম্য প্রতিগচ্ছন্তি। অপুনরাবৃত্তয়ে অয়নায় আগমনায় অন্যঃ পন্থা ন বিদ্যতে। ৪২॥

তত্রাহ।—"অন্যথা শাস্ত্রগর্ত্তেষু লুঠতাং ভবতামিহ। ভবত্যাকৃতপ্রজ্ঞানাং কল্পৈরপি ন নির্বৃতিঃ। যাবদজ্ঞানভাবঃ স্যাত্তাবদ্দ্বৈতাস্তি ভাবনা। ভেদভাবাদ্ভয়ো ভাতি সর্ব্বস্মিন্নেকতানয়ঃ॥ জ্ঞানং ভক্তিশ্চ বৈরাগ্যমেতদেব ন সংশয়ঃ। জ্ঞানৈবং সহজং প্রেম বিবেকেনৈব নান্যতঃ॥" তস্মাৎ সাধনান্তরং নাস্তি। অত্র শ্রীভগবদ্বচনম্।—"য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ। সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে। বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ।" তস্মাৎ সর্ব্বমহং বাসুদেবাখ্যমব্যয়ং জ্ঞাতব্যমেতজ্জ্ঞেয়ং নিত্যমেবাত্মসংস্থং নাতঃ পরং বেদি-

---

এই প্রকারে আত্মাকে জানিয়া মানব মুক্ত হইয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন, —আমি মহৎ আদিত্যবর্ণ—অর্থাৎ জ্যোতির্ম্ময়, প্রকৃতির অতীত পুরুষোত্তমকে জানিতেছি। এই পুরুষকে জানিয়া মৃত্যু অতিক্রমপূর্ব্বক মানব গমন করিতে পারে। পুনরাবৃত্তির অন্য আর পন্থা নাই॥ ৪৩॥

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—শাস্ত্রগর্ত্তে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় নিষেধ-বিধি-বাক্যের পালনতৎপর অজ্ঞান আপনাদিগের কল্পকাল পর্য্যন্তও নির্বৃতি অর্থাৎ মুক্তি হইবে না। যাবৎ পর্য্যন্ত অজ্ঞানভাব থাকিবে, তাবৎই দ্বৈতভাবনা অবশ্যম্ভাবী এবং দ্বৈতজ্ঞানের ফল এই যে, সর্ব্বত্র ভয় থাকিবে। জ্ঞান, ভক্তি এবং বৈরাগ্য ইহারাই জ্ঞানের সাধক। প্রথমে জ্ঞান হইবে, তৎপর বিবেক দ্বারা সহজ-প্রেম সমুৎপন্ন হইবে, ইহা ব্যতীত আর উপায় নাই। অতএব অন্য সাধন নাই, ইহা প্রতিপন্ন হইল। এই বিষয়েই ভগবান্ বলিয়াছেন,—যিনি গুণের সহিত প্রকৃতি এবং পুরুষকে জানেন, তিনি সর্ব্বথা বর্ত্তমান থাকিয়াও পুনর্জ্জন্ম লাভ করেন না। বহু জন্মের পরে 'বাসুদেব' অর্থাৎ 'পরমাত্মাই সর্ব্বময়' এই প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে, এতাদৃশ মহাত্মা ব্যক্তি অতীব দুর্লভ। অতএব বাসুদেবাখ্য অব্যয় আত্মস্বরূপ আমিই এই সর্ব্বময়, ইহা জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই নিত্য জ্ঞাতব্য বিষয়, ইহা ভিন্ন আর কিছুই জ্ঞাতব্য নাই। সংসারধর্ম্মবিমুক্ত এক পরমাত্মা পরব্রহ্মই তুমি, ইহা

তব্যং হি কিঞ্চিৎ এব এব আত্মা পরংব্রহ্ম সংসারধর্ম্মবিমুক্তত্বমিতি সিদ্ধম্। এবং ত্বমভয়ং প্রাপ্নোষি সংসারদুঃখান্মুক্তোঽসীতি॥ ৪৪॥

এতৎ সর্ব্বং বিমৃশ্য যথেচ্ছসি তথা কুরু। অতস্ত্বং বেদকিঙ্করো ন ভবসি। যতঃ শাস্ত্রমাহ।—"আত্মানমব্যয়ং কশ্চিজ্জানাতি জগদীশ্বরম্। যো বেত্তি তং ন কুরুতে ন ভয়ং তস্য কুত্রচিৎ। আত্মৈবেদং জগৎ সর্ব্বং জ্ঞাতং যেন মহাত্মনা। যদিচ্ছয়া বর্ত্তমানং তং নিষেদ্ধুং ক্ষমেত কঃ।"॥ ৪৫॥

ভো ভগবন্! যদ্যপি জ্ঞানোৎপত্ত্যনন্তরং পুনর্জন্মাভাব উক্তঃ তথাপি প্রাক্ জ্ঞানোৎপত্তেরত্র জন্মনি কৃতানাং কর্ম্মণামুত্তরকালভাবিনাঞ্চ যানি চাতিক্রান্তান্যনেকজন্মকৃতানি তেষাঞ্চ ফলমদত্বানাশো ন যুক্ত ইতি। তস্মাৎ ত্রিপ্রকারাণ্যপি ত্রীণি জন্মানি প্রারভেৎ। সংহিতানি বা সর্ব্বাণ্যেব জন্মারভেৎ। অন্যথা কৃতবিনাশে সর্ব্বত্রানাশ্বাসপ্রসঙ্গঃ। শাস্ত্রানর্থক্যং স্যাদিতি

অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভম্। ইতি ন জন্ম জায়তে ইত্যযুক্তম্।

সিদ্ধ হইল। তুমি এই প্রকার জ্ঞানসম্পন্ন হইয়া অভয় প্রাপ্ত হইবে এবং সংসার-দুঃখ হইতে মুক্ত হইবে॥ ৪৪॥

এই সমস্ত বিচারপূর্ব্বক তোমার যেমন ইচ্ছা হয়, সেই প্রকার কর। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে তুমি জ্ঞানসম্পন্ন হইলে তোমাকে আর বেদ-দাস হইয়া অর্থাৎ বিধি-নিষেধের অধীন হইয়া থাকিতে হইবে না।

শাস্ত্র বলিয়াছেন,—কোন ব্যক্তি জগদীশ্বর অব্যয় আত্মাকে জানিতে পারে। যিনি আত্মাকে জানেন, তিনি কুত্রাপি ভয় করেন না, অর্থাৎ তাঁহার আর সংসারে ভয় থাকে না। যে মহাত্মা ব্যক্তি এই সমস্ত জগৎই আত্মময় জ্ঞান করেন, তিনি যথেচ্ছায় বিচরণ করিয়া থাকেন, তাঁহাকে নিষেধ করিতে কে সমর্থ হইবে? ৪৫॥

ভো ভগবন্! যদিও জ্ঞানোৎপত্তির পরে পুনর্জন্ম হয় না বলা হইয়াছে, তথাপি জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে ইহজন্মে কৃত কর্ম্ম, উত্তরকাল-ভাবী কর্ম্ম এবং অনেক জন্মকৃত অতীত কর্ম্মের ফল সমুৎপন্ন না হইয়া ইহাদের বিনাশ হওয়া সম্ভব নহে, অতএব তিন প্রকারে তিন জন্ম অথবা তিনপ্রকার মিলিত হইয়াই জন্মলাভ করা অবশ্যম্ভাবী। যদি ইহা স্বীকার না করিয়া কৃত কর্ম্মের বিনাশ স্বীকার করা যায়, তবে সর্ব্বত্রই অনাশ্বাস আসিয়া পড়ে এবং শাস্ত্রেরও অনর্থক্য হয়। শাস্ত্র বলিয়াছেন,—শুভ বা অশুভ যে কোন প্রকার কর্ম্মই

তত্ত্বজ্ঞানাগ্ন্যুপস্পৃষ্টানি সর্ব্বকর্ম্মবীজানি দহ্যন্তে নাঙ্কুরয়ন্তি। তথ চ শ্রুতিঃ,—"বীজান্যগ্ন্যুপদগ্ধানি নারোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদগ্ধৈস্তথা ক্লেশৈর্নাত্মা সংপদ্যতে পুনঃ॥" ইতি॥ ৪৬॥

অস্তু তাবৎ জ্ঞানোৎপত্ত্যুত্তরকালকৃতানাং কর্ম্মণাং জ্ঞানেন দাহো জ্ঞানসহভাবিত্বাৎ ন ত্বিহ জন্মনি জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাক্ কৃতানাং অতীতানেকজন্মান্তরকৃতানাং কর্ম্মণাং দাহো ন যুক্তস্তন্ন তস্য তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ ঈষীকাতূলবৎ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি প্রদহ্যন্তে। স্মৃতিরপি,—জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥ ৪৭॥

ভগবন্! সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ইতি বিশেষণাৎ যথা [illegible] ন ক্ষীয়ন্তে ফলদানায় প্রবৃত্তান্যেব সত্যপি জ্ঞানে তথা নারব্ধফলানামপি কর্ম্মণাং ক্ষয়ো ন যুক্ত ইতি।

হউক না কেন, উহার ফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে। অতএব জন্ম হইবে না, ইহা অসঙ্গত।

(গুরু)—বৎস! সমস্ত কর্ম্মবীজই তত্ত্বজ্ঞানাগ্নি দ্বারা একবার উপস্পৃষ্ট হইলে দগ্ধ হইয়া যায়, উহা আর অঙ্কুরিত হয় না। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—বীজসকল যেমন দগ্ধ হইলে আর অঙ্কুরোৎপত্তির যোগ্য থাকে না, তেমন ক্লেশ অর্থাৎ অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ, ইহারা জ্ঞানদগ্ধ হইয়া ইহাদের দ্বারা আত্মা পুনরপি জন্ম লাভ করে না॥ ৪৬॥

ভগবন্! জ্ঞানোৎপত্তির পরে কৃতকর্ম্ম সমুদায়ের জ্ঞানের দাহ যুক্ত হইতে পারে, কেন না, উহারা জ্ঞানসহকৃত, কিন্তু ইহজন্মে জ্ঞানোৎপত্তির পূর্ব্বে কৃতকর্ম্ম এবং অতীত অনেকজন্মকৃত কর্ম্মের দাহ হওয়া যুক্ত নহে। (গুরু)—তোমার আপত্তি সঙ্গত নহে, জ্ঞান হইলেই ঈষীকা তূলার মত সর্ব্বকর্ম্মই দগ্ধ হইয়া যায়। তাই স্মৃতিও বলিয়াছেন,—জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে॥ ৪৭॥

ভগবন্! কর্ম্মের সর্ব্ব বিশেষণ থাকিলেও যেমন বর্ত্তমান-জন্মারম্ভক কর্ম্ম ফলদানের নিমিত্ত প্রবৃত্ত, সুতরাং উহাদের ক্ষয় হয় না, সেই প্রকার জ্ঞান হইলেও অনারব্ধ-ফল কর্ম্মের ক্ষয় যুক্ত নহে।

তথাহি। যথা বেধ্যং মুক্তেষুঃ প্রবৃত্তফলত্বাৎ যথা পূর্ব্বলক্ষ্যবেধায় মুক্ত ইষুর্বেগো লক্ষ্যবেধোত্তরকালমপ্যারব্ধবেগক্ষয়াৎ পতনেনৈব নিবর্ত্ততে, এবং শরীরারম্ভককর্ম্ম শরীরস্থিতিপ্রয়োজনে নিবৃত্তেঽপি আসংস্কারবেগক্ষয়াৎ পূর্ব্ববদ্বর্ত্তত এব। কিং বহুনা অয়ং দেহযাত্রামাত্রার্থমিচ্ছানিচ্ছাপরেচ্ছাপ্রাপ্তা-স্বারোপিতসুখদুঃখলক্ষণানি আরব্ধফলান্যনুভবন্ অন্তঃকরণাভাসাদীনামবভাসকঃ সন্ তিষ্ঠত্যেব। প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াজ্জীবন্মুক্তানাং পুনর্জ্জন্মাভাবঃ। তথা,— শাস্ত্রেণ নশ্যেৎ পরমার্থবুদ্ধিঃ কার্য্যক্ষমং নশ্যতি চাপরোক্ষাৎ। প্রারব্ধনাশাৎ প্রতিভাসনাশ এবং ক্রমান্নশ্যতি চাত্মমায়া॥” কর্ম্মণো মায়ামূলত্বান্মায়ানাশে সর্ব্বং কর্ম্ম ভস্মসাদ্ভবেৎ॥ ৪৮॥

নহু স্বেচ্ছয়া কৃতানাং কর্ম্মণাং শরীরান্তরেণাপি ভোগো ভবত্বিতি চেৎ, তন্ন তস্য কর্ম্মফলোপচয়কর্ত্তৃত্বাভিমানো নাস্ত্যেব। অসঙ্গো নহি সজ্জতে। এতে ইচ্ছাদয়ঃ আত্মন্যারোপ্যন্তে ক্ষেত্রধর্ম্মাঃ। “সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।” ধ্যায়তীবেতি শ্রুতেঃ, গুণাগুণেষু বর্ত্তন্তে ইত্যনুসন্ধানেন শরীরযাত্রাস্থিতির্ন প্রসিধ্যেৎ।

(গুরু)—ইহা ঠিক নহে, যেমন লক্ষ্যবেধার্থ নিক্ষিপ্ত বাণ লক্ষ্যভেদ করিয়া প্রারব্ধ বেগ বশতঃ বেগসমাপ্তি পর্য্যন্ত গমন করিয়া পতিত হইয়া নিবৃত্ত হয়, এই প্রকার শরীরের আরম্ভক কর্ম্ম শরীরের স্থিতি-প্রয়োজন নিবৃত্ত হইলেও সংস্কারবেগক্ষয় পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ প্রবৃত্ত হইবে। বহু আর কি বলিব, এই আত্মা দেহযাত্রামাত্র নির্ব্বাহের জন্য ইচ্ছা, অনিচ্ছা এবং পরেচ্ছাপ্রাপ্ত আরোপিত সুখ ও দুঃখরূপ প্রারব্ধ ফল অনুভব করত অন্তঃকরণাদির অবভাসক হইয়া বিদ্যমান থাকেন। তৎপর প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া গেলে জীবন্মুক্তদিগের আর পুনর্জন্ম হয় না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—শাস্ত্রজ্ঞানের দ্বারা পরমার্থবুদ্ধি বিনষ্ট হয়, আর প্রত্যক্ষ জ্ঞানের দ্বারা কার্য্যে অক্ষমতা জন্মায়। প্রারব্ধ নাশ হইলেই প্রতিভাস থাকে না, তখন আত্মমায়া ক্রমে বিনষ্ট হইয়া যায়। কর্ম্ম সকল মায়ামূল, সুতরাং মায়ার নাশ হইলে, সমস্ত কর্ম্মই ভস্মসাৎ হইয়া যায়॥ ৪৮॥

ভগবন্! স্বেচ্ছাকৃত কর্ম্মের জন্য শরীরেও ভোগ হইবে? (গুরু)—তাহা হয় না। কেন না, তাঁহার কর্ম্মফলের উপচয়কারী অভিমান নাই। তিনি

তথা চ।—"গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে।" জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধক্ষয়ে শরীরপাতাৎ পূর্ব্বং লিঙ্গং ভগ্নং তদধিগমে উত্তরপূর্ব্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ) তস্য পুত্রা দায়মুপযন্তি সুহৃদঃ সাধুকৃত্যান্ দ্বিষন্তঃ পাপকৃত্যান্ ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্ত্যত্রৈব সমবলীয়ন্তে। কিঞ্চ,—"প্রারব্ধনিশ্চয়াদ্ভুঙ্‌ক্তে শেষং জ্ঞানেন দহ্যতে। শারীরস্থিতয়ে কর্ম তন্দেবি প্রিয়বাদিনোঃ। অনারব্ধং হি জ্ঞানেন নির্বীর্য্যং ক্রিয়তে তথা"॥৪৯॥

অপি চ অস্য জীবন্মুক্তস্য প্রারব্ধভোগার্থং শরীরধারণে কো দোষঃ। যথা উৎখাতদংষ্ট্রোরগবৎ অবিদ্যাকার্য্যদেহদ্বয়মস্তি, তৎ কিং করিষ্যতি। স্বামিন্! কারণনাশে কার্য্যমস্তীতি তন্তুনাশে পটোঽস্তীতি কুত্র দৃষ্টম্।

উচ্যতে। কারণনাশে কার্য্যমস্তীতি লোকে দৃশ্যতে। যথা রজ্জুস্বরূপে জ্ঞাতে সর্পজ্ঞানং নিবর্ত্ততে। তথাপি ভয়জনিতং কম্পাদিকং বর্ত্ততে। তথা

অসঙ্গ, অসঙ্গ কিছুতেই সমাসক্ত হয়েন না। এই ইচ্ছাদি ক্ষেত্রধর্ম্ম, ইহারা আত্মাতে আরোপিত হইয়া থাকে। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিও স্বীয় প্রকৃতির অনুরূপ চেষ্টা করিয়া থাকে। শ্রুতি বলিয়াছেন,—জ্ঞানবান্ ব্যক্তি যেন কখন ধ্যান করিতেছেন, আবার কখন যেন বিষয়ের আস্বাদ করিতেছেন, ইত্যাদি গুণসকল গুণকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ইত্যাদি শাস্ত্রের অনুসন্ধান দ্বারা শরীরযাত্রা নির্ব্বাহ হয়, ইহা প্রতিপন্ন হইল, অন্যথা শরীরযাত্রাস্থিতিই হইতে পারে না। তাই শাস্ত্র বলিয়াছেন,—জ্ঞানাবস্থিতচিত্ত বিগতাসক্তি মুক্ত পুরুষের ঈশ্বরার্থ কর্ম্ম আচরণ করিতে করিতে সমগ্র কর্ম্মই বিলীন হইয়া যায়। জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধ ক্ষয় হইলে শরীরপাতের পূর্ব্বেই লিঙ্গদেহ ভগ্ন হইয়া যায়। ইহাই শ্রুতিতে বলিয়াছেন। অন্যত্রও বলিয়াছেন।—জ্ঞানবান্ ব্যক্তিরও প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগ করিতে হয়, অবশিষ্ট শরীর এবং মানস কর্ম্মজ্ঞানের দ্বারা দগ্ধ হইয়া যায়। অনারব্ধ কর্ম্ম জ্ঞানের দ্বারা নির্ব্বীর্য্যীকৃত হয়॥ ৪৯॥

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির প্রারব্ধ কর্ম্মের ভোগার্থ শরীরধারণ করা স্বীকার করিলে কি দোষ হইতে পারে? যেমন উৎখাত-দংষ্ট্র সর্প দংশন করিতে অসমর্থ, সেই প্রকার জীবন্মুক্তের অবিদ্যা-কার্য্য দেহদ্বয় থাকিলে উহা কি করিতে পারে? (শিষ্য)—স্বামিন্! কারণ-নাশ হইলে কার্য্য বিদ্যমান থাকে,—সূত্র-নাশ হইলে বস্ত্র থাকে, ইহা কোথায় দৃষ্ট হইয়াছে?

(গুরু)—কারণ-নাশেও কার্য্য থাকে, ইহা লোকে দৃষ্ট হয়। যেমন

চ শ্রুতিঃ,—যথাহিনির্ল্বয়নী বল্মীকে মৃতা প্রেত্যস্তাশয়িতৈবমেবমেবেদং শরীরং অস্মিন্ বিবচ্ছরীরে পতিতে স্থিতে বা স মুক্ত ইতি। শ্রুতিরপি,—সদেব মুক্ত ইতি। ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি বিমুক্তশ্চ বিমুচ্যতে। স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব। ইদানীমপি যথা স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নগতভয়েনৈব প্রবুদ্ধঃ স্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্ মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তথৈব ভ্রান্তিমূলসংসারমহাস্বপ্নব্যবহারে সর্ব্বস্মিন্মিথ্যাভূতে নিরস্তে সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে॥ ৫০॥

নম্বু প্রারব্ধকর্ম্মক্ষয়াৎ শরীরনাশঃ, শরীরনাশাৎ পুনর্জ্জন্মাভাবঃ। সর্ব্ববিশেষরহিতং শূন্যমেব জাতম্। তর্হি নৈবায়মিতি উচ্যতে। স্বভাবতস্ত্বং নিত্যমুক্ত এব।

কিঞ্চ প্রমাণাবিষয়ত্বান্নাস্তি প্রসজ্যতে।

অথ বেদপ্রশস্তং সত্যস্বরূপং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। তৎ কিমর্থমঙ্গীকরণীয়ম্। তদসৎ।শৃণু।—নির্ম্মুচ্যাপি ত্বচং সর্পঃ স্বস্বরূপং ন মুঞ্চতি। নাস্ত্যাত্মেতি

রজ্জুস্বরূপের জ্ঞান হইলে সর্পজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায়, তথাপি ভয়জনিত কম্পাদির নিবৃত্তি হয় না। ইহা শ্রুতিতেও উক্ত হইয়াছে।

তুমি স্বভাবতই নিত্যমুক্ত। যেমন স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষ ইদানীংও স্বপ্নগত ভয়ের দ্বারাই জাগ্রৎ হইয়া সমস্ত মিথ্যাভূত স্বপ্নব্যবহার নিরস্ত হইয়া গেলে সত্যস্বরূপ স্বয়ং অবশিষ্ট থাকেন; সেই প্রকার ভ্রান্তিমূলক মিথ্যাভূত সমস্ত সংসার-মহাস্বপ্ন-ব্যবহার নিরস্ত হইয়া গেলে সত্যস্বরূপ স্বয়ং অবশিষ্ট থাকেন॥ ৫০ ॥

ভগবন্! প্রারব্ধ কর্ম্মক্ষয় হইলে শরীরের নাশ এবং শরীর-নাশ হইলে আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। তখন সমস্ত বিশেষরহিত শূন্যই অবস্থিত থাকে। তখন 'অয়ং' ইনি এই প্রকার ভেদজ্ঞান থাকে না। (গুরু)।—তুমি স্বভাবতই নিত্যমুক্ত। (শিষ্য)।—ব্রহ্ম প্রমাণের অবিষয়ীভূত পদার্থ, অতএব ব্রহ্মের নাস্তিত্বই প্রসক্ত হইতে পারে। বেদ প্রশস্ত সত্যস্বরূপ স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকেন, অতএব ব্রহ্ম স্বীকার করার প্রয়োজন কি? ইহা বলা অসঙ্গত। সর্প ত্বক্ (খোলস) পরিত্যাগ করিয়াও স্ব-স্বরূপ পরিত্যাগ করে না। আত্মা প্রমাণের বিষয় নহেন, এই জন্য আত্মা নাই, ইহা বলা যায় না। আরও

চ যো হেতুরিতি বক্তুং ন যুজ্যতে। কিঞ্চ।—“যথা চন্দ্রোঽন্ধভাবেন মলিনত্বায় দৃশ্যতে। অমাবস্যাং যথা চন্দ্রঃ কর্ম্মযোগাৎ ন দৃশ্যতে। মায়াযোগাৎ তথা দ্রষ্টুর্ব্যবহারো ন দৃশ্যতে।” অথাস্ত আদেশো নেতি নেতি অস্থূলমনণ্বহ্রস্বমদীর্ঘমলোহিতমিতি শ্রুতেঃ।

যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

যদ্বাচা নাভ্যুদিতমিত্যাদি নিষেধস্য সিদ্ধির্নাস্তি। সর্ব্বস্য নিষেধস্য সাবধিত্বাৎ। অতএব সত্যস্বরূপোঽবশিষ্যতে। যন্নিষেধদ্বারাসত্ত্বমুক্তং তৎ সর্ব্বং প্রপঞ্চস্য ন ত্বাত্মনঃ। যত্রাত্মনঃ অসত্ত্বমুক্তং ভবতি, বন্ধ্যাপুত্রেণ কার্য্যং কথং নির্ব্বহতি। অতএব সদেব প্রমাণমাত্মনঃ। সৎসম্পত্তিঃ সদ্ভাবে শ্রুতিঃ প্রমাণম্,—সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। স্মৃতিরপি,—অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্ব্বমিদং ততম্। ইত্যাদি। কিঞ্চ ব্রহ্মসদ্ভাবে

দেখ,—অন্ধভাব বশতঃ বা মলিনতা বশতঃ অমাবস্যায় চন্দ্র দৃষ্ট হয় না, সেই জন্য চন্দ্র নাই, ইহা যেমন বলা যায় না, সেই প্রকার মায়াযোগ বশতঃ দ্রষ্টার ব্যবহার দৃষ্টিবিষয় না হইলেও দ্রষ্টা নাই, ইহা বলা যায় না। শ্রুতিতে বলিয়াছেন,—‘নেতি নেতি’, ইহা না, ইহা না, এই প্রকার নিষেধ-মুখে আত্ম-প্রতিপাদন করিয়াছেন; অর্থাৎ সমস্ত নিষেধের পর যাহা, তাহাই আত্মা। আবার অন্যত্র বলিয়াছেন, আত্মা স্থূল নহেন, সূক্ষ্ম নহেন, হ্রস্ব নহেন, দীর্ঘ নহেন, লোহিত নহেন, ইত্যাদি। মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে প্রাপ্ত না হইয়া নিবৃত্ত হয়, বাক্যের দ্বারা যাঁহাকে বলা যায় না, তাহাই ব্রহ্ম। ইত্যাদি নিষেধের আর সিদ্ধি নাই। অতএব সমস্ত নিষেধের অবধীভূত সত্যস্বরূপ অবশিষ্ট আছেন। এই নিষেধের দ্বারা প্রপঞ্চেরই অসত্তা প্রতিপাদিত হইয়াছে, আত্মার নহে। যদি আত্মারও অসত্তা উক্ত হয়, তবে তাহা দ্বারা কেমন করিয়া কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে? বন্ধ্যা-পুত্রের দ্বারা কি কখন কোন কার্য্য হইতে পারে? অতএব সত্তাই আত্মার প্রমাণ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—হে সৌম্য! প্রথমে সৎ মাত্রই ছিল। সেই সৎই সত্য, জ্ঞান এবং অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম। স্মৃতিতেও উক্ত হইয়াছে,—যদ্বারা এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, সেই ব্রহ্মকে অবিনাশী জান,

প্রমাণাপেক্ষা নাস্তি, স্বতঃপ্রমাণং ব্রহ্ম; জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্ত্যবস্থাত্রয়েষু প্রমাতৃত্বাব্যভিচারাৎ। কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধিঃ সুষুপ্তৌ ব্যভিচরতীতি চেৎ ন তত্রাপি প্রমেয়ত্বমেব নিবারয়তি। সর্ব্বো লোকঃ কথং নাহমত্র সুষুপ্তে কিঞ্চিদুপলব্ধবানিতি প্রমাতৃত্বম্। অসিদ্ধস্য হি বস্তুনা পরিস্থিতিং প্রতি প্রমাণাপেক্ষা ন স্বাত্মনঃ। আত্মনশ্চেৎ প্রমাণাপেক্ষাসিদ্ধিঃ। কস্য প্রমাতৃত্বং স্যাৎ। যস্য প্রমাতৃত্বং, স এবাত্মা ইতি নিশ্চীয়তে, অতঃ স্বতঃসিদ্ধ এবাত্মা ন প্রমাণাপেক্ষা। যদিদং দৃশ্যজাতং তদবিদ্যা কৃতং প্রতীতিমাত্রং কূটস্থনিত্যতাসিদ্ধস্যাত্মসত্তাসামান্যমনুস্যূতং বর্ত্তত এব। নাভাবো বিদ্যতে সতঃ। অতঃ সৎ স্থূলং কার্য্যং, অসৎ সূক্ষ্মং কারণম্। তৎ সর্ব্বং চিদ্বিবর্ত্তিতরূপেণ ব্রহ্মৈব ভাতি। তথা চ—"বিস্তারঃ সর্ব্বভূতস্য বিষ্ণোর্বিশ্বমিদং জগৎ। দ্রষ্টব্যমাত্মবদেবমাত্তভেদো ন বিচক্ষণৈঃ॥" যস্মাৎ জ্ঞানাদৃতে নান্যার্থসত্তা, তস্মাৎ জ্ঞানস্য কথমেকং বহুধাকারম্?

ইত্যাদি। পরন্তু ব্রহ্মের সত্তা-বিষয়ে প্রমাণের অপেক্ষা নাই। ব্রহ্ম স্বতঃপ্রমাণসিদ্ধ পদার্থ। জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি এই অবস্থাত্রয়ে প্রমাতৃত্বের অব্যভিচারই আত্মার প্রমাণ। যদি বল, সুষুপ্তি-দশায় প্রমাতৃত্বের ব্যভিচার দৃষ্ট হয়, তাহা নহে, তখন প্রমেয়ত্বই নিবারিত হইয়াছে। সুষুপ্তি অবস্থা-বিষয়ে সকলেরই এই প্রকার প্রত্যভিজ্ঞা হইয়া থাকে যে, আমি সুষুপ্তি-দশায় কিছুই উপলব্ধি করি নাই, সুতরাং প্রমাতৃত্ব অব্যভিচরিতই রহিয়াছে। অসিদ্ধ বস্তুর স্থিতিবিষয়েই প্রমাণের অপেক্ষা করে, আত্মার সম্বন্ধে নহে। যদিচ আত্মারও প্রমাণাপেক্ষা সিদ্ধি বল, তবে কাহার প্রমাতৃত্ব হইবে? যাহার প্রমাতৃত্ব, সেই আত্মা, ইহা নিশ্চিত হইতেছে। অতএব স্বতঃ-সিদ্ধই আত্মা, আত্মবিষয়ে প্রমাণের অপেক্ষা নাই। এই দৃশ্যমান পদার্থ, এই সমস্তই অবিদ্যা-কল্পিত প্রতীতিমাত্র, আত্মার সামান্য সত্তামাত্র অনুস্যূত হইয়া বর্ত্তমান আছে। তাই কহিয়াছেন,—সতের কথনই অভাব নাই। স্থূল কার্য্য এবং সূক্ষ্ম কারণ সমস্তই চিৎ-বিবর্ত্তিতভাবে ব্রহ্মরূপেই প্রকাশ পাইতেছে। এই সমস্ত জগৎই বিষ্ণুর বিস্তারমাত্র। বিচক্ষণ ব্যক্তিরা এই বিশ্বকে আত্মরূপে দর্শন করিতেন, আত্মার সহিত ইহার ভেদ নাই। যখন জ্ঞান ব্যতীত অপর পদার্থ-সত্তা নাই, তখন এক জ্ঞানই কেমন করিয়া বহুপ্রকারের দৃষ্ট হয়?

শৃণু। অনির্ব্বাচ্যা মহতী মায়ালক্ষণা শক্তিঃ, যা নানাভাবং নয়তি। তথা চ শ্রুতিঃ,—ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে। নমু দ্বাবেতৌ ব্রহ্মণো রূপ ইত্যুক্তত্বাৎ বাস্তবং দ্বৈতং ভবতু। নৈবং, অবিদ্যয়া কৃতত্বাদ্দ্বৈতমেব ন বাস্তবম্। তথা চ,—যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশ্যতি, ইতর ইতরং জিঘ্রতি, যত্র তু অস্য সর্ব্বং আত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ, কেন কং জিঘ্রেৎ, যেনেদং সর্ব্বং বিজ্ঞাতং তৎ কেন বিজানীয়াৎ, নান্যোঽস্তি শ্রোতা, নান্যোঽস্তি দ্রষ্টা, নান্যোঽস্তি বিজ্ঞাতা, যদয়ং সর্ব্বমাত্মা বিজ্ঞাতারমেব কেন বিজানীয়াদিতি। এতৎ সর্ব্বমখিল-মাত্মৈব, অতস্তদ্ভাসকং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তনিত্যস্বভাবং প্রত্যক্‌চৈতন্যমেবাত্মা তথ্যমিতি। বেদান্তবিদনুভবঃ। অতিগুরুপ্রসাদেন জায়মানব্রহ্মাপরোক্ষ-বৃত্তিসাধনেন প্রবুদ্ধ্য সর্ব্বমিথ্যাভূতে অপ্রমেয়ং স্বয়মেবাবশিষ্যতে। মায়া-নিদ্রায়াঃ প্রবুদ্ধঃ সন্ জীবন্মুক্তঃ প্রারব্ধকর্ম্মজনিতফলাবধি লোকমনুগৃহ্নন্ পূর্ব্বব-

---

শ্রবণ কর,—জ্ঞান এক হইলেও অনির্ব্বচনীয়া মহতী মায়ারূপিণী শক্তি নানাভাব পাওয়ায়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—ইন্দ্র অর্থাৎ পরমেশ্বর মায়া দ্বারা অর্থাৎ মায়া-কল্পিত বিক্ষেপশক্তি দ্বারা বিক্ষিপ্ত দেহ ইন্দ্রিয়াদি অন্তঃ-করণে প্রতিবিম্বিত হইয়া পুরুরূপ অর্থাৎ বহু আকারে প্রকাশিত হয়েন। ব্রহ্মের দুই প্রকার রূপ কথিত হইয়াছে, অতএব বাস্তবিক পক্ষে দ্বৈতই প্রসক্ত হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন,—অবিদ্যাকৃতই দ্বৈত, বাস্তবিক নহে। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—যখন দ্বৈতজ্ঞান হয়, তখন অন্যকে দেখে, অন্য অন্য বস্তুর গন্ধ গ্রহণ করে,যখন সমস্তই আত্মরূপে জ্ঞাত হয়, তখন কে কাহাকে দেখিবে, কে কাহার আঘ্রাণ করিবে, ইত্যাদি। যদ্দ্বারা এই সমস্ত বিজ্ঞাত হওয়া যায়,তাহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে? অন্য শ্রোতা,দ্রষ্টা বা বিজ্ঞাতা নাই; কেন না, সমস্তই আত্মস্বরূপ। যিনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিজ্ঞাতা, তাঁহাকে কাহার দ্বারা জানা যাইবে? ইত্যাদি শ্রুতি। এই সমস্তই আত্মস্বরূপ, অতএব নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং নিত্যস্বভাব নিখিল ব্রহ্মাণ্ডের প্রকাশক প্রত্যক্-চৈতন্যই আত্মা, ইহাই তথ্য; এই প্রকারই বেদান্তবিদ্‌গণের অনুভব। গুরুপ্রসাদাৎ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষ-জ্ঞান জন্মিলে জীবন্মুক্ত ব্যক্তি প্রবুদ্ধ হইয়া মিথ্যা-ভূত এই সমস্তমধ্যে অপ্রমেয়স্বরূপ স্বয়ংই অবশিষ্ট থাকেন। তখন জীবন্মুক্ত ব্যক্তি মায়া-নিদ্রা হইতে প্রবুদ্ধ হইয়া প্রারব্ধজনিত কর্ম্মের ফলভোগাবধি

তিষ্ঠতি। শাস্ত্রমপি,—"জ্ঞাতাপ্যসর্পং সর্পোত্থং যথা কম্পং ন মুঞ্চতি। বিদ্ধস্তাখিলমোহোঽপি মোহকার্য্যং তথাত্মনি"॥ ৫১॥

অস্য জীবন্মুক্তস্য দেহধারণং লোকস্যোপকারার্থম্। ইতি শ্রুতিরপি। আসনচ্ছাদনস্বশরীরং নোপভোগার্থায় চ পরিগ্রহেৎ।

ভো ভগবন্! লোকস্য ক উপকারঃ? উপকারস্ত্রিবিধশ্চেতি। তৎ কথম্? ইত্থং। দর্শনং ভজনং সম্ভাষণঞ্চেতি। দর্শনেন পাপক্ষয়ো ভবতি, ভজনেন চোত্তরোত্তরং শ্রেয়োবৃদ্ধিঃ, সম্ভাষণেন মোক্ষো ভবতি। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তসত্যস্বভাবরূপোঽহম্। এবংবিধো বোধঃ। আচার্য্য-প্রসাদাদজ্ঞানপ্রবুদ্ধঃ সংসারবিনির্মুক্তো ভবতি। শ্রুতিরপি,—আচার্য্যবান পুরুষো বেদ, আচার্য্যাদেব বিদ্যা বিদিতা তরতি শোকমাত্মবিৎ। "ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাঽবরে। জ্ঞানাগ্নিঃ সর্ব্বকর্ম্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা॥" ব্রহ্মবিদব্রহ্মৈব ভবতি॥ ৫২॥

লোকদিগকে পূর্ব্ববৎ অনুগৃহীত করত বিদ্যমান থাকেন। শাস্ত্রও বলিয়াছেন,—যেমন রজ্জুতে অসর্পত্ব জ্ঞান জন্মিলেও সর্পজ্ঞানজনিত কম্পাদি নিবৃত্ত হয় না, সেই প্রকার আত্মজ্ঞান হইলেও, সমস্ত মোহ বিধ্বস্ত হইয়া গেলেও পূর্ব্ব-মোহজনিত কার্য্য পরিত্যক্ত হয় না॥ ৫১॥

এই জীবন্মুক্ত ব্যক্তির দেহ-ধারণ কেবলমাত্র পরের উপকারার্থ। শ্রুতিও বলিয়াছেন,—জীবন্মুক্তের উপবেশন, আচ্ছাদন এবং স্বশরীর উপভোগের নিমিত্ত নহে।

ভো ভগবন্! লোকের কি উপকার? (গুরু)—উপকার তিন প্রকার আছে;—দর্শন, ভজন এবং সম্ভাষণ।—দর্শনের দ্বারা লোকের পাপক্ষয়, ভজনের দ্বারা উত্তরোত্তর শ্রেয়োবৃদ্ধি এবং সম্ভাষণের দ্বারা মোক্ষলাভ হয়। আমি নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ, মুক্ত এবং সত্যস্বভাব, এই প্রকার জ্ঞান হইয়া আচার্য্য-প্রসাদাৎ অজ্ঞান হইতে প্রবুদ্ধ মানব সংসার-মুক্ত হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন,—লব্ধাচার্য্য ব্যক্তি আত্মাকে জানিতে পারেন। আচার্য্যের নিকট হইতেই বিদ্যা বিদিত হওয়া যায়। আত্মবিৎ ব্যক্তি শোক অতিক্রম করেন, ইত্যাদি। সেই আত্মাকে জানিতে পারিলে সমস্ত কর্ম্ম ক্ষীণ হইয়া যায়। জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্ম্মকে ভস্মীভূত করে। ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপই হয়েন॥৫২॥

ইদানীমন্যবিদ্যোপাসনে দোষমাহ।—অন্যবিদ্যাঃ ক্রিয়া উপদিশন্তি, কালান্তরে অনিত্যফলতাং দর্শয়ন্তি। শ্রুতিরপি,—সর্ব্ববিদ্যা ক্রিয়াপরা, যদি ক্রিয়াফলং মোক্ষো ভবেদনিত্যত্বং ন প্রসজ্যতে, ঘটবৎ স্বর্গাদির্ন স্যাদিতি অন্যমেবার্থঃ। শ্রুতিরপ্যাহ,—তদ্‌যথেহ কর্ম্মচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকঃ ক্ষীয়তে ইতি। স্মৃতিরপি,—ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি। অত আচরণে দুঃখং ফলে স্পর্দ্ধাদুঃখং ভোগান্তে পতনং দুঃখমেবান্যবিদ্যোপাসনে দুঃখাৎ দুঃখমাপ্নোতি। শ্রুতিরপি,—মর্ত্ত্যঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি যোঽন্যদেবতামুপাসতে স দেবানাং পশুঃ। অন্যোঽসাবন্যোঽহমস্মীত্যুপাসতে, ন স বেদ যথা পশুঃ। তস্মাদন্যবিদ্যাং পরিত্যজ্য ইমামধ্যাত্মবিদ্যামাশ্রয়। সা বিদ্যা কীদৃশী,—অত্র [illegible]—"রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্। প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্ম্যং সুসুখং কর্ত্তুমব্যয়ম্॥" কঞ্চ—যথা অগ্নিহোত্রাদীনাং স্বর্গাদিফলং দর্শয়তি। শ্রুতিরপি,—তথা ব্রহ্মবিদ্যা-

---

এখন অন্য বিদ্যা উপাসনার দোষ বলিতেছেন।—অন্য বিদ্যা ক্রিয়ার উপদেশ করে এবং কালান্তরে তাহার অনিত্য ফল প্রদর্শন করে। শ্রুতিও আছে,—সমস্ত বিদ্যাই ক্রিয়াপর, যদি ক্রিয়াফল মোক্ষলাভ হয়, তবে উহার অনিত্যত্ব প্রসক্ত হয় না—অর্থাৎ ঘটাদির ন্যায় যদি ক্রিয়াফল স্বর্গাদিজনক না হয়, তবে আর অনিত্য হইবে কেন? শ্রুতি বলিয়াছেন,—যেমন কর্ম্ম-সঞ্চিত স্বর্গাদি লোকক্ষয়শীল, সেই প্রকার পুণ্যার্জ্জিত পরলোকও ক্ষয়শীল। স্মৃতিও বলিয়াছেন,—পুণ্য ক্ষীণ হইলেই মর্ত্ত্যলোকে প্রবেশ করে। অতএব অন্য বিদ্যা উপাসনার প্রারম্ভে দুঃখ, ফলে স্পর্দ্ধারূপ দুঃখ, ভোগাবসানে পতনরূপ দুঃখ, সুতরাং কেবল দুঃখ হইতে দুঃখধারা হইয়া থাকে। শ্রুতিও আছে—যে ইহসংসারে নানা জ্ঞান অর্থাৎ ভেদজ্ঞানশালী, সে মৃত্যু প্রাপ্ত হয়। যে আত্মা ভিন্ন অন্য দেবতার উপাসক, সে দেবগণের পশুস্বরূপ। 'ইনি অন্য, আমি অন্য', এই প্রকার ভেদজ্ঞানে যে উপাসনা করে, সে পশুবৎ, আত্মাকে জানিতে পারে না। অতএব অন্য বিদ্যা পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র অধ্যাত্মবিদ্যার আশ্রয় কর। এই বিদ্যা কি প্রকার, তদ্বিষয়ে ভগবান্ বলিয়াছেন।—এই বিদ্যা বিদ্যার মধ্যে শ্রেষ্ঠ, অতিগুহ্য, পবিত্র, অত্যুত্তম বস্তু, ইহা প্রত্যক্ষফলদ, ধর্ম্মযুক্ত, অবিনাশী এবং সুখকর। শ্রুতি যেমন অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়ার স্বর্গাদিফল প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মবিদ্যা-বিজ্ঞান দ্বারা পরমপুরুষার্থও

বিজ্ঞানাদপি পরমপুরুষার্থং দর্শয়তি। শ্রুতিরপি,—শ্রুতয়ো ব্রহ্মবিজ্ঞানন্তরং মোক্ষং প্রদর্শয়ন্তি। মধ্যে কার্য্যান্তরং বারয়ন্তি। ব্রহ্মবিদাপ্নোতি পরমিতি বেদানুশাসনম্। বেদানুশাসনমিতি। অথ শঠানাং ধূর্ত্তানাং অশ্রদ্দধানানাং নাস্তিকানামুৎপথগামিনামেতাং বিদ্যাং ন প্রকাশয়েৎ।

যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ইতি শ্রুতেঃ॥৫৩॥

ইতি শ্রীসংক্ষিপ্তবেদান্তশাস্ত্রপ্রক্রিয়ায়াং শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য
শ্রীমচ্ছঙ্করকৃতায়াং বহির্ম্মুখান্তঃপ্রকরণমজ্ঞানবোধিনী-
অধ্যাত্মবিদ্যোপদেশবিধিঃ সমাপ্তঃ॥

তত্ত্বোপদেশ।

তত্ত্বং পদার্থশুদ্ধ্যর্থং গুরুঃ শিষ্যং বচোঽব্রবীৎ।
বাক্যে তত্ত্বমসীত্যত্র ত্বং-পদার্থং বিবেচয়॥১॥

প্রতিপাদন করিয়াছেন। শ্রুতি ব্রহ্মবিদ্যালাভানন্তরই মোক্ষ প্রদর্শন করিয়াছেন, ইহার মধ্যে আর কার্য্যান্তর নাই। ব্রহ্মবিৎ পরমাত্মাকে লাভ করেন, ইহাই বেদের অনুশাসন। যাহারা শঠ, ধূর্ত্ত, অশ্রদ্ধাপরায়ণ এবং উৎপথগামী, তাহাদিগের নিকট এই অধ্যাত্মবিদ্যা প্রকাশ করিবে না। যাহার দেববিষয়ে পরমা ভক্তি আছে এবং গুরুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি আছে, মহাত্মা ব্যক্তি তাহাদিগের নিকটই এই আত্মবিদ্যা প্রকাশ করিবেন। ইহাই শ্রুতির আদেশ। "ওঁ" ॥৫৩॥

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য স্বীয় শিষ্য মণ্ডনমিশ্রকে 'তত্ত্বং' পদার্থ পরিজ্ঞানার্থ বলিতেছেন,—হে শিষ্য! যদি তোমার 'তত্ত্বং' পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে ইচ্ছা থাকে, তবে 'তত্ত্বমসি' বাক্যান্তর্গত ত্বং পদার্থ বিবেচনা কর অর্থাৎ 'তত্ত্বমসি'

ন ত্বং দেহোঽসি দৃশ্যত্বাৎ উপজাত্যাদিমত্ত্বতঃ।
ভৌতিকত্বাদশুদ্ধত্বাদনিত্যত্বাত্তথৈব চ ॥ ২ ॥
অদৃশ্যো রূপহীনস্ত্বং জাতিহীনোঽপ্যভৌতিকঃ।
শুদ্ধনিত্যোঽসি দৃগ্‌রূপো ঘটো যদ্বন্ন দৃগ্‌ভবেৎ ॥ ৩ ॥
ন ভবান্নিন্দ্রিয়াণ্যেষাং করণত্বেন যা শ্রুতিঃ।
প্রেরকস্ত্বং পৃথক্ তেভ্যো ন কর্ত্তা করণং ভবেৎ ॥ ৪ ॥

এই বাক্যে তৎ, ত্বং ও অসি তিনটি পদ আছে, সুতরাং উক্ত পদত্রয়বিশিষ্ট "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ বিচার করিলেই তত্ত্বং-পদার্থ পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে ॥ ১ ॥ প্রথমতঃ ত্বং পদের অর্থ বিবেচনা কর ;—ত্বং শব্দে তুমি। তুমি কে? এই যে স্থূল-দেহ দৃষ্ট হইতেছে, ইহা ত্বং শব্দের অর্থ নহে ; কেন না, শরীর দৃশ্য, আর যিনি ত্বং-প্রতিপাদ্য, তিনি অদৃশ্য ; অপিচ, এই শরীর জাতিমান্, 'এই মানুষ, এই পশু' ইত্যাদি প্রকারে দেহেরই জাতি-ব্যবহার হইয়া থাকে ; বিশেষতঃ এই দেহ ভৌতিক, অশুদ্ধ ও অনিত্য। কিন্তু যিনি ত্বংপদ-প্রতিপাদ্য, তিনি জাতিমান্, ভৌতিক, অশুদ্ধ বা অনিত্য নহেন, অতএব কোন প্রকারেই দেহ ত্বং-পদবাচ্য হইতে পারে না ॥ ২॥ যিনি ত্বং-পদবাচ্য, তিনি দৃশ্য নহেন, যেহেতু, তিনি রূপহীন ; সুতরাং তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না। তাঁহার জাতি নাই, তিনি ভৌতিক পদার্থ নহেন, তিনি শুদ্ধ ও নিত্য। যে পদার্থ দৃশ্য, তাহা কদাচ দ্রষ্টা হয় না, আর যাহা দ্রষ্টা, তাহা কখন দৃশ্য হয় না। যেমন ঘটাদি পদার্থকে সকলেই দর্শন করিতে পারে, কিন্তু সেই ঘটাদি পদার্থ কখনই দেখিতে পারে না, তদ্রূপ ত্বং-পদার্থ দ্রষ্টা, তাহা দৃশ্য নহে ॥ ৩ ॥ পূর্ব্বোক্তরূপে স্থূলদেহ নিরাস করিয়া সূক্ষ্ম-দেহও যে ত্বংপদবাচ্য নহে, ইদানীং তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন।— ইন্দ্রিয়াদি সূক্ষ্ম-দেহও ত্বংপদপ্রতিপাদ্য নহে ; কেন না, শ্রুতিতে ইন্দ্রিয়াদি করণ বলিয়া কথিত হইয়াছে। ত্বংপদ-প্রতিপাদ্যই কর্ত্তা, করণ নহে ; যিনি কর্ত্তা, তিনি কদাচ করণ হইতে পারেন না। তুমি ইন্দ্রিয়াদি করণ হইতে পৃথক্ এবং তুমিই সেই ইন্দ্রিয়াদি করণের প্রেরয়িতা। সুতরাং সূক্ষ্ম-দেহকেও

নানৈতান্যেকরূপস্ত্বং ভিন্নস্তেভ্যঃ কুতঃ শৃণু।
ন চৈকেন্দ্রিয়রূপস্ত্বং সর্ব্বত্রাহং প্রতীতিতঃ॥ ৫ ॥
ন তেষাং সমুদায়োঽসি তেষামন্যতমস্য চ।
বিনাশেঽপ্যাত্মধীস্তাবদস্তি স্যান্নৈবমন্যথা ॥ ৬ ॥
প্রত্যেকমপি তান্যাত্মা নৈব তত্র নয়ং শৃণু।
নানাস্বামিকদেহোঽয়ং নশ্যেদ্ভিন্নমতাশ্রয়ঃ ॥ ৭ ॥
নানাত্মাভিমতং নৈব বিরুদ্ধবিষয়ত্বতঃ।
স্বম্যৈক্যে তু ব্যবস্থা স্যাদেকপার্থিবদেশবৎ ॥ ৮ ॥

ত্বংপদবাচ্য বলা যায় না॥ ৪॥ ইন্দ্রিয়াদি করণ নানাবিধ, তুমি একরূপ। সুতরাং এই সকল করণরূপ ইন্দ্রিয় হইতে তোমার পার্থক্য স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সর্ব্বত্রই 'অহং' এইরূপ প্রতীতি হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে যে, তুমি অনেক নহ; অতএব যে বস্তু এক, তাহা কখনও অনেক হইতে পারে না॥৫॥ যদি বল, ইন্দ্রিয় অনেক বিধায় তাহা ত্বং-পদবাচ্য নহে; কিন্তু ইন্দ্রিয় সমুদয় তো অনেক নহে। সুতরাং ইন্দ্রিয়সমুদয়ই ত্বংপদবাচ্য হউক; কিন্তু তাহাও নহে। কেন না, ইন্দ্রিয় সমুদয়ের মধ্যে একটি বিনষ্ট হইলে সেই ব্যক্তির বিনাশ হয় না। যদি ইন্দ্রিয়াদি সমূহই ত্বং-পদপ্রতিপাদ্য হইত, তবে একটি ইন্দ্রিয়ের বিনাশেই 'অহং' এইরূপ প্রতীতি হইতে পারিত না॥ ৬॥ পূর্ব্ব-শ্লোকে কথিত হইয়াছে যে, ইন্দ্রিয়সমূহ ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য নহে। তাহা হইলে ইন্দ্রিয়গণের প্রত্যেককে আত্মা বলি; এই সন্দেহ নিরাসার্থ বলিতেছেন,—এই দেহ নানাস্বামিক, অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, ইন্দ্রিয়, ইহারা সকলেই দেহের স্বামিস্বরূপ। এই সকল মন, বুদ্ধি প্রভৃতিরও ঐক্য নাই; কেন না, এক ইন্দ্রিয়ের এক দিকে গতি হইলে অন্য ইন্দ্রিয় অপর দিকে গমন করে। সুতরাং ইন্দ্রিয়দিগকে যখন সর্ব্বতোভাবে বিভিন্ন দৃষ্ট হইতেছে,তখন সেই সকল ইন্দ্রিয়কে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপেও আত্মা বলা যায় না॥৭॥ বিরুদ্ধবিষয়তাপ্রযুক্ত আত্মার বহুত্বও স্বীকার করা যায় না। পূর্ব্বে আত্মা এক বলিয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে, এইক্ষণ তাহাকে নানাও বলা যাইতে পারে না; কারণ, একত্ব ও বহুত্ব ইহারা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম। যেমন এই পৃথিবীর রাজা এক হইলেও তাহার অধীনস্থ অনেক রাজা বিদ্যমান আছে, তদ্রূপ একমাত্র আত্মাই দেহের স্বামী, ইন্দ্রিয়গণ সেই আত্মার অধীন॥ ৮॥

ন মনস্ত্বং ন বা প্রাণো জড়ত্বাদেব চৈতয়োঃ।
গতমন্যত্র মে চিত্তমিত্যন্যশ্চানুভূতিতঃ ॥৯॥
ক্ষুত্তৃড়্ভ্যাং পীড়িতঃ প্রাণো মমায়ং চেতি ভেদতঃ।
তয়োর্দ্রষ্টা পৃথক্ তাভ্যাং ঘটদ্রষ্টা ঘটাদ্যথা ॥১০॥
সুপ্তৌ লীনাস্তি যা বোধে সর্ব্বং ব্যাপ্নোতি দেহকম্।
চিচ্ছায়য়া চ সম্বদ্ধা ন সা বুদ্ধির্ভবান্ দ্বিজ ॥ ১১ ॥
নানারূপবতী বোধে সুপ্তৌ লীনাতিচঞ্চলা।
যতো দৃগেকরূপস্ত্বং পৃথক্ তস্য প্রকাশকঃ ॥১২॥

মন বা প্রাণ ইহারা কেহই ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য নহে; যেহেতু, উহারা উভয়ই জড়। বিশেষতঃ "আমার মন অন্যত্র গমন করিতেছে," এই প্রকার প্রতীতি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ইহাতেই মন ও আমি এই দুই পদার্থ যে বিভিন্ন, তাহা বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায়; সুতরাং মন ও আত্মা এক পদার্থ নহে। অতএব মনকে ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য বলা যাইতে পারে না॥৯॥ "আমার প্রাণ ক্ষুধা ও তৃষ্ণাতে প্রপীড়িত হইতেছে,"এই প্রকার প্রতীতি সর্ব্বদাই হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা অবগত হওয়া যায় যে, আত্মা প্রাণ হইতে স্বতন্ত্র; সুতরাং প্রাণকে আত্মা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। অতএব মন ও প্রাণ উভয়ের দ্রষ্টা কেহ আছে, সে দ্রষ্টা মন ও প্রাণ নহে। যেমন ঘটের দ্রষ্টা ও ঘট এই উভয় এক নহে, তদ্রূপ মন ও প্রাণের দ্রষ্টা এবং মন ও প্রাণ ইহারা এক হইতে পারে না॥১০॥ হে দ্বিজ! বুদ্ধিও ত্বং-পদ-প্রতিপাদ্য নহে। কারণ, বুদ্ধি নিদ্রাবস্থায় লীন থাকে, জাগ্রদবস্থায় সমস্ত দেহকে আশ্রয় করে এবং এই বুদ্ধিই সেই চিন্ময়ের সহিত মিলিত থাকে; সুতরাং বুদ্ধিও আত্মা নহে। বুদ্ধি যদি আত্মা হইত, তবে তাহার অবস্থাভেদ দৃষ্ট হইত না॥ ১১ ॥

এক্ষণে ত্বংপ্রতিপাদ্য (তুমি কে?) তাহা নিরূপণ করিতেছেন।—বুদ্ধি চঞ্চলা, অর্থাৎ নানারূপধারিণী। সেই বুদ্ধিজাগ্রৎকালে নানা প্রকার হয় এবং নিদ্রাকালে বিলীন হইয়া থাকে। তুমি সেই বুদ্ধির দ্রষ্টা, অর্থাৎ তুমিই বুদ্ধিকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া তাহার নানারূপ উৎপাদন করিয়া থাক। বুদ্ধির চাঞ্চল্য, বহুরূপ ও বিলীনতা, এই সমুদয় তুমি দেখিতেছ। সুতরাং তুমিই সেই বুদ্ধি হইতে স্বতন্ত্র॥ ১২ ॥

সুপ্তৌ দেহাদ্যভাবেঽপি সাক্ষী তেষাং ভবান্ যতঃ।
সাহ্নুভূতিস্বরূপত্বাদাত্মতস্তাস্তি ভাসকঃ॥১৩॥
প্রমাণং বোধয়ন্তন্তং বোধং মানেন যে জনাঃ।
বুভুৎসন্তে তে এধোভির্দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি পাবকম্॥১৪॥
বিশ্বমাত্মানুভবতি তেনাসৌ নানাভূয়তে॥
বিশ্বং প্রকাশয়ত্যাত্মা তেনাসৌ ন প্রকাশতে॥১৫॥
ঈদৃশং তাদৃশং নোঽয়ং ন পরোক্ষং সদেব যৎ।
তদ্ব্রহ্ম ত্বং ন দেহাদিদৃশ্যরূপোঽসি সর্ব্বদৃক্॥১৬॥
ইদন্তেনৈব যদ্ভাতি সর্ব্বং তচ্চ নিষিধ্যতে।
অবাচ্যত্বমদিদং ন বেদ্যং স্বপ্রকাশতঃ॥১৭॥

সুষুপ্তিকালে এবং দেহাদির অভাবেও তুমি তাহার সাক্ষিরূপে বিরাজমান থাক। যেহেতু,সুষুপ্তি ও দেহাদির অভাব তোমারই অনুভূত হয়; অতএব তুমি ব্যতীত উহাদের প্রকাশক আর কেহই নাই॥ ১৩॥ বুদ্ধিই প্রমাণ জানিতে পারে, কিন্তু প্রমাণ দ্বারা কদাচ বুদ্ধি জানিতে পারে না। যাঁহারা বলেন, প্রমাণ দ্বারা বুদ্ধি পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত; কারণ, তাঁহাদিগের মতে কাষ্ঠ বহ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে। যদ্রূপ অগ্নিই কাষ্ঠকে দগ্ধ করে, কিন্তু কাষ্ঠ কদাচ অগ্নিকে দগ্ধ করিতে সক্ষম হয় তদ্রূপ বুদ্ধি কখন প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয় না॥ ১৪॥ আত্মাই এই অনন্ত বিশ্বকে অনুভব করিতেছেন, কখনও বিশ্ব আত্মাকে অনুভব করিতে পারিতেছেন না। আত্মা এই বিশ্বকে প্রকাশ করিতেছেন, কিন্তু বিশ্ব আত্মাকে প্রকাশ করিতে পারেন না॥ ১৫॥ যিনি সৎ, যাঁহাকে "এইরূপ সেইরূপ" বলিয়া নির্ণয় করিতে পারা যায় না এবং যিনি পরোক্ষ নহেন, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিগ্রাহ্য নহেন, সেই ব্রহ্মই তুমি। তুমি সকলের দ্রষ্টা; কিন্তু তুমি দেহাদির ন্যায় দৃশ্য নহ, অর্থাৎ তোমাকে কেহই দর্শন করিতে পায় না॥ ১৬॥ যে সকল দ্রব্য আপন হইতে স্বতন্ত্র, অথচ সম্মুখে উপস্থিত,তাহারাই ইদং-শব্দ-প্রতিপাদ্য। সুতরাং সম্মুখস্থিত পদার্থও তুমি নও; কারণ, তৎসমস্তই তোমা হইতে ভিন্ন। যে সমুদয় পদার্থকে "ইদং (এই-রূপ) শব্দে উল্লেখ করা যায়, তৎসমস্তকেও তোমার স্বরূপ বলা যাইতে পারে না এবং তোমাকেও "এইরূপ" শব্দে নির্দ্দেশ করা যায় না। বিশেষতঃ

সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণমুচ্যতে।
সত্যত্বাৎজ্ঞানরূপত্বাদনন্তত্বাত্ত্বমেব হি ॥১৮॥
সতি দেহাদ্যুপাধৌ স্যাজ্জীবস্তস্য নিয়ামকঃ।
ঈশ্বরঃ শক্ত্যুপাধিস্ত্বাদ্বয়োর্ব্বাধে স্বয়ং-প্রভঃ ॥ ১৯ ॥
অপেক্ষ্যতেঽর্থিভির্মানৈর্নয়নং মানমীক্ষতে।
বেদবাক্যং প্রমাণং তৎ ব্রহ্মাত্মাবগতৌ মতম্ ॥ ২০ ॥

তুমি স্বপ্রকাশক ; সুতরাং সকলের অজ্ঞেয়, অর্থাৎ তুমি স্বয়ং পরিজ্ঞাত না হইলে, কেহই তোমাকে জানিতে পারে না ॥১৭॥ কোন একটি উপলক্ষ্য দ্বারা লক্ষ্য-কথনকে তটস্থ লক্ষণ বলা যায়। যেমন আকাশকে বুঝাইবার নিমিত্ত যদি বলা যায় যে, "ঐ ভিত্তির দিকে দৃষ্টি কর, ঐ ভিত্তির যেখানে শেষ হইয়াছে, উহাই আকাশ।" এখানে ঐ ভিত্তির সাহায্যে আকাশ পরিজ্ঞাত হইল ; সুতরাং এ ভিত্তি পদার্থটি আকাশের তটস্থ-লক্ষণ বিশেষণ হইল। এইরূপে ব্রহ্মকেও তটস্থ-লক্ষণা দ্বারা জানা যাইতে পারে। যিনি সত্য, জ্ঞানময়, অনন্ত, তিনিই ব্রহ্ম। তুমিও সত্যত্ব, জ্ঞানময়ত্ব ও অনন্তত্ব প্রযুক্ত সেই ব্রহ্মস্বরূপ। যে হেতু, ব্রহ্মেতে যে সত্যত্ব-জ্ঞানময়ত্বাদি লক্ষণ আছে, তাহা তোমাতেও বিদ্যমান রহিয়াছে ; সুতরাং তুমিও ব্রহ্মস্বরূপ ॥১৮॥

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ত্বং ও ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদিত হইলেও জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্ম-প্রযুক্ত কি প্রকারে তাঁহাদের ঐক্য হইতে পারে ? এই আশঙ্কা-নিরাসার্থ জীব ও ঈশ্বরের উপাধিভেদ বলিতেছেন।— একমাত্র চৈতন্যই সদ্বস্তু, জীব সেই চৈতন্যের নিয়ামক ; দেহাদি সেই জীবের উপাধি। ঈশ্বরের উপাধি মায়া, তিনি সেই মায়ার নিয়ন্তা। সুতরাং যিনি দেহাদি উপাধিযুক্ত, তিনিই জীব এবং যিনি মায়াদি উপাধিবিশিষ্ট, তিনিই ঈশ্বর। এই উপাধির দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ জ্ঞান হইয়া থাকে। যখন সেই পঞ্চকোষময় দেহরূপ জীবোপাধি এবং মায়ারূপ ঈশ্বরোপাধির জ্ঞান হয়, তখনই সেই উভয় উপাধির অবভাসক একমাত্র স্বপ্রকাশমান চৈতন্যরূপ পর-ব্রহ্ম প্রকাশ পায়েন ॥ ১৯ ॥

লৌকিক বস্তু-পরিজ্ঞানে যেমন নয়নাদি কারণ, তদ্রূপ ব্রহ্মাত্ম-পরিজ্ঞানে একমাত্র বেদবাক্যই প্রধান কারণ। বেদবাক্য দ্বারাই উপাধির বাধ হইয়া

অতো হি তত্ত্বমস্যাদি-বেদবাক্য-প্রমাণতঃ।
ব্রহ্মণোঽস্তি যয়া যুক্ত্যা সম্যগস্মাভিঃ কীর্ত্ত্যতে ॥ ২১।
শোধিতে ত্বং-পদার্থে হি তত্ত্বমস্যাদি-চিন্তিতম্।
সম্ভবেন্নান্যথা তস্মাচ্ছোধনং কৃতমাদিতঃ ॥ ২২ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিধর্ম্মান্যঃ স্বাত্মন্যারোপয়ন্ মৃষা।
কর্ত্তৃত্বাদ্যভিমানী চ বাচ্যার্থস্ত্বং-পদস্য চ ॥ ২৩ ॥
দেহেন্দ্রিয়াদিসাক্ষী যস্তেভ্যো ভাতি বিলক্ষণঃ।
স্বয়ং বোধস্বরূপত্বাল্লক্ষ্যার্থস্ত্বং-পদস্য চ ॥ ২৪ ॥

ব্রহ্মের জ্ঞান হইয়া থাকে, ইহার অন্যথা হয় না। লৌকিক বস্তু সকল নয়নাদি দ্বারা প্রত্যক্ষ করিয়া তদ্বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যায়, কিন্তু ব্রহ্ম কখনও নয়নাদি দ্বারা প্রত্যক্ষীভূত হয়েন না; সুতরাং তাঁহার পরিজ্ঞান-বিষয়ে একমাত্র বেদ-বাক্য ব্যতীত অন্য উপায় নাই ॥ ২০ ॥

"তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদবাক্য-প্রমাণ ও যুক্তি দ্বারা যেরূপে ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞান হইয়া থকে, অধুনা তাহাই বিশেষরূপে কথিত হইতেছে; অর্থাৎ "তত্ত্বমসি" প্রভৃতি বেদবাক্য নির্ণয় ও যুক্তি-প্রদর্শন পূর্ব্বক সম্যক্‌রূপে ব্রহ্মপদার্থ প্রতিপাদন করিতেছেন ॥ ২১ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যার্থ নির্ণয় করিতে ত্বং-পদার্থ-পরিজ্ঞান আবশ্যক। বাক্যান্তর্গত শব্দসমূহ পরিজ্ঞাত না হইলে বাক্যার্থ-বোধ হয় না। এই জন্য প্রথমতঃ ত্বং-পদার্থ নিরূপিত হইয়াছে। এই প্রকারে "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের অন্তর্গত "তৎ ও অসি" এই শব্দদ্বয়ের অর্থ নিরূপিত হইয়া "তত্ত্বমসি" বাক্যের অর্থ-পরিজ্ঞান হইলেই ব্রহ্মপদার্থ পরিজ্ঞাত হইবে ॥ ২২ ॥

অধুনা ত্বং-পদের বাক্যার্থ নিরূপণ করিতেছেন।—যিনি ত্বং-শব্দ-প্রতিপাদ্য, তিনিই শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি হইতে অতিরিক্ত। আত্মাতে উক্ত শরীর ও ইন্দ্রিয়াদি ধর্ম্মের মিথ্যা আরোপ করিয়া জনগণ কর্ত্তৃত্বাদি অভিমানী হয়। অজ্ঞানীরা "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদি প্রকারে দেহাদি উপাধি স্বীকার করত অভিমান প্রকাশ করে এবং সেই উপাধিও ধর্ম্মযুক্ত শরীরাদিকে ত্বং-পদের বাচ্যার্থরূপে জ্ঞান করে; অর্থাৎ দেহকে ত্বং-শব্দে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥

ইদানীং ত্বং-শব্দের লক্ষ্যার্থ নির্ণয় করিতেছেন।—যিনি স্বয়ং বোধস্বরূপ, দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী, অথচ দেহেন্দ্রিয়াদি হইতে পৃথক্, তাঁহাকে ত্বং-শব্দের

বেদান্তবাক্যসংবেদ্যবিশ্বাতীতাক্ষরাদ্বয়ম্।
বিশুদ্ধং যৎ স্বসংবেদ্যং লক্ষ্যার্থস্তৎপদস্য সঃ ॥ ২৫ ॥
সামানাধিকরণ্যং হি পদয়োস্তত্ত্বমোর্দ্বয়োঃ।
সম্বন্ধস্তেন বেদান্তৈর্ব্রহ্মৈক্যং প্রতিপদ্যতে ॥ ২৬ ॥
ভিন্নপ্রবৃত্তিহেতুত্বে পদয়োরেকবস্তুনি।
বৃত্তিত্বং যত্তথৈবৈক্যং বিভক্ত্যন্তকয়োস্তয়োঃ ॥ ২৭ ॥
সামানাধিকরণ্যং তৎসম্প্রদায়িভিরীরিতম্।
তথা পদার্থয়োরেব বিশেষণবিশেষ্যতা ॥ ২৮ ॥

লক্ষ্যার্থ বলিয়া নিরূপণ করা যায়। যেমন প্রদীপের আবশ্যক হইলে অগ্নি-শিখাকেই লোকে লক্ষ্য করিয়া থাকে, দীপাধার, বর্ত্তি প্রভৃতি লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ ত্বং-পদার্থ নিরূপণ করিতে হইলে যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির অতীত, তাঁহাকেই লক্ষ্য করিতে হয় ॥ ২৪ ॥

এক্ষণে তৎপদের লক্ষ্যার্থ কীর্ত্তিত হইতেছে।—যিনি বেদবাক্য-প্রতিপাদ্য, এই অনন্ত বিশ্বের অতীত, অবিনশ্বর, অদ্বয়, বিশুদ্ধ (সর্ব্বপ্রকার বিকার-বিহীন), আর যিনি স্বয়ং পরিজ্ঞেয় হয়েন, তিনিই তৎপদের লক্ষ্যার্থ ॥ ২৫ ॥

তৎ ও ত্বং এই উভয় পদের সামানাধিকরণ্য সম্বন্ধ ; এই সম্বন্ধ দ্বারা তৎ ও ত্বং এই উভয় পদার্থের ঐক্য-প্রতিপাদন করত বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মাত্মৈক্য প্রতিপাদন করিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

দুইটি পদ ভিন্নার্থবোধক হইলেও যদি সমানবিভক্তিক হইয়া এক বস্তুতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে উক্ত পদদ্বয়ের যে ঐক্যরূপ সম্বন্ধ, তাহাকেই সামানাধিকরণ্য-সম্বন্ধ বলে। যেমন "নীলোৎপল" এই স্থলে নীল শব্দ ও উৎপল শব্দ একার্থপ্রতিপাদক নহে, কিন্তু উভয় শব্দই এক বস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়াছে ; অতএব এই স্থলে নীল ও উৎপল এই উভয় শব্দের সম্বন্ধই সামানাধিকরণ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে ॥ ২৭ ॥

সাম্প্রদায়িকগণ (শাস্ত্রমীমাংসকেরা) উক্ত প্রকার সম্বন্ধকে সামানাধিকরণ-সম্বন্ধ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং উক্ত পদার্থদ্বয়কে বিশেষ্য ও বিশেষণ বলিয়া থাকেন। যে যে পদে সামানাধিকরণ-সম্বন্ধ থাকে, তাহাদের একটি বিশেষ্য ও অপরটি বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে ॥ ২৮ ॥

অয়ং সঃ সোঽয়মিতিবৎ সম্বন্ধো ভবতি দ্বয়োঃ।
প্রত্যক্তাং সদ্বিতীয়ত্বপরোক্ষত্বস্য পূর্ণতা ॥ ২৯ ॥
পরস্পরবিরুদ্ধং স্যাত্ততো ভবতি লক্ষণা।
লক্ষ্যলক্ষণসম্বন্ধপদার্থপ্রত্যগাত্মনোঃ ॥ ৩০ ॥
মানান্তরোপরোধাচ্চ মুখ্যার্থস্যাপরিগ্রহে।
মুখ্যার্থস্য বিনা ভূতে প্রবৃত্তির্লক্ষণোচ্যতে ॥ ৩১ ॥
ত্রিবিধা লক্ষণা জ্ঞেয়া জহত্যজহতী তথা।
অন্যোভয়াত্মিকা জ্ঞেয়া তত্রাদ্যা নৈব সম্ভবেৎ ॥ ৩২ ॥
বাচ্যার্থমখিলং ত্যক্ত্বা বৃত্তিঃ স্যাদ্‌যা তদান্বিতে।
গঙ্গায়াং ঘোষ ইতিবজ্জহতী লক্ষণা হি সা ॥ ৩৩ ॥

"অয়ং সঃ, সোঽয়ং" অর্থাৎ এই সেই পদার্থ এবং সেই এই পদার্থ, ইত্যাদি স্থলে 'সেই' ও 'এই' এই উভয় শব্দের বিশেষ্য-বিশেষণতা আছে; অর্থাৎ "সেই" পদটি বিশেষণ এবং "এই" পদটি বিশেষ্য; কিন্তু উক্ত শব্দ দুইটি এক পদার্থে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সুতরাং অপরোক্ষত্ব, পরোক্ষত্ব, সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণতা, এই সমস্ত পরস্পর বিরুদ্ধপ্রযুক্ত লক্ষণা দ্বারা উপপত্তি করিতে হয়। "সেই এই" স্থলে 'সেই' পদার্থ পরোক্ষ এবং 'এই' পদার্থ অপরোক্ষ। উভয়ের ঐক্য-প্রতিপাদন করিতেছেন; কারণ, কোনরূপ অর্থকৌশল না করিলে অর্থসুসঙ্গতি হইতে পারে না। "তৎ ত্বং" স্থলেও তৎপদার্থ পূর্ণ এবং ত্বং-পদার্থ সদ্বিতীয়, অতএব উভয়ের ঐক্যরূপ অর্থসঙ্গতি অসম্ভব। সুতরাং অর্থ-সঙ্গতির জন্য লক্ষণা স্বীকার করিতে হয় ॥ ২৯-৩০ ॥

যে স্থলে প্রমাণান্তরের উপরোধ হেতু মুখ্যার্থের পরিগ্রহ হয় না, সেই স্থলে অর্থের উপপত্তির নিমিত্ত শব্দার্থের অন্যথাত্ব কল্পনা করিতে হয়; এই প্রকার অর্থ-কল্পনার নাম লক্ষণা। যেমন "রক্তবস্ত্র" এই স্থলে রক্তশব্দে রক্তগুণবিশিষ্ট অর্থ কল্পনা করিতে হয়; সুতরাং রক্তগুণ-বিশিষ্টরূপ অর্থ-কল্পনাই লক্ষণা ॥৩১॥

লক্ষণা ত্রিবিধ;—জহৎস্বার্থা, অজহৎস্বার্থা এবং জহৎ ও অজহৎ-মিশ্রিত। উক্ত তিন প্রকার লক্ষণার মধ্যে এই স্থলে প্রথমা জহৎস্বার্থ-লক্ষণার সম্ভব হয় না; কারণ, জহৎ শব্দ ত্যাগার্থক; তৎ ও ত্বং শব্দের অর্থ-প্রতিপাদনে কোন-রূপ ত্যাগ স্বীকার করিতে হয় না ॥ ৩২ ॥

যে স্থানে বাক্যার্থের অনুপপত্তি বশতঃ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া অন্যার্থ

বাচ্যার্থস্যৈকদেশস্য প্রকৃতেস্ত্যাগো দৃশ্যতে।
জহতী সম্ভবেন্নৈব সম্প্রদায়বিরোধতঃ ॥ ৩৪ ॥
বাচ্যার্থমপরিত্যজ্য বৃত্তিরন্যার্থকে তু যা।
কথিতেয়মজহতী শোণোঽয়ং ধাবতীতিবৎ ॥ ৩৫ ॥
ন সম্ভবতি সাপ্যত্র বাচ্যার্থেতি বিরোধতঃ।
বিরোধাংশপরিত্যাগো দৃশ্যতে প্রকৃতের্যতঃ ॥৩৬॥

পরিকল্পিত হয়, সেই স্থলেই জহৎস্বার্থ-লক্ষণা হইয়া থাকে। যেমন "গঙ্গায়াং ঘোষঃ" (গঙ্গাতে ঘোষ বাস করিতেছে) এই স্থলে জলপ্রবাহরূপ গঙ্গাতে ঘোষের বাস অসম্ভব হেতু গঙ্গাশব্দে গঙ্গাতীর অর্থকল্পনা করিতে হয়; পরন্তু এই স্থলে গঙ্গা শব্দের জলপ্রবাহরূপ মুখ্যার্থ পরিত্যাগ করিয়া তীররূপ অর্থ পরিগ্রহ করা হয়; সুতরাং এই স্থলে জহৎস্বার্থলক্ষণা বলা যায়। কিন্তু "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে উক্তরূপ লক্ষণা হইতে পারে না; কারণ, এই স্থলে কোনরূপ অর্থ পরিত্যাগ করিতে হয় না ॥ ৩৩ ॥

"তত্ত্বমসি" এই বাক্যে বাচ্যার্থের একদেশমাত্র দৃষ্ট হয়, সুতরাং জহৎস্বার্থ-লক্ষণা সম্ভব হয় না। যেহেতু, এই স্থলে সমুদায় মুখ্যার্থের ত্যাগ হয় নাই। পরন্তু সম্প্রদায়-বিরোধ হয় ॥ ৩৪ ॥

যে স্থলে বাক্যার্থে তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি প্রযুক্ত বাক্যান্তর্গত শব্দের সমুদায় মুখ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া অর্থান্তর স্বীকার করিতে হয়, সেই স্থলে অজহৎস্বার্থলক্ষণা বলা যায়। যেমন "শোণোঽয়ং ধাবতি", অর্থাৎ এই রক্তবর্ণ ধাবিত হইতেছে, এই স্থলে রক্তবর্ণের গমন অসম্ভব; সুতরাং রক্তবর্ণ শব্দে অশ্বই অর্থ করিতে হয়। এখন দেখা যাইতেছে যে, রক্তবর্ণরূপ প্রকৃত অর্থ পরিত্যক্ত হয় নাই, অথচ রক্তবর্ণ-বিশিষ্ট অশ্ব এইরূপ অর্থই করা হইয়াছে, অতএব এই স্থলে অজহৎস্বার্থলক্ষণা বলা যায় ॥ ৩৫ ॥ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যে অজহৎস্বার্থলক্ষণারও সম্ভব হয় না; যেহেতু, মুখ্যার্থের বিরোধ হয়। পরন্তু এই স্থলে বিরুদ্ধাংশের পরিত্যাগ দেখা যাইতেছে। সুতরাং সদ্বিতীয়ত্ব ও পূর্ণত্ব ইহারা বিরুদ্ধধর্ম্ম; সদ্বিতীয়ত্ব পরিত্যাগ না করিলে অর্থসঙ্গতি হইতে পারে না। উহা পরিত্যাগ করিয়া তৎ ও ত্বং উভয়ে সামানাধিকরণ্য হইয়াছে; অতএব একাংশমাত্র পরিত্যাগে

বাচ্যার্থস্যৈকদেশঞ্চ পরিত্যজ্যৈকদেশকম্।
যা বোধয়তি সা জ্ঞেয়া তৃতীয়া ভাগলক্ষণা ॥৩৭॥
সোঽয়ং বিপ্র ইদং বাক্যং বোধয়ত্যাদিতো যথা।
তৎকালত্ববিশিষ্টঞ্চ তথৈতৎ কালসংযুতম্ ॥৩৮॥
অতস্তয়োর্ব্বিরুদ্ধং তত্তৎকালত্বাদিধর্ম্মকম্।
ত্যক্ত্বা বাক্যং যথা বিপ্র পিণ্ডং বোধয়তীরিতম্।
তথৈব প্রকৃতেস্তত্ত্বমসীত্যত্র শ্রুতৌ শৃণু ॥৩৯॥
প্রত্যক্ত্বাদীন্ পরিত্যজ্য জীবধর্ম্মাংস্ত্বমঃপদাৎ ;
সর্ব্বজ্ঞত্বপরোক্ষাদীন্ পরিত্যজ্য ততঃ পদাৎ ॥৪০॥

অজহৎস্বার্থলক্ষণাও হইতে পারে না ॥ ৩৬॥ যে স্থানে মুখ্যার্থের একদেশ-মাত্র পরিত্যাগ করিয়া একাংশের অর্থ বলবৎ থাকে, সেই স্থানেই জহৎ অজহৎ উভয়মিশ্রিত তৃতীয়া ভাগলক্ষণা হইয়া থাকে ॥৩৭॥ "সোঽয়ং বিপ্রঃ" (সেই এই বিপ্র)—অর্থাৎ "যাহাকে পূর্ব্বকালে দেখিয়াছি, তিনি এই," ইহাই ভাগলক্ষণার স্থল। এই স্থলে বিরুদ্ধাংশ তৎকালবিশিষ্টত্বরূপ অর্থ পরিবর্জ্জন করিয়া বিপ্ররূপ অর্থে বাক্যার্থের উপপত্তি হইয়াছে। সুতরাং কোন অংশের পরিবর্জ্জন এবং কোন অংশের অপরিবর্জ্জন আছে। বিরুদ্ধাংশ তৎকাল-বিশিষ্টত্বরূপ অর্থের পরিত্যাগ ও অবিরুদ্ধাংশ বিপ্রার্থের স্বীকার দৃষ্ট হয়; সুতরাং ভাগলক্ষণা দ্বারাই এই স্থানে অর্থের উপপত্তি হইয়াছে ॥৩৮॥ তৎকাল-বিশিষ্টত্ব ও এতৎকালবিশিষ্টত্ব ইহারা বিরুদ্ধাংশ। কেন না, তৎকাল ও এতৎকাল একসময়ে সম্ভবে না: এইরূপ স্থলবিশেষে বহুবিধ লক্ষণা হইয়া থাকে। এই প্রকৃত বিষয়ে অর্থাৎ তত্ত্বমসি বাক্যে শ্রুতি যে প্রকার মীমাংসা করত অর্থ-নিষ্পত্তি করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৩৯ ॥ "তত্ত্বমসি" এই বাক্যেও ভাগলক্ষণা দ্বারাই অর্থোপলব্ধি হইয়াছে। ত্বং-পদ হইতে বিরুদ্ধ প্রত্যক্ত্বাদি জীবধর্ম্ম এবং তৎ-পদ হইতে সর্ব্বজ্ঞত্ব-পরোক্ষত্বাদি ধর্ম্ম পরিবর্জ্জন করিয়া "তত্ত্বং" এই পদের অর্থ করিতে হয়। উক্ত তৎপদে শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরম বস্তু বুঝায়, আর তৎ ও ত্বং এই পদদ্বয়ের ঐক্য হইলে "তুমি সেই শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরব্রহ্ম এবং শুদ্ধ কূটস্থ অদ্বৈত পরব্রহ্মই তুমি" এই প্রকার অর্থ হইয়া থাকে, অতএব "তত্ত্বমসি" এই বাক্যের প্রকৃতার্থ বিবেচনা করিলে

এবৈতং বোধয়ত্যাদরাৎ পরম্।
তত্ত্বমোঃ পদয়োরৈক্যমেব তত্ত্বমসীত্যলম্ ॥৪১॥
ইত্থমৈক্যাববোধেন সম্যক্ জ্ঞাতং দৃঢ়ং নয়ৈঃ।
অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানং যস্য শোকং তরত্যসৌ ॥৪২॥
আত্মা প্রকাশমানোঽপি মহাবাক্যৈস্তথৈকতা।
তত্ত্বমোর্ব্বোধ্যতেঽথাপি পৌর্ব্বাপর্য্যানুসারতঃ ॥৪৩॥
তথাপি শক্যতে নৈব শ্রীগুরোঃ করুণাং বিনা।
অপরোক্ষয়িতুং লোকে মূঢ়ৈঃ পণ্ডিতমানিভিঃ ॥৪৪॥
অন্তঃকরণসংশুদ্ধৌ স্বয়ং জ্ঞানং প্রকাশতে।
বেদবাক্যৈরতঃ কিং স্যাদ্গুরুণেতি ন সাম্প্রতম্ ॥৪৫॥
আচার্য্যবান্ পুরুষো হি বেদেত্যেবং শ্রুতির্জ্জগৌ।
অনাদাবিহ সংসারে বোধকো গুরুরেব হি ॥৪৬॥

"তুমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার অভেদ জ্ঞান হইবে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞানই "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ॥ ৪০-৪১॥ যাহার পূর্ব্বোক্ত-রূপে "তত্ত্বমসি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ-বোধ দ্বারা যুক্তি-সহকারে "অহং ব্রহ্ম" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ দৃঢ় জ্ঞান জন্মে, সেই ব্যক্তি শোক-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে॥ ৪২॥ আত্মতত্ত্ব-পরিজ্ঞান হইলেও "তত্ত্বমসি" এই মহা-বাক্য দ্বারা পৌর্ব্বাপর্য্যক্রমে তৎ ও ত্বং এই উভয়ের একত্ব-জ্ঞান করিতে হয়, অর্থাৎ প্রথমতঃ জীবের পরিজ্ঞান হইয়া সেই জীবই ব্রহ্মরূপে প্রকাশিত হয়েন; কেন না, জীবের মায়াদি পরিত্যাগ হইলেই "আমিই ব্রহ্ম" এই প্রকার অভেদজ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৪৩॥ যদিও জীবব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান-বিষয়ে নানা-প্রকার শাস্ত্র ও বেদপ্রমাণাদি বর্ত্তমান থাকুক, তথাপি শ্রীগুরুর কৃপা ব্যতীত পণ্ডিতাভিমানী মূঢ়েরা কদাচ অপরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান লাভ করিতে পারে না॥৪৪॥ যদি বল, "অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলেই পরব্রহ্মের তত্ত্ব-পরিজ্ঞান হইতে পারে, তাহা হইলে আর বেদবাক্য ও শ্রীগুরুর কৃপার আবশ্যক কি?" ইহা সজ্জনদিগের অভিমত নহে। কেবল পণ্ডিতাভিমানী তত্ত্বজ্ঞানবিহীন ব্যক্তি-রাই বলিয়া থাকেন যে, একমাত্র বেদবাক্যার্থ পর্য্যালোচনা করিলেই পরব্রহ্ম স্বয়ং প্রকাশ পাইয়া থাকেন। যাঁহারা ব্রহ্মবিজ্ঞানপারদর্শী, তাঁহারা কদাচ ইহা স্বীকার করেন না॥ ৪৫॥ শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে যে, এই অনিত্য

অতো ব্রহ্মাত্মনৈবৈক্যং জ্ঞাত্বা দৃশ্যমসত্তয়া।
অদ্বৈতে ব্রহ্মণি স্থেয়ং প্রত্যগ্‌ব্রহ্মাত্মনা সদা ॥৪৭॥
যৎ প্রত্যক্ষাৎ পরিজ্ঞাতমদ্বৈতব্রহ্মচিদ্ঘনম্।
প্রতিপাদ্যং তদেবাত্র বেদান্তৈর্ন দ্বয়ং জড়ম্ ॥৪৮॥
সুখরূপং চিদদ্বৈতং দুঃখরূপমসজ্জড়ম্।
বেদান্তৈস্তদ্দ্বয়ং সম্যক্ নির্ণীতং বস্তুতো নয়াৎ ॥৪৯॥
অদ্বৈতমেবং সত্যং ত্বং বিদ্ধি দ্বৈতমসৎ সদা।
শুদ্ধে কথমশুদ্ধঃ স্যাৎ দৃশ্যং মায়াময়ং ততঃ ॥৫০॥

সংসারে একমাত্র গুরুই জ্ঞানদাতা ; গুরু ব্যতীত আর কেহ জ্ঞানদান করিতে পারেন না। আচার্য্যবান্ পুরুষই বেদ অর্থাৎ ব্রহ্মবিজ্ঞান-বিষয়ে যিনি সদুপদেশ প্রদান করিতে সক্ষম, তিনিই ব্রহ্মবিজ্ঞান-লাভের কারণ ; যেহেতু, গুরুই বেদবাক্যার্থের বোধক। বেদবাক্যার্থের অর্থাবগতি না হইলে কোন ফল হয় না এবং গুরু ব্যতীতও তাহার প্রকৃত মর্ম্মবোধ হইতে পারে না; সুতরাং এই অনিত্য সংসারে গুরুই ব্রহ্মবিজ্ঞানলাভের কারণ॥ ৪৬॥ অতএব শ্রীগুরুর উপদেশে ব্রহ্ম ও আত্মার ঐক্য-জ্ঞান করিয়া এই দৃশ্যমান অনাদি সংসারকে অসত্যরূপে জ্ঞান করিবে। তবেই অদ্বৈত ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি হইবে। যখন এই অসার সংসারের মিথ্যাত্ব-জ্ঞান হইয়া আত্মব্রহ্মের ঐক্য-জ্ঞান হয়, তখনই "অহং ব্রহ্ম" (আমিই ব্রহ্ম) এইরূপ জ্ঞান হইয়া থাকে॥ ৪৭॥ যাহার প্রত্যক্ষ হইলে অদ্বৈত চিন্ময় ব্রহ্মের পরিজ্ঞান হয়, এই বেদান্ত-শাস্ত্রে তাহাই প্রতিপাদিত হইয়াছে। দ্বৈত জড়পদার্থ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নহে॥ ৪৮॥ যিনি অদ্বৈত চিন্ময় পরব্রহ্ম, তিনি সুখস্বরূপ; আর অসৎ জড়ময় এই দ্বৈত সংসার দুঃখস্বরূপ। বেদান্তশাস্ত্রে যুক্তিপ্রদর্শন পূর্ব্বক এই উভয়ই নিরূপিত হইয়াছে॥ ৪৯॥ যিনি অদ্বৈত সচ্চিদানন্দময় পরব্রহ্ম, তিনিই সৎ এবং জড়ময় এই দ্বৈত সংসারই অসৎ; সর্ব্বদা এই প্রকার জ্ঞান কর। শুদ্ধ ব্রহ্মবিজ্ঞান হইলে অশুদ্ধ মায়াময় সংসারজ্ঞান থাকিতে পারে না। যে পর্য্যন্ত ব্রহ্মবিজ্ঞান না জন্মে, সেই পর্য্যন্তই লোকে অনিত্য (ক্ষণবিধ্বংসী) সংসারকে সদ্রূপে জ্ঞান করিয়া তাহাতেই নিয়ত আসক্ত থাকে॥ ৫০॥

শুক্তৌ রূপ্যং মৃষা যদ্বৎ তথা বিশ্বং পরাত্মনি।
বিদ্যতে ন স্বতঃ সত্বং নাসতঃ সত্বমস্তি বা ॥৫১॥
বাধ্যত্বাদ্ৱৈব সদ্বৈতং নাসৎ প্রত্যক্ষভানতঃ।
ন চ সৎ সদ্বিরুদ্ধত্বাদতোঽনির্ব্বাচ্যমেব তৎ ॥৫২॥
যঃ পূর্ব্বমেক এবাসীৎ সৃষ্ট্বা পশ্চাদিদং জগৎ।
প্রবিষ্টো জীবরূপেণ স এবাত্মা ভবান্ পরঃ ॥৫৩॥
সচ্চিদানন্দ এব ত্বং বিস্মৃত্যাত্মতয়া পরম্।
জীবভাবমনুপ্রাপ্তঃ স এবাত্মাসি বোধতঃ।
অদ্বয়ানন্দচিন্মাত্রঃ শুদ্ধঃ সাম্রাজ্যমাগতঃ ॥৫৪॥
কর্ত্তৃত্বাদীনি যান্যাসংস্ত্বয়ি ব্রহ্মণ্যয়ে পরে।
তানীদানীং বিচার্য্য ত্বং কিং স্বরূপাণি বস্তুতঃ ॥৫৫॥

যেমন শুক্তিতে রজত-ভ্রম হইয়া থাকে, তদ্রূপ পরমাত্মাতেও সংসারভ্রম হয়। পরমাত্মা সর্ব্বদা সত্তাবান্ এবং জগৎ অসত্য। যাঁহারা শুক্তিতে রজত-জ্ঞানের স্থায় সনাতন পরব্রহ্মে অসত্য জগৎ কল্পনা করেন, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত; কেন না, সত্যরূপী পরব্রহ্মে কদাচ ঐ অসত্য জগতের সম্ভব হইতে পারে না ॥৫১॥ জগতের সত্যত্ব-বিষয়ে বহুপ্রকার প্রতিবন্ধক দৃষ্ট হয়; সুতরাং তাহাকে সৎ বলা যাইতে পারে না। আর সর্ব্বদা এই জগৎ প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, অতএব তাহাকে অসৎও বলা যায় না। সুতরাং এই জগৎ সৎ কি অসৎ, তাহার কিছুই নির্ব্বাচন করা যাইতে পারে না ॥ ৫২ ॥ যিনি পূর্ব্বে একমাত্র সৎ ছিলেন, তিনিই এই জগৎ সৃষ্টি করিয়া জীবরূপে স্বয়ং সেই জগতে প্রবিষ্ট হইয়াছেন। তিনিই পরমাত্মা এবং পরমাত্মাই তুমি ॥ ৫৩ ॥ তুমিই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা; কারণ, তুমিই স্বীয়রূপ বিস্মৃত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, এই বিস্মৃতিরূপ মোহ-নিবৃত্তি হইয়া তত্ত্বজ্ঞান সমুদিত হইলেই পুনরায় তুমি অদ্বয়ানন্দ শুদ্ধ চিন্ময়রূপে প্রকাশ পাইবে। জীবভাব পরিত্যক্ত হইলেই আত্মস্বভাবরূপ সাম্রাজ্য হয়, অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত জীব আত্মস্বরূপ বিস্মৃত হইয়া সংসার-মায়ায় বিমোহিত থাকে, তাবৎকাল পর্য্যন্ত নিজকে নিজেই চিনিতে পারে না, আত্মবিস্মৃতি অপনোদিত হইলেই "অহং ব্রহ্ম" (আমিই ব্রহ্ম) ইত্যাকার জ্ঞান জন্মে ॥ ৫৪। তুমি অদ্বয় পরব্রহ্মস্বরূপ; তোমাতে কর্ত্তৃত্বাদি আরোপিত হইয়াছিল। অধুনা

অত্রৈব শৃণু বৃত্তান্তমপূর্ব্বং শ্রুতিভাষিতম্।
কশ্চিদ্গান্ধারদেশীয়মহারত্নবিভূষিতঃ ॥৫৬॥
স্বগৃহে স্বাঙ্গনে সুপ্তঃ প্রমত্তঃ সন্ কদাচন।
রাত্রৌ চৌরঃ সমাগত্য ভূষণানাং প্রলোভিতঃ ৫৭
বদ্ধা দেশান্তরং চৌরৈর্নীতঃ সন্ গহনে বনে।
ভূষণান্যপহৃত্যাপি বদ্ধাক্ষকরপাদকঃ ॥৫৮॥
নিক্ষিপ্তো বিপিনেঽতীব কুশকণ্টকবৃশ্চিকৈঃ
ব্যালব্যাঘ্রাদিভিশ্চৈব সঙ্কুলতরুসঙ্কটে ॥৫৯॥
ব্যালাদিদুষ্টসত্ত্বেভ্যো মহারণ্যে ভয়াতুরঃ ॥
শিলাকণ্টকদর্ভাদ্যৈর্দ্দেহস্য প্রতিকূলকৈঃ ॥৬০॥
ক্রিয়মাণে বিলুঠনে বিশীর্ণাঙ্গোঽসমর্থকঃ।
ক্ষুত্তৃবাতপবায্বগ্ন্যাদিভিস্তপ্তোঽতিতাপকৈঃ ॥৬১॥

বিচার করিয়া দেখ, প্রকৃতপক্ষে তুমি কিংস্বরূপ? যে পর্য্যন্ত তুমি অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিলে, সেই পর্য্যন্তই তোমার "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" এই প্রকার জ্ঞান ছিল; এক্ষণে অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান সমুদিত হইয়াছে এবং সেই কর্ত্তৃত্বাদি-জ্ঞানও অন্তর্হিত হইয়াছে, সুতরাং বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসেই নিজস্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারিবে। ৫৫॥

এই বিষয়ে শ্রুতিতে একটি অপূর্ব্ব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, শ্রবণ কর।—একদা গান্ধারদেশীয় কোন ব্যক্তি মহারত্নভূষণে বিভূষিত হইয়া অনবধানভাবে স্বীয় গৃহ-প্রাঙ্গণে নিদ্রা যাইতেছিল। অলঙ্কারলোভী চৌরগণ নিশাকালে তথায় উপস্থিত হইয়া তাহাকে বন্ধন করত দেশান্তরে লইয়া গেল এবং ভূষণরাশি অপহরণপূর্ব্বক তাহার হস্ত, পদ ও নেত্র বন্ধন করত কুশকণ্টক-সমাচ্ছন্ন,বৃশ্চিক-সমাকীর্ণ,ব্যাঘ্রাদিহিংস্র-শ্বাপদসঙ্কুল, নিবিড় তরুরাজি-বিরাজিত গহনকাননমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে চলিয়া গেল। মহারণ্যমধ্যে সর্পাদি দুষ্ট জন্তুগণের ভয়ে ভীত হইয়া মৃত্তিকাতে বিলুণ্ঠিত হওয়াতে কুশাঙ্কুর, শিলা ও কণ্টকাদিতে তাহার শরীর ক্ষত-বিক্ষত হইয়া গেল। পরন্তু তাহার দেহ শীর্ণ ও সামর্থ্যহীন হইল এবং ক্ষুধা, তৃষ্ণা, প্রখর বায়ু, অগ্নিসন্তাপ ও

বন্ধমুক্তো তথা দেশপ্রাপ্যাবেব সুদুঃখধীঃ।
মদৃশে কশ্চিদাক্রোশমৈকং তত্রৈব তস্থিবান্ ॥৬২॥
তথা রাগাদিভির্বর্গৈঃ শত্রুভির্দুঃখদায়িভিঃ।
চৌরৈর্দ্দেহাভিমানাদ্যৈঃ স্বানন্দধনহারিভিঃ ॥৬৩॥
ব্রহ্মানন্দে প্রমত্তঃ স্বাজ্ঞাননিদ্রাবশীকৃতঃ।
বদ্ধস্তং বন্ধনৈর্ভোগতৃষ্ণাজ্বরাদিভির্দৃঢ়ৈঃ ॥৬৪॥
অদ্বয়ানন্দরূপস্থাং প্রচ্যাব্যাতীবধূর্ত্তকৈঃ।
দূরনীতোঽসি দেহেষু সংসারারণ্যভূমিষু ॥৬৫॥
সর্ব্বদুঃখনিদানেষু শরীরাদিত্রয়েষু চ।
নানাযোনিষু কর্ম্মান্ধবাসনানির্ম্মিতাসু চ ॥৬৬॥
প্রবেশিতো বিস্পষ্টোঽসি বদ্ধস্বানন্দদৃষ্টিতঃ।
অনাদিকালমারভ্য দুঃখং চানুভবন্ সদা ॥৬৭॥

মাতপতাপে পরিতপ্ত হইয়া উঠিল। সেই নিবিড় অরণ্যমধ্যে কাহাকেও দেখিতে না পাইয়া বন্ধনমুক্তি ও দেশপ্রাপ্তির অভিলাষে সকাতরে মুক্তকণ্ঠে রোদন করিতে লাগিল ॥৫৩-৬২॥ ধনী ব্যক্তি যে প্রকার চৌরগণের হস্তে পতিত হইয়া নানারূপ দুর্গতিভোগ করিয়াছিল, তদ্রূপ তোমার শরীরেও অশেষ-দুঃখদায়ী শত্রুগণ বাস করিতেছে। দেহাভিমানরূপ তস্কর আত্মানন্দরূপ ধন অপহরণ করত তোমাকে ধনহীন করিবে এবং রাগাদিরূপ অরিগণ বহুল কায়িক যন্ত্রণা প্রদান করিবে॥ ৬৩॥ তুমি ব্রহ্মানন্দলাভে প্রমত্ত হইলেও উক্ত শত্রুবর্গ তোমাকে অজ্ঞান-নিদ্রায় অভিভূত করিয়া ভোগতৃষ্ণারূপ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়রূপে বন্ধন করিবে॥ ৬৪॥ যদ্রূপ তস্করগণ গান্ধারদেশবাসীকে দূরদেশে লইয়া গিয়াছিল, তদ্রূপ দেহগত ধূর্ত্তগণও তোমাকে অদ্বৈত ব্রহ্মানন্দ হইতে অনেক দূরবর্ত্তী এই সংসারারণ্যভূমিতে আনিয়াছে॥ ৬৫॥ স্থূলদেহ, সূক্ষ্মদেহ ও কারণশরীর, এই শরীরত্রয় সর্ব্বদুঃখের আকর ও বাসনা-নির্ম্মিত। কর্ম্মান্ধ মানব এই ত্রিবিধ শরীরের অনুরোধে নানাযোনিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে॥ ৬৬॥ তুমি একবার এই শরীরে (শত্রুগণ কর্ত্তৃক) প্রবিষ্ট হইতেছ, এক একবার বহির্গত হইতেছ, তোমার জ্ঞানদৃষ্টি আবদ্ধ হইয়াছে, একবারও সেই ব্রহ্মানন্দের প্রতি দৃষ্টি করিতে পারিতেছ না। এইরূপে তুমি অনাদিকাল হইতে সর্ব্বদা দুঃখভোগ করিতেছ॥ ৬৭॥ তুমি ক্রমশঃ জন্ম, মৃত্যু, জরা, দোষ এবং

জন্মমৃত্যুজরাজোযনরকাদিপরম্পরাম্ ।
নিরন্তরং বিষণ্ণোঽনুভবন্নত্যন্তশোচবান্ ॥৬৮॥
অবিদ্যাভূতবন্ধস্য নিবৃত্তৌ দুঃখদস্য চ।
স্বরূপানন্দসংপ্রাপ্তৌ সত্যাপায়ো ন লব্ধবান্ ॥৬৯॥
যথা গান্ধারদেশীয়শ্চিরং দৈবাদ্দয়ালুভিঃ।
কৈশ্চিৎ পান্থৈঃ পরিপ্রাপ্তৈর্মুক্তদৃষ্ট্যাদিবন্ধনঃ ॥৭০॥
সঃ সুস্থৈরুপদিষ্টশ্চ পণ্ডিতো নিশ্চিতাত্মকঃ ।
গ্রামাদ্গ্রামান্তরং গচ্ছেন্মেধাবী মার্গতৎপরঃ ॥৭১॥
গত্বা গান্ধারদেশং স স্বগৃহং প্রাপ্য পূর্ব্ববৎ।
বান্ধবৈঃ সংপরিষ্বক্তঃ সুখী ভূত্বা স্থিতোঽভবৎ ॥৭২॥
ত্বমপ্যেবমনেকেষু দুঃখদায়িষু জন্মসু ।
ভ্রান্তো দৈবাচ্ছুভে মার্গে জাতশ্রদ্ধঃ সুকর্মকৃৎ ॥৭৩॥
বর্ণাশ্রমাচারপরোঽবাপ্তপুণ্যমহোদয়ঃ ।
ঈশ্বরানুগ্রহাল্লব্ধো ব্রহ্মবিদ্গুরুসত্তমঃ ॥৭৪॥

নরকাদি উপভোগ করিয়া নিরন্তর বিষণ্ণ ও শোকাভিভূত হইতেছ ॥ ৬৮ ॥ তুমি অবিদ্যাজনিত সংসার-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া নানারূপ দুঃখভোগ করিতেছ; কিন্তু যাহাতে সেই দুঃখনিবৃত্তির কারণ পরব্রহ্মানন্দ লাভ হইতে পারে, তাহার কোন উপায়ই চিন্তা করিতেছ না ॥৬৯॥ যেমন গান্ধারদেশবাসী ব্যক্তি বহুল ক্লেশভোগ করিয়া বহুকালাতীতে কোন দয়ালু পথিকের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল এবং তখন সেই পথিক তাহার চক্ষুপ্রভৃতির বন্ধন উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ায় সে সুস্থ হইয়াছিল ॥ ৭০ ॥ অতঃপর সেই পথিক গান্ধারদেশীয় ব্যক্তিকে সুস্থ দেখিয়া পথপ্রদর্শন করিয়া দিল। তৎকালে সেই মেধাবী স্বদেশগমনোপযোগী পথ জ্ঞাত হইয়া সেই পন্থাবলম্বনে ক্রমশঃ গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে উপস্থিত হইতে লাগিল ॥৭১॥ এই প্রকারে সে গান্ধারদেশে গমন করিয়া স্বীয় গৃহে উপস্থিত হইয়া পূর্ব্ববৎ বান্ধবগণের সহিত সংমিলিত হইয়া সুখে অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৭২ ॥ তুমিও গান্ধারদেশীয়ের ন্যায় বহু বহু জন্মে অনন্ত যোনিতে ভ্রমণ করত বহুল দুঃখভোগ করিয়াছ। অধুনা তোমার শুভাদৃষ্টের ফলে ঈশ্বরানুগ্রহ বশতঃ শ্রদ্ধাবান্, সৎকর্মান্বিত, বর্ণাশ্রমাচারতৎপর, পুণ্যশীল, মহাত্মা ও ব্রহ্মবিজ্ঞানবিৎ সদ্গুরু প্রাপ্ত হইয়াছ ॥ ৭৩-৭৪ ॥ তুমি অতি সুবুদ্ধি,

বিধিবৎ কৃতসন্ন্যাসো বিবেকাদিযুতঃ সুধীঃ।
প্রাপ্তো ব্রহ্মোপদেশোঽস্তু বৈরাগ্যাভ্যাসতঃ পরম্ ॥৭৫॥
পণ্ডিতস্তত্র মেধাবী যুক্ত্যা বস্তু বিচারয়ন্।
নিদিধ্যাসনসম্পন্নঃ প্রাপ্তো হি ত্বং পরং পদম্ ॥৭৬॥
অতো ব্রহ্মাত্মবিজ্ঞানং উপদিষ্টং যথাবিধি।
ময়াচার্য্যেণ তে ধীর সম্যক্ তত্র প্রযত্নবান্ ॥৭৭॥
ভূত্বা বিমুক্তবন্ধস্ত্বং ছিন্নদ্বৈতাত্মসংশয়ঃ।
নির্দ্বন্দ্বো নিস্পৃহো ভূত্বা বিচরস্ব যথাসুখম্ ॥৭৮॥
বস্তুতো নিষ্প্রপঞ্চোঽসি নিত্যমুক্তঃ স্বভাবতঃ।
ন তে বন্ধবিমোক্ষৌ স্তঃ কল্পিতৌ তৌ যতস্ত্বয়ি ॥৭৯॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ৮০ ॥
শ্রুতিসিদ্ধান্তসারোঽয়ং তথৈব ত্বং স্বয়া ধিয়া।
সংবিচার্য্য নিদিধ্যাস্য নিজানন্দাত্মকং পরম্ ॥৮১॥

বিবেকাদিযুক্ত হইয়া বৈরাগ্যাভ্যাসে তৎপর হও এবং যথাবিধি সংন্যাস করিয়া ব্রহ্মোপদেশ প্রাপ্ত হও ॥ ৭৫ ॥ তুমি অতি সুপণ্ডিত ও মেধাবী; অধুনা যুক্তি দ্বারা বস্তুবিচারপূর্ব্বক (সংসারের সদসদ্বস্তু নিরূপণ করিয়া) নিদিধ্যাসন করত পরমপদ প্রাপ্ত হও ॥ ৭৬ ॥ তুমি আমার সুবুদ্ধি শিষ্য, আমি তোমার ব্রহ্মোপদেশক আচার্য্য, সুতরাং তুমি এক্ষণে আমার নিকট যথাবিধি ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞানবিষয়ে উপদেশ গ্রহণ করিয়া পরব্রহ্মতত্ত্ব লাভে যত্নবান্ হও ॥ ৭৭ ॥ হে ধীর! আমার নিকট উপদিষ্ট হইয়া সংসারবন্ধন হইতে বিমুক্ত হও এবং দ্বৈতাত্মসংশয় ছেদন করিয়া সুখ-দুঃখ-রাগ-দ্বেষাদি দ্বন্দ্ব পরিত্যাগপূর্ব্বক সাংসারিক স্পৃহা পরিত্যাগ করত যথাসুখে বিচরণ করিতে থাক ॥ ৭৮ ॥ বস্তুতঃ তুমি নিষ্প্রপঞ্চ (ঘটপটাদির ন্যায় আকার-বিহীন), তুমি স্বভাবতই নিত্যমুক্ত-স্বরূপ, সুতরাং তোমার বন্ধ বা মোক্ষ কিছুই নাই। তোমার বন্ধ-মোক্ষ কল্পনামাত্র; কারণ, মিথ্যা কল্পনা দ্বারাই "আমি বদ্ধ ও মুক্ত" এই প্রকার ব্যবহার হইয়া থাকে ॥ ৭৯ ॥ শ্রুতি-প্রমাণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, তোমার কোনরূপ বন্ধন নাই, উৎপত্তি নাই, সুতরাং বদ্ধ বা কোন কার্য্যের সাধক নহ। তুমি মুমুক্ষু বা মুক্ত নহ; ইহাই পরমার্থতা ॥ ৮০ ॥ ইহাই শ্রুতির

সাক্ষাৎকৃত্বা পরিচ্ছিন্নাদ্বৈতব্রহ্মাক্ষরং স্বয়ম্ ।
জীবন্নেব বিনির্ম্মুক্তো বিশ্রান্তশান্তিমাশ্রয় ॥৮২॥
বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম্ ॥৮৩॥
গুরুর্ব্রহ্ম স্বয়ং সাক্ষাৎ সেব্যো বন্দ্যো মুমুক্ষুভিঃ।
নোদ্বেজনীয় এবায়ং কৃতজ্ঞেন বিবেকিনা ॥৮৪॥
যাবদায়ুস্ত্রয়ো বন্দ্যো বেদান্তো গুরুরীশ্বরঃ।
মনসা কর্ম্মণা বাচা শ্রুতিরেবৈষ নিশ্চয়ঃ ॥৮৫॥
ভাবাদ্বৈতং সদা কুর্য্যাৎ ক্রিয়াদ্বৈতং ন কর্হিচিৎ।
অদ্বৈতং ত্রিষু লোকেষু নাদ্বৈতং গুরুণা সহ ॥৮৬॥
ইত্যেবং বোধিতো ব্রহ্মামৃতবোধাত্মনা দ্বিজঃ।
গুরুণা ভাষ্যকারেণ মণ্ডনাখ্যকবির্ম্মহান্ ॥৮৭॥

ইতি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকৃততত্ত্বোপদেশঃ।

সার সিদ্ধান্ত যে, তুমি স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিয়া, নিদিধ্যাসনপূর্ব্বক অবিচ্ছিন্ন অক্ষয় হইতে অদ্বৈত নিজানন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ করত জীবন্মুক্ত হও এবং বিশ্রান্ত হইয়া শান্তিসুখ উপভোগ কর। ৮১-৮২ ॥ সর্ব্বদা বেদান্ত-শাস্ত্রের বিচার এবং শ্রীগুরুদেবকে বন্দনা করিবে। গুরুদেবের বাক্যই মানবমাত্রের পথ্য এবং গুরুর দর্শন ও সেবনই একান্ত কর্ত্তব্য ॥ ৮৩ ॥ স্বয়ং গুরুদেবই সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ; মোক্ষকামী ব্যক্তি শ্রীগুরুর সেবা ও বন্দনা করিবে। কৃতজ্ঞ ও বিবেকসম্পন্ন ব্যক্তি কদাচ ইহার অন্যথা করিবে না ॥ ৮৪ ॥ শ্রুতিতে বলিয়াছেন যে, মনুষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবে, তাবৎ বাক্য, মন ও কর্ম্ম দ্বারা বেদান্ত, গুরু ও ঈশ্বর,—এই তিনের বন্দনা করিবে ॥ ৮৫ ॥ সর্ব্বদা অদ্বৈতরূপে ঈশ্বরের ভাবনা করিবে, কদাচ সদসৎক্রিয়াকে অদ্বৈতজ্ঞান করিবে না। তিন লোকেই অদ্বৈতজ্ঞান করিবে, কিন্তু গুরুর সহিত অদ্বৈত-ভাবনা করিতে নাই ॥ ৮৬ ॥ দ্বিজবর মণ্ডনমিশ্র এই প্রকারে পরম-কারুণিক ভাষ্যকার আচার্য্যপ্রবর গুরুর উপদেশে ব্রহ্মবিজ্ঞানরূপ অমৃত প্রাপ্ত হইয়া প্রবোধিত হইলেন ॥ ৮৭ ॥

তত্ত্বোপদেশ সমাপ্ত।

আনন্দলহরী।

শিবঃ শক্ত্যা যুক্তো যদি ভবতি শক্তঃ প্রভবিতুং,
নচেদেবং দেবো ন খলু কুশলঃ স্পন্দিতুমপি।
অতস্ত্বামারাধ্যাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিরপি,
প্রণন্তুং স্তোতুং বা কথমকৃতপুণ্যঃ প্রভবতি ॥ ১ ॥

ওঁ নমঃ শিবায়। নত্বা পিত্রোঃ পদাম্ভোজং ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া। আনন্দলহরীস্তোত্রস্যাচ্যুতানন্দশর্ম্মণা ॥ কদাচিদ্ভগবতা শঙ্করাচার্য্যেণ শঙ্করমূর্ত্তিনাপি বিবিধশাস্ত্রানুশীলনতয়া 'সর্ব্বং বৈ পরং ব্রহ্মেতি' মতমাশ্রিত্য হরেরন্যদেবং নজান ইত্যনুপাসতা প্রত্যক্ষীভূতয়া শক্ত্যানুগৃহীতেন তস্যা এব প্রাধান্যমনুভবতা স্তোত্রমারব্ধম্ ॥ শিব ইতি। শিবো ব্রহ্মস্বরূপঃ যদি ইচ্ছাজ্ঞানক্রিয়াদিশক্ত্যা যুক্তো ভবতি, তদা প্রভবিতুম্ অধিকর্ত্তুং শক্তঃ; নচেদেবং স্পন্দিতুং চলিতুমপি ন সমর্থঃ। অতো হেতোস্ত্বাং প্রণন্তুং স্তোতুং বা অকৃতপুণ্যো জনঃ কথং প্রভবতি? প্রাক্তনপুণ্যং বিনা স্তুতিনত্যাদিকং ন সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। ত্বাং কিম্ভূতাম্? হরিহরবিরিঞ্চ্যাদিভিঃ সেব্যাম্। বস্তুতস্তু সৃষ্ট্যাদীনাং শক্তিঃ কারণম্। তদুক্তং গীতায়াম্,—"অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা দেবানামীশ্বরোঽপি সন্। প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥" শারদায়ামপি,—"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ। আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাদ্বিন্দুসমুদ্ভবঃ ॥" তত্র সকলাদিতি কলাযুক্তশক্তিমত ইত্যর্থঃ। বামকেশ্বরতন্ত্রেঽপি,—"পরোঽপি শক্তিরহিতঃ শক্তঃ কর্ত্তুং ন কিঞ্চন। শক্তস্তু পরমেশানি শক্ত্যা যুক্তো ভবেদ্যদি ॥" অত্র মন্ত্রমপ্যুদ্ধরন্তি। শিবো হঙ্কারঃ যদি শক্ত্যা সঃকারেণ যুক্তো ভবতি তদা প্রভবিতুং সমস্ততন্ত্রাণামাবির্ভবিতুং শক্তঃ। হংসমন্ত্রঃ সোঽহঞ্চ। গোরক্ষসংহিতায়াম্,—"অকারো হরিরিত্যাহুরুকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্তু তৈঃ ॥" অথবা কাদিক্ষকারপর্য্যন্তবর্ণসমূহঃ। শক্তিঃ ষোড়শস্বরঃ। তয়া যুক্তো যদি ভবতি তদা বেদাদিকং স্পষ্টীকর্ত্তুং শক্তো ভবতি; নচেৎ স্পন্দিতুং উচ্চারণবিষয়ীভবিতুমপি ন কুশলঃ। তদুক্তং শারদায়াম্,—"বিনা স্বরৈস্তু নান্যেষাং জায়তাং ব্যক্তিরঞ্জসা। শিবশক্তিময়াস্তস্মাদ্বর্ণাঃ প্রোক্তা মনীষিভিঃ ॥" ব্যাখ্যানঞ্চ শিবশব্দ ইকারেণ যুক্তশ্চেৎ ঈশ্বরবাচকঃ, অন্যথা শব ইতি শব্দচ্ছলঃ। তন্ত্রে দৃষ্টং যথা,—"সঃকারেণ বহির্যাতি হংকারেণ বিশেৎ পুনঃ।

হংসো হংস ইতং মন্ত্রং জীবো জপতি সর্ব্বদা ॥" অথবা ত্বাং কিম্ভূতাম্? প্রণবাদি-বেদমন্ত্রৈরারাধ্যাম্। প্রণবস্ত হরিহরবিরিঞ্চিবাচকৈঃ অকার-উকার-মকার-বাচকৈঃ। তথা চ,—"অকারো হরিরিত্যাহরুকারো হর উচ্যতে। মকারো ব্রহ্মণঃ সংজ্ঞা জায়তে প্রণবস্তু তৈঃ" ॥ ১ ॥

হে মাতঃ! শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, তাহা হইলেই তিনি প্রভাবশালী হইয়া সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় প্রভৃতি সমুদায় কার্য্য সম্পন্ন করিতে সক্ষম হয়েন; অন্যথা তিনি স্বয়ং স্পন্দিত হইতেও সমর্থ হয়েন না। এই হেতু জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারাদি করিবার নিমিত্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এবং অন্যান্য দেবতা প্রভৃতি সকলেই তোমার আরাধনা করিয়া থাকেন; ঈদৃশ অবস্থায় মাদৃশ অকৃতপুণ্য ব্যক্তি কিরূপে তোমাকে প্রণাম করিতে অথবা তোমার স্তব করিতে সমর্থ হইবে? ১ ॥

তাৎপর্য্য।—পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বিবিধ শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা "সমস্তই পরমব্রহ্ম" এইরূপ মতের বশবর্ত্তী হইয়া একমাত্র ব্রহ্ম-স্বরূপ শিবের আরাধনা করিতেন; শক্তি মানিতেন না। পরে প্রত্যক্ষরূপে শক্তির প্রভাব অনুভব করিয়া শক্তিলাভ-প্রত্যাশায় শক্তিকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত এই আনন্দলহরী স্তব করিতে আরম্ভ করিলেন।

শিবশব্দে ককারাদি ব্যঞ্জনবর্ণ। শক্তিশব্দে অকারাদি স্বরবর্ণ। শিব যদি শক্তিযুক্ত হয়েন, অর্থাৎ ব্যঞ্জনবর্ণ যদি স্বরবর্ণের সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলেই বেদ প্রভৃতি ব্যক্ত করিতে পারে; অন্যথা (স্বরবর্ণ-যুক্ত না হইলে) ব্যঞ্জনবর্ণ স্পন্দিত অর্থাৎ উচ্চারিতই হয় না। অথবা শিবশব্দে ইকার যুক্ত না থাকিলে শব হয়; শবে ইকার যুক্ত থাকিলে ঈশ্বরবাচক হইয়া থাকে। কিংবা শিবশব্দে 'হং' শক্তি শব্দে 'সঃ'। শিব শক্তিযুক্ত হইলে অর্থাৎ 'হং সঃ' এই বর্ণদ্বয় একত্র মিলিত হইলে তন্ত্রোক্ত প্রধান মন্ত্র হইয়া থাকে। জীব নিশ্বাস-প্রশ্বাস দ্বারা সর্ব্বদা এই মন্ত্র জপ করিতেছে। নিশ্বাস আকর্ষণে হং, নিশ্বাস পরিত্যাগে সঃ উচ্চারিত হয়। ইহার নাম অজপা মন্ত্র। অথবা হে মাতঃ! তুমি 'ওঁ' প্রভৃতি বেদবাক্য দ্বারা আরাধ্যা। প্রণব হরি-হর-বিরিঞ্চি-বাচক অর্থাৎ অকার উকার মকার-বাচক। প্রণবে যেরূপ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, এই তিন দেবতা অধিষ্ঠিত আছেন, সেইরূপ ঐ তিন দেবতাতেও ইচ্ছাশক্তি, ক্রিয়া-শক্তি ও জ্ঞানশক্তি, এই শক্তিত্রয় অবস্থিত রহিয়াছেন। অর্থাৎ ক্রিয়াশক্তি ব্রহ্মাতে অবস্থিতি করত সৃষ্টি করিতেছেন; জ্ঞানশক্তি বিষ্ণুতে

অধিষ্ঠানপূর্ব্বক পালনে প্রবৃত্ত হইতেছেন ; ইচ্ছাশক্তি মহেশ্বরে অধিষ্ঠান করিয়া সংহার করিতেছেন ॥ ১ ॥

তনীয়াংসং পাংশুং তব চরণপঙ্কেরুহভবং,
বিরিঞ্চিঃ সঞ্চিন্বন্ বিরচয়তি লোকানবিকলম্ ।
বহত্যেনং শৌরিঃ কথমপি সহস্রেণ শিরসাং,
হরঃ সংক্ষুদ্যৈনং ভজতি ভসিতোদ্ধূলনবিধিম্ ॥ ২ ॥

দেব্যাশ্চরণরেণূনাং মহিমানমাহ তনীয়াংসমিতি। হে মাতস্তব পাদপদ্মভবং অল্পতরং পাংশুং ধূলিং ব্রহ্মা রাশীকুর্ব্বন্ স্বচ্ছন্দং লোকান্ সৃজতি। তব মহিম্না তনীয়সোঽপি বহুলীকরণসামর্থ্যমিতি ভাবঃ। এনং চরণরেণুং জগত্ত্বেন সম্পন্নমপরিমেয়পরাক্রমোঽপি নারায়ণঃ অনন্তরূপেণ কষ্টসৃষ্ট্যা সহস্রেণ শিরসাং বহতি। তনীয়সোঽপি এবম্ভূতং গরীয়স্ত্বমিতি ভাবঃ। হর এনং অনন্তকালে স্বতেজসা দগ্ধং সংক্ষুদ্য চূর্ণীকৃত্য বিভূতিগ্রহণবিধিং ভস্মলেপনবিধিং ভজতি। তদাত্মকত্বাৎ আত্মনি পুনস্তনীয়স্ত্বমিতি ভাবঃ। তব পাদরেণবঃ সৃষ্টিস্থিতি-প্রলয়ানাং হেতব ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র ভূতশুদ্ধিবিজান্যুদ্ধরন্তি। তনীয়াংসং-শব্দাৎ যংকারঃ। চরণশব্দাদ্রেফঃ। পাংশুশব্দাৎ বিন্দুঃ। অবিকলং শব্দাৎ লঙ্কারঃ। ভবংশব্দাৎ বঙ্কারঃ। এতেন যং রং বং লং ইতি ভূতশুদ্ধিবীজচতুষ্টয়ম্ ॥ ২ ॥

জননি! ভগবান্ পিতামহ ব্রহ্মা তোমার পাদপদ্মস্থিত অল্পমাত্র ধূলি সংগ্রহ করিয়া তদ্দ্বারা এই জগৎপ্রপঞ্চ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। পরে অমিত-বলশালী বিষ্ণু অনন্তরূপে সহস্র মস্তক দ্বারা তদীয় পাদপদ্ম-পরাগ বিনির্ম্মিত সেই জগৎ ধারণ করিতেছেন। প্রলয়কালে ভগবান্ ভূতভাবন ভবানীপতি হর স্বীয় তেজোদ্বারা এই জগৎ দগ্ধ, ভস্মাবশিষ্ট ও বিচূর্ণিত করিয়া নিজ অঙ্গে সেই বিভূতি লেপন করিয়া থাকেন ॥ ২ ॥

তাৎপর্য্য।—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতীর স্বল্পমাত্র চরণরেণুই সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ। এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার ভূতশুদ্ধির বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিতেছেন। তনীয়াসং শব্দে যং, চরণশব্দে রং, পাংশুশব্দে বিন্দু, অবিকলং শব্দে লং, ভবং শব্দে বং। ইহা দ্বারা যং রং বং লং এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত হইল ॥২॥

অবিদ্যানামন্তস্তিমিরমিহিরোদ্দীপনকরী,
জড়ানাং চৈতন্যস্তবকমকরন্দস্রুতিশিরা।
দরিদ্রাণাং চিন্তামণিগুণনিকা জন্মজলধৌ,
নিমগ্নানাং দংষ্ট্রা মুররিপুবরাহস্য ভবতী। ৩ ॥

ভক্তেষনুকম্পামাহ অবিদ্যা ইতি। অবিদ্যানামজ্ঞানিনাং যদন্তস্তিমিরং অহঙ্কাররূপং তত্র রবিপ্রকাশকরী শ্রীভগবতী। ভগবত্যা অনুকম্পা চেৎ মূর্খো-ঽপি প্রসন্নচেতা ভবতীত্যর্থঃ। মিহিরদ্বীপনকরীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র দ্বাদশাদিত্যস্থানরূপা নগরী ত্বমিত্যর্থঃ। জড়ানাং কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যবিমূঢ়ানাং নানাজাতীয়জ্ঞানরূপং যৎ পুষ্পগুচ্ছং তত্র মকরন্দস্রুতিশিরা। অন্তঃপ্রবোধমধুস্রবাণাং সম্পাদয়িত্রী ত্বং জড়ানামপি বিশিষ্টজ্ঞানদাত্রী ত্বং ইত্যর্থঃ। দরিদ্রাণাং চিন্তামণিঃ অভীষ্টফলদো মণিবিশেষঃ। তস্য গুণনিকা গুণস্বরূপা ত্বং দরিদ্রাণাং সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা ত্বং যয়া দারিদ্র্যভঞ্জনং ভবতি সা ত্বমিত্যর্থঃ। তথা সংসারসমুদ্রমগ্নানাং পৃথিব্যুদ্ধারকস্য বরাহরূপস্য বিষ্ণোর্দন্তরূপা ভবতী। বিষয়-ব্যাপারিণামপি মোক্ষদাত্রীত্যর্থঃ। অত্র প্রকাশক-বোধক-দারিদ্র্যবিদারণ-সংসারতারণ-বীজান্যুদ্ধরস্তি। চৈতন্যশব্দাদৈকারঃ। জড়ানাং শব্দাদ্বিন্দুঃ। মিহির-শব্দাৎ হকাররেফৌ। নগরীশব্দাদীকারঃ। অবিদ্যানাং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন ঐং হ্রীং ইতি বীজদ্বয়ং প্রকাশকং বোধকঞ্চ। বরাহশব্দাৎ বকাররেফৌ। জলধৌ শব্দাদোকারঃ। নিমগ্নানাং শব্দাৎ বিন্দুঃ। অবিদ্যানাং শব্দাৎ বকারঃ। তিমির-শব্দাদ্রেফঃ। ভবতীশব্দাদীকারঃ। দংষ্ট্রাশব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন ব্রোং ব্রীং ইতি বীজদ্বয়ং। দারিদ্র্যদারণং সংসারতারণঞ্চ ॥ ৩ ॥

মাতঃ! অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন ব্যক্তিদিগের অন্তঃকরণস্থ অহঙ্কাররূপ গাঢ় অন্ধকার দূর করিবার নিমিত্ত তুমি সেই স্থলে জ্ঞানরূপ দিবাকর উদিত করিয়া দিতেছ। অর্থাৎ তোমার অনুকম্পা দ্বারা মূর্খও প্রসন্নচেতা হইয়া থাকে। যাহারা জড় অর্থাৎ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিমূঢ়, তাহাদিগের নানাজাতীয় জ্ঞানরূপ যে পুষ্পগুচ্ছ তুমি তাহার মকরন্দ-ক্ষরণের শিরাস্বরূপ অর্থাৎ তুমি জড় ব্যক্তিদিগকেও বিশিষ্ট জ্ঞান প্রদান করিয়া থাক। তুমি দরিদ্র জনগণের অভীষ্ট-ফলপ্রদ চিন্তামণির গুণস্বরূপা অর্থাৎ তুমিই দরিদ্রদিগের সম্বন্ধে দানশক্তিরূপা এবং সংসারসাগর-নিমগ্ন মানবগণের উদ্ধারের নিমিত্ত বরাহরূপী বিষ্ণুর দংষ্ট্রাস্বরূপা,—অর্থাৎ যাহারা বিষয়-ব্যাপারে নিমগ্ন, তুমি তাহাদিগকেও মুক্তি দান করিয়া থাক ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—এই শ্লোক দ্বারা টীকাকার প্রকাশক, বোধক, দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক, এই বীজচতুষ্টয় উদ্ধৃত করিতেছেন। চৈতন্য শব্দে ঐকার, জড়ানাং শব্দে বিন্দু, মিহির শব্দে হকার ও রেফ, নগরী শব্দে ঈকার, অবিদ্যানাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐং হ্রীং এই প্রকাশক ও বোধক বীজদ্বয়

উদ্ধৃত হইল ॥ বরাহ শব্দে বকার ও রেফ। জলধৌ শব্দে ঔকার। নিয়ন্ত্রানাং শব্দে বিন্দু, অবিস্তানাং শব্দে বকার, তিমির শব্দে রেফ, ভবতী শব্দে ঈকার, দংষ্ট্রা শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ব্রৌঁ ব্রীঁ এই বীজদ্বয় উদ্ধৃত হইল। উক্ত বীজদ্বয় দারিদ্র্যনাশক ও সংসারতারক ॥ ৩॥

ত্বদন্যঃ পাণিভ্যামভয়বরদো দৈবতগণ-
স্ত্বমেকা নৈবাসি প্রকটিতবরাভীত্যভিনয়া।
ভয়াৎ ত্রাতুং দাতুং ফলমপি চ বাঞ্ছাসমধিকং,
শরণ্যে লোকানাং তব হি চরণাবেব নিপুণৌ ॥৪॥

ভগবত্যা অন্যদেবতাভ্যোঽসাধারণ্যমাহ ত্বদন্য ইত্যাদি। হে লোকানাং শরণ্যে! লোকানাং রক্ষিত্রি! তথাচ,—শরণং গৃহরক্ষিত্রোরিত্যমরঃ। ত্বদন্যো দৈবতগণঃ দৈবতসমূহঃ পাণিভ্যামেব অভিনয়ং কৃত্বা বরাভয়মুদ্রাং ধৃত্বা বরঞ্চ অভয়ঞ্চ দদাতি। একা ত্বং তথা ন করোষি। কিম্ভূতা? প্রকটিতবরা-ভীত্যভিনয়া প্রকটিতং স্ফুটং বরাভীতিমুদ্রারহিতং বরাভীত্যভিনয়ং বরাভীতি-দানং যস্যাঃ। হি যস্মাৎ ভয়াৎ ত্রাতুং বাঞ্ছাসমধিকঞ্চ ইষ্টতোঽপ্যধিকং ফলঞ্চ দাতুং তব চরণৌ এব নিপুণৌ। অন্যেষাং হস্তকৃত্যং যত্নসাধ্যং, শ্রীমত্যা অযত্নেন চরণাভ্যামেব সম্পাদ্যত ইতি ধ্বনিঃ। অত্র বালামন্ত্রমপ্যুদ্ধরন্তি। দৈবতশব্দাদৈ-কারঃ। পাণিভ্যাং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন ঐঁ। লোকানাং শব্দাৎ ককারলকারে-কারানুস্বারাঃ। এতেন ক্লীঁ। সমধিকশব্দাৎ সকারঃ। চরণৌ শব্দাদৌকারঃ। ত্বদন্যশব্দাদ্বিসর্গঃ—এতেন সৌঃ ॥ ৪ ॥

জননি! তুমিই সমুদায় লোকের রক্ষাকর্ত্রী। অন্যান্য দেবতারা হস্ত দ্বারা বর ও অভয়-মুদ্রা ধারণ করত বর ও অভয় প্রদান করিয়া থাকেন। কিন্তু তুমি তাহা কর না অর্থাৎ একমাত্র তুমিই হস্ত দ্বারা বর ও অভয়-মুদ্রা ধারণ না করিয়া কার্য্য দ্বারাই বর ও অভয় প্রদান করিয়া থাক। সুতরাং ভয় হইতে রক্ষা-বিষয়ে এবং বাঞ্ছাতিরিক্ত ফলদান-বিষয়ে তোমার চরণ ভিন্ন আর গত্যন্তর নাই ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার বালামন্ত্র উদ্ধৃত করিতেছেন।—দৈবত শব্দে ঐকার, পাণিভ্যাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ঐঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। লোকানাং শব্দে ককার, লকার, ঈকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা ক্লীঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল। সমধিক শব্দে সকার, চরণৌ শব্দে ঔকার, ত্বদন্য শব্দে বিসর্গ। ইহা

দ্বারা সৌঃ এই বীজ উদ্ধৃত হইল অর্থাৎ 'ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ' এই বীজত্রয় যোগ করিয়া ষোড়শীবালার মন্ত্র উদ্ধৃত হইল॥ ৪॥

হরিস্ত্বামারাধ্য প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং,
পুরা নারী ভূত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ।
স্মরোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা,
মুনীনামপ্যন্তঃ প্রভবতি হি মোহায় মহতাম্॥ ৫॥

সর্ব্বত্র শ্রীমত্যাশ্চরণারাধনস্য কারণতামাহ হরিস্ত্বামিত্যাদি। পুরা হরির্নারায়ণঃ প্রণতজনসৌভাগ্যজননীং প্রণতানাং সৌভাগ্যকরীং ত্বামারাধ্য নারী ভূত্বা মোহিনীরূপমাস্থায় পুররিপুমপি যস্য যোগবলেন ত্রিপুরং দগ্ধং অর্থাৎ তং মহাযোগীন্দ্রমপি ক্ষোভং অনয়ৎ অস্থৈর্য্যং প্রাপয়ৎ। স তু ভবদ্‌গুণাজ্জাত ইতি তস্মিন্ কদাচিদেতৎ কার্য্যং সম্ভাব্যতে। অপি তু স্মরো যঃ কার্ম্মুকৈঃ স্মরণীয়তাং প্রাপ্তঃ সোঽপি ত্বাং নত্বা রতিনয়নলেহ্যেন বপুষা স্ত্রিয়াশ্চক্ষুঃপ্রীতিকরেণ দেহেন অর্থাৎ স্ত্রীবশ্যেন শরীরেণাপি মহতাং মুনীনাং মননশীলানাং পরাশরপ্রভৃতীনামপি অন্তর্ম্মোহায় মনসোঽস্থৈর্য্যায় প্রভবতি। যদ্বা হে প্রণতজনসৌভাগ্যজননি! ঈমিতি চতুর্থবীজাত্মককামকলারূপাং ধ্যাত্বা পুররিপুমপি ক্ষোভমনয়ৎ। শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতিকামদেবৌ পূজ্যাবিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। সাধ্যসিদ্ধাসনবিদ্যামপ্যুদ্ধরতি। হরিশব্দাৎ হকাররেফৌ, জননীং শব্দাৎ ঈকারানুস্বারৌ। এতেন হ্রীঁ। স্মরঃ কামবীজম্। লেহ্যেন-শব্দাৎ লেকারঃ। বপুঃ-শব্দাৎ বকারঃ। মুনীনাং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন হ্রীঁ ক্লীঁ ব্লেং॥ ৫॥

মাতঃ! তুমি প্রণত-জনগণসম্বন্ধে সৌভাগসম্পৎ-প্রদাত্রী। বিষ্ণু তোমার আরাধনা করত পূর্ব্বকালে নারীরূপ ধারণ করিয়া সংযমিপ্রধান ত্রিপুরারি মহাদেবকেও বিক্ষোভিত করিয়াছিলেন। তোমার চরণরেণুবলে মদন রতির নয়নানন্দকর স্বীয় শরীর দ্বারা মহাত্মা মুনিদিগেরও অন্তঃকরণ মোহাভিভূত করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন॥ ৫॥

তাৎপর্য।—অথবা হে প্রণত-জন-সৌভাগ্যজননি! নারায়ণ তোমাকে ঈং এই চতুর্থ বীজাত্মিকা কামকলারূপা ধ্যান করিয়া স্বয়ং নারীরূপ ধারণ পূর্ব্বক দেবদেব মহাদেবকেও বিক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন। এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবতী ত্রিপুরাদেবীর পূজার সময় প্রথমতঃ দ্বারদেশে রতি ও কামদেবের

পূজা করিতে হইবে। এই স্থলে সাধ্যসিদ্ধাসন-বিদ্যা উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—হরি শব্দে হকার ও রেফ, জননী শব্দে ঈকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা হ্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। স্মরশব্দে ক্লীং, লেহ্যেন শব্দে লেকার, বপুঃ শব্দে বকার, মুনীনাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা হ্রীং ক্লীং ব্লেং এই বীজত্রয় উদ্ধৃত হইল॥ ৫॥

> ধনুঃ পৌষ্পং মৌর্ব্বী মধুকরময়ী পঞ্চ বিশিখা,
> বসন্তঃ সামন্তো মলয়মরুদায়োধনরথঃ।
> তথাপ্যেকঃ সর্ব্বং হিমগিরিসুতে কামপি কৃপা-
> মপাঙ্গাত্তে লব্ধ্বা জগদিদমনঙ্গো বিজয়তে॥ ৬॥

শ্রীমত্যা অনুকম্পয়া অযোগ্যোঽপি মহৎ কর্ম্ম সাধয়তীত্যাহ ধনুরিত্যাদি। হে হিমগিরিসুতে! তে অপাঙ্গাৎ নয়নকোণাৎ কামপি অনির্ব্বচনীয়াং কৃপাং লব্ধ্বা অনঙ্গোঽপি অঙ্গরহিতোঽপি অনঙ্গত্বেঽপি কর্ম্মযোগ্যতা সূচিতা। একোঽসহায়ো জগদ্বিজয়তে চরাচরং বশীকরোতি। জগদ্বশীকরণে সামগ্রী-ষাড়্গুণ্যং দর্শয়িতুমাহ।—পুষ্পরচিতং ধনুঃ অতি কোমলং, গুণঃ ভ্রমরসমূহঃ চঞ্চলঃ, পঞ্চ বাণা নাধিকাঃ, বসন্ত-ঋতুঃ সারথিঃ, স অনিয়তঃ, মলয়বায়ুর্যুদ্ধরথঃ স মন্দগামী। এতেন সর্ব্ব এব যুদ্ধাযোগ্যাঃ। অত্র কন্দর্পবীজমপ্যুদ্ধরন্তি। কামপি-শব্দাৎ ককারঃ। মলয়শব্দাৎ লকারঃ। মৌর্ব্বীশব্দাদীকারঃ। পৌষ্পং-শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন ক্লীঁ॥ ॥

হে হিমগিরিসুতে! মদন স্বয়ং অনঙ্গ, অর্থাৎ অঙ্গহীন। তাঁহার ধনু পুষ্পময়, মৌর্ব্বী (ধনুকের গুণ) মধুকরময়ী, পুষ্পময় পাঁচটিমাত্র বাণ, বসন্ত-ঋতু সারথি এবং মন্দগামী মলয়পবন যুদ্ধরথ; মদন এতাদৃশ অবস্থাপন্ন হইয়াও তোমার অনির্ব্বচনীয় কৃপা-কটাক্ষ লাভ করিয়া একাকীই সমুদায় জগৎ জয়পূর্ব্বক বশীভূত করিতেছেন॥ ৬॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার কামবীজ উদ্ধার করিতেছেন।—কামপি শব্দে ককার, মলয় শব্দে লকার, মৌর্ব্বী শব্দে ঈকার, পৌষ্প শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ক্লীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল॥ ৬॥

> ক্বণৎকাঞ্চীদামা করিকলভকুম্ভস্তনভরা,
> পরিক্ষীণা মধ্যে পরিণতশরচ্চন্দ্রবদনা।
> ধনুর্ব্বাণান্ পাশং সৃণিমপি দধানা করতলৈঃ,
> পুরস্তাদাস্তাং নঃ পুরমথিতুরাহোপুরুষিকা॥ ৭॥

অস্যা ধ্যানমাহ কণদিতি। পুরমথিতুঃ শিবস্য আহোপুরুষিকা অহঙ্কার রূপা যোঽস্মাকং পুরস্তাদগ্রতঃ আস্তাং প্রত্যক্ষীভবতু। সা কিম্ভূতা? কণৎ শব্দায়মানং কাঞ্চীদাম যস্যাঃ। পুনঃ করিকরভ-কুম্ভস্তনভরা প্রকৃষ্টকরিশাবকস্য কুম্ভ ইব স্তনয়োর্ভরো যস্যাঃ। করীব করভঃ করিকরভঃ ইতি ব্যুৎপত্তিঃ। মধ্যে ক্ষীণা। পূর্ণশরচ্চন্দ্র ইব বদনং যস্যাঃ। করতলৈঃ ধনুর্বাণান্ পাশং অঙ্কুশমপি দধানা। অত্র শিনীবীজমুদ্ধরন্তি। বাণশব্দাৎ বকারঃ। করতলশব্দাৎ লকারঃ; পুরমথনশব্দাদুকারঃ। আস্তাং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন ব্লুং॥ ৭॥

যাঁহার কটিদেশে শব্দায়মান কাঞ্চীদাম শোভিত হইতেছে। যাঁহার স্তন-মণ্ডল হস্তিশাবক-কুম্ভের ন্যায় শোভা বিস্তার করিতেছে, যাঁহার মধ্যদেশ ক্ষীণ-তর, যাঁহার বদনমণ্ডল শরৎকালীন পূর্ণশশধরের ন্যায় নির্ম্মল, যিনি করতল-চতুষ্টয়ে ধনু, বাণ, পাশ ও অঙ্কুশ ধারণ করিয়া আছেন, ঈদৃশ মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক তুমি ভগবান্ ভূতনাথের অহঙ্কারস্বরূপা হইয়া আমার সম্মুখে আবির্ভূতা হও॥ ৭॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার শিনীবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। যথা—বাণ শব্দে বকার, করতল শব্দে লকার, পুরমথন শব্দে উকার, আস্তাং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা ব্লুং এই বীজ উদ্ধৃত হইল॥ ৭॥

সুধাসিন্ধোর্মধ্যে সুরবিটপিবাটীপরিবৃতে,
মণিদ্বীপে নীপোপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।
শিবাকারে মঞ্চে পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং,
ভজন্তি ত্বাং ধন্যাঃ কতিচন চিদানন্দলহরীম্॥ ৮॥

শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ সুধেতি। কতিচন ধন্যা জনাঃ চিদানন্দলহরীং পরাং ব্রহ্ম-স্বরূপাং ত্বাং ভজন্তি। তথাচ শ্রুতিঃ।—"নিত্যং বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্মেতি।" কুত্র? শিবাকারে মঞ্চে। ত্বাং কিম্ভূতাম্। পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াম্। তদুক্তং যামলে,—"ব্রহ্মা বিষ্ণুশ্চ রুদ্রশ্চ ঈশ্বরশ্চ সদাশিবঃ। এতে পঞ্চ মহাপ্রেতাঃ সিংহাসনপরি-স্থিতাঃ। এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ।" তত্র চতুর্ভিঃ শিবৈর্মঞ্চং বিধায় পরমশিবং সদাশিবং প্রচ্ছদীকৃত্য তত্রস্থামিত্যর্থঃ। অথবা শিবো হকারঃ তদাকারঃ ওকারঃ গজকুম্ভাকৃতিত্বাৎ। এতেন ওকাররূপে মঞ্চে পরশিবো বিন্দুঃ বিন্দোঃ পর্য্যঙ্কং আসনস্থানং নাদঃ স এব নিলয়ো যস্যাঃ। এতেন প্রণবস্থানং পরমশিবসংযুক্তাঙ্কিত্যর্থঃ। অতএব চিদানন্দলহরীতি বিশেষণং সম্পদ্যতে।

যতঃ শিবশক্তিসমাযোগাদানন্দোৎপত্তির্ভবতি। অথবা শিবাকারে হকারাবয়বে হকারার্দ্ধে মঞ্চে ইত্যর্থঃ। পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং বিন্দুস্থানরূপাং কামকলারূপা-মিত্যর্থঃ। পীঠস্থানমাহ। সুধাসিন্ধোর্মধ্যে অমৃতার্ণবস্য প্রসিদ্ধত্বাৎ কুলামৃতং কারণমিতি শিবসঙ্কেতঃ। কল্পবৃক্ষবাটিকাবৃতে মণিময়দ্বীপে কদম্বোপবনযুতে চিন্তামণিবিরচিত-মণ্ডপে। এতেন আধারাধেয়ক্রমেণ ষট্‌পীঠানন্তরং পরমশিবপর্য্যঙ্কনিলয়াং দেবীং ধ্যায়েৎ। অত্র কামেশ্বরীবীজং প্রেতবীজক্রোড়-বর্ত্তি। কতিচনশব্দাৎ ককারঃ। লহরীং-শব্দাৎ লকার-ঈকারানুস্বারাঃ। এতেন ক্লীং ইতি কামেশ্বরী। শিবপদেন হকারঃ। সুধাসিন্ধোঃ-শব্দাৎ সকার-ঔকার-বিসর্গাঃ। এতেন হে্সৌঃ ॥ ৮ ॥

মাতঃ! তুমি সুধাসিন্ধু-মধ্যস্থিত কল্পবৃক্ষবাটিকা-পরিবৃত মণিময়-দ্বীপে কদম্ববৃক্ষসমূহ-সুশোভিত উপবনমধ্যে চিন্তামণিগৃহে পঞ্চশিবোপরি স্থাপিত পর্য্যঙ্কের উপরি পরমশিবময় আসন করিয়া * তাহাতে উপবিষ্টা রহিয়াছ। কোন কোন ধন্য ব্যক্তি তোমাকে চিদানন্দলহরী-স্বরূপা অর্থাৎ পরমব্রহ্ম-স্বরূপা জানিয়া তোমার এইরূপ মূর্ত্তি ভজনা করেন ॥৮॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে সুধাসিন্ধু, কল্পবৃক্ষবাটিকা, মণিময়-দ্বীপ, নীপোপবন, চিন্তামণিগৃহ ও শিবময় মঞ্চ, এই ষট্‌পীঠের ধ্যান হইতেছে। অথবা এ স্থলে শিবশব্দে হকার, তদাকার অর্থাৎ গজকুম্ভাকৃতি প্রযুক্ত ওকার। ইহা দ্বারা

---

* টীকাকারের মতে এইরূপ যথা—চারিটি শিবের উপরি পর্য্যঙ্ক এবং পর্য্যঙ্ক-স্থিতপরমশিবের উপরি দেবী অবস্থিতা। বস্তুতঃ ইহা প্রমাণ-বিরুদ্ধ। টীকাকার নিজেই যামল হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যে, "এতে দেব্যাসনস্যাধঃ শিবাঃ পঞ্চ ব্যবস্থিতাঃ।" অর্থাৎ এই পঞ্চ শিব দেবীর সিংহাসনের নীচে অবস্থিতি করিতেছেন। সুতরাং টীকাকারের ব্যাখ্যা সমীচীন নহে। দেবীর সিংহাসন পঞ্চকোণ; এক এক কোণে এক এক শিব সিংহাসনের পাদস্বরূপ হইয়া অব-স্থান করিতেছেন। সিংহাসনের উপর আজ্ঞাচক্রস্থিত পরমশিব শয়ান রহি-য়াছেন, তদুপরি প্রণবের উপরিস্থিত নাদরূপা কিংবা নির্ব্বাণ-কলারূপা ভগবতী ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতা। অপিচ ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ দেহমধ্যে দৃষ্ট হইতেছে যে, মূলাধারপদ্মে ব্রহ্মা, স্বাধিষ্ঠান-পদ্মে বিষ্ণু, মণিপূরে রুদ্র, অনাহতচক্রে নারায়ণ এবং বিশুদ্ধপদ্মে সদাশিব, এই পঞ্চ শিবের উপরি দেবীর পর্য্যঙ্ক কল্পিত।

ওকাররূপ পর্য্যন্তে বিন্দুরূপ পরমশিবের সহিত নাদরূপা দেবীর অবস্থিতি বুঝিতে হইবে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, দেবী প্রণবস্থিতা ও পরমশিবসংযুক্তা। কিংবা শিবাকার অর্থাৎ হকারার্দ্ধরূপ মন্ত্রে কামকলাস্বরূপা। টীকাকার এ স্থলে কামেশ্বরীবীজ ও প্রেতবীজ উদ্ধার করিতেছেন। কতিচন শব্দে ককার, লহরীং শব্দে লকার, ঈকার ও অনুস্বার। ইহা দ্বারা ক্লীঁ এই কামেশ্বরী-বীজ উদ্ধৃত হইল। শিবশব্দে হকার; সুধাসিন্ধোঃ শব্দে সকার, ঔকার ও বিসর্গ। ইহা দ্বারা হে্সৌঃ এই প্রেতবীজ উদ্ধৃত হইল ॥৮॥

মহীং মূলাধারে কমপি মণিপূরে হুতবহং,
স্থিতং স্বাধিষ্ঠানে হৃদি মরুতমাকাশমুপরি।
মনোঽপি ভ্রূমধ্যে সকলমপি ভিত্বা কুলপথং,
সহস্রারে পদ্মে সহ রহসি পত্যা বিহরসি ॥ ৯ ॥

মহীমিত্যাদি। হে দেবি! ত্বং সকলং কুলপথং ভিত্বা অর্থাৎ কুণ্ডলিনী-রূপেণ সহস্রারে পদ্মে রহসি নির্জ্জনে অর্থাৎ অকুলস্থানে নাদেনৈকীভূয় পত্যা বিন্দুরূপেণ বিহরসি আনন্দামৃতমুৎপাদয়সীত্যর্থঃ। অমৃতাপ্লাবনং পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। তৎ কিং কুলপথমিত্যাহ—মহীং মূলাধার ইত্যাদি। মহীং পৃথ্বীং, কং জলং, হুতবহং অগ্নিং, মরুতং বায়ুং, উপরিশব্দস্য সাপেক্ষত্বাৎ হৃদয়োপরি কণ্ঠচ্ছদে আকাশং, ভ্রূমধ্যে মনঃ, এতদেব সকলং কুলপথং ভিত্বেত্যন্বয়ঃ। তথা হি,—মূলং স্বাধিষ্ঠানসংজ্ঞং মণিপূরমনাহতম্। বিশুদ্ধমাজ্ঞাচক্রঞ্চ গুদমেঢ্রক্রমাদ্বিদুঃ॥ অন্যত্র,—গুদে লিঙ্গে তথা নাভৌ বক্ষঃকণ্ঠে ভ্রুবোরপি। মহী বহ্নির্জ্জলং বায়ুঃ খং মনশ্চ ক্রমাদ্দিশেৎ। এতৎ কুলপথং বিদ্যাদকুলঞ্চ ততঃপরম্। ষট্চক্রাণ্যেব ভূর্ভুবঃ স্বঃ মহঃ জনস্তপঃ সত্যং সংজ্ঞাঃ। তথাচ,—ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সন্তি তে তিষ্ঠন্তি কলেবরে। অত্র স্বাধিষ্ঠান-মণিপূরয়োর্ব্যতিক্রমেণান্বয়ঃ মহাভূতক্রমানুরোধাৎ। অত্র স্বাধিষ্ঠানানন্তরং মণিপূরমিতি। অত্র মেদিনী-বীজমপ্যুদ্ধরন্তি। মহীং-শব্দাৎ মকারানুস্বারৌ, কুলপথশব্দাদুকারলকারৌ। এতেন মুঁ ॥ ৯ ॥

হে দেবি! তুমি কুলকুণ্ডলিনী-স্বরূপা হইয়া মূলাধারচক্রস্থিত মহীমণ্ডল, স্বাধিষ্ঠানচক্রস্থিত জলমণ্ডল, মণিপূরচক্রস্থিত অগ্নিমণ্ডল, অনাহতচক্রস্থিত বায়ু-মণ্ডল, বিশুদ্ধচক্রস্থিত আকাশমণ্ডল এবং ভ্রূদ্বয়মধ্যস্থিত আজ্ঞাচক্রের অন্তর্গত

মনশ্চক্র, এই ষট্‌চক্র ভেদ করত কুলপথ দ্বারা সহস্রারে গমন করিয়া পতির সহিত একান্তে বিহার করিয়া থাক ॥ ৯ ॥ *

তাৎপর্য্য।—এই শরীরে মূলাধার ভূর্লোক, স্বাধিষ্ঠান ভুবর্লোক, মণিপূর স্বর্লোক, অনাহতচক্র মহর্লোক, বিশুদ্ধচক্র জনলোক,আজ্ঞাচক্র তপোলোক ও সহস্রার সত্যলোক বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। ব্রহ্মাণ্ডে যে সমুদায় ঘটনা হইতেছে, এই দেহেও সেই সমুদায় ঘটনা হইয়া থাকে। এ স্থলে টীকাকার মেদিনীবীজ উদ্ধার করিতেছেন।—মহীং শব্দে মকার ও অনুস্বার, কুলপথ শব্দে উকার ও লকার। ইহা দ্বারা ম্লুঁ এই বীজ উদ্ধৃত হইল।

---

* পাঠকবর্গের অবগতির জন্য এই স্থলে ষট্‌চক্রের বিবরণ কথিত হইতেছে। জীবগণের দেহস্থ মেরুদণ্ডের বামদিকে ইড়া ও দক্ষিণভাগে পিঙ্গলা এবং মেরুদণ্ডের মধ্যস্থলে সুষুম্নানাম্নী নাড়ী বিদ্যমানা রহিয়াছে। সুষুম্না নাড়ী চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিস্বরূপা, সত্ত্ব-রজস্তমোময়ী এবং বিকসিত ধুস্তূর-কুসুম-সদৃশী। এই সুষুম্না নাড়ীতেই ষট্‌চক্র অবস্থিত। ইড়া নাড়ী ঈষৎ শুক্লবর্ণা, চন্দ্রস্বরূপা ও অমৃতময়ী। পিঙ্গলা নাড়ী রক্তবর্ণা, সূর্য্যরূপা ও বিষস্রাবিণী। এই সুষুম্না নাড়ী মূলাধার-পদ্মের মধ্য হইতে সহস্রদল-কমলে অবস্থিত অধোমুখ শিবলিঙ্গ পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই সুষুম্নার মধ্যভাগে যে ছিদ্র আছে, তন্মধ্য দিয়া বজ্রাখ্যা নাড়ী মেঢ্রদেশ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া আছে। বজ্রানাড়ীর মধ্যভাগে চিত্রিণী নাম্নী আরও একটি নাড়ী বিরাজিতা আছে; এই নাড়ী লূতাতন্তুর ন্যায় সূক্ষ্মা এবং কুলকুণ্ডলিনীর দ্বারা প্রদীপ্তা। সুষুম্না নাড়ীতে যে ছয়টি কমল অঙ্কিত আছে, চিত্রিণী নাড়ী মধ্যগত ছিদ্রপথযোগে সেই পদ্মসমূহকে ভেদ করত শোভা পাইতেছে। বিশুদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত চিত্রিণী নাড়ীর বিষয় জ্ঞাত হওয়ার অন্য উপায় নাই। এই চিত্রিণী নাড়ীর মধ্যভাগে ব্রহ্মনাড়ী বিরাজ করিতেছে; উহা মূলাধারপদ্মস্থ হরের মুখবিবর হইতে মস্তকোপরিস্থিত সহস্রদলকমল পর্য্যন্ত বিস্তীর্ণ। এই ব্রহ্মনাড়ী বিদ্যুল্লতাবৎ সমুদ্ভাসিতা, মুনিগণের হৃদয়ে যজ্ঞসূত্রের ন্যায় প্রকাশমানা, অত্যন্ত সূক্ষ্মরূপা, বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ-গম্যা, নিত্যসুখস্বরূপিণী এবং বিমলজ্ঞানস্বভাব-বিশিষ্টা। এই ব্রহ্মনাড়ীর মুখেই ব্রহ্মদ্বার (মূলাধারপদ্ম) বিদ্যমান রহিয়াছে। ঐ স্থান হইতে নিরন্তর অমৃতধারা স্রাবিত হইতেছে, সুতরাং ঐ স্থান অতীব রমণীয়; ঐ স্থানেই

সুধাধারাসারৈশ্চরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ,
প্রপঞ্চং সিঞ্চন্তী পুনরপি রসাম্নায়মহসা।

পদ্মের গ্রন্থিস্বরূপ। যোগিগণ ঐ ব্রহ্মদ্বারকেই সুষুম্না-নাড়ীর মুখস্বরূপে কীর্ত্তন করেন।

গুহ্যের ঊর্দ্ধে এবং লিঙ্গের অধোভাগে, অর্থাৎ গুহ্য ও লিঙ্গ এই উভয়ের ঠিক মধ্যস্থলে আধারকমল সংস্থিত। সুষুম্না নাড়ীর মুখদেশেই ঐ পদ্ম মিলিত রহিয়াছে। ঐ পদ্ম কুলকুণ্ডলিনী প্রভৃতির আধার, এই হেতুই উহাকে মূলাধারপদ্ম কহে। এই পদ্ম শোণিতবর্ণ, চতুর্দ্দলবিশিষ্ট এবং অধোমুখে বিকসিত। উক্ত দলচতুষ্টয়ে ক্রমান্বয়ে ব শ ষ স এই চারিটি বর্ণ বিন্যস্ত আছে; ঐ চারিটি বর্ণ তপ্তস্বর্ণবৎ সমুদ্‌ভাসিত। এই মূলাধারপদ্মের মধ্যস্থলে পরম দীপ্তিমান্ চতুষ্কোণ ধরাচক্র বিরাজিত রহিয়াছে, উহা শূলাষ্টক দ্বারা পরিবৃত, পীতবর্ণ এবং বিদ্যুতের ন্যায় কোমলাঙ্গ। এই চক্রের মধ্যভাগে পৃথ্বীবীজ লং শোভা পাইতেছে। উপরিকথিত পৃথ্বীচক্রান্তর্গত ধরাবীজ চতুর্ভুজ, নানারূপ ভূষণে বিভূষিত ও ঐরাবতারূঢ়। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে নবীনার্কসদৃশ লোহিতবর্ণ শিশুরূপী সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা বিদ্যমান আছেন। এই পৃথ্বীচক্রের মধ্যে ডাকিনীনাম্নী এক দেবী বিরাজিতা রহিয়াছেন। তিনি মনোরম বাহুচতুষ্টয়ে অলঙ্কৃতা, রক্তবর্ণ-নেত্রবতী, যুগপৎ সমুদিত দ্বাদশার্কবৎ তেজঃপুঞ্জশালিনী এবং শুদ্ধবুদ্ধি ব্যক্তির জ্ঞানদাত্রী। বজ্রাখ্যা নাড়ীর মুখপ্রদেশে মূলাধার-কমলের কর্ণিকাভ্যন্তরে বিদ্যুদাভ ত্রৈপুরনামক একটি ত্রিকোণ-যন্ত্র বিরাজমান রহিয়াছে; কন্দর্পনামা বায়ু ঐ যন্ত্রের অভ্যন্তরে অবস্থিতি করিতেছেন এবং ঐ যন্ত্রের মধ্যে জীবাত্মা অবস্থিত আছেন। তিনি সমুদ্‌ভাসিত এবং পুষ্পাপেক্ষাও লোহিতবর্ণ। লিঙ্গরূপী শম্ভু ত্রিকোণ-যন্ত্রের মধ্যে অধোবদনে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি দ্রবীভূত স্বর্ণবৎ কোমল, নব-পল্লব-বর্ণ, শারদীয় পূর্ণশশধরবৎ সমুজ্জ্বল কান্তিমান্, কাশীবাসরত, বিলাসী এবং নদীর আবর্ত্তবৎ বর্ত্তুলাকার। উক্ত স্বয়ম্ভুলিঙ্গের ঊর্দ্ধভাগে মৃণালতন্তুবৎ অতি সূক্ষ্মা জগন্মোহিনী কুলকুণ্ডলিনী অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি নিজ বদন ব্যাদানপূর্ব্বক ব্রহ্মদ্বারের মুখদেশ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। তিনি শঙ্খের আবর্ত্তনের ন্যায় বেষ্টন-বেষ্টিতা এবং নবীন-চপলামালা-সদৃশী। তিনি সুপ্ত ভুজঙ্গবৎ সার্দ্ধত্রয়বেষ্টনে পরিবেষ্টিতা হইয়া স্বয়ম্ভু-লিঙ্গের মস্তকোপরি শয়ান রহিয়াছেন। এই তেজোময়ী কুলকুণ্ডলিনী মূলাধারপদ্মে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক কোমল কাব্যরূপ প্রবন্ধ

অবাপ্য স্বাং ভূমিং ভুজগনিভমধ্যুষ্টবলয়ং,
স্বমাত্মানং কৃত্বা স্বপিষি কুলকুণ্ডে কুহরিণি ॥ ১০ ॥

রচনার ভেদাভেদক্রম দ্বারা মত্ত ভ্রমরপংক্তির কূজনের ন্যায় সতত অব্যক্ত মধুর নিনাদ করিতেছেন এবং ইনিই শ্বাসোচ্ছ্বাসবিবর্ত্তন দ্বারা জীবগণের প্রাণরক্ষা করিয়া মূলাধারপদ্মের গহ্বরমধ্যে অতীব দীপ্তিশালিনী হইয়া বিরাজ করিতেছেন। পূর্ব্বোক্ত কুলকুণ্ডলিনীর মধ্যে পরমজ্ঞানদায়িনী, অতিসূক্ষ্মা, নিত্যানন্দরূপিণী, তড়িৎ-রাশির ন্যায় দেদীপ্যমানা, ত্রিগুণময়ী প্রকৃতি অবস্থিতি করিতেছেন। তাঁহার সমুদ্ভাসিত দীপ্তিতে ব্রহ্মাণ্ডাদি কটাহ সমুদ্ভাসিত হইতেছে। তিনিই নিত্যজ্ঞানের উদয়স্বরূপিণী পরমেশ্বরীরূপে জয়যুক্তা হইতেছেন।

লিঙ্গের মূলদেশে অর্থাৎ সুষুম্নার মধ্যে চিত্রিণীনাম্নী যে নাড়ী বিদ্যমানা আছে, তাহাতে সিন্দূরের ন্যায় রক্তবর্ণ, ষড়্‌দলযুক্ত একটি পদ্ম সুশোভিত আছে। ঐ পদ্ম বিদ্যুতের ন্যায় সমুজ্জ্বল; ঐ ষড়্‌দল বিন্দুযুক্ত ব ভ ম য র ল এই ছয়টি বর্ণসমন্বিত। ইহাকেই স্বাধিষ্ঠান-পদ্ম বলে। এই স্বাধিষ্ঠানকমলের মধ্যে অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি শুভ্রবর্ণ বরুণচক্র এবং চক্রমধ্যে নির্ম্মল শারদীয় চন্দ্রমাবৎ শুভ্র, মকরবাহন বরুণবীজ 'বং' সংস্থিত আছে। ঐ বরুণবীজের ক্রোড়দেশে নীলবর্ণ, মনোহর শ্রীসম্পন্ন, পীতবাসা, নবযৌবনবিশিষ্ট, শ্রীবৎস ও কৌস্তুভালঙ্কৃত, চতুর্ভুজ, দেবদেব নারায়ণ বিরাজমান রহিয়াছেন, এবং ঐ বরুণচক্রে নীলেন্দীবর তুল্য কান্তিমতী, নানা অস্ত্রধারিণী, দিব্য বস্ত্র ও ভূষণে বিভূষিতা, উন্মত্তচিত্তা রাকিণী-নাম্নী শক্তি বিদ্যমানা আছেন। স্বাধিষ্ঠানাখ্য পদ্মের উর্দ্ধভাগে নাভিমূলে দশদলযুক্ত মণিপূরসংজ্ঞক একটি পদ্ম বিরাজমান রহিয়াছে। উহা গাঢ় মেঘবৎ নীলবর্ণ এবং ঐ পদ্মের দশদলে ক্রমান্বয়ে অনুস্বারযুক্ত ও নীলকমলবৎ দীপ্তিশালী ড ঢ ণ ত থ দ ধ ন প ফ এই কয়েকটি বর্ণ বিদ্যমান আছে; ঐ পদ্মে অগ্নির ত্রিকোণমণ্ডল আছে, উহা অরুণবর্ণ এবং প্রাতঃকালীন ভাস্করবৎ প্রভাবিশিষ্ট। এই ত্রিকোণের বাহে তিনটি দ্বার আছে। এই ত্রিকোণমণ্ডলে বহ্নিবীজ 'রং' বিদ্যমান রহিয়াছে; উক্ত বহ্নিবীজকে মেষাধিরূঢ়, নবোদিত সূর্য্যসন্নিভ ও চতুর্ব্বাহুযুক্ত ধ্যান করিবে। ঐ বীজের ক্রোড়দেশে বিশুদ্ধ সিন্দূরবৎ অরুণবর্ণ, ভস্মবিলিপ্তাঙ্গ, সৃষ্টিসংহর্ত্তা, বৃদ্ধরূপী, ত্রিলোচন, জীবগণের ইষ্টপ্রদ, রুদ্রমূর্ত্তি মহাকাল অবস্থিতি করিতেছেন; ইঁহার হস্তে বর ও অভয় বিরাজ করিতেছে। এই মণিপূরাখ্য

কুণ্ডলিন্যা আরোহণমুক্ত্যা অবরোহণম্বাহ সুধাধারাসারৈরিত্যাদি। হে দেবি! পুনরপি রসাম্বায়মহসা ষট্‌চক্রস্তেজসা উপলক্ষিতা সতী অর্থাত্তেনৈব

পদ্মস্থ ত্রিকোণে সর্ব্বমঙ্গলদায়িনী চতুর্ভুজা লাকিনী শক্তি অধিষ্ঠিতা রহিয়াছেন। ইনি শ্যামা, পীতবস্ত্রধারিণী, বিবিধ বেশভূষায় বিভূষিতা (তপ্তকাঞ্চনবর্ণা) এবং সতত প্রফুল্লচিত্তা।

মণিপুর-সংজ্ঞক নাভিপদ্মের ঊর্দ্ধভাগে হৃৎস্থলে বন্ধুক-পুষ্পবৎ সমুজ্জ্বল অনাহতাখ্য দ্বাদশদল পদ্ম বিদ্যমান আছে। এই পদ্মের দ্বাদশ দলে ক—ঠ এই দ্বাদশটিবর্ণ বিন্যস্ত রহিয়াছে, এই সকল বর্ণ সিন্দূরের ন্যায় অরুণবর্ণ। এই পদ্মের মধ্যে ধূম্রবর্ণ ষট্‌কোণবিশিষ্ট বায়ুমণ্ডল আছে; ঐ ষট্‌কোণাভ্যন্তরে যং-কারাত্মক বায়ুবীজ চিন্তা করিবে। ঐ বীজ ধূম্রবর্ণ, মাধুর্য্যবিশিষ্ট, চতুর্ভুজ, কৃষ্ণসারারূঢ় ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। ঐ বীজের মধ্যে করুণাময়, নির্ম্মল, শ্বেতবর্ণ ঈশান নামক শিবের চিন্তা করিতে হয়। এই অনাহত-পদ্মে বিমল তড়িতের ন্যায় পীতবর্ণা, কল্যাণজননী, ত্রিনেত্রা, কাকিনী-নাম্নী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন। তিনি চতুর্হস্তা, আনন্দোন্মত্তা, বিবিধ ভূষণে সমলঙ্কৃতা এবং অস্থি-মাল্যধারিণী; তদীয় হস্তচতুষ্টয়ে পাশ, কপাল, বর ও অভয় বিদ্যমান আছে, তাঁহার হৃদয় সতত সুধারসে আর্দ্রীকৃত। এই অনাহত-পদ্মের কর্ণিকামধ্যে তড়িৎ-কোটিসদৃশ কোমলাঙ্গ ত্রিকোণ বিদ্যমান আছে। ইহার শক্তি কর্ণিকামধ্যে শোভিত হইতেছে। সেই শক্তিমধ্যে স্বর্ণবৎ সমুজ্জ্বল বাণ-নামক শিবলিঙ্গ শোভা পাইতেছেন। তদীয় শিরোদেশ অর্দ্ধচন্দ্র দ্বারা বিভূষিত। এই অনাহত-পদ্ম বায়ুশূন্য দীপশিখার ন্যায় জীবাত্মা দ্বারা সুশোভিত। আদিত্যমণ্ডল দ্বারা অভ্যন্তর সমুদ্দীপ্ত হওয়ায় ইহার কেশর সকল শোভিত হইতেছে।

কণ্ঠপ্রদেশে বিশুদ্ধ-সংজ্ঞক ষোড়শদলসংযুক্ত পদ্ম সুশোভিত আছে। উহা ধূম্রবর্ণ এবং উহার ষোড়শদলে ক্রমান্বয়ে রক্তবর্ণ অকারাদি ষোড়শ স্বর বিদ্যমান রহিয়াছে। এই পদ্মে পূর্ণ শশধরবৎ বৃত্তাকার গগনমণ্ডল বিরাজিত আছে। হিমচ্ছায়াতুল্য শুভ্র গজোপরি আরূঢ়, শ্বেতবর্ণ, পাশ, অঙ্কুশ, অভয় ও বরধারী হংবীজের ক্রোড়দেশে সদাশিব বাস করিতেছেন। তিনি গিরিজার সহিত অভিন্নদেহ অর্থাৎ অর্দ্ধনারীশ্বররূপী, শুভ্রবর্ণ, ত্রিনেত্র; পঞ্চানন, দশহস্ত এবং ব্যাঘ্রচর্ম্মাম্বরধারী। এই বিশুদ্ধ-পদ্মে পীতবর্ণা শাকিনীনাম্নী শক্তি অধিষ্ঠিতা আছেন; তিনি অমৃতার্ণব হইতেও বিশুদ্ধা ও চতুর্ভুজা এবং তাঁহার

পথা স্বাং ভূমিং নিজবসতিস্থানং মূলাধারং অবাপ্য। তথা চ শ্রুতিঃ,—
"পার্থিবাপস্তৈজসবায়ব্য-নভসনামানি ষট্‌চক্রাণি শাস্তবাম্নায়মি”তি। স্বমা-

---

হস্তচতুষ্টয়ে শর, শরাসন, পদ্ম ও অঙ্কুশ বিদ্যমান আছে। ঐ পদ্মের কর্ণিকা-মধ্যে নিষ্কলঙ্ক বিশুদ্ধ চন্দ্রমণ্ডল বিরাজিত রহিয়াছে।

ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে আজ্ঞা নামে একটি দ্বিদলযুক্ত পদ্ম শোভমান আছে। ইহা চন্দ্রবৎ শুভ্র; উহার দুইটি দলে হ ক্ষ এই দুইটি বর্ণ বিরাজ করিতেছে। এই আজ্ঞানামক পদ্মের মধ্যে বিদ্যামুদ্রা, কপাল, ডমরু ও জপমালাধারিণী, চতুর্ভুজা, বিমলমানসা, ষড়াননা, হাকিনীনাম্নী শক্তি বিরাজিতা রহিয়াছেন। উক্ত পদ্মের মধ্যভাগে সূক্ষ্মরূপী প্রসিদ্ধ মন অবস্থিত আছে এবং যোনিরূপিণী কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান আছে। এই স্থানে বিদ্যুন্মালার ন্যায় সমুদ্‌ভাসিত শক্তিস্থান এবং ব্রহ্মনাড়ী-প্রকাশক প্রণবের চিন্তা করিবে। যোগী ব্যক্তিরা একান্তমনে প্রথমে হাকিনীশক্তি, পরে মন, তদনন্তর কর্ণিকাতে ইতরাখ্য শিবস্থান, শেষে প্রণব চিন্তা করিবেন। এই আজ্ঞাকমলের অন্তশ্চক্রে অর্থাৎ পরমশক্তিস্থানমধ্যে ভ্রূর ঈষৎ ঊর্দ্ধভাগে বিশুদ্ধ জ্ঞান ও জ্ঞেয়-স্বরূপ অন্তরাত্মা অধিষ্ঠিত আছেন, ঐ ওঙ্কারের ঊর্দ্ধে অর্দ্ধচন্দ্র বিরাজিত এবং তাহার ঊর্দ্ধে বিন্দুরূপী মকার সুশোভিত আছে; ঐ মকারের আদিভাগে বলরামের সদৃশ শ্বেতবর্ণ চন্দ্রমাসম নাদ শোভা পাইতেছে। আজ্ঞাসংজ্ঞক দ্বিদলকমলে বায়ুর লয়স্থান জানিবে। ঐ স্থানোপরি অর্দ্ধচন্দ্রবিশিষ্ট বায়ুবীজ আছে। এই বায়ুবীজের উপরি শান্ত, বর ও অভয়প্রদ শুদ্ধ জ্ঞানের প্রকাশক শিব-বিষ্ণু-ব্রহ্মাত্মক ত্রিকোণ আছে।

আজ্ঞানামক চক্রের উপরিদেশে শঙ্খিনী নাড়ীর মস্তকে যে শূন্যাকার স্থান আছে, সেই স্থানে বিসর্গ-শক্তি আছে, ঐ শক্তির নিম্নপ্রদেশে প্রকাশমান সহস্রদলপদ্ম সুশোভিত রহিয়াছে। উহা পূর্ণচন্দ্রবৎ শ্বেতবর্ণ, অধোমুখে বিকসিত, মনোহর এবং উহার কেশর সকল প্রাতঃকালীন সূর্য্যবৎ দীপ্তিমান্। এই পদ্ম অকারাদি পঞ্চাশদ্বর্ণাত্মক ও নিত্যানন্দস্বরূপ। এই সহস্রদল-কমলের মধ্যে নিষ্কলঙ্ক চন্দ্রমা প্রকাশিত আছেন; তাঁহার জ্যোৎস্না-রাশি পরমা শোভা সম্পাদন করিতেছে। উহার মধ্যে বিদ্যুতের ন্যায় ত্রিকোণ-যন্ত্র এবং তন্মধ্যে দেবগণের গুরুস্বরূপ পরম গোপনীয় শূন্যস্থান চিন্তা করিবে। ঐ শূন্যস্থান পরম আনন্দ-ভোগের মূল, অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় দীপ্তিমান্। গগনরূপী পরমাত্মস্বরূপ পরমশিব এই স্থলে সুশোভিত আছেন। তিনি

স্থানাং স্বশরীরং ভুজগনিভং সর্পাকারং অধ্যুষ্টবলয়ং সার্দ্ধত্রিবলয়ং কৃত্বা কুলকুণ্ডে আধারপদ্মাধস্ত্রিকোণে স্বপিষি নিদ্রাসি। কুলকুণ্ডে কিস্তুতে? কুহরিণি সচ্ছিদ্রে। এতেন কুণ্ডলিন্যাঃ সর্পাকৃতিত্বাৎ কুলকুণ্ডস্য সর্পশয়নযোগ্যতা সূচিতা। কিং কুর্ব্বতী? আজ্ঞাচক্রস্থিতচরণযুগলান্তর্ব্বিগলিতৈঃ অমৃতবৃষ্টি-সম্পাতৈঃ প্রপঞ্চং ষট্‌চক্রাত্মকং দেহং সিঞ্চন্তী। তথা চ—শ্রীমত্যাশ্চতুশ্চরণং বর্ণয়তি। শুক্লরক্তমিশ্রনির্ব্বাণসংজ্ঞং সত্ত্বরজস্তমোঽতীতগুণপ্রধানম্। তত্র

পরম আনন্দস্বরূপ ও জীবগণের মোহ-তিমির-ধ্বংসের একমাত্র হেতু। নিখিল সুখের আশ্রয়স্বরূপ সর্ব্বেশ্বর সেই পরমশিব ঐ সহস্রার-কমলে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক নিরন্তর বিমলমতি যোগিগণকে অমৃতধারা প্রদান করত আত্মজ্ঞানবিষয়ক উপদেশ দিতেছেন। শিবপরায়ণ ব্যক্তিরা এই সহস্রার-পদ্মকে শিবস্থান বলিয়া কীর্ত্তন করেন। বৈষ্ণবেরা উহাকে পরম-পুরুষ হরির স্থান, কোন কোন ব্যক্তি হরির পদ, দেবীর চরণপদ্ম-ভক্তেরা শক্তিস্থান এবং অপর কতি-পয় ঋষি উহাকে প্রকৃতি-পুরুষের নির্ম্মল স্থান বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। এই সহস্রদল-কমলাভ্যন্তরে অমা-নাম্নী ষোড়শী চন্দ্রকলা বিদ্যমান আছে। ঐ কলা প্রভাতকালীন ভাস্করের ন্যায় প্রদীপ্তা, নির্ম্মলা, পদ্মতন্তুর শতাংশের একাংশের ন্যায় সূক্ষ্মা ও পরম শ্রেষ্ঠা; উহা তড়িতের ন্যায় কোমলা, নিত্য প্রকাশমানা ও অধোমুখী। উক্ত চন্দ্রকলা হইতে নিরন্তর অমৃতধারা বিগ-লিত হইতেছে। পূর্ব্বোক্ত সূক্ষ্ম অমাকলার মধ্যস্থলে নির্ব্বাণ-সংজ্ঞক একটি কলা বিরাজিতা আছে। ঐ কলা কেশাগ্রের সহস্রাংশের একাংশসদৃশী সূক্ষ্মা, দ্বাদশাদিত্যের ন্যায় দীপ্তিমতী, অর্দ্ধচন্দ্রাকারা, জীবগণের জ্ঞানলাভের এক-মাত্র কারণ, ইষ্টদেবতাস্বরূপা ও মাহাত্ম্যবতী। ইহাঁকেই মহাকুণ্ডলিনী বলে; এই কলা ধ্যান করিলেই তত্ত্বজ্ঞানের সঞ্চার হয়। ঐ নির্ব্বাণ-কলার মধ্যে পরম নির্ব্বাণশক্তি অবস্থিতা। তিনি কোটিভাস্করবৎ দীপ্তিমতী, ত্রিভু-বনের জননী, কেশাগ্র হইতেও সূক্ষ্মা, পরম গুহ্যা, জীবকুলের জীবনস্বরূপা, নিরন্তর শিবসঙ্গম হেতু প্রণয়গর্ভা। ঐ নির্ব্বাণশক্তির মধ্যস্থলে নির্ম্মল নিত্যা-নন্দ-স্বরূপ, পরম আনন্দাস্পদ, যোগিজনগম্য এক শিবস্থান আছে। কোন কোন ব্যক্তি উহাকে ব্রহ্মপদ, কোন কোন ব্যক্তি বৈষ্ণব-পদ, কোন কোন সুধী হংসাখ্যপদ এবং কোন কোন বিদ্বান্ ব্যক্তি মোক্ষপদের দ্বারস্বরূপ বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

শুক্লরক্তয়োরাজ্ঞাচক্রং স্থানং মিশ্রস্থ হৃৎকমলং নির্ব্বাণস্থ সহস্রারম্। তদুক্তং ভগবতা দত্তাত্রেয়েণ। ভ্রূমধ্যগৌ বিধিহরী তব রক্ত-শুক্লৌ পাদৌ রজো-ঽমণ্ডলগুণৌ খলু সেব্যমানৌ। সৃষ্টিস্থিতী বিতনুতে হৃদয়ে তৃতীয়মঙ্ঘ্রিং ভজন্ হরতি বিশ্বমুদগ্রবীর্য্যঃ॥ তূর্য্যং তবাঙ্ঘ্রিকমলং নিরুপাধিবোধং, সান্দ্রা-মৃতং শিবপদে সততং নমামি॥” শ্লোকদ্বয়েন শ্রীমত্যাঃ কুণ্ডলিন্যাঃ রোহাব-রোহৌ লিখিতৌ। তথা চ গৌতমীয়ে,—“মূলপদ্মে কুণ্ডলিনী যাবন্নিদ্রায়িতা প্রভো। তাবৎ কিঞ্চিন্ন সিধ্যেত মন্ত্র-যন্ত্রার্চ্চনাদিকম্। জাগর্ত্তি যদি সা দেবী বহুভিঃ পুণ্যসঞ্চয়ৈঃ। তদা প্রসাদমায়াতি মন্ত্রযন্ত্রার্চ্চনাদিকম্।” শ্রীমন্মাধবা-চার্য্যপাদাঃ,—“প্রাণিনাং দেহমধ্যে চ সংস্থিতানন্দরূপিণী। আধারশক্তিঃ সা জ্ঞেয়া ত্বগাদিধাতুনির্ম্মিতা। তন্মধ্যে কমলং ধ্যায়েদ্দ্বাদশারং বিকস্বরম্। যোনিস্তৎকর্ণিকামধ্যে কুলমাতৃময়ী স্থিতা। বামকোষ্ঠাদিড়া নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি চন্দ্রমাঃ। দক্ষিণে পিঙ্গলা নাড়ী তস্যাং গচ্ছতি ভাস্করঃ। ঊর্দ্ধকোষ্ঠাৎ সুষুম্নাখ্যা ধুস্তূরকুসুমাকৃতিঃ। তন্মধ্যে চিত্রিণী ধ্যেয়া পঞ্চাশদ্বর্ণ-রূপিণী॥ তদ্বর্ণব্রহ্মপদবী বিষতন্তুতনীয়সী। মধ্যমেরুগতা নিত্যং সুষুম্না ব্রহ্মরন্ধ্রকম্। যোনৌ ভ্রমতি রক্তাভো বিন্দুঃ কন্দর্পসংজ্ঞকঃ। তস্মাচ্ছিখা সমুদ্ভূতা স্থিরবিদ্যুল্লতাসমা। তদূর্দ্ধে কুণ্ডলীশক্তিঃ স্বয়ম্ভূ-মুখবোধিনী। মূলাজকর্ণিকামধ্যে ধরণ্যা মধ্যসঙ্গতম্। ধ্যায়ে-ল্লিঙ্গমধোবক্ত্রং লোহিতং বন্ধুজীববৎ॥” শারদায়ান্তু,—“আধারকন্দমধ্যস্থং ত্রিকোণমতিসুন্দরম্। জ্যোতিষাং মন্দিরং দিব্যং প্রাহুরাগমবেদিনঃ। তত্র বিদ্যুল্লতাকারা কুণ্ডলী পরদেবতা। পরিস্ফুরতি সর্ব্বাত্মা সুষুপ্তভুজগাকৃতিঃ॥” গৌতমীয়ে,—“গুদমেঢ্রান্তরে শক্তিং ক্রমাত্তাঞ্চ প্রবর্দ্ধয়েৎ। লিঙ্গভেদক্রমে-ণৈব বিন্দুচক্রঞ্চ প্রাপয়েৎ। শম্ভুনা তাং পরাং শক্তিমেকীভাবং বিচিন্তয়েৎ। তত্রোত্থিতামৃতং যত্তদ্দ্রুতলাক্ষারসোপমম্। পায়য়িত্বা চ তাং শক্তিং কৃষ্ণাখ্যাং যোগসিদ্ধিদাম্। ষট্‌চক্রদেবতাস্তত্র সন্তর্প্যামৃতধারয়া। আনয়েত্তেন মার্গেণ মূলাধারং ততঃ সুধীঃ॥” অত্র বিমলাবীজমপ্যুদ্ধরন্তি।—অবাপ্যশব্দাৎ মকারঃ। যুগলশব্দাৎ লকারঃ। ভূমিং শব্দাদূকারানুস্বারৌ এতেন মূঁ॥ ১০॥

হে দেবি! তুমি কুলপথ দ্বারা ষট্‌চক্রভেদপূর্ব্বক * সহস্রারে গমন

* পাঠকবর্গের বোধসৌকর্য্যার্থ এই স্থলে ষট্‌চক্র-ভেদের প্রণালী সংক্ষেপে বিবৃত হইতেছে।—ষট্‌চক্র ভেদ করত কুণ্ডলিনীকে সহস্রারে উত্থাপিত

করিয়া যখন পরমশিবের সহিত সংমিলিতা হও, তখন তোমার পাদপদ্মযুগ-লের প্রান্ত হইতে বিগলিত অমৃতধারাবর্ষণদ্বারা সমুদায় চক্র ও চক্রস্থ দেবতা-গণকে পুনরুজ্জীবিত ও সন্তর্পিত করিতে করিতে পুনর্ব্বার তুমি সেই কুলপথ

করিয়া পরমশিবের সহিত মিলিত করিতে হইলে প্রথমতঃ বায়ুবীজ (যং) উচ্চারণপূর্ব্বক বামনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত মূলাধারস্থিত কন্দর্পবায়ু উদ্দীপিত করিয়া, পরে বহ্নিবীজ (রং) উচ্চারণপূর্ব্বক দক্ষিণনাসিকা দ্বারা বায়ু আকর্ষণ করত কুণ্ডলিনীর চতুর্দ্দিক্‌স্থিত অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে হইবে। তৎ-পরে বহ্নি সমুদ্দীপিত হইলে কুলকুণ্ডলিনী তাহার উত্তাপ দ্বারা এবং হুং এই বীজ উচ্চারণ দ্বারা জাগরিতা হইয়া উঠিবেন। পরে হংস এই মন্ত্র উচ্চারণ-পূর্ব্বক মূলাধার সঙ্কোচিত করিয়া তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে হইবে। পূর্ব্বে যিনি সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভূলিঙ্গ বেষ্টনপূর্ব্বক ফণাদ্বারা ব্রহ্মমার্গ রোধ করিয়া নিদ্রিতা ছিলেন, একণে তিনি ব্রহ্মবিবরে প্রবেশপূর্ব্বক উত্থিত হইতে আরম্ভ করিবেন এবং আত্মা কুণ্ডলিনীর সহিত একীভূত হইয়া থাকিবেন। এই সমুদায় ব্যাপার ভাবনা দ্বারা সম্পূর্ণ অভ্যস্ত হইলে যখন কুলকুণ্ডলিনী প্রকৃত প্রস্তাবে উত্থিত হইতে থাকিবেন, তখন সাধক স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারিবেন।

যখন কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইয়া ঊর্দ্ধগমনে উন্মুখী হইবেন, সে সময় মূলা-ধারস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি সমুদায় তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। মহীমণ্ডল লয়প্রাপ্ত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লং বীজে পরিণত হইবে। কুণ্ড-লিনী মূলাধার পরিত্যাগ করিবামাত্র শূন্য মূলাধারপদ্ম অধোমুখ ও মুদিত হইয়া যাইবে। সমুদায় চক্রস্থ পদ্মই অধোমুখ ও মুদিত অবস্থায় আছে। কুণ্ডলিনী চৈতন্যপ্রাপ্ত হইয়া যখন যে পদ্মে গমন করিবেন, তখন সেই পদ্মই ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইয়া উঠিবে; সুতরাং সমুদায় পদ্মই ভাবনার সময় ঊর্দ্ধ-মুখ ও বিকসিত হয়। অতঃপর কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ উহা ঊর্দ্ধমুখ ও বিকসিত হইবে। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণ কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। লং এই পৃথ্বীবীজ জলমণ্ডলে লয়প্রাপ্ত হইলে জলও বং বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে অবস্থান করিতে থাকিবে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্র পরিত্যাগপূর্ব্বক মণিপূরে উত্থিত হইবেন। সেই সময় চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং বং বীজ বহ্নিমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে; বহ্নিও রং বীজে

দ্বারাই মূলাধারে প্রত্যাগমন করত আপনাকে সার্দ্ধত্রিবলয়াক্রান্ত সর্পরূপিণী করিয়া মূলাধারস্থিত স্বয়ম্ভূলিঙ্গে নিদ্রিতা হইয়া থাক ॥ ১০ ॥
পরিণত হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রকে ব্রহ্মগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিতে প্রথমতঃ সাধকের কিঞ্চিৎ কষ্ট হয়। ইহা প্রথম ভেদ হইবার সময় সাধক কৃশ হইয়া পড়েন এবং সাধকের উদরাময় রোগ জন্মে।

অনন্তর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূর পরিত্যাগপূর্ব্বক অনাহতচক্রে উপনীত হইবেন। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। রং বীজ বায়ুমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে এবং বায়ুও যং বীজে পরিণত হইয়া কুলকুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এই চক্রের নাম বিষ্ণুগ্রন্থি, ইহা ভেদ করাও সাধকের কষ্টসাধ্য।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী অনাহতচক্র পরিত্যাগ করত বিশুদ্ধচক্রে উত্থিত হইবেন। তৎকালে চক্রস্থিত সমুদায় দেবতা ও বর্ণাদি কুণ্ডলিনীর শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে এবং যং এই বায়ুবীজ আকাশমণ্ডলে লীন হইয়া যাইবে। আকাশও হং এই বীজে পরিণত হইবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী যখন আজ্ঞাচক্রে উপনীতা হইবেন, তখন চক্রস্থ দেবতা সকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। পরে হং এই আকাশবীজ মনশ্চক্রে লয় পাইবে। মনও কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন হইয়া যাইবে। এই আজ্ঞাচক্রকেই রুদ্রগ্রন্থি বলে। ইহা ভেদ করিলেই কুণ্ডলিনী স্বয়ং উত্থিত হইয়া পরমশিবে সংমিলিতা হয়েন।

পরে কুণ্ডলিনী দ্বিদলপদ্ম ভেদ করত যেমন উত্থিত হইতে থাকিবেন, অমনি ক্রমে ক্রমে নিরালম্বপুরী, প্রণব, নাদ ও বিন্দু প্রভৃতি তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইবে। তৎপরে তিনি পরমশিবে সংমিলিত ও একীভূত হইলে তাঁহার সামরস্য-সম্ভূত অমৃত দ্বারা ক্ষুদ্রব্রহ্মাণ্ডরূপ শরীর প্লাবিত হইতে থাকিবে। এই সময় সাধক সমুদায় জগৎ বিস্মৃত হইয়া একমাত্র অনির্ব্বচনীয় আনন্দরসে মগ্ন হইয়া থাকেন।

এইরূপে কুলকুণ্ডলিনী পরমশিবের সহিত সামরস্য সম্ভোগ করিয়া পুনর্ব্বার স্বস্থানে প্রত্যাগমনে প্রবৃত্তা হইবেন, তিনি প্রত্যাগমনকালে যে যে চক্রে উপনীত হইবেন, সেই সেই চক্রের যে যে দেবতা প্রভৃতি যে ভাবে তাঁহার শরীরে লয়প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিপরীতভাবে তাঁহারা সৃষ্ট হইতে থাকিবেন। কুণ্ডলিনীশক্তি বিন্দু, নাদ, প্রণব, নিরালম্বপুরী প্রভৃতি

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে টীকাকার বিমলাবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন।—অবাপ্য শব্দে মকার, যুগলশব্দে লকার, ভূমিং-শব্দে উকার ও অনুস্বার। ইহাদ্বারা ম্লূং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। ১০

সৃষ্টি করিয়া যখন আজ্ঞাচক্রে উপস্থিতা হইবেন, তখন শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতা প্রভৃতি সমুদায় সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিতে থাকিবেন এবং তৎকালে মন হইতে হং এই আকাশবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী ক্রমশঃ সৃষ্টি করিতে করিতে বিশুদ্ধচক্রে উপনীতা হইবেন। এই স্থানে তাঁহার শরীর হইতে অর্দ্ধনারীশ্বর শিব, শাকিনীশক্তি ও বর্ণ প্রভৃতি আবির্ভূত হইতে থাকিবে। হং বীজ হইতে আকাশের সৃষ্টি হইবে এবং আকাশ হইতে যং এই বায়ুবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। এইরূপে কুণ্ডলিনী বিশুদ্ধচক্রের দেবতা প্রভৃতি সৃষ্টিপূর্ব্বক যথাস্থানে স্থাপিত করিয়া অনাহতচক্রে উপস্থিতা হইবেন। এই সময় চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি তাঁহার শরীর হইতে আবির্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। যং বীজ হইতে বায়ুর সৃষ্টি হইবে। বায়ু হইতে রং এই বহ্নিবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী মণিপূরে প্রতিগমন করিবেন। তৎকালে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থ দেবতাসকল ও বর্ণাদি প্রাদুর্ভূত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে। পরে রং বীজ হইতে তেজ এবং তেজ হইতে বং এই বরুণবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে। তৎপরে কুণ্ডলিনী স্বাধিষ্ঠানচক্রে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতাসকল ও বর্ণাদি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থিতি করিবে এবং বং বীজ হইতে জল ও জল হইতে লং এই পৃথিবীবীজ উৎপন্ন হইয়া কুণ্ডলিনীর শরীরে লীন থাকিবে।

অনন্তর কুণ্ডলিনী মূলাধারে উপনীতা হইলে তাঁহার শরীর হইতে চক্রস্থিত দেবতাসকল ও বর্ণ প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবে এবং লং এই বীজ হইতে পৃথিবীর সৃষ্টি হইবে। অতঃপর কুলকুণ্ডলিনী সার্দ্ধত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া মুখদ্বারা ব্রহ্মদ্বার অবরোধপূর্ব্বক নিদ্রিতা হইয়া থাকিবেন। তৎকালে জীবাত্মাও পুনর্ব্বার ভ্রান্তিজালে পতিত হইয়া যথাস্থানে অবস্থান করিবেন।

চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ শিবযুবতিভিঃ পঞ্চভিরপি,
প্রভিন্নাভিঃ শম্ভোর্নবভিরপি মূলপ্রকৃতিভিঃ।
ত্রয়শ্চত্বারিংশদ্বসুদলকলাজ-ত্রিবলয়-
ত্রিরেখাভিঃ সার্দ্ধং তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ ॥ ১১ ॥

অথ বাহ্যপূজার্থং শ্রীমত্যা যন্ত্রমাহ—চতুরিতি। হেমাভৈশ্চতুর্ভিঃ শ্রীকণ্ঠৈঃ ঊর্দ্ধমুখীভিঃ পঞ্চভিঃ শিবযুবতিভিরধোমুখীভিঃ ইত্যেবংপ্রকারেণ প্রভিন্নাভির্নবভিরূর্দ্ধমুখাধোমুখভেদেন ভেদিতাভিঃ শম্ভোর্বিন্দুরূপস্য মূলপ্রকৃতিভিরাধারভূতাভিস্তব ভবনকোণাঃ পরিণতাঃ নিষ্পন্নাঃ। তে কতিসংখ্যা ইত্যাহ—ত্রয়শ্চত্বারিংশদিতিসংখ্যাঃ। নহি কেবলং কোণমাত্রেণ চক্রনিষ্পত্তির্ভবতীত্যাহ—বসুদল-অষ্টদল-কলাজ-ষোড়শদলাজত্রিবলয়ত্রিবৃত্তভূপূরৈঃ ত্রিভিঃ সার্দ্ধং নিষ্পন্নত্বাদিত্যন্বয়ঃ। এতেনাদৌ বিন্দুঃ ততস্ত্রিকোণং ততোঽষ্টকোণং ততো দশকোণদ্বয়ং ততশ্চতুর্দ্দশকোণম্। তত্র প্রথমত্রিকোণস্য অষ্টকোণে কোণদ্বয়প্রবেশাৎ এককোণতয়া ত্রয়শ্চত্বারিংশৎকোণাঃ। ততো বৃত্তাষ্টদলং বৃত্তষোড়শদলং তত্র ত্রিবৃত্তং ভূপূরত্রয়মিতি শ্রীচক্রম্। ততোঽন্যত্রাপি স্তোত্রোপদেশেন মন্ত্রোদ্ধারঃ।—শ্রীমত্ত্রিকোণবহিরষ্টককোণবাহ্যকদিকোণযুক্পরচতুর্দ্দশকোণযুক্তম্। বৃত্তাষ্টষোড়শদলানলবৃত্তরেখং শ্রীমচ্চতুর্ম্মুখমিতি প্রণমামি চক্রম্॥ অত্র বিন্দুশব্দাভাবেঽপি শম্ভুশব্দাদেব বিন্দুর্লভ্যতে। ঊর্দ্ধমুখস্য বহ্ন্যাত্মকতয়া শম্ভোস্তদাত্মকত্বাৎ শ্রীকণ্ঠসংজ্ঞা। অধোমুখস্য শক্ত্যাত্মকত্বাৎ যুবতীসংজ্ঞা। তদুক্তং সঙ্কেতপদ্ধতৌ,—পঞ্চশক্তিশ্চতুর্ব্বহ্নিঃ সংযোগাচ্চক্রসম্ভবঃ। নির্ম্মাণন্তু গুরুমুখাৎ। অত্রাপ্যরুণাবীজমুদ্ধরন্তি। কলাজশব্দাজ্জকারঃ। শম্ভোঃ-শব্দাৎ শকারঃ। রেখাশব্দাদ্রেফঃ। প্রকৃতিশব্দাদীকারঃ। সার্দ্ধং-শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন জশ্রীং ॥ ১১ ॥

জননি! চারিটি ঊর্দ্ধমুখে ত্রিকোণ ও পাঁচটি অধোমুখ ত্রিকোণ, এই নয়টি মূল প্রকৃতি মিলিত হইয়া ত্রিচত্বারিংশৎকোণ হইবে। * এই কোণের বহির্ভাগে বৃত্ত অষ্টদল, তাহার বহির্দ্দেশে বৃত্ত ষোড়শদল, তাহার বহির্দ্দেশে তিনটি বৃত্ত এবং তাহার বহির্ভাগে তিনটি ভূপূর অঙ্কিত করিলে শ্রীচক্র নিষ্পন্ন হয় ॥ ১১ ॥

* চক্র অঙ্কিত করিতে অগ্রে বিন্দু, পরে ত্রিকোণ, তৎপর অষ্টকোণ, অনন্তর দশকোণদ্বয় এবং তৎপর চতুর্দ্দশ কোণ অঙ্কিত করিলে ত্রিচত্বারিংশৎ কোণ হইবে।

তাৎপর্য্য।—টীকাকার এ স্থলে অরুণাবীজ উদ্ধৃত করিতেছেন। কলাজ শব্দে জকার, শম্ভোঃ শব্দে শকার, রেখা শব্দে রেফ, প্রকৃতি শব্দে ঈকার ও সার্দ্ধং শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা জশ্রীং এই বীজ উদ্ধৃত হইল। ১১॥

ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুহিনগিরিকন্যে তুলয়িতুং
কবীন্দ্রাঃ কল্পন্তে কথমপি বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ
যদালোক্যৌৎসুক্যাদমরললনা যান্তি মনসা,
তপোভির্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীম্ ॥১২॥

শ্রীমত্যা ধ্যানফলমাহ ত্বদীয়মিতি। হে তুহিনগিরিকন্যে! হিমালয়কন্যে! ত্বদীয়ং সৌন্দর্য্যং তুলয়িতুং বিরিঞ্চিপ্রভৃতয়ঃ কবীন্দ্রাঃ কথমপি কল্পন্তে। তব সৌন্দর্য্যস্য উপমারহিতত্বাৎ। তথা হি ব্রহ্মাদয়ো যদ্বর্ণনে অশক্তাঃ, তত্রাস্মাকং কুতোঽধিকারঃ ইতি ভাবঃ। যৎ সৌন্দর্য্যং ঔৎসুক্যাৎ নিত্যানুরাগতয়া মনসা আলোক্য ধ্যাত্বা অমরললনা দেবস্ত্রিয়ঃ তপোভির্দুষ্প্রাপামপি গিরিশসাযুজ্যপদবীং যান্তি। শ্রীমত্যা ধ্যানমাত্রেণ সাযুজ্যমুক্তির্ভবতীতি ভাবঃ। পশূনাং দুষ্প্রাপামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তন্ত্রাচাররহিতানামিত্যর্থঃ। যান্তি সহসেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র সাযুজ্যেন সম্বন্ধঃ। যদালোক্য শিবসাযুজ্যপদবীং সহসা যান্তি। অত্র বীজমপ্যুদ্ধরন্তি। তুহিনশব্দাৎ হকারঃ। সৌন্দর্য্যশব্দাৎ সকার-যকারৌ। বিরিঞ্চিশব্দেন প্রয়োজনং লক্ষ্যতে। তেন উকারঃ। ষষ্ঠস্বরস্তথাকারঃ, প্রজেশো নবভৈরব ইতি কোষঃ। ত্বদীয়ং শব্দাদ্বিন্দুঃ। এতেন হসয়ূঁ ॥ ১২ ॥

হে হিমালয়কন্যে! বিরিঞ্চি প্রভৃতি কবিশ্রেষ্ঠগণ অতিকষ্টে তোমার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে অথবা তাহার সাদৃশ্য লাভ করিতে সমর্থ হয়েন। অমর-ললনাগণ সমুৎসুকচিত্তে তোমার সেই লোকাতীত সৌন্দর্য্য ধ্যান করিয়া কৃচ্ছ্রসাধ্য তপস্যা দ্বারাও দুষ্প্রাপ্য শিবসাযুজ্যরূপ মুক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তাৎপর্য্য।—টীকাকার এই স্থলে মন্ত্রোদ্ধার করিতেছেন।—তুহিন শব্দে হকার, সৌন্দর্য্য শব্দে সকার ও যকার। বিরিঞ্চি শব্দে উকার এবং ত্বদীয় শব্দে বিন্দু। ইহা দ্বারা হসযুং এই মন্ত্র উদ্ধৃত হইল ॥ ১২ ॥

নরং বর্ষীয়াংসং নয়নবিরসং নর্ম্মসু জড়ং,
তবাপাঙ্গালোকে পতিতমনুধাবন্তি শতশঃ।

গলদ্বেণীবন্ধাঃ কুচকলসবিস্রস্তশিচয়া,
হঠাৎ ত্রুট্যৎকাঞ্চ্যো বিগলিতদুকূলা যুবতয়ঃ ॥১৩॥

শ্রীমত্যা অনুকম্পাফলমাহ নরং বর্ষীয়াংসমিত্যাদি। হে মাতস্তবাপাঙ্গালোকে পতিতং তবালোকনবিষয়ীভূতং নরং শতশো যুবতয়োঽনুধাবন্তি ত্বরয়া গচ্ছন্তীত্যর্থঃ। কিম্ভূতম্? বর্ষীয়াংসং বৃদ্ধম্। নয়নবিরসং চক্ষুঃসত্তারহিতম্। নর্ম্মসু জড়ং ক্রীড়নানভিজ্ঞম্। যুবতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? গলদ্বেণীবন্ধাঃ পতৎকেশবন্ধাঃ। কুচকলসাৎ বিস্রস্তঃ পতিতঃ শিচয়ো বস্ত্রখণ্ডো যাসাম্। হঠাৎ তৎক্ষণাৎ ত্রুট্যৎ পতৎপ্রায়ঃ কাঞ্চ্যো রসনা যাসাম্। বিগলিতং দুকূলং কৌষেয়ং যাসাম্। এতেন শ্রীমত্যাঃ কৃপাবলোকনমাত্রেণ সর্ব্বকর্ম্মাক্ষমোঽপি সদ্ভির্মহাপুরুষত্বেনানুমীয়তে ॥ ১৩ ॥

হে মাতঃ! তুমি যাহাকে কৃপাকটাক্ষে দর্শন কর, সে ব্যক্তি যদিও বৃদ্ধ, কর্ম্মাক্ষম, দর্শনশক্তি-রহিত ও রমণীসম্ভোগে আশক্ত হয়, তথাপি অপরূপ-রূপশালিনী শত শত যুবতী রমণীগণ মন্মথ-বশবর্ত্তিনী হইয়া তাহার প্রতি ধাবমানা হইয়া থাকে। তৎকালে রমণীদিগের কবরীবন্ধ শিথিল হইয়া বিগলিতপ্রায় হইতে থাকে, স্তনমণ্ডল হইতে বসন স্খলিত হয়, কটিভূষণ মেখলা পতিতপ্রায় হইতে থাকে এবং পরিধেয় কৌষেয় বসন বিগলিতপ্রায় হইয়া যায় ॥ ১৩ ॥

ক্ষিতৌ ষট্‌পঞ্চাশৎ দ্বিসমধিকপঞ্চাশদুদকে,
হুতাশে দ্বাষষ্টিশ্চতুরধিকপঞ্চাশদানলে।
দিবি দ্বিষট্‌ত্রিংশন্মনসি চ চতুঃষষ্টিরিতি যে,
ময়ূখাস্তেষামপ্যুপরি তব পাদাম্বুজযুগম্ ॥১৪॥

অথান্তর্মাতৃকাক্রমমাহ ক্ষিতাবিতি। হে মাতঃ! পৃথিব্যাদিষু ব্রহ্মাদিশক্তিষু ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়সংখ্যা যে ময়ূখাঃ কিরণা বর্ণরূপিণঃ সন্তি, তেষামুপরি তব পাদাম্বুজযুগং হংস ইত্যক্ষরদ্বয়রূপং ভাতীত্যন্বয়ঃ। তথাচ রুদ্রযামলে,—"পৃথিবী ব্রহ্মণঃ শক্তির্জ্জলং নারায়ণস্য চ। বহ্নীরুদ্রস্য রুদ্রাণী বায়ুরীশস্য চেশ্বরী। মহেশ্বরস্য চাকাশং শক্তির্মাহেশ্বরীতি চ। এতৎ পঞ্চাত্মকং প্রোক্তং ষট্‌চক্রে ব্যবস্থিতম্ ॥" কুত্র কতি ময়ূখা ইত্যাহ, ক্ষিতৌ মূলাধারে ষট্‌পঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐং ক্লীঁ সৌঃ ॥ ইতি ষট্‌পঞ্চাশদ্বর্ণরূপাঃ পৃথ্বীময়ূখাঃ। উদকে স্বাধিষ্ঠানে দ্বিসমধিকপঞ্চাশৎ পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ সৌঁ শ্রীং ইতি দ্বিপঞ্চাশ-

স্বর্ণরূপাঃ জলময়ূখাঃ। হুতাশে মণিপূরে দ্বাষষ্টিঃ, অকারাদিবর্ণচতুর্দ্দশস্বরাণাং চতুরাবৃত্ত্যা হংস ইত্যক্ষরদ্বয়াৎ দ্বাষষ্টিবর্ণরূপা ময়ূখাঃ। অনিলে অনাহত-চক্রে পঞ্চাশন্মাতৃকাঃ যঁ রঁ লঁ বঁ ইতি চতুঃপঞ্চাশদ্বর্ণরূপা বায়ুকিরণাঃ। দিবি বিশুদ্ধচক্রে ষট্‌ত্রিশৎ দ্বিগুণিতং অকারাদিচতুর্দ্দশস্বরস্য পঞ্চাবৃত্ত্যা ঐঁ হ্রীঁ ইতি দ্বিসপ্ততিবর্ণরূপাঃ আকাশকিরণাঃ। মনসি আজ্ঞাচক্রে অকারাদি ষোড়শস্বরস্য চতুরাবৃত্ত্যা চতুঃষষ্টিবর্ণরূপা মনঃকিরণাঃ। ইত্যেভিঃ প্রণবস্য ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়ৈর্ব্বর্ণৈঃ সহ হংস ইত্যক্ষরদ্বয়ং ষট্‌চক্রেষু বিন্যসেদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ। অথবা ষট্‌চক্রাণি বসন্তাদিষড়্‌তবঃ। ময়ূখাঃ অহোরাত্রাণি। তেন ষট্‌চক্র-সমুদায়ো বৎসরপরিমিতঃ কালঃ। তব পাদাম্বুজ-যুগং ব্রহ্মপরমব্রহ্মস্বরূপং নাদবিন্দ্বাত্মকং তদুপরি কালাগোচর-মিত্যর্থঃ। ষট্‌পঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো বসন্তঃ। দ্বিপঞ্চাশদ্দিবসাত্মকো গ্রীষ্মঃ ইত্যাদিক্রমেণ তান্ত্রিকা ঋতবো জ্ঞাতব্যা ইতি কশ্চিৎ। কেচিত্তু পার্থিবানি অষ্টাবিংশতিতত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এবং আপ্যানি ষড়্‌বিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, তৈজসানি একত্রিংশত্তত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, বায়ব্যানি সপ্তবিংশতিতত্ত্বানি দ্বিগুণিতানি, নভোভাগানি ষট্‌ত্রিংশত্তত্ত্বানি শিবশক্তিভেদেন দ্বিগুণিতানি। এতেন ষষ্ট্যুত্তরশতত্রয়াণি তত্ত্বানি তান্যেব ময়ূখাস্তেষামুপরি তব পাদাম্বুজং সর্ব্বতত্ত্বাতীতপরত্বেন ভাতীত্যর্থঃ॥ ১৪॥

হে জননি! মূলাধারচক্রে পৃথিবীর যে ষট্‌পঞ্চাশৎ কিরণ আছে, আর স্বাধিষ্ঠানচক্রে জলের যে দ্বিপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, মণিপূরচক্রে তেজো-মণ্ডলীর যে দ্বিষষ্টি কিরণ আছে, অনাহতচক্রে বায়ুমণ্ডলীর যে চতুঃপঞ্চাশৎ কিরণ রহিয়াছে, বিশুদ্ধচক্রে আকাশমণ্ডলীর যে দ্বিসপ্ততিসংখ্যক কিরণ আছে এবং আজ্ঞাচক্রে মনের যে চতুঃষষ্টিসংখ্যক কিরণ রহিয়াছে, তদুপরি হংস এই অক্ষরদ্বয়রূপ তোমার পাদপদ্ম শোভা পাইতেছে॥১৪॥

তাৎপর্য্য।—মূলাধার-নামক চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ এবং ঐঁ হ্রীঁ শ্রীঁ ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ, এই ষট্‌পঞ্চাশৎ বর্ণই পৃথিবীর কিরণ এবং এই কিরণ ব্রহ্মার শক্তি গায়ত্রী হইতে অভিন্ন। স্বাধিষ্ঠানাখ্য চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকাবর্ণ ও 'সৌঃ' 'শ্রীঁ' এই দ্বিপঞ্চাশৎ বর্ণই জলের কিরণ এবং এই কিরণ বিষ্ণুর শক্তি মহালক্ষ্মী হইতে অভিন্ন। মণিপূর-সংজ্ঞক চক্রে অকারাদি পঞ্চাশৎ বর্ণ, চারিটি চতুর্দ্দশ স্বর ও চারিটি হংস এই মন্ত্র, সমুদায়ে এই দ্বিষষ্টি বর্ণই তেজের কিরণ এবং

এই কিরণ রুদ্রশক্তি রুদ্রাণী হইতে অভিন্ন। অনাহত-চক্রে পঞ্চাশৎ মাতৃকা-বর্ণ ও 'যং রং লং বং' এই চারি বর্ণ, সমুদায়ে এই চতুঃপঞ্চাশৎ বর্ণই বায়ুর কিরণ এবং এই কিরণ নারায়ণ-শক্তি নারায়ণী হইতে অভিন্ন। বিশুদ্ধাখ্য-চক্রে অকারাদি চতুর্দ্দশ স্বরকে পাঁচ দ্বারা গুণ করিয়া তাহার সহিত 'ঐঁ হ্রীঁ' এই বর্ণদ্বয় যোগ করিলে যে দ্বিসপ্ততি বর্ণ হইল, তাহাই আকাশের কিরণ এবং এই কিরণ মহেশ্বরশক্তি মাহেশ্বরী হইতে অভিন্ন। আজ্ঞানামক চক্রে অকারাদি ষোড়শ স্বরকে চারি দ্বারা গুণ করিলে যে চতুঃষষ্টি বর্ণ হইল, তাহাই মনের কিরণ এবং এই কিরণ পরশিবের শক্তি সিদ্ধকালী হইতে অভিন্ন। প্রণবের এই ত্রিশতষষ্টিসঙ্খ্যক (৩৬০) রশ্মিবৃন্দের উপরি হংস এই অক্ষরদ্বয় রহিয়াছে। কিংবা ষট্‌চক্র বলিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু এবং ময়ূখ বলিতে অহোরাত্র। তিনশত ষাইট অহোরাত্র ছয় ঋতুর রশ্মি। চক্র সমুদায়ে একবৎসর হইয়া থাকে। তদুপরি ব্রহ্ম ও পরমব্রহ্মই নাদবিন্দু-রূপে তোমার চরণযুগল। ষট্‌পঞ্চাশৎ দিবসে বসন্ত-ঋতু, দ্বিপঞ্চাশৎ দিবসে গ্রীষ্ম-ঋতু, দ্বিষষ্টি দিবসে বর্ষা ঋতু, চতুঃপঞ্চাশৎ দিবসে শরৎ-ঋতু দ্বিসপ্ততি দিবসে হিম-ঋতু ও চতুঃষষ্টি দিবসে শিশির-ঋতু হয়। ইহাকেই ঋতুর রশ্মি বলে। এই মিলিত রশ্মিতে অর্থাৎ তিনশত ষাইট দিনে একবৎসর হইয়া থাকে।

আবার কেহ কেহ বলেন, পার্থিব অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া পৃথিবীর রশ্মিবৃন্দ হইয়াছে। এইরূপ জলীয় ষড়্‌বিংশতি তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া জলের দ্বিপঞ্চাশৎ রশ্মি, তেজের একত্রিংশৎ তত্ত্ব শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিষষ্টি রশ্মি, বায়ুর সপ্তবিংশতিতত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃপঞ্চাশৎ রশ্মি, আকাশের ষট্‌ত্রিংশৎ তত্ত্ব দ্বিগুণিত হইয়া দ্বিসপ্ততি রশ্মি এবং মনের দ্বাত্রিংশৎ তত্ত্ব ঐরূপ শিবশক্তিভেদে দ্বিগুণিত হইয়া চতুঃষষ্টি রশ্মি হইয়াছে। এইরূপ ষষ্ট্যধিক শতত্রয় তত্ত্বরূপ রশ্মিবৃন্দের উপরি তোমার চরণযুগল অর্থাৎ তুমি সমুদায় তত্ত্বের অতীত॥ ১৪॥

শরজ্জ্যোৎস্নাশুভ্রাং শশিযুতজটাজূটমুকুটাং,
বর-ত্রাসত্রাণ স্ফটিকগুণিকা-পুস্তককরাম্।
সকৃন্নত্বা ন ত্বাং কথমিব সতাং সন্নিদধতে,
মধুক্ষীরদ্রাক্ষামধুরিমধুরীণা ভণিতয়ঃ॥১৫॥

বীজত্রয়াধিষ্ঠাতৃজ্ঞান-ক্রিয়া-ইচ্ছাশক্তীনাং শ্লোকত্রয়েণ ধ্যানফলং বিবক্ষু-

প্রথমং বাগ্‌ভবরূপক্রিয়াশক্ত্যা ধ্যানমাহ শরদিতি। হে মাতঃ! সকৃদপি ত্বাং ন নত্বা সতাং পণ্ডিতানাং ভণিতয়ঃ কবিত্বরূপাঃ শব্দাঃ কথং সন্নিদধতে সন্নিধীভবন্তি। ন ত্বাং নত্বা পণ্ডিতানামপি কবিত্বং ন সন্নিধীভবতীত্যর্থঃ। ভণিতয়ঃ কিম্ভূতাঃ? মধুক্ষীরদ্রাক্ষা-মাধুর্য্যেণ মধুরীণা ভাবযুক্তা নানারসগভীরা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ। ত্বাং কিম্ভূতাম্? শরৎজ্যোৎস্নাশুভ্রাং জ্যোৎস্নায়া ব্যাপকত্বাৎ বিশ্ব-ব্যাপককান্তিমিতি ভাবঃ। শশিযুতো জটাসমূহো মুকুটে যস্যাঃ। বর-ত্রাসত্রাণ-স্ফটিকগুণিকা-পুস্তককরাং বরাভয়মুদ্রাক্ষমালাপুস্তকানি করেষু যস্যাঃ। চতুর্ভুজামিত্যর্থঃ ॥১৫॥

জননি! তোমার কান্তি শরৎকালীন চন্দ্রমার ন্যায় শুভ্রবর্ণা অর্থাৎ তোমার কান্তি জগদ্ব্যাপিনী। তোমার শিরোদেশে চন্দ্রকলারূপ মুকুট ও সুরম্য জটাকলাপ শোভা পাইতেছে। তোমার হস্তচতুষ্টয়ে বর, অভয়, অক্ষমালা ও পুস্তক রহিয়াছে। মাতঃ! সাধুগণ যদি এই প্রকার ধ্যান করিয়া তোমাকে একবারমাত্র নমস্কার করেন, তাহা হইলে মধু, ক্ষীর ও দ্রাক্ষার ন্যায় অপূর্ব্ব মাধুর্য্যসম্পন্ন নানারসগভীর কবিতাসমূহ তাঁহাদিগের মুখ হইতে অনর্গল নির্গত হইতে থাকে ॥১৫॥ *

কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনবালাতপরুচিং,
ভজন্তে যে সন্তঃ কতিচিদরুণামেব ভবতীম্।
বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাস্তরুণতরশৃঙ্গারলহরী-
গভীরাভির্ব্বাগ্‌ভির্ব্বিদধতি সভারঞ্জনমমী ॥১৬॥

কামাধিষ্ঠাতৃ-ইচ্ছাশক্ত্যা ধ্যানমাহ, কবীতি। যে কতিচন সন্তঃ অরুণবর্ণামেব ভবতীং ভজন্তে ধ্যায়ন্তি। অমী বাগ্‌ভিঃ সভারঞ্জনং বিদধতি কুর্ব্বন্তি। কিম্ভূতাম্? কবীন্দ্রাণাং চেতঃকমলবনেষু বালসূর্য্যকিরণবৎ রুচির্যস্যাঃ তাম্। বাগ্‌ভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? বিরিঞ্চিপ্রেয়স্যাঃ সরস্বত্যা গদ্য-পদ্যরূপায়াঃ অভিনব-শৃঙ্গার-রসবাহুল্যেন গভীরাভিঃ সভাসদাং শৃঙ্গার-রসেন যথা সুখমুৎপদ্যতে ন তথাপ্যন্যরসেনেতি ভাবঃ ॥১৬॥

হে জননি! তুমি মহাকবিদিগের চিত্তরূপ কমলবনে বালসূর্য্যরূপে বিরাজিতা রহিয়াছ। তোমার বর্ণ নবোদিত দিবাকরের সদৃশ। যে সকল

---

* ঐঁ ক্লীঁ সৌঃ এই বীজত্রয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ক্রিয়াশক্তি, ইচ্ছাশক্তি ও জ্ঞানশক্তির ধ্যানকল বলিবার নিমিত্ত প্রথমতঃ ক্রিয়াশক্তির ধ্যান বলা হইল।

সাধুব্যক্তি তোমার এই প্রকার অপরূপ-রূপসম্পন্ন মূর্ত্তি ধ্যান করেন, তাঁহারা গদ্য-পদ্যময়ী সরস্বতীর অভিনব শৃঙ্গাররসের স্রোতে অভিষিক্ত সুমধুর বাক্য দ্বারা সভাস্থিত জনগণের মনোরঞ্জন করিতে সক্ষম হয়েন ॥১৬॥ *

সবিত্রীভির্ব্বাচাং শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভি-
র্ব্বশিন্যাদ্যাভিস্ত্বাং সহ জননি সঞ্চিন্তয়তি যঃ।
স কর্ত্তা কাব্যানাং ভবতি মহতাং ভঙ্গিসুভগৈ-
র্ব্বচোভির্ব্বাগ্দেবীবদনকমলামোদমধুরৈঃ ॥১৭॥

অথ শক্তিবীজাধিষ্ঠাতৃরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তের্ধ্যানফলমাহ সবিত্রীতি। হে জননি! হে শক্তিবীজস্বরূপে! বশিন্যাদ্যষ্টশক্তিভিঃ সহ ত্বাং যঃ সঞ্চিন্তয়তি, স বচোভিঃ বাঙ্‌মাত্রেণাপি মহতাং কাব্যানাং কর্ত্তা ভবতি, তস্য সামান্যং বাক্যমপি কাব্যার্থং ব্যঞ্জয়তীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? বাচাং সবিত্রীভিঃ বাক্যপ্রসবকর্ত্রীভিঃ। পুনঃ কিম্ভূতাভিঃ? শশিমণিশিলাভঙ্গরুচিভিঃ চন্দ্রকান্তমণীনাং ভঙ্গে সতি যথা রুচির্ভবতি তথা রুচির্যাসাং অতিশুভ্রবর্ণাভিরিত্যর্থঃ। বচোভিঃ কিম্ভূতৈঃ? ভঙ্গিসুভগৈঃ ভঙ্গ্যা বক্রোক্ত্যা শ্রবণসুখজনকৈঃ। বক্রোক্তিঃ কাব্যজীবিতমিত্যলঙ্কারঃ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? সরস্বতীমুখপদ্মসৌরভমধুরৈঃ। ওজঃপ্রসাদমাধুর্য্যগুণবিশিষ্টৈরিতি ভাবঃ। ওজঃ প্রসাদো মাধুর্য্যমিতি কাব্যগুণা মতা ইত্যলঙ্কারঃ। বশিন্যাদ্যাভিঃ সহ যস্ত্বাং ধ্যায়তি তস্য মুখে স্থিত্বা স্বয়ং বাগ্দেবী বদতীতি ভাবঃ। বশিন্যাদ্যাশ্চ বশিনী কামেশ্বরী মোহিনী বিমলা অরুণা জয়িনী সর্ব্বেশ্বরী কৌলিনী চ। বশিন্যাদীনাং বর্ণনমুক্ত্বা বর্ণং বর্ণয়ন্নাহ ॥ ১৭ ॥

মাতঃ! যাঁহাদের প্রসাদে সুমধুর বাক্যবিন্যাস করিবার শক্তি জন্মে, যাঁহাদের শরীরকান্তি চন্দ্রকান্ত-মণিখণ্ডের ন্যায় প্রদীপ্ত অর্থাৎ অতি শুভ্র, ঈদৃশ বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তির সহিত তোমাকে যে মহাত্মা চিন্তা করেন, তিনি সরস্বতীর মুখপদ্ম-সৌরভ-মধুর অর্থাৎ ওজঃ-প্রসাদ-মাধুর্য্য-গুণবিশিষ্ট

* এই স্থলে ক্লীং এই কামবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ইচ্ছাশক্তিরূপা গৌরীর ধ্যান বিবৃত হইল।

বক্রোক্তি প্রভৃতি শ্রবণ-সুখকর অলঙ্কারসম্পন্ন বাক্যসমূহ দ্বারা অবলীলাক্রমেই মহাকাব্যসমূহ রচনা করিতে সক্ষম হয়েন ॥১৭॥ *.

তনুচ্ছায়াভিস্তে তরুণ-তরণি-শ্রীধরণিভি-
র্দ্দিবং সর্ব্বামুর্ব্বীমরুণমণিমগ্নাং স্মরতি যঃ।
ভবন্ত্যস্য ত্রস্যদ্বনহরিণশালীননয়নাঃ,
সহোর্ব্বশ্যা বশ্যাঃ কতি কতি ন গীর্ব্বাণগণিকাঃ ॥১৮॥

অথ শক্ত্যধিষ্ঠাতৃরূপায়াঃ জ্ঞানশক্তের্দ্ধ্যানফলমাহ তনুচ্ছায়েতি। হে মাতঃ! তব দেহকান্তিকিরণৈঃ অরুণমণিমগ্নাং সূর্য্যকান্তিমণিবর্ণৈর্ব্যাপ্তাং সর্ব্বাং উর্ব্বীং দিবঞ্চ তদ্বর্ণব্যাপ্তাং যঃ স্মরতি তস্য উর্ব্বশ্যা প্রধানাপ্সরসা সহ কতি কতি গীর্ব্বাণগণিকাঃ অপরিমিতদেবাঙ্গনা বশ্যা ন ভবন্তি? ভবন্ত্যেব তনুচ্ছায়াভিঃ কিম্ভূতাভিঃ? তরুণতরণি-শ্রীধরণিভিঃ মধ্যাহ্নসূর্য্যশোভাং প্রাপ্তাভিঃ। গীর্ব্বাণগণিকাঃ কিম্ভূতাঃ? ত্রস্যদ্বনহরিণানামিব সচকিতং নয়নং যাসাং তাঃ। ত্রস্যদ্বনহরিণশব্দেন অনিমিষাণামপি নয়নচাঞ্চল্যং ব্যঞ্জিতম্ ॥১৮॥

মাতঃ! তোমার দেহকান্তি মধ্যাহ্নকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমুজ্জ্বল; তুমি ঈদৃশ সূর্য্যকান্তমণিসদৃশ শরীরকান্তি দ্বারা সমুদায় ভুবন পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। যে সকল ব্যক্তি তোমার এইরূপ অপরূপ-রূপ ভাবনা করেন, অনিমিষনয়না উর্ব্বশী প্রভৃতি অপ্সরারাও ভীতা বনহরিণীর ন্যায় চকিতনয়না হইয়া তাঁহাদের নিকট আগমন করত বশীভূতা হইয়া থাকেন ॥১৮॥ ‡

মুখং বিন্দুং কৃত্বা কুচযুগমধস্তস্য তদধো,
হকারার্দ্ধং ধ্যায়েদ্ধরমহিষি তে মন্মথকলাম্।
স সদ্যঃ সঙ্ক্ষোভং নয়তি বনিতা ইত্যতিলঘু,
ত্রিলোকীমপ্যাশু ভ্রময়তি রবীন্দুস্তনযুগাম্ ॥১৯॥

অথ পঞ্চমযাগে অভেদবুদ্ধ্যা আত্মানং শিবরূপমেকাত্মানং বিভাব্য আধারাৎ পদ্মশিখান্তং সূত্ররূপাং সূক্ষ্মাং কুণ্ডলিনীং সর্ব্বশক্তিরূপাং বিভাব্য সত্ত্বরজ-

---

* এই স্থলে সৌঃ এই শক্তিবীজের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জ্ঞানশক্তির ধ্যান কথিত হইল, বশিনী প্রভৃতি অষ্টশক্তি যথা—বশিনী, কামেশ্বরী, মোহিনী, বিমলা, অরুণা, জয়িনী সর্ব্বেশ্বরী ও কৌলিনী॥

‡ এই স্থলে শক্ত্যাধিষ্ঠাত্রীদেবতারূপা জ্ঞানশক্তির ধ্যানফল বিবৃত হইল।

স্তমোগুণসূচকং ব্রহ্মবিষ্ণুশিবশক্ত্যাত্মকং সূর্য্যাগ্নিচন্দ্ররূপং বিন্দুত্রয়ং তস্যা অঙ্গে বিভাব্য অধশ্চিৎকলাং ভাবয়েদিতি কামকলাং ধ্যায়েৎ। তদেব কামকলাধ্যানমাহ মুখমিতি। স্বকলয়া বিশ্বং হরতীতি হরঃ। হে হরমহিষি! হে সচ্চিদানন্দস্বরূপে! তব মন্মথকলাং ত্রিগুণাত্মকবিভূতিং যো ধ্যায়েৎ স সদ্যস্তৎক্ষণাৎ বনিতা হস্তপাদাদিঘটিতদেহাঃ স্ত্রিয়ঃ সংক্ষোভং নয়তি ইতি অতিতুচ্ছম্, আশু শীঘ্রং ত্রিলোকীমপি ত্রৈলোক্যভূতাং নায়িকামপি ভ্রময়তি বিভ্রমযুক্তাং করোতি। নায়িকাত্বে কারণমাহ,—রবীন্দুস্তনযুগাং চন্দ্রসূর্য্যমণ্ডলস্তনদ্বন্দ্বাম্। ত্রৈলোক্যনায়কঃ স ভবতীত্যর্থঃ। কথম্ভূতাং ধ্যায়েদিত্যাহ,—মুখং বিন্দুং কৃত্বা রজোগুণ-সূচকং বিরিঞ্চ্যাত্মকং বিন্দুং মুখং কৃত্বা তস্যাধো হৃদয়স্থানে সত্ত্বতমোগুণসূচকং হরিহরাত্মকং বিন্দুদ্বয়ং কুচযুগং কৃত্বা তস্যাধঃ যোনিগুণত্রয়সূচিকাং হরিহরবিরিঞ্চ্যাত্মিকাং সূক্ষ্মাং চিৎকলাং হকারার্দ্ধং কৃত্বা যোন্যন্তর্গতত্রিকোণাকৃতিং কৃত্বা ধ্যায়েদিতি সম্প্রদায়ঃ। তথাচ শ্রীক্রমে,—"বিন্দুত্রয়স্য দেবেশি প্রথমং দেবি বক্ত্রকম্। বিন্দুদ্বয়ং স্তনদ্বন্দ্বং হৃদিস্থানে নিয়োজয়েৎ। হকারার্দ্ধং কলাং সূক্ষ্মাং যোনিমধ্যে বিচিন্তয়েদিতি॥" তদুক্তং ভাবচূড়ামণৌ,—"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। তদধঃ সপরার্দ্ধঞ্চ সুপরিষ্কৃতমণ্ডলম্॥" ইতি॥ ১৯॥

হে হরমহিষি! উর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে তোমার বদনস্বরূপ এবং অধঃস্থিত বিন্দুদ্বয়কে তোমার স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিয়া তাহার নিম্নদেশে হকারার্দ্ধকে যোনিগুণত্রয়-সূচিকা ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মিকা সূক্ষ্মা চিৎকলারূপে কল্পনাপূর্ব্বক যে ব্যক্তি তোমাকে কামকলারূপা চিন্তা করেন, তাঁহার পক্ষে কামিনীগণকে উদ্‌ভ্রান্ত করা অতি তুচ্ছ কথা, তিনি চন্দ্রসূর্য্যরূপ-স্তনযুগলসুশোভিতা ত্রিলোকীরূপা রমণীকেও অতি শীঘ্র অনায়াসে ভ্রামিত করিতে পারেন॥ ১৯॥

তাৎপর্য্য।—পঞ্চমযাগের সময় স্বীয় আত্মাকে শিব হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করত মূলাধারচক্র হইতে পরমশিব পর্য্যন্ত তড়িৎসদৃশ তেজোময়ী মৃণালসূত্রের ন্যায় অতীব সূক্ষ্মা কুলকুণ্ডলিনীকে সর্ব্বশক্তিরূপা চিন্তা করিয়া রজঃসত্ত্বতমোগুণসূচক ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিবস্বরূপ এবং সূর্য্য-অগ্নি ও চন্দ্রস্বরূপ বিন্দুত্রয়কে সেই কুলকুণ্ডলিনীর অঙ্গে চিন্তা করত তাহার অধঃস্থলে চিৎকলা ধ্যান করিবে অর্থাৎ উপরিস্থিত বিন্দু রজোগুণসূচক ও ব্রহ্মাত্মক; ইহাকে

সত্ত্বতমোগুণসূচক হরি-হরাত্মক যে বিন্দুদ্বয় আছে, উহাকে কামকলাদেবীর কুচযুগলরূপে কল্পনা করিবে। তাহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ, তাহাই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর-স্বরূপা সূক্ষ্মা চিৎকলা। এই হকারার্দ্ধকে যোনির অন্তর্গত ত্রিকোণাকৃতি চিন্তা করিতে হইবে। এই বিষয়ে শ্রীক্রমে কথিত আছে যে, "দেবি! বিন্দুত্রয়ের মধ্যে ঊর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ এবং তাহার নিম্নে হৃদয়স্থানে স্তনযুগলরূপ বিন্দুদ্বয় স্থাপন করিবে। যোনিমধ্যে ইহার নিম্নে সূক্ষ্মা চিৎকলাকে হকারার্দ্ধরূপ ভাবনা করিতে হইবে॥ ১৯॥

কিরন্তীমঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং,
হৃদি ত্বামাধত্তে হিমকরশিলামূর্ত্তিমিব যঃ।
স সর্পাণাং দর্পং শময়তি শকুন্তাধিপ ইব,
জ্বরপ্লুষ্টং দৃষ্ট্যা সুখয়তি সুধাসারশিরয়া॥ ২০॥

অথ কাম্যধ্যানমাহ কিরন্তীমিতি। হিমগিরিশিলামূর্ত্তিমিব অর্থাৎ অতি-স্নিগ্ধতরাং ত্বাং যো হৃদি ধত্তে অর্পয়তি শকুন্তাধিপ ইব স সর্পাণাং দর্পং বিষং শময়তি। ত্বাং কিম্ভূতাম্? অঙ্গেভ্যঃ কিরণনিকুরম্বামৃতরসং কিরণসমূহামৃতরসং কিরন্তীং বিস্তারয়ন্তীম্। সুধাসারশিরয়া সুধাস্রবণনাড়ীরূপয়া দৃষ্ট্যা জ্বরপ্লুষ্টং জনং সুখয়তি। সুধাধারসিতয়েতি ক্বচিৎ পাঠঃ। চন্দ্রমণ্ডলবৎ স্নিগ্ধয়েত্যর্থঃ॥ ২০॥

জননি! যিনি নিজ দেহ হইতে কিরণসমূহরূপ অমৃতরস বিস্তার করিতেছেন, যাঁহার মূর্ত্তি হিমাচলশিলার ন্যায় অতীব স্নিগ্ধতরা, তুমিই সেই কুলকুণ্ডলিনীরূপা কামকলা। যে সাধক তোমার এবংবিধ স্থূলরূপ ধ্যান করেন, তিনি দৃষ্টিমাত্র গরুড়ের ন্যায় সর্পবিষও বিনষ্ট করিতে সক্ষম হয়েন এবং তিনি চন্দ্রমণ্ডলের ন্যায় স্নিগ্ধতমা সুধাক্ষরণ-নাড়ীস্বরূপা দৃষ্টি দ্বারা জ্বরাভিভূত জনগণকেও নীরোগ ও সুখী করিতে সমর্থ হয়েন॥ ২০॥ *

তড়িল্লেখাতন্বীং তপনশশিবৈশ্বানরময়ীং,
নিষণ্ণাং ষণ্ণামপ্যুপরি কমলানাং তব কলাম্।
মহাপদ্মাটব্যাং মৃদিতমলমায়েন মনসা,
মহান্তঃ পশ্যন্তো দধতি পরমাহ্লাদলহরীম্॥ ২১॥

* ইহা দ্বারা কামকলার স্থূলধ্যান কীর্ত্তিত হইল।

কামকলায়াঃ স্থূলধ্যানমুক্ত্বা সূক্ষ্মধ্যানমাহ তড়িদিত্যাদি। হে মাতঃ! মহান্তো যোগিনঃ তব কলাং চিৎস্বরূপাং মৃদুতমং সুসুখং যথা স্যাৎ তথা মনসা পশ্যন্তঃ পরমহ্লাদলহরীং ব্রহ্মসুখানুভবং দধতি প্রাপ্য বসন্তি। মনসা কিম্ভূতেন? অমায়েন মায়ারহিতেন। কিম্ভূতাম্? তড়িল্লেখাতন্বীং সুসূক্ষ্মতেজসো রূপাং তপন-শশি-বৈশ্বানরময়ীং বিন্দুত্রয়কারণভূতাং ষণ্ণাং কমলানাং উপরি নিষণ্ণাং ষট্‌চক্রোপরি স্থিতাম্। কুত্র? মহাপদ্মাটব্যাং সহস্রদলরূপারণ্যে পত্রাণাং বাহুল্যাদরণ্যত্বম্। তথা চ যামলে—"মহাপদ্মবনান্তঃস্থে কারণানন্দবিগ্রহে। সর্ব্বভূতহিতে মাতরেহেহি পরমেশ্বরি।" ইত্যাদি॥ ২১॥

হে মাতঃ! যে সমুদায় মহাত্মা যোগী প্রশান্তহৃদয়ে মায়া-পরিশূন্যচিত্তে ষট্‌চক্রের উপরি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থিত সহস্রদল-পদ্মমধ্যে তড়িল্লেখার ন্যায় সূক্ষ্মতমা চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপ বিন্দুত্রয়ের কারণভূতা কামকলারূপা ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি দর্শন করেন, তাঁহারাই পরম আনন্দলহরী ভোগ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তৎকালে তাঁহারা অনির্ব্বচনীয় ব্রহ্মানন্দ-সুখানুভব করেন॥ ২১॥

তাৎপর্য্য।—এক্ষণে কামকলাতত্ত্ব নিরূপিত হইতেছে। এই কামকলা মহা-ত্রিপুরসুন্দরীস্বরূপা অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে তাঁহার অধিষ্ঠান বশতঃ তিনি ত্রিপুর-সুন্দরী নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। দক্ষিণামূর্ত্তি-সংহিতাতে বলিয়াছেন যে, "বিন্দুত্রয়সমাযোগাৎ ত্রিবিন্দৌ ত্রিপুরা স্থিতা। বিন্দুং সঙ্কল্পয়েদ্বক্ত্রং তস্যা-ধস্তাৎ কুচদ্বয়ম্॥ তদধঃ সপরার্দ্ধন্তু চিন্তয়েত্তদধোগতম্। এবং কামকলারূপা সাক্ষাদক্ষররূপিণী॥"—অর্থাৎ বিন্দুত্রয়ে ত্রিপুরা দেবী অবস্থিতা রহিয়াছেন। ঊর্দ্ধস্থিত বিন্দুকে মুখ কল্পনা করিয়া অধস্থ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। ইহার নীচে হকারার্দ্ধ চিন্তা করিতে হইবে। এই কামকলাই সাক্ষাৎ নিত্যব্রহ্মস্বরূপা। কামশব্দের অর্থ কমনীয়া, কলাশব্দের অর্থ চন্দ্র ও অগ্নিস্বরূপা। ভাবচূড়ামণিতে কথিত আছে,—"মুখং বিন্দুবদাকারং তদধঃ কুচযুগ্মকম্। সর্ব্ববিদ্যামৃতাপূর্ণং সর্ব্ববাগ্বিভবপ্রদম্। সর্ব্বার্থসাধকং দেবী সর্ব্ব-রঞ্জনকারণম্। তদধঃ সপরার্দ্ধন্ত সপরিষ্কৃতিমণ্ডলম্। সর্ব্বদেবাদিভূতং তৎ সর্ব্ব-দেবনমস্কৃতম্। সর্ব্বাহ্লাদনসম্পূর্ণং সর্ব্ববশ্যপ্রবর্ত্তকম্॥ এতৎ কামকলাধ্যানং সুগোপ্যং সাধকোত্তমৈঃ॥"—অর্থাৎ ঊর্দ্ধস্থিত একবিন্দুকে মুখরূপে ভাবনা করিয়া তাহার নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলরূপে কল্পনা করিবে। এই বিন্দু-ত্রয় সর্ব্ববিদ্যারূপ অমৃতে পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ বাক্‌শক্তিপ্রদায়ক ও সর্ব্ববিধ অভীষ্টসাধক। এই বিন্দুত্রয়ের নিম্নে হকারের উত্তরার্দ্ধ বিন্যাস করত তাহার

চতুর্দ্দিকে যোনিমণ্ডল চিন্তা করিতে হইবে। ইহা সর্ব্বদেবের আদিস্বরূপ, সর্ব্ব-দেবের পূজ্য ও সকলের আনন্দকর। সাধকগণ কামকলার এই সূক্ষ্মধ্যান যত্নপূর্ব্বক গোপন করিয়া রাখিবেন।

এই কামকলাই সকলের ইষ্টদেবতারূপিণী ও ব্রহ্মস্বরূপা। বীরভাবাপন্ন জনগণ ও যোগিগণ সর্ব্বদাই ইঁহার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। এই কামকলার ধ্যান করিলে সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হওয়া যায়। ইহা নিষ্কল বিন্দুরূপা হই-য়াও সমুদায় মাতৃকাবর্ণস্বরূপা। ইহার ত্রিবিন্দু, ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই ত্রিমূর্ত্তি এবং ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও মাহেশ্বরী এই ত্রিশক্তি। ইহার ঊর্দ্ধবিন্দু মুখস্বরূপ। নিম্নস্থ চন্দ্র-সূর্য্যস্বরূপ বিন্দুদ্বয়কে স্তনযুগলস্বরূপ কল্পনা করিতে হইবে। ইহার নিম্নে যে হকারার্দ্ধ আছে, তাহা সর্ব্বশক্তিস্বরূপা পৃথিবী। এই কামকলাই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগতে জাগরূকা রহিয়াছেন।

এই কামকলা-বিদ্যা চক্রবিদ্যাস্বরূপা। যে পুণ্যবান্ ব্যক্তি এই কামকলার তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তিনিই মুক্তি লাভ করিতে পারেন। এই কামকলার ধ্যান করিবার সময়ে অগ্নি, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তত্ত্বতেজে বিলয়প্রাপ্ত করিতে হইবে। পরে কামকলার উত্তরার্দ্ধে সমুদয় বিলয় করিয়া যদি সাধক বাহ্য-বিষয়ের উপলব্ধি ত্যাগ করত মন অভ্যন্তরে স্থাপন করিয়া পরমানন্দ অনু-ভবপূর্ব্বক সহস্রদলকমলমধ্যে শিবশক্তিকে একীভূত দর্শন করেন, তবে তিনিই যোগী, তিনিই কৌল এবং তিনিই সেব্য। যিনি বাহ্য ও অভ্যন্তরভেদে অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্মভেদে গুরুর নিকট কামকলা অবগত হইতে পারেন, তিনিই সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

আগমকল্পদ্রুমপঞ্চশাখাতে উক্ত হইয়াছে,—"অখিলজনজীবকমলিনী বাসেক্ষণা ত্রিবিন্দোর্মুখমাস্তেন অন্তেন কুচদ্বন্দং শেষাঙ্গেনেশানী সাধকমন্ত্র-ভেদাৎ সা কালী গৌরী তদ্রূপেণ।"—অর্থাৎ যিনি অখিলজীবের ষট্চক্রস্থিত কমলবনে বিহার করেন, সেই কুলকুণ্ডলিনীই সূক্ষ্মরূপে কামকলা বলিয়া বিখ্যাতা। ত্রিবিন্দু দ্বারা এই মূর্ত্তি কল্পনা করিতে হইবে। ঊর্দ্ধস্থিত একবিন্দু মুখস্বরূপ এবং নিম্নস্থিত বিন্দুদ্বয় স্তনযুগলস্বরূপ। মুখবিন্দু হইতে চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা ও স্তনবিন্দু হইতে পার্শ্ব, হস্ত, অঙ্গুলি প্রভৃতি কল্পনা করিতে হইবে। এই বিন্দুত্রয় দ্বারা ভগবতীর দেহের উত্তরার্দ্ধ কল্পনা করিয়া হকারার্দ্ধ দ্বারা তাঁহার চরণ প্রভৃতি কল্পনা করিবে। এই ভগবতীই সাধকমন্ত্রভেদে কালী, তারা, গৌরী প্রভৃতি শব্দে অভিহিতা হইয়া থাকেন।

বৃহৎশ্রীক্রমে বর্ণিত আছে,—"বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ঘনাবয়বসুন্দরী। বিন্দগ্রে কুটিলীভূয় বাম্যাদীশানমাগতা। সা বামা শক্তিরূপা চ সা শিখা চিৎকলা পরা। শক্তীশানগতা রেখা প্রত্যগাগ্নেয়মাগতা। জ্যেষ্ঠা সা পরমেশানী ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বক্রীভূতা পুনর্ব্বায়ে প্রথমাঙ্কুরমাগতা। ইচ্ছাদানসমাযোগে রৌদ্রী শৃঙ্গারমাগতা। পর-ব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী। বিন্দোরঙ্কুরভাবেন ত্রিবৃত্তং দক্ষিণেন তু। তস্মাদাধারপর্য্যন্তং মৃণালতন্তুরূপিণী। আধারং পুনরাগতা ত্রিমিতং গ্রন্থিসংযুতম্। দ্বিতীয়াঙ্কুরভাবেন সপরার্দ্ধস্বরূপিণী। পরব্রহ্মস্বরূপা সা ত্রিপুরা পরমেশ্বরী।"—ইহার তাৎপর্য্য এই যে, কামকলার বিন্দুত্রয়ের মধ্যে কামবিন্দুর অঙ্কুরভাবে পদ্মবনবিহারিণী কুলকুণ্ডলিনী প্রাদুর্ভূতা হইয়া থাকেন। দক্ষিণদিক্-স্থিত কামবিন্দু অঙ্কুরিত হইয়া ঈশানকোণস্থ বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিলে একটি রেখা হইবে। এই রেখার নাম বামাশক্তি ও চিৎকলা। ঐ রেখা পুনর্ব্বার ঈশানকোণস্থ বিন্দু হইতে বর্দ্ধিত হইয়া বায়ুকোণস্থিত বিন্দু পর্য্যন্ত গমন করিবে। এই রেখার নাম জ্যেষ্ঠাশক্তি, ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। ঐ রেখা পুনর্ব্বার বায়ুকোণস্থিত বিন্দু হইতে অঙ্কুরিত পূর্ব্বোক্ত প্রথমাঙ্কুরে (দক্ষিণ-দিক্স্থিত বিন্দুতে) গমন করিবে। এই রেখাকেই রৌদ্রীশক্তি ও ইচ্ছাশক্তি বলা যায়। কামকলা এইরূপে ত্রিকোণাকারা হইয়া পরমশিবের সহিত শৃঙ্গারে প্রবৃত্তা হয়েন। এই কামকলাই ব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী। পূর্ব্বোক্ত কামবিন্দুর দক্ষিণদিকে যে আর একটি অঙ্কুর হইবে, তাহা ত্রিবৃত্ত হইয়া প্রণবাকারে পরিণত হইবে। ঐ প্রণব হইতে পুনর্ব্বার অঙ্কুর উদ্গত হইয়া মৃণালসূত্রের আকারে মূলাধার পর্য্যন্ত গমন করিবে। তৎপরে ঐ রেখা মূলাধারে গমন করত ত্রিবলয়াকারে স্বয়ম্ভুলিঙ্গ বেষ্টন করিয়া থাকিবেন। এই কামকলার দ্বিতীয় অঙ্কুর হইতেই দেবীর শরীরের উত্তরার্দ্ধ প্রকাশিত হইবে। এই কামকলাই পরমব্রহ্মস্বরূপা ত্রিপুরা ও পরমেশ্বরী ॥ ২১ ॥

ভবানি ত্বং দাসে ময়ি বিতর দৃষ্টিং সকরুণা-
মিতি স্তোতুং বাঞ্ছন্ কথয়তি ভবানি ত্বমিতি যঃ।
তদৈব ত্বং তস্মৈ দিশসি নিজসাযুজ্যপদবীং,
মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাম্ ॥ ২২ ॥

অথ স্তোত্রমহিমানমাহ ভবানীতি। হে ভবানি! দাসে ময়ি সকরুণাং

দৃষ্টিং কৃপাবলোকনং বিতর দেহি, ইতি স্তোতুং স্তুতিং কর্ত্তুং বাঞ্ছন্ বাঞ্ছাং কুর্ব্বন্ পুরুষঃ ভবানি ত্বম্ ইতি কথয়তি উচ্চারয়তি তদৈব উচ্চারণকাল এব তস্মৈ ভবানি ত্বমিতি উচ্চারণকর্ত্রে অর্থাৎ ভবানীতি সম্বোধনপদস্য লোড়ুত্তমপুরুষস্য শ্রবণাৎ অহং ত্বং ভবানি ইতি অভেদো ময়ি যাচিত ইতি বুদ্ধ্যা নিজ-সাযুজ্যপদবীং দিশসি আত্মনোঽভেদং দদাসি। সাযুজ্যপদবীং কিম্ভূতাম্? মুকুন্দব্রহ্মেন্দ্রস্ফুটমুকুটনীরাজিতপদাং হরিবিরিঞ্চীন্দ্রনানারত্নপ্রকাশযুক্তমুকুট-নির্ম্মিতপদাম্ ইতি প্রাঞ্চঃ। কশ্চিত্তু কুতর্কবুদ্ধিবাহুল্যাৎ যথাসুখং ব্যাখ্যাং করোতি ॥ ২২ ॥

"ভবানি! আমি তোমার দাস, তুমি আমার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত কর।"—এইরূপ স্তব করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি কোন ব্যক্তি, "ভবানি! তুমি," এই পর্য্যন্ত বলে, তাহা হইলেও তুমি তৎক্ষণাৎ ঐ দুই পদের অর্থ অনুসারে তাহাকে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেন্দ্রের মুকুটরত্ন দ্বারা নীরাজিত-চরণ নিজ সাযুজ্যপদ প্রদান করিয়া থাক ॥ ২২ ॥

ত্বয়া হৃত্বা বামং বপুরপরিতৃপ্তেন মনসা,
শরীরার্দ্ধং শম্ভোরপরমপি শঙ্কে হৃতমভূৎ।
তথা হি ত্বদ্রূপং সকলমরুণাভং ত্রিনয়নং,
কুচাভ্যামানম্রং কুটিলশশিচূড়ালমুকুটম্ ॥ ২৩ ॥

অথ শিবশক্ত্যোরভেদমাহ, ত্বয়েতি। হে মাতঃ! ত্বয়া শম্ভোর্ব্বামং বপুর্হৃত্বা আত্মনো দক্ষিণাঙ্গেন শিবস্য বামাঙ্গং মিশ্রীকৃত্য অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তিং বিধায়াপি মনসা অপরিতৃপ্তেন তৃপ্তিমগচ্ছতা অপরং দক্ষিণার্দ্ধমপি ত্বয়া হৃতমভূৎ ইতি শঙ্কে তর্কয়ামি; সর্ব্বং শম্ভোঃ শরীরং ত্বয্যেব মিশ্রীভূতং তর্কয়ামি ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুং দর্শয়তি তথাহীত্যাদি। ইদানীং ত্বদ্রূপং সকলং অরুণাভং অর্দ্ধনারীশ্বরত্বাৎ পূর্ব্বং অর্দ্ধং পাণ্ডুরমাসীদিতি ভাবঃ। পূর্ব্বং সার্দ্ধদ্বয়নয়নমাসীৎ ইদানীং ত্রিনয়নম্। পূর্ব্বং কুচৈকেন নম্রতা আসীৎ, ইদানীং কুচদ্বয়েনানম্রম্। কুটিলশশিযুক্তচূড়াচ্ছাদকং মুকুটং যস্মিন্। পূর্ব্বং মুকুটশশি-খণ্ডয়োরর্দ্ধার্দ্ধেন ভূষিতং বপুরাসীৎ, ইদানীং মুকুট-শশিখণ্ডাভ্যাং ভূষিত-মিত্যর্থঃ ॥ ২৩ ॥

জননি! আমার বোধ হইতেছে, তুমি স্বীয় দক্ষিণাঙ্গ দ্বারা মহেশের

বাম অঙ্গ হরণ পূর্ব্বক অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি হইয়াও পরিতৃপ্তহৃদয়া হইতে না পারিয়া তুমি মহেশের অবশিষ্ট দক্ষিণাঙ্গও হরণ পূর্ব্বক নিজ শরীরে মিশ্রিত করিয়াছ। আমার ঈদৃশ অনুমানের প্রতি কারণ এই যে, তুমি পূর্ব্বে যখন অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি ছিলে, তখন তোমার অর্দ্ধশরীর পাণ্ডুরবর্ণ ছিল, এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গই অরুণবর্ণ দেখিতেছি। তৎকালে তোমার সার্দ্ধদ্বয় নয়ন ছিল, এক্ষণে ত্রিনয়ন দৃষ্ট হইতেছে। পূর্ব্বে তোমার দেহ এক স্তন দ্বারাই আনত ছিল, এক্ষণে স্তনযুগল দ্বারা আনত দেখিতেছি। তৎকালে তোমার মস্তকে শশি-কলার অর্দ্ধাংশ ও মুকুটের অর্দ্ধাংশ শোভা পাইত, এক্ষণে সেই মস্তকে সম্পূর্ণ শশিকলা ও সম্পূর্ণ মুকুট শোভা পাইতেছে।

জগৎ সূতে ধাতা হরিরবতি রুদ্রঃ ক্ষপয়তে,
তিরস্কুর্ব্বন্নেতৎ স্বমপি বপুরীশঃ স্থগয়তি।
সদাপূর্ব্বঃ সর্ব্বং তদিদমনুগৃহ্লাতি চ শিব-
স্তবাজ্ঞামালম্ব্য ক্ষণচলিতয়োর্ভ্রূলতিকয়োঃ॥ ২৪॥

শ্রীমত্যাঃ পঞ্চেশ্বরারাধ্যত্বমাহ জগদিতি। তব কিঞ্চিচ্চলিতয়োর্ভ্রূ-লতিকয়োরাজ্ঞামালম্ব্য তব কটাক্ষমাসাদ্য ধাতা জগৎ সূতে নির্ম্মাতি, বিষ্ণুঃ রক্ষতি, রুদ্রো নাশয়তি, ঈশ এতৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম তিরস্কুর্ব্বন্ নিন্দন্ স্বং বপুঃ স্থগয়তি বিষয়ব্যাপারং পরিত্যজ্য যোগেন আত্মনো দেহং স্থিরীকৃত্য তিষ্ঠ-তীত্যর্থঃ। সদাপূর্ব্বঃ শিবঃ অর্থাৎ সদাশিবঃ তৎ সৃষ্ট্যাদিকং কর্ম্ম ইদং যোগা-ভ্যাসং কর্ম্ম সর্ব্বং অনুগৃহ্লাতি আত্মসাৎ করোতি॥ ২৪॥

হে মাতঃ! তোমার ঈষচ্চলিত ভ্রূলতা দ্বারা আজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মা জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, বিষ্ণু তাহা রক্ষা করিতেছেন এবং যথাসময়ে রুদ্র আবার সেই সৃষ্ট জগৎ লয় করিতেছেন। ঈশ্বর অর্থাৎ নারায়ণ সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া যোগবলে আপনাকে স্থির করিয়া রাখিতেছেন এবং সদাশিব, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও যোগ-যুক্ত হইতেছেন॥ ২৪॥

ত্রয়াণাং দেবানাং ত্রিগুণজনিতানামপি শিবে,
ভবেৎ পূজা পূজা তব চরণয়োর্যা বিরচিতা।

তথা হি ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে,
স্থিতা হ্যেতে শশ্বন্মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ ॥ ২৫ ॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং দেবতান্তর-পূজানিষেধমাহ ত্রয়াণামিতি। হে শিবে! তব চরণয়োঃ কৃতা পূজা যা সা ব্রহ্ম-বিষ্ণু-শিবানাং পূজা ভবেৎ। ত্রিগুণ-জনিতানামিতি হেতুগর্ভবিশেষণম্। যতস্তে ভবদ্গুণজাতাঃ। তথাচ প্রকৃতে-র্গুণাস্ত্রয়ঃ, রজঃসত্ত্বতমাংসি তেষু ব্রহ্মাদয়ো জায়ন্ত ইতি অর্থাৎ প্রকৃতিঃ সর্ব্বেষাং কারণং যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেনেতি ভাবঃ। হেত্বন্তরমাহ, তথাহি এতে ব্রহ্মা-দয়ঃ মুকুলিতকরোত্তংসমুকুটাঃ সন্তঃ ত্বৎপাদোদ্বহনমণিপীঠস্য নিকটে শশ্বদন-বরতং স্থিতাঃ। মুকুলিতৌ পুটীকৃতৌ করাবেব উচ্চতরং শিরোভূষণং যেষাম্। ত্বৎপাদাবেব উহ্যেতে যেন রত্নসিংহাসনেন তস্য নিকটে অর্থাত্তস্যা-মনবরতং স্থিতাঃ। ত্বৎসেবয়া সর্ব্বেষাং সেবা জায়ত ইতি ভাবঃ ॥২৫॥

হে শিবে! তোমার চরণকমল অর্চ্চনা করিলে ত্রিগুণজনিত দেবত্রয়ের অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরেরও পূজা করা হয়; তাঁহাদিগের আর স্বতন্ত্র পূজার অপেক্ষা থাকে না। কারণ, তোমার চরণকমলের আধার মণিপীঠের নিকটে নিরন্তর অবস্থিত এই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর করপুটে অঞ্জলিবন্ধন-পূর্ব্বক তোমার পাদ-পদ্মদ্বয় নিজ নিজ মুকুটের ভূষণস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ২৫ ॥

বিরিঞ্চিঃ পঞ্চত্বং ব্রজতি হরিরাপ্নোতি বিরতিং,
বিনাশং কীনাশো ভজতি ধনদো যাতি নিধনম্।
বিতন্দ্রা মাহেন্দ্রী বিততিরপি সম্মীলতি দৃশাং,
মহাসংহারেঽস্মিন্ বিহরতি সতি ত্বৎপতিরসৌ ॥ ২৬ ॥

শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ বিরিঞ্চিরিতি। হে সতি! অস্মিন্ মহা-সংহারে মহাপ্রলয়ে অসৌ ত্বৎপতিঃ সদাশিবো বিহরতি নান্যঃ তব সতীত্বাদিতি ভাবঃ। যস্মিন্ সংহারে বিরিঞ্চিঃ ব্রহ্মা পঞ্চত্বং ব্রজতীত্যাদি। পঞ্চত্বং মৃতিং বিরতিং মৃত্যুম্। বিনাশং কীনাশো যমঃ। মহেন্দ্রসম্বন্ধিনী দৃশাং বিততির্ব্বি-তন্দ্রাপি তন্দ্রারহিতাপি সম্মীলতি মহানিদ্রাং প্রাপ্নোতি। অনিমেষা দৃষ্টি-রপি অনুন্মেষা ভবতি, যস্মিন্ মহেন্দ্রোঽপি নিধনং যাতীত্যর্থঃ। বিহসতীতি ক্বচিৎ পাঠঃ ॥ ২৬ ॥

হে সতি! মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে ব্রহ্মা পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়েন, বিষ্ণুর শরীরও বিধ্বংস হয়, কালান্তক যমও বিনষ্ট হইয়া থাকেন, ধনাধ্যক্ষ নিধন প্রাপ্ত হয়েন এবং মহেন্দ্রের তন্দ্রারহিত সদা উন্মীলিত নয়নসমূহও নিমীলিত হইয়া যায় অর্থাৎ মহেন্দ্রও মহানিদ্রায় অভিভূত হয়েন। এই মহাসংহারসময়ে একমাত্র তোমার পতি মহাকালই বিহার করিতে থাকেন ॥২৬॥

সুধামপ্যাস্বাদ্য প্রতিভয়জরামৃত্যুহরণীং,
বিপদ্যন্তে বিশ্বে বিধিশতমখাদ্যা দিবিষদঃ।
করালং যৎ ক্ষ্বেড়ং কবলিতবতঃ কালকলনা,
ন শম্ভোস্তন্মূলং জননি তব তাড়ঙ্কমহিমা ॥ ২৭ ॥

শ্রীমত্যাঃ পাতিব্রত্যমাহ সুধামিতি। হে জননি! প্রতিভয়ং প্রতিপক্ষভয়ং প্রতিভয়জরামৃত্যুহরণীং সুধাং অমৃতং অপ্যাস্বাদ্য ব্রহ্মেন্দ্রাদ্যাঃ সর্ব্বে দিবিষদো দেবাঃ বিপদ্যন্তে বিপন্না ভবন্তীত্যর্থঃ। ভয়ানকং বিষং কবলিতবতঃ ভক্ষিতবতঃ শম্ভোর্যন্ন কালকলনা কালবশ্যতা মরণং, তন্মূলং তস্য মূলং তব তাড়ঙ্কমহিমা তব প্রকাশ্যং তবাত্মপ্রকাশাদেব শম্ভোর্মৃত্যুঞ্জয়ত্বমিতি ভাবঃ। তাড়ঙ্কঃ স্বপ্রকাশে স্যাত্তাড়ঙ্কং কর্ণভূষণম্ ॥ ২৭ ॥

হে জননি। জরা, মৃত্যু ও বিপক্ষভয়-বিদূরণ-কারী অমৃত পান করিয়াও এই জগতে ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ প্রলয়কালে কাল-কবলিত হইয়া থাকেন। কিন্তু নীলকণ্ঠ সদ্যোমৃত্যুর কারণ ভীষণ কালকূট ভক্ষণ করিয়াও কালের বশীভূত হয়েন নাই। এ স্থলে শম্ভু-শরীরে তোমার অনুপ্রবেশ এবং তোমার কর্ণভূষণের মহিমাই তৎপ্রতি কারণ ॥ ২৭ ॥

জপো জল্পঃ শিল্পং সকলমপি মুদ্রাবিরচনং,
গতিঃ প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণমদনাদ্যাহুতবিধিঃ।
প্রণামঃ সংবেশঃ সুখমখিলমাত্মার্পণদশা,
সপর্য্যাপর্য্যায়স্তব ভবতু যন্মে বিলসিতম্ ॥ ২৮ ॥

অথ জ্ঞানযোগং প্রকটীকরোতি জপ ইতি। যন্মে বিলসিতং যচ্চেষ্টিতং তৎ সর্পর্য্যাপর্য্যায়ো ভবতু তব পূজাক্রমো ভবতু। তৎ কিমিত্যাহ। মম সকলং জল্পো বচনমাত্রং জপো ভবতু। মম সকলং অঙ্গুলিক্রিয়ামাত্রং মুদ্রাবিরচনং ভবতু। মম সকলং গতিঃ গমনমাত্রং প্রাদক্ষিণ্যং ভ্রমণং ভবতু। মম অদনাদি ম ম

ভোজনপানমাত্রং হোমকর্ম্ম ভবতু। মম সংবেশঃ শয়নমাত্রম্ অষ্টাঙ্গপ্রণামোঽস্তু। মম অখিলং সুখং শক্তিসংযোগসুখমাত্রং আত্মার্পণদশা আত্মনি পরদেবতায়াঃ অভেদভাবেনার্পণমস্তু সকলমিত্যজহল্লিঙ্গম্ ॥ ২৮॥

মাতঃ! আমি সংসারমধ্যে যখন যে কার্য্য করিব, তৎসমস্তই যেন তোমার অর্চনাস্বরূপ হয় এবং আমার বাক্যসমূহ তোমার জপস্বরূপ হউক। আর আমি যখন যেরূপ অঙ্গুলিসঞ্চালন করিব, তৎসমুদয় তোমার মুদ্রাবিরচনস্বরূপ, আমি যখন যে দিকে গমন করিব, তাহা তোমাকেই প্রদক্ষিণ করা স্বরূপ, আমার পান-ভোজনাদি তোমার উদ্দেশে আহুতিপ্রদানস্বরূপ, আমি যখন শয়ন করিব, তখন তাহা তোমার উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গ-প্রণামস্বরূপ এবং আমার নিখিল শক্তিসংযোগজনিত সুখ আত্মার্পণস্বরূপ হউক ॥২৮॥

দদানে দীনেভ্যঃ শ্রিয়মনিশমাত্মানুসদৃশী-
মমন্দং সৌন্দর্য্যস্তবক-মকরন্দং বিকিরতি।
তবাস্মিন্ মন্দারস্তবকসুভগে যাতু চরণে,
নিমজ্জন্ মজ্জীবঃ করণচরণৈঃ ষট্‌চরণতাম্ ॥ ২৯ ॥

অথৈকান্তিকীং ভক্তিমাহ দদানে ইতি। হে মাতঃ! অস্মিন্মন্দারস্তবক-সুভগে পারিজাতপুষ্পগুচ্ছমনোহরে তব চরণে মম জীবো নিমজ্জন্ করণচরণৈঃ ষড়িন্দ্রিয়রূপৈশ্চরণৈঃ ষট্‌চরণতাং ভ্রমররূপত্বং যাতু। কিম্ভূতে? দীনেভ্যঃ অনিশং নিরন্তরং আত্মানুসদৃশীং স্বাভিন্নাং শ্রিয়ং আত্মসদৃশমৈশ্বর্য্যং দদানে। তথাচ মুক্তিশ্চতুর্ব্বিধা, সার্ষ্টি-সালোক্য-সারূপ্য-সাযুজ্যমিতি। পুনঃ কিম্ভূতে? সৌন্দর্য্যসমূহরূপং মকরন্দং অমন্দং যথা স্যাত্তথা বিকিরতি বিক্ষিপতি ॥ ২৯ ॥

হে মাতঃ! তোমার যে চরণ দীন ভক্তজনগণকে সর্ব্বদা আত্মসদৃশ ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতেছে, যাহা হইতে নিরন্তর সৌন্দর্য্যসমূহরূপ মকরন্দ ক্ষরিত হইয়া থাকে, যাহা পারিজাতকুসুম-স্তবকের ন্যায় রক্তবর্ণ ও সুমনোহর, তোমার সেই চরণ-সরোজে আমার অন্তঃকরণ নিমগ্ন হইয়া ছয় ইন্দ্রিয় দ্বারা ষট্‌পদরূপ ধারণ করুক ॥ ২৯ ॥

কিরীটং বৈরিঞ্চ্যং পরিহর পুরঃ কৈটভভিদঃ,
কঠোরে কোটীরে স্খলসি জহি জম্ভারিমুকুটম্।
প্রণম্রেষ্বেতেষু প্রসভমুপজাতস্য ভবনং,
ভবস্যাভ্যুত্থানে তব পরিজনোক্তির্ব্বিজয়তে॥ ৩০

ব্রহ্মাদীনাং শ্রীমত্যা আরাধ্যত্বমাহ কিরীটমিতি। হে মাতঃ! এতেষু ব্রহ্মাদিষু সৎসু অকস্মাত্তব ভবনং উপযাতস্য শিবস্য অভ্যুত্থানে সতি পরিজনোক্তির্ব্বচনং বিজয়তে জয়েনাভিনন্দিতো ভবতি। তৎ কিমিত্যাহ,—অগ্রতো বৈরিঞ্চ্যং কিরীটং ইদং পরিহর পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থ। কৈটভভিদো বিষ্ণোঃ কোটীরং মুকুটং কঠোরং অস্মিন্ স্খলসি পতসি অত্র সাবধানা ভব ইতি ভাবঃ। জম্ভারিমুকুটং জহি ধাতূনামনেকার্থত্বাৎ হনধাতুস্ত্যাগার্থে। পরিত্যজ্য গচ্ছেত্যর্থঃ ॥ ৩০ ॥

মাতঃ! তুমি সহসা উত্থিত হইয়া যখন ভবনাভ্যন্তরে প্রবেশ কর এবং তোমার পরিজনবর্গ ব্রহ্মা,বিষ্ণু প্রভৃতিকে মৃত্তিকাবনত-মস্ততে প্রণাম করিতে দেখিয়া তোমার সতর্কতার জন্য বলিতে থাকেন যে, 'দেবি! সম্মুখে ব্রহ্মার কিরীট রহিয়াছে, ইহা দ্বারা যেন তোমার চরণে আঘাত লাগে না। এখানে বিষ্ণুর কঠোর মুকুট, সাবধান হও, যেন ইহাতে পদস্খলন হয় না। এখানে দেবরাজের মুকুট, ইহা অতিক্রম করিয়া আইস।' দেবি! তোমার পরিজনগণের এই সমস্ত বাক্য জয়োল্লাসে পরিপূর্ণ হউক ॥ ৩০ ॥

চতুঃষষ্ট্যা তন্ত্রৈঃ সকলমভিসন্ধায় ভুবনং,
স্থিতস্তত্তৎসিদ্ধি-প্রসবপরতন্ত্রঃ পশুপতিঃ।
পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাদখিলপুরুষার্থৈকঘটনা-
স্বতন্ত্রং তে তন্ত্রং ক্ষিতিতলমবাতীতরদিদম্ ॥ ৩১ ॥

শ্রীমত্যা নিজতন্ত্রমহিমানমাহ চতুরিতি। পশুপতিঃ শিবঃ চতুঃষষ্ট্যা নিত্যতন্ত্রৈঃ সকলং ভুবনং অভিসন্ধায় জ্ঞাত্বা অর্থাৎ চতুঃষষ্টিতন্ত্রাবলোকনেন সর্ব্বজ্ঞো ভূত্বা তত্তৎসিদ্ধিপ্রসবপরতন্ত্রঃ যস্মিন্ তন্ত্রে যা সিদ্ধিঃ প্রমাণবাহুল্যাৎ তত্তৎ-জ্ঞানে অস্বতন্ত্রঃ সন্ প্রথম স্থিতঃ। তথাচ, পুরাণাগমসিদ্ধান্তং নিত্যমাহুর্ম্মনীষিণঃ। পুনস্ত্বন্নির্ব্বন্ধাৎ তব প্রযত্নাৎ অস্মিন্ পুরুষার্থৈকঘটনাৎ হেতোঃ সকলসিদ্ধীনামেকত্র ঘটনাদ্ধেতোঃ স্বতন্ত্রং নাম তন্ত্রান্তরানপেক্ষং ইদং তন্ত্রং ক্ষিতিতলং অবাতীতরৎ অবতারয়ামাস ॥ ৩১ ॥

জননি! ভগবান্ পশুপতি শিব সনাতন চতুঃষষ্টি তন্ত্র দ্বারা সমস্ত জগতের নিখিল বিষয় অবগত হইয়া সর্ব্বজ্ঞতা লাভ করত যে তন্ত্রে যেরূপ সিদ্ধি হইতে পারে, তাহা জগতে প্রচারের জন্য ইতিকর্ত্তব্যতা-নিরূপণের অধীন হইয়া থাকিলেন। পরে তোমার নির্ব্বন্ধাতিশয় প্রযুক্ত পুরুষার্থচতুষ্টয় এবং তত্তৎ-

সিদ্ধির উপায় সমুদায় একত্র সঙ্ঘটিত করিয়া তিনি স্বতন্ত্রতন্ত্র-নামক তোমার এই কুলতন্ত্র পৃথিবীতে অবতারিত করিয়াছেন ॥ ৩১ ॥

শিবঃ শক্তিঃ কামঃ ক্ষিতিরথ রবিঃ শীতকিরণঃ,
স্মরো হংসঃ শক্রস্তদনু চ পরামারহরয়ঃ।
অমী হৃল্লেখাভিস্তিসৃভিরবসানেষু ঘটিতা,
ভজন্তে তে বর্ণাস্তব জননি নামাবয়বতাম্ ॥ ৩২ ॥

অথ শ্রীমত্যা মন্ত্রোদ্ধারমাহ শিব ইতি। হে জননি! অমী বর্ণা অবসানেষু অর্থাৎ ত্রিকূটান্তেষু মন্ত্রাত্মিকায়াস্তব তিসৃভিঃ হৃল্লেখাভির্ঘটিতাঃ সন্তঃ মূর্ত্তিমত্যাস্তব নামাবয়বতাং ভজন্তে যান্তি। তথাচ, মন্ত্রাত্মা দেবতা প্রোক্তা ইত্যাদি। হৃল্লেখানামনিরুক্তিমাহ স্বচ্ছসংগ্রহে,—"যস্মাদখিলমন্ত্রাণাং বীজানামপি সর্ব্বশঃ। হৃল্লেখেব হি জাগর্ত্তি হৃল্লেখা যুজ্যতে ততঃ ॥" কে তে ইত্যাহ—শিব ইত্যাদি। শিবো হকারঃ, শক্তিঃ সকারঃ কালঃ ককারঃ ক্ষিতির্লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। প্রথমং বাগ্‌ভবকূটম্। অথশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। রবির্হকারঃ শীতকিরণঃ সকারঃ স্মরঃ ককারঃ হংসো হকারঃ শক্রো লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি কামরাজকূটম্। তদনুশব্দেন বীজান্তরং দর্শয়তি। পরা সকারঃ মারঃ ককারঃ হরির্লকারঃ অন্তে হ্রীঁকারঃ। ইতি ত্রৈলোক্যমোহিনী নাম শক্তিকূটম্। এষা বিদ্যা লোপামুদ্রাখ্যা সর্ব্বমন্ত্রবীজরূপা ॥ ৩২ ॥

হে জননি! শিব বলিতে সকার, কাম বলিতে ককার, ক্ষিতি শব্দে লকার এবং ইহার অন্তে হৃল্লেখা অর্থাৎ হ্রীঁ; এই বীজ যোগ করিলে 'হ স ক ল হ্রীং' এই মন্ত্র হইল; ইহার নাম বাগ্‌ভবকূট। রবি শব্দে হকার, শীতকিরণ বলিতে সকার, স্মর শব্দে ককার, হংস বলিতে হকার, শক্র শব্দে লকার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা যোগ করিলে "হ স ক হ ল হ্রীং" এই মন্ত্র হইল; ইহার নাম কামরাজকূট। পরাশব্দে সকার, মারশব্দে ককার, হরিশব্দে লকার, ইহার অন্তে হৃল্লেখা যোগ করিলে "স ক ল হ্রীং" এই মন্ত্র হইল; ইহা ত্রৈলোক্যমোহিনী-নামক শক্তিকূট। এই ত্রিকূট-মন্ত্রস্থিত বর্ণগুলি তোমার নামের অবয়ব হইতেছে ॥ ৩২ ॥ *

---

* ইহা দ্বারা "হ স ক ল হ্রীং হ স ক হ ল হ্রীং স ক ল হ্রীং" এই ত্রিকূট মন্ত্র উদ্ধৃত হইল। ইহার নাম লোপামুদ্রা বিদ্যা; এই বিদ্যা সমুদায় মন্ত্রের বীজ-স্বরূপা।

স্মরং যোনিং লক্ষ্মীং ত্রিতয়মিদমাদৌ তব মনো-
র্নিধায়ৈকে নিত্যে নিরবধি মহাভোগরসিকাঃ।
জপন্তি ত্বাং চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষবলয়াঃ,
শিবাগ্নৌ জুহ্বন্তঃ সুরভিঘৃতধারাহুতিশতৈঃ॥ ৩৩॥

বিদ্যান্তরং দর্শয়ন্নাহ স্মরমিত্যাদি। হে নিত্যে! তব মন্ত্রস্য আদৌ ইদং ত্রিতয়ং নিধায় একে অনাস্ত্বাং ভজন্তে। কিন্তু দিত্যাহ,—স্মরং ককারং, যোনিমেকারং, লক্ষ্মীমীকারম্। কেচিদ্বীজত্রয়মাহুঃ স্মরং কামবীজং যোনিং ভুবনেশীবীজং লক্ষ্মীং শ্রীবীজম্। যে শিবাগ্নৌ কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকচ্যুতামৃত-ধারাহুতিশতৈর্জ্জুহ্বন্তঃ চিন্তামণিগুণনিবদ্ধাক্ষবলয়া ভবন্তীতি অর্থাৎ পরমামৃতেন কুণ্ডলিনীং তর্পয়ন্তঃ শব্দব্রহ্মণি লীনা ভবন্তীত্যর্থঃ। সুরভির্গোলোকাধিষ্ঠাতৃরূপা, তস্যা ঘৃতধারা পরমামৃতধারা। তথাচ গৌতমীয়ে—"গোলোকং তৎ সমাখ্যাতং যদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্।" চিন্তামণিঃ চিৎকলা অভিষ্টফলদাতৃত্বাৎ। তস্যা গুণৈঃ সত্ত্বরজস্তমোভির্নিবদ্ধেষু অক্ষরেষু লয়ো যেষাম্। নাস্তি ক্ষরং ক্ষরণং যস্য তৎ অক্ষরং ব্রহ্ম ইত্যর্থঃ। তে কিম্ভূতাঃ? মহাভোগরসিকাঃ। অপর্য্যাপ্তসুখানুভবকাঙ্ক্ষিণঃ। জপন্তীতি কচিৎ পাঠঃ। তত্র মন্ত্ররূপিণীং ত্বাং জপন্তীত্যর্থঃ। বলয়েতি কচিৎ পাঠঃ। তে চিন্তামণিগুণবিদ্ধাক্ষবলয়া ভবন্তি। বলয়া মালা চিৎকলাগুণৈর্নিবদ্ধা অক্ষমালা যেষাম্। এতেন অন্তর্যাজিনো ভবন্তীত্যর্থঃ॥ ৩৩॥

হে নিত্যে! মহাভোগরসিকা অর্থাৎ অপর্য্যাপ্ত সুখানুভবাকাঙ্ক্ষী জনগণ তোমার উল্লিখিত মন্ত্রের আদিতে ক এ ঈ অথবা ক্লীঁ হ্রীঁ শ্রীং এই বীজত্রয় যোগ করিয়া সর্ব্বদা জপ করত যদি কুণ্ডলিনীমুখে গোলোকাধিষ্ঠিত সুরভিসম্ভূত শত শত ঘৃতাহুতি দ্বারা অর্থাৎ পরমামৃত দ্বারা হোম করেন, তাহা হইলে তাঁহারা চিন্তামণিগুণে নিবদ্ধ অক্ষরে লয়প্রাপ্ত হয়েন॥ ৩৩॥

তাৎপর্য্য।—এ স্থলে চিন্তামণি শব্দে অভীষ্টফলদায়িনী চিৎকলা। চিৎকলা সত্ত্ব, রজ ও তমোগুণময়ী। তাহা দ্বারা নিবদ্ধ অক্ষর অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম অথবা উপহিত চৈতন্যরূপ পরমব্রহ্ম॥ ৩৩॥

শরীরং ত্বং শম্ভোঃ শশিমিহিরবক্ষোরুহযুগং,
তবাত্মানং মন্যে ভগবতি ভবাত্মানমনঘম্।
অতঃ শেষঃ শেষীত্যয়মুভয়সাধারণতয়া,
স্থিতঃ সম্বন্ধো বাং সমরসপরানন্দপরয়োঃ॥ ৩৪॥

অথ শিবশক্ত্যোরাধারাধেয়ভাবেনৈকাত্মতান্নির্ণয়মাহ শরীরম্ ইতি। হে ভগবতি! শম্ভোর্ব্রাহ্মণো যৎ বিশ্বব্যাপকং চন্দ্রসূর্য্যস্তনযুগং শরীরং তৎ ত্বম্। তথাপি বিশ্বাকৃতেরনঘং গুণত্রয়াপাযবর্জ্জিতং আত্মানং ভবাত্মানং অর্থাদ্বিশ্বব্যাপকং ব্রহ্মরূপং মন্যে। অতঃ কারণাৎ বাং যুবয়োঃ উভয়সাধারণভাবেন শেষঃ শেষীত্যয়ং সম্বন্ধঃ অর্থাৎ অয়ং পুরুষঃ ইয়ং প্রকৃতিরিত্যয়ং সম্বন্ধঃ স্থিতঃ। কিম্ভূতয়োঃ? সমরসপরানন্দপরয়োঃ সমানৈশ্বর্য্যানন্দনির্ভরয়োঃ ॥ ৩৪ ॥

হে ভগবতি! পরমব্রহ্মস্বরূপ শিবের চন্দ্রসূর্য্যরূপ স্তনযুগল-সুশোভিত যে বিশ্বব্যাপক মূর্ত্তি, তুমিই সেই বিরাট্ বিশ্বমূর্ত্তি। গুণাতীত বিশ্বব্যাপক ব্রহ্মস্বরূপই তোমার স্বরূপ। মাতঃ! একমাত্র তুমিই শিব-শক্তিরূপে আধারাধেয়ভাবে পুরুষ ও প্রকৃতিরূপে নিরূপিত হইতেছ। বস্তুতঃ তোমরা উভয়েই পরস্পর অভিন্ন পরমানন্দস্বরূপ ॥ ৩৪ ॥

মনস্ত্বং ব্যোম ত্বং মরুদসি মরুৎসারথিরসি,
ত্বমাপস্ত্বং ভূমিস্ত্বয়ি পরিণতায়াং ন হি পরম্।
ত্বমেব স্বাত্মানং পরিণময়িতুং বিশ্ববপুষা,
চিদানন্দাকারং শিবযুবতি ভাবেন বিভৃষে ॥ ৩৫ ॥

অথ ব্রহ্মণঃ সর্ব্বত্রৈকতামাহ মন ইতি। হে শিবযুবতি! ত্বং মনঃ পরমশিবস্থানং মহর্লোক ইত্যর্থঃ। ব্যোম ত্বং তপোলোকঃ সদাশিবস্থানম্। ত্বং বায়ুর্জ্জনলোক ঈশ্বরস্থানম্। ত্বং অগ্নিঃ স্বর্লোকো নারায়ণস্থানম্। ত্বং আপঃ ভুবর্লোকঃ রুদ্রস্থানম্। ত্বং ভূমিঃ ভূর্লোকো ব্রহ্মস্থানম্। এতৎ ষট্চক্ররূপং তব সূক্ষ্মং রূপমিত্যর্থঃ। স্থূলরূপমাহ ত্বয়ীত্যাদি। ত্বয়ি পরিণতায়াং ষট্চক্রদেহং প্রাপ্তায়াং ন হি কিঞ্চিৎ পরমস্তি ত্বং ব্রহ্মাণ্ডরূপা ভবসীত্যর্থঃ। তৎ কিং সত্যমিত্যাহ ত্বমেবেত্যাদি। স্বং আত্মানং পরমাত্মাদীনাং চিদানন্দরূপং পরিণময়িতুং স্ববশে কর্ত্তুং ভাবেন লীলয়া বিশ্ববপুষা ষট্চক্রাত্মকদেহেন অর্থাৎ ষট্চক্রতেজসা ত্বং চিদানন্দাকারং বিভৃষে গৃহ্লাসি। এতৎ সত্যলোকং লোক উচ্যতে ॥ ৩৫ ॥

হে মাতঃ! তুমিই মন (পরমশিবস্থান মহর্লোক), তুমিই ব্যোম (সদাশিবস্থান তপোলোক), তুমিই বায়ু (ঈশ্বরস্থান জনলোক), তুমিই অগ্নি (রুদ্রস্থান স্বর্লোক), তুমিই জল (নারায়ণস্থান ভুবর্লোক) এবং তুমিই ভূমি (ব্রহ্মার স্থান ভূর্লোক)। ইহাই ষট্চক্ররূপে তোমার সূক্ষ্মরূপ। তুমি স্থূলরূপে পরিণতা হইলে তুমি ভিন্ন আর কোন বস্তুই থাকে না; তৎকালে তুমিই বিশ্ব-

রূপা হইয়া বিরাজমানা হইতে থাক। ভবানি! তুমি আপনাকে বিশ্বরূপে পরিণত করিবার নিমিত্ত লীলাক্রমে চিদানন্দাকার ধারণ করিতেছ॥ ৩৫॥

তবাধারে মূলে সহ সময়য়া লাস্যপরয়া,
শিবাত্মানং বন্দে নবরসমহাতাণ্ডবনটম্।
উভাভ্যামেতাভ্যামুভয়বিধিমুদ্দিশ্য দয়য়া,
সনাথাভ্যাং জজ্ঞে জনকজননীমজ্জগদিদম্॥ ৩৬॥

ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ শ্রীমত্যাঃ ষট্চক্রস্থিতয়া যন্মূর্ত্ত্যা স্থিতিং বর্ণয়িষ্যন্ ব্রহ্মাণং স্তবয়াহ তব ইতি। হে জনক-জননি! হে পিতৃমাতৃস্বরূপে! মূলে আধারে মূলাধারচক্রে তব সময়য়া কলয়া অর্থাদ্বাগীশ্বর্য্যা সহ তবাত্মানং শিবং অর্থাৎ ব্রহ্মাভিখ্যং অহং বন্দে। সময়য়া কিম্ভূতয়া? লাস্যপরয়া নৃত্যরসিকয়া। আত্মানং কিম্ভূতম্? নবরসমহাতাণ্ডবনটং শৃঙ্গারাদয়ো রসাঃ শান্তিপর্য্যন্তা যত্র এবম্ভূতে মহতি নৃত্যে নটং নৃত্যরাসকমিত্যর্থঃ। মন্যে ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তব আত্মানং নবরসমহাতাণ্ডবনটং মন্যে ইত্যর্থঃ। ভবাত্মানমিতি ক্বচিৎ পাঠঃ। ভাবয়তীতি ভাবো ব্রহ্মা তদাত্মকং শম্ভুং বন্দে ইত্যর্থঃ। এতাভ্যামুভাভ্যাং ব্রহ্মবাগীশ্বরীভ্যাং ঈমৎ লক্ষ্মীমৎ সর্ব্বং জগৎ জজ্ঞে। কিম্ভূতাভ্যাম্? দয়য়া অন্যোন্যসহায়াভ্যাম্। এতেনানয়োর্জ্জগৎকর্ত্তৃত্বং সূচিতম্॥ ৩৬॥

হে মাতঃ! তুমি পিতৃমাতৃ-স্বরূপা। মূলাধারচক্রে তোমার কলা অর্থাৎ অংশস্বরূপা সাবিত্রী-শক্তির সহিত যে ব্রহ্মা নামে শিব আছেন, তাঁহাকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই সাবিত্রী শৃঙ্গার অবধি শান্তি পর্য্যন্ত নব-রসের অভিনয়ে সুদক্ষ নটস্বরূপ স্বীয় পতি ব্রহ্মার সহিত বহুবিধ হাবভাব-প্রদর্শন সহকারে অভিনয়পূর্ব্বক নৃত্য করিতেছেন। এই ব্রহ্মা ও সাবিত্রী স্ব স্ব অভিলাষ-সাধনের উদ্দেশে পরস্পর পরস্পরের সহায় হইয়া পিতৃমাতৃভাবে পরিপূর্ণ শ্রীসম্পন্ন এই সমুদায় জগৎ সৃষ্টি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন॥ ৩৬॥

তব স্বাধিষ্ঠানে হুতবহমধিষ্ঠায় নিয়তং,
তমীড়ে সংবর্ত্তং জননি জননীন্তাঞ্চ সময়াম্।
যদালোকে লোকান্ দহতি মহতি ক্রোধকলিলে,
দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্ভিঃ শিশিরমুপচারং রচয়সি॥ ৩৭॥

রুদ্রাণ্যা রুদ্রং স্তবয়াহ।—হে জননি! স্বাধিষ্ঠানে পূর্ব্বোক্তং তং সংবর্ত্তনামানং ঈড়ে স্তৌমি। তাং মহতীং কলাং সময়ামপি স্তৌমি। জননীতি ক্বচিৎ

পাঠঃ। তং কিম্ভূতম্? হুতবহমধিষ্ঠায় অগ্নিরূপমাস্থায় স্থিতম্। যত্র রুদ্রস্য ক্রোধ কলিলে ক্রোধসংবর্দ্ধিতে অবলোকনে লোকান্ দহতি সতি দয়ার্দ্রাভির্দৃগ্‌ভিঃ শিশিরং উপচারং শৈত্যং রচয়সি। দয়ার্দ্রা যা দৃষ্টিঃ শিশিরমুপচারং রচয়তি ইতি প্রাঞ্চঃ। "তত্র তব যা দয়ার্দ্রা স্নিগ্ধা দৃষ্টিঃ সা শৈত্যং উপচারং রচয়তীত্যর্থঃ। এতেন বিশ্বং দহন্তং বাড়বানলং রুদ্রং সমুদ্ররূপেণ সমাবৃণোষী-ত্যর্থঃ ॥ ৩৭ ॥

জননি! যিনি স্বাধিষ্ঠান-চক্রে অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন, সেই রুদ্র ও রুদ্রশক্তি ভদ্রকালীকে স্তব করি। প্রলয়কালে এই রুদ্রের ক্রোধবিকসিত নয়ন যখন সমুদায় লোক দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন তুমি করুণার্দ্র দৃষ্টিপাত দ্বারা এই সমুদায় জগৎ সুশীতল করিয়া থাক ॥ ৩৭ ॥

তড়িত্বন্তং শক্ত্যা তিমিরপরিপন্থিস্ফুরণয়া,
স্ফুরন্নানারত্নাভরণপরিণদ্ধেন্দ্রধনুষম্।
তমঃশ্যামং মেঘং কমপি মণিপূরৈকশরণং,
নিষেবে বর্ষন্তং হরমিহিরতপ্তং ত্রিভুবনম্ ॥ ৩৮ ॥

বৈষ্ণবীশক্তিসহিতং বিষ্ণুরূপং স্তবয়াহ তড়িদিতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং মেঘং মেঘাভবিষ্ণুম্ অহং নিষেবে। কিম্ভূতম্? মণিপূরৈকশরণং মণিপূরমেব প্রধানং স্থানং যস্য। মেঘসাধর্ম্ম্যমাহ, তমঃশ্যামং অতিঘোরতরম্। কিম্ভূতম্? শক্ত্যা নারায়ণ্যা তড়িত্বন্তম্। শক্ত্যা কিম্ভূতয়া? অন্ধকারবিরোধি সঙ্করণং যস্যাঃ। মেঘং কিম্ভূতম্? স্ফুরন্নানারত্নালঙ্কারৈর্ম্মিলিতং ইন্দ্রধনুর্যত্র। হরমিহির-তপ্তং রুদ্ররূপসূর্য্যতপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তম্। কচিৎ স্মরমিহিরতপ্তমিতি পাঠঃ। তত্র স্মরঃ কন্দর্পঃ স এব সূর্য্যঃ তত্তেজসা তপ্তং ত্রিভুবনং বর্ষন্তমিত্যর্থঃ। এতেন মণিপূরস্থবিষ্ণুরূপশিবধ্যানাৎ কামাগ্নিনা দহ্যমানস্য শান্তির্ভবতীতি ভাবঃ ॥৩৮॥

জননি! মণিপূরস্থিত অনির্ব্বচনীয় মেঘাভ বিষ্ণুকে এবং তোমার অংশ বৈষ্ণবী শক্তিকে নমস্কার করিতেছি। নিজ স্ফুরণ দ্বারা তমোরাশি-বিধ্বংসিনী এই বৈষ্ণবী শক্তি অন্ধকারসদৃশ শ্যামবর্ণ বিষ্ণুর অঙ্গে চপলার ন্যায় শোভা পাইতেছেন। তাঁহার নানারত্নবিনির্ম্মিত বহুবিধ সুনির্ম্মল আভরণ ইন্দ্রধনুর ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে। এই বিষ্ণুরূপ অপূর্ব্বমেঘ করুণা-বারি-বর্ষণ দ্বারা রুদ্ররূপ প্রচণ্ড সূর্য্য-সন্তপ্ত ত্রিভুবনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়াছেন ॥ ৩৮ ॥

সমুন্মীলৎ সংবিৎ কমলমকরন্দৈকরসিকং,
ভজেহহং সবন্দ্বং কিমপি মহতাং মানসচরম্।
যদালাপাদষ্টাদশগুণিতবিদ্যাপরিণতিঃ,
সমাদত্তে দোষাদ্‌গুণমখিলমদ্ভ্যঃ পয় ইব ॥ ৩৯ ॥

অথ অনাহতচক্রস্থং ঈশ্বরং শক্তিসহিতং ঈশ্বরনামানং স্তবন্নাহ সমুন্মীলদিতি। কমপি অনির্ব্বচনীয়ং হংসদ্বন্দ্বং ভজে। কিম্ভূতম্? মহতাং জ্ঞানিনাং মানসচরম্। অন্তে হংসা মকরন্দরসিকা ইদমপি সমুন্মীলৎ প্রকাশীভবৎ জ্ঞানকমলমকরন্দৈকরসিকম্। যদ্‌যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ ধ্যানাৎ জনঃ অষ্টাদশবিদ্যাঃ পরিচিতিং আধত্তে। অষ্টাদশবিদ্যা যথা,—বেদা উপবেদাঃ অঙ্গানি ষট্ এব অষ্টাদশবিদ্যাঃ। যস্মাৎ যয়োরালাপাৎ দোষাৎ গুণং দোষং বিহায় অখিলং গুণং আদত্তে অদ্ভ্যো জলেভ্যঃ পয় ইব। অন্তেহপি রাজহংসা একত্রীভূতং জলং দূরীকৃত্য দুগ্ধং গৃহ্লাতীতি তাৎপর্য্যম্। নিত্যা পরিণতিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যদালাপাৎ অষ্টাদশবিদ্যাসু পরিণতির্দাক্ষিণ্যং জায়তে, ইতি স্বচ্ছান্বয়ঃ ॥ ৩৯ ॥

মাতঃ! যাঁহারা অনাহতচক্রে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, যাঁহারা সুপ্রকাশিত জ্ঞানকমলের মকরন্দ পান করিয়া থাকেন, সেই হংস ও হংসীরূপা ঈশ্বর ও ভুবনেশ্বরীকে আমি নমস্কার করিতেছি। এই হংসযুগল জ্ঞানিগণের মানসসরোবরে সতত বিহার করিয়া থাকেন। ইহাঁদের ধ্যান করিলে অষ্টাদশবিদ্যার পারদর্শী হইতে পারা যায়। সাধারণ হংস যেরূপ একত্রীকৃত জল ও দুগ্ধ হইতে দুগ্ধকে পৃথক্ করিয়া পান করে, এই হংসযুগলও তদ্রূপ দোষভাগ পরিত্যাগপূর্ব্বক গুণমাত্র গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ৩৯ ॥

বিশুদ্ধৌ তে শুদ্ধস্ফটিকবিশদং ব্যোমজনকং,
শিবং সেবে দেবীমপি শিবসমানব্যবসিতাম্।
যয়োঃ কান্ত্যা যান্ত্যা শশিকিরণসারূপ্যসরণিং,
বিধূতান্তর্ধ্বান্তা বিলসতি চকোরীব জগতী ॥ ৪০ ॥

আদ্যাশক্তিসহিতং শিবং স্তবন্নাহ বিশুদ্ধাবিতি। বিশুদ্ধনাম্নি কণ্ঠস্থিতচক্রে তব শিবং অহং সেবে। কিম্ভূতম্? শুদ্ধস্ফটিকশুভ্রং, ব্যোমসদৃশং আকাশতুল্যং সর্ব্বব্যাপকত্বাৎ। ব্যোমজনকমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র ব্যোমকারণং

অর্থাৎ ব্যোমেশ্বরনামানং শিবং বন্দে। দেবীমপি অহং বন্দে। কীদৃশীম্ গিরিশনর্মব্যসনিনীং শিবসমানসুখদুঃখাম্। যয়োঃ শিবশক্ত্যোঃ কান্ত্যা জগতী বিধৃতান্তর্ধ্বান্তা নষ্টাজ্ঞানা সতী চকোরীব বিলসতি। চকোরী চন্দ্রিকালাভে যানন্দং লভতে তথা তয়োর্ধ্যানাৎ ব্রহ্মসুখং লভতে। কথম্ভূতয়া কান্ত্যা বিধুকিরণসারূপ্যপদং যান্ত্যা অতএব চকোরীত্যুপমানমুপপদ্যতে ॥ ৪০ ॥

মাতঃ! বিশুদ্ধ-চক্রস্থিত আদ্যাশক্তির সহিত শুদ্ধ স্ফটিকসদৃশ শুভ্র ও আকাশতুল্য অসীমমূর্ত্তি সদাশিবকে আমি প্রণাম করিতেছি। আদ্যাশক্তি ও সদাশিবের সহিত সামরস্যপরতন্ত্রা ও সমদুঃখসুখা হইয়া অবস্থান করিতেছেন। এই অর্দ্ধনারীশ্বরের কান্তি চন্দ্রকিরণের সারূপ্য লাভ করাতে তদ্দ্বারা জগতীরূপা চকোরী নির্ম্মল-হৃদয়া হইয়া পরমানন্দে বিহার করিতেছে ॥ ৪০ ॥

তবাজ্ঞাচক্রস্থং তপনশশিকোটিদ্যুতিধরং,
পরং শম্ভুং বন্দে পরিমিলিতপার্শ্বং পরচিতা।
যমারাদ্ধুং ভক্ত্যা রবিশশিশুচীনামবিষয়ে,
নিরালোকে লোকো নিবসতি হি ভালোকভবনে ॥ ৪১ ॥

ভ্রূমধ্যগং চিচ্ছক্তিসহিতং পরমশিবং স্তবন্নাহ তবাজ্ঞা ইতি। আজ্ঞাচক্রস্থং ভ্রূমধ্যগদ্বিদলপদ্মস্থং পরমশিবং অহং বন্দে। কীদৃশম্? সূর্য্যচন্দ্রকোটিদ্যুতিধরম্। পরচিতা চিৎশক্ত্যা পরিমিলিতপার্শ্বং চিদানন্দস্বরূপমিত্যর্থঃ। যং পরমশিবং ভক্ত্যা আরাদ্ধুং সেবিতুং নিরালোকে স্বপ্রকাশতয়া আলোকান্তরানপেক্ষে ভালোকভবনে তেজঃসমূহে গেহে লোকো নিবসতি। কিম্ভূতে? রবিশশিশুচীনামবিষয়ে চন্দ্রসূর্য্যাগ্নীনামগোচরে অতএব নিরালোক ইতি বিশেষণমুপপদ্যতে। তদুক্তং গীতাতন্ত্রে,—"ন তত্র ভাসতে সূর্য্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। যদ্‌গত্বা ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম॥" পরিচিতং যদা লব্ধং শক্ত্যা ইতি প্রাক্তঃ। তত্র ব্যাখ্যা যদা উভয়পার্শ্বং তৎশক্ত্যা পরিচিতম্ একত্রীকৃতং যোগিনা লব্ধং তদা ভালোকভবনে বসতি, এতেন চিদানন্দধ্যানে ব্রহ্ম পরিচিতং ভবতি ইতি ভাবঃ। এতানি শ্লোকানি কচিদাজ্ঞাচক্রমারভ্য দৃশ্যন্তে ॥ ৪১ ॥

হে জননি! আজ্ঞাচক্রস্থিত কোটি কোটি চন্দ্রসূর্য্যের ন্যায় দ্যুতিধর সচ্চিদানন্দস্বরূপ তোমার পরমশিব ও তৎপার্শ্বস্থিতা চিৎশক্তিকে আমি প্রণাম করিতেছি। ইঁহাকে ভক্তিসহকারে আরাধনা করিবার নিমিত্ত সাধকগণ

চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নির অগোচর পার্থিব আলোক-বিহীন ভাস্বোকভবনে অর্থাৎ দিব্য তেজোলোকস্থিত তেজোময় গৃহে বাস করিয়া থাকেন॥ ৪১॥

গতৈর্মাণিক্যত্বং গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং,
কিরীটন্তে হৈমং হিমগিরিসুতে কীর্ত্তয়তু কঃ।
সমীপে যচ্ছায়াচ্ছুরিতকিরণং চন্দ্রশকলং,
ধনুঃ সৌনাশীরং কিমিদমিতি বধ্নাতি ধিষণাম্॥ ৪২॥

সম্প্রতি শ্রীমত্যাঃ সুন্দর্য্যাঃ সৌন্দর্য্যং অনির্ব্বচনীয়মপি জ্ঞানানুরূপং বর্ণয়তি গতৈরিতি। হে হিমগিরিসুতে! তব স্বর্ণবিকৃতং মুকুটং কঃ কীর্ত্তয়তু বিশিষ্য ভণতু নিরুক্তেরশক্যত্বাৎ। কীদৃশম্? গগনমণিভিঃ সান্দ্রঘটিতং নিবিড়নির্ম্মিতম্। মণিভিঃ কিম্ভূতৈঃ? মাণিক্যেন একতাং প্রাপ্তৈঃ মাণিক্যমধ্যবর্ত্তিভিরিত্যর্থঃ। সমীপে অর্থাৎ যস্য সমীপে ছায়য়া কান্ত্যা চ্ছুরিতকিরণং সম্ভৃতকিরণং চন্দ্রশকলং চন্দ্রখণ্ডং ইদং কিং সৌনাশীরং ধনুঃ শক্রধনুরিতি ধিষণাং বধ্নাতি বুদ্ধিমাধত্তে। মাণিক্যসূর্য্যকান্তসুবর্ণানাং প্রতিবিম্বলাভাৎ চন্দ্রখণ্ডং শক্রধনুষঃ শ্রিয়ং ধত্তে ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥৪২॥

হে হিমগিরিসুতে! মাণিক্যসমূহের সহিত একতাপ্রাপ্ত আকাশের ন্যায় সুনির্ম্মল মণিসমূহ দ্বারা নিবিড়ভাবে সুগঠিত তোমার যে হেমময় মুকুট, তাহার সৌন্দর্য্য বর্ণন করিতে কোন্ ব্যক্তি সক্ষম হইবে? এই মুকুটের ছায়া চন্দ্রকলায় প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সকলের মনে ইন্দ্রধনু বলিয়া ভ্রান্তি উৎপন্ন হইতেছে॥৪২॥

ধুনোতু ধ্বান্তং নস্তুলিতদলিতেন্দীবরদলং,
ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং চিকুরনিকুরম্বং তব শিবে।
যদীয়ং সৌরভ্যং সহজমুপলব্ধুং সুমনসো,
বসন্ত্যস্মিন্মন্যে বলমথনবাটীবিটপিনাম্॥ ৪৩॥

ধুনোতু ইতি। হে শিবে! তব চিকুরনিকুরম্বং কেশকলাপঃ নোঽস্মাকং ধ্বান্তং অজ্ঞানং ধুনোতু খণ্ডয়তু। কিম্ভূতম্? তুলিতদলিতেন্দীবরদলং তুলিতং সদৃশীকৃতং বিকসিতনীলোৎপলদলং যেন। পুনঃ কিম্ভূতম্? ঘনস্নিগ্ধশ্লক্ষ্ণং চিক্কণং শ্লক্ষ্ণং অতিসৌষ্ঠবং যদীয়ং স্বাভাবিকং সৌরভ্যং উপলব্ধুং বলমথনবাটীবিটপিনাং ইন্দ্রোপবনকল্পবৃক্ষাণাং সুমনসঃ পুষ্পাণি অস্মিন্

কেশকলাপেন বশীকৃতাহং মন্যে। সুরবিহিতপর্য্যাপ্তেন বৎ সুমনসং তৎ শোভারগণম্ ॥ ৪৩ ॥

হে শিবে! বিকসিত নীলোৎপলদল-সদৃশ ঘন স্নিগ্ধ চিক্কণ অতি সৌষ্ঠবযুক্ত তোমার কেশকলাপ আমাদিগের হৃদয়ের অজ্ঞানান্ধকার বিদূরিত করুক। তোমার এই কেশকলাপের অপূর্ব্ব দিব্য সৌরভ আঘ্রাণ করিয়া আমাদিগের মনে হইতেছে যে, ইন্দ্রের উপবনস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায়ের পুষ্পসমূহ ঐ স্থানেই অবস্থিত রহিয়াছে ॥ ৪৩ ॥

বহন্তী সিন্দূরং প্রবলকবরীভারতিমির-
দ্বিষা বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতমিব নবীনার্ককিরণম্।
তনোতু ক্ষেমং নস্তব বদনসৌন্দর্য্যলহরী-
পরীবাহস্রোতঃসরণিরিব সীমন্তসরণিঃ ॥ ৪৪ ॥

বহন্তীতি। সরণিরিব সীমন্তসরণিঃ সীমন্তঃ পন্থাঃ নোঽস্মাকং ক্ষেমং তনোতু। কিদৃশী? সিন্দূরং বহন্তী। সিন্দূরং কিম্ভূতম্? প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তদ্রূপশত্রূণাং বৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতং প্রাতঃসূর্য্যকিরণমিব দ্বিষামিতি পাঠঃ। তত্র প্রবলকবরীভার এব তিমিরং তেষাং কান্তিবৃন্দৈর্ব্বন্দীকৃতং নবীনার্ক-কিরণমিব। অত্র দুর্ব্বলেন বলিনঃ সূর্য্যকিরণস্য নিয়মনাদাশ্চর্য্যালঙ্কারঃ সূচিতঃ। পুনঃ কিম্ভূতা? তব বদনসৌন্দর্য্যলহরীপরীবাহস্রোতঃসরণিরিব উৎক্ষিপ্ত-পানীয়স্য পথান্তরেণ নিঃসরণং পরীবাহঃ তজ্জন্যতীক্ষ্ণস্রোতসঃ সরণিরিব ॥ ৪৪ ॥

জননি! তোমার কেশজালমধ্যস্থিত যে সীমন্তপথ, তাহা তোমার বদন-সৌন্দর্য্য-লহরীর পরীবাহ-স্রোতঃপথের ন্যায় * শোভা বিস্তার করি-তেছে। বিশেষতঃ তাহাতে সিন্দুরবিন্দু থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, প্রবল শত্রু কেশকলাপরূপ অন্ধকারের কান্তিসমূহ দ্বারা প্রাতঃসূর্য্যকিরণই যেন বন্দী-কৃত হইয়াছে। ঈদৃশ এই সীমন্তপথ আমাদিগের মঙ্গলবিধান করুক ॥ ৪৪ ॥

অরালৈঃ স্বাভাব্যাদলিকলভসশ্রীভিরলকৈঃ,
পরীতন্তে বক্ত্রং পরিহসতি পঙ্কেরুহরুচিম্।
দরস্মেরে যস্মিন্ দশনরুচিকিঞ্জল্করুচিরে,
সুগন্ধৌ মাদ্যন্তি স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ ॥ ৪৫ ॥

---

* নদী হইতে উৎক্ষিপ্ত জল যদি অন্য পথ দ্বারা নিঃসারিত হয়, তাহা হইলে সেই নিঃসরণ-পথকেই পরীবাহ বলে।

অরালৈরিতি। তব বক্ত্রং পঙ্কেরুহরুচিং হসতি। কীদৃশম্? স্বভাবকুটিলৈঃ অলিকুলসমশ্রীভিশ্চূর্ণকৈঃ পরীতং ব্যাপ্তম্। অলিকুলহসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি। তত্র অলিকুলং হসতীতি অলিকুলহসা সা শ্রীর্যেষাম্। অলিকুলভসশ্রীভিরিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র অলিকুমারসম . যস্মিন্ স্মরদহনচক্ষুর্মধুলিহঃ হরনেত্ৰভৃঙ্গাঃ মাদ্যন্তি। কিম্ভূতে? দরস্মেরে ঈষদ্ধাসে। দশনকেশরকান্তিমনোহরে সুগন্ধৌ। এতেন পঙ্কজাপকর্ষণং দর্শিতম্ ॥ ৪৫ ॥

মাতঃ! স্বভাব-কুটিল ভ্রমরসঙ্ঘসদৃশ শোভা-যুক্ত চূর্ণ-কুন্তলাবলী দ্বারা পরিব্যাপ্ত তোমার মুখকমল অন্যান্য জলজ-কমলের শোভাকে পরিহাস করিতেছে। দশনশোভা-রূপ কিঞ্জল্ক-পরিশোভিত ঈষৎ হাস্যযুক্ত সৌরভ-মনোহর এই বদনকমলে অনঙ্গদর্পহারী মহেশ্বরের নয়নত্রয়রূপ মধুকরবৃন্দ উন্মত্ত হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ললাটং লাবণ্যদ্যুতিবিমলমাভাতি তব যৎ,
দ্বিতীয়ং তন্মন্যে মুকুটশশিখণ্ডস্য শকলম্।
বিপর্য্যাসন্যাসাদুভয়মভিসন্ধায় মিলিতঃ,
সুধালেপস্যূতিঃ পরিণমতি রাকাহিমকরঃ ॥ ৪৬ ॥

ললাটমিতি। তব লাবণ্যকান্ত্যা সুনির্ম্মলং তব যল্ললাটং আভাতি তন্মুকুটার্দ্ধচন্দ্রস্য দ্বিতীয়ং খণ্ডং ইত্যহং মন্যে। বিপর্য্যাসন্যাসাদ্বিপরীতবিন্যাসাৎ উভয়ং শশিখণ্ডং মিলিতং সৎ রাকাহিমকরঃ পরিণমতি, পূর্ণচন্দ্রঃ সম্পদ্যতে। হিমকরঃ কিম্ভূতঃ? সুধালেপস্যূতিঃ অমৃতলেপনেন গ্রহণং যস্য। অধোমুখং ললাটখণ্ডং অনয়োরমৃতলেপগ্রথনেন সম্মুখীকৃত্য সংযোগাৎ পূর্ণচন্দ্রো ভবতীতি বাক্যার্থঃ ॥ ৪৬ ॥

হে জননি! লাবণ্যকান্তি দ্বারা সুনির্ম্মল তোমার ললাটখণ্ড দর্শন করিয়া অনুমিত হইতেছে যে, ইহা মুকুটরূপ চন্দ্রখণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ড হইবে। এই চন্দ্রখণ্ডদ্বয় বিপরীতভাবে বিন্যস্ত এবং অমৃতলেপন দ্বারা মিলিত ও সংযুক্ত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, ঐ শশিখণ্ডদ্বয় পূর্ণচন্দ্ররূপে পরিণত হইয়াছে ॥ ৪৬ ॥

ভ্রুবৌ ভুগ্নে কিঞ্চিদ্ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি,
ত্বদীয়ে নেত্রাভ্যাং মধুকররুচিভ্যাং ধৃতগুণে।

ধনুর্মন্যে সব্যেতরকরগৃহীতং রতিপতেঃ,
প্রকোষ্ঠে মুষ্টৌ চ স্থগয়তি নিগূঢ়ান্তরমিদম্ ॥ ৪৭ ॥

ভ্রুবৌ ইতি। হে ভুবনভয়ভঙ্গব্যসনিনি! সংসারভয়ভঞ্জনশীলে! ত্বদীয়ে কিঞ্চিদ্ভুগ্নে ঈষৎকুটিলে ভ্রুবৌ রতিপতেঃ কামস্য ধনুরিত্যহং মন্যে। কামধনুষঃ সাম্যমাহ। মধুকররুচিভ্যাং নেত্রাভ্যাং ধৃতগুণে মধুকরগুণং কামধনুরিতি। ধনুঃ পৌষ্পমিত্যাদিশ্লোকেন পূর্ব্বমুক্তম্। তৎ কথং ধনুর্গুণয়োর্মধ্যে শূন্যতা ইত্যাহ,—নিগূঢ়ান্তরং নেয়ং শূন্যতা কিন্তু অব্যক্তমধ্যম্। কথমিত্যাহ সব্যেতর ইত্যাদি। ইদং ধনুঃ সব্যেতরকরগৃহীতং সৎ প্রকোষ্ঠে মণিবন্ধে মুষ্টৌ মুষ্টিদেশে চ স্থগয়তি আচ্ছাদয়তি। রতিপতির্রিতি কর্ত্তৃপদং কুত্রাপি দৃশ্যতে ॥ ৪৭ ॥

মাতঃ! তুমি সংসারভয়ভঞ্জনকারিণী। তোমার ঈষৎকুটিল ভ্রূযুগল রতিপতি কামদেবের শরাসনস্বরূপ এবং ভ্রমরকৃষ্ণ নয়নযুগল ধনুর্গুণস্বরূপ বোধ হইতেছে। নয়নযুগল ও ভ্রূযুগলের মধ্যস্থল যে শূন্য বোধ হইতেছে, বস্তুতঃ তাহা শূন্য নহে। কারণ, কামদেবের মণিবন্ধ ও মুষ্টি দ্বারা ঐ স্থান সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে ॥ ৪৭ ॥

অহঃ সূতে সব্যং তব নয়নমর্কাত্মকতয়া,
ত্রিযামাং বামং তে সৃজতি রজনীনায়কতয়া।
তৃতীয়া তে দৃষ্টির্দরদলিতহেমাম্বুজরুচিঃ,
সমাধত্তে সন্ধ্যাং দিবসনিশয়োরন্তরচরীম্ ॥ ৪৮ ॥

অহঃ সূতে ইতি। তব সব্যং দক্ষিণং নয়নং সূর্য্যরূপত্বাৎ দিবসং সৃজতি। বামনয়নং চন্দ্ররূপত্বাৎ ত্রিযামাম্। ঈষদ্বিচলিতকান্তিস্তৃতীয়া দৃষ্টির্দ্দিবারাত্র্যোরন্তরচরীং মধ্যগাং সন্ধ্যাং আধত্তে সৃজতীত্যর্থঃ। হেমাম্বুজরুচিমিত্যপি কুত্রাপি পাঠঃ। এতেন বহ্নিসারূপ্যাৎ স্বর্ণস্য বহ্ন্যাত্মকত্বাচ্চ বহ্ন্যাত্মিকা তৃতীয়া দৃষ্টিরিতি সূচিতা। নিত্যস্য কালস্য ভবতী কারণমিতি ভাবঃ ॥ ৪৮ ॥

জননি! তোমার দক্ষিণ-চক্ষু সূর্য্যস্বরূপ বলিয়া দিবসের সৃষ্টি করিতেছে, আর তোমার বামনয়ন চন্দ্রস্বরূপ বলিয়া রাত্রি-সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইতেছে এবং ঈষৎ বিকসিত স্বর্ণকমলসদৃশ তোমার তৃতীয় নয়ন দিবস ও রাত্রির মধ্যবর্ত্তিনী সন্ধ্যা সম্পাদন করিতেছে ॥ ৪৮ ॥

বিশালা কল্যাণী স্ফুটরুচিরযোগ্যা কুবলয়ৈঃ,
কৃপাপারাবারা কিমপি মধুরা ভোগলতিকা।
অবন্তী দৃষ্টিস্তে বহুনগরবিস্তারবিজয়া,
ধ্রুবং তত্তন্নামব্যবহরণযোগ্যা বিজয়তে॥ ৪৯॥

বিশালা ইতি। তব দৃষ্টির্ব্বিজয়তে সর্ব্বেষাং দৃষ্টিং তিরস্করোতি। দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বহুনগরবিস্তারবিজয়া। এতেন বিপুলনগরাণাং বিততেরপি তব দৃষ্টের্ব্বিততির্গরীয়সীতি ভাবঃ। তথা চ ধরণিঃ,—বহু স্যাৎ ত্র্যাদি-সংখ্যাসু বিপুলেঽপ্যভিধেয়বৎ। তত্তন্নামব্যহরণযোগ্যা তেষাং বিপুলনগরা-দীনাং নামভিস্তব দৃষ্টের্ব্যবহারোঽপি যুজ্যতে ইতি ভাবঃ। তদেবাহ বিশালেত্যাদি। তব দৃষ্টিঃ কিম্ভূতা? বিশালা দীর্ঘা, নগর্য্যপি বিশালানাম্নী। দৃষ্টিঃ কল্যাণগুণযুক্তা, নাম্না নগর্য্যপি কল্যাণী। দৃষ্টিঃ স্ফুটরুচির্ব্ব্যক্তকান্তিঃ নগর্য্যপি স্ফুটরুচিনাম্নী। দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈরযোগ্যা ভূচক্রেষসদৃশী। নগর্য্যপি অযোগ্যানাম্নী চীনদেশোদ্ভবা। অযোধ্যা ইতি পাঠে দৃষ্টিঃ কুবলয়ৈর্নীলেন্দীবর-দলৈরযোধ্যা যোদ্ধুমশক্যা অর্থাৎ অজেয়া। নগর্য্যপি অযোধ্যানাম্নী। দৃষ্টিঃ কৃপাপারাবারা কৃপাসিন্ধুরূপা দৃষ্টিঃ। নগর্য্যপি কৃপাপারাবারানাম্নী। বারা-পদেন বারাণসী উপলক্ষ্যতে, যথা ভীমো ভীমসেনঃ। অথবা কৃপাপদেন কৃপাবতী পারা হারাবত্যাখ্যা বারা বারাণসী। দৃষ্টির্ম্মধুরা মনোহারিণী। নগর্য্যপি মধুরানাম্নী। মধুনা রাজ্ঞা আরাতা গৃহীতা ইতি ব্যুৎপত্ত্যা মধুরা-পদেন মথুরা উপলক্ষ্যতে। তথা চ মধুপুরীতি সর্ব্বত্র খ্যাতা। দৃষ্টির্ভোগ-লতিকা কল্পদ্রুমরূপা। নগর্য্যপি ভোগলতিকানাম্নী। দৃষ্টিরবন্তী ভক্তরক্ষণ-পরা। নগর্য্যপি অবন্তীনাম্নী। অতএবাত্র ছলোক্ত্যা শব্দচিত্রালঙ্কারঃ সূচিতঃ॥ ৪৯॥

জননি! তোমার দৃষ্টি বহুনগরসমূহের বিস্তারকে জয় করিয়াছে অর্থাৎ তোমার দৃষ্টি অতীব বিস্তীর্ণা। এই কারণ তোমার দৃষ্টি বিশালা অর্থাৎ সুদীর্ঘা। এই জন্য বিশালানাম্নী একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কল্যাণী অর্থাৎ মঙ্গলদায়িনী; এই হেতু কল্যাণী নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে; তোমার দৃষ্টি স্ফুটরুচি অর্থাৎ নির্ম্মলকান্তি; এই কারণ স্ফুটরুচি নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভূমণ্ডলে অযোগ্যা অর্থাৎ অসদৃশী। এই জন্য চীনদেশে অযোগ্যা নাম্নী

একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি কৃপাপারাবারা অর্থাৎ কৃপাসাগরস্বরূপা; এই হেতু কৃপাপারা-নাম্নী এবং বারা অর্থাৎ বারাণসী-নাম্নী নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি মধুরা অর্থাৎ মনোহারিণী; এই কারণ মধুরা (মথুরা) নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি ভোগলতিকা অর্থাৎ কল্পবৃক্ষস্বরূপা; এই জন্য ভোগলতিকা নামে একটি নগরীও প্রসিদ্ধা হইয়াছে। তোমার দৃষ্টি অবন্তী অর্থাৎ ভক্তজনকে রক্ষা করিতেছে; এই হেতু অবন্তী নামে নগরীও প্রসিদ্ধা আছে। এই জন্য বিশালা, কল্যাণী, স্ফুটরুচি, অযোধ্যা, কৃপাপারা, বারাণসী, মধুরা (মথুরা), ভোগলতিকা ও অবন্তী নাম্নী নগরীগুলিও ব্যবহারের যোগ্যা হইয়াছে। ৪৯॥

কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং,
কটাক্ষব্যাক্ষেপভ্রমরকলভৌ কর্ণযুগলম্।
অমুঞ্চন্তৌ দৃষ্ট্বা তব নবরসাস্বাদতরলা-
বসূয়াসংসর্গাদলিকনয়নং কিঞ্চিদরুণম্॥ ৫০॥

কবীনাং ইতি। তব অলিকনয়নং ললাটস্থং নয়নং অসূয়াসংসর্গাৎ হিংসাসম্পর্কাৎ ঈষদ্রক্তং জাতম্। কথমিত্যাহ;—কর্ণযুগলং অমুঞ্চন্তৌ অপরিত্যাগিনৌ কটাক্ষক্ষেপরূপভ্রমরশাবকৌ দৃষ্ট্বা। কর্ণযুগলং কিম্ভূতম্? কবীনাং সন্দর্ভস্তবকমকরন্দৈকরসিকং ব্রহ্মাদীনাং নানাগুণবিশিষ্ট-কাব্যরচনারূপপুষ্পগুচ্ছস্য শৃঙ্গারাদিভাবরূপরসেন রসযুক্তম্। ভ্রমরশাবকৌ কিম্ভূতৌ? নবরসাস্বাদতরলৌ অপূর্ব্বমকরন্দাস্বাদচঞ্চলৌ। এতেন নয়নভৃঙ্গশাবকয়োঃ শ্রবণাস্তত্বা শ্রবণযুগলস্য কাব্যরসেন সরসত্বয়া চ স্বভাবরক্তস্যালিকনয়নস্য অসূয়াসংসর্গতাস্থমীয়তে। ৫০॥

জননি! ব্রহ্মা প্রভৃতি কবিগণের বিরচিত নবরস-পরিপূর্ণ কবিতাসন্দর্ভরূপ সুমনোহর কুসুমগুচ্ছের নবরসে পরিপ্লুত তোমার শ্রবণযুগল দর্শন করিয়া নবরসাস্বাদে লোলুপ তোমার কটাক্ষবিক্ষেপরূপ ভ্রমরশাবকযুগল ক্ষণমাত্রও তাহা পরিত্যাগ করিতেছে না; ইহা দেখিয়া তোমার ললাটস্থিত নয়ন হিংসা বশতঃ ঈষৎ রক্তবর্ণ হইয়াছে॥ ৫০।

শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা তদিতরজনে কুৎসনপরা,
সরোষা গঙ্গায়াং গিরিশনয়নে বিস্ময়বতী।

হরাহিভ্যো ভীতা সরসিরুহসৌভাগ্যজয়িনী,
সখীষু স্মেরা তে ময়ি জননি দৃষ্টিঃ সকরুণা ॥ ৫১ ॥

শিবে ইতি। হে জননি! তব দৃষ্টির্ময়ি সানুকম্পাস্ত। কিম্ভূতা? শিবে শৃঙ্গারার্দ্রা শৃঙ্গারপ্রতিপাদকা। তদিতরমুখে বীভৎসব্যঞ্জিকা। গঙ্গায়াং সরোষা রৌদ্রা সপত্নীভাবাৎ। শিবনেত্রে অদ্ভুতরসসংযুক্তা। পদ্মগত-সৌভাগ্যং জয়িতুং শীলমস্যাঃ পঙ্কজস্য সৌভাগ্যরূপদর্পনাশিনীত্যর্থঃ। এতেন বীরতা সূচিতা, সখীষু স্মেরা হাস্যযুক্তা। এতেন সর্ব্বরসসম্পূর্ণা তব দৃষ্টিরিতি ভাবঃ। নাট্যোক্তং শৃঙ্গরাদিনবরসম্। শান্তিরসো নোক্তঃ শৃঙ্গাররসস্যা-সমবায়িত্বাৎ। তদুক্তং পূর্ব্বগ্রন্থে,—"ন যত্র দুঃখং ন সুখং ন চিন্তা, ন দ্বেষ-রাগৌ ন কদাচিদিচ্ছা। রসঃ স শান্তিঃ কথিতো মুনীন্দ্রৈঃ, সর্ব্বেষু ভাবেষু চ সুপ্রমাণম্" ॥ ৫১ ॥

শিবে! তোমার যে দৃষ্টি সদাশিবের প্রতি শৃঙ্গাররসে আর্দ্রা, পুরুষান্ত-রের প্রতি বীভৎসরস-ব্যঞ্জিকা, হরশিরোবিহারিণী গঙ্গার প্রতি সপত্নীভাব-প্রযুক্ত সরোষা, গিরিশনয়নে সবিস্ময়া অর্থাৎ অদ্ভুতরসযুক্তা, শিবশরীরস্থিত ভুজঙ্গদর্শনে ভীতা, প্রফুল্লকমলসৌন্দর্য্যদায়িনী অর্থাৎ বীররসযুক্তা ও সখী-গণের প্রতি হাস্যরসযুক্তা; জননি! তোমার সেই দৃষ্টি আমার প্রতি করুণ-রসযুক্ত হউক ॥ ৫১ ॥

গতে কর্ণাভ্যর্ণং গরুড় ইব পক্ষ্মাণি দধতী,
পুরাং ভেত্তুশ্চিত্তপ্রশমরসবিদ্রাবণফলে।
ইমে নেত্রে গোত্রাধরপতিকুলোত্তংসকলিকে,
তবাকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ॥ ৫২ ॥

গতে ইতি। হে ধরণিধররাজকুলশিরোভূষারূপকলিকে! তব ইমে নেত্রে আকর্ণাকৃষ্টস্মরশরবিলাসং কলয়তঃ ধত্তঃ। শরসাধর্ম্যমাহ;—গরুড়পক্ষা-নীব পক্ষ্মাণি দধতী। পুনঃ কিম্ভূতে? কর্ণবিবরং প্রাপ্তে। পুনঃ কিম্ভূতে? পুরাং ভেত্তুঃ শম্ভোশ্চিত্তপ্রশমরসস্য শান্তিরসস্য বিদ্রাবণং দূরীকরণং ফলং যয়োঃ। এতেন শম্ভোর্যোগভঙ্গে তবৈব নেত্রে কারণীভূতে ইতি ভাবঃ ॥ ৫২ ॥

মাতঃ! তুমি গিরিরাজবংশের শিরোভূষণরূপ কমল-কলিকা। জননি! আকর্ণগামী তোমার এই নয়নদ্বয় গরুড়পক্ষের ন্যায় পক্ষ্মযুগল ধারণ করিয়াছে। এই নয়নযুগল হইতেই মহেশ্বরের হৃদয়স্থিত শান্তিরস বিদ্রাবিত হইয়াছে

এবং তোমার এই নয়নদ্বয় আকর্ণ-আকৃষ্ট কন্দর্পশরের ন্যায় সৌসাদৃশ্য লাভ করিয়াছে অর্থাৎ তোমার এই নয়নযুগল কর্ণপর্য্যন্ত আকৃষ্ট কন্দর্পশরের অনুরূপ হইয়া সমাধিস্থিত যোগীশ্বর মহাদেবের ধ্যানভঙ্গ করিয়াছে। ৫২।

বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিত-নীলাম্বুজতয়া,
বিভাতি ত্বন্নেত্রত্রিতয়মিদমীশানদয়িতে।
পুনঃ স্রষ্টুং দেবান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রানুপরতান্,
রজঃ সত্ত্বং বিভ্রত্তম ইতি গুণানাং ত্রয়মিদম্। ৫৩।

বিভক্ত ইতি। হে ঈশানদয়িতে! বিভক্তত্রৈবর্ণ্যব্যতিকরিতনীলাম্বুজতয়া ইদং ত্বন্নেত্রত্রিতয়ং বিভাতি। বিভক্তেন ত্রৈবর্ণ্যেন ব্যতিকরিতং বিক্ষিপ্তং নীলাম্বুজং যেন। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে,—উপরতান্ প্রলয়ে নষ্টীভূতান্ দ্রুহিণহরিরুদ্রান্ পুনঃ স্রষ্টুং রজঃ সত্ত্বং তম ইতীদং গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিব। বিভক্তত্রৈবর্ণ্যমিতি কুত্রাপি পাঠঃ। নেত্রত্রিতয়ং কিম্ভূতম্? ব্যতিকরিতনীলাঞ্জনতয়া বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং চন্দ্রসূর্য্যাগ্নিরূপতয়া স্বভাবশুক্লরক্তানাং নীলাঞ্জনসম্পর্কাৎ বিভক্তত্রৈবর্ণ্যং অতএব গুণানাং ত্রয়ং বিভ্রদিত্যুপপদ্যতে। সত্ত্বং শুক্লং দক্ষিণাক্ষি। রক্তং বামাক্ষি। তমো নীলাঞ্জনাভং ললাটাক্ষি এতৎ পরশ্লোকে স্পষ্টীকরিষ্যতি। এতেন তব নেত্রত্রিতয়ং সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কর্ত্তৃণাং ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রাণামপি কারণমিতি ভাবঃ॥ ৫৩॥

হে ঈশানদয়িতে! তোমার এই নয়নত্রয় নীলপদ্মের শোভাকে পরাভূত করিয়াছে। মাতঃ! এই নয়নত্রয়ে শ্বেত,লোহিত ও নীল, এই বর্ণত্রয় সুবিভক্ত থাকাতে অনুমিত হইতেছে যে, প্রলয়কালে বিলয়প্রাপ্ত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র, এই তিন দেবতাকে পুনর্ব্বার সৃষ্টি করিবার নিমিত্তই যেন নয়নত্রয় রজঃ, সত্ত্ব ও তমঃ এই গুণত্রয় ধারণ করিতেছে। ৫৩।

তাৎপর্য্য।—ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে, দেবীর নয়নত্রয় হইতেই সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়কর্ত্তা ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর উৎপন্ন হইয়া থাকেন। কথিত আছে, সত্ত্বগুণ শুক্লবর্ণ; ইহা ভগবতীর দক্ষিণ-নেত্র। রজোগুণ রক্তবর্ণ; ইহা দেবীর বামনয়ন। তমোগুণ নীলাঞ্জনসদৃশ; ইহা ভগবতীর তৃতীয় (ললাটস্থ) লোচন। ৫৩।

পবিত্রীকর্ত্তুং নঃ পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে,
দয়ামিত্রৈর্নেত্রৈররুণধবলশ্যামরুচিভিঃ।

নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ধ্রুবমমুং,
ত্রয়াণাং তীর্থানামপনয়সি সম্ভেদমনঘে॥ ৫৪॥

পবিত্রীতি। হে পশুপতিপরাধীনহৃদয়ে! হে শিবায়ত্তচিত্তে! নোঽস্মান্ পবিত্রীকর্ত্তুং সকরুণৈর্নেত্রৈর্নদঃ শোণো গঙ্গা তপনতনয়েতি ত্রয়াণাং তীর্থানাং সম্ভেদমপনয়সি ধ্রুবং তীর্থত্রয়ং প্রত্যক্ষীকরোষীত্যর্থঃ। অতএব হে অনঘে! ইতি সম্বোধনমুপপন্নং যস্যা নয়নেষু তীর্থানি প্রত্যক্ষীভূতানি, তস্যা অনঘত্বে কুত আশ্চর্য্যম্। নেত্রৈঃ কিম্ভূতৈঃ? অরুণধবলশ্যামকান্তিভিস্তীর্থত্রয়ৈর্লোকান পুনাসীত্যর্থঃ॥ ৫৪॥

হে মাতঃ! তোমার হৃদয় পশুপতি কর্ত্তৃক আয়ত্তীকৃত এবং তুমি নির্ম্মলা। তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিবার জন্য দয়াদাক্ষিণ্যাদিগুণবিভূষিত রক্ত, শ্বেত ও শ্যামবর্ণ লোচনত্রয় দ্বারা শোণ-নদ, গঙ্গা ও যমুনানদী, এই তীর্থত্রয়ের একত্র সমাগম সম্পাদন করিতেছ॥ ৫৪॥

তবাপর্ণে কর্ণেজপনয়নপৈশুন্যচকিতাঃ,
নিলীয়ন্তে তোয়ে নিয়তমনিমেষাঃ শফরিকাঃ।
ইয়ঞ্চ শ্রীর্বদ্ধচ্ছদপুটকবাটং কুবলয়ং,
জহাতি প্রত্যূষে নিশি চ বিঘটষ্য প্রবিশতি॥ ৫৫॥

তবাপর্ণে ইতি। হে অপর্ণে! তব কর্ণেজপয়োঃ কর্ণগামিনোঃ নয়নয়োঃ পৈশুন্যেন চকিতাঃ, অসদৃশেষস্মাসু বিরুদ্ধমাচরিষ্যতি ইতি ভীতাঃ শফরিকাঃ প্রোষ্ঠ্যঃ নিমেষরহিতাঃ সত্যঃ নিয়তং তোয়ে নিলীয়ন্তে লীনা ভবন্ত। কর্ণেজপত্বেনানয়োঃ খলত্বং স্পষ্টীভূতম্। অন্যেঽপি ভীতা অনিমেষা ভবন্তীতি স্বভাবানিমেষাণামপি মৎস্যানাং অনিমেষত্বে ভীতিঃ কারণম্। ইয়ঞ্চ শ্রীঃ প্রত্যক্ষীভূতা কুবলয়শোভা প্রভাতে কুবলয়ং জহাতি। কীদৃশম্? বদ্ধচ্ছদপুট-কবাটং অন্যোন্যাশ্লিষ্টং পত্রপুটং কবাটং যস্য। নিশি রাত্রৌ বিঘটষ্য দূরীকৃত্য প্রবিশতি। অন্যেঽপি ভীতাঃ কবাটং দত্ত্বা পলায়ন্তে, রাত্রৌ কবাটং দূরীকৃত্য গৃহং প্রবিশতি ইতি ধ্বনিঃ। তব নেত্রশোভামালোক্য কুবলয়শোভা জাতলজ্জা সতী লোকদর্শনভিয়া দিবসং কুত্রাপি গময়িত্বা রাত্রৌ গৃহমাগচ্ছতীতি ভাবঃ॥ ৫৫॥

হে অপর্ণে! তোমার কর্ণান্তগামী নয়নযুগলের পিশুনতা (কুটিলতা) দর্শনে ভীত শফরী মৎস্যগণ নিমেষশূন্য হইয়া নিরন্তর সলিলমধ্যে বিলীন হইয়া

রহিয়াছে এবং তোমার নয়নশোভা দর্শনে উৎপলের শোভাও প্রভাতসময়ে পরস্পর-সংশ্লিষ্ট পত্রপুটরূপ কবাটসমুদায় রুদ্ধ করিয়া (মুকুলরূপ) নিজ আবাসভবন পরিত্যাগ পূর্ব্বক অলক্ষিতভাবে পলায়ন করে; নিশাকাল উপস্থিত হইলে ঐ পত্রপুটরূপ কবাট উদ্‌ঘাটন করত তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া নিশাযাপন করিয়া থাকে॥ ৫৫॥

নিমেষোন্মেষাভ্যাং প্রলয়মুদয়ং যাতি জগতী,
ভবেত্যাহুঃ সন্তো ধরণিধররাজন্যতনয়ে।
ত্বদুন্মেষাজ্জাতং জগদিদমশেষং প্রলয়তঃ,
পরিত্রাতুং শঙ্কে পরিহৃতনিমেষাস্তব দৃশঃ॥ ৫৬॥

নিমেষ ইতি। হে ধরণিধর-রাজন্য-তনয়ে! তব নিমেষোন্মেষাভ্যাং তব চক্ষুষোঃ নিমীলনোন্মীলনাভ্যাং জগতী প্রলয়ং উদয়ঞ্চ যাতি ইতি জ্ঞানিনো বদন্তি। অতস্ত্বদুন্মেষাজ্জাতং ইদং জগৎ প্রলয়তঃ পরিত্রাতুং তব দৃশঃ পরিহৃতনিমেষা অনিমেষা ইত্যহং শঙ্কে॥ ৫৬॥

হে ধরণিধররাজন্যতনয়ে! জ্ঞানিগণ বলিয়া থাকেন যে, তোমার চক্ষুর্দ্বয়ের নিমেষ ও উন্মেষ দ্বারা এই জগতের প্রলয় ও সৃষ্টি হইয়া থাকে। তোমার নয়নের উন্মেষ দ্বারাই নিখিল জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। এক্ষণে এই বিশ্বকে প্রলয় হইতে রক্ষা করিবার জন্য বোধ হয় তোমার নয়ন নিমেষপরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে॥ ৫৬॥

দৃশা দ্রাঘীয়স্যা দরদলিতনীলোৎপলরুচা,
দবীয়াংসং দীনং স্নপয় কৃপয়া মামপি শিবে।
অনেনায়ং ধন্যো ভবতি ন চ তে হানিরিয়তা,
বনে বা হর্ম্ম্যে বা সমকরনিপাতো হিমকরঃ॥৫৭॥

দৃশা ইতি। হে শিবে! হে কল্যাণদায়িনি! দবীয়াংসং দূরস্থং মাং কৃপয়া দ্রাঘীয়স্যা দীর্ঘতরয়া দৃশা স্নপয় পবিত্রীকুরু। দ্রাঘীয়স্যা ইত্যনেন দূরস্থস্যাপি স্নপনযোগ্যতা সূচিতা। মাং কিম্ভূতম্? দীনং সংসারদুঃখসন্তপ্তম্। দৃশা কিম্ভূতয়া? ঈষদ্বিকসিতনীলাম্বুজকান্ত্যা। এতেন তাপহরণযোগ্যতা সূচিতা। অনেন দৃষ্টিপাতেন অয়ং জনো ধন্যঃ কৃতার্থো ভবতি। ইয়তা এবম্ভূতেন কর্ম্মণা তবাপি কিঞ্চিৎ হানির্নাস্তি। অর্থান্তরোপন্যাসেন তদেব দ্রঢয়তি বনে ইতি। বাশব্দঃ সমুচ্চয়ে; হিমকরশ্চন্দ্রঃ বনহর্ম্ম্যয়োঃ সমকরনিপাতো ভবতি। অত্র

সুধাকরাদিশব্দেষু শংস্যু হিমকরশব্দস্তারজ্ঞাবঃ। হিমকরোঽপি লোকানাং পীড়াকরোঽপি পক্ষপাতং ন করোতি যত্র শিবা লোকানাং কল্যাণদাত্রী অতএব সুতরাং তব পক্ষপাতো নোচিত ইতি। ৫৭॥

মাতঃ! তুমি তোমার ভক্তদিগকে কল্যাণ প্রদান করিয়া থাক। আমি সংসারতাপে একান্ত কাতর হইয়া পড়িয়াছি। এক্ষণে আমি সুদূরে অবস্থান করিলেও তুমি কৃপা করিয়া তোমার ঈষৎ বিকসিত নীলোৎপল-সদৃশ সুস্নিগ্ধ ও সুদীর্ঘতর দৃষ্টিনিক্ষেপ দ্বারা আমাকে সুধাসিক্ত কর। তুমি কৃপাদৃষ্টি করিলেই আমি কৃতার্থ হইব। ইহাতে তোমার কিছুমাত্রও হানি হইবে না। জননি! সুধাকর বন ও হর্ম্ম্য সর্ব্বত্রই সমভাবে সুধাসিক্ত নিজ ময়ূখমালা বর্ষণ করিয়া থাকেন। ৫৭॥

অরালং ভ্রূপালীযুগলমগরাজন্যতনয়ে,
ন কেষামাধত্তে কুসুমশরকোদণ্ডকুতুকম্।
তিরশ্চীনো যত্র শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য বিলসন্,
অপাঙ্গব্যাসঙ্গো দিশতি শরসন্ধানধিষণাম্॥ ৫৮॥

হে পর্ব্বতরাজকন্যে! তব কুটিলং পালীযুগলং কর্ণবেষ্টনযুগলম্। "পালী কর্ণলতাগ্রে তু পংক্ত্যাবঙ্কপ্রদেশয়োরি"তি ধরণিঃ, কেষাং মনসি কন্দর্পধনুঃ কৌতুকং ন আধত্তে। ভ্রূপালীতে পাঠে ভ্রুবোরঙ্কপ্রদেশযুগলমিত্যর্থঃ। যত্র তির্য্যক্ অপাঙ্গব্যাসঙ্গঃ কটাক্ষবিক্ষেপঃ শ্রবণপথমুল্লঙ্ঘ্য শরসন্ধানবুদ্ধিং দিশতি॥ ৫৮॥

হে পর্ব্বতরাজকন্যে! তোমার স্বভাবকুঞ্চিত ভ্রূপংক্তিদ্বয় কোন্ ব্যক্তির অন্তঃকরণে মদন-শরাসনের ভ্রম জন্মাইয়া না দিতেছে? এই ভ্রূপংক্তির অন্তর্গত অপাঙ্গে পরিমিলিত তির্য্যক্ কটাক্ষবিক্ষেপ শ্রবণপথ-পর্য্যন্তগামী হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন, অনঙ্গ মন্মথারি শম্ভুকে মোহিত করিবার জন্যই আকর্ণ শরসন্ধান করিতেছেন। ৫৮॥

স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং,
চতুশ্চক্রং শঙ্কে তব মুখমিদং মান্মথরথম্।
যমারুহ্য দ্রুহ্যত্যবনিরথমর্কেন্দুচরণং
মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে সং জিতবতে॥ ৫৯॥

স্ফুরদিতি। তব মুখং চতুশ্চক্রং মন্মথরথং ইতি শঙ্কে। চক্রসঙ্গতিমাহ,—কিম্ভূতং মুখম্? স্ফুরদ্গণ্ডাভোগপ্রতিফলিততাড়ঙ্কযুগলং স্ফূর্জ্জমানগণ্ডাভোগয়োঃ প্রতিবিম্বিতং তাড়ঙ্কযুগলং যত্র। এতেন তাড়ঙ্কদ্বয়ং তৎপ্রতিবিম্বদ্বয়ঞ্চ ইতি চতুশ্চক্রম্। যং রথং আরুহ্য মহাবীরো মারঃ প্রমথপতয়ে মহাদেবায় দ্রুহ্যতি হিনস্তি। কিম্ভূতায়? অবনিরথং পৃথ্বীরথং অর্কেন্দুচরণং চন্দ্রসূর্য্যচক্রং আরুহ্য সং জিতবতে সং কামং জিতবতে। আরুহ্যেত্যস্য উভয়ত্র সম্বন্ধঃ। যমাশ্রিত্যেতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র যং পৃথ্বীরথং আশ্রিত্য ইতি অন্বয়ঃ॥ ৫৯॥

দেবি! তোমার ঈষৎ কম্পমান গণ্ডযুগলে কর্ণভূষণ তাড়ঙ্কযুগল প্রতিবিম্বিত হওয়াতে তোমার মুখমণ্ডল মদনের চক্রচতুষ্টয়বিশোভিত সাংগ্রামিক রথস্বরূপ বলিয়া মনে হইতেছে। দিবাকর ও নিশাকর যাঁহার রথচক্রস্বরূপ এবং পৃথিবীমণ্ডল যাঁহার বিজয়রথস্বরূপ, তাদৃশ বিজয়ী প্রমথপতি স্মরহর শিবকে পরাজয় করিবার নিমিত্তই যেন মহাবীর মদন উক্ত চতুশ্চক্র রথে আরোহণ পূর্ব্বক পরাক্রম-প্রকাশে প্রবৃত্ত হইয়াছেন॥ ৫৯॥

সরস্বত্যাঃ সূক্তীরমৃতলহরীকৌশলভিদঃ,
পিবন্ত্যাঃ শর্ব্বাণি শ্রবণ-চুলুকাভ্যামবিরতম্।
চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ কুণ্ডলগণো,
ঝণৎকারৈস্তারৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব তে॥ ৬০॥

সর ইতি। হে শর্ব্বাণি! সরস্বত্যাঃ সূক্তীঃ গদ্যপদ্যাদিরূপাঃ শ্রবণচুলুকাভ্যাং শ্রবণাঞ্জলিভ্যাং অবিরতং পিবন্ত্যাস্তব কুণ্ডলগণঃ কুণ্ডলস্থরত্নসমূহঃ ঝণৎকারৈস্তারৈর্ঝণৎকাররূপৈরুদ্ভবৈঃ শব্দৈঃ প্রতিবচনমাচষ্ট ইব। সূক্তীঃ কিম্ভূতাঃ? অমৃতলহরী-কৌশল-ভিদঃ অমৃতস্য পর্য্যাপ্তমাধুর্য্যগর্ব্বনাশিকাঃ। কোষসদৃশীরিতি কুত্রাপি। তত্র অমৃতভাণ্ডারসদৃশীরিত্যর্থঃ। তব কিম্ভূতায়াঃ? চমৎকারশ্লাঘাচলিতশিরসঃ চমৎকারেণ যা শ্লাঘা প্রশংসা তয়া চলিতং শিরো যস্যাঃ। অন্যোহপি সাধুবাচিকাং শ্রুত্বা শিরঃকম্পনেনানুমোদতে। তব শিরঃকম্পনাৎ কুণ্ডলস্থরত্নানামন্যোঽন্যসংঘট্টনাৎ ঝণৎকারাদিসাধ্বনুকরণশব্দেন বিচিত্রং প্রত্যুত্তরমপি ভবতীতি ভাবঃ॥ ৬০॥

হে শর্ব্বাণি! যে গদ্যপদ্যময়ী রচনা অমৃতলহরীর স্বতঃসিদ্ধমাধুর্য্যগর্ব্বকে খর্ব্ব করিয়াছে, তাদৃশ সরস্বতীকথিত নব নব প্রবন্ধসমূহ যখন তুমি শ্রবণরূপ অঞ্জলি দ্বারা নিরন্তর পান করিতে প্রবৃত্তা হও, তৎকালে চমৎকারিতা

প্রযুক্ত প্রশংসাবাদ সহকারে তোমার মস্তক পরিচালিত হইতে থাকে। এই সময় তোমার কর্ণকুণ্ডলস্থিত রত্নাবলী পরস্পর সংঘট্টিত হওয়াতে বোধ হয়, যেন তাহারা ঝণৎকাররূপ তারস্বরে তৎকৃত প্রশংসা-বাক্যের অনুমোদন করিতেছে॥ ৬০॥

অসৌ নাসাবংশস্তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে,
ত্বদীয়ো নেদীয়ঃ ফলতু ফলমস্মাকমুচিতম্।
বহন্নন্তর্মুক্তাঃ শিশিরতরনিশ্বাসঘটিতাঃ,
সমৃদ্ধ্যা যত্তাসাং বহিরপি চ মুক্তামণিধরঃ॥ ৬১॥

অসাবিতি। হে তুহিনগিরিবংশধ্বজপটে! হিমালয়কুলপতাকে! অত্র বংশশব্দঃ শ্লেষঃ। হে হিমগিরিজাতবংশদণ্ডপতাকে! ত্বদীয়ো নাসাবংশঃ নেদীয়ো নিকটতরং অস্মাকং উচিতং ভক্ত্যানুরূপং ফলং ফলতু নিষ্পাদয়তু। সগ্রন্থিসরন্ধ্র-নাস উচ্চতরত্বাৎ নাসিকায়া বংশত্বপ্রতিপাদনম্। ফলধারণযোগ্যতামাহ,—কিম্ভূতঃ? অন্তর্গর্ভে মুক্তাফলানি বহন্। তদুক্তম্,—ইভানাং বংশমৎস্যানাং শীর্ষে মুক্তাফলোদ্ভবঃ। শম্বুকশুক্তিশঙ্খানাং গর্ভে মুক্তা-ফলোদ্ভব ইতি। গর্ভস্থা মুক্তাঃ কথং জ্ঞাতাঃ? ইত্যাহ,—শৈত্যতরনিঃশ্বাসেন বিদিতাঃ। বংশোদ্ভবা মুক্তাঃ শীতলা ভবন্তীতি ভাবঃ। যো নাসাবংশস্তেষাং গর্ভস্থিতানাং মুক্তাফলানাং সমৃদ্ধ্যা বাহুল্যাৎ বহিরপি মুক্তামণিং বিভর্ত্তি অর্থাদন্তর্মুক্তাফলানাং বাহুল্যাৎ নিঃশ্বাসবাতেন কিঞ্চিদপি বহিষ্কৃতমিত্যুৎপ্রেক্ষতে॥ ৬১॥

হে হিমালয়কুলপতাকে! তোমার এই নাসাবংশ আমাদের নিকটে ভক্ত্যনুরূপ শুভ মুক্তাফল প্রসব করুক। শৈত্যতর নিশ্বাস দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, তোমার এই নাসাবংশের অভ্যন্তরে মুক্তাফল বিরাজিত রহিয়াছে; সুতরাং অন্তরে মুক্তাফলের বাহুল্য হইলে নিশ্বাসবায়ু দ্বারা বহির্দ্দেশেও মুক্তাফল উৎপন্ন হওয়া অসম্ভাবিত নহে॥ ৬১॥

প্রকৃত্যা রক্তায়াস্তব সুদতি দন্তচ্ছদরুচে-
র্বরাকী সাদৃশ্যং জনয়তু কথং বিদ্রুমলতা।
ন বিম্বং তদ্বিম্বপ্রতিফলনলাভাদরুণিতং,
তুলামধ্যারোঢ়ুং কথমপি বিলজ্জেত কলয়া॥ ৬২॥

প্রকৃত্যা ইতি। হে সুদতি! তব স্বভাবরক্তায়া দন্তচ্ছদরুচেঃ ওষ্ঠাধর

শোভায়াঃ সাদৃশ্যং বরাকী নিকৃষ্টা বিদ্রুমলতা প্রবাললতা কথং জনয়তু তুল্যতাং যাতু। লতাসাদৃশ্যযোগ্যতয়া অবিহিতত্বাৎ ইতি ভাবঃ। বিম্বং বিম্বফলং 'তেলাকুচা' ইতি খ্যাতম্। ওষ্ঠাধরয়োঃ কলয়া অংশেন তুলামধ্যারোঢ়ং তুল্যতাং গন্তুং কথং ন লজ্জেত? অপি তু লজ্জেতৈব। কিম্ভূতম্? ওষ্ঠাধরবিম্ব-প্রতিবিম্বলাভাদরুণিতম্। অর্থাৎ স্বভাবতঃ শ্যামং বিম্বফলং তবাধরপ্রতিবিম্ব-লাভাদরুণিতং ভবতীতি ভাবঃ। জনয়তু ইত্যত্র কলয়তু ইতি পঞ্চাননঃ। বিল-জ্জেত ইত্যত্র বিরজ্যেত ইতি প্রাঞ্চঃ। তদ্বিম্ব ইত্যত্র দৃগ্বিম্ব ইতি কৈবল্যাশ্রমঃ। তত্র তব দৃশঃ অর্কাত্মকত্বাৎ অর্কতেজসা অরুণিতমিতি স্বভাবারুণস্যাধরস্য নায়ং তুল্য ইতি ভাবঃ॥ ৬২॥

হে সুদতি! নিকৃষ্টতরা বিদ্রুমলতিকা কিরূপে তোমার স্বভাবরক্ত ওষ্ঠাধর-কান্তির সৌসাদৃশ্য লাভ করিতে পারে? যে বিম্বফল (তেলাকুচা) তোমার ওষ্ঠাধরবিম্বের প্রতিবিম্ব লাভ করিয়া অরুণিত হইয়াছে, সেই স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ-বিশিষ্ট বিম্বফল কি তোমার ওষ্ঠাধরের এক অংশমাত্রেরও সাদৃশ্য অধিকার করিতে লজ্জিত হইবে না? ॥ ৬২॥

> স্মিতজ্যোৎস্নাজালং তব বদনচন্দ্রস্য পিবতাং,
> চকোরাণামাসীদতিরসতয়া চঞ্চুজড়িমা।
> অতস্তে শীতাংশোরমৃতলহরীমম্লরুচয়ঃ,
> পিবন্তি স্বচ্ছন্দং নিশি নিশিভৃশং কাঞ্জিকধিয়া॥ ৬৩॥

স্মিত ইতি। তব বদনচন্দ্রস্য স্মিতজ্যোৎস্নাসমূহং পিবতাং চকোরাণাং অতিমাধুর্য্যতয়া জিহ্বাজাড্যমাসীৎ। অতঃ কারণাৎ তে চকোরা অম্লরুচয়ঃ সন্তঃ শীতাংশোরমৃতলহরীং কিরণসমূহং কাঞ্জিকধিয়া স্বচ্ছন্দং প্রতিরাত্রং পিবন্তি। অম্লেন জিহ্বায়া জাড্যনাশো ভবতীতি ভাবঃ। এতেন পূর্ণচন্দ্রাদপি তব বদন-স্যাধিক্যম্॥ ৬৩॥

হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! চকোরগণ তোমার এই বদন-সুধাকরের ঈষৎ হাস্য-রূপ মধুর জ্যোৎস্নাসমূহ পান করাতে তাহাদের জিহ্বা অতিমিষ্টতাজনিত জড়তায় অভিভূত হইয়াছে। এই কারণে চকোরগণ অম্লরসে রুচিযুক্ত হইয়া প্রতিরজনীতে কাঞ্জিক- (কাঁজি) বোধে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে পুনঃ পুনঃ শীতাং-শুর অমৃতলহরী (কিরণসমূহ) পান করিতেছে॥ ৬৩॥

অবিশ্রান্তং পত্যুর্গুণগণকথাম্রেড়নজড়া,
জবাপুষ্পচ্ছায়া তব জননি জিহ্বা বিজয়তে।
যদগ্রাসীনায়াঃ স্ফটিকদৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী,
সরস্বত্যা মূর্ত্তিঃ পরিণমতি মাণিক্যবপুষা ॥ ৬৪ ॥

অবিশ্রান্তং ইতি। হে জননি! তব জিহ্বা বিজয়তে ঔৎকর্ষেণ বর্ত্ততে। কিম্ভূতা? জবাপুষ্পকান্তিঃ পুনঃ কিম্ভূতা? স্বামিনো গুণকথনপৌনঃ-পুন্যেন জড়ীভূতা। আহ্লাদাতিশয়েনেতি ভাবঃ। অস্যা অগ্রস্থিতায়াঃ সরস্বত্যা দৃশদচ্ছচ্ছবিময়ী দশনজ্যোতীরূপা মূর্ত্তিঃ মাণিক্যবপুষা লোহিতমণি-রূপেণ পরিণমতি পরিণতিং প্রাপ্নোতি। কিম্ভূতা? স্ফটিকসদৃশী। যথা স্ফটিকং জবাপুষ্পমাসাদ্য দর্শনীয়তাং প্রাপ্নোতি তথা সরস্বতী জিহ্বাগ্রমাসাদ্য রক্তাবয়বতাং যাতীত্যর্থঃ॥ ৬৪ ॥

হে জননি! পুনঃ পুনঃ পতিগুণ-সমূহ-বর্ণন-নিবন্ধন জড়ীভূতা ও জবা-কুসুমসম লোহিতবর্ণা তোমার রসনা সর্ব্বোৎকর্ষ লাভ করিয়াছে। এই জিহ্বাগ্রে সমাসীনা স্ফটিকমণিসদৃশ নির্ম্মলকান্তি সরস্বতীমূর্ত্তি লোহিত মাণিক্যমণিরূপে পরিণতা হইতেছেন॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—জবাপুষ্পের সান্নিধ্য হেতু স্ফটিকমণি যেরূপ লোহিতরাগে রঞ্জিত হইয়া উঠে, তদ্রূপ রক্তবর্ণ জিহ্বা-সন্নিহিত শুভ্রদশনপংক্তিচ্ছায়ারূপা সরস্বতীমূর্ত্তিও রক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছে॥ ৬৪ ॥

রণে জিত্বা দৈত্যানপগতশিরস্ত্রৈঃ কবচিভিঃ,
নিবৃত্তৈশ্চণ্ডাংশুত্রিপুরহরনির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ।
বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈঃ শশিশকলকর্পূরধবলা,
বিলুপ্যন্তে মাতস্তব বদনতাম্বূলকণিকাঃ॥৬৫॥

রণে ইতি। হে মাতঃ! তব বদনতাম্বূলকণিকাঃ বিরিঞ্চীন্দ্রোপেন্দ্রৈর্ব্বি-লুপ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? শশিখণ্ডবৎ কর্পূরেণ ধবলাঃ। বিশদতরকর্পূরধবলা ইতি পীতাম্বরঃ। বিশাখেন্দ্রোপেন্দ্রৈরিতি চ। পুনঃ কিম্ভূতৈঃ? রণে দৈত্যান্ জিত্বা নিবৃত্তৈঃ জয়যুক্তৈঃ। কবচিভিঃ কবচযুক্তৈঃ কিম্ভূতৈঃ? চণ্ডাংশুত্রিপুর-নির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। ব্রহ্মরূপয়োরপি শ্রীসূর্য্যসদাশিবয়োর্নির্ম্মাল্যবিমুখৈঃ। অপগত-শিরস্ত্রৈঃ তবাভিবাদনহেতুনা দূরীকৃতৈঃ শিরোবেষ্টনৈঃ। তব নির্ম্মাল্যশেষেণ

সর্ব্বেষাং পূজনং ভবতীতি সূচিতম্। তদুক্তং যামলে,—"নৈবেদ্যং ত্রিপুরা-দেব্যা বাঞ্ছন্তি বিবুধাঃ সদা। তস্মাদ্দেয়ং কুরুশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মণে বিষ্ণবেঽপি চ॥" ইত্যাদি। ৬৫॥

হে মাতঃ! দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র ও বিষ্ণু সংগ্রামে দৈত্যদিগকে পরাজিত করিয়া বর্ম্মাবৃত-শরীরেই তোমার চরণকমলে প্রণাম করিবার নিমিত্ত শিরস্ত্রাণ অপনয়নপূর্ব্বক ব্রহ্মরূপ দিবাকর ও সদাশিবের নির্ম্মাল্য-গ্রহণে বিমুখ হইয়া চন্দ্রখণ্ডসম কর্পূর দ্বারা ধবলিত ত্বদীয় মুখোৎসৃষ্ট তাম্বূল-কণিকা প্রসাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকেন॥৬৫॥

বিপঞ্চ্যা গায়ন্তী বিবিধমবদানং পশুপতে-
স্ত্বয়ারব্ধে বক্তুং চলিতশিরসা সাধুবচনৈঃ।
তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরপলপিততন্ত্রী কলরবাং,
নিজাং বীণাং বাণী নিচুলয়তি চোলেন নিভৃতম্॥৬৬॥

বিপঞ্চ্যেত্যাদি। হে মুগ্ধবদনে! পশুপতেঃ শিবস্য বিবিধমবদানং নানা-বিধং কর্ম্মবিপঞ্চ্যা বীণয়া গায়ন্তী বাণী হর্ষাচ্চলিতশিরসা ত্বয়া বক্তুং আরব্ধে সতি অর্থাৎ পশুপতেঃ কর্ম্ম ত্বয়া কথয়িতুমারব্ধে সতি নিজাং বীণাং নিভৃতং যথা স্যাত্তথা চোলেন বাসসা বাণী নিচুলয়তি আচ্ছাদয়তি। বীণাং কিম্ভূতাম্? তদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈঃ অপলপিতং খণ্ডিতং তন্ত্রীকলরবং যস্যাঃ তাং তথা। বীণারবাৎ বীণাশব্দাদপি মধুরাং তব বাণীং শ্রুত্বা লজ্জয়া বীণাং সংবৃণোতীতি বাক্যার্থঃ। ত্বদীয়ৈর্ম্মাধুর্য্যৈরিতি পঞ্চাননঃ॥ ৬৬॥

জননি! ভগবতী ভারতী যে সময় স্বীয় কচ্ছপী বীণা দ্বারা ভগবান্ পশু-পতির মহিমারাশি গান করিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় তুমি মস্তক সঞ্চালনপূর্ব্বক সাধুবাদ প্রদান করিতে আরম্ভ করিলে স্বীয় বীণারবকে তোমার কলকণ্ঠস্বরের মাধুর্য্যে পরাভূত দেখিয়া ভারতী লজ্জাবশতঃ নিজ কাঁচুলী-বসন দ্বারা ঐ বীণা সমাচ্ছাদিত করিয়া থাকেন॥ ৬৬॥

করাগ্রেণ স্পৃষ্টং তুহিনগিরিণা বৎসলতয়া,
গিরীশেনোদস্তং মুহুরধরপানাকুলিতয়া।
করগ্রাহ্যং শম্ভোর্ম্মুখমুকুরবৃন্তং গিরিসুতে,
কথঙ্কারং ব্রূমস্তব চিবুকমৌপম্যরহিতম্॥৬৭॥

করাগ্রেণেতি। হে হিমগিরিসুতে ! উপমানশূন্যং তব চিবুকং কথঙ্কারং ক্রমঃ কিং কৃত্বা বর্ণয়ামঃ। কিম্ভূতম্? শম্ভোঃ করগ্রাহ্যং মুখদর্পণস্য বৃন্তমিব। অতিনির্ম্মলতয়া তব মুখস্য দর্পণত্বং তদ্দণ্ডমিব। পুনঃ কীদৃশম্? হিমগিরিণা বৎসলতয়া করাগ্রেণ স্পৃষ্টম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? অধরপানসম্ভ্রমেণ শম্ভুনা মুহুর্মুহুঃ বারং উন্নতম্ উত্তোলিতম্। এবম্ভূতে জগদম্বিকায়াঃ শৃঙ্গারবর্ণনে শঙ্করমূর্ত্তেঃ শঙ্করস্য কুতো দোষঃ॥ ৬৭॥

হে গিরিরাজকন্যে ! এই জগতে এমন কোন বস্তুই নাই যে, তাহার সহিত তোমার চিবুকের উপমা প্রদত্ত হইতে পারে। এই চিবুক শম্ভুর করগ্রাহ্য ও তোমার নির্ম্মল মুখরূপ মুকুরের বৃন্তস্বরূপ। গিরিরাজ স্নেহপ্রযুক্ত করাগ্র দ্বারা উহা স্পর্শ করিয়া থাকেন। ভগবান্ শঙ্কর অধরপানে লোলুপ হইয়া পুনঃ পুনঃ হস্ত দ্বারা উহা উত্তোলন করেন। ঈদৃশ উপমাহীন চিবুক আমি কিরূপে বর্ণন করিতে সমর্থ হইব? ৬৭॥

ভুজাশ্লেষান্নিত্যং ত্রিপুরদমযিতুঃ কণ্টকবতী,
তব গ্রীবা ধত্তে মুখকমলনালশ্রিয়মিয়ম্।
স্বতঃশ্বেতা কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা,
মৃণালীনাং নিত্যং বহতি যদহো হারলতিকা॥৬৮॥

ভুজা ইতি। তব গ্রীবা মুখপদ্মদণ্ডশোভাং ধত্তে। শম্ভোরালিঙ্গনেন নিত্যং কণ্টকবতী আনন্দপুলকেন রোমাঞ্চিতা অন্যোঽপি পদ্মদণ্ডঃ কণ্টকযুক্তো ভবতি। অহো আশ্চর্য্যং যদ্যস্মাৎ হারলতিকা মৃণালীনাং সৌন্দর্য্যং বহতি। কিম্ভূতা? স্বতঃশ্বেতা স্বভাবশুক্লা। কালাগুরুবহলজম্বালমলিনা কস্তূর্য্যগুরু-নিবিড়পঙ্কেন মলিনা। অন্যাপি মৃণালী স্বভাবশুক্লা পঙ্কাদিমলিনা ভবতি॥৬৮॥

জননি ! তোমার গ্রীবা তোমার মুখপদ্মের মৃণালবৎ শোভা ধারণ করিয়াছে। মৃণালে কণ্টক আছে বটে, কিন্তু তোমার এই গ্রীবারূপ মৃণাল ত্রিপুরারি মহেশ্বরের ভুজালিঙ্গনে পুলকিত হইয়া নিরন্তর কণ্টকিত (রোমাঞ্চিত) হইতেছে। মৃণালিনী স্বভাবতঃ শুভ্রবর্ণ হইয়াও পঙ্ক প্রভৃতি দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ তোমার এই হারলতারূপ মৃণালিনী স্বভাবতঃ শ্বেত হইয়াও কস্তূরী অগুরু প্রভৃতিরূপ পঙ্কাদি দ্বারা মলিন হইয়া রহিয়াছে; তথাপি এই হারলতা যে নিয়তই মৃণালীর সৌন্দর্য্য ধারণ করিতেছে, ইহাই আশ্চর্য্য॥৬৮॥

গলে রেখাস্তিস্রো গতিগমকগীতৈকনিপুণে,
বিবাদব্যানদ্ধপ্রগুণগুণসংখ্যাপ্রতিভুবঃ।
বিরাজন্তে নানাবিধমধুররাগাকরভুবাং,
ত্রয়াণাং গ্রামাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব তে ॥৬৯॥

গলে ইতি। হে গতিগমকযুক্তগানকুশলে! তব গলে তিস্রো রেখা বিরাজন্তে। কথম্ভূতাঃ? ত্রয়াণাং গ্রামাণাং তারঘোরমন্দ্রাণাং স্থিতিনিয়মসীমান ইব। তাবৎ ত্বমত্র তিষ্ঠ ত্বমত্র তিষ্ঠেতি যন্নিয়মনং তস্য সীমান ইব। কিম্ভূতানাম্? নানাপ্রকারমধুররাগাণাং বসন্তপ্রভৃতীনাং আকরভুবাং জন্মস্থানানাম্। রেখাঃ কিম্ভূতাঃ? বিবাদায় ব্যানদ্ধঃ সন্নদ্ধঃ যঃ প্রগুণগণঃ তস্য সংখ্যাসূচিকাঃ। দেব্যাঃ কণ্ঠগলেভ্য অন্যেষাং পিকাদীনাং কণ্ঠগলং তুচ্ছং ইতি ভাবঃ। বিবাহব্যানদ্ধত্রিগুণগণসংখ্যেতি কৈবল্যার্থঃ। তত্রায়মর্থঃ।—বিবাহকালে মাত্রা বদ্ধং যত্রিগুণীকৃতং সৌভাগ্যসূত্রং তস্য সূচিকাঃ। ত্বৎপরা স্বামিনঃ সুভাগা নাস্তীত্যঙ্কত্রয়ং যতঃ স্বামিনঃ অর্দ্ধাঙ্গরূপাসি ॥৬৯॥

দেবি! তুমি গতি ও গমকযুক্ত সঙ্গীত-বিষয়ে অতীব নিপুণা। তোমার গলদেশে যে তিনটি রেখা বিদ্যমান আছে, তাহা দেখিলে অনুমিত হয় যে, মধুররবকারী কোকিল প্রভৃতির কণ্ঠস্বর যেন তোমার কণ্ঠস্বরের সহিত বিবাদে সন্নদ্ধ হইয়া পরাজিত হইয়াছে এবং সেই সমস্ত কণ্ঠস্বর অপেক্ষা তোমার কণ্ঠস্বর যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে, ঐ রেখাত্রয় যেন তাহারই সংখ্যাসূচক। এই তিনটি রেখা দেখিলে বোধ হয়, বসন্ত প্রভৃতি বহুবিধ মধুর-রাগের আকর যে তার, ঘোর ও মন্দ্রনামক তিন গ্রাম, তাহার অবস্থানের সীমাই যেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ॥ ৬৯ ॥

মৃণালীমৃদ্বীনাং তব ভুজলতানাং চতসৃণাং,
চতুর্ভিঃ সৌন্দর্য্যং সরসিজভবঃ স্তৌতি বদনৈঃ।
নখেভ্যঃ সন্ত্রস্যন্ প্রথমদলনাদন্ধকরিপো-
শ্চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমমভয়হস্তার্পণধিয়া ॥ ৭০ ॥

মৃণালী ইতি। তব মৃণালীমৃদ্বীনাং চতসৃণাং ভুজানাং সৌন্দর্য্যং ব্রহ্মা চতুর্ভির্মুখৈঃ স্তৌতি হস্তসৌন্দর্য্যাতিশয়ত্বং বিবৃণোতি। সর্ব্বাঙ্গেষু সৎসু কথং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যাহ নখেভ্য ইত্যাদি। অন্ধকরিপোর্নখেভ্যঃ প্রথম-

দলনাৎ পূর্ব্বশিরশ্ছেদাৎ সন্ত্রস্তন্ সন্ চতুর্ণাং শীর্ষাণাং সমং একককালেন অভয়-হস্তদানবুদ্ধ্যা স্তৌতীত্যন্বয়ঃ। পূর্ব্বং ব্রহ্মাণং পঞ্চবক্ত্রং দৃষ্ট্বা অহমিবান্যোঽস্তীতি ক্রোধাৎ শিবঃ একং শিরশ্চিচ্ছেদ। অতস্ত্রাসাদবশিষ্টানি শিবনখেভ্যস্ত্রাতুং হস্তসৌন্দর্য্যং স্তৌতীত্যর্থঃ ॥ ৭০ ॥

মাতঃ! পূর্ব্বকালে পঞ্চানন মহাদেব নখ দ্বারা ব্রহ্মার একটি মস্তক ছেদন করিয়াছিলেন। এক্ষণে পাছে তিনি অবশিষ্ট মস্তকচতুষ্টয় পুনর্ব্বার ছেদন করেন, এই ভয়ে ভীত হইয়া পদ্মযোনি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা তাঁহার চারি মস্তকে এক সময়ে তোমার চারি হস্ত দ্বারা অভয় পাইবার প্রার্থনায় চতুরানন দ্বারা মৃণালীর ন্যায় মৃদুল তোমার ভুজলতাচতুষ্টয়ের সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়া থাকেন ॥৭০॥

নখানামুদ্যোতৈর্নবনলিনরাগং বিহসতাং,
করালান্তে কান্তিং কথয় কথয়ামঃ কথমমী।
কদাচিদ্বা সাম্যং ভজতু কলয়া হন্ত কমলং,
যদি ক্রীড়ল্লক্ষ্মীচরণতললাক্ষারুণদলম্ ॥ ৭১ ॥

নখানামিতি। অমী বয়ং তব করাণাং কান্তিং কথং কথয়ামঃ ঔপম্যরহিতত্বাৎ কথং বর্ণয়ামঃ তৎ কথয়। কিম্ভূতানাম্? নখদীধিতিভিঃ সদ্যঃস্ফুটপদ্মরাগং বিহসতাম্। হন্ত হর্ষে অহহ যদি কমলং ক্রীড়ন্ত্যা লক্ষ্ম্যাশ্চরণতললাক্ষয়া অরুণদলং ভবতি, তদা কদাচিদ্বা কলয়া লোহিতাংশেন সাম্যং ভজতি ন তু সর্ব্বতোভাবেনেতি ভাবঃ ॥৭১॥

মাতঃ! তোমার যে হস্ত নখময়ূখ দ্বারা সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্মরাগকে উপহাস করিতেছে, সেই হস্তের শোভা আমরা কিরূপে বর্ণন করিতে সক্ষম হইব? কারণ, এই জগতে কোন স্থানেই তাহার উপমা প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে না। পরন্তু যদি কোন সময় পদ্মোপরি ক্রীড়াপরায়ণা কমলার চরণতলের লাক্ষারস-সংস্পর্শে ঐ কমলদল অরুণিত হয়, তাহা হইলে হয় ত কথঞ্চিৎ ঐ ভুজকান্তির কিয়দংশের সাদৃশ্য লাভ করা যাইতে পারে ॥ ৭১ ॥

সমং দেবি স্কন্দদ্বিপবদনপীতং স্তনযুগং,
তবেদং নঃ খেদং হরতু সততং প্রস্রুতমুখম্।
যদালোক্যাশঙ্কাকুলিতহৃদয়ো হাসজনকঃ,
স্বকুম্ভৌ হেরম্বঃ পরিমৃষতি হস্তেন ঝটিতি ॥ ৭২ ॥

সমং ইতি। হে দেবি! ইদং তব স্তনযুগং নোঽস্মাকং খেদং দৈন্যং হরতু। কিম্ভূতম্? সমং অন্যোন্যসদৃশম্। পুনঃ কিম্ভূতম্? স্কন্দদ্বিপবদনাভ্যাং পীতং নান্যৈরিতি ভাবঃ, অবিরতং স্নুতমুখং স্তন্যমাতৃত্বাৎ সর্ব্বেষাং স্তরণাদেতি ভাবঃ। হেরম্বো গণেশঃ যৎ স্তনযুগলমালোক্য মমেদং কুম্ভযুগং কুত্রাগতমিত্যা-শঙ্কাকুলিতহৃদয়ঃ সন্ ঝটিতি শীঘ্রং হস্তেন স্বকুম্ভৌ পরিমৃষতি অন্বেষণং করোতি। কিম্ভূতঃ? মুখবৈরূপ্যাৎ স্বভাবতো হাসজনকঃ। এতেন কর্ম্মণা বিশেষতঃ হাসজনকঃ। এতেন শ্রীমত্যাঃ স্তনয়োর্গজকুম্ভবৎ কঠিনতা সৌষ্ঠবতা চ স্পষ্টীকৃতা ॥ ৭২॥

জননি! তোমার স্তনযুগল হইতে সর্ব্বদাই স্তন্য ক্ষরিত হইতেছে এবং পূর্ব্বে ষড়ানন ও গজানন ইহা পান করিয়াছেন; সুতরাং পরস্পর সমান তোমার ঈদৃশ স্তনযুগল হইতে আমাদের খেদ (সংসার-পিপাসা) বিদূরিত হউক। ভগবান্ গজানন তোমার এই স্তনযুগল সন্দর্শন করত তাঁহার নিজ কুম্ভযুগল ঐ স্থানে গিয়াছে, এইরূপ শঙ্কা করিয়া সহসা স্বীয় মস্তকে হস্তামর্ষণ-পূর্ব্বক কুম্ভদ্বয় অন্বেষণ করিতে থাকেন। শঙ্কানিবন্ধন তাঁহার মুখবিকৃতি দর্শন করিয়া সমীপবর্ত্তী কোন ব্যক্তিই হাস্য সংবরণ করিতে সমর্থ হয় না ॥৭২॥

অমূ তে বক্ষোজাবমৃতরসমাণিক্যকলসৌ,
ন সন্দেহস্পন্দো নগপতিপতাকে মনসি নঃ।
পিবন্তৌ তৌ যস্মাদবিদিতবধূসঙ্গমরসৌ,
কুমারাবদ্যাপি দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ ॥ ৭৩ ॥

অমূ তে ইতি। হে নগপতিপতাকে! গিরিরাজভূষণরূপে! তে তব অমূ বক্ষোজৌ অমৃতরসপূর্ণমাণিক্যঘটৌ অত্রার্থে নোঽস্মাকং মনসি ন সন্দেহস্পন্দো ন সন্দেহং কুরুতঃ। তদেব হেতুনা দৃঢ়য়তি—যস্মাত্তৌ পিবন্তৌ দ্বিরদবদনক্রৌঞ্চদলনৌ গণেশকার্ত্তিকেয়ৌ অদ্যাপি অজ্ঞাতবধূসঙ্গমরসৌ কুমারৌ বালকৌ। ন সন্দেহস্পন্দ ইতি প্রাঞ্চঃ। নোঽস্মাকং মনসি সন্দেহলেশমপি ন ইতি ॥ ৭৩ ॥

হে নগপতিপতাকে! অমাদিগের মনে হইতেছে যে, তোমার এই স্তনযুগল অমৃতরসপূর্ণ মাণিক্যময় কলসদ্বয় সদৃশ, ইহাতে আমাদের মনে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কারণ, গণেশ ও কার্ত্তিকেয় দুই ভ্রাতা দারপরিগ্রহে বিমুখ হইয়া অদ্যাপি এই স্তন্য পান করিতেছেন ॥ ৭৩ ॥

বহত্যম্ব স্তম্বেরমদনুজকুম্ভপ্রভৃতিভিঃ,
সমারব্ধাং মুক্তামণিভিরমলাং হারলতিকাম্।
কুচাভোগো বিম্বাধররুচিভিরন্তঃশবলিতাং,
প্রতাপব্যামিশ্রাং পুরবিজয়িনঃ কীর্ত্তিমিব তে ॥৭৪॥

বহন্তি ইতি। হে অম্ব! তব কুচাভোগঃ স্তনতটং গজাকারদৈত্যকুম্ভ-প্রসূতৈর্ম্মুক্তামণিভিঃ সমারব্ধাং গ্রথিতাং হারলতিকাং বিম্বাধরকান্তিভিরন্তঃ-শবলিতাং অন্তর্লোহিতাম্। তত্রোৎপ্রেক্ষ্যতে। পুরবিজয়িনঃ প্রতাপব্যামিশ্রাং কীর্ত্তিমিব। শম্ভোঃ পুরবিজয়জন্যৌ কীর্ত্তিপ্রতাপৌ অতিহৃদ্যতয়া হৃদয়ে বিভর্ত্তীতি ধ্বনিতম্। স্তম্বেরমবদনকুম্ভপ্রসৃভিরিতি বহুষু পাঠঃ। তচ্চিন্ত্যম্॥ ৭৪॥

মাতঃ! তোমার স্তনতট সুনির্ম্মল হারলতিকা ধারণ করিতেছে। এই হারলতিকা মহামাতঙ্গরূপী দৈত্যের কুম্ভে সমুৎপন্ন মুক্তামণিসমূহ দ্বারা বিনির্ম্মিত। ঐ মুক্তামণি সমুদায় স্বভাবতঃ নির্ম্মল ও শ্বেতাভ হইয়াও বিম্বসদৃশ অধরকান্তি দ্বারা অরুণবর্ণ হইয়াছে। ইহা দ্বারা অনুমিত হইতেছে যে, তুমি ত্রিপুরবিজয়ী শম্ভুর কীর্ত্তিমিশ্রিত প্রতাপ হৃদয়ে ধারণ করিতেছ॥ ৭৪॥

কুচৌ সদ্যঃস্বিদ্যত্তটঘটিতকুর্পাসভিদুরৌ,
কষন্তৌ দোর্মূলং কনককলসাভৌ কলয়তা।
তব ত্রাতুং ভঙ্গাদলমিতি বিলগ্নং তনুভুবা,
ত্রিধাবদ্ধং দেবি ত্রিবলিলবলীবল্লিভিরিব ॥৭৫॥

কুচাবিতি। হে দেবি! তব বিলগ্নং উদরং অতিকৃশং মধ্যং ভঙ্গাৎ ত্রাতুং তনুভবা কামেন ত্রিবলীরূপাভির্বলীবল্লিভিস্তাম্রাকৃতিলতাবিশেষৈস্ত্রিধাবদ্ধম্। কুতো ভঙ্গাশঙ্কেত্যাহ,তনুভুবা কিম্ভূতেন? দোর্ম্মূলং কষন্তৌ পীড়য়ন্তৌ স্বর্ণকুম্ভাকারৌ কুচৌ কলয়তা চিন্তয়তা। পুনঃ কিম্ভূতৌ? সদ্যস্তৎক্ষণাৎ শিবানুরাগজনিতস্বেদং মুঞ্চৎ প্রান্তঘটিতং প্রান্তমিলিতং কুর্পাসং কঞ্চুলিকাং ভেত্তুং শীলমনয়োস্তৌ তথা। এতেন স্তনয়োরৌৎকর্ষ্যবর্ণনম্। অয়ং শ্লোকঃ কুত্রচিৎ তব তুল্যমিত্যাদেরনন্তরং দৃশ্যতে। তব কুচৌ কর্ত্তারৌ উদরং কলয়তামনুগৃহ্নতামিতি প্রাঞ্চঃ॥ ৭৫॥

হে দেবি! রতিপতি কন্দর্প যখন দেখিলেন যে, স্বর্ণকুম্ভ সদৃশ তোমার

উত্তুঙ্গ পীন কুচযুগল ত্বদীয় বাহুমূলকে প্রপীড়িত করত শিবানুরাগজনিত স্বেদ পরিত্যাগপূর্ব্বক (স্তনদেশস্থিত) কঞ্চুলিকাকে (কাঁচুলীকে) ভেদ করিতে উদ্যত হইয়াছে, তখন তাহার দুর্ব্বহ ভারে পাছে তোমার ক্ষীণতর মধ্যদেশ ভগ্ন হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় ভীত হইয়াই যেন তিনি কটিদেশরক্ষার নিমিত্ত ত্রিবলীরূপ লবলীবল্লী (তাম্রাকৃতি লতাবিশেষ) দ্বারা তাহা ত্রিবলয়াকারে দৃঢ়তর বন্ধন করিয়া রাখিয়াছেন ॥ ৭৫ ॥

তব স্তন্যং মন্যে ধরণিধরকন্যে হৃদয়তঃ,
পয়ঃপারাবারঃ পরিবহতি সারস্বত ইব।
দয়াবত্যা দত্তং দ্রবিড়শিশুরাস্বাদ্য তব যৎ,
কবীনাং প্রৌঢ়ানামজনি কমনীয়ঃ কবয়িতা ॥ ৭৬ ॥

তব স্তন্যমিতি। হে গিরিসুতে! তব স্তন্যং দুগ্ধং সারস্বতঃ পয়ঃপারাবার ইব সরস্বত্যা অমৃতসিন্ধুরিব হৃদয়তঃ পরিহরতি হৃদয়ান্নির্যাতি। কৈলাসে সরস্বত্যাঃ সমুদ্রবদগাধামৃতকুণ্ডমস্তি, তজ্জলপানাৎ মহাকবয়ো ভবন্তি। তস্মাদ্‌যথা সরস্বতীনাম্নী নদী বহতি তথা তব ক্ষীরং বহতীতি ভাবঃ। পরিবহতীতি পাঠে সারস্বতঃ পয়ঃপারাবারঃ সরস্বত্যা অমৃতকুণ্ডং তবৈব হৃদয়াদ্‌দুগ্ধং পরিবহতি অন্যথা কথমীদৃক্‌প্রভাব ইতি ভাবঃ। যত্তব স্তন্যং দয়াবত্যা ভবান্যা দত্তং আস্বাদ্য দ্রবিড়দেশীয়ঃ শিশুঃ কশ্চিৎ প্রৌঢ়ানাং কবীনাং মধ্যে কমনীয়ঃ উত্তমঃ কবয়িতা অজনি কাব্যকর্ত্তা অভূৎ। তত্রায়ং গুরূণামুপদেশঃ ;—পুরা শঙ্করাচার্য্য-পিতা অপুত্রঃ শিবভক্ত আসীৎ। পশ্চাৎ শিবকৃপয়া তস্য শঙ্করনামা পুত্রো জাতঃ। একদা পিতা ভিক্ষার্থং গতঃ। মাতা কুটুম্বভরণার্থং শাকচেষ্টয়া প্রাঙ্গণে ষাণ্মাসিকং বালকং নিধায় গতা। এতস্মিন্‌ সময়ে ক্ষুধয়া রোরূয়মাণং বালকং দৃষ্ট্বা দয়য়া স্বয়ং জগদম্বিকা ক্রোড়ে নিধায় স্তনং পায়য়িত্বা অন্তর্হিতা। তদৈবায়ং মহাকবিরভূৎ। তস্যামন্তর্হিতায়াং ভিক্ষার্থিনং সন্ন্যাসিনং দৃষ্ট্বা বালকঃ শ্লোকেন প্রত্যুত্তরঞ্চকার। তদ্‌যথা,—"একা মাতা শাকাহর্ত্তা তত্র ক্ষপণক দশশাকার্ত্তাঃ। যত্র ক্ষপণক-দশ-শাকাশা তত্র ক্ষপণক শাকাশা কা" ॥ ৭৬ ॥

হে গিরিসুতে! তোমার হৃদয় হইতে সারস্বত-পয়ঃ-প্রবাহের ন্যায় অর্থাৎ কৈলাসশিখর-স্থিত সারস্বত নামক অগাধ অমৃতসিন্ধুর ন্যায় স্তন্য প্রবাহিত হইয়া থাকে, সন্দেহ নাই! কারণ, দ্রাবিড়দেশীয় শিশুকে কৃপা করিয়া

স্তন্য পান করাইয়াছিলে, সেই স্তন্যপান-প্রভাবেই বালক তৎক্ষণাৎ প্রৌঢ় কবি দিগের মধ্যে উত্তম কবিত্বশক্তি-সম্পন্ন হইয়া উঠিল ॥ ৭৬ ॥ *

হরক্রোধজ্বালাবলিভিরবলীঢ়েন বপুষা,
গভীরে তে নাভীসরসি কৃতঝম্পো মনসিজঃ।
সমুত্তস্থৌ তস্মাদচলতনয়ে ধূমলতিকা,
জনস্তাং জানীতে জননি তব রোমাবলিরিতি ॥ ৭৭ ॥

হরক্রোধ ইতি। হে অচলতনয়ে! মনসিজঃ কামঃ শিবকোপাগ্নিসমূহৈর্ব্যাপ্তেন দেহেন গভীরে তব নাভিসরোবরে কৃতঝম্পঃ। তস্মাৎ দগ্ধস্য পানীয়-সংযোগাৎ যা ধূমলতিকা সমুত্তস্থৌ, তাং জনঃ রোমাবলিরিতি কৃত্বা জানীতে হরে ক্রুদ্ধে সত্যপি ত্বমেবাশ্রয়ভূতাসীত্যর্থঃ । ৭৭ ॥

---

* পূর্ব্বে দ্রাবিড়দেশ-নিবাসী শঙ্করাচার্য্যের পিতা অপুত্রক ও শিবভক্ত ছিলেন। পরে ভগবান্ শঙ্করের কৃপায় তাঁহার একটি পুত্র জন্মে। শঙ্করের কৃপায় জন্ম বলিয়া ঐ পুত্রের 'শঙ্কর' এই নামকরণ হইয়াছিল। একদা শঙ্করের ষণ্মাসবয়ঃক্রমসময়ে তাঁহার পিতা ভিক্ষার্থ দূরদেশে গমন করিলেন। শঙ্করের জননীও কুটুম্বগণের ভরণপোষণার্থ ঐ ষাণ্মাসিক বালককে প্রাঙ্গণে স্থাপন করিয়া শাক আহরণ করার নিমিত্ত বহির্গত হইলেন। এই সময় বালক ক্ষুধায় প্রপীড়িত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলেন। তৎকালে জগদম্বা ঐ বালকের প্রতি দয়াপরতন্ত্রা হইয়া স্বয়ং ক্রোড়ে গ্রহণ করত স্তন্যপান করাইয়া অন্তর্হিতা হইলেন; বালকও তৎক্ষণাৎ মহাকবি হইয়া উঠিলেন। এই সময় এক সন্ন্যাসী ভিক্ষার্থ সেই কুটীরে উপস্থিত হইলেন। তৎকালে কেহই গৃহে ছিলেন না; সুতরাং ষাণ্মাসিক বালক সন্ন্যাসীর ভিক্ষাপ্রার্থনা শুনিয়া বক্ষ্যমাণ শ্লোক দ্বারা উত্তর করিলেন। শ্লোক যথা,—"একা মাতা শাকাহর্ত্তা তত্র ক্ষপণক দশ-শাকার্ত্তাঃ। যত্র ক্ষপণক দশশাকাশা তত্র ক্ষপণক শাকাশা কা॥" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, "হে ক্ষপণক! আমার জননী একাকিনী শাক আহরণের জন্য গমন করিয়াছেন। কিন্তু এই সংসারে দশজন শাকের জন্য কাতর হইয়া রহিয়াছেন। এই দশজন গৃহস্থের মধ্যে প্রত্যেকের যখন দশজন ক্ষপণক অর্থাৎ দশ ইন্দ্রিয় শাকের জন্য (ইন্দ্রিয়গণের ভোগ্য নিজ নিজ বিষয়ের জন্য) লালায়িত হইতেছে, তখন এখানে তোমার একগাছি শাকেরও আশা করা উচিত নহে।)

হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! কন্দর্প মহেশ্বরের কোপানলশিখাসমূহ দ্বারা দগ্ধশরীর হইয়া তোমার গভীরতর নাভিসরোবরে ঝম্পপ্রদান করিয়াছিলেন। জননি! সলিলসংযোগ প্রযুক্ত সেই দগ্ধশরীর হইতে যে ধূমরাশি উদ্গত হইয়াছিল, লোকে সেই ধূমাবলীকেই তোমার রোমাবলী বলিয়া অবগত আছে॥ ৭৭॥

যদেতৎ কালিন্দীতনুতরতরঙ্গাকৃতি শিবে,
কৃশে মধ্যে কিঞ্চিজ্জননি তব তদ্ভাতি সুধিয়াম্।
বিমর্দ্দাদন্যোন্যং কুচকলসয়োরন্তরগতং,
তনূভূতং ব্যোম প্রবিশদিব নাভিং কুহরিণীম্॥ ৭৮॥

যদেতদিতি। হে শিবে! তব কৃশে মধ্যে যৎ যমুনাসূক্ষ্মতরতরঙ্গাকৃতি কিঞ্চিদ্বস্তু তৎ কুচকলসয়োঃ পরস্পরপীড়নাৎ মধ্যগতং তনূভূতং সূক্ষ্মং ব্যোমতত্ত্বং গহ্বরযুক্তং নাভিহ্রদং প্রবিশদিব সুধিয়াং মনসি ভাতি। সুধিয় ইতি কৈবল্যাশ্বঃ। তত্র শিবস্য মনসি ভাতীত্যর্থঃ॥ ৭৮॥

শিবে জননি! তোমার ক্ষীণতর মধ্যস্থলে কালিন্দীর (যমুনার) সূক্ষ্মতর তরঙ্গসদৃশ শ্যামলরেখার ন্যায় যে কোন বস্তু লক্ষিত হইতেছে, তৎসম্বন্ধে সূক্ষ্মাসূক্ষ্ম বিচার পূর্ব্বক সুধীগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, পীনতর কুচকলসযুগলের পরস্পর পীড়ন দ্বারা তন্মধ্যগত আকাশ সূক্ষ্মতম হইয়া অতীব গভীর নাভিহ্রদে প্রবিষ্ট হইতেছে॥ ৭৮॥

স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ স্তনমুকুললোমাবলিলতা-
কলাস্থানং কুণ্ডং কুসুমশরতেজোহুতভুজঃ।
রতের্লীলাগারং কিমপি তব নাভীতি গিরিজে,
বিলদ্বারং সিদ্ধের্গিরিশনয়নানাং বিজয়তে॥ ৭৯॥

স্থির ইতি। কিমপি অনির্ব্বচনীয়ং তব নাভি ইত্যনেন উচ্যমানপ্রকারেণ বিজয়তে। কিন্তদিত্যাহ,—স্থিরো গঙ্গাবর্ত্তঃ। গঙ্গাবর্ত্তস্যাস্থিরত্বাৎ নাভেঃ স্থিরত্বেনাপরিতোষাৎ পুনরনুমীয়তে। অথবা স্তনকোরক-লোমাবলিলতায়া আলবালস্য উচ্চতয়া নাভের্গাম্ভীর্য্যাদপরিতোষঃ। অথবা কন্দর্পতেজোবহ্নেঃ কুণ্ডম্। কুণ্ডস্য সমেখলত্বাৎ নাভের্মেখলারহিতত্বাদপরিতোষঃ। অথবা রতেঃ

ক্রীড়াগৃহম্। তত্রাপি পারিপাট্যানাভাদপরিতোষঃ। অতএব গিরিশনয়নানাং সিদ্ধের্বিলদ্বারম্। যথা সিদ্ধা অপি বিলদ্বারে তপঃ কৃত্বা সিদ্ধিং প্রাপ্নুবন্তি॥৭৯॥

হে গিরিজে! তোমার নাভি অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিতেছে। এই নাভি অবলোকন করিলে বোধ হয় যেন,ইহা স্থিরতর গঙ্গাবর্ত্ত। গঙ্গাবর্ত্তে স্থিরত না থাকা বশতঃ কবি সন্তুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে, বোধ হয় যেন,ইহা স্তনযুগলরূপ মুকুলদ্বয়ে সুশোভিত লোমাবলীরূপ লতার আলবাল-স্বরূপ। আলবাল উচ্চ, নাভি গভীর এবং আলবালে গভীরতা নাই, সুতরাং কবি ইহাতেও পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে, বোধ হয় যেন, ইহা রতিপতির তেজোরূপ হুতাশনের কুণ্ড। কুণ্ডে মেখলা আছে, নাভিতে মেখলা নাই; সুতরাং ইহাতেও সন্তুষ্ট না হইতে পারায় পুনর্ব্বার উৎপ্রেক্ষিত হইতেছে যে, বোধ হয় যেন, ইহা রতির ক্রীড়াগৃহ। রতির লীলাগার পাতালপুরী নহে; সুতরাং ইহাতেও কবি পরিতুষ্ট হইতে না পারিয়া পুনর্ব্বার বলিতেছেন যে, বোধ হয় যেন, ইহা ভগবান্ শঙ্করের নয়নত্রয়ের তপঃসিদ্ধি করিবার গুহাদ্বার॥ ৭৯॥

নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লমজুষো,
নমন্মূর্ত্তের্নাভৌ বলিষু শনকৈস্ত্রুট্যত ইব।
চিরং তে মধ্যস্য ত্রুটিত-তটিনী-তীর-তরুণা,
সমাবস্থাস্থেম্নো ভবতু কুশলং শৈলতনয়ে॥৮০॥

নিসর্গ ইতি। হে শৈলতনয়ে! তব মধ্যস্য চিরং কুশলং ভবতু ভঞ্জনং ন ভবত্বিত্যর্থঃ। কিম্ভূতস্য? নিসর্গক্ষীণস্য স্তনতটভরেণ ক্লান্তিভাজঃ। বলিষু ত্রুট্যত ইব, অতএব ভগ্ন তটিনী-তীর-তরুণা সমাবস্থয়া স্থেম্না স্থিতির্যস্য সমাবস্থাস্থেম্নঃ। অতএব কৌশল্যমাশংসতে॥ ৮০॥

হে শৈলতনয়ে! তোমার মধ্যদেশ স্বভাবতই ক্ষীণতর; তাহাতে আবার স্তনতটভরে একান্ত পীড়িত হইয়া নাভি-হ্রদে মগ্ন হইবার উপক্রম হইয়াছে। ত্রিবলি দেখিলে অনুমিত হয় যে, মধ্যদেশের সেই স্থান যেন ক্রমশঃ ত্রুটিত ও বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইতেছে। অধুনা তোমার এই মধ্যদেশ ভগ্নপ্রায় ও পতনোন্মুখ তটিনী-তীরবর্ত্তী বৃক্ষের সহিত সমান অবস্থায় পতিত হইয়াছে। এক্ষণে আমরা প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমার এই মধ্যদেশ যেন চিরকাল কুশলে থাকে অর্থাৎ ভগ্ন হইয়া নাভিরূপ স্রোতস্বতীমধ্যে নিপতিত না হয়॥ ৮০॥

গুরুত্বং বিস্তারং ক্ষিতিধরপতিঃ পার্ব্বতি নিজা-
ন্নিতম্বাদাচ্ছিদ্য ত্বয়ি যজনরূপেণ নিদধে।
অতস্তে বিস্তীর্ণো গুরুরয়মশেষাং বসুমতীং,
নিতম্বপ্রাভ্‌ভাবং স্থগয়তি লঘুত্বং নয়তি চ ॥ ৮১॥

গুরুত্বমিতি। হে পার্ব্বতি! পর্ব্বতকন্যে! পর্ব্বতরাজঃ নিজান্নিতম্বাৎ গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ আচ্ছিদ্য আকৃষ্য যজনরূপেণ অর্থাৎ বিবাহকালে যৌতুকত্বেন ত্বয়ি নিদধে নিহিতবান্। ভরণরূপেতি পাঠে যথা হিমবান্ বাহনং সিংহং দদৌ, তথা গুরুত্বং বিস্তারঞ্চ নিহিতবানিত্যর্থঃ। অতঃ কারণাত্তে তব গুরুর্ব্বিস্তীর্ণশ্চ নিতম্বপ্রাগ্‌ভাবঃ পাদবিক্ষেপেণ নিতম্বব্যাপারঃ অশেষাং বসুমতীং স্থগয়তি ভারাক্রান্তাং করোতি লঘুত্বঞ্চ নয়তি আত্মশোভয়া বসুমতী-শোভাং তিরস্করোতীত্যর্থঃ ॥ ৮১ ॥

হে পার্ব্বতি! তোমার বিবাহকালে পর্ব্বতরাজ নিজ নিতম্ব হইতে গুরুত্ব ও বিস্তার আকর্ষণপূর্ব্বক যৌতুকরূপে তোমার নিতম্বে নিহিত করিয়া-ছিলেন। এই নিমিত্ত তোমার পাদবিক্ষেপকালে গুরু ও বিস্তীর্ণ নিতম্ব এই ধরিত্রীকে ভারাক্রান্তা করে এবং আত্মশোভা দ্বারা বসুমতীর শোভাকেও পরাভূতা করিয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

করীন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ কনককদলীকাণ্ডপটলী-
মুভাভ্যামূরুভ্যামুভয়মপি নির্জ্জিত্য ভবতী।
সুবৃত্তাভ্যাং পত্যৌ প্রণতিকঠিনাভ্যাং গিরিসুতে,
বিজিগ্যে জানুভ্যাং বিবুধকরিকুম্ভদ্বয়মপি ॥ ৮২ ॥

করীন্দ্রাণামিতি। হে গিরিসুতে! ভবতী উভাভ্যাং উরুভ্যাং করী-ন্দ্রাণাং শুণ্ডাঃ কনককদলীকাণ্ডসমূহঞ্চ উভয়ং উভাভ্যাং উরুভ্যাং নির্জ্জিত্য জানুভ্যাং ঐরাবতকুম্ভদ্বয়মপি বিজিগ্যে। কিম্ভূতাভ্যাং জানুভ্যাম্? সুবর্ত্তু-লাভ্যাম্। পুনঃ কীদৃগ্‌ভ্যাম্? পত্যুর্ম্মহাদেবস্য প্রণতিকঠিনাভ্যাম্। উপযমনকালে শ্রীমতা শ্রীমত্যা জানুনী গৃহেতে ইতি শৃঙ্গারবর্ণনং শঙ্কররূপস্য শঙ্করাচার্য্যস্য ন দোষায়েতি ॥ ৮২ ॥

হে গিরিসুতে! তুমি উভয় উরু দ্বারা করীন্দ্রদিগের শুণ্ডসমুদায় এবং কনক-কদলীবৃক্ষ সমুদায় জয় করত পতির প্রতি প্রণতিনিবন্ধন কঠিন ও সুবৃত্ত জানু-দ্বয় দ্বারা ঐরাবত-কুম্ভদ্বয়কেও পরাভূত করিয়াছ ॥ ৮২ ॥

পরাজেতুং রুদ্রং দ্বিগুণশরগর্ভৌ গিরিসুতে,
নিষঙ্গৌ তে জঙ্ঘে বিষমবিশিখো বাঢ়মকৃত।
যদগ্রে দৃশ্যন্তে দশশরফলাঃ পাদযুগলী-
নখাগ্রচ্ছদ্মান সুরমুকুটশাণৈকনিশিতাঃ ॥ ৮৩ ॥

পরাজেতুমিত্যাদি। হে গিরিসুতে! তব জঙ্ঘে বিষমবিশিখঃ কামঃ রুদ্রং পরাজেতুং দ্বিগুণশরগর্ভৌ নিষঙ্গৌ তূণৌ বাঢ়ং দৃঢ়ং যথা স্যাৎ তথা অকৃত কৃতবান্। কথং জ্ঞায়তে ইত্যাহ—যয়োরগ্রে পাদযুগলীনখাগ্রচ্ছদ্মানঃ নখব্যাজেন দশশরফলা দশবাণফলাগ্রা দৃশ্যন্তে। কিম্ভূতাঃ? সুরমুকুটশাণৈক-নিশিতাঃ। ইন্দ্রদীনাং মুকুটশাণেনাতিতীক্ষ্ণাঃ। এতেন তব জঙ্ঘাদর্শন-মাত্রেণ শিবঃ কামেন পরাজিতো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৮৩ ॥

হে পর্ব্বতরাজপুত্রি! কন্দর্প মৃত্যুঞ্জয় রুদ্রকে পরাজয় করিবার অভিপ্রায়ে তোমার জঙ্ঘাদ্বয়কে দ্বিগুণ-শরপূর্ণ অর্থাৎ দশ-শরপূর্ণ সুদৃঢ় তূণীরস্বরূপে গ্রহণ করিয়াছেন। এরূপ অনুমানের কারণ এই যে, তোমার চরণযুগলের অগ্র-ভাগে নখাগ্ররূপ দশটি বাণের ফলা দৃষ্ট হইতেছে। এই ফলা দেবগণের মুকুটে সুশাণিত ও নিশিত ॥ ৮৩ ॥

শ্রুতীনাং মূর্দ্ধানো দধতি তব যৌ শেখরতয়া,
মমাপ্যেতৌ মাতঃ শিরসি দয়য়া ধেহি চরণৌ।
যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পশুপতিজটাজূটতটিনী,
যয়োর্লাক্ষালক্ষ্মীররুণহরচূড়ামণিরুচিঃ ॥ ৮৪ ॥

শ্রুতীনামিতি। হে মাতঃ! যৌ তব চরণৌ বেদানাং শিরাংসি শেখরতয়া শিরোভূষণত্বেন দধতি বিভ্রতি, এতৌ চরণৌ দয়য়া মমাপি শিরসি ধেহি অর্পয়। চরণয়োর্মহিমানমাহ।—যয়োঃ পাদ্যং পাথঃ পাদনির্ণেজনং জলং পশুপতেঃ শিবস্য জটাসমূহস্থা নদী। গঙ্গাব্যাজেন তব পাদপ্রক্ষালনজলং পশুপতির্ধত্তে ইত্যর্থঃ। যয়োর্লাক্ষালক্ষ্মীরলক্তকসম্পৎ অরুণবর্ণা শিবচূড়া-মণেঃ কান্তিঃ। মানিন্যাঃ শ্রীমত্যাশ্চরণপতিতস্য শম্ভোশ্চূড়ামণেঃ শুদ্ধ-স্ফটিকাভস্য চন্দ্রস্য লাক্ষাসংযোগাৎ অরুণকান্তিরিতি ভাবঃ। অরুণহরিচূড়া-মণিরিতি পঞ্চাননঃ। তত্র বিনয়পতিতস্য হরেশ্চূড়ায়াঃ পদ্মরাগমণেরলক্তক-সংযোগাৎ অরুণা কান্তিরিতি ভাবঃ ॥ ৮৪ ॥

হে মাতঃ! শ্রুতিসমূহ তোমার যে চরণযুগল শিরোভূষণরূপে মস্তকে ধারণ করিয়া থাকেন, কৃপা করিয়া ত্বদীয় সেই চরণদ্বয় আমার মস্তকে অর্পণ কর। ঐ চরণযুগলের পাদোদক ভগবান্ পশুপতির জটাজূট-বিহারিণী সুরতরঙ্গিণীরূপে পরিণত হইতেছে অর্থাৎ পশুপতি তোমার পাদপ্রক্ষালিত জল গঙ্গাব্যাজে শিরে ধরণ করিতেছেন এবং তোমার চরণযুগলের অলক্তক-প্রভায় ভগবান্ চন্দ্রশেখরের চূড়ামণিস্বরূপ চন্দ্রকলা অরুণবর্ণ হইয়া উঠে ॥৮৪।

হিমানীহন্তব্যং হিমগিরিতটাক্রান্তরুচিরৌ,
নিশায়াং নিদ্রাণং নিশি চ পরভাগে চ বিশদৌ।
পরং লক্ষ্মীপাত্রং শ্রিয়মপি সৃজন্তৌ সময়িনাং,
সরোজং ত্বৎপাদৌ জননি জয়তশ্চিত্রমিহ কিম্ ॥ ৮৫ ॥

হিমানীতি। হে জননি! তব পাদৌ কর্ত্তৃ সরোজং জয়তঃ ইহ কিং চিত্রম্। চরণসরোজয়োঃ স্বভাবকথনেন তদেব দৃঢ়য়তি। হিমানী ইদং সরোজং হন্তি। তব পাদৌ পুনঃ হিমগিরিতটাক্রান্তেন পর্য্যটনেন মনোহরৌ কমলং নিশায়াং নিদ্রাণম্। তব পাদৌ নিশি চ পরভাগে চ রাত্রৌ দিবসে চ বিশদৌ স্বচ্ছন্দরাগৌ। কমলং পরং কেবলং লক্ষ্ম্যাঃ স্থানম্। তব পাদৌ প্রণয়িনাং সম্বন্ধে লক্ষ্মীং সৃজন্তৌ। হিমানীহন্তব্যং ইতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র হিমান্যা নাশ্যমিত্যর্থঃ ॥৮৫॥

জননি! তোমার চরণসরোজদ্বয় যে কমলকে পরাজয় করিবে, তদ্বিষয়ে আর বিচিত্র কি? কারণ, কমল হিমানী দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া থাকে; কিন্তু তোমার চরণকমলদ্বয় হিমগিরি-শিখরে হিমানীর উপরি পর্য্যটন নিবন্ধন অতীব সুকুমার। কমল নিশাকালে মুদিত থাকে, কিন্তু তোমার চরণকমল দিবারাত্রি সকল সময়েই স্বচ্ছন্দরাগযুক্ত। কমল একমাত্র লক্ষ্মীর আবাসস্থান, কিন্তু তোমার চরণকমল হইতে ভক্তগণ সকলেই শ্রীলাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং সর্ব্বাংশেই হীন কমল যে ত্বদীয় চরণকমলের নিকট পরাজয় স্বীকার করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৮৫ ॥

নমোবাচং ব্রূমো নয়নরমণীয়ায় পদয়ো-
স্তবাস্মৈ দ্বন্দ্বায় স্ফুটরুচিরসালক্তকবতে।
অসূয়ত্যত্যন্তং যদভিহননায় স্পৃহয়তে,
পশূনামীশানঃ প্রমদবনকঙ্কেলিতরবে ॥ ৮৬ ॥

নমোবাচমিত্যাদি। অস্মৈ তব চরণয়োর্দ্বন্দ্বায় নমোবাচং ক্রমঃ নমস্করোমি। কথম্ভূতায়? নয়নরমণীয়ায়। ব্যক্তকান্তিদ্রবীভূতালক্তকযুক্তায়। যস্য চরণদ্বন্দ্বস্য অভিহননায় স্পৃহয়তে প্রহারং বাঞ্ছতে প্রমদবনস্য কঙ্কেলিতরবে অশোকবৃক্ষায় পশূনামীশানঃ শিবঃ অত্যন্তং অসূয়তি দ্বেষ্টি। অস্মিন্ কঠিনত্বচি অশোকবৃক্ষে অতিকোমলপাদয়োর্ব্বিক্ষেপাৎ কদাচিদ্ব্যথা জায়ত ইতি ভাবঃ। অশোকবৃক্ষোপরি পদাঘাতে কৃতে সতি কামিনীনাং কামো বর্দ্ধতে। তথা চ কামশাস্ত্রে,—"পদাঘাতাদশোকো বদনমদিরয়া কেশরঃ কর্ণিকারঃ" ইত্যাদি। অতএব কালিদাসঃ,—"রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেশরস্তত্র কান্তঃ, প্রত্যাসন্নে কুরুবকবৃতের্ম্মাধবীমণ্ডপস্য। একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী, কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদনমদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ॥" নমো বা কিং ক্রম ইতি কুত্রাপি পাঠঃ॥ ৮৬॥

হে মাতঃ। প্রমোদবনস্থিত অশোকবৃক্ষ তোমার যে চরণযুগলের প্রহারলাভে ইচ্ছুক হওয়াতে ভগবান্ পশুপতি কঠিন বৃক্ষে পদদ্বয় বিক্ষেপ করিলে পাছে ঐ কোমল-পদতলে ব্যথা হয়, এই আশঙ্কায় অত্যন্ত অসূয়া-পরবশ হয়েন, যাহা দ্রবীভূত অলক্তকরসে কমনীয় কান্তি ধারণ করিয়াছে, আমরা নতশিরা হইয়া সেই নয়নরমণীয় চরণযুগলে প্রণিপাত করিতেছি॥ ৮৬॥

মৃষা কৃত্বা গোত্রস্খলনমথ বৈলক্ষনমিতং,
ললাটে ভর্ত্তারং চরণযুগলং তাড়য়তি তে।
চিরাদন্তঃশল্যং দহনকৃতমুন্মূলিতবতা,
তুলাকোটিক্কাণৈঃ কিলকিলিতমীশানরিপুণা॥ ৮৭॥

মৃষা ইতি। গোত্রস্খলনং মৃষা কৃত্বা কুলধর্ম্মস্খলনং ন ভবেদিতি কৃত্বা তব চরণযুগলং ভর্ত্তারং ললাটে তাড়য়তি। "গোত্রং নাম্নি কুলে ক্ষেত্রে" ইতি ধরণিঃ। ভর্ত্তারং কিম্ভূতম্? বৈলক্ষনমিতং বিশেষচ্ছদ্মতয়া নমিতং লজ্জাধোমুখম্। "বৈলক্ষং ছলিসম্মতম্" ইতি ধরণিঃ। অথ এতস্মিন্নেব ঈশানরিপুণা কামেন তুলাকোটিক্কাণৈঃ নূপুরশব্দচ্ছলেন কিলকিলিতং চীৎকারিতম্। কিম্ভূতেন কামেন? চিরাৎ দহনকৃতং দাহজনিতং অন্তঃশল্যং উন্মূলিতবতা উৎখাতয়তা। অতএব অদ্যাপি তত্তদ্দেশীয়া বিবাহদিবসে বরাগমনমাত্রেণ ছদ্মনা কন্যামানীয় ললাটে চরণপ্রহারং কারয়িত্বা গৃহাভ্যন্তরং নয়েদিতি দেশাচারঃ॥ ৮৭॥

ভগবান্ পশুপতি রহস্য করিবার অভিপ্রায়ে অন্য কোন রমণীর নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক তোমাকে আহ্বান করিয়া লজ্জায় অধোবদন ও অপ্রতিভ হওয়াতে যখন তুমি কুপিতা হইয়া তাঁহার ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলে, তৎকালে তোমার নূপুরধ্বনি হইয়াছিল; সেই নূপুরধ্বনি শ্রবণে অনুমিত হইতে লাগিল যে, হরবৈরী মদন পূর্ব্বে হরকোপানলে দগ্ধ হওয়াতে তাহার হৃদয়ে চিরনিহিত যে শল্য ছিল, সেই শল্য এক্ষণে উন্মূলিত হইয়া গেল বলিয়া যেন সে উচ্চৈঃস্বরে আনন্দকোলাহল করিয়া উঠিল ॥ ৮৭ ॥ *

পদন্তে কান্তীনাং প্রপদমপদং দেবি বিপদাং,
কথং নীতং সদ্ভিঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাম্।
কথং বা বাহুভ্যামুপযমনকালে পুরভিদা,
তদাদায় ন্যস্তং দৃশদি দয়মানেন মনসা ॥ ৮৮ ॥

পদন্ত ইতি। হে দেবি! তে তব প্রপদং পদাগ্রং সদ্ভিঃ পণ্ডিতৈঃ কঠিনকমঠীকর্পরতুলাং কথং নীতম্। কূর্ম্মকর্পরাকৃতিপৃষ্ঠোন্নতং পদং স্ত্রীণাং প্রশস্যত ইতি ভাবঃ। কিম্ভূতম্? কান্তীনাং পদং বিপদাং অপদং অস্থানম্। কথং বা উপযমনকালে বিবাহকালে দয়াযুক্তেন চেতসা পুরভিদা শিবেন তৎপদং বাহুভ্যামাদায় দৃশদি ন্যস্তং অর্পিতম্। অতিকোমলস্য তব পাদাগ্রস্য কঠিনোপমানং কঠিনার্পণমপি ন যুজ্যত ইতি ভাবঃ ॥ ৮৮ ॥

দেবি! পণ্ডিতগণ কিরূপে কঠিন কূর্ম্মপৃষ্ঠের সহিত তোমার চরণযুগলের উপমা দিয়া থাকেন? কেন না, তোমার চরণের অগ্রভাগ রূপলাবণ্যের আকর ও বিপদের সংহারক। ভগবান্ বৃষধ্বজ সহৃদয় হইয়াও বিবাহসময়ে কোন প্রাণে এই সুকোমল চরণযুগল হস্তদ্বয় দ্বারা ধারণ করিয়া কঠিন প্রস্তরের উপরি স্থাপন করিয়াছিলেন? ৮৮ ॥

নখৈর্ন্নাকস্ত্রীণাং করকমলসঙ্কোচশশিভি-
স্তরূণাং দিব্যানাং হসত ইব তে চণ্ডি চরণৌ।
ফলানি স্বস্থেভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ দধতাং,
দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়মনিশমহ্নায় দদতৌ ॥ ৮৯ ॥

* ভগবতী পতির ললাটে পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া অদ্যাপিও কোন কোন দেশে রীতি আছে যে, বিবাহ-দিবসে বর আগমন করিবামাত্র কন্যাপক্ষীয়েরা কৌশলক্রমে গোপনে অগ্রে কন্যা আনয়ন করত বরের ললাটে চরণপ্রহার করাইয়া পশ্চাৎ বরকে গৃহাভ্যন্তরে লইয়া যায়।

নখৈরিতি। হে চণ্ডি! তব চরণৌ দিব্যানাং তরূণাং নখৈর্হসত ইব। নখৈঃ কিম্ভূতৈঃ? দেবস্ত্রীকরপদ্মসম্পুটীকরণচন্দ্রৈঃ। তরূণাং কীদৃশাম্? স্বার্থিভ্যঃ কিশলয়করাগ্রেণ ফলানি দধতাম্। চরণৌ কিম্ভূতৌ? অহ্নায় ঝটিতি অনিশং সততং দরিদ্রেভ্যো ভদ্রাং শ্রিয়ং দদতৌ কল্পবৃক্ষাদপ্যভীষ্টদৌ তব চরণাবিতি ভাবঃ॥ ৮৯॥

হে চণ্ডি! সুরলোকস্থিত কল্পবৃক্ষ সমুদায় কিসলয়রূপ করাগ্র দ্বারা দেবগণকে অভিলষিত ফল প্রদান করিয়া থাকে; তোমার এই চরণদ্বয়ও দরিদ্র ভক্তদিগকে সর্ব্বদা অসামান্য সৌভাগ্যসম্পৎ প্রদান করে। এই কারণে সুররমণীগণ তোমার যে নখরূপ সুধাংশুর নিকট করকমল মুকুলিত করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মানা থাকেন, সেই নখ দ্বারা তোমার চরণযুগল কল্পবৃক্ষদিগকেই যেন উপহাস করিতেছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, তোমার চরণযুগল কল্পবৃক্ষ হইতেও অত্যধিক পরিমাণে অভীষ্ট ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুধাংশু-দর্শনে কমল যেরূপ মুকুলিত হয়, সেইরূপ তোমার নখসুধাংশু দর্শনমাত্র সুরললনাদিগের করকমলও পুটিত ও মুকুলিত হইয়া থাকে॥ ৮৯॥

কদা কালে মাতঃ কথয় কলিতালক্তকরসং,
পিবেয়ং বিদ্যার্থী তব চরণনির্ণেজনজলম্।
প্রকৃত্যা মূকানামপি চ কবিতাকারণতয়া,
যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতাম্॥ ৯০॥

কদা কাল ইত্যাদি।হে মাতঃ! কদা কালে কস্মিন্ সময়ে তব চরণনির্ণেজনজলং চরণোদকং বিদ্যার্থী জ্ঞানার্থী অহং পিবেয়ং তৎ কথয় ব্রূহি। কিম্ভূতম্? কলিতং? ব্যক্তীভূতমলক্তকরসং যত্র। যৎ পাদোদকং বাণী কর্ত্রী কবিতাকারণতয়া স্বভাবমূকানাং ন তু কারণান্তরমূকানাং মুখকমলতাম্বূলরচনাং আধত্তে আদধাতি। যৎ পীত্বা স্বভাবমূকোঽপি মহাকবির্ভবতীতি ভাবঃ। যদাদত্তে বাণী মুখকমলতাম্বূলরসতামিতি কুত্রাপি পাঠঃ। তত্র তাম্বূলরসব্যাজেন স্বয়ং বাণী গৃহ্ণাতীত্যর্থঃ॥ ৯০॥

মাতঃ! কবে আমি জ্ঞানার্থী হইয়া অলক্তক-রস-মিশ্রিত তোমার চরণোদক পান করিব, তাহা বল। এই চরণোদক পান করিলে মূক ব্যক্তিও অপূর্ব্ব কাব্যরচনা করিতে সক্ষম হয়; এই নিমিত্ত স্বয়ং বাগ্দেবী নিজ মুখকমলস্থিত তাম্বূলরসচ্ছলে ঐ চরণোদক পান করিয়া থাকে॥ ৯০॥

পদন্যাসক্রীড়াপরিচয়মিবালব্ধ মনস-
শ্চরন্তস্তে খেঽলং ভবনকলহংসা ন জহতি।
স্ববিক্ষেপে শিক্ষাং সুভগমণিমঞ্জীররণিত-
চ্ছলাদাচক্ষাণং চরণকমলং চারুচরিতম্॥ ৯১॥

পদন্যাসেত্যাদি। ভবনকলহংসা রাজহংসাঃ খে আকাশে অলং অত্যর্থং চরন্তোঽপি তব চরণকমলং ন জহতি ন ত্যজন্তি। কিম্ভূতাঃ? পাদবিন্যাসরূপ-ক্রীড়ায়াং পরিচয়ং আলব্ধ্‌মনসঃ ইব পাদবিন্যাসক্রীড়াং জ্ঞাতুকামা ইব। চরণ-কমলং কিম্ভূতম্? স্ববিক্ষেপে আত্মনো গমনে সুষ্ঠুমণিনূপুরশব্দচ্ছলাৎ শিক্ষামাচ-ক্ষাণং নানাবিধগমনচাতুরীমুপদিশৎ। রাজহংসা নিয়তং তব পাদানুযায়িনো-ঽপি ঈদৃক্‌লীলাং ন জানন্তীতি ভাবঃ॥ ৯১॥

মাতঃ! গৃহস্থিত কলহংসগণ (রাজহংসগণ) আকাশমার্গে বিচরণ করিতে সমর্থ হইয়াও পাদবিন্যাস-নৈপুণ্য শিক্ষা করিবার নিমিত্তই বোধ হয় তোমার চরণ-সন্নিধান পরিত্যাগ করিতেছে না। শিক্ষাদান-কৌশলসম্পন্ন ত্বদীয় চরণ-কমলও যেন সুমনোহর মণিময়-নূপুরের শব্দচ্ছলে উচ্চৈঃস্বরে পদে পদে পদবিন্যাসের লালিত্যবিষয়ক উপদেশ প্রদান করিতেছে॥ ৯১॥

অরালা কেশেষু প্রকৃতিসরলা মন্দহসিতে,
শিরীষাভা গাত্রে দৃশদিব কঠোরা কুচতটে।
ভৃশন্তন্বী মধ্যে পৃথুরপি বরারোহবিষয়ে,
জগত্রাতুং শম্ভোর্জ্জয়তি করুণা কাচিদরুণা॥ ৯২॥

শ্রীমত্যাঃ সৌন্দর্য্যমুক্ত্বা রূপস্যানির্ব্বচনীয়ত্বমাহ অরালা ইতি। শম্ভোঃ শিবস্য কাচিৎ অনির্ব্বচনীয়া করুণা কৃপারূপা অরুণবর্ণা মূর্ত্তির্জ্জগত্রাতুং জগতাং ত্রাণায় জয়তি। বিশেষণানাং বিরোধাভাসতয়া অনির্ব্বচনীয়ত্বমাহ। কিম্ভূতা? কেশেষু অরালা কুটিলা। মন্দহসিতে সহজসরলা। গাত্রে শিরীষাভা মৃদ্বী। কুচতটে শিলেব কঠোরা। মধ্যে অতিশয়ক্ষীণা। বরারোহবিষয়ে পৃথুতরা। "দারেষপি গৃহাঃ শ্রোণ্যামপ্যারোহো বরস্ত্রিয়া" ইত্যমরঃ। অত্র কুটিল-সরলয়ো-র্মৃদুকঠোরয়োঃ পৃথুক্ষীণয়োরেকত্বপ্রতিপাদনাৎ বিরোধাভাসালঙ্কারঃ। সর্ব্বত্র অবয়বভেদেনাবিরোধঃ। অত্র বাগ্‌ভবকূটং কামরাজমুদ্ধৃত্য অরুণবর্ণং ধ্যায়েদিতি সাম্প্রদায়িকাঃ॥ ৯২॥

জননি! তুমি কেশকলাপে কুটিলা, অথচ অল্পহাস্য-বিষয়ে সহজসরলা। তুমি শরীরাবচ্ছেদে শিরীষকুসুমের ন্যায় কোমলা অথচ কুচতটভাগে শিলার ন্যায় কঠিনা। তুমি মধ্যদেশে অতিশয় ক্ষীণতরা অথচ সুললিত জঘনে পৃথুতরা। এই জগতের রক্ষার নিমিত্ত শঙ্করের সাক্ষাৎ করুণারূপিণী ত্বদীয় অরুণবর্ণা অনির্ব্বচনীয়া মূর্ত্তি বিরাজমানা হইতেছে ॥ ৯২ ॥

তাৎপর্য্য।—সাম্প্রদায়িকগণ বলেন, প্রথমতঃ বাগ্‌ভবকূট ও কামরাজকূট উদ্ধৃত করিয়া অরুণবর্ণ ধ্যান করিবে ॥ ৯২ ॥

পুরারাতেরন্তঃপুরমসি ততস্ত্বচ্চরণয়োঃ,
সপর্য্যামর্য্যাদা তরলকরণানামসুলভা।
তথা হ্যেতে নীতাঃ শতমখমুখাঃ সিদ্ধিমতুলাং,
তব দ্বারোপান্তস্থিতিভিরণিমাদ্যাভিরমরাঃ ॥৯৩॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াঃ পূর্ব্বং পীঠদেবতাদীনাং পূজায়া আবশ্যকত্বমাহ পুরা ইতি। পুরারাতেঃ শিবস্য অন্তঃপুরমসি ত্রিপুরজয়িনো মহিষী ভবসি, ততঃ কারণাৎ ত্বচ্চরণয়োঃ সপর্য্যামর্য্যাদা পূজাপরিপাটী তরলকরণানাং চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাং অসুলভা দুর্ল্লভা। তৎ কথমিন্দ্রাদয়ঃ সিদ্ধা ইত্যাহ। এতে শতমখমুখা ইন্দ্রাদ্যা দেবাঃ তব দ্বারোপান্তে স্থিতির্যেষাং তৈরণিমাদ্যৈরতুলাং সিদ্ধিং নীতাঃ। যদ্বা পুরারাতের্বিন্দুরূপস্য অন্তঃপুরং ত্রিরেখাসি চক্রমধ্যস্থাসি। তব চরণং ইন্দ্রাদীনামপ্যগোচরম্। অতএব অঙ্গাবরণদেবতাঃ পূজয়েদিতি ভাবঃ। তব পূজা চঞ্চলেন্দ্রিয়াণাং অসুলভা দুর্ল্লভা, কিন্তু স্থিরেন্দ্রিয়াণাং চক্রভেদনসমর্থানাং শুকাদীনাং সুলভা ইতি ধ্বনিঃ ॥ ৯৩ ॥

জননি! তুমি ত্রিপুরারি মহেশ্বরের মহিষী; এই নিমিত্ত চঞ্চলেন্দ্রিয় জনগণের পক্ষে তোমার যথারীতি পূজাপরিপাটী অতীব দুর্ল্লভ। ইন্দ্রাদি দেবগণ যে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, সে বিষয়ে তোমার দ্বারসমীপস্থিত অণিমাদির উপাসনা দ্বারাই তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন ॥ ৯৩ ॥

তাৎপর্য্য।—জননি! তুমি শ্রীচক্রের অন্তর্গত বিন্দুরূপ শিবের অন্তঃপুর অর্থাৎ ত্রিকোণাত্মক রেখা ইত্যাদি। যাহাদের ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দূর হয় নাই, তাহারা তোমার পূজা করা দূরে থাকুক, স্বরূপ-পরিজ্ঞানেই সমর্থ হয় না। মূলাধার প্রভৃতিতে অন্যান্য স্থূলমূর্ত্তি ধ্যান করত প্রত্যাহারবলে চিত্তস্থৈর্য্য ও একাগ্রতা হইলে সহস্রারে বিন্দুরূপী শিবে অধিষ্ঠিত ত্বদীয় সূক্ষ্মমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ হইতে পারে।

ফলতঃ ষট্‌চক্রে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব ও পরশিব, এই যে স্থূলরূপ ছয় শিব আছেন, তাঁহারা যে যে ত্রিকোণমণ্ডলের মধ্যে অবস্থিতি করিতেছেন, সেই সেই ত্রিকোণমণ্ডলও তোমা হইতে স্বতন্ত্র নহে। জননি! তুমি ত্রিপুরবিজয়ী মহেশ্বরের অন্তঃপুর, এজন্য চঞ্চলেন্দ্রিয় ব্যক্তি তোমার পূজা করিতে পারে না। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ত্রিপুরবিজয়ী যাঁহাকে অন্তঃপুরে রাখিয়াছেন, ত্রিপুর-বিজয়ী না হইলে তাঁহার পূজার অধিকারী হওয়া সুদুর্লভ। যে পর্য্যন্ত ইন্দ্রিয়-চাঞ্চল্য থাকে, সে পর্য্যন্ত পুরত্রয় ভেদ করিতে পারা যায় না, মণিপূরে ব্রহ্ম-গ্রন্থি, অনাহতচক্রে বিষ্ণুগ্রন্থি এবং আজ্ঞাচক্রে রুদ্রগ্রন্থি। যোগবলে এই গ্রন্থিত্রয় ভেদপূর্ব্বক ত্রিপুরবিজয়ী হইয়া সহস্রারে ত্রিপুরাদেবীর নিকট গমন করিতে পারিলে তাঁহার পূজার অধিকারী হইতে পারা যায়। ৯৩।

গতাস্তে মঞ্চত্বং দ্রুহিণহরিরুদ্রেশ্বরশিবাঃ,
শিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপটপ্রচ্ছদপটঃ।
ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতিফলনলাভারুণতয়া,
শরীরী শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং দোগ্ধি কুতুকম্॥ ৯৪॥

শ্রীমত্যাঃ পীঠমাহ গতা ইতি। ব্রহ্মবিষ্ণুরুদ্রেশ্বরদেবাঃ তে তব মঞ্চত্বং গতাঃ। তৎ কুতঃ সদাশিব ইত্যাহ;—শিবঃ সদাশিবঃ স্বচ্ছচ্ছায়াঘটিতকপট-প্রচ্ছদপটঃ সন্ নির্ম্মলকান্তিযুক্ত-ছদ্ম-প্রচ্ছদপটঃ সন্ বিগ্রহবান্ শৃঙ্গারো রস ইব দৃশাং চক্ষুষাং কুতুকং দোগ্ধি প্রপূরয়তি। শৃঙ্গাররসস্য রজোগুণপ্রধানত্বাৎ অরুণত্বম্। সদাশিবঃ শুক্লস্তৎ কথং সারূপ্যমিত্যাহ,—ত্বদীয়ানাং ভাসাং প্রতি-বিম্বলাভেন অরুণতয়া। এতেন সদাশিবস্যাপি ন শৃঙ্গারকর্ত্তৃত্বং পরমশিব-কান্তাসীতি তাৎপর্য্যার্থঃ॥ ৯৪॥

মাতঃ! ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ঈশ্বর ও সদাশিব, এই পঞ্চ শিব তোমার সিংহা-সনের পাদপঞ্চকস্বরূপ হইয়া অবস্থিত রহিয়াছেন। অনন্তর সিংহাসনোপরি পরশিব শয়ান থাকাতে অনুমিত হইতেছে যেন, তাঁহার শুদ্ধস্ফটিকসদৃশ নির্ম্মল কান্তি দ্বারা সুবিমল প্রচ্ছদপট (পাঁছুড়িবস্ত্র) প্রস্তুত হইয়াছে। ঐ পরশিবের উপরিভাগে ত্বদীয় শরীরকান্তি প্রতিবিম্বিত হওয়াতে উহা অরুণবর্ণ হইয়াছে; সুতরাং তদ্দর্শনে সাক্ষাৎ শৃঙ্গাররস বলিয়া দর্শকদিগের মনে কৌতূহল উৎপন্ন হইতেছে॥ ৯৪॥

কলঙ্কঃ কস্তূরী রজনিকরবিম্বং জলময়ং,
কলাভিঃ কর্পূরৈর্ম্মরকতকরণ্ডং নিবিড়িতম্।
অতস্বদ্ভোগেন প্রতিদিনমিদং রিক্তকুহরং,
বিধির্ভূয়ো ভূয়ো নিবিড়য়তি নূনং তব কৃতে॥ ৯৫॥

শ্রীমত্যাঃ পূজায়াং পাত্রাদিকং নিরূপয়তি কলঙ্ক ইতি। জলবজ্জলং চন্দ্র-রশ্মিঃ পীযূষমিবি যাবৎ। জলময়ং পীযূষপূর্ণং রজনিকরবিম্বং চন্দ্রমণ্ডলং কলাভিঃ কর্পূরৈর্নিবিড়িতং চন্দ্রকলারূপকর্পূরৈঃ পূরিতং মরকতকরণ্ডং প্রতিদিনং ইত্যস্মাভির্লক্ষ্যত ইত্যুহম্। শরচ্চন্দ্রস্য শুক্লবর্ণতয়া মরকতমণেঃ কৃষ্ণবর্ণত্বাৎ উৎপ্রেক্ষ্যতে। কলঙ্কঃ কস্তূরী যত্র। তথা চ সৌগন্ধার্থং পূজাপাত্রাণি কস্তূর্য্যা-দিভিঃ সৎক্রিয়তে। অতঃ কারণাৎ ত্বদ্ভোগেন আত্মভোগার্থং শ্রীমত্যা নিরূ-পিতরিক্তকুহরং শূন্যগর্ভং ইদং মরকতকরণ্ডং নূনং নিশ্চিতং তব কৃতে যুষ্মদর্থং বিধির্ভূয়ো ভূয়ঃ পূরয়তি। তথা চোর্দ্ধাম্নায়ে,—"ব্রহ্মরন্ধ্রাদধোভাগে যচ্চান্দ্রং পাত্রমুত্তমম্। কলাসারেণ সম্পূজ্য তর্পয়েত্তেন খেচরী"মিতি॥ ৯৫॥

বিশ্বজননি! আমার বোধ হয়, বিধাতা তোমার পূজার জন্য চন্দ্রমণ্ডলরূপ মরকতমণিময় অমৃতপাত্র প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ অমৃতপূর্ণ করিয়া অর্পণ করিতে-ছেন। এই পাত্রে রশ্মিপুঞ্জই অমৃতস্বরূপ ও কলঙ্কই সুগন্ধিদ্রব্য কস্তূরীস্বরূপ। ইহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড দ্বারা পরিপূরিত হইয়া থাকে। মাতঃ! তোমার ভোগ দ্বারা এই পাত্র যেমন শূন্যগর্ভ হয়, বিধাতা অমনিই তোমার পূজার নিমিত্ত তাহা অমৃতপূর্ণ করিয়া দিয়া থাকেন॥৯৫॥

তাৎপর্য্য।—চন্দ্রমণ্ডল মরকতমণির পাত্রের ন্যায় স্বভাবতঃ শ্যামবর্ণ; কিন্তু উহা কলারূপ কর্পূরখণ্ড এবং রশ্মিপুঞ্জরূপ অমৃতরাশি দ্বারা পরিপূর্ণ হওয়াতে শুভ্রবর্ণ দৃষ্ট হয়। পরন্তু কলা ও রশ্মি ক্ষয় হইলে পুনর্ব্বার মরকতমণির ন্যায় শ্যামবর্ণ দৃষ্ট হইতে থাকে। ঊর্দ্ধাম্নায়ে কথিত হইয়াছে যে, ব্রহ্মরন্ধ্রের অধো-দেশে যে চন্দ্রময় উত্তম অমৃতপাত্র আছে, তাহার কলা দ্বারা বিশ্বজননীর পূজা করিয়া ঐ অমৃত দ্বারা তর্পণ করিবে॥ ৯৫॥

স্বদেহোদ্ভূতাভির্ঘৃণিভিরণিমাদ্যাভিরভিতো,
নিষেব্যাং নিত্যে ত্বামহমিতি সদা ভাবয়তি যঃ।
কিমাশ্চর্য্যং তস্য ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তো,
মহাসংবর্ত্তাগ্নির্ব্বিরচয়তি নীরাজনবিধিম্॥৯৬॥

স্বদেহ ইতি। হে নিত্যে! হে নিত্যস্বরূপে! স্বদেহোদ্ভূতাভিঃ স্বশরীরজাতাভির্ঘৃণিভিঃ অণিমাদ্যাভিঃ সিদ্ধিভিরভিতো নিষেব্যাং ত্বাং অহমিতি যঃ সদা ভাবয়তি সোঽহং-ভাবেন যঃ সদা উপাস্তে ত্রিনয়নসমৃদ্ধিং তৃণয়তঃ শিবসম্পত্তিং তৃণীকুর্ব্বতস্তস্য মহাসংবর্ত্তাগ্নির্মহাপ্রলয়াগ্নির্নীরাজনবিধিং নির্ম্মঞ্জনবিধিং বিরচয়তীতি কিমাশ্চর্য্যম্। স এব সদাশিব ইতি ভাবঃ॥ ৯৬॥

নিত্যে! "স্বীয় দেহসম্ভূত রশ্মিবৃন্দরূপ অণিমাদি আবরণদেবতা কর্ত্তৃক সেবিতা হইতেছেন, আমিই সেই ভগবতী ত্রিপুরাসুন্দরী," এইরূপ সোঽহংভাবে যিনি তোমাকে সর্ব্বদা চিন্তা করেন, তিনি মহাদেবের অষ্টবিভূতিকেও তৃণজ্ঞান করিয়া থাকেন। মহাপ্রলয়কাল উপস্থিত হইলে সর্ব্বসংহারক মহাপ্রলয়াগ্নিও তাঁহার নীরাজনকার্য্য সম্পাদন করিতে থাকে। ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ৯৬॥

কলত্রং বৈধাত্রং কতি কতি ভজন্তে ন কবয়ঃ,
শ্রিয়ো দেব্যাঃ কো বা ন ভবতি পতিঃ কৈরপি ধনৈঃ।
মহাদেবং হিত্বা তব সতি সতীনামচরমে,
কুচাভ্যামাসঙ্গঃ কুরুবকতরোরপ্যসুলভঃ॥ ৯৭॥

কলত্রমিতি। হে সতি! সতীনামচরমে! সতীনাং মধ্যে মহাদেবং হিত্বা তব কুচাভ্যামাসঙ্গঃ তবালিঙ্গনং কুরুবকতরোর্ঝিণ্টিবৃক্ষস্যাপি দুর্ল্লভঃ। কুরুবকো নাম ঝিণ্টিবৃক্ষবিশেষঃ। তস্যালিঙ্গনে স্ত্রীণাং কামবৃদ্ধির্ভবতি। তথাচ কামশাস্ত্রে,—কুরুবকতরুরালিঙ্গনাৎ সিন্ধুবার ইতি। মহাদেবস্য সর্ব্বাত্মকত্বাৎ শ্রীমত্যাঃ সর্ব্বাধারভূতত্বাৎ ক্রিয়াব্যভিচারো নাস্তীতি ভাবঃ। তথা চ ভারতে—"ন চক্রাঙ্কা ন পদাঙ্কা ন বজ্রাঙ্কা জনাঃ ক্বচিৎ। লিঙ্গাঙ্কাশ্চ ভগাঙ্কাশ্চ তেন মাহেশ্বরী প্রজা" ইতি। অন্যাসাং ক্রিয়াব্যভিচারমাহ—বৈধাত্রং কলত্রং কতি কতি কবয়ো ন ভজন্তে অপি তু কাব্যসামর্থ্যমাত্রেণ বাগীশা ভজন্তি ন তু মূর্খাঃ। শ্রিয়ো দেব্যা লক্ষ্ম্যাঃ কৈরপি ধনৈর্ধনসম্পর্কমাত্রেণ কঃ পতির্ন ভবতি, অপি তু সর্ব্ব এব ধনিনঃ লক্ষ্মীপতয়ঃ ন তু দরিদ্রা ইতি ভাবঃ॥৯৭॥

হে বামদেব-দেহার্দ্ধহারিণি! এ জগতীতলে যে সমুদায় রমণী সতী বলিয়া বিখ্যাত আছে, তাহারা অন্ততঃ কামোদ্দীপনের জন্য কুচকলস দ্বারা কুরুবক-

(ঝিণ্টি) বৃক্ষকেও আলিঙ্গন করিয়া থাকে, কিন্তু সতি! একমাত্র তুমিই মহাদেবকে ছাড়িয়া কুরুবক-বৃক্ষকেও হৃদয় দ্বারা আলিঙ্গন কর না। দেখ, ব্রহ্মার পত্নী বাগ্দেবী কোন্ কবির কণ্ঠগতা না হইতেছেন? বিষ্ণু-ভার্য্যা লক্ষ্মীর কথা কি বলিব, যাঁহার কিছু ধনসঞ্চয় হয়, তিনিই লক্ষ্মীপতি বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন ॥ ৯৭ ॥

গিরামাহুর্দ্দেবীং দ্রুহিণগৃহিণীমাগমবিদো,
হরেঃ পত্নীং পদ্মাং হরসহচরীমদ্রিতনয়াম্।
তুরীয়া কাপি ত্বং দুরধিগমনিঃসীমমহিমা,
মহামায়া বিশ্বং ভ্রময়সি পরংব্রহ্মমহিষি ॥৯৮॥

গিরামিতি। হে পরংব্রহ্মমহিষি! আগমবিদো জ্ঞানিনঃ দ্রুহিণগৃহিণীং ব্রহ্মণঃ শক্তিং বাগীশ্বরীমাহুঃ, বিদুষামধিষ্ঠাতৃত্বমাহুঃ। হরেঃ পত্নীং লক্ষ্মীমাহুঃ ধনিনামধিষ্ঠাতৃত্বম্। হরসহচরীং দুর্গামাহুঃ জ্ঞানিনামধিষ্ঠাতৃত্বম্। হে মহামায়ে! ত্বং পুনস্তুরীয়া এতত্ত্রয়াতিরিক্তা কাপি অনির্ব্বচনীয়া। যতো বিশ্বং ভ্রময়সি জগন্মোহয়সি। ত্বং কিম্ভূতা? দুরধিগমনিঃসীমমহিমা দুর্জ্ঞেয়োঽপরিমিতঃ মহিমা যস্যাঃ সত্ত্বরজস্তমসামতিরিক্তাসীত্যর্থঃ ॥ ৯৮ ॥

হে পরংব্রহ্মমহিষি! আগমবিদ্জনগণ ব্রহ্মার পত্নীকে বাগ্দেবী বলিয়া কীর্ত্তন করেন (ইনি ক্রিয়াশক্তি; ইনি পণ্ডিতগণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা); তাঁহারা বিষ্ণুর পত্নীকে লক্ষ্মী বলিয়া নির্দ্দেশ করেন (ইনি জ্ঞানশক্তি; ইনি ধনীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা); তাঁহারা বলেন, পর্ব্বত-তনয়া দুর্গা মহেশ্বরের সহচরী (ইনি ইচ্ছাশক্তি; ইনি জ্ঞানীদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা)। হে মহামায়ে! এই শক্তিত্রয় হইতে অতিরিক্তা গুণত্রয়াতীতা চতুর্থী তুমি কে, আমরা তাহা নিরূপণ করিতে সমর্থ নহি। তোমার দুরধিগম্য মহিমার সীমা নিরূপিত হয় না। তুমি এই ব্রহ্মাণ্ডমণ্ডলকে মোহিত করিতেছ ॥৯৮॥

সমুদ্ভূতস্থূলস্তনভরমুরশ্চারু হসিতং,
কটাক্ষে কন্দর্পাঃ কতি চ ন কদম্বদ্যুতিবপুঃ।
হরস্য ত্বদ্ভ্রান্তিং মনসি জনয়ামাস মদনো,
ভবত্যাং যে ভক্তাঃ পরিণতিরমীষামিয়মুমে ॥ ৯৯ ॥

সমুদ্ভূত ইতি। হে উমে! ভবত্যাং যে ভক্তাঃ অমীষামিয়ং পরিণতিঃ ফলপরিপাকঃ। তদ্দর্শয়ন্নাহ,—মদনঃ কন্দর্পঃ হরস্য মনসি ত্বদ্ভ্রান্তিং জনয়ামাস স্বাভেদেন ভজন্ আত্মনি ত্বদ্ভ্রান্তিং জনয়ামাস। মদনঃ কিম্ভূতঃ? কদম্বদ্যুতি-

বপুঃ কদম্বপুষ্পবদ্দ্যুতিঃ শোভা যস্য বপুষঃ। তৎ কিং কৃতবানিত্যাহ। উরো বক্ষঃ সমুদ্ভূত-স্থূলস্তনভরং কৃতবান্ প্রাদুর্ভূতঃ স্থূলস্তনয়োর্ভরো যত্র। হসিতং চারু কৃতবান্। পূর্ব্বং প্রৌঢ়হাস্যমাসীৎ তদ্বিহায় মনোহরং কৃতবান্। কটাক্ষে কতি কন্দর্পা ন সন্তি অপি তু সন্ত্যেব॥ ৯৯॥

হে উমে! মদন মহাদেবের মনে এরূপ ভ্রান্তি জন্মাইয়া দিয়াছিলেন যে, তিনি মনে করিলেন, আমিই ভগবতী ত্রিপুরা। কারণ, যখন তিনি অর্দ্ধনারীশ্বর হইলেন, তখন তাঁহার বক্ষঃস্থলে আপীন পয়োধরমণ্ডল সমুদ্ভূত হইল; অট্টহাস্যের পরিবর্ত্তে সুললিত মধুর হাস্য প্রকাশ পাইল; কটাক্ষে শত শত মদন অবস্থান করিতে লাগিল এবং শরীর কদম্বপুষ্পের ন্যায় শোভাযুক্ত হইয়া উঠিল। জননি! যাঁহারা তোমার ভক্ত, যাঁহারা তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাঁহাদিগের এইরূপ গতিই হইয়া থাকে। ভক্তগণ যদি তোমাকে অভিন্নভাবে চিন্তা করেন, তাহা হইলে তাঁহারা সারূপ্য-মুক্তি লাভ করিতে পারেন, সন্দেহ নাই॥ ৯৯॥

সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা বিধিহরিসপত্নো বিহরতে,
রতেঃ পাতিব্রাত্যং শিথিলয়তি রম্যেণ বপুষা,
চিরং জীবন্নেব ক্ষপিতপশুপাশব্যতিকরঃ,
পরংব্রহ্মাভিখ্যং রসয়তি রসং ত্বদ্ভজনবান্॥ ১০০॥

সরস্বত্যা ইতি। ত্বদ্ভজনবান্ ত্বদ্ভক্তো জনঃ বিধিহরিসপত্নঃ সন্ সরস্বত্যা লক্ষ্ম্যা সহ বিজয়তে বিধিহরিপ্রতিপক্ষমপি ত্বদ্ভক্তঃ সরস্বতী লক্ষ্মী চ ভজতে ইত্যর্থঃ। রম্যেণ বপুষা আত্মনঃ সৌন্দর্য্যেণ রতেঃ পাতিব্রত্যং শিথিলয়তি। ব্রহ্মাণ্ডে মম পতিঃ সুন্দর ইতি রত্যা অতিনির্ব্বন্ধং দূরীকরোতি। ভক্তঃ কিম্ভূতঃ? ক্ষপিত-পশুপাশব্যতিকরঃ দূরীকৃতঃ অজ্ঞানরূপঃ পাশো যেন স তথা চিরং বহুকালং জীবন্নেব ব্রহ্মাভিখ্যং রসং রসয়তি আস্বাদয়তি; জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ॥ ১০০॥

জননি! যে সাধক ভক্তিপূর্ব্বক তোমার উপাসনা করেন, তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সপত্ন হইয়া সরস্বতী ও লক্ষ্মীর সহিত বিহার করিতে থাকেন অর্থাৎ তিনি সরস্বতী এবং লক্ষ্মীরও প্রসন্নতা লাভ করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ তিনি স্বীয় সৌন্দর্য্য দ্বারা রতির পতিব্রতাধর্ম্মও শিথিলিত করিয়া ফেলেন। ঈদৃশ সাধক চিরজীবী হইয়া অজ্ঞানপাশ উন্মোচন পূর্ব্বক পরমব্রহ্মানন্দ ভোগ করিতে থাকেন॥ ১০০॥

নিধে নিত্যস্মেরে নিরবধিগুণে নীতিনিপুণে,
নিরাঘাটজ্ঞানে নিয়মপরিচিত্তৈকনিলয়ে।
নিয়ত্যা নির্ম্মুক্তে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে,
নিরাতঙ্কে নিত্যে নিগময় মমাপি স্তুতিমিমাম্ ॥ ১০১ ॥

নিধে ইতি। নিধীয়তে অস্মিন্ বিশ্বমিতি বিশ্বাধারভূতে! নিত্যং প্রতিক্ষণমানন্দহাসং যস্যাঃ, হে নিত্যস্মেরে! নির্গতোঽবধিরিয়ত্তা গুণানাং যস্যাঃ। হে নীতৌ নিপুণে! যথোচিতনিগ্রহানুগ্রহপরে! নিরাঘাটমপরিমিতং জ্ঞানং যস্যাঃ, হে নিরাঘাটজ্ঞানে! নিগমপরা বেদান্তবাদিনস্তেষাং চিত্তমেব প্রধানং স্থানং যস্যাঃ। নিয়তিঃ শুভাশুভং কর্ম্ম তথা কর্ম্মহীনে! অপর্য্যাপ্ত-বেদান্তে স্তুতং পদং স্থানং যস্যাঃ, হে নিখিলনিগমান্তস্তুতপদে! নির্গত-মাতঙ্কং ইদং কর্ত্তব্যমিতি-চিত্তচাঞ্চল্যং যস্যাঃ, হে নিরাতঙ্কে! হে নিত্যে! ইমাং মমাপি স্তুতিং নিগময় বেদবৎ কুরু। যথা বেদঃ প্রমাণং তথা কুর্ব্বিত্যর্থঃ। নিশময় ইতি পঞ্চাননঃ ॥ ১০১ ॥

জননি! তুমি নিখিল জগতের আধারস্বরূপা। তুমি প্রতিক্ষণ আনন্দযুক্ত হাস্য করিতেছ। তোমার গুণের সীমা নাই। তুমি যথোচিত নিগ্রহানু-গ্রহে সর্ব্বদা নিরতা। তুমি অপরিমিত-জ্ঞানসম্পন্না। তুমি যমনিয়ম-পরায়ণ জনগণের চিত্তে সর্ব্বদা অবস্থান করিয়া থাক। তুমি কর্ম্মফলের অধীন নহ। নিখিল বেদান্তে নিরন্তর তোমার পদ স্তূয়মান হইয়া থাকে। তুমি আতঙ্ক-হীনা অর্থাৎ বৈধ বা অবৈধ কোন কর্ম্মকরণেই তোমার শঙ্কা নাই। হে নিত্যানন্দময়ি! মৎকৃত এই স্তোত্র বেদবৎ প্রামাণিক করিয়া দাও ॥ ১০১ ॥

প্রদীপজ্বালাভির্দ্দিবসকরনীরাজনবিধিঃ,
সুধাসূতেশ্চন্দ্রোপলজললবৈরর্ঘ্যরচনা।
স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সলিলনিধিসৌহিত্যজননং,
ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্ভিস্তব জননি বাচাং স্তুতিরিয়ম্ ॥ ১০২ ॥

প্রদীপ ইতি। হে বাচাং জননি! ইয়ং স্তুতিস্ত্বদীয়াভির্ব্বাগ্ভির্ব্বিরচিতা নাত্র মম কর্ত্তৃত্বমিতি ভাবঃ। অত্র দৃষ্টান্তমাহ প্রদীপেত্যাদি। যথা প্রদীপ-জ্বালাভির্দ্দিবসকরস্য নির্ম্মঞ্জনবিধিঃ বিশ্বব্যাপকস্তেজসা স্বল্পতেজোঽনুভবিষ্যতী-ত্যর্থঃ। যথা সুধাসিন্ধোশ্চন্দ্রস্য চন্দ্রোপলশ্চন্দ্রকান্তমণিবিশেষঃ। তস্মাদ্-যদমৃতং স্রবতি তদমৃতেনার্ঘ্যরচনা। যথা স্বকীয়ৈরম্ভোভিঃ সমুদ্রোত্থিত-বারিভিঃ সলিলনিধেঃ সমুদ্রস্য সৌহিত্যকরণং প্রীতিজননমিত্যর্থঃ ॥ ১০২ ॥

হে ব্রহ্মাণ্ড-জননি! যিনি স্বীয় তেজঃসমূহ দ্বারা জগন্মণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, তাদৃশ দিবাকরকে সামান্য দীপশিখা দ্বারা নীরাজিত করিলে যেরূপ হয়, সুধাসিন্ধু চন্দ্রের পূজার নিমিত্ত চন্দ্রকান্তমণি-নিঃসৃত অমৃত-বিন্দু দ্বারা অর্ঘ্য রচনা করিলে যেরূপ হয় এবং সমুদ্র-সলিল দ্বারা সমুদ্রের তর্পণ করিলে যেরূপ হয়, সেইরূপ তুমি বাক্যসমুদায়ের জননী বলিয়া আমি তোমার বাক্য দ্বারাই তোমার স্তব করিলাম। ইহাতে আমার কোন কর্ত্তৃত্বই নাই॥ ১০২॥

মঞ্জীরশোভি চরণং বলিশোভি মধ্যং,
হারাভিরামকুচমম্বুরুহায়তাক্ষম্।
লীলাত্মকং হিমমহীধরকন্যকাখ্যং,
জ্ঞানপ্রদীপমিমমীশ্বরদীপদীপ্তম্॥ ১০৩॥

মঞ্জীরেত্যাদি। হিমমহীধরকন্যকা আখ্যা যস্যাঃ তৎ জ্ঞানপ্রদীপং জ্ঞানময়ং দীপং অহমীড়ে ইত্যুচ্যমানক্রিয়া ভাবান্তরপ্রবিষ্টা। কিম্ভূতং তম্? ঈশ্বরদীপদীপ্তং ঈশ্বররূপেণ বর্ত্তিনা প্রকাশীভূতম্॥ ১০৩॥

যাঁহার পদযুগল মণিময় নূপুরে শোভা পাইতেছে, যাঁহার মধ্যদেশ ত্রিবলি দ্বারা বিশোভিত, যাঁহার স্তনতট হারাবলী দ্বারা অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, যাঁহার নয়নত্রয় বিকসিত কমলদলের ন্যায় আয়ত, যিনি লীলাময়ী, তাদৃশ হিমালয়কন্যকারূপ যে জ্ঞানপ্রদীপ ঈশ্বররূপ বর্ত্তি দ্বারা নিরন্তর প্রকাশীভূত রহিয়াছেন, আমি তাঁহার স্তব করিতেছি॥ ১০৩॥

ইত্থং শঙ্করমূর্ত্তিনা ভগবতা বাগ্দেবতাসিন্ধুনা,
শ্রীসৌন্দর্য্যসুধানদীস্তুতিরিয়ং কল্‌প্তা বিচিত্রা গুণৈঃ।
আবৃত্তা ধৃতশক্তিভির্দ্দশশতাবৃত্ত্যা নরৈঃ সাধকৈ-
স্তান্ কুর্ব্বীত কবীন্ নরেন্দ্রমুকুটীসংঘৃষ্টপাদাম্বুজান্॥ ১০৪॥

ইত্থমিত্যাদি। সুগমম্॥ ১০৪॥ ইতি আনন্দলহরীস্তোত্রটীকা।

এই প্রকার বাগ্দেবতাসিন্ধু ভগবান্ শঙ্কর কর্ত্তৃক বিচিত্ররূপে গ্রথিত শ্রীসৌন্দর্য্য-সুধানদীরূপ এই স্তোত্র ধৃতশক্তি সাধকগণ সহস্রবার পাঠ করিলে তাঁহারা নরেন্দ্রগণসেবিত শ্রেষ্ঠ কবি হইতে পারেন॥ ১০৪॥

আনন্দলহরী সমাপ্ত।

ওঁ নমঃ পরমাত্মনে।

বিবেক-চূড়ামণিঃ।

সর্ব্ববেদান্তসিদ্ধান্তগোচরং তমগোচরম্।
গোবিন্দং পরমানন্দং সদ্‌গুরুং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥ ১॥

যিনি নিখিল-বেদান্তসিদ্ধান্তের গোচরীভূত, যিনি ইন্দ্রিয়াদির অগো, সেই পরমানন্দময় সদ্‌গুরুস্বরূপ গোবিন্দকে নমস্কার করি॥ ১॥

জন্তূনাং নরজন্ম দুর্ল্লভমতঃ পুংস্ত্বং ততো বিপ্রতা,
তস্মাদ্বৈদিকধর্ম্মমার্গপরতা বিদ্বত্ত্বমস্মাৎ পরম্।
আত্মানাত্মবিবেচনং স্বনুভবো ব্রহ্মাত্মনা সংস্থিতি-
র্মুক্তির্নো শতজন্মকোটিসুকৃতৈঃ পুণ্যৈর্বিনা লভ্যতে॥ ২॥

জীবমধ্যে নরজন্ম সুদুর্ল্লভ, মানবমধ্যে পুরুষ, পুরুষমধ্যে বিপ্র, বিপ্রমধ্যে, বেদবিহিত ধর্ম্মনিষ্ঠ এবং তন্মধ্যেও আবার বেদধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা দুর্লভ। ধর্ম্মের মর্ম্মবেত্তা হইতেও যিনি চিন্ময় আত্মা ও জড়ময় অনাত্মার ভেদ অবগত হইয়াছেন, তিনি বেদ-শ্রেষ্ঠতর। এতদপেক্ষা যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত একাত্মভাবে অধিষ্ঠিত, তাঁহাকে শ্রেষ্ঠতম বলা যায়; সেইরূপ অনুষ্ঠানকেই মুক্তি কহে; পরন্তু শতকোটিজন্মার্জ্জিত পুণ্য ভিন্ন তাদৃশী মুক্তিলাভের সম্ভাবনা নাই॥ ২॥

দুর্ল্লভং ত্রয়মেবৈতদ্দৈবানুগ্রহহেতুকম্।
মনুষ্যত্বং মুমুক্ষুত্বং মহাপুরুষসংশ্রয়ঃ॥ ৩॥

জগতে মনুষ্যত্ব, মুমুক্ষুত্ব ও মহাপুরুষের আশ্রয়লাভ, এই তিনটি দুষ্প্রাপ্য। ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত উহা লাভ করা সুদুরূহ॥৩॥

লব্ধা কথঞ্চিন্নরজন্ম দুর্ল্লভং, তত্রাপি পুংস্ত্বং শ্রুতিপারদর্শনম্।
যস্ত্বাত্মমুক্তৌ ন যতেত মূঢ়ধীঃ, স হ্যাত্মহা স্বং বিনিহন্ত্যসদ্‌গ্রহাৎ॥ ৪॥

পুণ্যবলে দুর্ল্লভ মানবজন্ম ধারণ করিয়া তাহাতে মনুষ্যত্ব ও বেদজ্ঞতা প্রাপ্ত হইয়াও যে ব্যক্তি ভবসঙ্কট হইতে আত্মপরিত্রাণে যত্ন না করে, সেই মূর্খ

(ব্রহ্ম ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত) অসদ্‌বস্তু গ্রহণ-নিবন্ধন আত্মঘাতী বলিয়া পরিগণিত হয় ॥ ৪ ॥

ইতঃ কো ন্বস্তি মূঢ়াত্মা যস্তু স্বার্থে প্রমাদ্যতি।
দুর্লভং মানুষং দেহং প্রাপ্য তত্রাপি পৌরুষম্ ॥ ৫ ॥

দুর্লভ নরদেহ, বিশেষতঃ পুরুষ-দেহ লাভ করিয়াও যে ব্যক্তি স্বকীয় স্বার্থসাধন-বিষয়ে অনবহিত হয়, তাহা অপেক্ষা মূঢ়মতি জগতে আর কে আছে ? ৫ ॥

বদন্তু শাস্ত্রাণি যজন্তু দেবান্, কুর্ব্বন্তু কর্ম্মাণি ভজন্তু দেবাঃ।
আত্মৈক্যবোধেন বিনাপি মুক্তির্ন সিধ্যতি ব্রহ্মশতান্তরেঽপি ॥ ৬ ॥

জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ের অভেদজ্ঞান না জন্মিলে কি শাস্ত্রব্যাখ্যা, কি যজ্ঞাদি দ্বারা সুরগণের প্রীতিসাধন, কি যথাযথ কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান, কি দেবারাধনা, কিছু দ্বারাই শত ব্রাহ্মকল্পমধ্যেও মুক্তিলাভের আশা নাই ॥ ৬ ॥

অমৃতত্বস্য নাশাস্তি বিত্তেনেত্যেব হি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি কর্ম্মণো মুক্তেরহেতুত্বং স্ফুটং যতঃ ॥ ৭ ॥

"অমৃতস্য নাশাস্তি বিত্তেন" ইত্যাদি শ্রুতি দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে, কর্ম্মকাণ্ডাদি দ্বারা মুক্তি হইতে পারে না ॥ ৭ ॥

অতো বিমুক্ত্যৈ প্রযতেত বিদ্বান্, সংন্যস্তবাহ্যার্থসুখস্পৃহঃ সন্।
সন্তং মহান্তং সমুপেত্য দৈশিকং, তেনোপদিষ্টার্থসমাহিতাত্মা ॥ ৮ ॥
উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং মগ্নং সংসারবারিধৌ।
যোগারূঢ়ত্বমাসাদ্য সম্যগ্দর্শননিষ্ঠয়া ॥ ৯ ॥

উপরি-উক্ত কারণেই বিবেকী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বাহ্যবিষয়সুখে নিষ্কাম হইয়া সাধু-সদ্‌গুরুর সঙ্গলাভ পূর্ব্বক একান্তচিত্তে তদুপদিষ্ট বাক্য ধারণ করত মোক্ষার্থ যত্নবান্ হইবেন এবং বিহিত দর্শননিষ্ঠারূপ আত্মতত্ত্বানুষ্ঠানবলে যোগমার্গস্থ হইয়া ভব-সাগরমগ্ন আত্মাকে (জীবকে) আত্মা দ্বারা (বিবেক দ্বারা) পরিত্রাণ করিবেন ॥ ৮—৯ ॥

সংন্যস্য সর্ব্বকর্ম্মাণি ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
যত্যতাং পণ্ডিতৈর্ধীরৈরাত্মাভ্যাস-উপস্থিতৈঃ ॥ ১০ ॥

যে স্থিরবুদ্ধি বিদ্বান্ আত্মজ্ঞানশিক্ষায় প্রবৃত্ত, তিনি নিখিল কর্ম্ম বিসর্জ্জন করিয়া সংসারবন্ধন-ছেদনার্থ তত্ত্বাভ্যাসে যত্নবান্ হইবেন ॥ ১০ ॥

চিত্তস্য শুদ্ধয়ে কর্ম্ম নতু বস্তূপলব্ধয়ে।
বস্তুসিদ্ধির্ব্বিচারেণ ন কিঞ্চিৎ কর্ম্মকোটিভিঃ ॥ ১১ ॥

কর্ম্মানুষ্ঠান চিত্তশুদ্ধির কারণমাত্র অর্থাৎ চিত্তের শুদ্ধিসম্পাদনার্থই কর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক। ফলতঃ কর্ম্ম দ্বারা ব্রহ্মোপলব্ধি হয় না। কেন না, সুবিচার দ্বারাই ব্রহ্মপদার্থ স্থিরীকৃত হইয়া থাকে, পরন্তু কোটি কোটি কর্ম্মানুষ্ঠান দ্বারাও আত্মজ্ঞান সাধিত হয় না ॥ ১১ ॥

সম্যগ্বিচারতঃ সিদ্ধা রজ্জুতত্ত্বাবধারণা।
ভ্রান্তোদিতমহাসর্পভয়দুঃখবিনাশিনী ॥ ১২ ॥

ভ্রান্তি দ্বারা রজ্জুতে সর্পভ্রম হইয়া থাকে, সুতরাং সেই ভয় হেতু দুঃখ উপস্থিত হয়। সম্যক্ বিবেচনাবলে রজ্জুজ্ঞান হইলেই সর্পভ্রম বিদূরিত হয় ॥ ১২ ।

অর্থস্য নিশ্চয়ো দৃষ্টো বিচারেণ হিতোক্তিতঃ।
ন স্নানেন ন দানেন প্রাণায়ামশতেন বা ॥ ১৩ ॥

সদসদ্বস্তুবিচার দ্বারা এবং গুরূপদেশ দ্বারা পদার্থের স্থিরদর্শনলাভ হয়, কিন্তু স্নান, দান বা শত শত প্রাণায়াম দ্বারাও তাহা লাভ করা যায় না ॥১৩॥

অধিকারিণমাশাস্তে ফলসিদ্ধির্বিশেষতঃ।
উপায়া দেশকালাদ্যাঃ সন্ত্যস্মিন্ সহকারিণঃ ॥ ১৪ ॥

ফলসিদ্ধি অধিকারিসাপেক্ষ। কেন না, দেশ-কালাদি উপায় সকল অধিকারীর সহকারী, সুতরাং উহারা অধিকারীর আশ্রিত। ফল কথা, অধিকারী না হইলে দেশ, কাল প্রভৃতি উপায় দ্বারা কোনরূপ ফললাভের আশা নাই ॥ ১৪ ॥

অতো বিচারঃ কর্ত্তব্যো জিজ্ঞাসোরাত্মবস্তুনঃ।
সমাসাদ্য দয়াসিন্ধুং গুরুং ব্রহ্মবিদুত্তমম্ ॥ ১৫ ॥

করুণানিধি ব্রহ্মজ্ঞ সদ্গুরুকে লাভ করিয়া আত্মপদার্থের বিচার করা আত্মতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু ব্যক্তির অবশ্য কর্ত্তব্য ॥ ১৫ ॥

মেধাবী পুরুষো বিদ্বানূহাপোহবিচক্ষণঃ।
অধিকার্য্যাত্মবিদ্যায়ামুক্তলক্ষণলক্ষিতঃ॥ ১৬॥

যে ব্যক্তি স্মৃতিশক্তিমান্, তর্কাতর্কে বিচক্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত আত্মজ্ঞান-সম্পন্ন, তাদৃশ ব্যক্তিই ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃত অধিকারী বলিয়া নির্ণীত॥ ১৬॥

বিবেকিনোঽবিরক্তস্য শমাদিগুণশালিনঃ।
মুমুক্ষোরেব হি ব্রহ্মজিজ্ঞাসাযোগ্যতা মতা॥ ১৭॥

যে ব্যক্তি বিবেকবান্, বৈরাগ্যসম্পন্ন ও শমদমাদি-গুণযুক্ত, তাদৃশ মুমুক্ষু-জনই ব্রহ্মজিজ্ঞাসু হইবার উপযুক্ত পাত্র॥ ১৭॥

সাধনান্যত্র চত্বারি কথিতানি মনীষিভিঃ।
যেষু সৎস্বেব সন্নিষ্ঠা যদভাবে ন সিধ্যতি॥ ১৮॥

মুনিগণ নিরূপণ করিয়াছেন যে, ব্রহ্মজিজ্ঞাসাসম্বন্ধে সাধন চারি প্রকার। যাহার দেহে সেই সাধন বিরাজ করে, সেই ব্রহ্মনিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় এবং উহা না থাকিলে সিদ্ধিলাভেরও আশা নাই॥ ১৮॥

আদৌ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ পরিগণ্যতে।
ইহামুত্রফলভোগবিরাগস্তদনন্তরম্॥ ১৯॥
শমাদিষট্কসম্পত্তির্মুমুক্ষুত্বমিতি স্ফুটম্।
ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেত্যেবংরূপো বিনিশ্চয়ঃ॥ ২০॥
সোঽয়ং নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ সমুদাহৃতঃ।
তদ্বৈরাগ্যং জিহাসা যা দর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ ২১॥

উপরি-উক্ত সাধন-চতুষ্টয় যথাক্রমে নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক, ইহামুত্র-ফল-ভোগবিরাগ, শমদমাদি ষড়্‌বিধ গুণসম্পত্তি ও মুমুক্ষুত্ব নামে অভিহিত। "দৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, একমাত্র ব্রহ্মই সত্য", এইরূপ জ্ঞানকেই নিত্যানিত্য-বস্তুবিবেক কহে॥ ১৯-২১॥

দেহাদিব্রহ্মপর্য্যন্তে হ্যনিত্যে ভোগবস্তুনি।
বিরজ্য বিষয়ব্রাতাদ্দোষদৃষ্ট্যা মুহুর্ম্মুহুঃ॥ ২২॥

যাবতীয় দেহই অনিত্যভোগ্যপদার্থস্বরূপ। আব্রহ্ম স্তম্ব পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিলে সমস্ত দেহই দোষপূর্ণ বলিয়া লক্ষিত হয়। পুনঃ পুনঃ সেই সমস্ত

দোষ দেখিয়া বিষয়-সমূহে যে বিরাগভাব সমুৎপন্ন হয়, তাহাকেই বিরক্তি কহে॥ ২২॥

স্বলক্ষ্যে নিয়তাবস্থা মনসঃ শম উচ্যতে।
বিষয়েভ্যঃ পরাবর্ত্ত্য স্থাপনং স্বস্বগোলকে॥ ২৩॥
উভয়েষামিন্দ্রিয়াণাং স দমঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
বাহ্যানালম্বনং বৃত্তেরেষোপরতিরুত্তমা॥২৪॥

স্বীয় লক্ষ্যপদার্থে মনের সংযতভাবকেই শম বলা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাম বিষয় হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া স্ব স্ব স্থানে সংস্থিত হইলেই তাহার নাম দম এবং বাহ্যপাদার্থে চিত্তবৃত্তির আলোচনা না থাকিলেই তাহা উপরতি বলিয়া পরিকীর্ত্তিত॥ ২৩-২৪॥

সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকারপূর্ব্বকম্।
চিন্তাবিলাপরহিতং সা তিতিক্ষা নিগদ্যতে॥ ২৫॥

চিন্তা, শোক, বিষাদ প্রভৃতি বিসর্জ্জন পূর্ব্বক সর্ব্বদুঃখসহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে॥ ২৫॥

শাস্ত্রস্য গুরুবাক্যস্য সত্যবুদ্ধ্যবধারণম্।
সা শ্রদ্ধা কথিতা সদ্ভির্যয়া বস্তূপলভ্যতে॥ ২৬॥

শাস্ত্রবাক্যে ও গুরূপদেশে সত্যবুদ্ধি থাকিলেই তাহা সুধীগণ কর্ত্তৃক শ্রদ্ধা বলিয়া পরিগণিত হয়। শ্রদ্ধাবান্ হইলেই পরমপদার্থ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইতে পারা যায়। ২৬॥

সর্ব্বদা স্থাপনং বুদ্ধেঃ শুদ্ধে ব্রহ্মণি নির্ম্মলে।
তৎ সমাধানমিত্যুক্তং ন তু চিত্তস্য চালনম্॥ ২৭॥

নিরন্তর বিমল ব্রহ্মে মতি থাকিলেই তাহাকে সমাধান কহে। নিয়ত চিত্তচালনা হইলে তাহাকে সমাধান বলা যায় না॥ ২৭॥

অহঙ্কারাদিদেহান্তান্ বন্ধানজ্ঞানকল্পিতান্।
স্বস্বরূপাববোধেন মোক্তুমিচ্ছা মুমুক্ষুতা॥ ২৮॥

আত্মস্বরূপের বোধ দ্বারা অহঙ্কারাদি অজ্ঞান-কল্পিত দেহান্তর্গত বন্ধনের মোচনেচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব কহে॥ ২৮॥

মন্দমধ্যমরূপাপি বৈরাগ্যেণ শমাদিনা।
প্রসাদেন গুরোঃ সেয়ং প্রবৃদ্ধা সূয়তে ফলম্॥ ২৯ ॥

মুমুক্ষুত্ব ত্রিবিধ;—উত্তম, মধ্যম ও অধম। মধ্যম বা অধম মুমুক্ষুত্বের অধিকারী হইলেও বৈরাগ্য-সহায়ে শমদমাদিবলে এবং গুরুর প্রসাদে ক্রমে ক্রমে উহা পরিবর্দ্ধিত হয়; সুতরাং শেষে মহাফল প্রদান করিয়া থাকে ॥২৯॥

বৈরাগ্যঞ্চ মুমুক্ষুত্বং তীব্রং যস্য তু বিদ্যতে।
তস্মিন্নেবার্থবন্তঃ স্যুঃ ফলবন্তঃ শমাদয়ঃ॥ ৩০ ॥

বৈরাগ্যাধিক্য ও মুমুক্ষুত্ব জন্মিলেই শমাদিসহায়ে অর্থবান্ ও ফলবান্ হইতে পারে অর্থাৎ বৈরাগ্যনিবন্ধন শমাদিগুণ দ্বারা অণিমাদি প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং মুমুক্ষুত্ব নিবন্ধন শমাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয়॥ ৩০ ॥

এতয়োর্মন্দতা যত্র বিরক্তত্বমুমুক্ষয়োঃ।
মরৌ সলিলবৎ তত্র শমাদের্ভানমাত্রতা॥ ৩১ ॥

বিষয়-বৈরাগ্য ও মুমুক্ষুত্ব না থাকিলে মরুক্ষেত্রে জলের ন্যায় সেই ব্যক্তিতে শমাদিসম্বন্ধীয় কথা বলা বৃথা কল্পনামাত্র হইয়া থাকে॥ ৩১ ॥

মোক্ষকারণসামগ্র্যাং ভক্তিরেব গরীয়সী।
স্বস্বরূপানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥ ৩২ ॥

যত কিছু মুক্তির কারণ আছে, একমাত্র ভক্তিই তন্মধ্যে গরীয়সী। সুধীগণ বলিয়া থাকেন যে, স্বরূপের অনুসন্ধানই ভক্তি বলিয়া পরিগণিত॥ ৩২।

স্বাত্মতত্ত্বানুসন্ধানং ভক্তিরিত্যপরে জগুঃ।
উক্তসাধনসম্পন্নস্তত্ত্বজিজ্ঞাসুরাত্মনঃ॥ ৩৩ ॥

কাহারও মতে আত্মতত্ত্বানুসন্ধানই ভক্তি বলিয়া গণনীয়। ফল কথা, যিনি যেরূপ মতই প্রকাশ করুন না কেন, সাধন-চতুষ্টয়বান্ হওয়াই আত্মতত্ত্বজিজ্ঞাসুর সর্ব্বথা বিধেয়। কারণ, তদ্ব্যতীত মোক্ষমার্গে যত্ন করা বৃথা॥ ৩৩ ॥

উপসীদেৎ গুরুং প্রাজ্ঞং যস্মাদ্বন্ধবিমোক্ষণম্।
শ্রোত্রিয়োঽবৃজিনোঽকামহতো যো ব্রহ্মবিত্তমঃ॥ ৩৪ ॥

যিনি জ্ঞানবান্, বেদবেত্তা, নিষ্কলুষ, কামবর্জ্জিত, ব্রহ্মবিদগণের বরেণ্য

সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ করিতে সমর্থ, শিষ্য তাদৃশ গুরু-সকাশে উপনীত হইয়া তদারাধনা করত তাঁহাকে প্রসন্ন করিবে ॥ ৩৪ ॥

ব্রহ্মণ্যুপরতঃ শান্তো নিরিন্ধন ইবানলঃ।
অহেতুকদয়াসিন্ধুর্বন্ধুরানমতাং সতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তমারাধ্য গুরুং ভক্ত্যা প্রাহ্বপ্রশ্রয়সেবনৈঃ।
প্রসন্নং তমনুপ্রাপ্য পৃচ্ছেৎ জ্ঞাতব্যমাত্মনঃ ॥ ৩৬ ॥

পরে সেই পরব্রহ্মগতৈকপ্রাণ, শান্তিগুণশীল, কাষ্ঠহীন নির্ম্মল অগ্নিসন্নিভ, অহেতুককৃপানিধি, ভক্ত ও সাধুর মিত্রস্বরূপ গুরুদেবকে ভক্তিসহকারে উপাসনা করিয়া নম্রতা, বিনয় ও শমাদি দ্বারা প্রসন্ন করিবে এবং তাঁহার অনুবর্ত্তী হইয়া আপনার মনোগত বক্তব্য ও জ্ঞাতব্য আত্মজ্ঞানবিষয়ক প্রশ্ন করিবে ॥ ৩৫-৩৬ ॥

স্বামিন্নমস্তে নতলোকবন্ধো! কারুণ্যসিন্ধো! পতিতং ভবাব্ধৌ।
মামুদ্ধরাত্মীয়কটাক্ষদৃষ্ট্যা, ঋজ্বাতিকারুণ্যসুধাভিবৃষ্ট্যা ॥ ৩৭ ॥

হে প্রভো! আপনাকে প্রণাম। হে প্রণতজনবন্ধো! হে দয়াসাগর! আমি ভবার্ণবে নিমগ্ন হইয়াছি, আপনার সরলদয়াপূর্ণ অমৃতবর্ষী অমোঘ নেত্রপাত দ্বারা আমাকে পরিত্রাণ করুন ॥ ৩৭ ॥

দুর্ব্বারসংসার-দবাগ্নিতপ্তং, দোধূয়মানং দুরদৃষ্টবাতৈঃ।
ভীতং প্রপন্নং পরিপাহি মৃত্যোঃ, শরণ্যমন্যদ্‌যদহং ন জানে ॥ ৩৮ ॥

আমি অনিবার্য্য ভবাগ্নিতে দগ্ধ এবং দুরদৃষ্টবাতে মুহুর্ম্মুহুঃ কম্পিত ও বিত্রস্ত হইয়া আপনার আশ্রিত হইয়াছি। আমাকে মৃত্যুমুখ হইতে উদ্ধার করুন। আপনিই আমার একমাত্র রক্ষক; আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও জানি না ॥ ৩৮ ॥

শান্তা মহান্তো নিবসন্তি সন্তো, বসন্তবল্লোকহিতং চরন্তঃ।
তীর্ণাঃ স্বয়ং ভীমভবার্ণবং জনানহেতুনান্যানপি তারয়ন্তঃ ॥ ৩৯ ॥

শান্ত, মহৎ সাধুরা বসন্তঋতুর ন্যায় মানবগণের উপকারসাধন করেন। তাঁহারা স্বয়ং ভীষণ সংসারসাগর পার হইয়াছেন এবং অন্যান্য পারেচ্ছু ব্যক্তিগণকেও নিষ্কামভাবে উদ্ধার করেন ॥ ৩৯ ॥

অয়ং স্বভাবঃ স্বত এব যৎ পরশ্রমাপনোদপ্রবণং মহাত্মনাম্।
সুধাংশুরেব স্বয়মর্ককর্কশপ্রভাভিতপ্তামবতি ক্ষিতিং কিল ॥ ৪০ ॥

স্বয়ং সুধাংশু যেমন দিবাকর-কর-সন্তপ্ত ক্ষিতিতল শীতল করিয়া থাকেন, তদ্রূপ অন্যের কষ্ট দূর করা মহাত্মাদিগের স্বতঃসিদ্ধ স্বভাব, মহাপুরুষেরা যেখানে বিদ্যমান থাকেন, তথাকার অনিষ্ট স্বয়ংই অন্তর্হিত হয় ॥ ৪০ ॥

ব্রহ্মানন্দরসানুভূতিকলিতৈঃ পূতৈঃ সুশীতৈর্যুতৈ-
র্যুষ্মৎবাক্কলসোজ্‌ঝিতৈঃ শ্রুতিসুখৈর্ব্বাক্যামৃতৈঃ সেচয়।
সন্তপ্তং ভবতাপদাবদহনজ্বালাভিরেনং প্রভো!
ধন্যাস্তে ভবদীক্ষণক্ষণগতেঃ পাত্রীকৃতাঃ স্বীকৃতাঃ ॥ ৪১ ॥

হে প্রভো! ভবতাপরূপ দাবাগ্নি-জ্বালাতে জ্বলিত এই ভক্তলোককে আপনি ব্রহ্মানন্দরসের অনুভবহেতু প্রকাশিত বিশুদ্ধ সুশীতল সদ্‌গুণশালী শ্রীমুখরূপ কলসোৎসৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের প্রীতিকর স্বীয় বাক্য-সুধাবারিসেচন দ্বারা পরিত্রাণ করুন। যাঁহারা ভবদীয় ক্ষণিক দৃষ্টিপাত লাভ পূর্ব্বক সৎপাত্ররূপে গণ্য হন, তাঁহারা ধন্য। ৪১।

কথং তরেয়ং ভবসিন্ধুমেতং, কা বা গতির্মে কতমোঽস্ত্যুপায়ঃ।
জানে ন কিঞ্চিৎ কৃপয়াঽব মাং প্রভো, সংসারদুঃখক্ষতিমাতনুষ্ব ॥ ৪২ ॥

হে ভগবন্! ভবপারাবার কিরূপে পার হইব, আমার উপায় কি হইবে এবং যাহাতে সংসার-দুঃখবিমোচন হয়, তাহার উপায় কি, তাহা আমি কিছুমাত্র বিদিত নহি; অতএব আপনি আমাকে করুণা করিয়া পরিত্রাণ করুন ॥ ৪২ ॥

তথা বদন্তং শরণাগতং স্বং, সংসারদাবানলতাপতপ্তম্।
নিরীক্ষ্য কারুণ্যরসার্দ্রদৃষ্ট্যা, দদ্যাদভীতিং সহসা মহাত্মা ॥ ৪৩ ॥

মহাত্মা গুরু ঐরূপ জিজ্ঞাসু, আশ্রিত এবং ভবদাবাগ্নিতাপে সন্তপ্ত নিজ শিষ্যকে কারুণ্যরসাভিষিক্ত দৃষ্টি দ্বারা দর্শন করিয়া অন্তে অভয় প্রদান করেন ॥ ৪৩ ॥

বিদ্বান্ স তস্মা-উপসত্তিমীয়ুষে, মুমুক্ষবে সাধু যথোক্ত-কারিণে।
প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়, তত্ত্বোপদেশং কৃপয়ৈব কুর্য্যাৎ ॥ ৪৪ ॥

বিদ্বান্ মহাত্মা গুরু নম্রতাদিগুণশীল, মুমুক্ষু, মোক্ষের সাধনোচিত-কর্ম্মকারী, প্রশান্তমনা, শমগুণযুক্ত ও সুপাত্র শিষ্যকে করুণা করিয়া তত্ত্বোপদেশ দিবেন॥ ৪৪॥

মা ভৈষ্ট বিদ্বংস্তব নাস্ত্যপায়ঃ, সংসারসিন্ধোস্তরণেঽস্ত্যপায়ঃ।
যেনৈব যাতা যতয়োঽস্য পারং, তমেব মার্গং তব নির্দ্দিশামি॥ ৪৫॥

হে বিচক্ষণ! তুমি ভয় করিও না। তোমার ধ্বংস নাই। ভবার্ণব-তরণের উপায় আছে। যোগীরা যে পথ আশ্রয় করত ইহার পারপ্রাপ্ত হইয়াছেন, তাহা আমি ত্বৎসকাশে ব্যক্ত করিব॥ ৪৫॥

অস্ত্যপায়ো মহান্ কশ্চিৎ সংসারভয়নাশনঃ।
তেন তীর্ত্ত্বা ভবাম্ভোধিং পরমানন্দমাপ্স্যসি॥ ৪৬॥

সংসারভয়নাশক কোন অসামান্য উপায় বিদ্যমান আছে, সেই উপায় অবলম্বন করিয়া তুমি ভবসাগর পার হইয়া ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হইবে॥৪৬॥

বেদান্তার্থবিচারেণ জায়তে জ্ঞানমুত্তমম্।
তেনাত্যন্তিকসংসারদুঃখনাশো ভবত্যনু॥ ৪৭॥

বেদান্তের তাৎপর্য্য অনুশীলনক্রমে সমীচীন জ্ঞান হয়; সেই জ্ঞান দ্বারা আত্যন্তিক ভবদুঃখের ধ্বংস হয়॥ ৪৭॥

শ্রদ্ধাভক্তিধ্যানযোগান্মুমুক্ষোর্ম্মুক্তের্হেতূন্ বক্তি সাক্ষাচ্ছ্রুতের্গীঃ।
যো বা এতেষ্বেব তিষ্ঠত্যমুষ্য, মোক্ষোঽবিদ্যাকল্পিতাদ্দেহবন্ধাৎ॥৪৮॥

শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ধ্যান-যোগাদিই মুমুক্ষুজনের মোক্ষের কারণ; অতএব যে ব্যক্তি এই শ্রদ্ধা-ভক্তি-ধ্যান-যোগাদি অর্থাৎ আসন, প্রাণসংরোধ, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি, এই ষড়ঙ্গযোগ আশ্রয় করেন, তিনি অবিদ্যাকল্পিত শরীরবন্ধন হইতে উত্তীর্ণ হন, শ্রুতিতে ইহা লিখিত আছে॥ ৪৮॥

অজ্ঞানযোগাৎ পরমাত্মনস্তব, হ্যনাত্মবন্ধস্তত এব সংসৃতিঃ।
তয়োর্ব্বিবেকোদিতবোধবহ্নিরজ্ঞানকার্য্যং প্রদহেৎ সমূলম্॥ ৪৯॥

তুমি পরমাত্মস্বরূপ। তোমার অজ্ঞানসংযোগজনিত অনাত্মপদার্থে আত্ম-বন্ধন হইয়াছে এবং সেই বন্ধনহেতু ভবসন্তাপ ঘটিয়াছে। আত্মা কি ও

অনাত্মা কি, এই দুইটির বিচার দ্বারা সতত জ্ঞানরূপ অনল সেই অজ্ঞানকর্দ্দমকে মূলের সহিত ভস্মীভূত করে॥ ৪৯ ॥

শিষ্য উবাচ।

কৃপয়া শ্রূয়তাং স্বামিন্! প্রশ্নোঽয়ং ক্রিয়তে ময়া।
যদুত্তরমহং শ্রুত্বা কৃতার্থঃ স্যাং ভবন্মুখাৎ॥ ৫০ ॥

শিষ্য বলিলেন, হে প্রভো! আমি যে প্রশ্ন করিতেছি, করুণা করিয়া অবধান করুন। ভবদীয় বদনবিনির্গত যাহার উত্তর শুনিয়া আমি চরিতার্থ হইব॥ ৫০ ॥

কো নাম বন্ধঃ কথমেষ আগতঃ, কথং প্রতিষ্ঠাস্য কথং বিমোক্ষঃ।
কোঽসাবনাত্মা পরমঃ ক আত্মা, তয়োর্ব্বিবেকঃ কথমেতদুচ্যতাম্॥ ৫১ ॥

বন্ধন কি, বন্ধন কিরূপে উপস্থিত হয় ও কিরূপে স্থিত হয়? সেই বন্ধনবিমুক্তিই বা কিরূপে হইয়া থাকে? অনাত্মা কি? জীবাত্মা কি? পরমাত্মা কি? আর জীবাত্মা ও পরমাত্মার ভেদ-বিচার কি? এই সমস্ত করুণা করিয়া প্রকাশ করুন্॥ ৫১ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

ধন্যোঽসি কৃতকৃত্যোঽসি পাবিতং তে কুলং ত্বয়া।
যদবিদ্যাবন্ধমুক্ত্যা ব্রহ্মীভবিতুমিচ্ছসি॥ ৫২ ॥

গুরু বলিলেন, তুমি ধন্য ও চরিতার্থ। আজি তোমা হইতে তোমার বংশ পবিত্র হইল; কেন না, অবিদ্যাজন্য যে জীবের বন্ধন ঘটে, সেই বন্ধনবিমোচন দ্বারা ব্রহ্মভাব লাভ করিতে তুমি বাসনা করিতেছ॥ ৫২ ॥

ঋণমোচনকর্ত্তারঃ পিতুঃ সন্তি সুতাদয়ঃ।
বন্ধমোচনকর্ত্তা তু স্বস্মাদন্যো ন কশ্চন॥ ৫৩ ॥

পুত্রগণ শ্রাদ্ধ ও তর্পণ দ্বারা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন; কিন্তু স্বীয় বন্ধন-মোচনকারী নিজে ভিন্ন অন্য কেহ হয় না॥ ৫৩ ॥

মস্তকন্যস্তভারাদের্দুঃখমন্যৈর্নিবার্য্যতে।
ক্ষুধাদিকৃতদুঃখন্তু বিনা স্বেন ন কেনচিৎ॥ ৫৪ ॥

মস্তকে প্রদত্ত ভারাদিজন্য দুঃখ অন্য কর্ত্তৃক প্রশান্ত হয়, কিন্তু ক্ষুত্তৃষ্ণাদি-জনিত কষ্ট নিজের চেষ্টা দ্বারা ভোজনাদি ভিন্ন অন্য কোন উপায়ে প্রশমিত হয় না। ॥ ৫৪ ॥

পথ্যমৌষধসেবা চ ক্রিয়তে যেন রোগিণা।
আরোগ্যসিদ্ধির্দ্দৃষ্টাস্য নান্যানুষ্ঠিতকর্ম্মণা ॥ ৫৫ ॥

যে পীড়িত ব্যক্তি কর্ত্তৃক পথ্য ও ঔষধাদি সেবিত হয়, তাহার আরোগ্য-লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীত কোন কার্য্য করিলে আরোগ্যপ্রাপ্তি হয় না ॥ ৫৫ ॥

বস্তুস্বরূপং স্ফুটবোধচক্ষুষা, স্বেনৈব বেদ্যং ন তু পণ্ডিতেন।
চন্দ্রস্বরূপং নিজচক্ষুষৈব, জ্ঞাতব্যমন্যৈরবগম্যতে কিম্ ॥ ৫৬ ॥

যেরূপ চন্দ্রের স্বরূপদর্শন স্বীয় নেত্র ব্যতীত অপর ইন্দ্রিয় দ্বারা সম্ভব হয় না, তদ্রূপ বস্তুর স্বরূপবোধ (ব্রহ্মপদার্থের জ্ঞানলাভ করা) নিজ স্ফুটিত জ্ঞানরূপ-নেত্র দ্বারা হয়, কেবল শাস্ত্রবেত্তা হইলেই হয় না ॥ ৫৬ ॥

অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিপাশবন্ধং বিমোচিতুম্।
কঃ শক্নুয়াদ্বিনাত্মানং কল্পকোটিশতৈরপি ॥ ৫৭ ॥

আত্মপ্রযত্ন ভিন্ন শতকোটিকল্পেও কেহ অবিদ্যাকামকর্ম্মাদিরূপ পাশবন্ধন ছেদন করিতে সক্ষম হয় না ॥ ৫৭॥

ন যোগেন ন সাংখ্যেন কর্ম্মণা নো ন বিদ্যয়া।
ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধেন মোক্ষঃ সিধ্যতি নান্যথা ॥ ৫৮ ॥

যোগ দ্বারা মোক্ষ হয় না অথবা সাংখ্য দ্বারা, কর্ম্ম দ্বারা এবং শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারাও হয় না, কেবল ব্রহ্ম ও জীব, এই উভয়ের একত্বজ্ঞান দ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়, সন্দেহ নাই ॥ ৫৮ ॥

বীণায়া রূপসৌন্দর্য্যং তন্ত্রীবাদনসৌষ্ঠবম্।
প্রজারঞ্জনমাত্রং তন্ন সাম্রাজ্যায় কল্পতে ॥ ৫৯ ॥

বীণাযন্ত্রের আকার ও মনোহর তারের লয়-তান-বাদনক্রমে মানবেরা জনরঞ্জন দ্বারা প্রশংসাপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু তাহা সাম্রাজ্যলাভের কারণ হয় না ॥ ৫৯ ॥

বাগ্বৈখরী শব্দঝরী শাস্ত্রব্যাখ্যানকৌশলম্।
বৈদুষ্যং বিদুষাং তদ্বদ্ভুক্তয়ে ন তু মুক্তয়ে॥ ৬০॥

যেমন বাগ্বৈখরী ও শব্দঝরী ইত্যাদি বাক্যসমূহ শাস্ত্রব্যাখ্যা-বিষয়ে কৌশলমাত্র, তদ্রূপ পণ্ডিতদিগের পাণ্ডিত্য-প্রকাশ ভোগের জন্য, কিন্তু মোক্ষের জন্য নহে॥ ৬০॥

অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা।
বিজ্ঞাতেঽপি পরে তত্ত্বে শাস্ত্রাধীতিস্তু নিষ্ফলা॥ ৬১॥

পরমতত্ত্ব বিদিত হইতে না পারিলে শাস্ত্রাধ্যয়ন বৃথা এবং পরমতত্ত্ববোধ স্থির হইলে আর অধ্যয়নে কি প্রয়োজন, অর্থাৎ ব্রহ্মকে সম্যক্ বিদিত হইলে আর বেদাদিশাস্ত্র জ্ঞাত হইবার আবশ্যক নাই॥ ৬১॥

শব্দজালং মহারণ্যং চিত্তভ্রমণকারণম্।
অতঃ প্রযত্নাৎ জ্ঞাতব্যং তত্ত্বজ্ঞাৎ তত্ত্বমাত্মনঃ॥ ৬২॥

শাস্ত্রসকল চিত্তভ্রমের কারণ বৃহৎকাননস্বরূপ, এই কারণ তত্ত্বজ্ঞ হইতে সযত্নে আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য॥ ৬২॥

অজ্ঞানসর্পদষ্টস্য ব্রহ্মজ্ঞানৌষধং বিনা।
কিমু বৈদ্যৈশ্চ শাস্ত্রৈশ্চ কিমু মন্ত্রৈঃ কিমৌষধৈঃ॥ ৬৩॥

অজ্ঞানরূপ ভুজঙ্গদষ্ট ব্যক্তি ব্রহ্মজ্ঞানরূপ ঔষধ ব্যতীত কি বৈদ্য, কি শাস্ত্র, কি মন্ত্র, কি ঔষধ, কিছুতেই পরিত্রাণ পায় না॥ ৬৩॥

ন গচ্ছতি বিনা পানং ব্যাধিরৌষধশব্দতঃ।
বিনা পরোক্ষানুভবং ব্রহ্মশব্দৈর্ন মুচ্যতে॥ ৬৪॥

যেমন ব্যাধি ঔষধসেবন ব্যতীত কেবল ঔষধ ঔষধ উচ্চারণ দ্বারা ধ্বংস হয় না, তদ্রূপ আত্মতত্ত্বানুভবরূপ ব্রহ্মভাব ব্যতীত কেবল 'ব্রহ্ম ব্রহ্ম' বা 'অহং ব্রহ্ম' প্রভৃতি বাক্যকথন দ্বারা মুক্তভাব ঘটে না॥ ৬৪॥

অকৃত্বা দৃশ্যবিলয়মজ্ঞাত্বা তত্ত্বমাত্মনঃ।
বাক্‌শব্দৈঃ কুতো মুক্তিরুক্তিমাত্রফলৈর্নৃণাম্॥৬৫॥

দৃশ্য পাঞ্চভৌতিক পদার্থের বিলয় ব্যতীত এবং আত্মতত্ত্বের অনুভব ব্যতীত কেবল কথামাত্র ফল, অথচ কোন কর্ম্মেরই নহে, এরূপ বাহ্যশব্দাড়ম্বর দ্বারা কি মনুষ্যগণের মোক্ষলাভ হয়? ৬৫ ॥

অকৃত্বা শত্রুসংহারমগত্বাখিলভূশ্রিয়ম্।
রাজাহমিতি শব্দান্নো রাজা ভবিতুমর্হতি ॥ ৬৬ ॥

শত্রুবধ না করিয়া ও নিখিল ধরণীর ধনরত্নাদি ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত না হইয়া স্বয়ং আপনাকে নৃপতি বলিলে কি রাজা হওয়া যায়? ৬৬ ॥

আপ্তোক্তিং খননং তথোপরি শিলাদ্যুৎকর্ষণং স্বীকৃতং,
নিক্ষেপঃ সমপেক্ষতে ন হি বহিঃ শব্দৈস্তু নির্গচ্ছতি।
তদ্বদ্‌ব্রহ্মবিদোপদেশমননধ্যানাদিভির্লভ্যতে,
মায়াকার্য্যতিরোহিতং স্বমমলং তত্ত্বং ন দুর্যুক্তিভিঃ ॥ ৬৭ ॥

গুপ্তধন-আবিষ্কারবিষয়ে বিশ্বস্ত লোকের বাক্য, মৃত্তিকাখনন, শিলাদি-ভেদন ও উৎক্ষেপণ প্রভৃতি যেমন অপেক্ষা করে, কিন্তু অনভিজ্ঞ ব্যক্তির বৃথা বাগাড়ম্বরের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে কোন ফল হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিদ্ জ্ঞানীর উপদেশে মনন-ধ্যানাদি যোগানুষ্ঠান দ্বারা মায়াকার্য্যবর্জ্জিত নিজ বিমল আত্মতত্ত্ব লাভ হয়, কিন্তু কুৎসিত ব্যক্তির কুযুক্তি অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্য করিলে কদাচ কোন ফল হয় না অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মে অভেদ-জ্ঞান বোধগম্য হয় না ॥ ৬৭ ॥

তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন ভববন্ধবিমুক্তয়ে।
স্বৈরেব যত্নঃ কর্ত্তব্যো রোগাদাবিব পণ্ডিতৈঃ ॥ ৬৮ ॥

সুতরাং পণ্ডিতেরা যেমন উৎকট পীড়ার উপশমার্থ সযত্নে ঔষধ সেবন করেন, তদ্রূপ সংসারবন্ধনরূপ ভীষণ রোগের প্রশমনার্থ স্ব স্ব যত্ন দ্বারা পরম-তত্ত্বরূপ মহৌষধ সেবন করা সর্ব্বথা বিধেয় ॥ ৬৮ ॥

যস্ত্বয়াদ্য কৃতঃ প্রশ্নো বরীয়াঞ্ছাস্ত্রবিন্মতঃ।
সূত্রপ্রায়ো নিগূঢ়ার্থো জ্ঞাতব্যশ্চ মুমুক্ষুভিঃ ॥ ৬৯ ॥

অদ্য তুমি শাস্ত্রজ্ঞগণের সম্মত সূত্রের ন্যায় নিগূঢ়তাৎপর্য্যবিশিষ্ট মনোহর প্রশ্ন করিয়াছ, ইহা মোক্ষেচ্ছুদিগের জানিবার উপযুক্ত বিষয় ॥ ৬৯ ॥

শৃণুষ্বাবহিতো বিদ্বন্ যন্ময়া সমুদীর্য্যতে।
তদেতচ্ছ্রবণাৎ সদ্যো ভববন্ধাদ্বিমোক্ষ্যসে॥ ১০॥

হে বিদ্বন্! আমি যাহা বলি, অবহিতভাবে শ্রবণ কর। ইহা শুনিলে আশু সংসারবন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবে॥ ১০॥

মোক্ষস্য হেতুঃ প্রথমো নিগদ্যতে, বৈরাগ্যমত্যন্তমনিত্যবস্তুষু।
ততঃ শমশ্চাপি দমস্তিতিক্ষা, ন্যাসঃ প্রসক্তাখিলকর্ম্মণাং ভৃশম্॥ ১১॥

অনিত্য পদার্থে যে অত্যন্ত বৈরাগ্য, তাহাই মুক্তির প্রথম কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হয়; পরে শম, দম, তিতিক্ষা এবং সমস্ত কর্ম্মের অত্যর্থ অনুরাগত্যাগ, ইহারাও ক্রমান্বয়ে মুক্তির কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে॥ ১১॥

ততঃ শ্রুতিস্তন্মননং স তত্ত্বধ্যানং চিরং নিত্যনিরন্তরং মুনেঃ।
ততো বিকল্পং পরমেত্য বিদ্বানিহৈব নির্ব্বাণসুখং সমৃচ্ছতি॥ ১২॥

পরমার্থনিষ্ঠ ব্যক্তি প্রথমতঃ তত্ত্ব শ্রবণ করিবেন; তদনন্তর তাহা মনন করিবেন; পরে প্রত্যহ বহুদিন বিচ্ছেদশূন্য হইয়া ধ্যানাদি দ্বারা তত্ত্ব অভ্যাস করিবেন। অবশেষে যখন সর্ব্বসঙ্কল্পহীন হইবেন, তখন তিনি ইহলোকেই নির্ব্বাণসুখ প্রাপ্ত হইবেন॥ ১২॥

যদ্বোদ্ধব্যং তবেদানীমাত্মানাত্মবিবেচনম্।
তদুচ্যতে ময়া সম্যক্ শ্রুত্বাত্মন্যবধারয়॥ ১৩॥

অধুনা আত্মা এবং অনাত্মা, এই উভয়ের নিত্যানিত্যবিচার যাহা তুমি অবগত হইতে ইচ্ছা করিয়াছ, তাহা সম্যক্ বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ পূর্ব্বক আপনাতে আত্মতত্ত্ব নিশ্চয় কর॥ ১৩॥

মজ্জাস্থিমেদঃপলরক্তশুক্ররসাহ্বয়ৈর্ধাতুভিরন্বিতং তৎ।
পাদোরুবক্ষোভুজপৃষ্ঠমস্তকৈরঙ্গৈরুপাঙ্গৈরুপযুক্তমেতৎ॥ ১৪॥
অহং মমেতি প্রথিতং শরীরং, মোহাস্পদং স্থূলমিতীর্য্যতে বুধৈঃ।
নভোনভস্বদ্দহনাম্বুভূময়ঃ, সূক্ষ্মাণি ভূতানি ভবন্তি তানি॥ ১৫॥

মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, শোণিত, শুক্র এবং রস এই সমস্ত সংজ্ঞাবিশিষ্ট, পাদ, উরু, বক্ষ, বাহু, পৃষ্ঠ, মস্তক প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গযুক্ত, আমি ও আমার

এই প্রকারে প্রসিদ্ধ মোহের আধারস্বরূপ যে দেহ, তাহাকে পণ্ডিতগণ স্থূলদেহ বলেন। আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও ক্ষিতি এই সমস্ত সূক্ষ্মভূত ॥ ৭৪-৭৫ ॥

পরস্পরাংশৈর্ম্মিলিতানি ভূত্বা, স্থূলানি চ স্থূলশরীরহেতবঃ।
মাত্রাস্তদীয়া বিষয়া ভবন্তি, শব্দাদয়ঃ পঞ্চ সুখায় ভোক্তুঃ ॥ ৭৬ ॥

ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত পরস্পরাংশে পরস্পর একত্র হইয়া স্থূলরূপ ধরিয়া স্থূলদেহের হেতু হয় এবং তৎসম্বন্ধীয় অংশস্বরূপ শব্দাদি পঞ্চ বিষয় ভোক্তার আনন্দের কারণ হইয়া থাকে ॥ ৭৬ ॥

য এষু মূঢ়া বিষয়েষু বদ্ধা, রাগোরুপাশেন সুদুর্দ্দমেন।
আয়ান্তি নির্যান্ত্যধ ঊর্দ্ধমুচ্চৈঃ, স্বকর্ম্মদূতেন জবেন নীতাঃ ॥ ৭৭॥

যে সকল মূর্খ দুশ্ছেদ্য বিষয়ানুরাগরূপ মহাবন্ধন দ্বারা বিষয়ে বন্দীভূত, তাহারা নিজ কর্ম্মস্বরূপ দূত কর্ত্তৃক সবলে গৃহীত হইয়া কখন স্বর্গে, কখন নরকে, কখন পৃথিবীতে পতিত হয় এবং পুনঃ পুনঃ জন্ম-মরণ-গতাগত-গতি-গত হইয়া ভ্রমণ করে ॥ ৭৭ ॥

শব্দাদিভিঃ পঞ্চভিরেব পঞ্চ, পঞ্চত্বমাপুঃ স্বগুণেন বদ্ধাঃ।
কুরঙ্গমাতঙ্গপতঙ্গমীনভৃঙ্গা নরঃ পঞ্চভিরঞ্চিতঃ কিম্ ॥ ৭৮ ॥

মৃগ, গজ, পতঙ্গ, মীন এবং ভ্রমর ইহাদের শব্দাদি পঞ্চবিষয় কর্ত্তৃক নিজ গুণ দ্বার বদ্ধ হইয়া, যখন প্রত্যেকে এক এক গুণ গ্রহণ বশতঃ প্রত্যেকের প্রাণ নষ্ট হইতেছে অর্থাৎ মৃগ শব্দগুণে, গজ স্পর্শগুণে, পতঙ্গ রূপগুণে, মীন রসগুণে এবং ভ্রমর গন্ধগুণে বন্দী হইয়া মরিতেছে, তখন মনুষ্যের একাধারে ঐ পঞ্চ গুণে আসক্ত হইয়া যে পঞ্চত্ব হইতে ত্রাণ পাইবে, তাহা সম্ভব নহে ॥ ৭৮ ॥

দোষেণ তীব্রো বিষয়ঃ কৃষ্ণসর্পবিষাদপি।
বিষং নিহন্তি ভোক্তারং দ্রষ্টারং চক্ষুষাপ্যয়ম্ ॥ ৭৯ ॥

বিষয়-পদার্থ দোষাংশে কালসর্পবিষাপেক্ষাও তীব্র; কেন না, বিষ যে সেবন করে, সেই বিনষ্ট হয়; কিন্তু বিষয়রূপ যে বিষ, তাহা কেবল দর্শন দ্বারা দর্শকের নাশসাধনে সক্ষম হয় ॥ ৭৯ ॥

বিষয়াশামহাপাশাদ্যো বিমুক্তঃ সুদুস্ত্যজাৎ।
স এব কল্পতে মুক্ত্যৈ নান্যঃ ষট্‌শাস্ত্রবেত্ত্যপি ॥ ৮০ ॥

যে ব্যক্তি অত্যন্ত দুস্ত্যজ বিষয়বাসনারূপ মহাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্মসাযুজ্যলাভে সক্ষম ; নচেৎ ষড়্‌দর্শনজ্ঞ হইলেও বাসনা বিদ্যমানে মোক্ষাধিকারে অধিকারী হইতে পারে না ॥ ৮০ ॥

আপাতবৈরাগ্যবতো মুমুক্ষূন্, ভবাব্ধিপারং প্রতিযাতুমুদ্যতান্।
আশাগ্রহো মজ্জয়তেঽন্তরালে, নিগৃহ্য কণ্ঠে বিনিবর্ত্ত্য বেগাৎ ॥ ৮১ ॥

আপাততঃ বৈরাগ্যবান্ ও ভবপারাবারগমনোদ্যত মুমুক্ষুদিগকে আশারূপ কুম্ভীর তাহাদিগের কণ্ঠে ধরিয়া সবলে বেগে প্রত্যাবৃত্ত করত সংসার-সাগরে নিমজ্জিত করে ॥ ৮১ ॥

বিষয়াখ্যগ্রহো যেন সুবিরক্ত্যসিনা হতঃ।
স গচ্ছতি ভবাম্ভোধেঃ পারং প্রত্যূহবর্জ্জিতঃ ॥ ৮২ ॥

যিনি মনোহর বৈরাগ্যরূপ অসি দ্বারা বিষয়নামক হিংস্র জলজীবকে ধ্বংস করিয়াছেন, তিনিই নিরাপদে ভবসাগর পার হইতে সক্ষম হইয়াছেন ॥ ৮২ ॥

বিষমবিষয়মার্গৈর্গচ্ছতোঽনচ্ছবুদ্ধেঃ,
প্রতিপদমভিযাতো মৃত্যুরপ্যেষ সিদ্ধঃ।
হিতসুজনগুরূক্ত্যা গচ্ছতঃ স্বস্য যুক্ত্যা,
প্রভবতি ফলসিদ্ধিঃ সত্যমিত্যেব বিদ্ধি ॥ ৮৩ ॥

বিষমবিষয়মার্গগমনশীল অপরিণামদর্শী লোকের প্রতি পদে পদে লোক-বিদিত মৃত্যু আসিয়া পুরোভাগে উপস্থিত হয়, কিন্তু যিনি সদ্‌গুরুর বাক্য গ্রহণ পূর্ব্বক স্বকীয় আত্মযোগাবলম্বন করত ধর্ম্মমার্গে পদনিক্ষেপ করেন, তাঁহার নিশ্চয় ফলসিদ্ধি হয় অর্থাৎ তিনিই নিঃসন্দেহ মুক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

মোক্ষস্য কাঙ্ক্ষা যদি বৈ তবাস্তি, ত্যজাতিদূরাদ্বিষয়ান্ বিষং যথা।
পীযূষবত্তোষদয়াক্ষমার্জ্জবপ্রশান্তিদান্তীর্ভজ নিত্যমাদরাৎ ॥ ৮৪ ॥

যদি তোমার মুক্তিপদে বাসনা থাকে, তাহা হইলে অতিদূর হইতে বিষের স্থায় বিষয়সমূহ পরিত্যাগ কর এবং সন্তোষ, দয়া, ক্ষমতা, সাধুতা, শান্তি ও দান্তি, এই সকল সাদরে সুধার ন্যায় সেবা কর ॥ ৮৪ ॥

অনুক্ষণং যৎ পরিহৃত্য কৃত্যমনাদ্যবিদ্যাকৃতবন্ধমোক্ষণম্।
দেহঃ পরার্থোঽয়মমুষ্য পোষণে, যঃ সজ্জতে স স্বমনেন হন্তি ॥৮৫॥

সর্ব্বদা বিষয়বিষেচ্ছাহীন হইয়া অনাদি অবিদ্যাকৃত দেহপাশ বিমোচন করা বিধেয়। এই দেহ পরার্থসাধন অর্থাৎ স্বার্থবর্জ্জিত, অনাদি অবিদ্যাজনিত বন্ধনমুক্তির চেষ্টা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি দ্রষ্টা, এইরূপে পোষণাদি কর্ম্ম দ্বারা এই দেহে কর্ত্তৃত্বাভিমান করে, সে পোষণাদি কর্ম্মানুরাগনিবন্ধন আপনাকে (আত্মাকে) ধ্বংস করে ॥ ৮৫ ॥

শরীরপোষণার্থী সন্ য আত্মানং দিদৃক্ষতি।
গ্রাহং দারুধিয়া ধৃত্বা নদীং তর্ত্তুং স গচ্ছতি ॥ ৮৬ ॥

যে ব্যক্তি দেহপোষণ-প্রত্যাশাকে অবলম্বন পূর্ব্বক আত্মাকে দেখিতে ইচ্ছা করে, সে ব্যক্তি কাষ্ঠভ্রমে কুম্ভীর ধরিয়া নদী পার হইতে বাঞ্ছা করে ॥ ৮৬ ॥

মোহ এব মহামৃত্যুর্ম্মুমুক্ষোর্ব্বপুরাদিষু।
মোহো বিনির্জ্জিতো যেন স মুক্তিপদমর্হতি ॥ ৮৭ ॥

মুমুক্ষুগণের দেহাদিতে যে মোহ অর্থাৎ 'আমি দেহ' ইত্যাকার যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিই মহামৃত্যুস্বরূপ; সুতরাং ঐ মোহকে বিশেষরূপে জয় করিতে পারিলেই অর্থাৎ আমি দেহাদি নহি, চিদাত্মস্বরূপ, এই জ্ঞানে স্থিত হইলেই মুক্তিপদ লাভ করা যায় ॥ ৮৭ ॥

মোহং জহি মহামৃত্যুং দেহদারসুতাদিষু।
যং জিত্বা মুনয়ো যান্তি তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদম্ ॥ ৮৮ ॥

আমি দেহ, আমার কলত্র, আমার পুত্রাদি, এই সংস্কারগতমহামৃত্যুরূপ যে আত্মমোহ, তাহা জয় কর, এই মোহকে জয় করিয়া মুনিবৃন্দ সেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ করেন ॥ ৮৮ ॥

ত্বঙ্মাংসরুধিরস্নায়ুমেদোমজ্জাস্থিসঙ্কুলম্।
পূর্ণং মূত্রপুরীষাভ্যাং স্থূলং নিন্দ্যমিদং বপুঃ ॥ ৮৯ ॥

চর্ম্ম, মাংস, রক্ত, নাড়ী, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি সমস্তসঙ্কলিত বিষ্ঠামূত্র-পূরিত এই যে স্থূলদেহ, ইহা অতীব অশুচি ॥ ৮৯ ॥

পঞ্চীকৃতেভ্যো ভূতেভ্যঃ স্থূলেভ্যঃ পূর্ব্বকর্ম্মণা।
সমুৎপন্নমিদং স্থূলং ভোগায়তনমাত্মনঃ।
অবস্থা জাগরস্তস্য স্থূলার্থানুভবো যতঃ ॥ ৯০ ॥

জন্মান্তরীণ কর্ম্মসূত্র দ্বারা পঞ্চীকৃত স্থূলপঞ্চভূত হইতে জাত সুখদুঃখ-ভোগের আধারস্বরূপ এই আত্মদেহকে স্থূলশরীর কহে, যে অবস্থাতে স্থূল-পদার্থের অনুভব হয়, তাহাই এই দেহের জাগরণাবস্থা ॥ ৯০ ॥

বাহ্যেন্দ্রিয়ৈঃ স্থূলপদার্থসেবাং, স্রক্‌চন্দনস্ত্র্যাদিবিচিত্ররূপাম্।
করোতি জীবঃ স্বয়মেতদাত্মনা, তস্মাৎ প্রশস্তির্বপুষোঽস্য জাগরে ॥ ৯১ ॥

জীব স্বয়ং স্থূলদেহাভিমানী হইয়া বাহ্যেন্দ্রিয়াদি দ্বারা মাল্যচন্দনবনিতাদি নানা বিচিত্ররূপ স্থূলপদার্থ সেবা করে, সুতরাং এই স্থূলদেহের জাগ্রত অবস্থাই প্রশস্ত ॥ ৯১ ॥

সর্ব্বোঽপি বাহ্যসংসারঃ পুরুষস্য যদাশ্রয়ঃ।
বিদ্ধি দেহমিদং স্থূলং গৃহবদ্‌গৃহমেধিনঃ ॥ ৯২ ॥

পুরুষের বাহ্যসংসার যাহাকে আশ্রয় করে, তাহাকেই গৃহীর গৃহরূপ স্থূলদেহ বলা যায় ॥ ৯২ ॥

স্থূলস্য সম্ভবজরামরণানি ধর্ম্মাঃ, স্থৌল্যাদয়ো বহুবিধাঃ শিশুতাদ্যবস্থাঃ।
বর্ণাশ্রমাদিনিয়মা বহুধাময়াঃ স্যুঃ, পূজাবমানবহুমানমুখা বিশেষাঃ ॥ ৯৩ ॥

জন্ম-মরণজরাস্থূলতাদি এবং বহুপ্রকার শৈশবাদি অবস্থা, নানা রোগাদিযুক্ত বর্ণ, (বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র) আশ্রমাদি, নিয়ম (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ ও ভৈক্ষ) এবং পূজা, অপমান, বহুমান ও সুখাদি স্থূলদেহের ধর্ম্ম ॥ ৯৩ ॥

বুদ্ধীন্দ্রিয়াণি শ্রবণং ত্বগক্ষিঘ্রাণঞ্চ জিহ্বাবিষয়াববোধনাৎ।
বাক্‌পাণিপাদা গুদমপ্যুপস্থঃ, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি প্রবণেন কর্ম্মসু ॥ ৯৪ ॥

শ্রোত্র, ত্বক্‌, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ, পঞ্চবিষয়জ্ঞানজন্য ইহা-দিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয় কহে এবং বাক্‌, পাণি, পাদ পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ, পঞ্চকর্ম্মে প্রবর্ত্তনবশতঃ ইহারা কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে অভিহিত হয় ॥ ৯৪ ॥

নিগদ্যতেঽন্তঃকরণং মনো ধীরহংকৃতিশ্চিত্তমিতি স্ববৃত্তিভিঃ।
মনস্তু সঙ্কল্পবিকল্পনাদিভির্বুদ্ধিঃ পদার্থাধ্যবসায়ধর্ম্মতঃ॥ ৯৫॥
অত্রাভিমানাদহমিত্যহংকৃতিঃ, স্বার্থানুসন্ধানগুণেন চিত্তম্॥ ৯৬॥

মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত ইহারা নিজ নিজ বৃত্তির সহিত অন্তঃকরণ বলিয়া কীর্ত্তিত। তন্মধ্যে সঙ্কল্পবিকল্পময়কে মন, অধ্যবসায়াত্মক অন্তঃকরণকে বুদ্ধি, অহং (আমি) এই অভিমানাত্মক অন্তঃকরণকে অহঙ্কার এবং নিজ বিষয়ে অনুসন্ধানাত্মক অন্তঃকরণবৃত্তিকে চিত্ত কহে॥ ৯৫-৯৬॥

প্রাণাপানব্যানোদানসমানা ভবত্যসৌ প্রাণঃ।
স্বয়মেব বৃত্তিভেদাদ্বিকৃতিভেদাৎ সুবর্ণসলিলাদিবৎ॥ ৯৭॥

যেমন এক স্বর্ণ বিকারভেদে বিবিধ আকার এবং এক জল বিকারভেদে নানা বর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ এক প্রাণবায়ু নিজ বৃত্তিভেদনিবন্ধন প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান, এই পঞ্চ নাম প্রাপ্ত হয়॥ ৯৭॥

বাগাদিপঞ্চ শ্রবণাদিপঞ্চ, প্রাণাদিপঞ্চাভ্রমুখানি পঞ্চ।
বুদ্ধ্যাদ্যবিদ্যাপি চ কামকর্ম্মণী, পূর্য্যষ্টকং সূক্ষ্মশরীরমাহুঃ॥ ৯৮॥

বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ—এই পঞ্চ; শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, নাসিকা ও জিহ্বা—এই পঞ্চ; প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান—এই পঞ্চ; আকাশ, বায়ু, অগ্নি, অপ্ ও পৃথ্বী—এই পঞ্চ; বুদ্ধি, মন, অহঙ্কার ও চিত্ত—এই চারি এবং অবিদ্যা, কাম ও কর্ম্ম;—এই অষ্টপুরীকে সুধীগণ সূক্ষ্মদেহ বলিয়া কীর্ত্তন করেন॥ ৯৮॥

ইদং শরীরং শৃণু সূক্ষ্মসংজ্ঞিতং, লিঙ্গন্ত্বপঞ্চীকৃতভূতসম্ভবম্।
সবাসনং কর্ম্মফলানুভাবকং, স্বাজ্ঞানতোঽনাদিরুপাধিরাত্মনঃ॥ ৯৯॥

এই যে সূক্ষ্মদেহ, যাহা চর্ম্মনেত্রের অবিষয় আত্মার সূক্ষ্ম উপাধিবিশেষ, ইহাই লিঙ্গশরীর বলিয়া অভিহিত; ইহা অপঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইতে সঞ্জাত। এই লিঙ্গদেহ বাসনাযুক্ত হইয়া আত্মাকে কর্ম্মফল বোধ করায় এবং আত্মস্বরূপ অজ্ঞানবশতঃ ইহাই আত্মার অনাদি উপাধি বলিয়া গণ্য॥ ৯৯॥

স্বপ্নো ভবত্যস্য বিভক্ত্যবস্থা, স্বমাত্রশেষেণ বিভাতি যত্র।
স্বপ্নে তু বুদ্ধিঃ স্বয়মেব জাগ্রৎকালীননানাবিধবাসনাভিঃ॥ ১০০॥

এই সূক্ষ্মদেহের বিভাগাবস্থাকে স্বপ্ন কহে। এই কালে আত্মা স্বরূপাবস্থায় প্রকাশ পায়, এবং জাগ্রদবস্থাকালীন যে সমস্ত বাসনা জন্মে, স্বপ্নসময়ে বুদ্ধি তদ্রূপ বাসনাময়ী হয়॥ ১০০॥

কর্ত্রাদিভাবং প্রতিপদ্য রাজতে, যত্র স্বয়ং ভাতি অয়ং পরাত্মা।
ধীমাত্রকোপাধিরশেষসাক্ষী, ন লিপ্যতে তৎকৃতকর্ম্মলেশৈঃ॥১০১॥

এই লিঙ্গশরীর কর্ত্রাদিভাবযুক্ত হইয়া বিরাজ করে, এই লিঙ্গশরীরে বুদ্ধিমাত্র উপাধিযুক্ত ও সকলের সাক্ষীভূত পরমাত্মা স্বয়ং শোভা পান, কিন্তু তিনি তৎশরীরকৃত কিঞ্চিন্মাত্র কর্ম্মফলে লিপ্ত হন না॥ ১০১॥

যস্মাদসঙ্গস্তত এব কর্ম্মভির্ন লিপ্যতে কিঞ্চিদুপাধিনা কৃতৈঃ।
সর্ব্বব্যাপৃতিকরণং লিঙ্গমিদং স্যাচ্চিদাত্মনঃ পুংসঃ।
বাস্যাদিকমিব তক্ষ্ণস্তেনৈবাত্মা ভবত্যসঙ্গোঽয়ম্॥ ১০২॥

কেন না, এই আত্মা অসঙ্গ, সেই হেতু উপাধিকৃত কার্য্যদ্বারা কোনরূপে লিপ্ত হন না। চিৎস্বরূপ পুরুষের এই লিঙ্গদেহ সমস্ত ব্যাপারের সাধনস্বরূপ; যেমন সূত্রধরের তক্ষণী প্রভৃতি অস্ত্রসকল কার্য্যসাধন করে, অথচ তাহাতে লিপ্ত নহে, তদ্রূপ আত্মা লিঙ্গশরীরস্থ হইয়াও তৎকৃত কার্য্যে লিপ্ত হন না॥ ১০২॥

অন্ধত্বমন্দত্বপটুত্বধর্ম্মাঃ, সৌগুণ্যবৈগুণ্যবশাদ্ধি চক্ষুষঃ।
বাধির্য্যমূকত্বমুখাস্তথৈব, শ্রোত্রাদিধর্ম্মা ন তু বেত্তুরাত্মনঃ॥ ১০৩॥

অন্ধতা, মন্দতা, পটুতা ইত্যাদি ধর্ম্ম নেত্রের সুগুণতা ও বিগুণতা নিবন্ধনই হয় এবং বধিরতা, মূকত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ের বিকলতা হেতু হয়, কিন্তু সেই সেই সকল ধর্ম্ম অনুভব আত্মার নহে॥ ১০৩॥

উচ্ছ্বাসনিশ্বাসবিজৃম্ভণক্ষুৎ-প্রস্যন্দনাদ্যুৎক্রমণাদিকাঃ ক্রিয়াঃ।
প্রাণাদিকর্ম্মাণি বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ, প্রাণস্য ধর্ম্মাবশনাপিপাসে॥ ১০৪॥

উচ্ছ্বাস (অন্তর্মুখমারুত), নিশ্বাস (বহির্মুখানিল), বিজৃম্ভণ (হাই), ক্ষুৎ (হাঁচি), বেগগমন, ঊর্দ্ধগমন প্রভৃতি কার্য্য প্রাণাদি বায়ুর ধর্ম্ম; তন্মধ্যে ক্ষুধা এবং পিপাসা প্রাণবায়ুর ধর্ম্ম, তত্ত্ববিদ্গণ এইরূপ নির্ণয় করেন॥ ১০৪॥

অন্তঃকরণমেতেষু চক্ষুরাদিষু বর্ষ্মনি।
অহমিত্যভিমানেন তিষ্ঠত্যাভাসতেজসা ॥ ১০৫ ॥

অহং, এই অভিমানজনিত আভাসের বলে অন্তঃকরণ নেত্রাদি ইন্দ্রিয়মার্গে অবস্থিত হয় ॥ ১০৫ ॥

অহঙ্কারঃ স বিজ্ঞেয়ঃ কর্ত্তা ভোক্তাভিমান্যয়ম্।
সত্ত্বাদিগুণযোগেন চাবস্থাত্রয়মশ্নুতে ॥ ১০৬ ॥

এই আভাস (অর্থাৎ এই আভাসে আভাসিত হইয়া আত্মা) যখন কর্ত্তা ভোক্তা এইরূপ অভিমানী হন, সেই সময়ে তাঁহাকে অহঙ্কার বলিয়া অবগত হইবে এবং সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের যোগে ত্রিবিধ অবস্থা প্রাপ্ত হন ॥ ১০৬ ॥

বিষয়াণামানুকূল্যে সুখী দুঃখী বিপর্য্যয়ে।
সুখং দুঃখঞ্চ তদ্ধর্ম্মঃ সদানন্দস্য নাত্মনঃ ॥ ১০৭ ॥

বিষয়ের আনুকূল্যে সুখী ও প্রাতিকূল্যে দুঃখী, এই জন্য সুখ ও দুঃখ অন্তঃকরণের ধর্ম্ম ; সুতরাং নিত্য-আনন্দস্বরূপ আত্মার ধর্ম্ম এ সমস্ত নহে ॥ ১০৭ ॥

আত্মার্থত্বেন হি প্রেয়ান্ বিষয়ো ন স্বতঃ প্রিয়ঃ।
স্বত এব হি সর্ব্বেষামাত্মা প্রিয়তমো যতঃ ॥ ১০৮ ॥

বিষয় আত্মার প্রয়োজকতানিবন্ধন প্রিয়, স্বয়ং প্রিয় নহে ; কেন না, আত্মা প্রকৃতিসিদ্ধস্বভাবগুণেই সকলের প্রিয় হন ॥ ১০। ॥

তত আত্মা সদানন্দো নাস্য দুঃখং কদাচন।
যৎ সুষুপ্তৌ নির্ব্বিষয়-আত্মানন্দোঽনুভূয়তে।
শ্রুতিঃ প্রত্যক্ষমৈতিহ্যমনুমানঞ্চ জাগ্রতি ॥ ১০৯ ॥

যে হেতু, সুষুপ্তিদশায় যে নির্ব্বিষয় আত্মানন্দ, তাহা জাগ্রদবস্থায় বোধ হয় এবং শ্রবণ, চাক্ষুষদর্শন, ঐতিহ্য অর্থাৎ পারম্পর্য্যোপদেশ ও অনুমান, এ সমস্তও জাগ্রদবস্থায় হয় ; সেই আত্মা সদানন্দ, আত্মার দুঃখ কদাচ নাই ॥ ১০৯ ॥

অব্যক্তনাম্নী পরমেশশক্তিরনাদ্যবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরা।
কার্য্যানুমেয়া সুধিয়ৈব মায়য়া, যয়া জগৎ সর্ব্বমিদং প্রসূয়তে ॥ ১১০ ॥

অব্যক্ত পরমেশ্বরশক্তি অনাদি অবিদ্যা ত্রিগুণাত্মিকা পরমা মায়া কার্য্য দ্বারা সুধীগণকর্ত্তৃক অনুমেয়া হন। সেই মায়া দ্বারাই এই নিখিল জগৎ উদ্ভূত হয় ॥ ১১০ ॥

সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সাঙ্গাপ্যনঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

সেই মায়া সৎ বা অসৎ, এ দুইয়ের অন্তর্ভূত নহেন, পৃথক্ বা অপৃথক্ এ দুইয়ের অন্তর্ভূতও নহেন, সঙ্গ বা অসঙ্গ—এ দুইয়ের স্বরূপও নহেন; তিনি অত্যন্ত অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়রূপা ॥ ১১১ ॥

শুদ্ধাদ্বয়ব্রহ্মবিবোধনাশ্যা, সর্পভ্রমো রজ্জুবিবেকতো যথা।
রজস্তমঃ সত্ত্বমিতি প্রসিদ্ধা, গুণাস্তদীয়াঃ প্রথিতৈঃ স্বকার্য্যৈঃ ॥ ১১২ ॥

যেমন রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান দ্বারা ভুজঙ্গভ্রান্তি দূর হয়, তদ্রূপ সেই মায়া শুদ্ধ অদ্বয় ব্রহ্মবিজ্ঞানানুভবদ্বারা ধ্বংস প্রাপ্ত হন। সত্ত্ব রজঃ ও তমঃ মায়ার এই গুণত্রয় স্বকীয় কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ ॥ ১১২ ॥

বিক্ষেপশক্তী রজসঃ ক্রিয়াত্মিকা, যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী।
রাগাদয়োঽস্যাঃ প্রভবন্তি নিত্যং, দুঃখাদয়ো যে মনসো বিকারাঃ ॥১১৩॥

রজোগুণের কর্ম্মস্বরূপা বিক্ষেপশক্তি, যাহা হইতে প্রাচীনা ভববৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, বিষয়ানুরাগাদি এবং মনের বিকাররূপ দুঃখাদি ঐ বিক্ষেপ-শক্তি হইতে জন্মে ॥ ১১৩ ॥

কামঃ ক্রোধো লোভদম্ভাভ্যসূয়াঽহঙ্কারের্ষ্যামৎসরাদ্যাস্তু ঘোরাঃ ॥
ধর্ম্মা এতে রাজসাঃ পুম্প্রবৃত্তির্যস্মাদেষা তদ্রজোবন্ধহেতুঃ ॥ ১১৪ ॥

কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ, অসূয়া, অহঙ্কার, ঈর্ষা, মাৎসর্য্য রজোগুণের ধর্ম্ম। ইহারা অতি ঘোররূপ। এই রজোগুণ হইতেই পুরুষের ভবপ্রবৃত্তি জন্মে এবং রজোগুণই বন্ধনের হেতু ॥ ১১৪ ॥

এষা বৃতির্নাম তমোগুণস্য, শক্তির্যয়া বস্ত্ববভাসতেঽন্যথা।
সৈষা নিদানং পুরুষস্য সংসৃতের্ব্বিক্ষেপশক্তেঃ প্রবণস্য হেতুঃ॥ ১১৫॥

আবৃতি নামে যে তমোগুণের শক্তি দ্বারা এক পদার্থ অন্য পদার্থরূপে ভাসমান হয়, সেই আবৃতিশক্তিও পুরুষের ভববন্ধের হেতু এবং বিক্ষেপ-শক্তির প্রবণতার কারণ॥ ১১৫॥

প্রজ্ঞাবানপি পণ্ডিতোঽপি চতুরোঽপ্যত্যন্তসূক্ষ্মাত্মদৃক্,
ব্যালীঢ়স্তমসা ন বেত্তি বহুধা সংবোধিতোঽপি স্ফুটম্।
ভ্রান্ত্যারোপিতমেব সাধু কলয়ত্যালম্বতে তদ্গুণান্,
হন্তাসৌ প্রবলা দুরন্ততমসঃ শক্তির্মহত্যাবৃতিঃ॥ ১১৬॥

সুবুদ্ধি, পণ্ডিত,চতুর ও অতি সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তি সম্যক্ বিধানে উপদিষ্ট হই-লেও তমোগুণে আচ্ছন্ন থাকা হেতু স্পষ্টরূপে প্রকৃত পদার্থ বোধগম্য করিতে সমর্থ হয় না। কেবল ভ্রম দ্বারা আরোপিত পদার্থপুঞ্জ সত্যের ন্যায় বোধ করিয়া তাহার গুণাদি গ্রহণ করে। হায়! দুর্দ্ধর্ষ তমোগুণের তীব্র আবরণ-শক্তির কি অনির্ব্বাচনীয় শক্তি! ১১৬॥

অভাবনা বা বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা বিপ্রতিপত্তিরস্যাঃ।
সংসর্গযুক্তং ন বিমুঞ্চতি ধ্রুবং, বিক্ষেপশক্তিঃ ক্ষপয়ত্যজস্রম্॥১১৭॥

অকর্ম্মণ্যচিন্তা, বিপরীতভাবনা, সম্ভাবনা, অবস্তুতে বস্তুবোধ, এই চারিটি তমোগুণের বিক্ষেপশক্তি। ইহারা আবরণশক্তির সংসর্গযুক্ত লোককে কখন ত্যাগ করে না, কেবল সর্ব্বদা ভ্রম জন্মাইয়া দেয়॥ ১১৭॥

অজ্ঞানমালস্যজড়ত্বনিদ্রা-প্রমাদমূঢ়ত্বমুখাস্তমোগুণাঃ।
এতৈঃ প্রযুক্তো ন হি বেত্তি কিঞ্চিন্নিদ্রালুবৎ স্তম্ভবদেব তিষ্ঠতি॥১১৮॥

অজ্ঞান, আলস্য, অনবধানতা, জাড্য, নিদ্রা, প্রমাদ ও মূঢ়তা ইত্যাদিও তমোগুণ। এই তমোগুণাশ্রয়ী ব্যক্তি কিছুই বুঝিতে পারে না, কেবল নিদ্রাতুরবৎ স্থাণুর সদৃশ অবস্থিতি করে॥ ১১৮॥

সত্ত্বং বিশুদ্ধং জলবৎ তথাপি, তাভ্যাং মিলিত্বা শরণায় কল্পতে।
যত্রাত্মবিম্বঃ প্রতিবিম্বিতঃ সন্, প্রকাশয়ত্যর্ক ইবাখিলং জড়ম্॥ ১১৯॥

বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ জলবৎ স্বচ্ছ হইলেও রজোগুণ ও তমোগুণের সহিত একত্র

হইয়া মানবের রক্ষক হয়। যেমন সূর্য্যকিরণ-প্রকাশে বিশ্ব প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ এই বিশুদ্ধ সত্বে আত্মার প্রতিরূপ প্রতিবিম্বিত হইয়া নিখিল জড়বস্তুকে প্রকাশ করে॥ ১১৯॥

মিশ্রস্য সত্বস্য ভবন্তি ধর্ম্মাঃ, স্বমানিতাদ্যা নিয়মা যমাদ্যাঃ।
শ্রদ্ধা চ ভক্তিশ্চ মুমুক্ষুতা চ, দৈবী চ সম্পত্তিরসন্নিবৃত্তিঃ॥ ১২০॥

অমানিতা, যম, নিয়ম, শ্রদ্ধা, ভক্তি, মুমুক্ষুত্ব, দৈবীসম্পত্তি ও অসৎকর্ম্মে নিবৃত্তি, এই সকল মিশ্রসত্বগুণের ধর্ম্ম॥ ১২০॥

বিশুদ্ধসত্বস্য গুণাঃ প্রসাদঃ, স্বাত্মানুভূতিঃ পরমা প্রশান্তিঃ।
তৃপ্তিঃ প্রহর্ষঃ পরমাত্মনিষ্ঠা,যয়া সদানন্দরসং সমৃচ্ছতি॥ ১২১॥

প্রসন্নতা, আপনাতে আত্মানুভব, পরম শান্তিভাব, সন্তোষ, হর্ষ এবং পরমাত্মনিষ্ঠা এই সমস্ত বিশুদ্ধ সত্বগুণের ধর্ম্ম॥ ১২১॥

অব্যক্তমেতত্ত্রিগুণৈর্নিরুক্তং, তৎকারণং নাম শরীরমাত্মনঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য বিমুক্ত্যবস্থা, প্রলীনসর্ব্বেন্দ্রিয়বুদ্ধিবৃত্তিঃ॥ ১২২॥

এই সত্বরজস্তমোগুণাত্মক পদার্থই অব্যক্তনামে কথিত। এই অব্যক্তই আত্মার কারণদেহ। যখন এই কারণদেহে নিখিল ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধিবৃত্তি লীন হয়, তখনই আত্মার সুষুপ্তি ও মুক্ত্যবস্থা ঘটে॥ ১২২॥

সর্ব্বপ্রকারপ্রমিতি-প্রশান্তির্বীজাত্মনাবস্থিতিরেব বুদ্ধেঃ।
সুষুপ্তিরেতস্য কিল প্রতীতিঃ,কিঞ্চিন্ন বেদ্মীতি জগৎপ্রসিদ্ধেঃ॥ ১২৩॥

এই অবস্থায় বুদ্ধি বীজভূত অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে অবস্থান করে, সুতরাং সর্ব্ববিধ প্রমিতির (জ্ঞানের) শান্তি হয়। কারণ, সুষুপ্ত্যবস্থার শেষে "আমি সুখে নিদ্রিত হইয়াছিলাম, আমি কিছুই জানি না" এইরূপ প্রতীতি হয়, ইহা জগৎপ্রথিত॥ ১২৩॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদয়ঃ, সর্ব্বে বিকারা বিষয়াঃ সুখাদয়ঃ।
ব্যোমাদিভূতান্যখিলঞ্চ বিশ্বমব্যক্তপর্য্যন্তমিদং হ্যনাত্মা॥ ১২৪॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার ইত্যাদি প্রকৃতি বিকার-পদার্থ এবং সুখাদি বিষয়, আকাশাদি ভূতপঞ্চক ও এই অব্যক্ত সমস্ত বিশ্বসংসার অনাত্মবস্তু॥ ১২৪॥

মায়া মায়াকার্য্যং সর্ব্বং মহদাদিদেহপর্য্যন্তম্।
অসদিদমনাত্মত্বং বিদ্ধি ত্বং মরুমরীচিকাকল্পম্॥ ১২৫॥

যেমন মরুক্ষেত্রে মৃগতৃষ্ণা কল্পিত হয়, তদ্রূপ মায়া, মায়াকার্য্য এবং মহদাদি শরীর পর্য্যন্ত সকল পদার্থকে অনিত্য ও জড় বলিয়া জ্ঞাত হইবে॥১২৫॥

অথ তে সম্প্রবক্ষ্যামি স্বরূপং পরমাত্মনঃ।
যদ্বিজ্ঞায় নরো বন্ধান্মুক্তঃ কৈবল্যমশ্নুতে॥ ১২৬॥

হে শিষ্য! অতঃপর তোমার নিকট পরমাত্মার স্বরূপকথন বলি, এই স্বরূপ জানিলে মানব বন্ধনমুক্ত হইয়া কৈবল্যানন্দ-সুখলাভ করে॥ ১২৬॥

অস্তি কশ্চিৎ স্বয়ং নিত্যমহংপ্রত্যয়লম্বনঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ॥১২৭॥

অহং, এই শব্দকে আশ্রয়পূর্ব্বক অর্থাৎ অহংশব্দের বাচ্য অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী অন্নময়াদি পঞ্চকোষ অতীত কোন পুরুষ স্বয়ং নিত্যরূপে বিদ্যমান আছেন॥ ১২৭॥

যো বিজানাতি সকলং জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।
বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসদ্ভাবমভাবমহমিত্যয়ম্॥ ১২৮॥

যে ব্যক্তি জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্ত্যাদি সময়ে বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সত্তাসত্তাদি বুঝিয়াছেন, তিনিই অহংশব্দের বাচ্য॥ ১২৮॥

যঃ পশ্যতি স্বয়ং সর্ব্বং যং ন পশ্যতি কশ্চন।
যশ্চেতয়তি বুদ্ধ্যাদি ন তদ্যং চেতয়ত্যলম্॥ ১২৯॥

যিনি নিজে সকলকে দেখিতেছেন, অথচ যাঁহাকে কেহই দেখিতে সমর্থ নহে, যিনি বুদ্ধ্যাদির চৈতন্যসম্পাদন করিতেছেন, কিন্তু বুদ্ধ্যাদি যাঁহার চেতনা-সম্পাদনে অসমর্থ, তিনিই অহংপদের বাচ্য॥ ১২৯॥

যেন বিশ্বমিদং ব্যাপ্তং যন্ন ব্যাপ্নোতি কিঞ্চন।
আভারূপমিদং সর্ব্বং যং ভান্তমনুভাত্যয়ম্॥ ১৩০॥

যিনি বিশ্বব্যাপী, যাঁহাকে কোন পদার্থ ব্যাপিত করিতে সমর্থ নহে এবং প্রকাশরূপে এই নিখিল সংসার যাঁহার প্রকাশে সমুদ্ভাসিত হইয়া আছে, তিনই অহংপদের বাচ্য॥ ১৩০॥

যস্ত সন্নিধিমাত্রেণ দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়ঃ।
বিষয়েষু স্বকীয়েষু বর্ত্তন্তে প্রেরিতা ইব ॥১৩১॥

যাঁহার অধিষ্ঠাননিবন্ধন দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় বুদ্ধিপ্রেরিতবৎ স্ব স্ব-বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, তিনিই অহং-পদের বাচ্য ॥ ১৩১ ॥

অহঙ্কারাদিদেহান্তা বিষয়াশ্চ সুখাদয়ঃ।
বেদ্যন্তে ঘটবদ্যেন নিত্যবোধস্বরূপিণা ॥১৩২॥

যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ পুরুষ কর্ত্তৃক অহঙ্কারাদি শরীর পর্য্যন্ত সমস্ত বিষয়াদি এবং সুখদুঃখাদি সকলই অসার ঘটবৎ প্রতীত হয়, তিনিই অহংপদের বাচ্য ॥ ১৩২ ॥

এষোঽন্তরাত্মা পুরুষঃ পুরাণো, নিরন্তরাখণ্ডসুখানুভূতিঃ।
সদৈকরূপঃ প্রতিবোধমাত্রো, যেনেষিতা বাগসবশ্চরন্তি ॥১৩৩॥

বাক্য প্রাণাদি যৎকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া নিজ নিজ অর্থে নিরত হইতেছে, তিনিই প্রধান অন্তরাত্মা; তিনি সর্ব্বদা অখণ্ড সুখের অনুভবরূপ, নিয়ত একরূপ ও বিশুদ্ধ বিজ্ঞানস্বরূপ ॥ ১৩৩ ॥

অত্রৈব সত্ত্বাত্মনি ধীগুহায়ামব্যাকৃতাকাশ উরুপ্রকাশঃ।
আকাশ উচ্চৈ-রবিবৎ প্রকাশতে, স্বতেজসা বিশ্বমিদং প্রকাশয়ন্ ॥১৩৪॥

এই সত্ত্বময় বুদ্ধিকন্দররূপ হৃদয়গগনে অব্যভিচরিতদীপ্তি ও সর্ব্বারম্ভে প্রকাশবান্ পরমাত্মা সূর্য্যের ন্যায় নিজ তেজোদ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডকে প্রকাশিত করিয়া বিরাজিত আছেন ॥ ১৩৪ ॥

জ্ঞাতা মনোঽহঙ্কৃতিবিক্রিয়াণাং, দেহেন্দ্রিয়প্রাণকৃতক্রিয়াণাম্।
অয়োঽগ্নিবত্তাননুবর্ত্তমানো, ন চেষ্টতে নো বিকরোতি কিঞ্চন ॥১৩৫॥

ইনি মন, অহঙ্কার, দেহ, ইন্দ্রিয় এবং প্রাণের ক্রিয়াসকলের জ্ঞাতা। অগ্নি দ্বারা সর্ব্বথা প্রতপ্ত লৌহ এবং অগ্নি যেমন একীভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ পুরুষ দেহেন্দ্রিয়াদির সন্নিধিনিবন্ধন আধ্যাসিক একীভাব প্রাপ্ত হন। বস্তুতঃ ইনি চেষ্টাশূন্য এবং কোন পদার্থকে বিকৃত করেন না ॥ ১৩৫ ॥

ন জায়তে নো ম্রিয়তে ন বর্দ্ধতে, ন ক্ষীয়তে নো বিকরোতি নিত্যঃ।
বিলীয়মানেঽপি বপুষ্যমুষ্মিন্, ন লীয়তে কুম্ভ ইবাম্বরং স্বয়ম্ ॥১৩৬॥

যাঁহার জন্ম নাই, বিনাশ নাই, বৃদ্ধি নাই, ক্ষয় নাই, বিকার নাই, তিনি নিত্য ও স্বয়ং। এই দেহ বিনষ্ট হইলেও ঘটাকাশবৎ তিনি বিনষ্ট হন না॥ ১৩৬॥

প্রকৃতিবিকৃতিভিন্নঃ শুদ্ধবোধস্বভাবঃ,
সদসদিদমশেষং ভাসয়ন্নির্ব্বিশেষঃ।
বিলসতি পরমাত্মা জাগ্রদাদিষবস্থা-
স্বহমহমিতি সাক্ষাৎ সাক্ষিরূপেণ বুদ্ধেঃ॥১৩৭॥

পরমাত্মা প্রকৃতিবিকারবর্জ্জিত, শুদ্ধজ্ঞানস্বরূপ ও বিভেদবিহীন, তিনি এই চরাচর ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিয়া অহং এই প্রত্যক্ষপদবাচ্য হন। তিনি বুদ্ধির সাক্ষীস্বরূপ জাগ্রদাদি অবস্থাতেও প্রকাশিত হইতেছেন॥ ১৩৭॥

নিয়মিতমনসামুং ত্বং স্বমাত্মানমাত্ম-
ন্যয়মহমিতি সাক্ষাদ্বিদ্ধি বুদ্ধিপ্রসাদাৎ।
জনিমরণতরঙ্গাপারসংসারসিন্ধুং,
প্রতর ভব কৃতার্থো ব্রহ্মরূপেণ সংস্থঃ॥ ১৩৮।

সংযতচিত্তে তুমি বিমলবুদ্ধিযোগে নিজ আত্মাকে নিজদেহে প্রত্যক্ষ কর, জন্মমরণরূপ তরঙ্গসঙ্কুল দুষ্পার সংসার-সমুদ্র হইতে সমুত্তীর্ণ হও এবং ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হইয়া কৃতকৃত্যতা লাভ কর॥ ১৩৮॥

অত্রানাত্মন্যহমিতি মতির্ব্বন্ধ এষোঽস্য পুংসঃ,
প্রাপ্তোঽজ্ঞানাজ্জননমরণক্লেশসংপাতহেতুঃ।
যেনৈবায়ং বপুরিদমসৎ সত্যমিত্যাত্মবুদ্ধ্যা,
পুষ্যত্যুক্ষত্যবতি বিষয়ৈস্তন্তুভিঃ কোষকৃদ্বৎ॥ ১৩৯॥

অজ্ঞানতা নিবন্ধন স্থূলশরীরাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিযুক্ত পুরুষের জন্ম-মৃত্যু-ক্লেশের কারণস্বরূপ বন্ধন হইয়া থাকে। যেমন তন্তুকীট নিজ তন্তুকর্ত্তৃক নিজেই সংবদ্ধ হয়, তদ্রূপ এই বন্ধনকর্ত্তৃক পুরুষ অনিত্যশরীরকে আত্মবুদ্ধি-যোগে সত্যজ্ঞান করিয়া বিষয় দ্বারা শোষণ, অনুলেপন ও রক্ষণ করেন॥১৩৯॥

অতস্মিংস্তদ্‌বুদ্ধিঃ প্রভবতি বিমূঢ়স্য তমসা,
বিবেকাভাবাদ্বৈ স্ফুরতি ভুজগে রজ্জুধিষণা।

তত্তোঽনর্থব্রাতো নিপততি সমাদাতুরধিক-
ততো যোঽসদ্গ্রাহঃ স হি ভবতি বন্ধঃ শৃণু সখে ॥ ১৪০ ॥

যে ব্যক্তি তমোগুণে অভিভূত, তাহারই অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি জন্মে। যে ব্যক্তি রজ্জুজ্ঞানে সর্প গ্রহণ করে, তাহার মহা অনর্থ ঘটিয়া থাকে, সুতরাং অসতের পরিগ্রহ বন্ধনের হেতুমাত্র ॥ ১৪০ ॥

অখণ্ডনিত্যাদ্বয়বোধশক্ত্যা, স্ফুরন্তমাত্মানমনন্তবৈভবম্।
সমাবৃণোত্যাবৃতিশক্তিরেষা, তমোময়ী রাহুরিবার্কবিম্বম্ ॥ ১৪১ ॥

রাহু যেমন আদিত্যমণ্ডলকে আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ এই তমোময়ী আবরণীশক্তি অখণ্ড, নিত্য, অদ্বয়, জ্ঞানশক্তিবলে দেদীপ্যমান, অনন্তবিভব-শালী আত্মাকে সমাচ্ছন্ন করে ॥ ১৪১ ॥

তিরোভূতে স্বাত্মন্যমলতরতেজোবতি পুমা-
ননাত্মানং মোহাদহমিতি শরীরং কলয়তি।
ততঃ কামক্রোধপ্রভৃতিভিরমুং বন্ধনগুণৈঃ,
পরং বিক্ষেপাখ্যা রজস উরুশক্তির্ব্যথয়তি ॥ ১৪২ ॥

বিমল তেজোময় স্বীয় আত্মভাব অন্তর্হিত হইলে পুরুষ অনিত্য শরীরকে অজ্ঞানবশে অহংপদবাচ্য বলিয়া নির্ণয় করেন। পরে রজোগুণের বিক্ষেপ-শক্তি কামরোষাদিরূপ রজ্জু হইয়া তাঁহাকে বন্ধন পূর্ব্বক অতীব যন্ত্রণা দেয় ॥ ১৪২ ॥

মহামোহগ্রাহগ্রসনগলিতাত্মাবগমনো,
ধিয়ো নানাবস্থাং স্বয়মভিনয়ংস্তদ্গুণতয়া।
অপারে সংসারে বিষয়বিষপূরে জলনিধৌ,
নিমজ্জ্যোন্মজ্জ্যায়ং ভ্রমতি কুমতিঃ কুৎসিতগতিঃ ॥ ১৪৩ ॥

যখন মহামোহরূপ কুম্ভীর আসিয়া গ্রাস করে, তখন পুরুষ আত্মজ্ঞানহত হইয়া পড়ে। তখন তাহার বুদ্ধি বিবিধ অবস্থা প্রকাশ পূর্ব্বক বিষয়বিষপূর্ণ সারহীন ভবসমুদ্রে মগ্ন হয়; সুতরাং তৎকালে তাহাকে কুমতিবিশিষ্ট ও কুৎসিতগতিশালী বলিতে পারা যায় ॥ ১৪৩ ॥

ভানুপ্রভাসঞ্জনিতাভ্রপঙ্‌ক্তির্ভানুং তিরোধায় বিজৃম্ভতে যথা।
আত্মোদিতাহঙ্কৃতিরাত্মতত্ত্বং,তথা তিরোধায় বিজৃম্ভতে স্বয়ম্ ॥ ১৪৪॥

সূর্য্য হইতে সঞ্জাত অভ্রপংক্তি যেরূপ সূর্য্যকে আবরণ পূর্ব্বক প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আত্মা হইতে উদিত অহঙ্কার আত্মতত্ত্বকে বিলুপ্ত করিয়া স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া উঠে ॥ ১৪৪॥

কবলিতদিননাথে দুর্দ্দিনে সান্দ্রমেঘৈ-
র্ব্যথয়তি হিমঝঞ্ঝাবায়ুরুগ্রো যথৈতান্।
অবিরততমসাত্মন্যাবৃতে মূঢ়বুদ্ধিং,
ক্ষপয়তি বহুদুঃখৈস্তীব্রবিক্ষেপশক্তিঃ ॥ ১৪৫ ॥

সূর্য্য নিবিড় জলদজালে সমাবৃত হইলে প্রবল সমীরণ যেমন সেই সকল মেঘকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়, তদ্রূপ আত্মা তমোগুণে অভিভূত হইলে মহতী বিক্ষেপশক্তি সেই হতবুদ্ধিকে নানারূপ যন্ত্রণা প্রদান করে॥ ১৪৫ ॥

এতাভ্যামেব শক্তিভ্যাং বন্ধঃ পুংসঃ সমাগতঃ।
যাভ্যাং বিমোহিতো দেহং মত্বাত্মানং ভ্রমত্যয়ম্ ॥ ১৪৬ ॥

আবরণশক্তি ও বিক্ষেপশক্তি এই উভয়ের দ্বারা পুরুষের বন্ধন ঘটে। ঐ দুই শক্তি দ্বারা অভিভূত হইয়াই পুরুষ শরীরকে আত্মজ্ঞান করিয়া সংসারে বিচরণ করে ॥ ১৪৬ ॥

বীজং সংসৃতিভূমিজস্য তু তমোদেহাত্মধীরঙ্কুরো,
রাগঃ পল্লবমম্বু কর্ম্ম তু বপুঃ স্কন্ধোঽসবঃ শাখিকাঃ।
অগ্রাণীন্দ্রিয়সংহতিশ্চ বিষয়াঃ পুষ্পাণি দুঃখং ফলং,
নানাকর্ম্মসমুদ্ভবং বহুবিধং ভোক্তাত্র জীবঃ খগঃ॥ ১৪৭ ॥

তমঃ সংসারবৃক্ষের বীজ, অহংবুদ্ধি উহার অঙ্কুর, অনুরাগ পল্লব, কর্ম্ম সলিলসিঞ্চন, দেহ স্কন্ধ, প্রাণাদি বায়ুসমূহ শাখাপ্রশাখা, ইন্দ্রিয়গ্রাম অগ্রদেশ, বিষয়সকল কুসুম, বিবিধকর্ম্মোত্থ বিবিধ দুঃখ ফল এবং জীবই ফলভোক্তা পক্ষী বলিয়া পরিকীর্ত্তিত ॥ ১৪৭ ॥

অজ্ঞানমূলোঽয়মনাত্মবন্ধো, নৈসর্গিকোঽনাদিরনন্ত-ঈরিতঃ।
জন্মাত্যয়ব্যাধিজরাদিদুঃখ-প্রবাহপাতং জনয়ত্যমুষ্য ॥ ১৪৮ ॥

অজ্ঞানই এই দেহাদি জড়পদার্থে অহংবুদ্ধিরূপ বন্ধনের মূল। আত্মা স্বতঃসিদ্ধ, অনাদি ও অনন্ত। কেবল ঐ বন্ধনই আত্মার জন্ম, মরণ, জরা, ব্যাধি ইত্যাদি ক্লেশপরম্পরা প্রকাশ করে॥ ১৪৮॥

নাস্ত্রৈর্ন শাস্ত্রৈরনিলেন বহ্নিনা, ছেত্তুং ন শক্যো ন চ কর্ম্মকোটিভিঃ।
বিবেকবিজ্ঞানমহাসিনা বিনা, ধাতুঃ প্রসাদেন শিতেন মঞ্জুনা ॥ ১৪৯ ॥

অস্ত্র বা শাস্ত্রজ্ঞান দ্বারা সেই অনাত্মা জড়পদার্থে আত্মবুদ্ধিরূপ বন্ধনকে ছেদন করা দুঃসাধ্য। উহা পবনযোগে বিচালিত, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ অথবা কোটি কোটি কর্ম্ম দ্বারাও নিবারিত হয় না। তবে যদি পরমেশ্বরের প্রসাদে বিবেকবিজ্ঞানরূপ তীক্ষ্ণ অসি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই অনায়াসে ছেদন করিতে পারে ॥ ১৪৯ ॥

শ্রুতিপ্রমাণৈকমতেঃ স্বধর্ম্মনিষ্ঠা তয়ৈবাত্মবিশুদ্ধিরস্য।
বিশুদ্ধবুদ্ধেঃ পরমাত্মবেদনং, তেনৈব সংসারসমূলনাশঃ ॥ ১৫০॥

বেদশাস্ত্রাদির প্রমাণে যাহার বিশ্বাস আছে, প্রথমতঃ তাহার স্বজাতীয় ধর্ম্মনিষ্ঠার উদয় হয়। সেই নিষ্ঠাযোগে চিত্তশুদ্ধি জন্মিলে পরে পরমাত্মজ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে। সেই জ্ঞান দ্বারা অনায়াসে সমূলে সংসারতরু ছেদন করিতে পারা যায় ॥ ১৫০ ॥

কোষৈরন্নময়াদ্যৈঃ পঞ্চভিরাত্মা ন সংবৃতো ভাতি।
নিজশক্তিসমুৎপন্নৈঃ শৈবালপটলৈরিবাম্বু বাপীস্থম্ ॥ ১৫১ ॥

জলাশয়স্থ জল যেমন শৈবালাচ্ছন্ন হইলে অপ্রকাশিত থাকে, তদ্রূপ আত্মা স্বশক্তি হইতে সঞ্জাত অন্নময়াদি পঞ্চকোষ কর্ত্তৃক সমাচ্ছন্ন হইলে প্রকাশ প্রাপ্ত হন না ॥ ১৫১ ॥

তচ্ছৈবালাপনয়ে সম্যক্ সলিলং প্রতীয়তে শুদ্ধম্।
তৃষ্ণাসন্তাপহরং সদ্যঃসৌখ্যপ্রদং পরং পুংসঃ ॥ ১৫২ ॥
পঞ্চানামপি কোষাণামপবাদে বিভাত্যয়ং শুদ্ধঃ।
নিত্যানন্দৈকরসঃ প্রত্যগ্রূপঃ পরং স্বয়ংজ্যোতিঃ ॥১৫৩॥

শৈবাল অপসারিত করিলে যেমন তাপনাশন, পিপাসাপহারক, স্বচ্ছ জল প্রকাশ পাইয়া পুরুষকে পরমসুখ প্রদান করে, তদ্রূপ পঞ্চকোষাবরণ অপনীত হইলে আত্মাও নিত্যানন্দ সর্ব্বজীবগত প্রকৃতিসিদ্ধ পরমজ্যোতিরূপে প্রকাশিত হইয়া পুরুষকে পরমানন্দে আনন্দিত করেন ॥ ১৫২-১৫৩ ॥

আত্মানাত্মবিবেকঃ কর্ত্তব্যো বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা।
তেনৈবানন্দীভবতি স্বং বিজ্ঞায় সচ্চিদানন্দম্ ॥ ১৫৪ ॥

সুধী ব্যক্তিরা বন্ধনবিমোচনার্থ নিত্যানিত্যরূপ চিৎ ও জড় এই দুইটির বিচার করিবেন। সেই বিচার দ্বারা সচ্চিদানন্দময় আত্মাভিজ্ঞান জন্মিলে লোকে অলৌকিকানন্দ প্রাপ্ত হয় ॥ ১৫৪ ॥

মুঞ্জাদিষীকামিব দৃশ্যবর্গাৎ, প্রত্যঞ্চমাত্মানমসঙ্গমক্রিয়ম্।
বিবিচ্য তত্র প্রবিলাপ্য সর্ব্বং, তদাত্মনা তিষ্ঠতি যঃ স মুক্তঃ ॥ ১৫৫ ॥

মৌঞ্জীতৃণমধ্যস্থ শলাকা যেমন তাহা হইতে বিভিন্ন থাকে, তদ্রূপ যিনি দৃশ্য শরীরাদি জড়বস্তু হইতে সর্ব্বভূতস্থ, অসঙ্গ, অক্রিয় আত্মাকে বিভিন্নরূপে বিদিত হইয়া ঐ আত্মাতে সকল লয় করিয়া তন্ময় হন, তাঁহাকেই মুক্ত বলা যায় ॥ ১৫৫ ॥

দেহোঽয়মন্নভবনোঽন্নময়স্তু কোষশ্চান্নেন জীবতি বিনশ্যতি তদ্বিহীনঃ।
ত্বক্চর্ম্মমাংসরুধিরাস্থিপুরীষরাশির্নায়ং স্বয়ং ভবিতুমর্হতি নিত্যশুদ্ধঃ ॥১৫৬॥

এই শরীর অন্নরস হইতে সঞ্জাত, অন্নরস দ্বারা রক্ষিত এবং অন্নরসশূন্য হইলে ধ্বংস হয়, সুতরাং ইহার নাম অন্নময় কোষ, ত্বক্-শোণিতমাংসাস্থি-মলপূর্ণ এই অন্নময়কোষ কদাচ অনশ্বর ব্রহ্মপদবাচ্য হইতে পারে না ॥ ১৫৬ ॥

পূর্ব্বং জনেরপি মৃতেরধুনায়মস্তি, জাতক্ষণঃ ক্ষণগুণোঽনিয়তস্বভাবঃ।
নৈকো জড়শ্চ ঘটবৎ পরিদৃশ্যমানঃ,স্বাত্মা কথং ভবতি ভাববিকারবেত্তা ॥১৫৭॥

জন্মমৃত্যুর পূর্ব্বেও এই অন্নময়কোষ থাকে, এখনও আছে। ইহাতে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে বিশেষ গুণ উৎপন্ন হয়। ইহার স্বভাব অস্থায়ী। সুতরাং অশেষ প্রকারে জড় ও ঘটবৎ দৃশ্যমান কোষস্বভাব ও বিকাশাদির অভিজ্ঞ কি প্রকারে হইবে ? ১৫৭ ॥

পাণিপাদাদিমান্ দেহো নাত্মা ব্যঙ্গোঽপি জীবনাৎ।
তত্তচ্ছক্তেরনাশাচ্চ ন নিয়ম্যো নিয়ামকঃ ॥১৫৮॥

শরীর করচরণাদিযুক্ত, আত্মা তাহা নহেন। তিনি অঙ্গবর্জ্জিত হইলেও যতদিন সন্তানিবন্ধন তত্তৎ-শক্তির অনাশহেতু কাহারও শিক্ষার পাত্র নহেন। তিনি অখিলের প্রভু ॥১৫৮॥

দেহতদ্ধর্ম্মতৎকর্ম্মতদবস্থাদিসাক্ষিণঃ।
স্বত এব স্বতঃসিদ্ধং তদ্বৈলক্ষণ্যমাত্মনঃ ॥১৫৯॥

আত্মা দেহ, দেহের ধর্ম্ম, কর্ম্ম ও অবস্থাদির সাক্ষী ; দেহ ও তদ্ধর্ম্ম আত্মার দৃশ্যবস্তু ; সুতরাং আত্মা ও দেহের বৈলক্ষণ্য স্বতঃসিদ্ধ ॥১৫৯॥

শল্যরাশির্ম্মাংসলিপ্তো মলপূর্ণোঽতিকশ্মলঃ।
কথং ভবেদয়ং বেত্তা স্বয়মেতদ্বিলক্ষণঃ ॥১৬০॥

মাংসময়, অস্থিমলাদিপূরিত, অতি মোহের স্থানস্বরূপ, বিশেষ বৈলক্ষণ্য-যুক্ত এই দেহ কিরূপে স্বয়ং জ্ঞাতা হইবে ? ১৬০ ॥

ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশাবহংমতিং মূঢ়জনঃ করোতি।
বিলক্ষণং বেত্তি বিচারশীলো, নিজস্বরূপং পরমার্থভূতম্ ॥ ১৬১ ॥

যে ব্যক্তি মূর্খ, সেই-ই চর্ম্ম-মাংস-মেদ-অস্থি-মল-পূর্ণ এই দেহে অহংবুদ্ধি করে, কিন্তু যে ব্যক্তি ব্রহ্মবিচারজ্ঞ, তিনি শরীরাদি সমস্ত বস্তু হইতে পরমার্থ-ভূত নিজ স্বরূপ উপায়যোগে বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ১৬১ ॥

দেহোঽহমিত্যেব জড়স্য বুদ্ধির্দ্দেহে চ জীবে বিদুষস্ত্বহংধীঃ।
বিবেকবিজ্ঞানবতো মহাত্মনো, ব্রহ্মাহমিত্যেব মতিঃ সদাত্মনি ॥ ১৬২ ॥

"আমি দেহ" এরূপ জ্ঞান মূর্খেরই হয় ; যাহারা শাস্ত্রবেত্তা, তাহারা দেহে ও জীবে অহংবুদ্ধি আরোপ করে, কিন্তু আত্মানাত্মবিচারবলে আত্মানুভব-কারী মহোদয় ব্যক্তি আপনাতে স্বয়ং ব্রহ্মবুদ্ধি স্থির করিয়া থাকেন ॥ ১৬২ ॥

অত্রাত্মবুদ্ধিং ত্যজ মূঢ়বুদ্ধে ! ত্বঙ্মাংসমেদোঽস্থিপুরীষরাশৌ।
সর্ব্বাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে, কুরুষ শান্তিং পরমাং ভজস্ব ॥ ১৬৩ ॥

রে মূর্খ ! তুমি চর্ম্ম, মাংস, মেদ ও অস্থি-মলরাশিতে আত্মবুদ্ধি বিসর্জ্জন কর এবং বিকল্পবর্জ্জিত সর্ব্বাত্মা পরমব্রহ্মে মুক্তি প্রাপ্ত হও ; তাঁহার আরাধনায় নিযুক্ত হও ॥ ১৬৩ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদাবসতি ভ্রমোদিতাং, বিদ্বানহন্তাং ন জহাতি যাবৎ।
তাবন্ন তস্যাস্তি বিমুক্তিবার্ত্তাপ্যস্ত্বেষ বেদান্তনয়ান্তদর্শী ॥ ১৬৪ ॥

শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি যাবৎ অনিত্য দেহ ও ইন্দ্রিয়গ্রামে ভ্রমজন্য অহংবুদ্ধি বিস-র্জ্জন না করেন, তাবৎ তিনি বেদান্তজ্ঞই হউন্ বা প্রলয়ান্তদর্শীই হউন্, মোক্ষপথের বহু অন্তরে বিদ্যমান থাকেন ॥ ১৬৪ ॥

ছায়াশরীরে প্রতিবিম্বগাত্রে, যৎ স্বপ্নদেহে হৃদি কল্পিতাঙ্গে।
যথাত্মবুদ্ধিস্তব নাস্তি কাচিজ্জীবচ্ছরীরে চ তথৈব মাস্তু ॥ ১৬৫ ॥

ছায়াদেহ, প্রতিবিম্বদেহ, স্বপ্নদৃষ্টদেহ ও হৃৎ-কল্পিতদেহ এই সমস্ত দেহে যেমন তোমার আত্মবুদ্ধি জন্মে না, তদ্রূপ এই জীবিত দেহেও তোমার আত্ম-বুদ্ধি কেন হইবে? উহা যেন না হয় ॥ ১৬৫ ॥

দেহাত্মধীরেব নৃণামসদ্ধিয়াং, জন্মাদিদুঃখপ্রভবস্য বীজম্।
যতস্ততস্ত্বং জহি তাং প্রযত্নাৎ, ত্যক্তে তু চিত্তে ন পুনর্ভবাশা ॥ ১৬৬ ॥

অসদ্‌বুদ্ধিহেতু মানবশরীরের জন্ম-মৃত্যুদুঃখোৎপত্তির হেতুস্বরূপ অহংভাব জন্মে, এই জন্য সযত্নে অহংজ্ঞান বিসর্জ্জন দেও; কারণ, অহং বিসর্জ্জন দিলেই পুনর্জ্জন্ম দূর হইয়া থাকে সন্দেহ নাই ॥ ১৬৬ ॥

কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরঞ্চিতোঽয়ং, প্রাণো ভবেৎ প্রাণময়স্তু কোষঃ।
যেনাত্মবানন্নময়োঽন্নপূর্ণঃ, প্রবর্ত্ততেঽসৌ সকলক্রিয়াসু ॥ ১৬৭ ॥

পঞ্চপ্রাণ পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়সহ একত্র হইয়া প্রাণময়কোষ নামে প্রসিদ্ধ হয়, আর অন্নময়কোষ ঐ প্রাণময়কোষ কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্ম নিষ্পাদন করিয়া থাকে ॥ ১৬৭ ॥

নৈবাত্মাপি প্রাণময়ো বায়ুবিকারো,
গন্তাগন্তা বায়ুবদন্তর্ব্বহিরেষঃ।
যস্মাৎ কিঞ্চিৎ কাপি ন বেত্তীষ্টমনিষ্টং,
স্বং বান্যং বা কিঞ্চন নিত্যং পরতন্ত্রঃ ॥ ১৬৮ ॥

বায়ুবিকৃতিযুক্ত ও নশ্বর প্রাণময়কোষকে আত্মা বলা যায় না, আত্মা অনিলবৎ সর্ব্বভূতের অন্তরে ও বাহিরে ভ্রমণ করেন। ঐ প্রাণময়কোষ আত্মার বশীভূত। ইহাঁর ইষ্টানিষ্টজ্ঞান নাই এবং কি আপনাকে, কি অপরকে জানিতে সমর্থ নহেন ॥ ১৬৮ ॥

জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ মনোময়ঃ স্যাৎ,
কোষো মমাহমিতি বস্তুবিকল্পহেতুঃ।
[illegible] বলীয়াং-
স্তৎপূর্ব্বকোষমভিপূর্য্য বিজৃম্ভতে যঃ ॥ ১৬৯ ॥

পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় সহ সমবেত হইলেই মনকে মনোময়কোষ বলা যায়। উহা হইতেই "আমি, আমার" প্রভৃতি বিকল্পের উদয় হয় ও নামাদি পার্থক্যের আবির্ভাব দ্বারা প্রকাশিত প্রবল অন্নময়কোষ পূর্ণ হয় এবং পরে নিজে প্রকাশ পায়॥ ১৬৯॥

পঞ্চেন্দ্রিয়ৈঃ পঞ্চভিরেব হোতৃভিঃ, প্রচীয়মানো বিষয়াজ্যধারয়া।
জাজ্বল্যমানো বহুবাসনেন্ধনৈর্ম্মনোময়াগ্নির্দ্দহতি প্রপঞ্চম্॥ ১৭০॥

পঞ্চেন্দ্রিয়রূপ পঞ্চহোতৃ দ্বারা বিষয়পঞ্চকরূপ হবির্দ্বারা বর্দ্ধিত ও নানা-বাসনারূপ সমিধযোগে প্রদীপ্ত এই মনোময়বহ্নি প্রপঞ্চরূপ শরীরকে ভস্মীভূত করে অর্থাৎ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাম দ্বারা বিষয়েচ্ছা বৃদ্ধি পায়, তখন মনোরূপ বহ্নি প্রবল হইয়া প্রপঞ্চরূপ পঞ্চভূতময় শরীরকে নিয়ত ভস্মীভূত করে; কোন প্রকারে নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয় না॥ ১৭০॥

ন হ্যস্ত্যবিদ্যা মনসোঽতিরিক্তা, মনো হ্যবিদ্যা ভববন্ধহেতুঃ।
তস্মিন্ বিনষ্টে সকলং বিনষ্টং, বিজৃম্ভিতেঽস্মিন্ সকলং বিজৃম্ভতে। ১৭১॥

অবিদ্যা মন হইতে পৃথক্ বস্তু নহে; কারণ, সংসারবন্ধনের কারণস্বরূপ অবিদ্যা মনের প্রকাশেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং মনের বিকাশেই সমস্ত বিকাশ প্রাপ্ত হয় এবং এক মনের ধ্বংসেই সমস্ত ধ্বংস পাইয়া থাকে॥ ১৭১॥

স্বপ্নেঽর্থশূন্যে সৃজতি স্বশক্ত্যা, ভোক্ত্রাদি বিশ্বং মন এব সর্ব্বম্।
তথৈব জাগ্রত্যপি নো বিশেষস্তৎসর্ব্বমেতন্মনসো বিজৃম্ভণম্॥ ১৭২॥

সুষুপ্তি অবস্থায় মন যেমন স্বশক্তি দ্বারা অসৎ দ্রব্যের সৃষ্টি করে, তদ্রূপ এই জাগ্রদবস্থাতেও অভ্যাসকল্পনা দ্বারা বিশ্বভাব প্রকাশিত হয়, ইহাতে বিন্দু-মাত্র পার্থক্য নাই। সুতরাং এই সকল কেবল মনেরই বিলাসমাত্র সন্দেহ নাই॥ ১৭২॥

সুষুপ্তিকালে মনসি প্রলীনে, নৈবাস্তি কিঞ্চিৎ সকলপ্রসিদ্ধেঃ।
অতো মনঃকল্পিত এব পুংসঃ, সংসার এতস্য ন বস্তুতোঽস্তি॥ ১৭৩॥

সুষুপ্তি অবস্থায় মনের লয় হইলে নামরূপাদি দ্বারা প্রসিদ্ধ বস্তুসমস্তও কিছুই বিদ্যমান থাকে না, সুতরাং এই সংসার পুরুষের মনঃকল্পিত, প্রকৃত-পক্ষে কিছুই পরমার্থ হইতে পারে না॥ ১৭৩॥

বায়ুনা নীয়তে মেঘঃ পুনস্তেনৈব নীয়তে।
মনসা কল্প্যতে বন্ধো মোক্ষস্তেনৈব কল্প্যতে ॥ ১৭৪ ॥

জলদজাল যেমন অনিল দ্বারা উদিত হয়, পুনরায় বায়ু দ্বারাই বিলীন হয়, তদ্রূপ মনোদ্বারাই বন্ধন কল্পিত হয় এবং মনোদ্বারাই মুক্তি হইয়া থাকে ॥ ১৭৪ ॥

দেহাদিসর্ব্ববিষয়ে পরিকল্প্য রাগং,
বধ্নাতি তেন পুরুষং পশুবদ্গুণেন।
বৈরস্যমত্র বিষবৎ সুবিধায় পশ্চা-
দেনং বিমোচয়তি তন্মন এব বন্ধাৎ ॥ ১৭৫ ॥

সেই মন শরীরাদি সকল বিষয়ে অনুরাগ প্রকাশ পূর্ব্বক সেই আসক্তি-রজ্জু দ্বারা পশুর ন্যায় পুরুষকে বন্দীভূত করে; পরে যখন শরীরাদি বিষয়-সুখ বিষের ন্যায় নীরস জ্ঞান হয়, তখন সেই মন পুরুষের বন্ধনরজ্জু কর্ত্তন পূর্ব্বক মোক্ষপ্রদ হয় ॥ ১৭৫ ॥

তস্মান্মনঃ কারণমস্য জন্তোর্ব্বন্ধস্য মোক্ষস্য চ বা বিধানে ॥
বন্ধস্য হেতুর্ম্মলিনং রজোগুণৈর্ম্মোক্ষস্য শুদ্ধং বিরজস্তমস্কম্ ॥১৭৬॥

সুতরাং মনই জীবের বন্ধন ও মোক্ষের হেতু। যখন মন রজোগুণাদি দ্বারা মলিনতা প্রাপ্ত হয়, তখন বন্ধনের হেতু হয় এবং রজস্তমঃশূন্য হইয়া যখন শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ হয়, তখন মুক্তির হেতু হইয়া থাকে ॥ ১৭৬ ॥

বিবেকবৈরাগ্যগুণাতিরেকাচ্ছুদ্ধত্বমাসাদ্য মনোবিমুক্ত্যৈ।
ভবত্যতো বুদ্ধিমতো মুমুক্ষোস্তাভ্যাং দৃঢ়াভ্যাং ভবিতব্যমগ্রে ॥১৭৭॥

নিত্যানিত্যবস্তুবিচার ও বৈরাগ্যাদি গুণাতিশয্য নিবন্ধন বিশুদ্ধ মন মোক্ষের কারণ হইয়া থাকে; সুতরাং মুমুক্ষু সাধুরা প্রথমতঃ বিবেক ও বৈরাগ্য অভ্যাস করিবেন ॥ ১৭৭ ॥

মনো নাম মহাব্যাঘ্রো বিষয়ারণ্যভূমিষু।
চরত্যত্র ন গচ্ছন্তু সাধবো যে মুমুক্ষবঃ ॥ ১৭৮ ॥

মনোরূপ মহাব্যাঘ্র বিষয়রূপ বনে বিচরণ করিতেছে; সুতরাং যাঁহারা মুমুক্ষু, তাঁহারা যেন এই বনে সুখে প্রয়াণ না করেন। ১৭৮ ॥

মনঃ প্রসূতে বিষয়ানশেষান্, স্থূলাত্মনা সূক্ষ্মতয়া চ ভোক্তুঃ।
শরীরবর্ণাশ্রমজাতিভেদান্, গুণক্রিয়াহেতুফলানি নিত্যম্ ॥১৭৯॥

মন স্থূলদেহ-সূক্ষ্মশরীরাদি দ্বারা ভোক্তা জীবের নানাপ্রকার ভোগ্যদ্রব্য, দেহসমূহ, বর্ণ, আশ্রম, জাতিভেদ ও গুণকার্য্যকারণফল সমস্তই নিত্য উৎপাদন করে ॥১৭৯॥

অসঙ্গচিদ্রূপমমুং বিমোহ্য, দেহেন্দ্রিয়প্রাণগুণৈর্নিবধ্য।
অহং মমেতি ভ্রময়ত্যজস্রং, মনঃ স্বকৃত্যেষু ফলোপভুক্তিষু ॥ ১৮০॥

"আমি, আমার" এই বুদ্ধি নিঃসঙ্গ চিৎরূপ পরাত্মাকে বিমুগ্ধ করিয়া শরীরেন্দ্রিয়-প্রাণরূপ রজ্জুর দ্বারা আবদ্ধ করত স্বকর্ম্মফলভোগরূপ বিষয়মার্গে নিয়ত পর্য্যটন করাইতেছে ॥ ১৮০ ॥

অধ্যাসদোষাৎ পুরুষস্য সংসৃতিরধ্যাসবন্ধস্ত্বমুনৈব কল্পিতঃ।
রজস্তমোদোষবতোঽবিবেকিনো, জন্মাদিদুঃখস্য নিদানমেতৎ ॥১৮১॥

অধ্যাসদোষেই পুরুষের সংসার ঘটে এবং অধ্যাসবশেই "আমি, আমার" এই প্রকার বুদ্ধি কল্পিত হয়; সুতরাং রজস্তমোদোষাদিযুক্ত বিবেকবিহীন পুরুষের জন্মমৃত্যুরূপ ভবদুঃখের মূলহেতু কেবলমাত্র সেই অহং-মমবুদ্ধি সন্দেহ নাই ॥১৮১॥

অতঃ প্রাহুর্মনোঽবিদ্যাং পণ্ডিতাস্তত্ত্বদর্শিনঃ।
যেনৈব ভ্রাম্যতে বিশ্বং বায়ুনেবাভ্রমণ্ডলম্ ॥ ১৮২ ॥

যেরূপ বায়ু দ্বারা আকাশমার্গে জলদজাল পরিচরণ করে, তদ্রূপ যে মন দ্বারা এই ব্রহ্মাণ্ডে জীবকুল বিচরণ করিতেছে, তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিতেরা সেই মনকেই অবিদ্যা বলিয়া কীর্ত্তন করেন ॥ ১৮২ ॥

তন্মনঃশোধনং কার্য্যং প্রযত্নেন মুমুক্ষুণা।
বিশুদ্ধে সতি চৈতস্মিন্ মুক্তিঃ করফলায়তে ॥ ১৮৩ ॥

সুতরাং মোক্ষের ইচ্ছা থাকিলে যত্নবান্ হইয়া প্রথমতঃ মনের শুদ্ধি-সম্পাদন করিতে হয়, কেন না, মনঃশুদ্ধি হইলে মোক্ষ হস্ততলস্থ ফলবৎ হইয়া উঠে ॥ ১৮৩ ॥

মোক্ষৈকসক্ত্যা বিষয়েষু রাগং, নির্মূল্য সংন্যস্য চ সর্ব্বকর্ম।
সচ্ছ্রদ্ধয়া যঃ শ্রবণাদিনিষ্ঠো, রজঃস্বভাবং স ধুনোতি বুদ্ধেঃ ॥ ১৮৪ ॥

মোক্ষবিষয়ে একান্ত অনুরাগ দ্বারা বিষয়ে অনুরাগ নিবৃত্তি পাইলে সর্ব্বকার্য্য বিসর্জ্জন করত সৎ-সম্বন্ধীয় শ্রদ্ধাদ্বারা যিনি শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-নিষ্ঠাসম্পন্ন হন, তিনি বুদ্ধির রজোভাবকে সুখে পরাজয় করিতে পারেন ॥ ১৮৪ ॥

মনোময়ো নাপি ভবেৎ পরাত্মা, হ্যাদ্যন্তবত্ত্বাৎ পরিণামিভাবাৎ।
দুঃখাত্মকত্বাদ্বিষয়ত্বহেতোর্দ্রষ্টা হি দৃশ্যাত্মতয়া ন দৃষ্টঃ ॥ ১৮৫ ॥

মনোময় বস্তুকে পরমাত্মা বলা যায় না, কেন না, আদ্যন্তযুক্ততা, বিকারিতা, দুঃখস্বরূপত্ব ও বিষয়াদিগুণবিশিষ্টতাহেতু দ্রষ্টা আত্মা কদাচ দৃশ্যপদার্থরূপে দৃশ্য হন না ॥ ১৮৫ ॥

বুদ্ধির্ব্বুদ্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সার্দ্ধং সবৃত্তিঃ কর্ত্তৃলক্ষণঃ।
বিজ্ঞানময়কোষঃ স্যাৎ পুংসঃ সংসারকারণম্ ॥ ১৮৬ ॥

নিজ নিজ বৃত্তিসহ জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক ও বুদ্ধি একত্র হইয়া কর্ত্তৃরূপে বিজ্ঞানময়কোষ হইয়া থাকে। এই বিজ্ঞানময়কোষও পুরুষের সংসারের হেতু ॥ ১৮৬ ॥

অনুব্রজচ্চিৎপ্রতিবিম্বশক্তির্ব্বিজ্ঞানসংজ্ঞঃ প্রকৃতের্ব্বিকারঃ।
জ্ঞানক্রিয়াবানহমিত্যজস্রং, দেহেন্দ্রিয়াদিষভিমন্যতে ভৃশম্ ॥ ১৮৭ ॥

মায়াবশগ চিৎপ্রতিবিম্বশক্তি, প্রকৃতির বিকৃত ও অহংজ্ঞানশক্তিযুক্ত ইত্যাকার জ্ঞানের পাত্রস্বরূপ বিজ্ঞানময়কোষে সর্ব্বদা শরীর-ইন্দ্রিয়গ্রামাদিতে অত্যভিমান প্রকাশ করেন ॥ ১৮৭ ॥

অনাদিকালোঽয়মহংস্বভাবো, জীবঃ সমস্তব্যবহারবোঢ়া।
করোতি কর্ম্মাণ্যনুপূর্ব্ববাসনঃ, পুণ্যান্যপুণ্যানি চ তৎফলানি ॥ ১৮৮ ॥

অনাদিকালাবচ্ছিন্ন অহংভাবকেই জীব বলা যায়, সেই জীব উচিতানুচিত কর্ম্মসকল যত্নপূর্ব্বক পূর্ব্ববাসনানুরূপ পাপপুণ্যকর্ম্মাদি করিয়া তৎফল উপভোগ করেন ॥ ১৮৮ ॥

ভুঙ্‌ক্তে বিচিত্রাস্বপি যোনিষু ব্রজন্নায়াতি নির্য্যাত্যধ ঊর্দ্ধমেষঃ।
অস্যৈব বিজ্ঞানময়স্য জাগ্রৎস্বপ্নাদ্যবস্থাঃ সুখদুঃখভোগঃ ॥ ১৮৯ ॥

এই জীব বিজ্ঞানময়কোষসম্পর্কীয় জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি অবস্থাস্থিত সুখদুঃখভাক্ হইয়া নানা যোনিতে বিচরণ পূর্ব্বক কোন সময়ে সুরপুরে, কোন সময়ে মর্ত্ত্যে, কোন সময়ে নরকে গমন করেন এবং এই প্রকার যাতায়াতক্রমে পূর্ব্ববাসনার বশবর্ত্তী হইয়া কর্ম্মানুসদৃশ পুণ্য ও পাতকফল ভোগ করেন ॥ ১৮৯ ॥

দেহাদিনিষ্ঠাশ্রমধর্ম্মকর্ম্মগুণাভিমানং সততং মমেতি।
বিজ্ঞানকোষোঽয়মতিপ্রকাশঃ, প্রকৃষ্টসান্নিধ্যবশাৎ পরাত্মনঃ।
অতো ভবত্যেষ উপাধিরস্য, যদাত্মধীঃ সংসরতি ভ্রমেণ ॥ ১৯০ ॥

পরমাত্মার অত্যন্তসন্নিধিনিবন্ধন অত্যন্ত প্রকাশমান এই বিজ্ঞানময়কোষ সর্ব্বদা "আমার আমার" এই জ্ঞানে শরীরাদিতে বিশ্বাস ও আশ্রমধর্ম্মকর্ম্মগুণ এই সকল হেতু অভিমানী হইয়া আত্মবুদ্ধিবশে ভ্রমে সংসারী হইয়া থাকেন, এই কারণেই ইনি "জীব" উপাধিমান্ হন ॥ ২৯০ ॥

যোঽয়ং বিজ্ঞানময়ঃ প্রাণেষু হৃদি স্ফুরত্যয়ং জ্যোতিঃ।
কূটস্থঃ সন্নাত্মা কর্ত্তা ভোক্তা ভবত্যুপাধিস্থঃ ॥ ১৯১ ॥

এই বিজ্ঞানময়কোষ হৃদয়াভ্যন্তরে প্রাণানিলে স্ফূর্ত্তি পাইতেছে এবং আত্মা জ্যোতিস্বরূপ, সর্ব্বভূতস্থ ও নির্ব্বিকৃতি হইয়াও উপাধিবশে এই কোষে কর্ত্তৃরূপে ও ভোক্তৃরূপে বিদ্যমান আছেন ॥ ১৯১ ॥

স্বয়ং পরিচ্ছেদমুপেত্য বুদ্ধেস্তাদাত্ম্যদোষেণ পরং মৃষাত্মনঃ।
সর্ব্বাত্মকঃ সন্নপি বীক্ষতে স্বয়ং, স্বতঃ পৃথক্ত্বেন মৃদো ঘটানিব ॥ ৯২॥

যেরূপ মৃণ্ময় ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্নতা প্রকাশ করে, তদ্রূপ আত্মা সর্ব্বস্বরূপ হইয়াও বুদ্ধির তাদাত্ম্যদোষে নিজে ইয়ত্তাবান্ হইয়া পৃথক্ পৃথক্ স্বরূপকে আপনা হইতে ভিন্নরূপে দেখেন ॥ ১৯২ ॥

উপাধিসম্বন্ধবশাৎ পরাত্মা, হ্যুপাধিধর্ম্মাননুভাতি তদ্গুণঃ।
অয়োবিকারানবিকারিবহ্নিবৎ, সদৈকরূপোঽপি পরঃ স্বভাবাৎ ॥১৯৩॥

যেরূপ বিকাররহিত বহ্নি বিকারী লৌহকে লক্ষ্য করত বিরাজ করে, তদ্রূপ উপাধিসম্বন্ধ-নিবন্ধন পরমাত্মা স্বতই নিয়ত একরূপ হইয়াও উপাধিগুণযুক্ততা নিবন্ধন উপাধিধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিরাজিত থাকেন ॥ ১৯৩ ॥

শিষ্য উবাচ।

ভ্রমেণাপ্যন্যথা বাস্তু জীবভাবঃ পরাত্মনঃ।
তদুপাধেরনাদিত্বান্নানাদের্নাশ ইষ্যতে ॥ ১৯৪ ॥

শিষ্য বলিলেন, ভ্রান্তি নিবন্ধন কিংবা অপর কোন হেতুতে পরমাত্মার জীবভাব হয় ক্ষতি নাই, কিন্তু সেই জীব উপাধির অনাদিত্ব বশতঃ অনাদির ক্ষয় কিরূপে সম্ভবে? ১৯৪ ॥

অতোঽস্য জীবভাবোঽপি নিত্যা ভবতি সংসৃতিঃ।
ন নিবর্ত্তেত তন্মোক্ষঃ কথং মে শ্রীগুরো! বদ ॥ ১৯৫ ॥

হে গুরুদেব! পরমাত্মার জীবভাবে নিত্য সংসারভাব হইয়া থাকে, সুতরাং জীবোপাধি যদি প্রশান্ত না হইল, তাহা হইলে কিরূপে মোক্ষ ঘটিবে? ১৯৫ ॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

সম্যক্ পৃষ্টং ত্বয়া বিদ্বন্! সাবধানেন তচ্ছৃণু।
প্রামাণিকী ন ভবতি ভ্রান্ত্যা মোহিতকল্পনা ॥১৯৬॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি সুতর্কবান্ হইয়া উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ, তদুত্তর অবধান কর। ভ্রমে মোহকল্পনা কদাচ প্রামাণ্য নহে ॥ ১৯৬ ॥

ভ্রান্তিং বিনা ত্বসঙ্গস্য নিষ্ক্রিয়স্য নিরাকৃতেঃ।
ন ঘটেতার্থসম্বন্ধো নভসো নীলতাদিবৎ ॥ ১৯৭ ॥

যেমন বিমল গগনে ভ্রমবশে নীলপীতাদি বর্ণ লক্ষ্য হয়, তদ্রূপ অসঙ্গ, নিষ্ক্রিয় ও আকারহীন পরমাত্মার সম্বন্ধে বিষয়সম্বন্ধঘটনও এক ভ্রম ভিন্ন সম্ভবে না ॥ ১৯৭ ॥

অস্য দ্রষ্টুর্নির্গুণস্যাক্রিয়স্য, প্রত্যগ্বোধানন্দরূপস্য বুদ্ধেঃ।
ভ্রান্ত্যা প্রাপ্তো জীবভাবো ন সত্যো, মোহাপায়ে নাস্ত্যবস্তুস্বভাবাৎ ॥ ১৯৮ ॥

নিষ্ক্রিয়, নির্বিকার, নিষ্কলঙ্ক, সাক্ষী, অদ্বয় ও আনন্দস্বরূপ আত্মায় জীব-ভাব বুদ্ধিভ্রমবশেই কল্পিত হইয়া থাকে; বস্তুতঃ উহা মিথ্যা। কেন না, মোহনাশে অদ্ভুতস্বরূপ জীবভাবেরও নাশ হয়। ১৯৮।

যাবদ্ভ্রান্তিস্তাবদেবাস্য সত্তা, মিথ্যাজ্ঞানোজ্জৃম্ভিতস্য প্রমাদাৎ।
রজ্জ্বাং সর্পো ভ্রান্তিকালীন এব, ভ্রান্তের্নাশে নৈব সর্পোঽপি তদ্বৎ ॥ ১৯৯ ॥

যেমন ভ্রান্তিনিবন্ধন রজ্জুতে ভুজঙ্গজ্ঞান হয়, কিন্তু ভ্রান্তি অপগমে অহি-জ্ঞানের ধ্বংস হইয়া থাকে, তদ্বৎ ভ্রান্তিবশে অনেকজ্ঞান দ্বারা জীবভাবের প্রকাশ থাকে, কিন্তু ভ্রান্তি দূর হইলে জীবভাব লুপ্ত হয়। ১৯৯ ॥

অনাদিত্বমবিদ্যায়াঃ কার্য্যস্যাপি তথেষ্যতে।
উৎপন্নায়ান্তু বিদ্যায়ামাবিদ্যকমনাদ্যপি ॥ ২০০ ॥
প্রবোধে স্বপ্নবৎ সর্ব্বং সহ মূলং বিনশ্যতি।
অনাদ্যপীদং নো নিত্যং প্রাগভাব ইব স্ফুটম্ ॥ ২০১ ॥

যেমন সুষুপ্তিকালীন দৃষ্ট পদার্থ জাগ্রদবস্থায় বিনষ্ট হয়, তদ্রূপ অবিদ্যা অনাদি এবং অবিদ্যার কর্ম্মও অনাদি; কিন্তু বিদ্যার আবির্ভাবে অনাদি অবিদ্যা ও তৎকার্য্য অনাদি হইলেও আমাদিগের সম্বন্ধে বিনাশভাবতার ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে। ২০০-২০১।

অনাদেরপি বিধ্বংসঃ প্রাগভাবস্য বীক্ষিতঃ।
যদ্বুদ্ধ্যুপাধিসম্বন্ধাৎ পরিকল্পিতমাত্মনি ॥ ২০২ ॥
জীবত্বং ন ততোঽন্যস্তু স্বরূপেণ বিলক্ষণঃ।
সম্বন্ধঃ স্বাত্মনো বুদ্ধ্যা মিথ্যাজ্ঞানপুরঃসরঃ ॥ ২০৩ ॥

অনাদি হইলেও প্রাগভাবের নাশ দেখা যায়, কিন্তু আদ্যন্তহীন আত্মায় কেবল বুদ্ধিসহ উপাধিসম্বন্ধ নিবন্ধন জীবত্ব কল্পিত হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত অন্য হেতু দৃষ্ট হয় না। আত্মা স্বভাবতঃ যাবতীয় বস্তু হইতে বিশেষ লক্ষণা-ক্রান্ত; সুতরাং বুদ্ধির সহিত আত্মার সম্বন্ধ কেবলমাত্র মিথ্যাজ্ঞানবশেই আছে। ২০২-২০৩।

[illegible] আত্মজ্ঞানের প্রশংসা।

[illegible] ॥ ২০৪ ॥

সম্যক্ জ্ঞান হইলে অলীক জ্ঞান তিরোহিত হয় সন্দেহ নাই। সুতরাং পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একতাজ্ঞানকেই সম্যক্ জ্ঞান বলা যায়। ইহা বেদে স্বীকৃত আছে ॥ ২০৪ ॥

> তদাত্মানাত্মনোঃ সম্যগ্বিবেকেনৈব সিদ্ধ্যতি।
> ততো বিবেকঃ কর্ত্তব্যঃ প্রত্যগাত্মসদাত্মনোঃ ॥ ২০৫ ॥

বুদ্ধিযোগে পরমাত্মা ও জীবাত্মার অনন্তবিচারদ্বারাই সেই সম্যক্‌জ্ঞানের সিদ্ধি হয়; এই জন্য জীবাত্মা ও পরমাত্মার বিচার করা বিধেয় ॥ ২০৫ ॥

> জলং পঙ্কবদত্যন্তং পঙ্কাপায়ে জলং স্ফুটম্।
> যথা ভাতি তথাত্মাপি দোষাভাবে স্ফুটপ্রভঃ ॥ ২০৬ ॥
> অসন্নিবৃত্তৌ তু সদাত্মনা স্ফুটং, প্রতীতিরেতস্য ভবেৎ প্রতীচঃ।
> ততো নিরাসঃ করণীয় এব, সদাত্মনঃ সাধ্বহমাদিবস্তুনঃ ॥ ২০৭ ॥

যেমন জল ও পঙ্ক বিভিন্ন বস্তু হইলেও একত্র থাকা নিবন্ধন পঙ্কই প্রকাশ পায়, পরে পঙ্কবিচ্ছেদ ঘটিলে জল প্রকাশিত হয়, তদ্রূপ আত্মাও অনাত্ম-সংসর্গদোষের অভাবে বিশুদ্ধ সচ্চিদ্ভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে। যখন সদ্-বুদ্ধিবলে অলীকজ্ঞান নষ্ট হয়, তখন সর্ব্বভূতস্থ পরমাত্মজ্ঞান প্রকাশিত হইয়া থাকে; সুতরাং আত্মাসম্বন্ধে অহং এইরূপ অপদার্থগত জ্ঞান সম্যক্ বিসর্জ্জন করা বিধেয় ॥ ২০৬-২০৭ ॥

> অতো নায়ং পরাত্মা স্যাদ্বিজ্ঞানময়শব্দভাক্।
> বিকারিত্বাজ্জড়ত্বাচ্চ পরিচ্ছিন্নত্বহেতুতঃ।
> দৃশ্যত্বাদ্ব্যভিচারিত্বান্নানিত্যো নিত্য ইষ্যতে ॥ ২০৮ ॥

পরমপুরুষ পরমাত্মাকে বিজ্ঞানময় কোষ বলা যায় না; কেন না, বিজ্ঞানময় কোষে বিকারিতা, জড়তা, পরিচ্ছিন্নতা, দৃশ্যতা, ব্যভিচারিতা ইত্যাদি নানাদোষ দেখা যায়। সুতরাং অনিত্য বিজ্ঞানময়কোষ নিত্য পদার্থ নহে ॥ ২০৮ ॥

> আনন্দপ্রতিবিম্বচুম্বিততনুর্বৃত্তিস্তমোজ্জৃম্ভিতা,
> স্যাদানন্দময়ঃ প্রিয়াদিগুণকঃ স্বেষ্টার্থলাভোদয়ঃ।
> পুণ্যস্যানুভবে বিভাতি কৃতিনামানন্দরূপঃ স্বয়ং,
> ভূত্বানন্দতি যত্র সাধু তনুভৃন্মাত্রং প্রযত্নং বিনা ॥ ২০৯ ॥

আনন্দপ্রতিবিম্ববিশিষ্ট তমোবৃত্তি দ্বারা প্রকাশিত প্রিয়াপ্রিয় গুণযুক্ত নিজ অভীষ্টপ্রাপ্তি দ্বারা উদয়শীল দেহে পুণ্যশীলগণের পুণ্যানুভব হইলে স্বয়ং আনন্দরূপে প্রকাশিত হন। যাহাতে দেহিমাত্রেই সহজে সম্যক্ আনন্দপ্রাপ্ত হন, তাহারই নাম আনন্দময়কোষ ॥ ২০৯ ॥

আনন্দময়কোষস্য সুষুপ্তৌ স্ফূর্ত্তিরুৎকটা।
স্বপ্নজাগরয়োরীষদিষ্টসন্দর্শনাদিনা ॥ ২১০ ॥

সুষুপ্তি অবস্থাতে এই আনন্দময়কোষ সমধিক স্ফূর্ত্তিশালী থাকে, স্বপ্ন ও জাগ্রদবস্থায় অভীষ্টদর্শন হেতু ইহার ঈষন্মাত্র প্রকাশ হয় ॥ ২১০ ॥

নৈবায়মানন্দময়ঃ পরাত্মা, সোপাধিকত্বাৎ প্রকৃতের্ব্বিকারাৎ।
কার্য্যত্বহেতোঃ সুকৃতক্রিয়ায়াঃ, বিকারসঙ্ঘাতসমাহিতত্বাৎ ॥২১১॥

উপাধিযুক্ততা, প্রকৃতির বিকারিতা ও পুণ্যক্রিয়াসম্বন্ধীয় বিকারের সম্মিলনে এই আনন্দময়কোষকে পরমাত্মা বলা যায় না ॥ ২১১ ॥

পঞ্চানামপি কোষাণাং নিষেধে যুক্তিতঃ শ্রুতেঃ।
তন্নিষেধাবধিঃ সাক্ষী বোধরূপোঽবশিষ্যতে ॥ ২১২ ॥

বেদোক্তি দ্বারা এই কোষপঞ্চক পরমাত্মা হইতে প্রতিষিদ্ধ হইলে সেই প্রতিষেধের কোষসীমাস্বরূপ যিনি সাক্ষী ও জ্ঞানস্বরূপ অবশিষ্ট থাকেন, তিনি আত্মা ॥ ২১২ ॥

যোঽয়মাত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণঃ।
অবস্থাত্রয়সাক্ষী সন্ নির্ব্বিকারো নিরঞ্জনঃ।
সদানন্দঃ স বিজ্ঞেয়ঃ স্বাত্মত্বেন বিপশ্চিতা ॥ ২১৩ ॥

আত্মা স্বয়ং জ্যোতিঃস্বরূপ, কোষপঞ্চক হইতে বিশেষ-লক্ষণযুক্ত, তিন অবস্থার সাক্ষী, নিত্য, বিকারহীন, নিরঞ্জন, সদানন্দময়। সুধীগণ কর্ত্তৃক তিনি স্বীয় আত্মারূপে জ্ঞেয় ॥ ২১৩ ॥

শিষ্য উবাচ।

মিথ্যাত্বেন নিষিদ্ধেষু কোষেষ্বেতেষু পঞ্চসু।
সর্ব্বাভাবং বিনা কিঞ্চিন্ন পশ্যাম্যত্র হে গুরো।
বিজ্ঞেয়ং কিমু বস্ত্বস্তি স্বাত্মনাত্মবিপশ্চিতা ॥২১৪॥

শিষ্য বলিলেন, গুরুদেব! মিথ্যাত্বনিবন্ধন প্রতিষেধিত এই কোষপঞ্চকান্তরে সর্ব্বাভাব ভিন্ন অন্য কিছু দৃষ্ট হয় না; অতএব হে ভগবন্! আত্মা ও অনাত্মা এই দুইটির বিচারাকাঙ্ক্ষী বিবেকীর সম্বন্ধে কি বস্তু শেষ থাকিল? ২১৪॥

শ্রীগুরুরুবাচ।

সত্যমুক্তং ত্বয়া বিদ্বন্! নিপুণোঽসি বিচারণে।
অহমাদিবিকারাস্তে তদভাবোঽয়মপ্যনু॥ ২১৫॥

গুরুদেব বলিলেন, তুমি আত্মানাত্মবিচারের উপযুক্ত পাত্র। যাহা কহিলে, সত্য বটে, কিন্তু অবিদ্যা ও অবিদ্যাকার্য্যসমূহ শূন্য না হইলে পরমাত্মা প্রকাশিত হন না॥ ২১৫॥

সর্ব্বে যেনানুভূয়ন্তে যঃ স্বয়ং নানুভূয়তে।
তমাত্মানং বেদিতারং বিদ্ধি বুদ্ধ্যা সুসূক্ষ্ময়া॥ ২১৬॥

যাঁহাকে কেহ অনুভব করিতে সমর্থ নহে, অথচ যিনি সমস্ত বস্তু অনুভব করেন, সূক্ষ্মবুদ্ধিবলে তাঁহাকে নিখিলবিজ্ঞাতা আত্মা বলিয়া জানিও॥২১৬॥

তৎসাক্ষিকং ভবেত্তত্তদ্যদ্যদ্যেনানুভূয়তে।
কস্যাপ্যননুভূতার্থে সাক্ষিত্বং নোপযুজ্যতে॥ ২১৭॥

যে যে দ্রব্য যে যে ব্যক্তি কর্ত্তৃক অনুভূত হয়, সেই সেই ব্যক্তি সেই সেই দ্রব্যের সাক্ষীস্বরূপ, কিন্তু অবিদিত অর্থে কাহারও সম্বন্ধে সাক্ষিত্বসম্ভব সঙ্গত নহে॥ ২১৭॥

অসৌ স্বসাক্ষিকো ভাবো যতঃ স্বেনানুভূয়তে।
অতঃপরং স্বয়ং সাক্ষাৎ প্রত্যগাত্মা ন চেতরঃ॥ ২১৮॥

সুতরাং আত্মার এই সাক্ষিস্বরূপ আত্মভাবদ্বারাই অনুভব হয়, কারণ, পরমশ্রেষ্ঠ পরমাত্মা সাক্ষাৎ স্বয়ং বিদ্যমান আছেন, দ্বিতীয় পদার্থ নাই॥ ২১৮॥

জাগ্রৎ-স্বপ্ন-সুষুপ্তিষু স্ফুটতরং যোঽসৌ সমুজ্জৃম্ভতে,
প্রত্যগ্রূপতয়া সদাহমহমিত্যন্তঃস্ফুরন্নেকধা।

বিশোক আনন্দঘনো বিপশ্চিৎ, স্বয়ং কুতশ্চিন্ন বিভেতি কশ্চিৎ।
নান্যোঽস্তি পন্থা ভববন্ধমুক্তের্বিনা স্বতত্ত্বাবগমং মুমুক্ষোঃ ॥ ২২৪ ॥

বিশোক, ঘনানন্দস্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ পরমাত্মার কুত্রাপি ভয় বিদ্যমান নাই, সুতরাং মুক্তিকামী ব্যক্তির সেই পরমাত্মরূপ আত্মতত্ত্বজ্ঞান ব্যতীত সংসার-পাশমুক্তির দ্বিতীয় উপায় নাই ॥ ২২৪ ॥

ব্রহ্মাভিন্নত্ববিজ্ঞানং ভবমোক্ষস্য কারণম্।
যেনাদ্বিতীয়মানন্দং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে বুধৈঃ ॥ ৩২৫ ॥

ব্রহ্মসহ আপনার অভেদবোধই সংসারমোচনের হেতু। এই জ্ঞানবলেই সুধীগণ অদ্বিতীয় আনন্দময় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২২৫ ॥

ব্রহ্মভূতস্তু সংসৃত্যৈ বিদ্বান্নাবর্ত্ততে পুনঃ।
বিজ্ঞাতব্যমতঃ সম্যগ্‌ ব্রহ্মাভিন্নত্বমাত্মনঃ ॥ ৩২৬ ॥

ব্রহ্মস্বরূপ সুধীব্যক্তি সংসারের জন্য পুনরায় আগত হন না; সুতরাং আপনা হইতেই ব্রহ্মের অভেদ সম্পূর্ণরূপে বিদিত হওয়া উচিত ॥ ২২৬ ॥

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম বিশুদ্ধং পরং স্বতঃসিদ্ধম্।
নিত্যানন্দৈকরসং প্রত্যগভিন্নং নিরন্তরং জয়তি ॥ ২২৭ ॥

সত্য-জ্ঞানানন্দ-বিশুদ্ধস্বরূপ, নিত্যানন্দময়, প্রতিভূতস্থ আত্মা হইতে অভেদস্বরূপ পরব্রহ্ম নিয়তই বিরাজ করিতেছেন ॥ ২২৭ ॥

সদিদং পরমাদ্বৈতং স্বস্মাদন্যস্য বস্তুনোঽভাবাৎ।
ন হ্যন্যদস্তি কিঞ্চিৎ সম্যক্ পরমার্থতত্ত্ববোধদশায়াম্ ॥ ২২৮ ॥

আত্মা ব্যতীত অন্য পদার্থের অভাবনিবন্ধন এই পরমাত্মা সৎস্বরূপ এবং পরমাদ্বৈতবৎ; অত্যুত্তম পরমার্থতত্ত্বের জ্ঞানাবস্থাতে কেবল একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই বিদ্যমান থাকে না ॥ ২২৮ ॥

যদিদং সকলং বিশ্বং নানারূপং প্রতীতমজ্ঞানাৎ।
তৎ সর্ব্বং ব্রহ্মৈব প্রত্যস্তাশেষভাবনাদোষম্ ॥ ২২৯ ॥

এই যে সকল স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্রহ্মাণ্ড অজ্ঞানবশতঃ নানাপ্রকারে অনুমিত হয়, তাহা নানাভাবনারূপ দোষের ধ্বংসকারী ব্রহ্মমাত্র ॥ ২২৯ ॥

মৃৎকার্য্যভূতোঽপি মৃদো ন ভিন্নঃ কুম্ভোঽস্তি সর্ব্বত্র তু মৃৎস্বরূপাৎ।
ন কুম্ভরূপং পৃথগস্তি কুম্ভঃ, কুতো মৃষা কল্পিতনামমাত্রঃ ॥ ২৩০ ॥

মৃত্তিকার কার্য্যরূপে পরিণামপ্রাপ্ত বস্তুসমূহ মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ নহে, সর্ব্বত্রই মৃত্তিকাস্বরূপ বস্তু হইতে কুম্ভ সঞ্জাত হয়, কিন্তু কুম্ভের পৃথক্‌রূপ দৃষ্ট হয় না, কুম্ভনাম অলীক কল্পনামাত্র ॥ ২৩০ ॥

কেনাপি মৃদ্ভিন্নতয়া স্বরূপং, ঘটস্য সন্দর্শয়িতুং ন শক্যতে।
অতো ঘটঃ কল্পিত এব মোহান্মৃদেব সত্যং পরমার্থভূতা ॥ ২৩১ ॥

কেহই দেখাইতে পারেন না যে, ঘটের স্বরূপ মৃত্তিকা হইতে বিভিন্ন বস্তু; সুতরাং মোহবশতই "ঘট" এই আখ্যা কল্পিত হয়; ফল কথা, মৃত্তিকাই সত্য ॥ ২৩১ ॥

সদ্‌ব্রহ্মকার্য্যং সকলং সদেব, তন্মাত্রমেতন্ন ততোঽন্যদস্তি।
অস্তীতি যো বক্তি ন তস্য মোহো, বিনির্গতো নিদ্রিতবৎ প্রজল্পঃ ॥ ২৩২ ॥

সদ্‌ব্রহ্মের কার্য্যও সৎস্বরূপ, এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলই ব্রহ্ম, তদ্ব্যতীত অপর কিছুই নাই। যাহার মোহ দূর হয় নাই, সেই ব্যক্তিই বলে যে, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য দ্রব্য আছে। উক্ত ব্যক্তির বাক্য সুপ্তজনের প্রলাপমাত্র ॥ ২৩২ ॥

ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিত্যেব বাণী, শ্রৌতী ব্রূতেঽথর্ব্বনিষ্ঠা বরিষ্ঠা।
তস্মাদেতদ্‌ব্রহ্মমাত্রং হি বিশ্বং, নাধিষ্ঠানাদ্ভিন্নতারোপিতস্য ॥ ২৩৩ ॥

অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রুতিপ্রমাণে জানা যায় যে, এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকলই ব্রহ্ম; সুতরাং ব্রহ্মাণ্ডাধার ব্রহ্ম হইতে আধেয় ব্রহ্মাণ্ডের প্রভেদ কল্পিত হয় না। ২৩৩ ॥

সত্যং যদি স্যাজ্জগদেতদাত্মনোঽনন্তত্বহানির্নিগমা প্রমাণতা।
অসত্যবাদিত্বমপীশিতুঃ স্যান্নৈতত্ত্রয়ং সাধু হিতং মহাত্মনাম্ ॥ ২৩৪ ॥

জগৎ সত্য হইলে আত্মার অনন্ততার ক্ষতি, বেদোক্ত প্রমাণের বিরোধ ও ঈশ্বরের অসত্যভাষিতা ঘটে; সুতরাং এই তিনটি মহাত্মজনগণের অনুমোদিত নহে ॥ ২৩৪ ॥

ঈশ্বরো বস্তুতত্ত্বজ্ঞো ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ।
ন চ মৎস্থানি ভূতানীত্যেবমেব ব্যচিক্লৃপৎ ॥ ২৩৫ ॥

সর্ব্বগ্রন্থের তত্ত্বজ্ঞানসম্বন্ধে ঈশ্বরের উক্তি আছে যে, আমি পদার্থরূপ ভূতগ্রামে সংস্থিত নাই, এবং ভূতরূপ দ্রব্যসমূহও আমাতে স্থিত নহে। ২৩৫ ॥

যদি সত্যং ভবেদ্বিশ্বং সুষুপ্তাবুপলভ্যতাম্।
যন্নোপলভ্যতে কিঞ্চিদতোঽসৎ স্বপ্নবন্মৃষা ॥ ২৩৬ ॥

বিশ্ব মিথ্যা না হইলে সুষুপ্তি অবস্থায় তাহা প্রতীতি হউক, সুতরাং যখন সুষুপ্তিদশাতে কোন বস্তুর প্রতীতি হয় না, তখন বিশ্ব সত্য কিরূপে হইতে পারে? এ হেতু কেবল জাগ্রদবস্থাতে দৃশ্যমান যে বিশ্ব, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বিফল, ইহাই মীমাংসিত হইল ॥ ২৩৬ ॥

অতঃ পৃথঙ্নাস্তি জগৎ পরাত্মনঃ, পৃথক্ প্রতীতিস্তু মৃষা গুণাহিবৎ।
আরোপিতস্যাস্তি কিমর্থবত্তাধিষ্ঠানমাভাতি তথা ভ্রমেণ ॥ ২৩৭ ॥

পরমাত্মা হইতে এই জগৎ ভিন্ন নহে, ভ্রমনিবন্ধন সত্যরূপ আত্মা হইতে মিথ্যা জগতের প্রভেদজ্ঞান জন্মে। কেন না, সত্যরূপ রজ্জু হইতে অলীক সর্পজ্ঞান হইয়া থাকে; সুতরাং অনিত্য জগতের অনুশীলন করা বৃথা। ইহাতে কেবলমাত্র এক জগদাধার ব্রহ্মই প্রকাশ পাইতেছেন ॥ ২৩৭॥

ভ্রান্তস্য যদ্যদ্ভ্রমতঃ প্রতীতং, ব্রহ্মৈব তত্তদ্রজতং হি শুক্তিঃ।
ইদন্তয়া ব্রহ্ম সদৈব রূপ্যতে, ত্বারোপিতং ব্রহ্মণি নামমাত্রম্ ॥ ২৩৮ ॥

ভ্রান্তব্যক্তির ভ্রান্ত্যধীন যে যে দ্রব্য প্রতীত হয়, তত্তদ্দ্রব্যই ব্রহ্ম। ভ্রান্তিবশে যেমন শুক্তিতে রৌপ্যত্ব আরোপিত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে নিরন্তর জগৎ আরোপিত হইয়া থাকে, সুতরাং ব্রহ্মের প্রতি বিশ্বনাম কল্পিতমাত্র ॥ ২৩৮ ॥

অতঃপরং ব্রহ্ম সদসদ্বিতীয়ং, বিশুদ্ধবিজ্ঞানঘনং নিরঞ্জনম্।
প্রশান্তমাদ্যন্তবিহীনমক্রিয়ং, নিরন্তরানন্দরসস্বরূপম্ ॥ ২৩৯ ॥

সুতরাং জানা গেল যে, সৎস্বরূপ, অদ্বয়, বিশুদ্ধ, চিদ্ঘনস্বরূপ, নিরঞ্জন, শান্ত, অনাদি, অনন্ত, অক্রিয়, সদানন্দপূর্ণ একমাত্র পরব্রহ্মই সর্ব্বত্র বিরাজিত ॥ ২৩৯ ॥

নিরস্তমায়াকৃতসর্বভেদং, নিত্যং ধ্রুবং নিষ্কলমপ্রমেয়ম্।
অরূপমব্যক্তমনাখ্যমব্যয়ং, জ্যোতিঃ স্বয়ং কিঞ্চিদিদং চকাস্তি ॥ ২৪০ ॥

এবমুপাধী পরজীবয়োস্তয়োঃ, সম্যঙ্‌নিরাসে ন পরো ন জীবঃ।
রাজ্যং নরেন্দ্রস্য ভটস্য খেটকস্তয়োরপোহে ন ভটো রাজা ॥ ২৪৬॥

মায়া ও পঞ্চকোষ এই দুইটি বিদূরিত হইলে ঈশ্বর ও জীবরূপ উপাধি দুইটিও সর্ব্বথা নিরাকৃত হইয়া থাকে। যেমন রাজত্ব জন্য রাজা এবং গদাজন্য যোদ্ধা উপাধি হইয়া থাকে, কিন্তু রাজত্ব ও গদাবর্জ্জিত হইলে রাজাতে যোদ্ধাতে সমানতা ঘটে, তদ্রূপ ঈশ্বর ও জীব উপাধিবর্জ্জিত হইলেই সমান হইয়া উঠেন অর্থাৎ ব্রহ্মমাত্র বিদ্যমান থাকেন ॥ ২৪৬ ॥

অথাত আদেশ ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং, নিষেধতি ব্রহ্মণি কল্পিতং দ্বয়ম্।
শ্রুতিপ্রমাণানুগৃহীতবোধাত্তয়োর্নিরাসঃ করণীয় এবম্ ॥ ২৪৭ ॥

"অতঃপর এ হেতু আদেশ" এই শ্রুতি দ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত দুইটি উপাধি নিষিদ্ধ হইতেছে, সুতরাং শ্রুত্যুক্ত প্রমাণ দ্বারা জাত জ্ঞানবলে ঐ দুই উপাধির নিরাকরণ করা বিধেয় ॥ ২৪৭ ॥

নেদং নেদং কল্পিতত্বান্ন সত্যং, রজ্জুদৃষ্টব্যালবৎ স্বপ্নবচ্চ।
ইত্থং দৃশ্যং সাধুযুক্ত্যা ব্যপোহ্য, জ্ঞেয়ঃ পশ্চাদেকভাবস্তয়োর্যঃ ॥ ২৪৮॥

যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গ ও স্বপ্নে বস্তুসকল আলোকিত হয়, তদ্রূপ "ইহা নয়, ইহা নয়," এই সকল কল্পিতত্ববশতঃ অলীক। সুতরাং সুযুক্তিবলে দৃশ্যবস্তুসমূহ বিলোপ করিয়া পরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একীভাব জ্ঞাতব্য ॥ ২৪৮ ॥

ততস্তু তৌ লক্ষণয়া সুলক্ষ্যৌ, তয়োরখণ্ডৈকরসত্বসিদ্ধয়ে।
নালং জহত্যা ন তথাঽজহত্যা, কিন্তূভয়ার্থাত্মিকয়ৈব ভাব্যম্ ॥ ২৪৯ ॥

তৎপরে পরমাত্মা ও জীবাত্মার একত্বসিদ্ধার্থ লক্ষণা দ্বারা তৎ ও ত্বংপদের বাচ্য ঈশ্বর ও জীবকে সম্যক্ লক্ষ্য করিতে হইবে। আত্মা জহত্যজহতী লক্ষণা দ্বারা দৃশ্য নহেন, কিন্তু উভয়ার্থ লক্ষণা দ্বারা লক্ষিত হইয়া থাকেন ॥ ২৪৯ ।

স দেবদত্তোঽয়মিতীহ চৈকতা, বিরুদ্ধধর্মাংশমপাস্য কথ্যতে।
যথা তথা তত্ত্বমসীতি বাক্যে, বিরুদ্ধধর্মানুভয়ত্র হিত্বা ॥ ২৫০ ॥

যেমন "সেই দেবদত্ত এই," এখানে "সেই" কথা ভূতকাল এবং "এই" কথা বর্ত্তমানকাল এই বিকালরূপ বিরুদ্ধাংশ বিশেষণ ছাড়িয়া দিলে একমাত্র দেবদত্তই বিদ্যমান থাকে, তদ্রূপ তত্ত্বমসি এই বাক্যে উভয়স্থানেই বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ পূর্ব্বক কেবল চৈতন্যরূপ একত্ব কথিত হয়।২৫০।

সংলক্ষ্য চিন্মাত্রতয়া সদাত্মনোরখণ্ডভাবঃ পরিচীয়তে বুধৈঃ।
এবং মহাবাক্যশতেন কথ্যতে, ব্রহ্মাত্মনোরৈক্যমখণ্ডভাবঃ ॥ ২৫১ ॥

সুধীগণ পরমাত্মা ও জীবাত্মার অখণ্ডভাব জানিতে হইলে শুদ্ধ চৈতন্য-স্বরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকেন। এই প্রকার অসংখ্য মহাবাক্য দ্বারা পরমাত্মা ও জীবাত্মার অখণ্ডভাবরূপ একতা কথিত হইয়া থাকে। ২৫১।

অস্থূলমিত্যেতদসন্নিরস্য, সিদ্ধং স্বতো ব্যোমবদপ্রতর্ক্যম্ ॥ ২৫২ ॥
অতো মৃষা মাত্রমিদং প্রতীতং, জহীহি যৎ স্বাত্মতয়া গৃহীতম্।
ব্রহ্মাহমিত্যেব বিশুদ্ধবুদ্ধ্যা, বিদ্ধি স্বমাত্মানমখণ্ডবোধম্ ॥ ২৫৩ ॥

অসৎবস্তু ত্যাগ করিয়া অণু হইতেও অণু, এই বচন দ্বারা প্রতিপাদিত পরমাত্মা প্রকৃতিসিদ্ধ এবং গগনবৎ অতর্ক্য; সুতরাং আত্মস্বরূপে গৃহীত নিখিল অনিত্যজ্ঞান বিসর্জ্জন কর এবং "আমিই ব্রহ্ম," এইরূপ বিমলবুদ্ধি-যোগে আপনাকেই পূর্ণবোধস্বরূপ আত্মা বলিয়া স্থির কর ॥ ২৫২-২৫৩ ॥

মৃৎকার্য্যং সকলং ঘটাদি সততং মৃন্মাত্রমেবাহিতং,
তদ্বৎ সজ্জনিতং সদাত্মকমিদং সন্মাত্রমেবাখিলম্।
যস্মান্নাস্তি সতঃ পরং কিমপি তৎ সত্যং স আত্মা স্বয়ং,
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৪ ॥

যেমন মৃত্তিকার ক্রিয়ারূপ ঘটাদি পদার্থ মৃৎ-স্বরূপ বলিয়াই নিয়ত কথিত হয়, তদ্রূপ সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন সৎস্বরূপ অখিল ব্রহ্মাণ্ড সন্মাত্র-রূপে অভিহিত হইয়া থাকে; সৎ ভিন্ন অন্য দ্রব্য কিছুই নাই; সুতরাং তুমিই সত্য, শান্ত, নির্ম্মল, অদ্বিতীয়, স্বয়ং ব্রহ্মরূপ আত্মা হও ॥ ২৫৪ ॥

নিদ্রাকল্পিতদেশকালবিষয়জ্ঞাত্রাদি সর্ব্বং যথা,
মিথ্যা তদ্বদিহাপি জাগ্রতি জগৎ স্বাজ্ঞানকার্য্যত্বতঃ।
যস্মাদেবমিদং শরীরকরণপ্রাণাহমাদ্যপ্যসৎ,
তস্মাত্তত্ত্বমসি প্রশান্তমমলং ব্রহ্মাদ্বয়ং যৎপরম্ ॥ ২৫৫ ॥

সুষুপ্তিকালীন কল্পিত জ্ঞাতা, জ্ঞেয় ও জ্ঞানাদি পদার্থ যেরূপ অলীক, তদ্রূপ জাগ্রদবস্থাতেও স্বীয় অজ্ঞানকার্য্যতাবশতঃ নিখিল সংসার মিথ্যা ; সুতরাং এই দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহঙ্কার প্রভৃতি সকলই যখন অসৎ হইল, তখন তুমিই শান্ত, বিমল, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম হও ॥ ২৫৫ ॥

জাতিনীতিকুলগোত্রদূরগং, নামরূপগুণদোষবর্জ্জিতম্ ।
দেশকালবিষয়াতিবর্ত্তি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৬ ॥

যিনি জাতি, আচার, বংশ, গোত্র প্রভৃতির অতিদূরে অবস্থান করেন, যাঁহার নাম নাই, রূপ নাই, গুণ নাই, দোষাদিও নাই, যিনি দেশকালাদির অবিষয়, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও ; আপনাতেই সেই ব্রহ্ম চিন্তা কর ॥ ২৫৬ ॥

যৎপরং সকলবাগগোচরং, গোচরং বিমলবোধচক্ষুষঃ ।
শুদ্ধচিদ্ঘনমনাদিবস্তু যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৭ ॥

যিনি বাক্যের অবিষয় ও বিমল, যাঁহাকে একমাত্র জ্ঞাননেত্রে প্রত্যক্ষ করা যায়, যিনি বিশুদ্ধ চিদ্ঘনানন্দস্বরূপ, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে ভাবনা কর॥ ২৫৭ ॥

ষড়্ভিরূর্ম্মিভির[illegible], হৃদ্ভাবিতং ন করণৈর্ব্বিভাবিতম্ ।
বুদ্ধ্যবেদ্যমনবেদ্যভূতি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৮ ॥

যাঁহার ক্ষুধা নাই, মৃত্যুও নাই ; যোগীরা যাঁহাকে হৃদয়ে চিন্তা করেন, যিনি ইন্দ্রিয়গ্রামের ভাবনার অযোগ্য, বুদ্ধির অবিষয়, যিনি অনবেদ্য ঐশ্বর্য্য-স্বরূপ, তুমিই সেই পরব্রহ্মহও, আত্মাতে তাঁহাকেই ধ্যান কর ॥ ২৫৮ ॥

ভ্রান্তিকল্পিতজগৎকলাশ্রয়ং, স্বাশ্রয়ঞ্চ সদসদ্বিলক্ষণম্ ।
নিষ্কলং নিরুপমানবুদ্ধি যদ্ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৫৯ ॥

ভ্রান্তিকল্পিত জগৎ যাঁহার একাংশ আশ্রয়ভূত, যিনি নিজেই আপনার আশ্রয়, যিনি সদসৎ হইতে বিলক্ষণ ও পূর্ণ এবং যিনি বুদ্ধির অগোচর, তুমিই সেই পরব্রহ্ম হও, তাঁহাকে আপনাতে চিন্তা কর ॥ ২৫৯ ॥

জন্মবৃদ্ধিপরিণত্যপক্ষয়-ব্যাধিনাশনবিহীনমব্যয়ম্ ।
বিশ্বসৃষ্ট্যববিঘাতকারণং, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥২৬০ ॥

যিনি [illegible], বুদ্ধির বিকল্পরহিত, অক্ষয়, [illegible] অনন্ত এবং জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণস্বরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে চিন্তা কর ॥ ২৬০ ॥

অস্তভেদমনপাস্তলক্ষণং, নিস্তরঙ্গজলরাশিনিশ্চলম্ ।
নিত্যমুক্তমবিভক্তমূর্ত্তি যৎ, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬১ ॥

যাঁহার প্রভাবে ভেদজ্ঞান দূর হয়, যিনি আত্মলক্ষণবিশিষ্ট নিস্তরঙ্গ সাগরের ন্যায় নিশ্চল এবং নিত্যমুক্ত ও একরূপ, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহার ধ্যান কর ॥ ২৬১ ॥

একমেব সদনেককারণং, কারণান্তরনিরাস্যকারণম্ ।
কার্য্যকারণবিলক্ষণং স্বয়ং, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬২ ॥

যিনি এক, সৎস্বরূপ, অনেকের কারণ, কারণবিনাশকের কারণ ও কার্য্যকারণ-বিলক্ষণ, তুমিই সেই ব্রহ্ম, তুমি আপনাতে তাঁহার ভাবনা কর ॥ ২৬২ ॥

নির্ব্বিকল্পকমনল্পমক্ষরং, যৎ ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণং পরম্ ।
নিত্যমব্যয়সুখং নিরঞ্জনং, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৩ ॥

যিনি নির্ব্বিকল্পক, অনাদি, অক্ষর, ক্ষরাক্ষরবিলক্ষণ, পরম, নিত্য, অব্যয়, সুখস্বরূপ ও নিরঞ্জন, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে তাঁহাকে ধ্যান কর ॥ ২৬৩ ॥

যদ্বিভাতি সদনেকধা ভ্রমান্নামরূপগুণবিক্রিয়াত্মনি ।
হেমবৎ স্বয়মবিক্রিয়ং সদা, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৪ ॥

যিনি সৎস্বরূপ, যিনি ভ্রান্তিদ্বারা নাম, রূপ, গুণ ও ক্রিয়াস্বরূপে অনেকধা প্রকাশিত হন, যিনি স্বর্ণের ন্যায় সর্ব্বদা অবিকারী, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে ধ্যান কর ॥ ২৬৪ ॥

[illegible]জ্ঞানপরং পরাৎপরং, প্রত্যগেকরসমাত্মলক্ষণম্ ।
সত্যচিৎসুখমনন্তমব্যয়ং, ব্রহ্ম তত্ত্বমসি ভাবয়াত্মনি ॥ ২৬৫ ॥

যিনি [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible], [illegible],

সুখস্বরূপ, অন্তহীন ও অদ্বয়, তুমিই সেই ব্রহ্ম হও, আত্মাতে ধ্যান কর ॥ ২৬৫॥

উক্তমর্থমিব চাত্মনি স্বয়ং, ভাবয়েৎ প্রথিতযুক্তিভির্ধিয়া।
সংশয়াদিরহিতং করাম্বুবত্তেন তত্ত্বনিগমো ভবিষ্যতি ॥ ২৬৬ ॥

বুদ্ধিসহায়ে প্রতিষ্ঠিত যুক্তিদ্বারা স্বয়ং আপনাতে আখ্যাত অর্থাৎ নিঃসন্দিগ্ধ হইয়া তত্ত্বধ্যান করিবে; তাহা হইলেই হস্ততলগত জলবৎ আপনাতে ব্রহ্মভাব সমুদিত হয় ॥ ২৬৬ ॥

সংবোধমাত্রং পরিশুদ্ধতত্ত্বং, বিজ্ঞায় সংঘে নৃপবচ্চ সৈন্যে।
তদাশ্রয়ঃ স্বাত্মনি সর্ব্বদা স্থিতো, বিলাপয় ব্রহ্মণি বিশ্বজাতম্ ॥ ২৬৭ ॥

নৃপতি যেমন অখিল সৈন্যদ্বারা স্বপদ রক্ষা করেন, তদ্রূপ সর্ব্বথা জ্ঞানরূপ বিশুদ্ধতত্ত্ব বিদিত হইয়া সেই জ্ঞানবলে স্বীয় আত্মাতে অবস্থান পূর্ব্বক ব্রহ্মের আশ্রিত হইবে এবং এই জগৎ ব্রহ্মে বিলীন করিবে ॥ ২৬৭ ॥

বুদ্ধৌ গুহায়াং সদসদ্বিলক্ষণং, ব্রহ্মাস্তি সত্যং পরমদ্বিতীয়ম্।
তদাত্মনা যোঽত্র বসেদ্গুহায়াং, পুনর্ন তস্যাঙ্গগুহাপ্রবেশঃ ॥ ২৬৮ ॥

হে বৎস! বুদ্ধিরূপ গুহায় সদসদ্বিলক্ষণ, সত্য, অদ্বয় ব্রহ্ম সত্যভাবে বিদ্যমান আছে। যিনি ব্রহ্মভাবে এই গুহাতে একবার বাস করিতে পারেন, তাঁহার অঙ্গ আর সেই গুহায় প্রবিষ্ট হয় না ॥ ২৬৮ ॥

জ্ঞাতে বস্তুন্যপি বলবতী বাসনানাদিরেষা,
কর্ত্তা ভোক্তাপ্যহমিতি দৃঢ়া যাস্য সংসারহেতুঃ।
প্রত্যগ্‌দৃষ্ট্যাত্মনি নিবসতা সাপনেয়া প্রযত্নাৎ,
মুক্তিং প্রাহুস্তদিহ মুনয়ো বাসনাতানবং যৎ ॥ ২৬৯ ॥

যে ব্যক্তি প্রকৃত পদার্থের প্রকৃত তত্ত্ব জানিয়াও "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা" ইত্যাদিরূপ অনাদি বলবতী বাসনাতে বন্দী হয়, সেই বাসনা হেতুই তাহাকে সংসারী হইতে হইয়া থাকে কিন্তু যিনি আত্মাতে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎদ্বারা সযত্নে সেই বাসনাকে বিদূরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। এই জন্যই ঋষিগণ বলিয়াছেন যে, বিষয়বাসনার ক্ষয়কেই মুক্তি বলা যায় ॥ ২৬৯ ॥

অহংমমেতি যো ভাবো দেহাক্ষ্যাদাবনাত্মনি।
অধ্যাসোঽয়ং নিরস্তব্যো বিদুষা স্বাত্মনিষ্ঠয়া॥ ২৭০॥

অনাত্মরূপ এই দেহেন্দ্রিয়াদিতে "আমি আমার" ইত্যাকার ভাবকেই অধ্যাস কহে। অত্যুৎকৃষ্ট আত্মনিষ্ঠা দ্বারা এই অধ্যাসের নিরাকরণ করাই সুধী ব্যক্তির কর্ত্তব্য॥ ২৭০॥

জ্ঞাত্বা স্বং প্রত্যগাত্মানং বুদ্ধিতদ্বৃত্তিসাক্ষিণম্।
সোঽহমিত্যেব সদ্বৃত্ত্যা নাত্মন্যাত্মমতিং জহি॥ ২৭১॥

বুদ্ধি ও তদ্‌বৃত্তির সাক্ষীস্বরূপ নিজ প্রতগাত্মাকে বিদিত হইয়া "আমিই সেই ব্রহ্ম" এই প্রকার সদ্‌বৃত্তিযোগে অনাত্ম দেহেন্দ্রিয়াদিতে যে আত্মজ্ঞান, তাহা বিসর্জ্জন দাও॥ ২৭২॥

লোকানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা ত্যক্ত্বা দেহানুবর্ত্তনম্।
শাস্ত্রানুবর্ত্তনং ত্যক্ত্বা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু॥ ২৭২॥

লোকানুসঙ্গ, দেহানুসঙ্গ ও শাস্ত্রানুসঙ্গ বিসর্জ্জন দিয়া স্বীয় অধ্যাসের নিরাস কর॥ ২৭২॥

লোকবাসনয়া জন্তোঃ শাস্ত্রবাসনয়াপি চ।
দেহবাসনয়া জ্ঞানং যথাবন্নৈব জায়তে॥ ২০৩॥

কি লোকবাসনা, কি শাস্ত্রবাসনা, কি দেহগত বাসনা কিছুতেই প্রকৃত জ্ঞানোৎপত্তির সম্ভাবনা নাই॥ ২৭৩॥

সংসারকারাগৃহমোক্ষমিচ্ছোরয়োময়ং পাদনিবন্ধশৃঙ্খলম্।
বদন্তি তজ্জ্ঞাঃ পটুবাসনাত্রয়ং, যোঽস্মাদ্বিমুক্তঃ সমুপৈতি মুক্তিম্॥ ২৭৪॥

তত্ত্বদর্শীরা বলিয়া গিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি ভবকারা হইতে মুক্তির কামনা করে, উক্ত সুতীক্ষ্ণ ত্রিবিধ বাসনাই তাহার পক্ষে চরণগত লৌহনিগড়স্বরূপ॥ সুতরাং উক্ত ত্রিবিধ বাসনা হইতে সমুত্তীর্ণ হইতে পারিলেই ভবকারা হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন॥ ২৭৪॥

জলাদিসম্পর্কবশাৎ প্রভূতদুর্গন্ধধূতাগুরুদিব্যবাসনা।
সংঘর্ষণেনৈব বিভাতি সম্যগ্বিধূয়মানে সতি বাহ্যগন্ধে॥ ২৭৫॥

সলিলসেচনাদি দ্বারা দুর্গন্ধ প্রক্ষালিত করিলে যেরূপ অগুরুগন্ধ প্রাদুর্ভূত হয়,তদ্রূপ বহির্গন্ধস্বরূপ বিষয়েচ্ছা অপসারিত হইলেই পরম-তত্ত্বানুশীলন দ্বারা অগুরুরূপ দিব্যবাসনা প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২৭৫ ॥

অন্তঃশ্রিতানন্তদুরন্তবাসনা, ধূলিবিলিপ্তা পরমাত্মবাসনা।
প্রজ্ঞাতিসংঘর্ষণতো বিশুদ্ধা, প্রতীয়তে চন্দনগন্ধবৎ স্ফুটম্ ॥ ২৭৬ ॥

অন্তঃকরণে অধিষ্ঠিত দুর্জ্জয় বাসনারূপ রজোদ্বারা পরমাত্মবাঞ্ছা সমাচ্ছন্ন রহিয়াছে ; সুতরাং বুদ্ধির পুনঃ পুনঃ ঘর্ষণ দ্বারা উহার বিশুদ্ধি হইলে ঘর্ষণ দ্বারা চন্দনগন্ধের ন্যায় পরমাত্মবাসনা সম্যক্ প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥২৭৬॥

অনাত্মবাসনাজালৈঃ স্থিরীভূতাত্মবাসনা।
নিত্যাত্মনিষ্ঠয়া তেষাং নাশে ভাতি স্বয়ং স্ফুটম্ ॥ ২৭৭ ॥

অনাত্মবাসনাপুঞ্জ পরমাত্মবাসনাকে আবরণ করিয়া রাখিয়াছে ; সুতরাং আত্মজ্ঞানবলে অনাত্মবাসনার উচ্ছেদ হইলে আপনা হইতেই পরমাত্মবাসনা পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ২৭৭ ॥

যথা যথা প্রত্যগবস্থিতং মনস্তথা তথা মুঞ্চতি বাহ্যবাসনাম্।
নিঃশেষমোক্ষে সতি বাসনানামাত্মানুভূতিঃ প্রতিবন্ধশূন্যা ॥ ২৭৮ ॥

যে পরিমাণে ব্রহ্মে মনের স্থিতি হইবে, সেই পরিমাণেই বাহ্যবাসনা ত্যাগ করিবে। এই প্রকারে যাবতীয় বাহ্যবাসনা পরিত্যক্ত হইলে নিষ্কণ্টকে আত্মজ্ঞান আবির্ভূত হয় ॥ ২৭৮ ॥

স্বাত্মন্যেব সদা স্থিত্বা মনো নশ্যতি যোগিনঃ।
বাসনানাং ক্ষয়শ্চাতঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৭৯ ॥

যে সকল যোগী স্বীয় আত্মাতেই সর্ব্বদা সংস্থিত, তাঁহাদের মন স্বয়ংই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং যাবতীয় বাসনারও ক্ষয় হইয়া থাকে ; সুতরাং হে বৎস ! স্বীয় ভ্রম দূর কর ॥ ২৭৯ ॥

তমোদ্বাভ্যাং রজঃ সত্ত্বাৎ সত্ত্বং শুদ্ধেন নশ্যতি।
তস্মাৎ সত্ত্বমবষ্টভ্য স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮০ ॥

তমোগুণ সত্ত্ব ও রজোগুণ কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত হয় ; সত্ত্ব রজোগুণকে ধ্বংস

করে এবং রজস্তমোবিসর্জ্জনের পর সত্ত্ব শুদ্ধ হইলে নাশ পায়, সুতরাং হে বৎস! সত্ত্বগুণাবলম্বী হইয়া আপনার ভ্রমের নিরাস কর ॥ ২৮০ ॥

প্রারব্ধং পুষ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ।
ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮১ ॥

দেহ নিরন্তর প্রারব্ধের পোষক, এইরূপ স্থির করিয়া অটলভাবে ধৈর্য্য ও যত্ন সহকারে স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর ॥ ২৮১ ॥

নাহং জীবঃ পরং ব্রহ্মেত্যেতদ্ব্যাবৃত্তিপূর্ব্বকম্।
বাসনাবেগতঃ প্রাপ্তঃ স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮২ ॥

আমি জীব নহি, আমি পরব্রহ্ম, এই প্রকার সূক্ষ্ম ব্যাবৃত্তি দ্বারা বাসনা-পুঞ্জোত্থ ভ্রম অপনয়ন কর ॥ ২৮২ ॥

শ্রুত্যা যুক্ত্যা স্বানুভূত্যা জ্ঞাত্বা সার্ব্বাত্ম্যমাত্মনঃ।
কচিদাভাসতঃ প্রাপ্তং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৩ ॥

শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব এই তিনটির দ্বারা স্বীয় সর্ব্বাত্মত্ব স্থির করত কোনরূপে চিদাকাশ হইতে লব্ধ জীবস্বরূপ ভ্রম অপনয়ন কর ॥ ২৮৩ ॥

অনাদানবিসর্গাভ্যামীষন্নাস্তি ক্রিয়া মুনেঃ।
তদেকনিষ্ঠয়া নিত্যং স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৪ ॥

যিনি ব্রহ্মমননশীল, তাঁহার আদান বা দান কিছুই নাই। সুতরাং তুমি অদ্বয় ব্রহ্মনিশ্চয় দ্বারা স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর ॥ ২৮৪ ॥

তত্ত্বমস্যাদিবাক্যোত্থ-ব্রহ্মাত্মৈকত্ববোধতঃ।
ব্রহ্মণ্যাত্মত্বদার্ঢ্যায় স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৫ ॥

ব্রহ্মে স্বীয় নিশ্চয়তা পরিজ্ঞাত হইতে হইলে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যোত্থ ব্রহ্ম-জীবৈকত্বজ্ঞান দ্বারা স্বীয় ভ্রম দূর কর ॥ ২৮৫ ॥

অহংভাবস্য দেহেঽস্মিন্নিঃশেষবিলয়াবধিঃ।
সাবধানেন যুক্তাত্মা স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৬ ॥

যাবৎ এই দেহে অহংভাবের বিলয় না ঘটে, তাবৎ সতর্কতা সহকারে যোগাবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় ভ্রমের অপনয়ন কর ॥ ২৮৬ ॥

প্রতীতির্জ্জীবজগতোঃ স্বপ্নবদ্ভাতি যাবতা।
তাবন্নিরন্তরং বিদ্বন্! স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥ ২৮৭ ॥

হে বিচক্ষণ! জীবভাব ও জগদ্ভাব উভয়েই স্বপ্নের ন্যায়, যতদিন চিত্তে এই দুই ভাব প্রকাশিত থাকে, ততদিন যোগাবলম্বী হইয়া স্বীয় অধ্যাসের (ভ্রমের) অপনয়ন কর ॥ ২৮৭ ॥

নিদ্রায়া লোকবার্ত্তায়াঃ শব্দাদেরপি বিস্মৃতেঃ।
কচিন্নাবসরং দত্ত্বা চিন্তয়াত্মানমাত্মনি ॥ ২৮৮ ॥

নিদ্রা, লৌকিক সম্ভাষণ ও গীতবাদ্যাদি দ্বারা আত্মবিস্মরণ হইতে অবসর দিও না। এই ভাবে সাবধানে স্বীয় অধ্যাসের অপনয়ন কর ॥ ২৮৮ ॥

মাতাপিত্রোর্ম্মলোদ্ভূতং মলমাংসময়ং বপুঃ।
ত্যক্ত্বা চাণ্ডালবদ্দূরং ব্রহ্মীভূয় কৃতী ভব ॥ ২৮৯ ॥

এই দেহ জনক-জননীর মল হইতে উৎপন্ন, ইহা মলমাংসে পরিপূর্ণ, ইহাকে চণ্ডালবৎ অপবিত্র জ্ঞানে অহংভাব বিসর্জ্জন দেও এবং ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া কৃতকৃত্য হও ॥ ২৮৯ ॥

ঘটাকাশং মহাকাশ ইবাত্মানং পরাত্মনি।
বিলাপ্যাখণ্ডভাবেন তূষ্ণীং ভব সদা মুনে ॥ ২৯০ ॥

যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে সম্যক্ লয় করিয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মাকে পরমাত্মাতে সম্যক্ লয় করিয়া মৌনী হও ॥ ২৯০ ॥

স্বপ্রকাশমধিষ্ঠানং স্বয়ং ভূয় সদাত্মনা।
ব্রহ্মাণ্ডমপি পিণ্ডাণ্ডং ত্যজ্যতাং মলভাণ্ডবৎ ॥ ২৯১ ॥

নিয়ত সযত্নে স্বপ্রকাশস্বরূপ স্বয়ংব্রহ্ম হইয়া ব্রহ্মাণ্ডপিণ্ডকে মলপাত্রবৎ পরিত্যাগ কর অর্থাৎ মলিন স্থূলশরীররূপ ব্রহ্মাণ্ডে অহংরূপ অভিমান না থাকিলেই ব্রহ্মাণ্ডত্যাগ করা হয় এবং কেবল ব্রহ্মমাত্র বিরাজ করেন ॥ ২৯১ ॥

চিদাত্মনি সদানন্দে দেহারূঢ়ামহংধিয়ম্।
নিবেশ্য লিঙ্গমুৎসৃজ্য কেবলো ভব সর্ব্বদা ॥ ২৯২ ॥

সদানন্দময় চিদাত্মাতে শরীরাশ্রিত অহংবুদ্ধি স্থাপন পূর্ব্বক লিঙ্গশরীর-ত্যাগ কর এবং নিয়ত অদ্বিতীয়রূপে বিরাজ কর ॥ ২৯২ ॥

যত্রৈব জগদাভাসো দর্পণান্তঃপুরং যথা।
তদ্ব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা কৃতকৃত্যো ভবিষ্যসি॥ ২৯৩॥

গৃহ যেরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে, জগৎও তদ্রূপ ব্রহ্মে প্রতিবিম্বিত হয়; সুতরাং আমিই সেই ব্রহ্ম, এইরূপ জ্ঞান কর। তাহা হইলেই কৃতকৃত্য হইবে॥ ২৯৩॥

যৎ সত্যভূতং নিজরূপমাদ্যং, চিদদ্বয়ানন্দমরূপমক্রিয়ম্।
তদেত্য মিথ্যাবপুরুৎসৃজেত শৈলূষবদ্বেশমুপাত্তমাত্মনঃ॥ ২৯৪॥

নট যেমন অভিনয়ার্থ গৃহীত বেশ ত্যাগ করে, তদ্রূপ তুমিও সেই সত্যস্বরূপ, সুখস্বরূপ, সর্ব্বাদি, চিদানন্দময়, অদ্বিতীয়রূপ, ক্রিয়াবিহীন ব্রহ্মকে লাভ করিয়া মিথ্যা দেহ বিসর্জ্জন কর॥ ২৯৪॥

সর্ব্বাত্মনা দৃশ্যমিদং মৃষৈব, নৈবাহমর্থঃ ক্ষণিকত্বদর্শনাৎ।
জানাম্যহং সর্ব্বমিতি প্রতীতিঃ, কুতোঽহমাদেঃ ক্ষণিকস্য সিদ্ধ্যেৎ॥ ২৯৫॥

দৃশ্যমান সমস্ত বস্তুই মিথ্যা ও ক্ষণধ্বংসী। 'আমি' এই শব্দও মিথ্যা, সুতরাং আমি সমস্ত বিদিত আছি, এইরূপ জ্ঞানও ক্ষণস্থায়ী; তবে আমি ইত্যাদি শব্দ কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? ২৯৫॥

অহংপদার্থস্ত্বহমাদি সাক্ষী, নিত্যং সুষুপ্তাবপি ভাবদর্শনাৎ।
ব্রূতে হ্যজোঽনিত্য ইতি শ্রুতিঃ স্বয়ং,তৎপ্রত্যগাত্মাসদসদ্বিলক্ষণঃ॥ ২৯৬॥

শ্রুতিতে প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইতেছে, সুষুপ্তি অবস্থাতেও সত্তাদর্শন নিবন্ধন অহংপদার্থ নিত্য এবং সকলের সাক্ষী, সদসদ্বিলক্ষণ, প্রত্যগাত্মা জন্মাদিবিরহিত॥ ২৯৬॥

বিকারিণাং সর্ব্ববিকারবেত্তা, নিত্যাবিকারো ভবিতুং সমর্হতি।
মনোরথস্বপ্নসুষুপ্তিষু স্ফুটং, পুনঃ পুনর্দ্দৃষ্টমসত্ত্বমেতয়োঃ॥ ২৯৭॥

তিনিই বিকারীদিগের যাবতীয় বিকারের বেত্তা ও নিত্য বিকারবর্জ্জিত। অনিত্য শরীর ও অহংভাবের বারংবার অসত্তা দৃষ্ট হইয়াছে, উহা জাগ্রৎ কালীন বাসনানিবন্ধন স্বপ্ন ও সুষুপ্তিতে প্রকাশিত হইয়াছে॥ ২৯৭॥

অতোঽভিমানং ত্যজ মাংসপিণ্ডে, পিণ্ডাভিমানিন্যপি বুদ্ধিকল্পিতে।
কালত্রয়াবাধ্যমখণ্ডবোধং, জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমুপেহি শান্তিম্॥ ২৯৮॥

সুতরাং বুদ্ধিকর্তৃক বিকল্পিত শরীরাভিমানের আস্পদস্বরূপ মাংসপিণ্ডে অভিমান বর্জ্জন কর এবং কালত্রয়ের উপাস্য অখণ্ড বোধস্বরূপ স্বীয় আত্মাকে বিদিত হইয়া শান্তিপ্রাপ্ত হও ॥ ২৯৮ ॥

ত্যজাভিমানং কুলগোত্রনামরূপাশ্রমেম্বার্দ্রশবাশ্রিতেষু।
লিঙ্গস্য ধর্ম্মানপি কর্তৃতাদীংস্ত্যক্ত্বা ভবাখণ্ডসুখস্বরূপঃ ॥ ২৯৯ ॥

এই দেহ রস ও শোণিতাদি দ্বারা ক্লিন্নশবের ন্যায়। কুল গোত্র, নাম, আকৃতি ও আশ্রমাদিরূপ অভিমান ঐ দেহকে অবলম্বন করিয়া রহিয়াছে; ঐ অভিমান বিসর্জ্জন দেও এবং কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদি লিঙ্গশরীরধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া অখণ্ডানন্দস্বরূপ হও ॥ ২৯৯ ॥

সন্ত্যন্যে প্রতিবন্ধাঃ পুংসঃ সংসারহেতবো দৃষ্টাঃ।
তেষামেব মূলং প্রথমো বিকারো ভবত্যহঙ্কারঃ ॥ ৩০০ ॥

যে সমস্ত সাংসারিক বিকার মুক্তির অন্তরায়স্বরূপ, অহঙ্কাররূপ প্রধান বিকারই ঐ সকলের মূল ॥ ৩০০ ॥

যাবৎ স্যাৎ স্বস্য সম্বন্ধোঽহঙ্কারেণ দুরাত্মনা।
তাবন্ন লেশমাত্রাপি মুক্তিবার্ত্তা বিলক্ষণ ॥ ৩০১ ॥

দুরাত্মা অহঙ্কারের সহিত যতদিন সম্বন্ধ থাকে, ততদিন মুক্তিকথার লেশমাত্রও সম্ভবে না ॥ ৩০১ ॥

অহঙ্কারগ্রহান্মুক্তঃ স্বরূপমুপপদ্যতে।
চন্দ্রবদ্বিমলঃ পূর্ণঃ সদানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৩০২ ॥

শশাঙ্ক যেমন রাহুগ্রাস হইতে বিমুক্ত হইয়া প্রকাশ পান, সেইরূপ জীব অহঙ্কাররূপ গ্রহ হইতে পরিমুক্ত হইয়া বিমল, পূর্ণ, সদানন্দ ও স্বয়ং প্রভুরূপে বিরাজ করেন ॥ ৩০২ ॥

যো বা পুরে সোঽহমিতি প্রতীতো, বুদ্ধ্যা বিকল্পস্তমসাতিমূঢ়য়া।
তস্যৈব নিঃশেষতয়া বিনাশে, ব্রহ্মাত্মভাবঃ প্রতিবন্ধশূন্যঃ ॥ ৩০৩॥

তমোগুণবশেই দেহে "সোঽহং" প্রতীতি বিকল্পনা করা যায়; সেই বিকল্পনা সম্যক্ বিদূরিত হইলে অনায়াসে ব্রহ্ম ও আত্মার একীভাব জন্মে ॥ ৩০৩ ॥

ব্রহ্মানন্দনিধির্মহাবলবতাহঙ্কারঘোরাহিনা,
সংবেষ্ট্যাত্মনি রক্ষ্যতে গুণময়ৈশ্চণ্ডৈস্ত্রিভির্মস্তকৈঃ।
বিজ্ঞানাখ্যমহাসিনা শ্রুতিমতা বিচ্ছিদ্য শীর্ষত্রয়ং,
নির্ম্মূল্যাহিমিমং নিধিং সুখকরং ধীরোঽনুভোক্তুং ক্ষমঃ ॥৩০৪॥

মহাবল অহঙ্কাররূপ ভয়ানক ভুজঙ্গ দেহবেষ্টন পূর্ব্বক গুণত্রয়রূপ ত্রিশির দ্বারা ব্রহ্মানন্দরূপ রত্নকে ধারণ করিয়া রহিয়াছে। একমাত্র ধীর বিবেকবান্ পুরুষই বেদবিহিত বিজ্ঞানাদি দ্বারা উক্ত মস্তকত্রয় কর্ত্তন পূর্ব্বক অহঙ্কাররূপ সেই মহাহিকে ধ্বংস করত আনন্দময় ব্রহ্মানন্দ-রত্নভোগ করিতে সক্ষম হইয়া থাকেন ॥ ৩০৪ ॥

যাবদ্বা যাবৎ কিঞ্চিৎ বিষদোষস্ফূর্ত্তিরস্তি চেদ্দেহে।
কথমারোগ্যায় ভবেত্তদ্বদহন্তাপি যোগিনো মুক্ত্যৈ ॥ ৩০৫ ॥

সর্পদংশন হইলে যতক্ষণ শরীরে কিঞ্চিন্মাত্রও বিষদোষ বিদ্যমান থাকে, তাবৎ যেমন আরোগ্যলাভের সম্ভব নাই, তদ্রূপ যাবৎ শরীরে অহঙ্কার থাকে, তাবৎ যোগাভ্যাসী মোক্ষলাভে সমর্থ হয় না। ॥ ৩০৫ ॥

অহংমোঽত্যন্তনিবৃত্ত্যা তৎকৃতনানাবিকল্পসংহৃত্যা।
প্রত্যক্-বিবেকাদিদমহমস্মীতি বিন্দতে তত্ত্বম্ ॥৩০৬ ॥

অহংবৃত্তির নিঃশেষে নিবৃত্তি হইলে উহা অহঙ্কারকৃত যাবতীয় বিকল্পের বিনাশ করিয়া দেয়। ঐ নিবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মতত্ত্ববিচার পূর্ব্বক "আমিই ব্রহ্ম" এইরূপ আত্মতত্ত্ব বিদিত হওয়া যায় ॥ ৩০৬ ॥

অহঙ্কারে কর্ত্তর্য্যহমিতি মতিং মুঞ্চ সহসা,
বিকারাত্মন্যাত্মপ্রতিফলযুষি স্বস্থিতিমুষি।
যদধ্যাসাৎ প্রাপ্তো জনিমৃতিজরা দুঃখবহুলা,
প্রতীচশ্চিন্মূর্ত্তেস্তব সুখতনোঃ সংসৃতিরিয়ম্ ॥ ৩০৭ ॥

অহঙ্কার বিকারী এবং উহা দ্বারা স্বীয় সমুচিত কর্ম্মফলভোগী আত্মস্থিতির খণ্ডন হয়। সেই অহঙ্কাররূপ কর্ত্তা দেহে থাকিতে থাকিতে আশু অহংবুদ্ধি বিসর্জ্জন দেও। ঐ অহংবুদ্ধির অভ্যাসনিবন্ধনই অশেষযন্ত্রণাদায়ক জন্ম-মরণ-জরালাভ হয় এবং উহার অধ্যাসবশেই চিদানন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মস্বরূপ তোমার সংসার-ভ্রমণ ঘটে। ৩০৭।

সদৈকরূপস্য চিদাত্মনো বিভোরানন্দমূর্ত্তেরনবদ্যকীর্ত্তেঃ।
নৈবান্যথা কাপ্যবিকারিণস্তে, বিনাহমধ্যাসমমুষ্য সংসৃতিঃ॥ ৩০৮॥

তুমিই নিয়ত একরূপ, চিদাত্মা, বিভু, সুখমূর্ত্তি, অনিন্দিতকীর্ত্তি, সর্ব্বথা অবিকারী ব্রহ্ম; অহং-অধ্যাস না থাকিলেই তোমার সংসার দূর হয় এবং উহার অধ্যাসভাবেই তোমার সংসারভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে॥ ৩০৮॥

তস্মাদহঙ্কারমিমং স্বশত্রুং, ভোক্তুর্গলে কণ্টকবৎ প্রতীতম্।
বিচ্ছিদ্য বিজ্ঞানমহাসিনা স্ফুটং, ভুঙ্ক্ষ্বাত্মসাম্রাজ্যসুখং যথেষ্টম্॥৩০৯॥

এই অহঙ্কার ভোক্তার গলকণ্টকবৎ নিজ শত্রুরূপে সংস্থিত। আত্মবোধ-রূপ মহাখড়্গ দ্বারা ঐ শত্রুকে ছেদন পূর্ব্বক প্রকাশমান স্বসাম্রাজ্য সুখে উপভোগ কর॥ ৩০৯॥

ততোঽহমাদের্ব্বিনিবর্ত্ত্য বৃত্তিং, সংত্যক্তরাগঃ পরমার্থলাভাৎ।
তূষ্ণীং সমাস্বাত্মসুখানুভূত্যা, পূর্ণাত্মনা ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পঃ॥ ৩১০॥

সুতরাং অহংপ্রভৃতির বৃত্তিকে প্রশান্ত করিয়া পরমার্থপ্রাপ্তি দ্বারা অনুরাগ বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আত্মানন্দ বোধ কর এবং নির্ব্বিকল্পস্বরূপ পরিপূর্ণরূপে ব্রহ্মে নিশ্চলভাবে অবস্থান কর॥ ৩১০॥

সমূলকৃত্তোঽপি মহানহং পুনঃ, ব্যুল্লেখিতঃ স্যাদ্যদি চেতসা ক্ষণম্।
সংজীব্য বিক্ষেপশতং করোতি, নভস্বতা প্রাবৃষি বারিদো যথা॥ ৩১১॥

প্রবল অহংবৃত্তি সমূলে ছিন্ন হইলেও যদি উহা ক্ষণকালের জন্যও চিত্তের সহিত সংবদ্ধ হয়, তবে বর্ষাকালে যেমন জলদজাল বায়ু দ্বারা সংবদ্ধ হইয়া শতধা বিক্ষিপ্ত হয়, সেই প্রকার ঐ অহংবৃত্তি পুনরুজ্জীবিত হইয়া শত শত বিক্ষেপ উৎপাদন করে॥ ৩১১॥

নিগৃহ্য শত্রোরহমোঽবকাশঃ, ক্বচিন্ন দেয়ো বিষয়ানুচিন্তয়া।
স এব সঞ্জীবনহেতুরস্য, প্রক্ষীণজম্বীরতরোরিবাম্বু॥ ৩১২॥

যেমন নাশপ্রাপ্ত জম্বীরবৃক্ষের জীবনের হেতু জল-সংযোগ হয়, তদ্রূপ মহাশত্রু অহঙ্কার নিগৃহীত হইলে বিষয়চিন্তা দ্বারা কখন তাহাকে বৃদ্ধি পাইতে অবসর প্রদান করিবে না॥ ৩১২॥

দেহাত্মনা সংস্থিত এব কামী, বিলক্ষণঃ কাময়িতা কথং স্যাৎ।
অতোঽর্থসন্ধানপরত্বমেব, ভেদপ্রসক্ত্যা ভববন্ধহেতুঃ ॥ ৩১৩ ॥

যে ব্যক্তি "শরীর এবং শরীরে আমি শরীরী," এইরূপ ভেদবুদ্ধিরূপে সংস্থিত, তাহাকে কামী বলা যায়। তাদৃশ ব্যক্তি কদাচ কামনা পূর্ণ করিতে সমর্থ নহে; সুতরাং ভেদজ্ঞান দ্বারা বিষয়ান্বেষণপরতাই সংসারবন্ধনের কারণ ॥ ৩১৩ ॥

কার্য্যপ্রবর্দ্ধনাদ্বীজপ্রবৃদ্ধঃ পরিদৃশ্যতে।
কার্য্যনাশাদ্বীজনাশস্তস্মাৎ কার্য্যং নিরোধয়েৎ ॥ ৩১৪ ॥

কর্ম্মের উৎকর্ষশালিনী বুদ্ধি দ্বারা ভববীজের প্রকৃষ্ট বৃদ্ধি এবং কর্ম্মের সম্যক্ লয়ে ভববীজের প্রকৃষ্ট নাশ দৃশ্যমান হয়, সুতরাং কর্ম্ম সর্ব্বথা নিরোধ করা উচিত ॥ ৩১৪ ॥

বাসনাবৃদ্ধিতঃ কার্য্যং কার্য্যবৃদ্ধ্যা চ বাসনা।
বর্দ্ধতে সর্ব্বথা পুংসঃ সংসারো ন নিবর্ত্ততে ॥ ৩১৫ ॥

পুরুষের বাসনাবৃদ্ধি দ্বারা কর্ম্ম বর্দ্ধিত হয় এবং কর্ম্মের বৃদ্ধি দ্বারা বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, সুতরাং সংসারখণ্ডন হয় না ॥ ৩১৫ ॥

সংসারবন্ধবিচ্ছিত্ত্যৈ তদ্দ্বয়ং প্রদহেদ্যতিঃ।
বাসনাবৃদ্ধিরেতাভ্যাং চিন্তয়া ক্রিয়য়া বহিঃ ॥ ৩১৬ ॥

যোগীপুরুষ ভববন্ধনচ্ছেদনার্থ কর্ম্ম এবং বাসনা এই দুইটিকে দগ্ধ করিবেন, কেন না, বাহ্যবিষয়ভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়াকার্য্য এই দুইটি দ্বারাই বাসনা বৃদ্ধি পায় ॥ ৩১৬ ॥

তাভ্যাং প্রবৃদ্ধমানা সা সূতে সংসৃতিমাত্মনঃ।
ত্রয়াণাঞ্চ ক্ষয়োপায়ঃ সর্ব্বাবস্থাসু সর্ব্বদা ॥ ৩১৭ ॥

বাহ্যবিষয়ভাবনা এবং বাহ্যক্রিয়া এই দুইটি দ্বারা বাসনা বর্দ্ধিত হইয়া স্বীয় সংসার উৎপাদন করে, সুতরাং বিষয়চিন্তা, ক্রিয়াকার্য্য এবং নিজের বার বার জন্ম, এই তিনের নাশার্থ সর্ব্বদা উপায় চিন্তা করিবে ॥ ৩১৭ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বতঃ সর্ব্বং ব্রহ্মমাত্রাবলোকনৈঃ।
সদ্ভাববাসনাদার্ঢ্যাৎ তত্রয়ং লয়মশ্নুতে ॥ ৩১৮ ॥

সর্ব্বত্র সর্ব্বথা এক ব্রহ্মমাত্র অবলোকন দ্বারা সর্ব্বপদার্থকে ব্রহ্মস্বরূপে অবগত হইবে এবং ব্রহ্মভাবে যখন বাসনা স্থির হইবে, তখন ঐ তিনটি আপনা হইতেই লীন হইয়া যাইবে ॥ ৩১৮ ॥

ক্রিয়ানাশে ভবেচ্চিন্তানাশোঽস্মাদ্বাসনাক্ষয়ঃ।
বাসনাপ্রক্ষয়ো মোক্ষঃ সা জীবন্মুক্তিরিষ্যতে ॥ ৩১৯ ॥

ক্রিয়ার ক্ষয় হইলে চিন্তার অপনয়ন হয় এবং চিন্তার অপগমে বাসনার নাশ হয়, সুতরাং বাসনার ক্ষয়কেই মোক্ষ কহে। ইহাই সুধীগণ কর্ত্তৃক জীবন্মুক্তি বলিয়া অভিহিত ॥ ৩১৯ ॥

সদ্বাসনাস্ফূর্ত্তিজৃম্ভণে সতি, হ্যসৌ বিলীনাপ্যহমাদিবাসনা।
অতি প্রকৃষ্টাপ্যরুণপ্রভায়াং,বিলীয়তে সাধু যথা তমিস্রা ॥ ৩২০ ॥

ব্রহ্মভাবে বাসনার উদয় হইলে যেরূপ অতি গাঢ় অন্ধকারময়ী রাত্রি অরুণ-প্রভা প্রাপ্ত হইলে নিঃশেষে লয় পায়, তদ্রূপ অহমাদি অভিমানাত্মক বাসনা তাহাতে বিলীন হয় ॥ ৩২০ ॥

তমস্তমঃকার্য্যমনর্থজালং, ন দৃশ্যতে সত্যুদিতে দিনেশে।
তথাঽদ্বয়ানন্দরসানুভূতৌ, নৈবাস্তি বন্ধো ন চ দুঃখগন্ধঃ ॥৩২১॥

ভাস্করোদয়ে অন্ধকার ও অন্ধকারকার্য্যের ন্যায় অদ্বয় আনন্দরসের অনুভব হইলে বন্ধন এবং বন্ধনক্রিয়া ও দুঃখাদিসম্বন্ধ বিদ্যমান থাকে না ॥ ৩২১ ॥

দৃশ্যং প্রসিদ্ধং সকলং বিলাপয়ন্, সন্মাত্রমানন্দঘনং বিভাবয়ন্।
সমাহিতঃ সন্ বহিরন্তরং বা, কালং নয়েথাঃ সতি কর্ম্মবন্ধে ॥ ৩২২ ॥

তুমি কর্ম্মরূপ বন্ধনগ্রস্ত, তুমি স্বয়ং সাধন করত সন্মাত্র নিবিড়ানন্দ ব্রহ্মানুভব দ্বারা দৃশ্য প্রসিদ্ধ বস্তুসমূহ লয়গত করিয়া বাহ্যকাল জাগ্রৎ ও অন্তরকাল সুষুপ্তি ত্যাগ কর ॥ ৩২২ ॥

প্রমাদো ব্রহ্মনিষ্ঠায়াং ন কর্ত্তব্যঃ কদাচন।
প্রমাদো মৃত্যুরিত্যাহ ভগবান্ ব্রহ্মণঃ সুতঃ ॥ ৩২৩ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠাতে কদাচ অমনোযোগী হইও না, কেন না, অনবধানতাই সাক্ষাৎ মৃত্যুস্বরূপ, মহর্ষি সনকাদিরা ইহা বলিয়া গিয়াছেন ॥ ৩২৩ ॥

ন প্রমাদাদনর্থোঽন্যো জ্ঞানিনঃ স্বস্বরূপতঃ।
ততো মোহস্ততোঽহংধীস্ততো বন্ধস্ততো ব্যথা ॥ ৩২৪ ॥

ব্রহ্মভাবে অনবধানতা অপেক্ষা ব্রহ্মজ্ঞের অন্য প্রমাদ কিছুই নাই। যে হেতু, অনবধানতা হইতে মোহ, মোহ হইতে অহংবুদ্ধি, অহংবুদ্ধি হইতে বন্ধন এবং বন্ধন হইতে যাতনা জন্মে ॥ ৩২৪ ॥

বিষয়াভিমুখং দৃষ্ট্বা বিদ্বাংসমপি বিস্মৃতিঃ।
বিক্ষেপয়তি ধীদোষৈর্যোষা জারমিব প্রিয়ম্ ॥ ৩২৫ ॥

যেমন অসতী নারী নিজ প্রিয় জারকে বুদ্ধিকৌশলদোষে বিক্ষেপ করে, তদ্রূপ বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও বিষয়ানুরাগী দেখিয়া ভ্রান্তিরূপিণী অবিদ্যা বুদ্ধিদোষ দ্বারা তাঁহাকে বিক্ষিপ্ত করে ॥ ৩২৫ ॥

যথাপকৃষ্টং শৈবালং ক্ষণমাত্রং ন তিষ্ঠতি।
আবৃণোতি তথা মায়া প্রাজ্ঞং বাপি পরাঙ্মুখম্ ॥ ৩২৬ ॥

যেমন শৈবালরাশি লোষ্ট্রাদি-নিক্ষেপ দ্বারা দূরীকৃত হইলেও কিয়ৎক্ষণ স্থির না থাকিয়া আচ্ছাদন করে, তদ্রূপ মায়া স্বস্বরূপে বিমুখ পণ্ডিত ব্যক্তিকেও আবরণশক্তি দ্বারা সমাবৃত করে ॥ ৩২৬ ॥

লক্ষ্যচ্যুতং চেদ্যদি চিত্তমীষদ্বহির্মুখং সন্নিপতেৎ ততস্ততঃ।
প্রমাদতঃ প্রচ্যুতকেলিকন্দুকঃ, সোপানপংক্তৌ পতিতো তথা যথা ॥ ৩২৭ ॥

যেমন প্রমাদনিবন্ধন চ্যুত কেলিকন্দুক সোপানপংক্তি হইতে নিপতিত হয়, তদ্রূপ যদি চিত্ত লক্ষ্য চিৎভাব হইত স্খলিত হয়, কিংবা চিন্ময় হইতে ঈষৎ বিমুখ হয়, তাহা হইলে লক্ষ্যস্থান হইতে আশু পতিত হয় ॥ ৩২৭ ॥

বিষয়েষ্বাবিশেচ্চেতঃ সঙ্কল্পয়তি তদ্‌গুণান্।
সম্যক্ সঙ্কল্পনাৎ কামঃ কামাৎ পুংসঃ প্রবর্ত্তনম্ ॥ ৩২৮ ॥

চিত্ত প্রথমে বিষয়ে আবিষ্ট হয়, বিষয়ের গুণসমূহ সংকল্প করে, ঐ সংকল্প হইতে কাম উৎপন্ন হয় এবং ঐ কামনা হইতে পুরুষের সংসারপ্রবৃত্তি ঘটে ॥ ৩২৮ ॥

ততঃ স্বরূপবিভ্রংশো বিভ্রষ্টস্তু পতত্যধঃ।
পতিতস্য বিনা নাশং পুনর্নারোহ ঈক্ষ্যতে।
সংকল্পং বর্জ্জয়েত্তস্মাৎ সর্ব্বানর্থস্য কারণম্ ॥ ৩২৯ ॥

সংসারপ্রবৃত্তি হইতে স্বরূপের ধ্বংস হয়, স্বরূপবিভ্রষ্ট অধঃপতিত পুরুষের ধ্বংস ভিন্ন আর পুনরুত্থান দেখা যায় না, সুতরাং অখিল অনর্থের কারণস্বরূপ সংকল্প আশু ত্যাগ করিবে ॥ ৩২৯ ॥

অতঃ প্রমাদান্ন পরোঽস্তি মৃত্যুর্ব্বিবেকিনো ব্রহ্মবিদঃ সমাধৌ।
সমাহিতঃ সিদ্ধিমুপৈতি সম্যক্, সমাহিতাত্মা ভব সাবধানঃ ॥৩৩০॥

বিবেকী ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তির সমাধিবিষয়ে অনবধানতা ঘটিলে তদপেক্ষা আর মৃত্যুস্বরূপ কি আছে? অর্থাৎ উহাই তাঁহার মৃত্যুস্বরূপ, কিন্তু সমাধি-বিষয়ে যিনি মনোযোগী, তিনি আশু সর্ব্বথা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন; অতএব তুমি সমাহিতমনা এবং সতর্ক হও ॥ ৩৩০ ॥

জীবতো যস্য কৈবল্যং বিদেহে চ স কেবলঃ।
যৎকিঞ্চিৎ পশ্যতো ভেদং ভয়ং ব্রূতে যজুশ্রুতিঃ ॥ ৩৩১ ॥

যজুর্ব্বেদে লিখিত আছে, যাঁহার জীবিতাবস্থাতে মুক্তি হয়, তাঁহার দেহাবসানেও মুক্তি ঘটে, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ ভেদদর্শী হইলে তাঁহারও ভীতি থাকে ॥ ৩৩১ ॥

যদা কদা বাপি বিপশ্চিদেষ, ব্রহ্মণ্যনন্তেঽপ্যণুমাত্রভেদম্।
পশ্যত্যথামুষ্য ভয়ং তদেব, যদ্বীক্ষিতং ভিন্নতয়া প্রমাদাৎ ॥ ৩৩২ ॥

সুধী ব্যক্তি যে কোন সময়ে অনন্ত ব্রহ্মভাবে যদি বিন্দুমাত্রও ভেদ দেখেন, তবে তাহাও তাঁহার পক্ষে ভীতিপ্রদ হয়, কারণ, প্রমাদ-নিবন্ধন ভিন্নরূপে যাহা কিছু দৃষ্ট হয়, তাহাই ভয়প্রদ ॥ ৩৩২ ॥

শ্রুতিস্মৃতিন্যায়শতৈর্নিষিদ্ধে, দৃশ্যেঽত্র যঃ স্বাত্মমতিং করোতি।
উপৈতি দুঃখোপরি দুঃখজাতং, নিষিদ্ধকর্ত্তা স মলিম্লুচো যথা ॥৩৩৩॥

শ্রুতি, স্মৃতি, ন্যায় প্রভৃতি অসংখ্য শাস্ত্রকর্ত্তৃক মিথ্যাস্বরূপে নিষিদ্ধ এই দৃশ্যবস্তু সকলে যে ব্যক্তি আত্মজ্ঞান করে, সে অবিহিত-কার্য্যকারী মলমাসের ন্যায় অকর্ম্মণ্য, সে ক্লেশের উপর ক্লেশরাশি প্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩৩ ॥

সত্যাভিসন্ধানরতো বিমুক্তো, মহত্ত্বমাত্মীয়মুপৈতি নিত্যম্।
মিথ্যাভিসন্ধানরতস্তু নশ্যেদ্দৃষ্টং তদেতদ্যদচোরচোরয়োঃ ॥ ৩৩৪ ॥

যেমন অচোর ও চোর দুই জনের কর্ম্মজনিত গতি পৃথক্ পৃথক্রূপ হয়, তদ্রূপ সৎপদার্থে অনুরাগী পুরুষই মুক্ত, নিত্য আপনার প্রাধান্যকে প্রাপ্ত হন এবং মিথ্যা পদার্থে অনুরাগবিশিষ্ট ব্যক্তি আশু বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৩৩৪ ॥

যতিরসদনুসন্ধিং বন্ধহেতুং বিহায়,
স্বয়ময়মহমস্মীত্যাত্মদৃষ্ট্যৈব তিষ্ঠেৎ।
সুখয়তি ননু নিষ্ঠা ব্রহ্মণি স্বানুভূত্যা,
হরতি পরমবিদ্যা কার্য্যদুঃখং প্রতীতম্ ॥৩৩৫॥

যোগী ব্যক্তি বন্ধনের কারণস্বরূপ অসৎ অন্বেষণ ত্যাগ করত "সাক্ষাৎ ব্রহ্ম আমি হই," এই প্রকার আত্মদর্শন দ্বারা অবস্থিত থাকিবেন। হে বৎস! ব্রহ্মপরায়ণত্ব আত্মানুভাব দ্বারা সুখী করে এবং প্রকাশিত অবিদ্যাকার্য্যরূপ যাতনারাশি ধ্বংস করে ॥ ৩৩৫ ॥

বাহ্যানুসন্ধিঃ পরিবর্দ্ধয়েৎ ফলং, দুর্ব্বাসনামেব ততস্ততোঽধিকাম্।
জ্ঞাত্বা বিবেকৈঃ পরিহৃত্য বাহ্যং, স্বাত্মানুসন্ধিং বিদধীত নিত্যম্ ॥৩৩৬॥

বাহ্যবিষয়ের অন্বেষণ দ্বারা উত্তরোত্তর অধিক দুর্ব্বাসনারূপ ফল বৃদ্ধি পায়; সুতরাং বিচার দ্বারা ব্রহ্ম বিদিত হইয়া বাহ্যপদার্থসমূহ পরিহার করত নিয়ত স্বীয় আত্মার অন্বেষণ করিবে ॥ ৩৩৬ ॥

বাহ্যে নিরুদ্ধে মনসঃ প্রসন্নতা, মনঃপ্রসাদে পরমাত্মদর্শনম্।
তস্মিন্ সুদৃষ্টে ভববন্ধনাশো, বহির্নিরোধঃ পদবী বিমুক্তেঃ ॥৩৩৭॥

বাহ্যবস্তু নিরুদ্ধ হইলে মন বিশুদ্ধ হয়, মন বিশুদ্ধ হইলে পরমাত্মার সাক্ষাৎ ঘটে এবং পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইলে সংসারবন্ধন-মোচন হয়, সুতরাং বাহ্য বস্তুর সংরোধই মুক্তির মার্গস্বরূপ ॥ ৩৩৭ ॥

কঃ পণ্ডিতঃ সন্ সদসদ্বিবেকী, শ্রুতিপ্রমাণঃ পরমার্থদর্শী।
জনান্ হি কুর্য্যাদসতোঽবলম্বং, স্বপাতহেতোঃ শিশুবন্মুমুক্ষুঃ ॥ ৩৩৮ ॥

সদসৎপদার্থের বিচারকর্ত্তা বেদপ্রমাণমানী পরমার্থজ্ঞ কোন্ মুমুক্ষু ব্যক্তি সমস্ত দিদিত হইয়াও শিশুর ন্যায় স্বীয় অধঃপতনার্থ অসৎপদার্থের আশ্রয় লয়? ৩৩৮ ॥

দেহাদিসংসক্তিমতো ন মুক্তির্মুক্তস্য দেহাদ্যভিমত্যভাবঃ।
সুপ্তস্য নো জাগরণং ন জাগ্রতঃ, স্বপ্নস্তয়োর্ভিন্নগুণাশ্রয়ত্বাৎ ॥ ৩৩৯ ॥

শরীরাদ্যভিমানী ব্যক্তির মোক্ষ হয় না এবং মুক্ত ব্যক্তির শরীরাভিমান নাই। কেন না, প্রসুপ্ত ব্যক্তিকে জাগরিত বলা যায় না এবং জাগরিত ব্যক্তিকে প্রসুপ্ত বলা যায় না, কারণ, জাগরণ ও নিদ্রার গুণ-কার্য্য-সকল ভিন্ন ভিন্নরূপ দৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ৩৩৯ ॥

অন্তর্ব্বহিঃ স্বং স্থিরজঙ্গমেষু, জ্ঞাত্বাত্মনাধারতয়া বিলোক্য।
ত্যক্ত্বাখিলোপাধিরখণ্ডরূপঃ, পূর্ণাত্মনা যঃ স্থিত এষ মুক্তঃ ॥ ৩৪০ ॥

যিনি নির্ম্মল বুদ্ধিযোগে বাহ্য ও অভ্যন্তরগত স্থাবরজঙ্গমাদি বস্তুতে আত্মাকে আধারস্বরূপে সন্দর্শন পূর্ব্বক সমস্ত উপাধি ত্যাগ করিয়া অখণ্ড পরিপূর্ণস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, তিনিই মুক্ত ॥ ৩৪০ ॥

সর্ব্বাত্মনা বন্ধবিমুক্তিহেতুঃ, সর্ব্বাত্মভাবান্ন পরোঽস্তি কশ্চিৎ।
দৃশ্যাগ্রহে সত্যুপপদ্যতেঽসৌ,সর্ব্বাত্মভাবোঽস্য সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥ ৩৪১ ॥

সর্ব্বথা সর্ব্বাত্মভাব অপেক্ষা বন্ধনমুক্তির উৎকৃষ্ট উপায় আর নাই,দৃশ্যবস্তুর জ্ঞানাভাব হইলে সর্ব্বদা আত্মনিষ্ঠা দ্বারা পরমাত্মার সর্ব্বাত্মভাব জন্মে ॥ ৩৪১॥

দৃশ্যস্যাগ্রহণং কথং নু ঘটতে দেহাত্মনা তিষ্ঠতো,
বাহ্যার্থানুভবপ্রসক্তমনসস্তত্তৎক্রিয়াং কুর্ব্বতঃ।
সংন্যস্তাখিলধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ৈর্নিত্যাত্মনিষ্ঠাপরৈ-
স্তত্ত্বজ্ঞৈঃ করণীয়মাত্মনি সদানন্দেচ্ছুভির্যত্নতঃ ॥ ৩৪২ ॥

যদি বল, নিখিলধর্ম্মকর্ম্মবিষয়ত্যাগী, নিত্য আত্মনিষ্ঠাবান্, ব্রহ্মানন্দেচ্ছু, তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি সযত্নে আত্মাতে যে দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ করেন, সে দৃশ্যপদার্থের অগ্রহণ দেহে আত্মাভিমানরূপে অবস্থিতিকারী বাহ্যবিষয়ানুভাবে আসক্তমনা ও তদনুরূপ ক্রিয়াকাণ্ডকরণশীল ব্যক্তির সম্বন্ধে কি প্রকারে হইতে পারে? ৩৪২ ॥

সর্ব্বাত্মসিদ্ধয়ে ভিক্ষোঃ কৃতশ্রবণকর্ম্মণঃ।
সমাধিং বিদধাত্যেষা শান্তো দান্ত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ৩৪৩ ॥

ঐ বিষয়ে বলা যাইতেছে যে, গুরু হইতে কৃতশ্রবণ, কৃতকর্ম্মা ভিক্ষুর সর্ব্বাত্মসিদ্ধি জন্য "শান্তো দান্ত" এই শ্রুতি সমাধিবিধান করেন ॥ ৩৪৩ ॥

আরূঢ়শক্তেরহমোবিনাশঃ, কর্ত্তুং ন শক্যঃ সহসাপি পণ্ডিতৈঃ।
যে নির্ব্বিকল্পাখ্যসমাধিনিশ্চলাস্তানন্তরাঽনন্তভবা হি বাসনাঃ ॥ ৩৪৪

সুধীগণও বলিষ্ঠ অহঙ্কারের ধ্বংস করিতে হঠাৎ সমর্থ হন না, কেন না যাঁহারা নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অটলভাবে বিরাজ করেন, তাঁহাদিগের অন্তঃকরণে অনন্ত অনর্থের উৎপাদিকা বাসনা প্রাদুর্ভূতা হয় ॥ ৩৪৪ ॥

অহংবুদ্ধ্যৈব মোহিন্যা যোজয়িত্বাবৃতের্ব্বলাৎ।
বিক্ষেপশক্তিঃ পুরুষং বিক্ষেপয়তি তদ্গুণৈঃ ॥ ৩৪৫ ॥

বিক্ষেপশক্তি মোহজনিকা অহংবুদ্ধির আবরণনিবন্ধন পুরুষকে বিষয়ে নিয়োজিত করিয়া অহংবুদ্ধির কার্য্য দ্বারা বিক্ষিপ্ত করে ॥ ৩৪৫ ॥

বিক্ষেপশক্তিবিজয়ো বিষমো বিধাতুং,
নিঃশেষমাবরণশক্তিনিবৃত্ত্যভাবে।
দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ স্ফুটপয়োজলবদ্বিভাগে,
নশ্যেত্তদাবরণমাত্মনি চ স্বভাবাৎ ॥ ৩৪৬ ॥

নিঃশেষে আবরণশক্তি সম্যক্ নিবৃত্তি না পাইলে বিক্ষেপশক্তিকে জয় করা দুরূহ, প্রকাশিত দুগ্ধ ও জলের ন্যায় দর্শন ও দৃশ্য এই পদার্থদ্বয়ের বিভাগ হইলে স্বভাবতঃ আত্মাতে সেই আবরণ বিদূরিত হয় ॥ ৩৪৬ ॥

নিঃসংশয়েন ভবতি প্রতিবন্ধশূন্যো,
বিক্ষেপণং ন হি তদা যদি চেন্মৃষার্থে।
সম্যগ্বিবেকঃ স্ফুটবোধজন্যো, বিভজ্য দৃগ্‌দৃশ্যপদার্থতত্ত্বম্।
ছিনত্তি মায়াকৃতমোহবন্ধং, যস্মাদ্বিমুক্তস্য পুনর্ন সংসৃতিঃ ॥ ৩৪৭ ॥

মিথ্যা পদার্থে বিক্ষেপ না থাকিলে প্রদীপ্ত জ্ঞানজন্য সম্যক্ বিবেক, দর্শন ও দৃশ্যবস্তুর তত্ত্ববিভাগ করত নিঃসন্দেহ প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া মায়াকৃত মোহবন্ধনকে ছেদন করে। যে ব্যক্তি মায়াকৃত মোহবন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিয়াছেন, তাঁহার পুনঃ সংসারনিবৃত্তি হয় ॥ ৩৪৭ ॥

পরাবরৈকত্ববিবেকবহ্নির্দহত্যবিদ্যাগহনং হ্যশেষম্।
কিং স্যাৎ পুনঃ সংসরণস্য বীজমদ্বৈতভাবং সমুপেয়ুষোঽস্য ॥ ৩৪৮ ॥

উত্তম অধমের একত্বরূপ বিবেকাগ্নি সমস্ত অবিদ্যারূপ বনকে নিঃশেষে ভস্ম করে, সুতরাং অদ্বৈতভাবপ্রাপ্ত পুরুষের পুনর্ব্বার আর সংসারাঙ্কুরজনক বীজের সম্ভাবনা হয় না॥ ৩৪৮॥

আবরণস্য নিবৃত্তির্ভবতি চ সম্যক্‌পদার্থদর্শনতঃ।
মিথ্যাজ্ঞানবিনাশস্তদ্বিক্ষেপজনিতদুঃখনিবৃত্তিঃ॥ ৩৪৯॥

সম্যক্ তত্ত্বদর্শন দ্বারা আবরণনিবৃত্তি হয়, আবরণ হইতে মিথ্যাজ্ঞান ধ্বংস পায় এবং মিথ্যাজ্ঞান লোপ হইলেই বিক্ষেপজনিত ক্লেশের শান্তি হইয়া থাকে। ৩৪৯॥

এতত্ত্রিতয়ং দৃষ্টং সম্যক্ রজ্জুস্বরূপবিজ্ঞানাৎ।
তস্মাদ্বস্তুতত্ত্বং জ্ঞাতব্যং বন্ধমুক্তয়ে বিদুষা॥ ৩৫০॥

রজ্জুর স্বরূপজ্ঞান হইতে আবরণ, বিক্ষেপ এবং মিথ্যা জ্ঞান এই তিনটি সম্যক্ লক্ষিত হয়, অতএব সুধীব্যক্তি বন্ধনমোচনার্থ প্রকৃতির সহিত পরম পুরুষকে বিদিত হইবেন॥ ৩৫০॥

অয়োঽগ্নিযোগাদিব সৎসমন্বয়ান্মাত্রাদিরূপেণ বিজৃম্ভতে ধীঃ।
তৎকার্য্যমেতত্ত্রিতয়ং যতো মৃষা, দৃষ্টং ভ্রমস্বপ্নমনোরথেষু॥ ৩৫১॥

বুদ্ধি লৌহ ও বহ্নিসংযোগের ন্যায় সদ্বস্তুসম্বন্ধ বশতঃ ইন্দ্রিয়বৃত্ত্যাদিরূপে প্রকাশ পায়, ঐ বুদ্ধির কর্ম্ম পূর্ব্বকথিত আবরণাদি ত্রিতয়; উহা হইতে ভ্রম, স্বপ্ন ও বাসনাতে পদার্থসমূহ মিথ্যা দর্শন হয়॥ ৩৫১॥

ততো বিকারাঃ প্রকৃতেরহং মুখাদ্দেহাবসানা বিষয়াশ্চ সর্ব্বে।
ক্ষণেঽন্যথাভাবিতয়া হ্যমীষামসত্ত্বমাত্মা তু কদাপি নান্যথা॥ ৩৫২॥

আমি, তুমি ইত্যাদি ও দেহ, মৃত্যু এবং সমস্ত বিষয় প্রকৃতির বিকার, এ সমস্ত মুহূর্ত্তমধ্যে অন্য প্রকার হয় বলিয়া অসৎ, কিন্তু সদ্রূপ আত্মা কদাচ অন্য প্রকার হন না॥ ৩৫২॥

নিত্যাদ্বয়াখণ্ডচিদেকরূপো, বুদ্ধ্যাদিসাক্ষী সদসদ্বিলক্ষণঃ।
অহং-পদপ্রত্যয়লক্ষিতার্থঃ, প্রত্যক্ সদানন্দঘনঃ পরাত্মা॥ ৩৫৩॥

পরমাত্মা নিত্য, পূর্ণ, অখণ্ড, চিৎ, একরূপ, বুদ্ধ্যাদির সাক্ষী, সৎ ও অসৎ হইতে বিশেষলক্ষণবিশিষ্ট এবং অহং এই পদজ্ঞান দ্বারা লক্ষিতবিষয় অর্থাৎ অহমের প্রকৃত বাচ্য, প্রত্যক্ নিবিড় নিত্য সুখস্বরূপ ॥ ৩৫৩ ॥

ইত্থং বিপশ্চিৎ সদসদ্বিভজ্য, নিশ্চিত্য তত্ত্বং নিজবোধদৃষ্ট্যা।
জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডবোধং, তেভ্যো বিমুক্তঃ স্বয়মেব শাম্যতি ॥ ৩৫৪ ॥

সুধীব্যক্তি এই প্রকারে সৎ ও অসৎ পদার্থ বিভাগ করিয়া আত্মজ্ঞান দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় করত অখণ্ডজ্ঞানস্বরূপ আপন আত্মাকে বিদিত হন এবং স্বয়ংই তত্তৎবিকার হইতে বিমুক্ত হইয়া শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ ৩৫৪ ॥

অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থিনিঃশেষবিলয়স্তদা।
সমাধিনা বিকল্পেন যদাদ্বৈতাত্মদর্শনম্ ॥ ৩৫৫ ॥

যে সময় নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা অদ্বৈত আত্মার সাক্ষাৎ হয়, তখন অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে বিলীন হইয়া যায় ॥ ৩৫৫ ॥

ত্বমহমিদমিতীয়ং কল্পনা বুদ্ধিদোষাৎ,
প্রভবতি পরমাত্মন্যদ্বয়ে নির্ব্বিশেষে।
প্রবিলসতি সমাধাবস্য সর্ব্বো বিকল্পো,
বিলয়নমুপগচ্ছেদ্বস্তুতত্ত্বাবধৃত্যা ॥ ৩৫৬ ॥

বুদ্ধিদোষনিবন্ধন অদ্বয় সর্ব্বস্বরূপ পরমাত্মাতে তুমি, আমি এবং জগৎ ইত্যাদিরূপ কল্পনা হয়, কিন্তু সমাধি দ্বারা আত্মভাব আবির্ভূত হইলে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় হেতু সমস্ত বিকল্প ধ্বংস হইয়া যায় ॥ ৩৫৬ ॥

শন্তো দান্তঃ পরমুপরতঃ ক্ষান্তিযুক্তঃ সমাধিং,
কুর্ব্বন্নিত্যং কলয়তি যতিঃ স্বস্য সর্ব্বাত্মভাবম্।
তেনাবিদ্যা-তিমিরজনিতান্ সাধু দগ্ধা বিকল্পান,
ব্রহ্মাকৃত্যা নিবসতি সুখং নিষ্ক্রিয়ো নির্ব্বিকল্পঃ ॥ ৩৫৭ ॥

শম-দম-যুক্ত, অত্যন্ত বিরত, ক্ষমাশীল যতি নিয়ত সমাধি করত স্বীয় সর্ব্বাত্মভাব বিদিত হইতে পারেন এবং উক্ত ভাব দ্বারা অবিদ্যারূপ তিমির হইতে জ্যোতি নিখিল বিকল্পকে নিঃশেষে ভস্মীভূত করিয়া নিষ্ক্রিয় নিবিকল্প ব্রহ্মস্বরূপে আনন্দে অবস্থিতি করেন ॥ ৩৫৭ ॥

সমাহিতা যে প্রবিলাপ্য বাহ্যং, শ্রোত্রাদিচেতঃ স্বমহং চিদাত্মনি।
ত এব মুক্তা ভবপাশবন্ধৈর্নান্যে তু পারোক্ষ্যকথাভিধায়িনঃ ॥ ৩৫৮ ॥

যাঁহারা সমাধিমান্ হইয়া বাহ্যবিষয়, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও জীবাত্মা এবং অহংবুদ্ধি ইত্যাদি সমস্তই চিদাত্মাতে লয় করিয়া সংস্থিত হন, তাঁহারাই ভববন্ধন হইতে মুক্ত হন, কিন্তু কেবল মুখে অহং ব্রহ্মমাত্রবাদী পুরুষেরা তদগতি প্রাপ্ত হইতে পারে না ॥ ৩৫৮ ॥

উপাধিভেদাৎ স্বয়মেব ভিদ্যতে, চোপাধ্যপোহে স্বয়মেব কেবলঃ।
তস্মাদুপাধের্ব্বিলয়ায় বিদ্বান্, বসেৎ সদা কল্পসমাধিনিষ্ঠয়া ॥ ৩৫৯ ॥

উপাধির ভেদবশতঃ আপনি ভিন্নরূপে বোধ হয় এবং উপাধির ক্ষয় হইলে কেবল আপনিমাত্র অবশিষ্ট থাকে, সুতরাং পণ্ডিত ব্যক্তি উপাধির ক্ষয় হেতু দেহান্তকাল যাবৎ সমাধিনিষ্ঠায় নিরত থাকিবেন ॥ ৩৫৯ ॥

সতি সক্তো নরো যাতি সদ্ভাবং হ্যেকনিষ্ঠয়া।
কীটকো ভ্রমরং ধ্যায়ন্ ভ্রমরত্বায় কল্পতে ॥ ৩৬০ ॥

যেমন তৈলপায়িকা ভ্রমরকীটকে (কাঁচপোকাকে) ভাবিয়া ভ্রমরত্ব লাভ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মে সংলগ্ন ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠা দ্বারা ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন। ৩৬০ ॥

ক্রিয়ান্তরাসক্তিমপাস্য কীটকো, ধ্যায়ন্নলিং তং হ্যলিভাবমৃচ্ছতি।
তথৈব যোগী পরমাত্মতত্ত্বং, ধ্যাত্বা সমায়াতি তদৈকনিষ্ঠয়া ॥ ৩৬১ ॥

তৈলপায়িকা অন্য কর্ম্মে অনুরাগ বর্জ্জন করত নিয়ত ভ্রমর ধ্যান পূর্ব্বক যেমন ভ্রমরত্ব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ যোগী ব্যক্তি সর্ব্বদা পরমাত্মতত্ত্ব চিন্তা পূর্ব্বক একনিষ্ঠা দ্বারা উত্তম ব্রহ্মত্ব লাভ করেন ॥ ৩৬১ ॥

অতীব সূক্ষ্মং পরমাত্মতত্ত্বং, ন স্থূলদৃষ্ট্যা প্রতিপত্তুমর্হতি।
সমাধিনাত্যন্তসুসূক্ষ্মবৃত্ত্যা, জ্ঞাতব্যমার্য্যৈরতিশুদ্ধবুদ্ধিভিঃ ॥ ৩৬২ ॥

অতি সূক্ষ্ম পরমাত্মতত্ত্বকে স্থূলদৃষ্টি দ্বারা কেহ জানিতে পারে না, কেবল বিশুদ্ধ বুদ্ধিমান্ মহাত্মারা যোগানুষ্ঠান ও সমাধির দ্বারা অবগত হন ॥ ৩৬১ ॥

যথা সুবর্ণং পুটপাকশোধিতং, ত্যক্ত্বা মলং স্বাত্মগুণং সমৃচ্ছতি।
তথা মনঃ সত্ত্বরজস্তমোমলং, ধ্যানেন সংত্যজ্য সমেতি তত্ত্বম্ ॥৩৬৩॥

যেমন স্বর্ণ অগ্নিসংস্কারাদি দ্বারা শোধিত হইয়া মলাদিত্যাগান্তে স্বকীয় মনোহর গুণ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ মন ধ্যানাদি দ্বারা সত্ত্ব, রজঃ ও তমোরূপ মল ত্যাগ করত চিদ্ব্রহ্মকে লাভ করে॥ ৩৬৩॥

নিরন্তরাভ্যাসবশাত্তদিত্থং, পক্কং মনো ব্রহ্মণি লীয়তে যদা।
তদা সমাধিঃ সবিকল্পবর্জ্জিতঃ, স্বতোঽদ্বয়ানন্দরসানুভাবকঃ॥ ৩৬৪॥

এই প্রকার সর্ব্বদা অভ্যাস-নিবন্ধ। গুণবর্জ্জিত মন যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মে লয় পায়, তখন নির্ব্বিকল্প ঐ সমাধি স্বয়ং অদ্বয় আনন্দরস অনুভব করায়॥ ৩৬৪॥

সমাধিনানেন সমস্তবাসনা, গ্রন্থের্ব্বিনাশোঽখিলকর্ম্মনাশঃ।
অন্তর্ব্বহিঃ সর্ব্বত এব সর্ব্বদা, স্বরূপবিস্ফূর্ত্তিরযত্নতঃ স্যাৎ॥ ৩৬৫॥

নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিখিল বাসনাবন্ধন ধ্বংস হয় এবং সমস্ত কর্ম্ম নাশ পায়, সুতরাং তখন সর্ব্বথা সর্ব্বসময়ে অন্তর ও বাহ্যে বিনাযত্নে স্বরূপের বিস্ফূর্ত্তি হয়॥ ৩৬৫॥

শ্রুতেঃ শতগুণং বিদ্যান্মননং মননাদপি।
নিদিধ্যাসং লক্ষগুণমনন্তং নির্ব্বিকল্পকম্॥ ৩৬৬॥

শ্রবণ অপেক্ষা মনন শতগুণে শ্রেষ্ঠ, মনন অপেক্ষা নিদিধ্যাসন লক্ষগুণে প্রধান এবং নিদিধ্যাসন অপেক্ষা নির্ব্বিকল্পভাব অনন্ত শ্রেষ্ঠ॥ ৩৬৬॥

নির্ব্বিকল্পসমাধিনা স্ফুটং, ব্রহ্মতত্ত্বমবগম্যতে ধ্রুবম্।
নান্যথা চলতয়া মনোগতেঃ, প্রত্যয়ান্তরবিমিশ্রিতং ভবেৎ॥ ২৬৭॥

নির্ব্বিকল্প সমাধি দ্বারা নিঃসন্দেহই চিদ্ব্রহ্ম বিদিত হওয়া যায়, অন্য উপায়ে প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেন না, মনোগতির চাঞ্চল্য নিবন্ধন অন্য পদার্থ জ্ঞান দ্বারা মিশ্রিত হইয়া উঠে॥ ৩৬৭॥

অতঃ সমাধৎস্ব যতেন্দ্রিয়ঃ সন্নিরন্তরং শান্তমনাঃ প্রতীচি।
বিধ্বংসয় ধ্বান্তমনাদ্যবিদ্যয়া, কৃতং সদেকত্ববিলোকনেন॥ ৩৬৮॥

সংযতেন্দ্রিয় হইয়া শান্তচিত্তে পরমাত্মাতে সর্ব্বদা সমাধি অভ্যাস কর, এবং ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্বদর্শন দ্বারা অনাদি অবিদ্যাকৃত অন্ধকার দূর কর॥ ৩৬৮॥

যোগস্য প্রথমদ্বারং বাঙ্নিরোধোঽপরিগ্রহঃ।
নিরাশা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা॥ ৩৬৯॥

বাক্যনিরোধ যোগের প্রথম দ্বার, অপ্রতিগ্রহ দ্বিতীয়, নিস্পৃহতা তৃতীয়, নিশ্চেষ্টতা চতুর্থ এবং নিরন্তর বিজনাশ্রয় পঞ্চম দ্বার॥ ৩৬৯॥

একান্তস্থিতিরিন্দ্রিয়োপরমণে হেতুর্দমশ্চেতসঃ,
সংরোধে করণং শমেন বিলয়ং যায়াদহংবাসনা।
তেনানন্দরসানুভূতিরচলা ব্রাহ্মী সদা যোগিন-
স্তস্মাচ্চিত্তনিরোধ এব সততং কার্য্যং প্রযত্নান্মুনে॥ ৩৭০॥

বিরলে স্থিতি ইন্দ্রিয়নিবৃত্তির কারণ ও চিত্তের সংরোধের হেতু, দম ও শমগুণ দ্বারা অহং-বাসনা ধ্বংস হয়, তাহাতে যোগিজনের সদা অচলানন্দরসানুভবক্রমে ব্রহ্মলাভ হয়, সুতরাং চিত্ত-নিরোধে যত্ন করা কর্ত্তব্য॥ ৩৭০॥

বাচং নিযচ্ছাত্মনি তং নিযচ্ছ, বুদ্ধৌ ধিয়ং যচ্ছ চ বুদ্ধিসাক্ষিণি।
তং চাপি পূর্ণাত্মনি নির্ব্বিকল্পে, বিলাপ্য শান্তিং পরমাং ভজস্ব॥ ৩৭১॥

মনে বাক্যকে, বুদ্ধিতে মনকে, জীবাত্মাতে বুদ্ধিকে এবং নির্ব্বিকল্প পূর্ণব্রহ্মে জীবাত্মাকে লয় করিয়া পরম শান্তি প্রাপ্ত হও॥ ৩৭১॥

দেহপ্রাণেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধ্যাদিভিরুপাধিভিঃ।
যৈর্যৈর্বৃত্তেঃ সমাযোগস্তত্তদ্ভাবোঽস্য যোগিনঃ॥ ৩৭২॥

দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রাণ ইত্যাদি যে যে উপাধির সহিত চিত্তবৃত্তির যোগ হয়, যোগীর মনোবৃত্তি তত্তৎ-উপাধিগত হইয়া তত্তদ্ভাব লাভ করে॥ ৩৭২॥

তন্নিবৃত্ত্যা মুনেঃ সম্যক্ সর্ব্বোপরমণং সুখম্।
সংদৃশ্যতে সদানন্দরসানুভববিপ্লবঃ॥ ৩৭৩॥

সেই সমস্ত উপাধি ও বৃত্তির নিবৃত্তি দ্বারা মুনির সম্যক্ সর্ব্বশান্তিরূপ সুখ ও সদানন্দরসানুভবের সঞ্চার হইতে দেখা যায়॥ ৩৭৩॥

অন্তস্ত্যাগো বহিস্ত্যাগো বিরক্তস্যৈব যুজ্যতে।
ত্যজত্যন্তর্ব্বহিঃসঙ্গং বিরক্তস্তু মুমুক্ষয়া॥ ৩৭৪॥

বিরাগী ব্যক্তির অন্তঃসঙ্গ ও বহিঃসঙ্গ বিসর্জন করা কর্ত্তব্য; সুতরাং বিবেকী ব্যক্তি মুক্তিবাসনা করিয়া উক্ত উভয় সঙ্গ বর্জ্জন করিবেন॥ ৩৭৪॥

বহিস্তু বিষয়ৈঃ সঙ্গং তথান্তরহমাদিভিঃ।
বিরক্ত এব শক্নোতি ত্যক্তুং ব্রহ্মণি নিষ্ঠিতঃ॥ ৩৭৫ ॥

ব্রহ্মনিষ্ঠাবান্ বিরক্ত ব্যক্তি বিষয়ের সহিত বহিঃসঙ্গ এবং অহমাদির সহিত অন্তঃসঙ্গ সর্ব্বথা ত্যাগ করিতে সমর্থ হন॥ ৩৭৫ ॥

বৈরাগ্যবোধৌ পুরুষস্য পক্ষিবৎ, পক্ষৌ বিজানীহি বিচক্ষণত্বম্।
বিমুক্তিসৌধাগ্রতলাধিরোহণং, তাভ্যাং বিনা নান্যতরেণ সিধ্যতি॥ ৩৭৬॥

হে বিদ্বন্! পুরুষের বিবেক ও বিজ্ঞান এই দুইটি পক্ষীর পক্ষদ্বয়বৎ পক্ষরূপ বলিয়া জান, ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি পক্ষদ্বয় ব্যতীত মুক্তিরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে কোনরূপে সমারোহণ করিতে সমর্থ হন না॥ ৩৭৬ ॥

অত্যন্তবৈরাগ্যবতঃ সমাধিঃ, সমাহিতস্যৈব দৃঢ়প্রবোধঃ।
প্রবুদ্ধতত্ত্বস্য হি বন্ধমুক্তির্মুক্তাত্মনো নিত্যসুখানুভূতিঃ॥ ৩৭৭ ॥

অত্যন্ত বৈরাগ্যবান্ ব্যক্তির সমাধি হয়, সমাধিমানের পূর্ণজ্ঞান জন্মে, পূর্ণজ্ঞানীর বন্ধনমুক্তি হয় এবং মুক্তাত্মার নিত্যানন্দানুভব হইয়া থাকে॥৩৩৭॥

বৈরাগ্যান্ন পরং সুখস্য জনকং পশ্যামি বশ্যাত্মন-
স্তচ্চেচ্ছুদ্ধতরাত্মবোধসহিতং স্বারাজ্যসাম্রাজ্য-ধুক্।
এতদ্দ্বারমজস্রমুক্তিযুবতের্যস্মাত্ত্বমস্মাৎ পরং,
সর্ব্বত্রাস্পৃহয়া সদাত্মান সদা প্রজ্ঞাং কুরু শ্রেয়সে॥ ৩৭৮ ॥

জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে বৈরাগ্য অপেক্ষা প্রধান সুখপ্রদ অন্য কিছুই নাই, সেই বৈরাগ্য বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানের সহিত মিলিত হইলে নির্ব্বাণপদ অর্পণ করেন, কেন না, ঐ জ্ঞানবিশিষ্ট বৈরাগ্য সর্ব্বদা মুক্তিরূপ যুবতীর দ্বারস্বরূপ, এই হেতু তুমি কেবল সর্ব্বদ্রব্যে স্পৃহারহিত হইয়া ব্রহ্মে মোক্ষার্থ নিয়ত বুদ্ধি স্থাপন কর॥ ৩৭৮ ॥

আশাং ছিন্ধি বিষোপমেষু বিষয়েষ্বেষৈব মৃত্যোঃ কৃতি-
স্ত্যক্ত্বা জাতিকুলাশ্রমেষ্বভিমতিং মুঞ্চাতিদূরাৎ ক্রিয়াঃ।
দেহাদাবসতি ত্যজাত্মধিষণাং প্রজ্ঞাং কুরুষ্বাত্মনি,
ত্বং দ্রষ্টাহস্যমনোহসি নির্দ্বয়পরং ব্রহ্মাসি যদ্বস্তুতঃ॥ ৩৭৯ ॥

আশ্রমগত অভিমান ত্যাগ করিয়া অতিদূর হইতে কার্য্যসকল বিসর্জ্জন কর এবং অনিত্য শরীরাদিতে আত্মবুদ্ধি ত্যাগ কর, আপনার আত্মাতে বুদ্ধিযোগ কর, তাহা হইলেই তুমি মনোরহিত অদ্বয় সর্ব্বসাক্ষী পরব্রহ্মস্বরূপ হইবে ॥ ৩৭৯ ॥

লক্ষ্যে ব্রহ্মণি মানসং দৃঢ়তরং সংস্থাপ্য বাহ্যেন্দ্রিয়ং,
স্বস্থানে বিনিবেশ্য নিশ্চলতনুশ্চোপেক্ষ্য দেহস্থিতিম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমুপেত্য তন্ময়তয়া চাখণ্ডবৃত্ত্যাঽনিশং,
ব্রহ্মানন্দরসং পিবাত্মনি মুদা শূন্যৈঃ কিমন্যৈর্ভৃশম্ ॥ ৩৮০ ॥

লক্ষ্যস্বরূপ ব্রহ্মে মনকে অটলভাবে স্থাপন করিয়া বাহ্যেন্দ্রিয়গ্রামকে স্ব স্ব স্থানে নিবিষ্ট করত স্থিরতনু হইয়া দেহস্থিতি উপেক্ষা কর এবং ব্রহ্মে স্বীয় একত্বলাভ করত ব্রহ্মস্বরূপে অনন্যনিষ্ঠা দ্বারা সর্ব্বদা সানন্দে আপনাতে স্থিত ব্রহ্মানন্দরস ভূরিপরিমাণে পান কর; নিষ্কল ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য বস্তুতে আবশ্যক কি? ৩৮০ ॥

অনাত্মচিন্তনং ত্যক্ত্বা কশ্মলং দুঃখকারণম্।
চিন্তয়াত্মানমানন্দরূপং যন্মুক্তিকারণম্ ॥ ৩৮১ ॥

আত্মাতিরিক্ত পদার্থের ভাবনা এবং দুঃখের হেতু মোহ ত্যাগ করিয়া মুক্তির কারণ আনন্দরূপ আত্মাকে ভাবনা কর ॥ ৩৮১ ॥

এষ স্বয়ং জ্যোতিরশেষসাক্ষী, বিজ্ঞানকোষে বিলসত্যজস্রম্।
লক্ষ্যং বিধায়ৈনমসদ্বিলক্ষণমখণ্ডবৃত্ত্যাত্মতয়ানুভাবয় ॥ ৩৮২ ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, সকলের সাক্ষী, সদা বিজ্ঞানময়কোষে প্রকাশমান, সুতরাং অসৎ হইলে বৈলক্ষণ্যযুক্ত ব্রহ্মকে লক্ষ্য করিয়া একনিষ্ঠা দ্বারা আত্মস্বরূপ চিন্তা কর ॥ ৩৮২ ॥

এতমচ্ছিন্নয়া বৃত্ত্যা প্রত্যয়ান্তরশূন্যয়া।
উল্লেখয়ন্ বিজানীয়াৎ স্বস্বরূপতয়া স্ফুটম্ ॥ ৩৮৩ ॥

জ্ঞানান্তরবিহীন একমাত্র বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মনাম উচ্চারণ করত স্বীয় স্বরূপে তাঁহাকে সম্যক্ বিদিত হইবে ॥ ৩৮৩ ॥

অত্রাত্মত্বং দৃঢ়ীকুর্ব্বন্নহমাদিষু সংত্যজন্।
উদাসীনতয়া তেষু তিষ্ঠন্ স্ফুটঘটাদিবৎ ॥ ৩৮৪ ॥

এই আত্মাতে ব্রহ্মভাব স্থির করিয়া অবিদ্যাকল্পিত অহমাদির বাচ্য শরীরাদি বস্তুতে অহংবুদ্ধি ত্যাগ করত নিঃসম্পর্ক হইয়া সুচ্ছিদ্রঘটাদিবৎ অবস্থান করিবে ॥ ৩৮৪ ॥

বিশুদ্ধমন্তঃকরণং স্বরূপে, নিবেশ্য সাক্ষিণ্যববোধমাত্রে।
শনৈঃ শনৈর্নিশ্চলতামুপানয়ন্, পূর্ণাত্মমেবানুবিলোকয়েত্ততঃ ॥৩৮৫॥

সর্ব্বসাক্ষী চিন্মাত্র স্বীয় স্বরূপ ব্রহ্মে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ প্রবেশিত করিয়া অল্প অল্প অভ্যাসক্রমে নিশ্চলতা লাভ করত শেষে পূর্ণব্রহ্মস্বরূপে আপনাকে প্রত্যক্ষ করিবে ॥ ৩৮৫ ॥

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোঽহমাদিভিঃ,স্বাজ্ঞানক৯প্তৈরখিলৈরুপাধিভিঃ।
বিমুক্তমাত্মানমখণ্ডরূপং, পূর্ণং মহাকাশমিবাবলোকয়েৎ ॥ ৩৮৬ ॥

আপনার অজ্ঞান দ্বারা কল্পিত শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, অহমাদি সমস্ত উপাধি-বর্জ্জিত অখণ্ডস্বরূপ পূর্ণব্রহ্মকে মহাকাশবৎ দর্শন করিবে ॥ ৩৮৬ ॥

ঘটকলসকুসূলসূচীমুখৈর্গগনমুপাধিশতৈর্ব্বিমুক্তমেকম্।
ভবতি ন বিবিধং তথৈব শুদ্ধং, পরমহমাদি বিমুক্তমেকমেব ॥ ৩৮৭ ॥

যেমন আকাশ ঘট, কলস, ধান্যাধার, তৈলাধার প্রভৃতি শত শত উপাধি হইতে মুক্ত হইলে একমাত্র বোধ হয়, তদ্রূপ শুদ্ধ পরব্রহ্ম অহমাদি হইতে মুক্ত হইলে নানা উপাধিরূপে অনুমিত না হইয়া একমাত্র বোধ হন ॥ ৩৮৭ ॥

ব্রহ্মাদিস্তম্বপর্য্যন্তা মৃষামাত্রা উপাধয়ঃ।
ততঃ পূর্ণং স্বমাত্মানং পশ্যেদেকাত্মনা স্থিতম্ ॥ ৩৮৮ ॥

ব্রহ্মা হইতে তৃণাদিগুচ্ছ পর্য্যন্ত যাবতীয় উপাধিসমূহ মিথ্যামাত্র, সুতরাং পূর্ণব্রহ্ম স্বকীয় আত্মাকে একস্বরূপে অবস্থিত দর্শন করিবে ॥ ৩৮৮ ॥

যত্র ভ্রান্ত্যা কল্পিতং যদ্বিবেকে, তত্তন্মাত্রং নৈব তস্মাদ্বিভিন্নম্।
ভ্রান্তের্নাশে ভাতি দৃষ্টাহিতত্ত্বং, রজ্জুস্তদ্বদ্বিশ্বমাত্মস্বরূপম্ ॥ ৩৮৯ ॥

ভ্রান্তি দ্বারা যে পদার্থে যাহা কল্পিত হয়,জ্ঞানোদয় হইলে সে দ্রব্য তৎস্বরূপ হইতে পৃথক্ হয় না,যেমন ভ্রান্তিদৃষ্টির দ্বারা রজ্জু সর্পরূপ হয় এবং ভ্রান্তিবিগমে রজ্জুমাত্র রহে, তদ্রূপ ভ্রান্তিদ্বারা জগৎ-সংসার হয় এবং ভ্রান্তিবিগমে ব্রহ্ম-স্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৩৮৯ ॥

স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ং বিষ্ণুঃ স্বয়মিন্দ্রঃ স্বয়ং শিবঃ।
স্বয়ং বিশ্বমিদং সর্ব্বং স্বস্মাদন্যন্ন কিঞ্চন ॥ ৩৯০ ॥

এই আত্মাই ইন্দ্র, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং আত্মাই চরাচর বিশ্ব ; সুতরাং আত্মা ব্যতীত অন্য কিছুমাত্র নাই ॥ ৩৯০ ॥

অন্তঃ স্বয়ং চাপি বহিঃ স্বয়ঞ্চ, স্বয়ং পুরস্তাৎ স্বয়মেব পশ্চাৎ।
স্বয়ং হ্যবাচ্যাং স্বয়মপ্যুদীচ্যাং, তথোপরিষ্টাৎ স্বয়মপ্যধস্তাৎ ॥ ৩৯১ ॥

আত্মা অন্তরে, বাহ্যে, সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে, উত্তরে, ঊর্দ্ধদেশে ও অধোদেশে বিদ্যমান ॥ ৩৯১ ॥

তরঙ্গফেনভ্রমবুদ্‌বুদাদি, সর্ব্বং স্বরূপেণ জলং যথা তথা।
চিদেব দেহাদ্যহমন্তমেতৎ, সর্ব্বং চিদেবৈকরসং বিশুদ্ধম্ ॥ ৩৯২ ॥

তরঙ্গ, ফেন, আবর্ত্ত,বিম্ব ইত্যাদি সমস্ত যেমন প্রকৃত জলমাত্রই হয়,তদ্রূপ শরীর, ইন্দ্রিয়, প্রাণ এবং অহং আদি সমস্তই চিন্মাত্র হইয়া থাকে ; সুতরাং একরসস্বরূপ বিশুদ্ধ চিন্মাত্র বিদ্যমান আছেন ॥ ৩৯২ ॥

সদেবেদং সর্ব্বং জগদবগতং বাঙ্মনসয়োঃ,
সতোঽন্যন্নাস্ত্যেব প্রকৃতি-পরসীম্নি স্থিতবতঃ।
পৃথক্ কিং মৃৎস্নায়াঃ কলসঘটকুম্ভাদ্যবগতং,
বদত্যেষ ভ্রান্তস্ত্বমহমিতিমায়ামদিরয়া ॥ ৩৯৩ ॥

বাক্য ও মন দ্বারা বিদিত এই নিখিল জগৎ সৎস্বরূপ,প্রকৃতির পরসীমাতে স্থিত সেই সৎ পদার্থ ভিন্ন অন্য কিছুই নাই। কলস, ঘট ইত্যাদিরূপ বিদিত পদার্থ কি কখন মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় ? অর্থাৎ যেরূপ তাহা সম্ভবে না, তদ্রূপ মায়ামদিরা দ্বারা মত্ত মনুষ্য অখণ্ড চিদ্‌ব্রহ্মে "তুমি আমি" রূপ প্রলাপ-বচন ব্যক্ত করে ॥ ৩৯৩ ॥

ক্রিয়াসমভিহারেণ যত্র নান্যদিতি শ্রুতিঃ।
ব্রবীতি দ্বৈতরাহিত্যং মিথ্যাধ্যাসনিবৃত্তয়ে ॥ ৩৯৪ ॥

"কর্ম্মকাণ্ড সহ অন্যান্য কিছুই যাহাতে নাই, তিনিই ব্রহ্ম," ইহাই শ্রুতি, মিথ্যা অধ্যাসনাশার্থ ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত রূপ ব্যক্ত করেন ॥ ৩৯৪ ॥

আকাশবন্নির্ম্মলনির্ব্বিকল্পনিঃসীমনিস্পন্দননির্ব্বিকারম্।
অন্তর্ব্বহিঃ শূন্যমনন্যমদ্বয়ং, স্বয়ং পরং ব্রহ্ম কিমস্তি বোধ্যম্ ॥ ৩৯৫ ॥

গগনবৎ নির্ম্মল, নির্ব্বিকল্প, নিঃসীম, নিস্পন্দ, নির্ব্বিকার, অন্তর্ব্বহিঃশূন্য, অদ্বয়, স্বয়ং পরমব্রহ্ম ব্যতীত জ্ঞাতব্য আর কি আছে? ৩৯৫ ॥

বক্তব্যং কিমু বিদ্যতেঽত্র বহুধা ব্রহ্মৈব জীবঃ স্বয়ং,
ব্রহ্মৈতজ্জগদাপরাণু সকলং ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং শ্রুতিঃ।
ব্রহ্মৈবাহমিতি প্রবুদ্ধমতয়ঃ সংত্যক্তবাহ্যাঃ স্ফুটং,
ব্রহ্মীভূয় বসন্তি সন্ততচিদানন্দাত্মনৈতদ্ধ্রুবম্ ॥ ৩৯৬ ॥

হে শিষ্য! এ বিষয়ে নানারূপ বক্তব্য কি আছে? জীবই নিশ্চয় স্বয়ং ব্রহ্ম, পরমাণু পর্য্যন্ত নিখিল এই জগৎ ব্রহ্ম; কেন না, "ব্রহ্ম অদ্বিতীয়," এইরূপ শ্রুতি আছে। ব্রহ্মই আমি, এই বোধবিশিষ্ট বাহ্যপদার্থত্যাগী পুরুষেরা সাক্ষাৎ ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া চিরদিন চিদানন্দরূপে বাস করেন সন্দেহ নাই ॥৩৯৬॥

জহি মলময়কোষেঽহংধিয়োত্থাপিতাশাং,
প্রসভমনিলকল্পে লিঙ্গদেহেঽপি পশ্চাৎ।
নিগমগদিতমূর্ত্তিং নিত্যমানন্দমূর্ত্তিং,
স্বয়মিতি পরিচীয় ব্রহ্মরূপেণ তিষ্ঠ ॥ ৩৯৭ ॥

মলময় স্থূল দেহে অহংবুদ্ধি দ্বারা উত্থাপিত আশাকে ধ্বংস কর, পরে বায়ুরূপ লিঙ্গশরীরস্থ আশাকে সবলে নাশ করিয়া বেদপ্রথিতকীর্ত্তি, নিত্য, আনন্দমূর্ত্তি ব্রহ্মই আমি, এইরূপ বিদিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে সংস্থিত হও ॥ ৩৯৭ ॥

শবাকারং যাবদ্ভজতি মনুজস্তাবদশুচিঃ,
পরেভ্যঃ স্যাৎ ক্লেশো জননমরণব্যাধিনিলয়ঃ।
যদাত্মানং শুদ্ধং কলয়তি শিবাকারমচলং,
তদা তেভ্যো মুক্তো ভবতি হি তদাহ শ্রুতিরপি ॥ ৩৯৮ ॥

মনুষ্য যাবৎ শবাকার দেহকে ভজনা করে, তাবৎ অপবিত্র থাকে এবং কামাদি শত্রু হইতে জন্মমৃত্যু ও ব্যাধির আগারস্বরূপ ক্লেশ ভোগ করে,

কিন্তু আপনাকে শুদ্ধ অচল শিবস্বরূপ বিদিত হইলে সেই সকল ক্লেশ হইতে মুক্ত হইতে পারে, শ্রুতিও ইহা নিরূপণ করিয়াছেন॥ ৩৯৮॥

স্বাত্মন্যারোপিতাশেষাভাসবস্তুনিরাসতঃ।
স্বয়মেব পরং ব্রহ্ম পূর্ণমদ্বয়মক্রিয়ম্॥ ৩৯৯॥

আপনার আত্মাতে আরোপিত অশেষ অনর্থ বস্তুর অপসারণ হইলে পূর্ণ, অদ্বয়, অক্রিয়, পরব্রহ্মস্বরূপ স্বয়ং প্রকাশিত হন॥ ৩৯৯॥

সমাহিতায়াং সতি চিত্তবৃত্তৌ, পরাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ন দৃশ্যতে কশ্চিদয়ং বিকল্পঃ, প্রজল্পমাত্রঃ পরিশিষ্যতে ততঃ॥ ৪০০॥

নিত্য নির্ব্বিকল্প পরমাত্মা ব্রহ্মে চিত্তবৃত্তি স্থাপিত হইলে কোন বিকল্প দৃষ্ট হয় না, তখন বাক্যের কোন ফলিতার্থতা থাকে না॥ ৪০০॥

অসৎকল্পো বিকল্পোঽয়ং বিশ্বমিত্যেকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০১॥

নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম পদার্থে জগৎরূপ ভেদ-জ্ঞান কোথায়? অতএব এ বিকল্প অসৎকল্পনা সন্দেহ নাই। ॥৪০১।

দ্রষ্টৃদর্শনদৃশ্যাদিভাবশূন্যৈকবস্তুনি
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০২॥

দর্শনদৃশ্যাদিভাববর্জ্জিত, অদ্বয়, নির্ব্বিকার, নিরাকার, বিভেদশূন্য ব্রহ্ম-পদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০২॥

কল্পার্ণব ইবাত্যন্তপরিপূর্ণৈকবস্তুনি।
নির্ব্বিকারে নিরাকারে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৩॥

প্রলয়কালীন সাগরের ন্যায় অত্যন্ত পরিপূর্ণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মপদার্থে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০৩।

তেজসীব তমো যত্র প্রলীনং ভ্রান্তিকারণম্।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে নির্ব্বিশেষে ভিদা কুতঃ॥ ৪০৪॥

যেমন তেজে অন্ধকার বিলীন হয়, তদ্রূপ যে ব্রহ্মে ভ্রান্তির কারণ লীন হয়, সেই অদ্বিতীয় নির্ব্বিশেষ পরমাত্মাতে ভেদজ্ঞান কোথায়? ৪০৪॥

একাত্মকে পরে তত্ত্বে ভেদবার্ত্তা কথং বসেৎ।
সুষুপ্তৌ সুখমাত্রায়াং ভেদঃ কেন বিলোকিতঃ॥ ৪০৫॥

একস্বরূপ পরব্রহ্মে ভেদকথা কি প্রকারে থাকিতে পারে? সুষুপ্তি অবস্থায় সুখমাত্রবিষয়ে যে ভেদ, তাহা কে দেখিয়াছে? ৪০৫॥

ন হ্যস্তি বিশ্বং পরতত্ত্ববোধাৎ, সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
কালত্রয়েণাপ্যহিরীক্ষিতো গুণে, ন হ্যম্বুবিন্দুর্মৃগতৃষ্ণিকায়াম্॥৪০৬॥

যেমন রজ্জুতে দৃষ্ট সর্প রজ্জুত্ব জ্ঞান হইলে থাকে না এবং মরীচিকাতে দৃষ্ট জলমরীচিকা তত্ত্ববোধ হইলে থাকে না, তদ্রূপ পরমতত্ত্ববোধ জন্মিলে নির্ব্বিকল্প সদাত্মা ব্রহ্মপদার্থে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই কালত্রয়বিচ্ছেদে জগৎ থাকে না॥ ৪০৬॥

মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ।
ইতি ব্রূতে শ্রুতিঃ সাক্ষাৎ সুষুপ্তাবনুভূয়তে॥ ৪০৭॥

"এই দ্বৈত জগৎ মায়ামাত্র; উৎকৃষ্ট বস্তুস্বরূপ ব্রহ্মই অদ্বৈত," ইহা শ্রুতিতে লিখিত আছে, ইহার প্রমাণ সুষুপ্তিকালে অনুভূত হয়॥ ৪০৭॥

অনন্যত্বমধিষ্ঠানাদারোপ্যস্য নিরীক্ষিতম্।
পণ্ডিতৈরজ্জুসর্পাদৌ বিকল্পো ভ্রান্তিজীবনঃ॥ ৪০৮॥

সুধীগণ আধারে আরোপিত আধেয় পদার্থসকল অভিন্নরূপে দর্শন করেন, রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি আরোপ যেমন ভ্রান্তিহেতু, তদ্রূপ ব্রহ্মে বিশ্ববিকল্প ভ্রান্তি ব্যতীত অন্য কিছুই নহে॥ ৪০৮॥

চিত্তমূলো বিকল্পোঽয়ং চিত্তাভাবেন কশ্চন।
অতশ্চিত্তং সমাধেহি প্রত্যগ্রূপে পরাত্মনি॥ ৪০৯॥

চিত্তই এই বিকল্পের মূল, চিত্তের অভাবে কোন বিকল্পই বিদ্যমান থাকে না; সুতরাং প্রত্যক্‌রূপ পরমাত্মাতে চিত্ত অর্পণ কর॥ ৪০৯॥

কিমপি সততবোধং কেবলানন্দরূপং,
নিরূপমমতিবেলং নিত্যমুক্তং নিরীহম্।
নিরবধি গগনাভং নিষ্কলং নির্ব্বিকল্পং,
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ॥ ৪১০॥

সুধী ব্যক্তি সমাধিকালে হৃন্মন্দিরে অনির্ব্বচনীয় নিত্যবোধস্বরূপ, নিরুপম, নিত্যমুক্ত, নিশ্চেষ্ট, অসীম, গগনসম, নিষ্কল, নির্ব্বিকল্প, আনন্দরূপ এক পূর্ণব্রহ্মমাত্র প্রত্যক্ষ করেন ॥ ৪১০ ॥

প্রকৃতিবিকৃতিশূন্যং ভাবনাতীতভাবং,
সমরসমসমানং মানসং বন্ধদূরম্।
নিগমবচনসিদ্ধং নিত্যমস্মৎপ্রসিদ্ধং,
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১১ ॥

বিদ্বান্ ব্যক্তি সমাধিকালে প্রকৃতির বিকারহীন, অচিন্ত্যভাব, একরস, অতুল্য, বিশুদ্ধ, মনোবর্ত্তি, বন্ধন হইতে অন্তরিত, বেদবচন দ্বারা প্রথিত এবং নিত্য অস্মদ্বিধ মানবগণের বিজ্ঞাত পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে প্রত্যক্ষ করেন ॥৪১১ ॥

অজরমমরমস্তাভাববস্তুস্বরূপং,
স্তিমিতসলিলরাশিপ্রখ্যমাখ্যাবিহীনম্।
শমিতগুণবিকারং শাশ্বতং শান্তমেকং,
হৃদি কলয়তি বিদ্বান্ ব্রহ্মপূর্ণং সমাধৌ ॥ ৪১২ ॥

সুধী ব্যক্তি সমাধিকালে অজর, অমর, স্থির সাগরসদৃশ, নামরহিত, প্রকৃতিগুণবিকার হইতে নিবৃত্ত, নিত্যশান্ত, এক পূর্ণব্রহ্মকে হৃদয়ে দর্শন করেন ॥ ৪১২ ॥

সমাহিতান্তঃকরণঃ স্বরূপে, বিলোকয়াত্মানমখণ্ডবৈভবম্।
বিচ্ছিন্ধি বন্ধং ভবগন্ধগন্ধিতং, যত্নেন পুংস্বং সফলীকুরুষ ॥ ৪১৩ ॥

হে বৎস! তুমি স্থিরমনা হইয়া স্বীয় স্বরূপ, পরিপূর্ণ, বিভবযুক্ত পরমাত্মা দর্শন কর এবং সযত্নে সংসারগন্ধে গন্ধিত বন্ধন ছেদন করিয়া পুরুষত্ব সফল কর ॥ ৪১৩ ॥

সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং সচ্চিদানন্দমদ্বয়ম্।
ভাবয়াত্মানমাত্মস্থং ন ভূয়ঃ কল্পসেঽধ্বনে ॥ ৪১৪ ॥

যাবতীয় উপাধি হইতে বিমুক্ত, সচ্চিদানন্দ, অদ্বয় আত্মাকে আপনাতে চিন্তা কর, তাহা হইলে আর পুনরায় সংসারমার্গ দেখিতে হইবে না ॥ ৪১৪ ॥

ছায়েব পুংসঃ পরিদৃশ্যমানমাভাসরূপেণ ফলানুভূত্যা।
শরীরমারাচ্ছববন্নিরস্তং, পুনর্ন সন্ধত্ত ইদং মহাত্মা ॥ ৪১৫ ॥

মহাত্মারা পুরুষের ছায়া ও প্রতিবিম্বের ন্যায় পরিদৃশ্যমান কর্ম্মফলস্বরূ এই দেহকে আত্মানুভব দ্বারা শবের ন্যায় দূরে নিক্ষেপ করেন, পুনর্ব্বার আ তাহার অবস্থা অন্বেষণ করেন না॥ ৪১৫॥

সততবিমলবোধানন্দরূপং সমেত্য,
ত্যজ জড়মলরূপোপাধিমেতং সুদূরে।
অথ পুনরপি নৈব স্মর্য্যতাং বান্তবস্তু-
স্মরণবিষয়ভূতং কল্পতে কুৎসনায়॥ ৪১৬॥

নিত্য, নির্ম্মল, জ্ঞানানন্দস্বরূপ আত্মাকে সম্যক্ লাভ করিয়া এই জড় স্বরূপ উপাধিকে অত্যন্ত দূরে ত্যাগ কর, পুনর্ব্বার ঐ উপাধিকে স্মরণ করিং না, কেন না, উদ্গীর্ণ দ্রব্য স্মৃত হইলে ঘৃণা জন্মে॥ ৪১৬॥

সমূলমেতৎ পরিদহ্য বহ্নৌ, সদাত্মনি ব্রহ্মণি নির্ব্বিকল্পে।
ততঃ স্বয়ং নিত্যবিশুদ্ধবোধানন্দাত্মনা তিষ্ঠতি বিদ্বরিষ্ঠঃ॥ ৪১৭॥

বিচক্ষণ ব্যক্তি নির্ব্বিকল্প, সদাত্মা, ব্রহ্মরূপ বহ্নিতে এই সকল জগৎবে সমূলে দগ্ধ করিয়া সাক্ষাৎ স্বয়ং নিত্য বিশুদ্ধ জ্ঞানানন্দস্বরূপে সংস্থিত থাকেন॥ ৪১৭॥

প্রারব্ধসূত্রগ্রথিতং শরীরং, প্রয়াতু বা তিষ্ঠতু গোরিবাস্রক্।
ন তৎ পুনঃ পশ্যতি তত্ত্ববেত্তা, নন্দাত্মনি ব্রহ্মণি লীনবৃত্তিঃ॥ ৪১৮॥

প্রারব্ধ কর্ম্মসূত্র দ্বারা নিবদ্ধ এই দেহ থাকুক বা ধ্বংস হউক্, তত্ত্বজ্ঞ যোগী আনন্দাত্মা ব্রহ্মে বিলীনবৃত্তি হইয়া গোরুধিররূপ অশুচি এ দেহকে আর পুনর্দ্দর্শন করেন না॥ ৪১৮॥

অখণ্ডানন্দমাত্মানং বিজ্ঞায় স্বস্বরূপতঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দ্দেহং পুষ্ণাতি তত্ত্ববিৎ॥ ৪১৯॥

তত্ত্ববিৎ ব্যক্তি পূর্ণ আনন্দস্বরূপ আত্মাকে স্বীয় স্বরূপ বিদিত হইয়া কি স্বেচ্ছাবশে বা কার্য্যকারণ এই দেহকে পোষণ করিবেন?॥ ৪১৯॥

সংসিদ্ধস্য ফলং ত্বেতজ্জীবন্মুক্তস্য যোগিনঃ।
বহিরন্তঃ সদানন্দরসাস্বাদনমাত্মনি॥ ৪২০॥

সম্যক্ সিদ্ধিপ্রাপ্ত জীবন্মুক্ত যোগী আপনাতে, বাহ্যদ্রব্যে এবং অন্তরে যে নিত্যানন্দরসের আস্বাদন করেন, তাহাই তাঁহার ফলস্বরূপ ॥ ৪২০ ॥

> বৈরাগ্যস্য ফলং বোধো, বোধস্যোপরতিঃ ফলম্।
> স্বানন্দানুভবাচ্ছান্তিরেষৈবোপরতেঃ ফলম্ ॥ ৪২১ ॥

বৈরাগ্যের ফল জ্ঞান, জ্ঞানের উপরতি, উপরতির ব্রহ্মানন্দানুভব এবং ব্রহ্মানন্দানুভবের ফল মুক্তি ॥ ৪২১ ॥

> যদ্যুত্তরোত্তরাভাবঃ পূর্ব্বপূর্ব্বন্তু নিষ্ফলম্।
> নিবৃত্তিপরমা তৃপ্তিরানন্দোঽনুপমঃ স্বতঃ ॥ ৪২২ ॥

উত্তরোত্তরের অভাব হইলে পূর্ব্ব পূর্ব্ব সাধনসমূহ নিষ্ফল হয় অর্থাৎ মুক্তি না হইলে প্রকৃত ব্রহ্মানন্দরসানুভব হয় না, ব্রহ্মানন্দরসানুভব না হইলে ত্যাগ সম্ভবে না, সর্ব্বত্যাগ ব্যতীত জ্ঞানলাভ হয় না, জ্ঞানবিহীন বৈরাগ্যও বিফল, সুতরাং আপনা হইতে জাত আনন্দই পরমা তৃপ্তি, তাহারই নাম নিবৃত্তি ॥ ৪২২ ॥

> দৃষ্টদুঃখেষ্বনুদ্বেগো বিদ্যায়াঃ প্রকৃতং ফলম্।
> যৎ কৃতং ভ্রান্তিবেলায়াং নানাকর্ম্ম জুগুপ্সিতম্।
> পশ্চান্নরো বিবেকেন তৎ কথং কর্ত্তুমর্হতি ॥ ৪২৩ ॥

দুঃখ দর্শনে উদ্বিগ্ন না হওয়া জ্ঞানের প্রকৃত ফল, ভ্রান্তিকালে নানা নিন্দিত যে সমস্ত কার্য্য কৃত হয়, তাহা ভ্রান্তি অবসানে বিবেক উপস্থিত হইলে কোন্ ব্যক্তি কি প্রকারে করিতে পারে? ৪২৩ ॥

> বিদ্যাফলং স্যাদসতো নিবৃত্তিঃ, প্রবৃত্তিরজ্ঞানফলং তদীক্ষিতম্।
> তজ্জ্ঞাজ্ঞয়োর্যন্মৃগতৃষ্ণিকাদৌ, নো চেদ্বিদাং দৃষ্টফলং কিমস্মাৎ ॥ ৪২৪ ॥

জ্ঞানের ফল অসৎ হইতে নিবৃত্তি এবং অজ্ঞানের ফল অসতে প্রবৃত্তি, তাহা তত্ত্ববিৎ ও অজ্ঞের মরীচিকাদিতে দৃষ্ট আছে, তাহা স্বীকার না করিলে পণ্ডিতগণের ইহা অপেক্ষা দৃষ্টান্তস্থল আর কি আছে? ৪২৪ ॥

> অজ্ঞানহৃদয়গ্রন্থের্বিনাশো যদ্যশেষতঃ।
> অনিচ্ছোর্বিষয়ঃ কিন্নু প্রবৃত্তেঃ কারণং স্বতঃ ॥ ৪২৫ ॥

হে বৎস! যদি অজ্ঞানরূপ হৃদয়গ্রন্থি নিঃশেষে ছিন্ন হয়, তাহা হইলে অনিচ্ছুক ব্যক্তির বিষয়পদার্থ কি আপনা হইতে প্রবৃত্তির কারণ হয়? ৪২৫॥

বাসনানুদয়ো ভোগ্যে বৈরাগ্যস্য তদাবধিঃ।
অহংভাবোদয়াভাবো বোধস্য পরমাবধিঃ।
লীনবৃত্তেরনুৎপত্তির্মর্য্যাদোপরতেস্তু সা ॥৪২৬॥

যখন ভোগ্য পদার্থে বাসনার উদয় না হয়, তখনই বৈরাগ্যের শেষ সীমা। যখন অহংভাবের উদয় না হয়, তখনই জ্ঞানের শেষ সীমা এবং যখন চিত্তবৃত্তি ব্রহ্মে লীন হইয়া উদয় না হয়, তখনই উপরতির শেষ সীমা॥ ৪২৬॥

ব্রহ্মাকারতয়া সদা স্থিততয়া নির্ম্মুক্তবাহ্যার্থধা-
রন্যাবেদিতভোগ্যভোগকলনো নিদ্রালুবদ্বালবৎ।
স্বপ্নালোকিতলোকবজ্জগদিদং পশ্যন্ কচিল্লব্ধধী-
রাস্তে কশ্চিদনন্তপুণ্যফলভুগ্ ধন্যঃ স মান্যো ভুবি॥ ৪২৭॥

ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ব্রহ্মস্বরূপে নিরত থাকিয়া বাহ্যবিষয়ে বুদ্ধি ত্যাগ করত নিদ্রিতবৎ নিদ্রাযুক্তের ন্যায় ও বালকের ন্যায় অন্য কর্ত্তৃক বিজ্ঞাপিত হইয়া ভোগ্যপদার্থ ভোগ করেন। বিশেষতঃ স্বপ্নদৃষ্ট লোকের ন্যায় এই জগৎকে দর্শন করত কখন লব্ধবুদ্ধি হইয়া অনন্ত পুণ্যফল ভোগ করেন, সুতরাং লোকে তিনিই ধন্য ও জগন্মান্য॥ ৪২৭॥

স্থিতপ্রজ্ঞো যতিরয়ং যঃ সদানন্দমশ্নুতে।
ব্রহ্মণ্যেব বিলীনাত্মা নির্ব্বিকারো বিনিষ্ক্রিয়ঃ॥ ৪২৮॥

যিনি ব্রহ্মে বিলীনচিত্ততা হেতু নির্ব্বিকার ও নিষ্ক্রিয় হইয়া নিত্যানন্দসুখানুভব করেন, তিনিই স্থিতপ্রজ্ঞ যতি॥ ৪২৮॥

ব্রহ্মাত্মনোঃ শোধিতয়োরেকভাবাবগাহিনী।
নির্ব্বিকল্পা চ চিন্মাত্রা বৃত্তিঃ প্রজ্ঞেতি কথ্যতে॥ ৪২৯॥

সুধীগণ পরমাত্মা জীবাত্মার শোধিত একভাবপ্রাপিকা বিকল্পরহিত চিন্মাত্রবৃত্তিকেই প্রজ্ঞা বলিয়া থাকেন॥ ৪২৯॥

সুস্থিতাসৌ ভবেদ্যস্য স্থিতপ্রজ্ঞঃ স উচ্যতে।
যস্য স্থিতা ভবেৎ প্রজ্ঞা যস্যানন্দো নিরন্তরঃ।
প্রপঞ্চো বিস্মৃতপ্রায়ঃ স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে॥ ৪৩০॥

ঐ প্রজ্ঞা সুন্দররূপে ব্রহ্মে স্থিত হইলেই স্থিতপ্রজ্ঞ কহে। যাঁহার প্রজ্ঞা নিশ্চল ও যাঁহার নিত্যানন্দ আছে, যিনি প্রপঞ্চ বিস্মৃতপ্রায়, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩০ ॥

লীনধীরপি জাগর্ত্তি যো জাগ্রদ্ধর্ম্মবর্জ্জিতঃ।
বোধো নির্ব্বাসনো যস্য স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥৪৩১ ॥

যিনি ব্রহ্মে বুদ্ধি বিলীন করতঃ জাগ্রদ্ধর্ম্মহীন হইয়াও জাগরিত থাকেন এবং যাঁহার চিত্ত বিষয়বাসনা হইতে নিস্পৃহ, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩১ ॥

শান্তসংসারকলনঃ কলাবানপি নিষ্কলঃ।
যস্য চিত্তং বিনিশ্চিত্তং স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৩২ ॥

ভবদোষ যাঁহার প্রশান্ত হইয়াছে, যিনি কলাযুক্ত হইয়াও নিষ্কল এবং যাঁহার চিত্ত চিন্তাশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩২ ।

বর্ত্তমানেঽপি দেহেঽস্মিন্ ছায়াবদনুবর্ত্তিনি।
অহন্তামমতাঽভাবো জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৩ ॥

যিনি শরীরে বর্ত্তমান থাকিয়াও ছায়ার ন্যায় অনুগমনকারী এই দেহে অহংত্ব ও মমত্বভাবশূন্য, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩৩ ॥

অতীতাননুসন্ধানং ভবিষ্যদবিচারণম্।
ঔদাসীন্যমপি প্রাপ্তং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৪ ॥

অতীত বিষয়ের অন্বেষণ না করা, ভবিষ্যৎ বিষয়ের অবিচারণা এবং সর্ব্ববিষয়ে বিরাগভাবই জীবন্মুক্তের চিহ্ন ॥ ৪৩৪ ॥

গুণদোষবিশিষ্টেঽস্মিন্ স্বভাবেন বিলক্ষণে।
সর্ব্বত্র সমদর্শিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৫ ॥

গুণদোষযুক্ত স্বভাব হইতে বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট এবং জগতে নিখিল বস্তুতে সমদর্শিতা জীবন্মুক্তের চিহ্ন ॥ ৪৩৫ ।

ইষ্টানিষ্টার্থসংপ্রাপ্তৌ সমদর্শিতয়াত্মনি।
উভয়ত্রাবিকারিত্বং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৬ ॥

ইষ্টবিষয় বা অনিষ্টবিষয় সম্যক্ প্রাপ্তি হইলেও সমদর্শিতা দ্বারা আ নাতে ইষ্টবিষয়ে বা অনিষ্ট বিষয়ে বিকৃতভাব না হওয়াই জীবন্মুক্তে চিহ্ন ॥ ৪৩৬ ॥

ব্রহ্মানন্দরসাস্বাদাসক্তচিত্ততয়া যতেঃ।
অন্তর্ব্বহিরবিজ্ঞানং জীবন্মুক্তস্য লক্ষণম্ ॥ ৪৩৭ ॥

যোগীর ব্রহ্মানন্দ-রসাস্বাদনে আসক্তচিত্ততানিবন্ধন অন্তর ও বাহ্যবিষ জ্ঞানের অভাবই জীবন্মুক্তের চিহ্ন ॥ ৪৩৭ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদৌ কর্ত্তব্যে মমাহংভাববর্জ্জিতঃ।
ঔদাসীন্যেন যস্তিষ্ঠেৎ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৮ ॥

দেহেন্দ্রিয়াদিতে কর্ত্তব্যকর্ম্মে "আমি আমার" এতদ্রূপ ভাবশূন্য হই ঔদাস্যভাবাবলম্বন করত যিনি যোগে অবস্থান করেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥৪৩

বিজ্ঞাত আত্মনো যস্য ব্রহ্মভাবঃ শ্রুতের্ব্বলাৎ।
ভববন্ধবিনির্ম্মুক্তঃ স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৩৯ ॥

বেদবিদ্যাবলে নিজ ব্রহ্মভাব বিদিত হইয়া যিনি ভবপাশ হইতে মু হইয়াছেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৩৯ ॥

দেহেন্দ্রিয়েষ্বহংভাব ইদংভাবস্তদন্যকে।
যস্য নো ভবতঃ ক্বাপি স জীবন্মুক্ত ইষ্যতে ॥ ৪৪০ ॥

তোমার দেহ ও ইন্দ্রিয়ে কদাচ অহংভাব যুক্তিযুক্ত নহে এবং তদ্ব্যতি বস্তুতে ইদংভাবও অসঙ্গত, সুতরাং তুমিও জীবন্মুক্ত ॥ ৪৪০ ॥

ন প্রত্যগ্‌ব্রহ্মণা ভেদঃ কদাপি ব্রহ্মসর্গয়োঃ।
প্রজ্ঞয়া যো বিজানাতি স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪১ ॥

যিনি বিশুদ্ধ বুদ্ধির দ্বারা জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য এবং ব্রহ্ম ও সৃষ্টির ে কোনপ্রকারে বিদিত নহেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৪১ ॥

সাধুভিঃ পূজ্যমানেঽস্মিন্ পীড্যমানেঽপি দুর্জ্জনৈঃ।
সমভাবো ভবেদ্‌যস্য স জীবন্মুক্তলক্ষণঃ ॥ ৪৪২ ॥

যে ব্যক্তি সাধুগণ কর্ত্তৃক পূজ্য হইলে বা অসাধু কর্ত্তৃক পীড্যমান হইলে উভয়ত্র সমভাবে থাকেন, তিনিই জীবন্মুক্ত ॥ ৪৪২ ॥

যত্র প্রবিষ্টা বিষয়াঃ পরেরিতা, নদীপ্রবাহা ইব বারিরাশৌ।
লীনন্তি সন্মাত্রতয়া ন বিক্রিয়ামুৎপাদয়ন্ত্যেষ যতির্ব্বিমুক্তঃ ॥ ৪৪৩ ॥

যে যতির বিষয় সকল ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া প্রবেশ পূর্ব্বক সাগরে নদীপ্রবাহবৎ শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপ বোধে লয় পায় এবং যাঁহার সম্বন্ধে বিকারসমূহ আর পুনরুদ্ভূত না হয়, তিনিই বিমুক্ত যোগী ॥ ৪৪৩ ॥

বিজ্ঞাতব্রহ্মতত্ত্বস্য যথাপূর্ব্বং ন সংসৃতিঃ।
অস্তি চেন্ন স বিজ্ঞাতব্রহ্মভাবো বহির্ম্মুখঃ ॥ ৪৪৪ ॥

ব্রহ্মজ্ঞানবিজ্ঞাত ব্যক্তির পূর্ব্বের ন্যায় আর সংসার হয় না, হইলেও তিনি ব্রহ্মতত্ত্ব বিশেষ বিদিত নহেন, অতএব তাঁহার নির্ব্বিশেষ তন্ময়তা হয় নাই ॥ ৪৪৪ ॥

প্রাচীনবাসনাবেগাদসৌ সংসরতীতি চেৎ।
ন সদেকত্ববিজ্ঞানান্মন্দীভবতি বাসনা ॥ ৪৪৫ ॥

পূর্ব্ববাসনাবলে ঐ ব্যক্তি সংসার লাভ করে, যদি ইহা স্বীকার কর, তাহা হইলেও ব্রহ্মের সহিত স্বীয় একত্ব অনুভবজন্য পূর্ব্ববাসনা বিকারী হয় না ॥ ৪৪৫ ॥

অত্যন্তকামুকস্যাপি বৃত্তিঃ কুণ্ঠতি মাতরি।
তথৈব ব্রহ্মণি জ্ঞাতে পূর্ণানন্দে মনীষিণঃ ॥ ৪৪৬ ॥

যেমন অত্যন্ত কামার্ত্ত ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি জননীতে কুণ্ঠিতা, তদ্রূপ পূর্ণ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিদিত হইলে সুধী ব্যক্তিরও বাসনাবৃত্তি নিরুদ্ধ হইয়া যায় ॥ ৪৪৬ ॥

নিদিধ্যাসনশীলস্য বাহ্যপ্রত্যয় ইষ্যতে।
ব্রবীতি শ্রুতিরেতস্য প্রারব্ধফলদর্শনাৎ ॥ ৪৪৭ ॥

নিদিধ্যাসনযুক্ত যোগীর বাহ্যবস্তুজ্ঞান দৃষ্ট হয়; কারণ, উক্ত যোগীর প্রারব্ধকর্ম্মফল দর্শন হইতেছে, এইরূপ শ্রুতি আছে ॥ ৪৪৭ ॥

সুখাদ্যনুভবো যাবত্তাবৎ প্রারব্ধমিষ্যতে।
ফলোদয়ঃ ক্রিয়াপূর্ব্বো নিষ্ক্রিয়ো ন হি কুত্রচিৎ॥ ৪৪৮॥

যাবৎ সুখ-দুঃখাদি অনুভব হয়, তাবৎ সুধীগণ প্রারব্ধ প্রকাশ করেন; কেন না, কর্ম্মজন্যই প্রারব্ধফলের উদয় হয়, নিষ্ক্রিয়স্থানে ফলোদয় অসম্ভব হয় না॥ ৪৪৮॥

অহং ব্রহ্মেতি বিজ্ঞানাৎ কল্পকোটিশতার্জ্জিতম্।
সঞ্চিতং বিলয়ং যাতি প্রবোধাৎ স্বপ্নকর্ম্মবৎ॥ ৪৪৯॥

যেরূপ জাগরণে স্বপ্নকৃত শত শত কর্ম্ম ধ্বংস পায়, তদ্রূপ আমি ব্রহ্ম, এই জ্ঞান দ্বারা শতকোটি-কল্পকৃত সঞ্চিত কার্য্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়॥ ৪৪৯॥

যৎ কৃতং স্বপ্নবেলায়াং পুণ্যং বা পাপমুল্বণম্।
সুপ্তোত্থিতস্য কিং তৎ স্যাৎ স্বর্গায় নরকায় বা॥ ৪৫০॥

স্বপ্নাবস্থায় সুস্পষ্ট পুণ্য বা পাপ যাহা করা যায়, তাহা কি স্বপ্নোত্থিত ব্যক্তির স্বর্গ বা নরকের হেতু হয়? ৪৫০॥

স্বমসঙ্গমুদাসীনং পরিজ্ঞায় নভো যথা।
ন শ্লিষ্যতি চ যৎ কিঞ্চিৎ কদাচিদ্ভাবিকর্ম্মভিঃ॥ ৪৫১॥

গগনবৎ অসঙ্গ ও উদাসীনস্বরূপ আপনাকে বিদিত হইয়া আত্মজ্ঞ অনাগত কার্য্য কদাচ কোন অকিঞ্চিৎকর পদার্থে সংবদ্ধ হয় না॥ ৪৫১॥

ন নভো ঘটযোগেন সুরাগন্ধেন লিপ্যতে।
যথাত্মোপাধিযোগেন তদ্ধর্ম্মৈর্নৈব লিপ্যতে॥ ৪৫২॥

যেমন আকাশ ঘটযুক্ত মদ্যগন্ধ দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ আত্মা উপাধিযুক্ত হইয়াও উপাধিধর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত নহেন॥ ৪৫২॥

জ্ঞানোদয়াৎ পুরারব্ধং কর্ম্ম জ্ঞানান্ন নশ্যতি।
অদত্ত্বা স্বফলং লক্ষ্যমুদ্দিশ্যোৎসৃষ্টবাণবৎ॥ ৪৫৩॥

জ্ঞানোদয়ের অগ্রে আরব্ধ অর্থাৎ অনুষ্ঠিত কর্ম্ম স্বীয় ফলপ্রদান না করিয়া জ্ঞান হইতে নষ্ট হয় না, কারণ, লক্ষ্য উদ্দেশে ত্যক্ত শর লক্ষ্য বিদ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না॥ ৪৫৩॥

ব্যাঘ্রবুদ্ধ্যা বিনির্ম্মুক্তো বাণঃ পশ্চাত্তু গোমতৌ।
ন তিষ্ঠতি ছিনত্ত্যেব লক্ষ্যং বেগেন নির্ভরম্ ॥ ৪৫৪ ॥

ব্যাঘ্রবুদ্ধিতে নির্ম্মুক্ত শর পশ্চাৎ গো-জ্ঞান জন্মিলে যেমন নিবৃত্ত না হইয়া আত্যন্তিক বেগভরে লক্ষ্য ভেদ করে, তদ্রূপ প্রারব্ধ জ্ঞানোদয় হইলেও নিবৃত্ত না হইয়া বিজ ফল প্রদান করে ॥ ৪৫৪ ॥

প্রারব্ধং বলবত্তরং খলু বিদাং ভোগেন তস্য ক্ষয়ঃ
সম্যগ্‌জ্ঞানহুতাশনেন বিলয়ঃ প্রাক্‌সঞ্চিতাগামিনাম্।
ব্রহ্মাত্মৈক্যমবেক্ষ্য তন্ময়তয়া যে সর্ব্বদা সংস্থিতা-
স্তেষাং তত্রিতয়ং নহি ক্বচিদপি ব্রহ্মৈব তে নির্গুণম্ ॥ ৪৫৫ ॥

প্রারব্ধ নিশ্চয় একান্ত বলবৎ, সুধীগণের সম্বন্ধে এই প্রারব্ধ ভোগদ্বারা ক্ষয় পায় এবং সম্যগ্‌জ্ঞানরূপ বহ্নি পূর্ব্বসঞ্চিত বা ভাবী কর্ম্ম সকল ক্ষয় পায়; কিন্তু যাঁহারা ব্রহ্মে স্বীয় একত্ব বিদিত হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে নিয়ত স্থিতি করেন, তাঁহারা নির্গুণ ব্রহ্মই হন; সুতরাং তাঁহাদিগের কর্ম্মফলভোগ কদাচ সম্ভবপর হয় না ॥ ৪৫৫ ॥

উপাধিতাদাত্ম্যবিহীন-কেবলব্রহ্মাত্মনৈবাত্মনি তিষ্ঠতো মুনেঃ।
প্রারব্ধসদ্ভাবকথা ন যুক্তা, স্বপ্নার্থসম্বন্ধকথেব জাগ্রতঃ ॥ ৪৫৭ ॥

উপাধি ও উপাধিধর্ম্মশূন্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ আপনাতে অবস্থিতিকারী জাগরণবান্ মুনির স্বপ্নালোকিতবিষয়ক কথার ন্যায় কথার প্রারব্ধসংক্রান্ত কথা সঙ্গত হয় না ॥ ৪৫৬ ॥

ন হি প্রবুদ্ধঃ প্রতিভাসদেহে, দেহোপযোগিন্যপি চ প্রপঞ্চে।
করোত্যহন্তাং মমতামিদন্তাং কিন্তু স্বয়ং তিষ্ঠতি জাগরেণ ॥ ৪৫৭ ॥

জাগরিত যোগী প্রতিবিম্বিত শরীরে ও দেহের উপযুক্ত কারণপ্রপঞ্চে অহংবুদ্ধি ও মমতা এবং ইদংবুদ্ধ্যাদি করেন না, পরন্তু জাগরণদ্বারাই স্বয়ং স্বরূপে অবস্থিত থাকেন ॥ ৪৫৭ ॥

ন তস্য মিথ্যার্থসমর্থনেচ্ছা, ন সংগ্রহস্তজ্জগতোঽপি দৃষ্টঃ।
তত্রানুবৃত্তির্যদি চেন্মৃষার্থে, ন নিদ্রয়া মুক্ত ইতীষ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ৪৫৮ ॥

সেই জাগরিত যোগীব্যক্তির মিথ্যা বিষয়ের প্রাপ্তি-বাসনা এবং মিথ্যা জগতের নিত্যতারূপ স্বীকারও লক্ষিত হয় না; কিন্তু যিনি এ সমস্ত বিষয়ে অনুরাগী হন, তিনি কদাচ মায়াবিশিষ্ট বলিয়া অভিহিত হন না ॥৪৫৮॥

তদ্বৎ পরে ব্রহ্মণি বর্ত্তমানঃ, সদাত্মনা তিষ্ঠতি নান্যদীক্ষতে।
স্মৃতির্যথা স্বপ্নবিলোকিতার্থে, তথাবিদঃ প্রাশনমোচনাদৌ ॥ ৪৫৯ ॥

পরব্রহ্মে স্থিত পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত থাকেন, অন্য কিছুই দর্শন করেন না, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুতে যেমন স্মৃতির উদয় হয়, তদ্রূপ জ্ঞানীব্যক্তির আহার ও মলমূত্রাদি ত্যাগবিষয়ে স্মৃতির উদয় হয় ॥ ৪৫৯ ॥

কর্ম্মণা নির্ম্মিতো দেহঃ প্রারব্ধং তস্য কল্প্যতাম্।
নানাদেরাত্মনো যুক্তং নৈবাত্মা কর্ম্মনির্ম্মিতঃ ॥ ৪৬০ ॥

দেহ কর্ম্ম দ্বারা জাত হয়, দেহের প্রারব্ধ কল্পিত হয় হউক, কিন্তু অনাদি আত্মার অনিত্য প্রারব্ধ সঙ্গত নহে, কেন না, আত্মা কর্ম্মদ্বারা জাত হন না ॥ ৪৬০ ॥

অজো নিত্যঃ শাশ্বতশ্চ ব্রূতে শ্রুতিরমোঘবাক্।
তদাত্মনা তিষ্ঠতোঽস্য কুতঃ প্রারব্ধকল্পনা ॥ ৪৬১ ॥

আত্মা জন্মশূন্য, নিত্য, নিত্যসিদ্ধ, এই অব্যর্থবাক্য শ্রুতিতে লিখিত আছে। ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতিকারী ব্যক্তির প্রারব্ধকল্পনা কোথায়? ৪৬১ ॥

প্রারব্ধং সিধ্যতি তদা যদা দেহাত্মনা স্থিতিঃ।
দেহাত্মভাবো নৈবেষ্টঃ প্রারব্ধং ত্যজ্যতামতঃ ॥ ৪৬২ ॥

যাবৎ দেহস্বরূপে অবস্থিতি হয়, তাবৎ প্রারব্ধ প্রমাণীকৃত হয়; এ হেতু দেহে আত্মভাব ইষ্ট নহে, অতএব হে শিষ্য! প্রারব্ধ বিচার কর ॥ ৪৬২ ॥

শরীরস্যাপি প্রারব্ধকল্পনা ভ্রান্তিরেব হি।
অধ্যস্তস্য কুতঃ সত্ত্বং অসত্যস্য কুতো জনিঃ ॥ ৪৬৩ ॥

এই দেহের যে প্রারব্ধকল্পনা, তাহাও ভ্রমমূলক, কারণ, কল্পিত বস্তুর সত্তা কোথায় এবং অসত্তার উদ্ভবই বা কোথায়? ৪৬৩ ॥

অজাতস্য কুতো নাশঃ প্রারব্ধমসতঃ কুতঃ?
জ্ঞানেনাজ্ঞানকার্য্যস্য সমূলস্য লয়ো যদি ॥ ৪৬৪ ॥

যদি জ্ঞান দ্বারা মূলের সহিত অজ্ঞানকার্য্যের নাশ হয়, তবে অনুৎপন্ন আত্মার ধ্বংস কোথায় এবং জড়বর্গের প্রারব্ধই বা কোথায় ? ৪৬৪ ॥

তিষ্ঠত্যয়ং কথং দেহ ইতি শঙ্কাবতো জড়ান্।
সমাধাতুং বাহ্যদৃষ্ট্যা প্রারব্ধং বদতি শ্রুতিঃ।
ন তু দেহাদিসত্যত্ববোধনায় বিপশ্চিতাম্॥ ৪৬৫ ॥

এই দেহ কি প্রকারে অবস্থিত হয়, এই আশঙ্কাযুক্ত আজ্ঞানের বোধের জন্য বাহ্যবস্তুর দ্বারা শ্রুতি প্রারব্ধ স্বীকার করেন ; কিন্তু সুধীবর্গের সম্বন্ধে শরীরাদির সত্যতাজ্ঞানার্থ যে শ্রুতিপ্রারব্ধ স্বীকার করেন, তাহা নহে ॥৪৬৫॥

পরিপূর্ণমনাদ্যন্তমপ্রমেয়মবিক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৬ ॥

অনাদি অনন্ত অসীম অবিকৃত অদ্বিতীয় পরিপূর্ণ একমাত্র ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৬৬ ॥

সদ্‌ঘনং চিদ্‌ঘনং নিত্যমানন্দঘনমক্রিয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৭ ॥

সদ্‌ঘন চিদ্‌ঘন নিত্য আনন্দঘন অক্রিয় একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য কিছুই নাই ॥ ৪৬৭ ॥

প্রত্যগেকরসং পূর্ণমনন্তং সর্ব্বতোমুখম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৮ ॥

প্রত্যক্ একরসপূর্ণ অনন্ত সর্ব্বতোমুখ একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অপর নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৬৮ ॥

অহেয়মনুপাদেয়মনাদেয়মনাশ্রয়ম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৬৯ ॥

অত্যাজ্য ইন্দ্রিয়াদির অগ্রাহ্য নিরাশ্রয় একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৬৯ ॥

নির্গুণং নিষ্কলং সূক্ষ্মং নির্ব্বিকল্পং নিরঞ্জনম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭০ ॥

নির্গুণ নিষ্কল সূক্ষ্ম নির্বিকল্প নিরঞ্জন একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিরাজিত, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৭০ ॥

অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭১ ॥

অনিরূপণীয়লক্ষণ বাক্যমনের অগোচর একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিষয় কিছুই নাই ॥ ৪৭১ ॥

সৎ সমৃদ্ধং স্বতঃ সিদ্ধং শুদ্ধং বুদ্ধমনীদৃশম্।
একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন ॥ ৪৭২ ॥

সৎস্বরূপ সাতিশয় আনন্দময় স্বতঃসিদ্ধ শুদ্ধবোধরূপ অতুল্য একমাত্র অদ্বয় ব্রহ্মই এই জগতে বিদ্যমান, অন্য নানাবিধ কিছুই নাই ॥ ৪৭২ ॥

নিরস্তরাগা নিরপাস্তভোগাঃ, শান্তাঃ সুদান্তা যতয়ো মহান্তঃ।
বিজ্ঞায় তত্ত্বং পরমে তদন্তে, প্রাপ্তাঃ পরাং নির্বৃতিমাত্মযোগাৎ ॥৪৭৩॥

ত্যক্তানুরাগ নিবৃত্তভোগ মনোহর শমগুণযুক্ত ও দমগুণবান্ মহাত্মা যোগিগণ এই প্রত্যক্ষ পরমতত্ত্ব বিদিত হইয়া আত্মযোগ দ্বারা পরমা শান্তি লাভ করেন ॥ ৪৭৩ ॥

ভবানপীদং পরতত্ত্বমাত্মনঃ, স্বরূপমানন্দঘনং বিচার্য্য।
বিধূয় মোহং স্বমনঃপ্রকল্পিতং, মুক্তঃ কৃতার্থো ভবতু প্রবুদ্ধঃ ॥ ৪৭৪ ॥

তুমিও এই নিবিড় আনন্দস্বরূপ পরমতত্ত্বকে নিজ স্বরূপ সুবিচার করত আপন মনঃকল্পিত মোহ বিসর্জ্জন দিয়া বোধবান্ ও বিমুক্ত হইয়া চরিতার্থ হও ॥ ৪৭৪ ॥

সমাধিনা সাধুবিনিশ্চলাত্মনা, পশ্যাত্মতত্ত্বং স্ফুটবোধচক্ষুষা।
নিঃসংশয়ং সম্যগবেক্ষিতশ্চেচ্ছ্রুতঃ পদার্থো ন পুনর্ব্বিকল্পতে ॥ ৪৭৫ ॥

মনোহর স্থির মন দ্বারা এবং জ্ঞাননেত্রপ্রকাশের কারণস্বরূপ সমাধি দ্বারা আত্মতত্ত্ব দর্শন কর, কেন না, শ্রুতবস্তু যদ্যপি সম্যক্ অবলোকিত হয়, তাহা হইলে আর পুনর্ব্বার তাহাতে বিকল্পসংশয়াদি সম্ভবে না ॥৪৭৫॥

স্বস্যাবিদ্যাবন্ধসম্বন্ধমোক্ষাৎ, সত্যজ্ঞানানন্দরূপাত্মলব্ধৌ।
শাস্ত্রং যুক্তির্দ্দেশিকোক্তিঃ প্রমাণং, চান্তঃসিদ্ধা স্বানুভূতিঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৭৬ ॥

আপনার অবিদ্যারূপ বন্ধন বিমোচন হইলে, সত্যজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ আত্মার লাভবিষয়ে শাস্ত্রযুক্তি, গুরূপদেশ এবং অভ্যন্তরে নিষ্পন্ন আত্ম-অনুভব এই সমস্তই তাহার প্রমাণস্বরূপ হয় ॥ ৪৭৬ ॥

বন্ধমোক্ষশ্চ তৃপ্তিশ্চ চিন্তারোগ্যক্ষুধাদয়ঃ।
স্বেনৈব বেদ্যা যজ্‌জ্ঞানং পরেষামানুমানিকম্ ॥ ৪৭৭ ॥

বন্ধ, মোক্ষ, সন্তোষ, চিন্তা, নীরোগিতা, ক্ষুধা ইত্যাদি এবং অন্য সকলের অনুমানসম্বন্ধীয় জ্ঞান, সকলই স্বকর্ত্তৃকই সুবিজ্ঞেয় ॥ ৪৭৭ ॥

তটস্থিতা বোধয়ন্তি গুরবঃ শ্রুতয়ো যথা।
প্রজ্ঞয়ৈব তরেদ্বিদ্বানীশ্বরানুগৃহীতয়া ॥ ৪৭৮ ॥

গুরুগণ সন্নিহিত হইয়া বেদের ন্যায় শিষ্যবর্গের জ্ঞান জন্মাইয়া দেন, আত্মজ্ঞ শিষ্য ঈশ্বরানুগৃহীত বুদ্ধি দ্বারা সংসার উত্তীর্ণ হন ॥ ৪৭৮ ॥

স্বানুভূত্যা স্বয়ং জ্ঞাত্বা স্বমাত্মানমখণ্ডিতম্।
সংসিদ্ধঃ সম্মুখং তিষ্ঠেন্নির্ব্বিকল্পাত্মনাত্মনি ॥ ৪৭৯ ॥

নিজে স্বকীয় অনুভব দ্বারা অখণ্ডিত আত্মাকে বিদিত হইয়া সম্যক্ সিদ্ধি লাভ পূর্ব্বক নির্বিকল্পচিত্তে আত্মাতে আনন্দে অবস্থিতি করিবে ॥ ৪৭৯ ॥

বেদান্তসিদ্ধান্তনিরুক্তিরেষা, ব্রহ্মৈব জীবঃ সকলং জগচ্চ।
অখণ্ডরূপস্থিতিরেব মোক্ষো, ব্রহ্মাদ্বিতীয়ে শ্রুতয়ঃ প্রমাণম্ ॥ ৪৮০ ॥

বেদান্তের সিদ্ধান্তবচন এই যে, জীবই ব্রহ্ম এবং সমস্ত জগৎও ব্রহ্ম, অদ্বিতীয় ব্রহ্মে সম্পূর্ণরূপে যে স্থিতি, তাহাই মোক্ষ, এ বিষয়ে শ্রুতিই প্রমাণস্থল ॥ ৪৮০ ॥

শ্রীগুরুবচনাৎ শ্রুতিপ্রমাণাৎ, পরমবগম্য সতত্ত্বমাত্মযুক্ত্যা।
প্রশমিতকরণঃ সমাহিতাত্মা, কচিদচলাকৃতিরাত্মনিষ্ঠতোঽভূৎ ॥ ৪৮১ ॥

সেই শিষ্য এই প্রকার বচন, শ্রুতিপ্রমাণ ও আত্মযুক্তি দ্বারা পরমতত্ত্ব বুঝিয়া জিতেন্দ্রিয় ও পবিত্রমনা হইলেন এবং আত্মনিষ্ঠাক্রমে যোগাবসরে নিশ্চলদেহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন ॥ ৪৮১ ॥

কঞ্চিৎ কালং সমাধায় পরে ব্রহ্মণি মানসম্।
ব্যুত্থায় পরমানন্দাদিদং বচনমব্রবীৎ॥ ৪৮২ ॥

ক্ষণকাল পরব্রহ্মে মন নিবিষ্ট করিয়া পরে উত্থিত হইয়া অত্যন্ত সুখবোধ হেতু গুরুকে বলিলেন ॥ ৪৮২ ॥

বুদ্ধির্বিনষ্টা গলিতা প্রবৃত্তির্ব্রহ্মাত্মনোরেকতয়াঽধিগত্যা।
ইদং ন জানেঽপ্যনিদং ন জানে, কিংবা কিয়দ্বা সুখমস্ত্য পারম্ ॥৪৮৩॥

ব্রহ্ম ও জীব এই উভয়ের ঐক্যজ্ঞান দ্বারা আমার বিষয়বুদ্ধি নষ্ট হইয়াছে, প্রবৃত্তিও নিবৃত্তিগত; সুতরাং আমি ইদংবাচ্য বস্তু জানিতেছি না এবং ইদং ব্যতীত পদার্থবাচ্যও জানিতেছি না, ইহাতে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ ও এই সুখের শেষসীমায় যে কি সুখ, তাহাও বুঝিতেছি না ॥৪৮৩ ॥

বাচা বক্তুমশক্যমেব মনসা মন্তুং ন বাস্বাদ্যতে.
স্বানন্দামৃতপূরপূরিতপরব্রহ্মাম্বুধের্বৈভবম্।
অম্ভোরাশিবিশীর্ণবার্ষিকশিলাভাবং ভজন্মে মনো.
যস্যাংশাংশলবে বিলীনমধুনানন্দাত্মনা নির্বৃতিম্ ॥ ৪৮৪ ॥

পরমানন্দময় অমৃত দ্বারা পরিপূর্ণ পরব্রহ্মরূপ সাগরের মহিমা বাক্য দ্বারা বর্ণনাতীত এবং মন দ্বারাও মনন করা যায় না। যেমন সাগরজলে পতিত বর্ষোপল জলযুক্ত হইয়া তজ্জলাংশের অংশকণাতে বিলীন হেতু মহত্ত্বভাবকে পায়, সেইরূপ ব্রহ্মসাগরের অমৃতরূপ জলাংশের অংশকণাতে মিলিত আমার চিত্তরূপ উপল তন্ময়ভাবে লাভ করিয়া অধুনা সদানন্দস্বরূপে আনন্দিত হইয়াছে ॥ ৪৮৪ ॥

ক্ব গতং কেন বা নীতং কুত্র লীনমিদং জগৎ।
অধুনৈব ময়া দৃষ্টং নাস্তি কিং মহদদ্ভুতম্ ॥ ৪৮৫ ॥

এই জগৎ কোথায় গেল, কে গ্রহণ করিল এবং কোন্ স্থানেই বা লয় পাইল? যে জগৎ এই ক্ষণমাত্র পূর্ব্বে দেখিলাম, সেই জগৎ পরক্ষণে নাই! অতএব ইহা অতি বিচিত্র কৌশল ॥ ৪৮৫ ॥

কিং হেয়ং কিমুপাদেয়ং কিমন্যৎ কিং বিলক্ষণম্।
অখণ্ডানন্দপীযূষপূর্ণে ব্রহ্মমহার্ণবে ॥৪৮৬ ॥

অখণ্ড আনন্দস্বরূপ সুধাপূর্ণ ব্রহ্মরূপ মহাসমুদ্রে ত্যাজ্য বা কি, গ্রাহ্যই বা কি, সামান্য বা কি, অসমান্যই বা কি ? ৪৮৬ ॥

ন কিঞ্চিদত্র পশ্যামি ন শৃণোমি ন বেদ্ম্যহম্।
স্বাত্মনৈব সদানন্দরূপেণাস্মি বিলক্ষণঃ ॥ ৪৮৭ ॥

আমি এই ব্রহ্মরূপ মহাসাগরে কিছুই দেখিতেছি না, কিছুই শুনিতেছি না, কিছুই জানিতেছি না, সদানন্দস্বরূপ নিজ আত্মা দ্বারা বিশেষ লক্ষণবিশিষ্ট হইয়া আছি ॥ ৪৮৭ ॥

নমো নমস্তে গুরবে মহাত্মনে, বিমুক্তসঙ্গায় সদুত্তমায়।
নিত্যাদ্বয়ানন্দরসস্বরূপিণে, ভূম্নে সদাঽপারদয়াম্বুধাম্নে ॥ ৪৮৮ ॥

মহাত্মা মুক্তসঙ্গ পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ নিত্য অদ্বয় আনন্দরসস্বরূপ মহিমাযুক্ত নিয়ত অপরিসীম দয়ারূপ জলের আশ্রয়স্বরূপ গুরু আপনাকে মুহুর্মুহুঃ প্রণাম করি ॥ ৪৮৮ ॥

যৎকটাক্ষশশি-সান্দ্র-চন্দ্রিকাপাতধূতভবতাপজশ্রমঃ।
প্রাপ্তবানহমখণ্ডবৈভবানন্দমাত্মপদমক্ষয়ং ক্ষণাৎ ॥ ৪৮৯ ॥

যাঁহার ক্ষণিক দর্শনরূপ নিবিড় চন্দ্রিকাপান দ্বারা আমি সংসারজন্য কষ্ট দূর করিয়া ক্ষণকালমধ্যে অখণ্ড ঐশ্বর্য্য-আনন্দস্বরূপ অক্ষয় ব্রহ্মপদ পাইলাম, তাঁহাকে নমস্কার ॥ ৪৮৯ ॥

ধন্যোঽহং কৃতকৃত্যোঽহং বিমুক্তোঽহং ভবগ্রহাৎ।
নিত্যানন্দস্বরূপোঽহং পূর্ণোঽহং ত্বদনুগ্রহাৎ ॥ ৪৯০ ॥

আমি ধন্য, আমি কৃতকৃত্য, আমি ভববন্ধন হইতে বিমুক্ত, আমি নিত্যানন্দস্বরূপ, আমি ভবদীয় প্রসাদে অদ্য পূর্ণব্রহ্মস্বরূপ হইলাম ॥ ৪৯০ ॥

অসঙ্গোঽহমনঙ্গোঽহমলিঙ্গোঽহমভঙ্গুরঃ।
প্রশান্তোঽহমনন্তোঽহমমলোঽহং চিরন্তনঃ ॥ ৪৯১ ॥

আমি অসঙ্গ, আমি দেহহীন, আমি স্ত্রীত্বপুংস্বক্লীবত্বচিহ্নহীন, আমি অনশ্বর, অতিশান্ত, অনন্ত, অমল ও চিরস্থায়ী ॥ ৪৯১ ॥

অকর্ত্তাহমভোক্তাহমবিকারোঽহমক্রিয়ঃ।
শুদ্ধবোধস্বরূপোঽহং কেবলোঽহং সদাশিবঃ ॥ ৪৯২ ॥

আমি অকর্ত্তা, অভোক্তা, অবিকারী, অক্রিয়, শুদ্ধবোধস্বরূপ ও কেবল সদাশিব ॥ ৪৯২ ॥

দ্রষ্টুঃ শ্রোতুর্ব্বক্তুঃ কর্ত্তুর্ভোক্তুর্ব্বিভিন্ন এবাহম্।
নিত্যনিরন্তরনিষ্ক্রিয়ো নিঃসীমাসঙ্গপূর্ণবোধাত্মা ॥ ৪৯৩ ॥

আমি দ্রষ্টা, শ্রোতা, বক্তা, কর্ত্তা, ভোক্তা হইতে পৃথক্, নিত্য, সর্ব্বদা অসীম, নিঃসঙ্গ ও পূর্ণবোধস্বরূপ ॥ ৪৯৩ ॥

নাহমিদং নাহমদোঽপ্যুভয়োরবভাসকং পরং শুদ্ধম্।
বাহ্যাভ্যন্তরশূন্যং পূর্ণং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৪ ॥

আমি ইদংশব্দবাচ্য নহি, অদস্‌শব্দবাচ্য নহি, আমি এ উভয়ের প্রকাশক, শুদ্ধ, বাহ্যাভ্যন্তরহীন, পূর্ণ, অদ্বিতীয় পরব্রহ্ম ॥ ৪৯৪ ॥

নিরুপমমনাদিতত্ত্বং ত্বমহমিদমদ ইতি কল্পনাদূরম্।
নিত্যানন্দৈকরসং সত্যং ব্রহ্মাদ্বিতীয়মেবাহম্ ॥ ৪৯৫ ॥

আমি অনুপম অনাদি তত্ত্বস্বরূপ এবং "তুমি আমি ইহা উহা" ইত্যাদি কল্পনার দূরস্থ, নিত্যানন্দ, একরসরূপ, সত্য, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম ॥ ৪৯৫ ॥

নারায়ণোঽহং নরকান্তকোঽহং, পুরান্তকোঽহং পুরুষোঽহমীশঃ।
অখণ্ডবোধোঽহমশেষসাক্ষী, নিরীশ্বরোঽহং নিরহঞ্চ নির্ম্মমঃ ॥ ৪৯৬ ॥

আমি নারায়ণ, নরকহারক, পুরান্তক, পুরুষ, ঈশ্বর, অখণ্ডবোধস্বরূপ, অশেষসাক্ষী, নিরীশ্বর, নিরহঙ্কার ও মমতাহীন ॥ ৪৯৬ ॥

সর্ব্বেষু ভূতেষ্বহমেব সংস্থিতো, জ্ঞানাত্মনান্তর্ব্বহিরাশ্রয়ঃ সন্।
ভোক্তা চ ভোগ্যং স্বয়মেব সর্ব্বং, যদ্‌যৎ পৃথগ্ দৃষ্টমিদন্তয়া পুরা ॥৪৯৭ ॥

আমি জ্ঞানস্বরূপে অন্তর্বহিরাশ্রয় হইয়া সর্ব্বভূতে অবস্থিতি করিতেছি। আমি স্বয়ং ভোক্তা ও ভোগ্য এবং অজ্ঞানসময়ে ইদংবুদ্ধি দ্বারা যে যে পদার্থ পৃথক্‌রূপে দৃষ্ট হইয়াছিল, সে সকলই আমি ॥ ৪৯৭ ॥

মষ্যখণ্ডসুখাম্ভোধৌ বহুধা বিশ্ববীচয়ঃ।
উৎপদ্যন্তে বিলীয়ন্তে মায়ামারুত-বিভ্রমাৎ ॥ ৪৯৮ ॥

অখণ্ড সুখসমুদ্রস্বরূপ আমাতে বহুবিধ ভবতরঙ্গশ্রেণী মায়ারূপ বায়ু দ্বারা বিচালিত হইয়া সঞ্জাত হইতেছে এবং বিলীন হইতেছে ॥ ৪৯৮ ॥

স্থূলাদিভাবা ময়ি কল্পিতা ভ্রমাদারোপিতানুস্ফুরণেন লোকৈঃ।
কালে যথাকল্পক-বৎসরায়নর্ত্তাদয়ো নিষ্কল-নির্ব্বিকল্পে ॥ ৪৯৯ ॥

নিষ্কল নির্বিকল্পস্বরূপ আমাতে লোকসমূহ ভ্রমনিবন্ধন স্থূলাদি ভাব কল্পনা করে এবং পশ্চাৎ স্ফূর্ত্তি দ্বারা যেমন কালেতে কল্প, বৎসর, অয়ন, ঋতু ইত্যাদি কল্পিত ও আরোপিত হয়, তদ্রূপ একে অন্য মিথ্যারোপ করে ॥ ৪৯৯ ॥

আরোপিতং নাশ্রয়দূষকং ভবেৎ, কদাপি মূঢ়ৈরতিদোষদূষিতৈঃ।
নার্দ্রীকরোত্যূষরভূমিভাগং, মরীচিকাবারিমহাপ্রবাহঃ ॥ ৫০০ ॥

অতি দোষে দূষিত মূঢ় ব্যক্তিবর্গ দ্বারা আরোপিত আধেয় পদার্থ কদাচ অসঙ্গ আধারবস্তুকে দূষিত করিতে সমর্থ নহে, কেন না, মৃগ-তৃষ্ণারূপ জলের মহাপ্রবাহ ক্ষারভূমিকে আর্দ্র করিতে পারে না ॥ ৫০০ ॥

আকাশবৎ কল্পবিদূরগোঽহমাদিত্যবদ্ভাস্যবিলক্ষণোঽহম্।
অহার্য্যবন্নিত্যবিনিশ্চলোঽহমম্ভোধিবৎ পারবিবর্জ্জিতোঽহম্ ॥ ৫০১ ॥

আমি গগনবৎ কল্পনার দূরবর্ত্তী, আদিত্যবৎ অবিকার, প্রদীপ্ত ও গিরিবৎ নিত্য নিশ্চল এবং অসীম সমুদ্রবৎ পরপারবর্জ্জিত ॥ ৫০১ ॥

ন মে দেহেন সম্বন্ধো মেঘেনেব বিহায়সঃ।
অতঃ কুতো মে তদ্ধর্ম্মা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ ॥ ৫০২ ॥

যেমন মেঘের সহিত গগনের সংস্রব থাকে না, তদ্রূপ আমার শরীরের সহিত সংস্রব নাই, অতএব জাগ্রৎ-সপ্ন-সুষুপ্তিরূপ শরীরধর্ম্মসকল আমার সম্বন্ধে কোথায়? ৫০২ ॥

উপাধিরায়াতি স এব গচ্ছতি, স এব কর্ম্মাণি করোতি ভুঙ্‌ক্তে।
স এব জীর্য্যন্ ম্রিয়তে সদাহং, কুলাদ্রিবন্নিশ্চল এব সংস্থিতঃ ॥ ৫০৩ ॥

উপাধিই আগত হয় ও উপাধিই বিগত হয়, উপাধিই কার্য্য করে ও কর্ম্মের ফলভোগ করে এবং উপাধিই জীর্ণ হইয়া মৃত হয়, কিন্তু আমি নিয়ত কুলপর্ব্বতের ন্যায় নিশ্চলভাবে অবস্থিত আছি ॥ ৫০৩ ॥

ন মে প্রবৃত্তির্ন চ মে নিবৃত্তিঃ, সদৈকরূপস্য নিরংশকস্য।
ঐকাত্মকো যো নিবিড়ো নিরন্তরো, ব্যোমেব পূর্ণঃ স কথং নু চেষ্টতে ॥৫০৪॥

নিয়ত একরূপ পূর্ণস্বরূপ আমার প্রবৃত্তিও নাই, নিবৃত্তিও নাই। হে গুরো! যে ব্যক্তি একস্বরূপ, নিরন্তর নিবিড় এবং গগনবৎ পরিপূর্ণ, সে ব্যক্তি কর্ত্তৃক কর্ম্মাদি ব্যাপার কি প্রকারে হইতে পারে? ৫০৪ ॥

পুণ্যানি পাপানি নিরিন্দ্রিয়স্য, নিশ্চেতসো নির্ব্বিকৃতের্নিরাকৃতেঃ।
কুতো মমাখণ্ডসুখানুভূতের্ব্রূতে হ্যনন্বাগতমিত্যপি শ্রুতিঃ ॥ ৫০৫ ॥

ইন্দ্রিয়হীন, চিত্তহীন, বিকার-বর্জ্জিত, আকারবর্জ্জিত, অখণ্ডসুখানুভব-স্বরূপ যে আমি, আমার সম্বন্ধে পুণ্য-পাপ কোথায়? অসংস্পৃষ্টই ব্রহ্ম, এই বাক্য শ্রুতিতেও লিখিত আছে ॥ ৫০৫ ॥

ছায়য়া স্পৃষ্টমুষ্ণং বা শীতং বা সুষ্ঠু দুষ্টু বা।
ন স্পৃশত্যেব যৎ কিঞ্চিৎ পুরুষং তদ্বিলক্ষণম্ ॥ ৫০৬ ॥

ছায়াকর্ত্তৃক স্পৃষ্ট, উষ্ণ বা শীতগুণই হউক্, ছায়া হইতে বিশেষলক্ষণযুক্ত পুরুষকে সে সকল গুণ অল্পমাত্রও স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে ॥ ৫০৬ ॥

ন সাক্ষিণং সাক্ষ্যধর্ম্মাঃ সংস্পৃশন্তি বিলক্ষণম্।
অবিকারমুদাসীনং গৃহধর্ম্মাঃ প্রদীপবৎ ॥ ৫০৭ ॥

সাক্ষীর ধর্ম্ম বিলক্ষণ, নির্ব্বিকার, উদাসীন সাক্ষীকে স্পর্শ করিতে অক্ষম। কেন না, গৃহধর্ম্ম প্রদীপকে স্পর্শ করিতে পারে না ॥ ৫০৭ ॥

রবের্যথা কর্ম্মণি সাক্ষিভাবো, বহ্নের্যথা দাহনিয়ামকত্বম্।
রজ্জোর্যথারোপিতবস্তুসঙ্গস্তথৈব কূটস্থচিদাত্মনো মে ॥ ৫০৮ ॥

আদিত্যের যেমন কর্ম্মে সাক্ষিভাব, বহ্নির যেমন দাহকর্ত্তৃত্বভাব এবং রজ্জুর যেমন আরোপিত দ্রব্যসম্বন্ধভাব, তদ্রূপ কূটস্থ চিদাত্মস্বরূপ আমার অনির্ব্বচনীয় অসঙ্গভাব ॥ ৫০৮ ॥

কর্ত্তাপি বা কারয়িতাপি নাহং, ভোক্তাপি বা ভোজয়িতাপি নাহম্।
দ্রষ্টাপি বা দর্শয়িতাপি নাহং, সোঽহং স্বয়ংজ্যোতিরনীদৃগাত্মা ॥ ৫০৯ ॥

আমি কর্ম্মকর্ত্তাও নহি এবং কর্ম্মের প্রয়োজকও নহি ; আমি ভোজনকর্ত্তা নহি এবং ভোজয়িতাও নহি, আমি অলৌকিক জ্যোতিঃস্বরূপ স্বয়ং ব্রহ্ম ॥৫০৯॥

চলত্যুপাধৌ প্রতিবিম্বলৌল্যমৌপাধিকং মূঢ়ধিয়ো নয়ন্তি।
স্ববিম্বভূতং রবিবদ্বিনিষ্ক্রিয়ং কর্ত্তাস্মি ভোক্তাস্মি হতোঽস্মি হেতি ॥ ৫১০ ॥

যেমন আদিত্যের প্রতিবিম্ব জলাদি উপাধিগত হইলে জলাদির চপলতা হেতু চঞ্চল জ্ঞান হয়, তদ্রূপ উপাধি চালিত হইলে মূঢ়মতিরা উপাধিসম্বন্ধীয় প্রতিবিম্বেরও চাঞ্চল্য স্বীকার করে। নিষ্ক্রিয় আত্মার প্রতিবিম্ব শরীরাদি উপাধিগত হইলে "আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, হায়! আমি হত হইলাম" ইত্যাদি প্রকার স্বীকার করে ॥ ৫১০ ॥

জলে বাপি স্থলে বাপি লুঠত্বেষ জড়াত্মকঃ।
নাহং বিলিপ্যে তদ্ধর্ম্মৈর্ঘটধর্ম্মৈর্নভো যথা ॥ ৫১১ ॥

এই জড়রূপ শরীরাদি উপাধি জলেই মগ্ন হউক কিংবা স্থলেই পতিত হউক, আমি তৎসমস্ত উপাধিধর্ম্মে লিপ্ত নহি ॥ ৫১১ ॥

কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বখলত্বমত্ততাজড়ত্ববদ্ধত্ববিমুক্ততাদয়ঃ।
বুদ্ধের্ব্বিকল্পা ন তু সন্তি বস্তুতঃ, স্বস্মিন্ পরে ব্রহ্মণি কেবলেঽদ্বয়ে ॥৫১২ ॥

কর্ত্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, খলত্ব, সাধুত্ব, জড়ত্ব, বস্তুত্ব, মুক্তিত্ব ইত্যাদি ধর্ম্ম বুদ্ধির বিকল্পমাত্র, বস্তুতঃ অদ্বয় কেবল পরব্রহ্মস্বরূপ যে আমি, আমাতে এ সমস্ত বিদ্যমান নাই ॥ ৫১২ ॥

সন্তু বিকারাঃ প্রকৃতের্দ্দশধা, শতধা সহস্রধা বাপি তৈঃ।
কিং মেঽসঙ্গচিত্তস্য ন হ্যম্বুদা বরমম্বরং স্পৃশন্তি ॥ ৫১৩ ॥

প্রকৃতির বিকার দশপ্রকার হউক বা শতপ্রকারই হউক বা সহস্রপ্রকারই হউক, অসঙ্গমনা যে আমি, আমার তদ্দ্বারা কি হইবে, যেমন মেঘবৃন্দ মহাকাশকে স্পর্শ করিতে অসমর্থ, তদ্রূপ ঐ সমস্ত বস্তুতে আমার কিছুই হয় না ॥ ৫১৩ ॥

অব্যক্তাদিস্থূলপর্য্যন্তমেতদ্বিশ্বং যত্রাভাসমাত্রং প্রতীতম্।
ব্যোমপ্রখ্যং সূক্ষ্মমাদ্যন্তহীনং, ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৪ ॥

সূক্ষ্মপ্রকৃতি অবধি এই স্থূল বিশ্ব পর্য্যন্ত যাঁহাতে প্রতিবিম্বরূপ প্রতীয়মান হইতেছে, সেই গগনসদৃশ সূক্ষ্ম আদ্যন্তবিহীন যে অদ্বৈতব্রহ্ম, আমিই সেই ব্রহ্ম ॥ ৫১৪ ॥

সর্ব্বাধারং সর্ব্ববস্তুপ্রকাশং, সর্ব্বাকারং সর্ব্বগং সর্ব্বশূন্যম্।
নিত্যং শুদ্ধং নিশ্চলং নির্ব্বিকল্পং, ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবোহমস্মি ॥৫১৫॥

আমিই সর্ব্বাধার, সর্ব্বদ্রব্যপ্রকাশক, সর্ব্ববস্তুগত, অথচ পদার্থশূন্য, শুদ্ধ, নিত্য, নিশ্চল, নির্ব্বিকল্প, অদ্বৈত ব্রহ্ম ॥ ৫১৫ ॥

যস্মিন্নস্তাশেষমায়াবিশেষং, প্রত্যগ্‌রূপং প্রত্যয়াগম্যমানম্।
সত্যজ্ঞানানন্দমানন্দরূপং, ব্রহ্মাদ্বৈতং যত্তদেবাহমস্মি ॥ ৫১৬ ॥

যাঁহাতে অখিল মায়া নিহিত রহিয়াছে, অথচ যিনি সমস্ত মায়া হইতে বিলক্ষণ, প্রত্যগ্‌রূপ, জ্ঞানগম্য, সত্য, চিদানন্দসুখস্বরূপ, আমিই সেই অদ্বৈত ব্রহ্ম ॥ ৫১৬ ॥

নিষ্ক্রিয়োঽস্ম্যবিকারোঽস্মি নিষ্কলোঽস্মি নিরাকৃতিঃ।
নির্ব্বিকল্পোঽস্মি নিত্যোঽস্মি নিরালম্বোঽস্মি নির্দ্বয়ঃ ॥ ৫১৭ ॥

আমি নিষ্ক্রিয়, নির্ব্বিকার, নিষ্কল, নিরাকার, নির্ব্বিকল্প, নিত্য, নিরালম্ব এবং অদ্বয়স্বরূপ ॥ ৫১৭ ॥

সর্ব্বাত্মকোঽহং সর্ব্বোঽহং সর্ব্বাতীতোঽহমদ্বয়ঃ।
কেবলাখণ্ডবোধোঽহমানন্দোঽহং নিরন্তরম্ ॥৫১৮॥

আমি সর্ব্বান্তরাত্মা, সর্ব্বাবয়ব, সর্ব্বাতীত, অদ্বিতীয়, শুদ্ধ, অখণ্ডবোধরূপ এবং নিরন্তর আনন্দমূর্ত্তি ॥৫১৮॥

স্বারাজ্যসাম্রাজ্যবিভূতিরেষা, ভবৎকৃপাশ্রীমহিমপ্রসাদাৎ।
প্রাপ্তা ময়া শ্রীগুরবে মহাত্মনে, নমো নমস্তেঽস্তু পুনর্নমোঽস্তু ॥৫১৯॥

আমি ভবদীয় কৃপা ও মহিমা-প্রসাদে এই ব্রহ্মস্বরূপ সাম্রাজ্য-বিভূতি প্রাপ্ত হইলাম। হে গুরো! আপনাকে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি ॥৫১৯॥

মহাস্বপ্নে মায়াকৃতজনি জরামৃত্যুগহনে,
ভ্রমন্তং ক্লিশ্যন্তংবহুলতরতাপৈরনুদিনম্।
অহঙ্কারব্যাঘ্রব্যথিতমিমমত্যন্তকৃপয়া,
প্রবোধ্য প্রস্বাপাৎ পরমবিতবান্মমসি গুরো ॥ ৫২০ ॥

হে গুরো! আমি মায়াকৃত জন্ম জরা-মৃত্যু দ্বারা দুর্গম, মহাস্বপ্নরূপ সংসারে বহু ভ্রমণ করিতেছি, বহুবিধ তাপ দ্বারা ক্লিষ্ট হইতেছি এবং অহঙ্কাররূপ ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক ব্যথিত হইতেছি। আমাকে আপনি মহতী কৃপা পুরঃসর মোহনিদ্রা হইতে জাগরিত করিয়া পরম ব্রহ্মপদতত্ত্ব প্রদান করিলেন ॥ ৫২০ ॥

নমস্তস্মৈ সদেকস্মৈ কস্মৈচিন্মহসে নমঃ!
যদেতদ্বিশ্বরূপেণ রাজতে গুরুরাজ তে ॥ ৫২১ ॥

হে গুরুদেব! সৎস্বরূপ অদ্বিতীয় সেই ব্রহ্মকে প্রণাম; অনির্ব্বচনীয় তেজ-স্বরূপ সেই ব্রহ্মকে প্রণাম; যে ব্রহ্ম এই বিশ্বরূপে আপনার সম্বন্ধে প্রকাশ পাইতেছেন, তাঁহাকে প্রণাম ॥ ৫২১ ॥

ইতি নতমবলোক্য শিষ্যবর্য্যং, সমধিগতাত্মসুখং প্রবুদ্ধতত্ত্বম্।
প্রমুদিতহৃদয়ঃ স দেশিকেন্দ্রঃ, পুনরিদমাহ বচঃ পরং মহাত্মা ॥৫২২॥

অনন্তর সেই মহাত্মা গুরুদেব এই প্রকারে প্রণত শিষ্যবরকে সম্যক্‌প্রকারে প্রাপ্তাত্মানন্দ, প্রাপ্তাত্মসুখ ও বিজ্ঞাততত্ত্ব দেখিয়া প্রফুল্লচিত্তে পুনরায় পবিত্র বাক্যে কহিলেন ॥৫২২॥

ব্রহ্মপ্রত্যয়সন্ততির্জ্জগদতো ব্রহ্মৈব সৎ সর্ব্বতঃ,
পশ্যাধ্যাত্মদৃশা প্রশান্তমনসা সর্ব্বাস্ববস্থাস্বপি।
রূপাদন্যমবেক্ষিতং কিমভিতশ্চক্ষুষ্মতা দৃশ্যতে,
তদ্বদ্‌ব্রহ্মবিদঃ সতঃ কিমপরং বুদ্ধের্ব্বিহারাস্পদম্ ॥৫২৩॥

এই বিশ্বসংসার ব্রহ্মহেতুই বিস্তৃত, অতএব আত্মতত্ত্বদর্শন দ্বারা শান্তচিত্তে সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্বপদার্থে সৎস্বরূপ ব্রহ্মকে দর্শন কর। যেমন চক্ষুষ্মানগণের সর্ব্বত্র রূপ ভিন্ন পদার্থ দৃষ্ট হয় না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ সাধুজনসম্বন্ধে বুদ্ধির বিহারস্থল ব্রহ্মভিন্ন অপর কিছুই দৃষ্ট হয় না ॥৫২৩॥

কস্তাং পরানন্দরসানুভূতিমুৎসৃজ্য শূন্যেষু রমেত বিদ্বান্।
চন্দ্রে মহাহ্লাদিনি দীপ্যমানে, চিত্রেন্দুমালোকয়িতুং ক ইচ্ছেৎ ? ৫২৪ ॥

কোন্ বিদ্বান্ সেই ব্রহ্মানন্দরসানুভব ত্যাগ করিয়া তুচ্ছ প্রপঞ্চে সুখভোগ করে ? পরমাহ্লাদকর দীপ্যমান চন্দ্র বিদ্যমানে কোন্ ব্যক্তি চিত্রিত চন্দ্রাবলোকনে বাসনা প্রকাশ করে ? ৫২৪ ॥

অসৎপদার্থানুভবেন কিঞ্চিন্ন হ্যস্তি তৃপ্তির্ন চ দুঃখহানিঃ।
তদদ্বয়ানন্দরসানুভূত্যা, তৃপ্তঃ সুখং তিষ্ঠ সদাত্মনিষ্ঠয়া ॥৫২৫॥

অনিত্য বস্তুর অনুভব দ্বারা বিন্দুমাত্র প্রীতিলাভ হয় না এবং দুঃখ-ধ্বংসও হয় না, সুতরাং অদ্বৈত আনন্দরসের অনুভব দ্বারা প্রীত হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠা অবলম্বন করত সুখে অবস্থান কর ॥৫২৫॥

স্বমেব সর্ব্বতঃ পশ্যন্মন্যমানঃ স্বমদ্বয়ম্।
স্বানন্দমনুভুঞ্জানঃ কালং নয় মহামতে ॥৫২৬॥

হে মহামতে ! স্বকীয় অদ্বয় আত্মাকে সর্ব্বথা সন্দর্শন ও সম্যক্ জ্ঞাত হইয়া তাঁহাকেই মনন করত সময়যাপন কর ॥৫২৬॥

অখণ্ডবোধাত্মনি নির্ব্বিকল্পে, বিকল্পনং ব্যোম্নি পুরপ্রকল্পনম্।
তদদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা, শান্তিং পরামেত্য ভজস্ব মৌনম্ ॥৫২৭॥

অখণ্ডবোধস্বরূপ অবিকল্প আত্মাতে বিবিধ কল্পনা কেবল গগনে গৃহনির্ম্মাণের ন্যায় অপলাপমাত্র ; অতএব অদ্বয় আনন্দপরিপূর্ণচিত্তে পরমা শান্তি প্রাপ্ত হইয়া নিয়ত মৌনাবলম্বন কর ॥৫২৭॥

তূষ্ণীমবস্থা পরমোপশান্তির্বুদ্ধেরসৎকল্পবিকল্পহেতোঃ।
ব্রহ্মাত্মনা ব্রহ্মবিদো মহাত্মনো, যত্রাদ্বয়ানন্দসুখং নিরন্তরম্ ॥৫২৮॥

ব্রহ্মস্বরূপ ব্রহ্মবিৎ মহাত্মার মৌনাবস্থাই অসৎকল্প ও বিকল্পের হেতুভূত বুদ্ধির পরমশান্তিস্বরূপ, ঐ শান্তিতে নিরবচ্ছিন্ন অদ্বয় সুখের উপলব্ধি হয় ॥৫২৮॥

নাস্তি নির্ব্বাসনান্মৌনাৎ পরং সুখকৃদুত্তমম্।
বিজ্ঞাতাত্মস্বরূপস্য স্বানন্দরসপায়িনঃ ॥৫২৯॥

বিজ্ঞাত আত্মতত্ত্ব ও পরমানন্দ' রসপরিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রব্রজ্যাশ্রম এবং তুষ্ণীভাব অপেক্ষা উত্তম হিতকর আর কিছুই নাই। ৫২৯॥

গচ্ছংস্তিষ্ঠন্নুপবিশঞ্ছয়ানো বাহন্যথাপি বা।

যথেচ্ছয়া বসেদ্বিদ্বানাত্মারামঃ সদা মুনিঃ॥ ৫৩০॥

বিদ্বান্ আত্মারাম গমনসময়ে, স্থিতিসময়ে, উপবেশনকালে, শয়নাবস্থায় এবং অন্যান্য কার্য্যকালে স্বেচ্ছানুসারে নিয়ত মৌনাবলম্বন করত অবস্থান করিবেন। ॥৫৩০॥

ন দেশকালাসনদিগ্ সমাদিলক্ষ্যাদ্যপেক্ষা প্রতিবদ্ধবৃত্তে।

সংসিদ্ধতত্ত্বস্য মহাত্মনোঽস্তি, স্ববেদনে কা নিয়মাদ্যবস্থা॥৫৩১॥

নিবৃত্তেন্দ্রিয়বৃত্তি ও সংসিদ্ধতত্ত্ব মহাত্মা সম্বন্ধে দেশ, কাল, আসন এবং যম-নিয়মাদি লক্ষ্যের বিন্দুমাত্র অপেক্ষা থাকে না, কেন না; আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি-নিয়মাদির প্রতীক্ষা কি? ॥ ৫৩১ ॥

ঘটোঽয়মিতি বিজ্ঞাতুং নিয়মঃ কোঽন্বপেক্ষ্যতে।

বিনা প্রমাণসুষ্ঠুত্বং যস্মিন্ সতি পদার্থধীঃ॥ ৫৩২ ॥

উৎকর্ষপ্রকাশ ভিন্ন এই বস্তুই ঘট, ইহা বিদিত হইতে অন্য নিয়মের অপেক্ষা করে না; সুতরাং প্রমাণোৎকর্ষই বস্তুপরিজ্ঞানের প্রতি প্রধান হেতু॥ ৫৩২ ॥

অয়মাত্মা নিত্যসিদ্ধঃ প্রমাণে সতি ভাসতে।

ন দেশং নাপি বা কালং শুদ্ধিং বাপ্যপেক্ষতে ॥ ৫৩৩॥

প্রশস্ত প্রমাণবশতঃ এই পরমাত্মা নিত্যসিদ্ধ বলিয়া শোভা পাইতেছেন, তাহাতে দেশ, কাল বা শুচিতাদির অপেক্ষা করে না॥৫৩৩॥

দেবদত্তোঽহমিত্যেতদ্বিজ্ঞানং নিরপেক্ষকম্।

তদ্বদ্ব্রহ্মবিদোঽপ্যস্য ব্রহ্মাহমিতি বেদনম্॥৫৩৪॥

আমি দেবদত্ত, এই জ্ঞান অববোধে যেমন অন্য প্রমাণাপেক্ষা থাকে না, তদ্রূপ ব্রহ্মবিৎ ব্যক্তির আমি ব্রহ্ম, এই জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রমাণাপেক্ষা থাকে না॥৫৩৪॥

ভানুনেব জগৎ সর্ব্বং ভাসতে যস্য তেজসা।
অনাত্মকমসত্তুচ্ছং কিং নু তস্যাবভাসকম্ ॥৫৩৫॥

বৎস! ভাস্করের ন্যায় যাঁহার তেজঃপ্রভাবে অখিল জগৎ আলোকিত হইয়াছে, জড় অনিত্য অসার জগৎ কি তাঁহার অবভাসক হইতে পারে? ৫৩৫ ॥

বেদশাস্ত্রপুরাণানি ভূতানি সকলান্যপি।
যেনার্থবন্তি তং কিং নু বিজ্ঞাতারং প্রকাশয়েৎ? ৫৩৬ ॥

হে বৎস! বেদ, শাস্ত্র, পুরাণ, চরাচরভূতগ্রাম যাঁহা কর্ত্তৃক অর্থযুক্ত হইয়াছে, সেই বিশ্বজ্ঞ ব্রহ্মকে কি কেহ প্রকাশ করিতে পারে? ৫৩৬ ॥

এষ স্বয়ংজ্যোতিরনন্তশক্তিরাত্মাঽপ্রমেয়ঃ সকলানুভূতিঃ।
যমেব বিজ্ঞায় বিমুক্তবন্ধো, জয়ত্যয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমোত্তমঃ ॥ ৫৩৭ ॥

এই আত্মা স্বয়ংজ্যোতিঃস্বরূপ, অনন্তশক্তিস্বরূপ, অপ্রমেয় এবং অখিল পদার্থের অনুভবকর্ত্তা, অতএব ব্রহ্মজ্ঞগণমধ্যে যিনি সর্ব্বপ্রধান অধিকারী, তিনিই এই ব্রহ্মকে বিদিত হইয়া সংসারপাশ হইতে বিমুক্তি লাভ করত সম্যক্ অবস্থান করেন ॥ ৫৩৭ ॥

ন খিদ্যতে ন বিষয়ৈঃ প্রমোদতে, ন সজ্জতে নাপি বিরজ্যতে চ।
স্বস্মিন্ সদা ক্রীড়তি নন্দতি স্বয়ং, নিরন্তরানন্দরসেন তৃপ্তঃ ॥ ৫৩৮ ॥

সর্ব্বদা আনন্দরস দ্বারা তৃপ্ত ব্যক্তি কদাচ খেদবিশিষ্ট হন না, বিষয় দ্বারা তুষ্ট হন না, বিষয়ে আসক্ত হন না এবং বিরক্তও হন না, শুদ্ধ স্বয়ং স্বস্বরূপ ব্রহ্মেই ক্রীড়া করেন ও তদ্দ্বারা প্রীত থাকেন ॥ ৫৩৮ ॥

ক্ষুধাং দেহব্যথাং ত্যক্ত্বা বালঃ ক্রীড়তি বস্তুনি।
তথৈব বিদ্বান্ রমতে নির্ম্মমো নিরহং সুখী ॥ ৫৩৯ ॥

বালক যেমন কোন দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে ক্ষুধা ও শারীরিক পীড়াদি ত্যাগপূর্ব্বক ক্রীড়া করে, তদ্রূপ মমতাবর্জ্জিত অহঙ্কারহীন সুখী বিদ্বান্ ব্যক্তি বহুব্যাপার ত্যাগ করিয়া আত্মাতে ক্রীড়া করেন ॥ ৫৩৯ ॥

চিন্তাশূন্যমদৈন্যভৈক্ষ্যমশনং পানং সরিদ্বারিষু,
স্বাতন্ত্র্যেণ নিরঙ্কুশা স্থিতিরভীর্নিদ্রা শ্মশানে বনে।
বস্ত্রং ক্ষালনশোষণাদিরহিতং দিগ্বাস্তু শয্যা মহী,
সঞ্চারো নিগমান্তবীথিষু বিদাং ক্রীড়া পরে ব্রহ্মণি॥ ৫৪০ ॥

আত্মজ্ঞ যোগিগণের চিন্তাহীন, দীনতাপ্রকাশশূন্য, ভিক্ষান্ন আহার, নদীতেই জলপান, স্বেচ্ছায় অনিবার্য্যরূপে অবস্থিতি, নির্ভয় হেতু শ্মশানে বা কাননে নিদ্রা, প্রক্ষালন বা শোষণাদিশূন্য দিগ্‌রূপ বসন, গৃহশয্যা ভূমি ও বেদান্তরূপ মার্গে গতিবিধি এবং পরমব্রহ্মেই রমণ হয়॥ ৫৪০ ॥

বিমানমালম্ব্য শরীরমেতদ্‌ভুনক্ত্যশেষান্ বিষয়ানুপস্থিতান্।
পরেচ্ছয়া বালবদাত্মবেত্তা, যোঽব্যক্তলিঙ্গোঽননুসক্তবাহ্যঃ॥৫৪১॥

যিনি আত্মবৎ, অব্যক্তচিহ্ন এবং বাহ্যবিষয়াসক্তিবর্জ্জিত হন, তিনি দিব্য-রথরূপ এই শরীর অবলম্বন করিয়া শিশুবৎ পরেচ্ছাক্রমে উপস্থিত বিষয় ভোগ করেন॥ ৫৪১ ॥

দিগম্বরো বাপি চ সাম্বরো বা, ত্বগম্বরো বাপি চিদম্বরস্থঃ।
উন্মত্তবদ্বাপি চ বালবদ্বা, পিশাচবদ্বাপি চরত্যবন্যাম্॥৫৪২॥

আত্মবিৎ ব্যক্তি কখন দিগম্বর হইয়া, কখন বা বসন পরিধান, কখন বল্কল বা চর্ম্মাম্বর ধারণ, কখন বা জ্ঞানাম্বর গ্রহণ করিয়া, কখন উন্মত্তবৎ, কখন বালকের ন্যায়, কখন পিশাচের ন্যায় ধরাভ্রমণ করেন॥ ৫৪২ ॥

কামান্নিষ্কামরূপী সংশ্চরত্যেকচরো মুনিঃ।
স্বাত্মনৈব সদা তুষ্টঃ স্বয়ং সর্ব্বাত্মনা স্থিতঃ॥ ৫৪৩ ॥

নিজ আত্মা দ্বারাই নিয়ত সন্তুষ্ট ও স্বয়ং সর্ব্বস্বরূপে অবস্থিত ব্রহ্মনিষ্ঠ মুনি নিষ্কাম হইয়া বিষয় উপভোগ করেন॥ ৫৪৩ ॥

ক্বচিন্মূঢ়ো বিদ্বান্ ক্বচিদপি মহারাজবিভবঃ,
ক্বচিদ্‌ভ্রান্তঃ সৌম্যঃ ক্বচিদজগরাচারকলিতঃ।
ক্বচিৎ পাত্রীভূতঃ ক্বচিদবমতঃ ক্বাপ্যবিদিত-
শ্চরত্যেবং প্রাজ্ঞঃ সততপরমানন্দসুখিতঃ॥ ৫৪৪ ॥

নিত্যপরমানন্দে আনন্দিত জ্ঞানী ব্যক্তি কোন স্থানে মূর্খের ন্যায়, কোন স্থানে পণ্ডিতের ন্যায়, কোন স্থানে বা নৃপবৎ ঐশ্বর্য্যশালী, কোন স্থানে ভ্রান্তবৎ, কোন স্থানে প্রশান্ত, কোন স্থানে অজগরধর্ম্মাবলম্বী, কোন স্থানে দানপাত্রবৎ, কোন স্থানে অব মানিত, কোন স্থানে বা অপরিচিত, এই ভাবে ভ্রমণ করেন॥ ৫৪৪ ॥

নির্ধনোঽপি সদা তুষ্টোঽপ্যসহায়ো মহাবলঃ।
নিত্যতৃপ্তোঽপ্যভুঞ্জানোঽপ্যসমঃ সমদর্শনঃ॥ ৫৪৫ ॥

নিত্যানন্দে আনন্দিত ব্যক্তি ধনহীন হইলেও নিরন্তর সন্তুষ্ট, নিঃসহায় হইয়াও মহাবলিষ্ঠ, ভোজন না করিয়াও নিত্যতুষ্ট এবং অসমান হইয়াও সকলকে সমানরূপে দেখেন॥ ৫৪৫ ॥

অপি কুর্ব্বন্নকুর্ব্বাণশ্চাভোক্তা ফলভোগ্যপি।
শরীর্য্যপ্যশরীর্য্যেষঃ পরিচ্ছিন্নোঽপি সর্ব্বগঃ॥ ৫৪৬ ॥

এই প্রকার মহাত্মা কর্ম্ম করিয়াও অকর্ত্তা, ফলভোগী হইয়াও অভোক্তা দেহী হইয়াও অশরীরী এবং পরিচ্ছিন্ন হইয়াও সর্ব্বব্যাপী॥ ৫৪৬ ॥

অশরীরং সদা সন্তমিমং ব্রহ্মবিদং ক্বচিৎ।
প্রিয়াপ্রিয়ে ন স্পৃশতস্তথৈব চ শুভাশুভে॥ ৫৪৭ ॥

নিয়ত দেহস্থ হইয়াও অশরীর, তাদৃশ ব্রহ্মবেত্তাকে প্রিয়, অপ্রিয় ব শুভাশুভ কর্ম্ম কখন স্পর্শ করিতে সমর্থ নহে॥ ৫৪৭ ॥

স্থূলাদিসম্বন্ধবতোঽভিমানিনঃ, সুখঞ্চ দুঃখঞ্চ শুভাশুভে চ।
বিধ্বস্তবন্ধস্য সদাত্মনো মুনেঃ, কুতঃ শুভং বাপ্যশুভং ফলং বা? ৫৪৮॥

স্থূলশরীরাদিতে আত্মসম্বন্ধবান্ অভিমানী ব্যক্তির সুখ দুঃখ ও শুভাশুভাদি আবহমান নির্দ্দিষ্ট আছে, কিন্তু বিমুক্তবন্ধ ব্রহ্মস্বরূপ সাধুর সম্বন্ধে তত্তৎ শুভাশুভ ও সুখদুঃখাদি কোথায়? ৫৪৮॥

তমসা গ্রস্তবদ্ভানাদগ্রস্তোঽপি রবির্জ্জনৈঃ।
গ্রস্ত ইত্যুচ্যতে ভ্রান্ত্যা হ্যজ্ঞাত্বা বস্তুলক্ষণম্॥ ৫৪৯ ॥
তদ্বদ্দেহাদিবন্ধেভ্যো বিমুক্তং ব্রহ্মবিত্তমম্।
পশ্যন্তি দেহবন্মূঢ়াঃ শরীরাভাসদর্শনাৎ॥ ৫৫০ ॥

যেমন পদার্থ-লক্ষণ অপরিজ্ঞাত নিবন্ধন ভ্রমবশে সূর্য্য রাহুকর্ত্তৃক ভুক্ত না হইলেও তিমির দ্বারা ভুক্তবৎ প্রত্যয় হেতু তাঁহাকে রাহুভুক্ত বলিয়া বোধ করা যায়, তদ্রূপ দেহাদি বন্ধন হইতে বিমুক্ত ব্রহ্মজ্ঞপ্রবরকে মূর্খেরা প্রতিবিম্ব-ভূত দেহমাত্র দেখিয়া প্রকৃত দেহবিশিষ্টবৎ জ্ঞান করে॥ ৫৪৯-৫৫০॥

অহিনির্ল্বয়নীবায়ং মুক্তদেহস্তু তিষ্ঠতি।
ইতস্ততশ্চাল্যমানো যৎকিঞ্চিৎ প্রাণবায়ুনা॥ ৫৫১॥

এই যোগী ভুজঙ্গনির্ম্মোকের ন্যায় মুক্তদেহহেতু প্রাণবায়ু কর্ত্তৃক ঈষৎ ইতস্ততঃ চালিত হইয়া অবস্থিতি করেন॥ ৫৫১॥

স্রোতসা নীয়তে দারুঃ যথা নিম্নোন্নতস্থলম্।
দৈবেন নীয়তে দেহস্তথা কালোপভুক্তিষু॥ ৫৫২॥

যেমন কাষ্ঠ নদীস্রোত দ্বারা উচ্চনীচ স্থানে নীত হয়, তদ্রূপ শরীর দৈব দ্বারা কালের উপভোগার্থ নীত হয়॥ ৫৫২॥

প্রারব্ধকর্ম্মপরিকল্পিতবাসনাভিঃ, সংসারিবচ্চরতি ভুক্তিষু মুক্তদেহঃ।
সিদ্ধঃ স্বয়ং বসতি সাক্ষিবদত্র, তূষ্ণীং চক্রস্য মূলমিব কল্পবিকল্পশূন্যঃ॥৫৫৩॥

দেহাভিমানবিমুক্ত যোগী প্রারব্ধ কার্য্য দ্বারা পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট বাসনাসমূহের বশগ হইয়া সংসারীর ন্যায় ভোগমার্গে বিচরণ করেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং সিদ্ধ এবং কুলালচক্রের মূলদেশসদৃশ সুস্থির ও সংকল্পবিকল্পরহিত হইয়া তূষ্ণী-ম্ভাবালম্বন করত এই দেহে সাক্ষিস্বরূপে অবস্থান করেন॥ ৫৫৩॥

নৈবেন্দ্রিয়াণি বিষয়েষু নিযুঙ্ক্ত এষ, নৈবাপযুঙ্ক্ত উপদর্শনলক্ষণস্থঃ।
নৈব ক্রিয়াফলমপীষদবেক্ষতে স, সানন্দরসপানসুমত্তচিত্তঃ॥ ৫৫৪॥

এই বিমুক্ত যোগী পরমানন্দরস দ্বারা সুমত্তমনা হইয়া ইন্দ্রিয়গ্রামকে বিষয়ে নিযুক্ত করেন না ও উপদেষ্টা লক্ষণে অবস্থিত হেতু ইন্দ্রিয়গণকে বিষয় হইতে বিমুক্তও করেন না এবং কর্ম্মফলপ্রতি কখন ঈষন্মাত্রও দর্শন করেন না॥৫৫৪॥

লক্ষ্যালক্ষ্যগতিং ত্যক্ত্বা যস্তিষ্ঠেৎ কেবলাত্মনা।
শিব এব স্বয়ং সাক্ষাদয়ং ব্রহ্মবিদুত্তমঃ॥ ৫৫৫॥

যে যোগী লক্ষ্য ও অলক্ষ্যাদি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিতি করেন, তিনি ব্রহ্মবিদ্গণমধ্যে প্রধান ও স্বয়ং সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ॥ ৫৫৫॥

জীবন্নেব সদা মুক্তঃ কৃতার্থো ব্রহ্মবিত্তমঃ।
উপাধিনাশাদ্‌ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি নির্দ্বয়ম্॥ ৫৫৬॥

ব্রহ্মবিৎশ্রেষ্ঠ যোগী জীবিত থাকিয়াও নিরন্তর মুক্ত ও কৃতার্থ, সুতরাং উপাধিলয় বশতঃ তিনি ব্রহ্মস্বরূপ হইয়া অদ্বয় ব্রহ্মকেই লাভ করেন॥ ৫৫৬॥

শৈলূষো বশসদ্ভাবাভাবয়োশ্চ যথা পুমান্।
তথৈব ব্রহ্মবিচ্ছ্রেষ্ঠঃ সদা ব্রহ্মৈব নাপরঃ॥৫৫৭॥

নট যেমন বেশের সত্তা বা অসত্তাতে যে পুরুষ, সেই পুরুষমাত্রই প্রতীত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞপ্রবর উপাধির সত্তা বা অসত্তাতে নিয়ত ব্রহ্মস্বরূপেই প্রতীত হন, ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য প্রকার হন না॥ ৫৫৭॥

যত্র ক্বাপি বিশীর্ণং সৎ পর্ণমিব তরোর্ব্বপুঃ পতনাৎ।
ব্রহ্মীভূতস্য যতেঃ প্রাগেব তচ্চিদগ্নিনা দগ্ধম্॥৫৫৮॥

পত্র যে কোন স্থলেই পতিত হউক, তাহাকে যেমন সেই তরুর অঙ্গই বলা যায়, তদ্রূপ ব্রহ্মভাবপ্রাপ্ত যতিকে ব্রহ্মস্বরূপই কহে; পত্র যেমন পতনের অগ্রেই বিশীর্ণ হয়, যোগীর দেহও তদ্রূপ পঞ্চত্বলাভের অগ্রে জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্মীভূত হয়॥৫ ৮॥

সদাত্মনি ব্রহ্মণি তিষ্ঠতো মুনেঃ, পূর্ণাদ্বয়ানন্দময়াত্মনা সদা।
ন দেশকালাদ্যুচিতপ্রতীক্ষা, ত্বঙ্‌মাংসবিট্‌পিণ্ডবিসর্জ্জনায়॥৫৫৯॥

সৎস্বরূপ পরব্রহ্মে পূর্ণ, অদ্বয়, আনন্দ, পরিপূর্ণমনে নিয়ত অবস্থিতিকারী মুনির সম্বন্ধে ত্বক্-মাংসমল-পূর্ণ দেহের বিসর্জ্জনার্থে দেশকালাদির উচিত প্রতীক্ষা নাই॥৫৫৯॥

দেহস্য মোক্ষো ন মোক্ষো ন দণ্ডস্য কমণ্ডলোঃ।
অবিদ্যাহৃদয়গ্রন্থিমোক্ষো মোক্ষো যতস্ততঃ॥৫৬০॥

মোক্ষ শরীরের দর্শনে হয় না এবং দণ্ডকমণ্ডলুর দর্শনেও হয় না, যখন অবিদ্যারূপ হৃদয়গ্রন্থির মোচন হয়, তখনই মুক্তিপ্রাপ্তি হয়॥৫৬০॥

কুল্যায়ামথ নদ্যাং বা শিবক্ষেত্রেঽপি চত্বরে।
পর্ণং পততি চেত্তেন তরোঃ কিং নু শুভাশুভম্॥৫৬১॥

হে বৎস ! কুল্যাতে, নদীতে, শিবমন্দিরে অথবা অঙ্গনে যদি পত্র পতিত হয়, তাহা হইল তদ্দ্বারা তরুর শুভাশুভ কি ? ৫৬১ ॥

পত্রস্য পুষ্পস্য ফলস্য নাশাৎ, দেহেন্দ্রিয়প্রাণধিয়াং বিনাশঃ।
নৈবাত্মনঃ স্বস্য সদাত্মকস্যানন্দাকৃতের্বৃক্ষবদস্তি চৈষঃ ॥৫৬২॥

পত্র, পুষ্প ও ফলের ধ্বংসবৎ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ ও বুদ্ধির বিলয় হয়, কিন্তু সৎস্বরূপ আনন্দমূর্ত্তি স্বকীয় আত্মার ধ্বংস কদাচ হয় না, এই আত্মা তরুর ন্যায় নিত্য অবস্থিতি করেন ॥ ৫৬২ ॥

প্রজ্ঞানঘন ইত্যাত্মলক্ষণং সত্যসূচকম্।
অবিদ্যোপাধিকস্যৈব কথয়ন্তি বিনাশনম্ ॥৫৬৩ ॥

আত্মা নিবিড় প্রকৃষ্টজ্ঞানস্বরূপ, ইহাই আত্মার যথার্থ লক্ষণ, অতএব পণ্ডিতেরা অবিদ্যারূপ উপাধিরই ধ্বংস কীর্ত্তন করেন ॥৫৬৩॥

অবিনাশী বা অরেঽয়মাত্মেতি শ্রুতিরাত্মনঃ।
প্রব্রবীত্যবিনাশিত্বং বিনশ্যৎসু বিকারিষু ॥৫৬৪ ॥

এই আত্মা অনশ্বর, অতএব বিকারযুক্ত বস্তুসকল বিনষ্ট হইলেও অবিকারী আত্মার অবিনাশিত্ব কীর্ত্তিত আছে ॥৫৬৪ ॥

পাষাণবৃক্ষতৃণধান্যকটাম্বরাদ্যা, দগ্ধা ভবন্তি হি মৃদেব যথা তথৈব।
দেহেন্দ্রিয়াসুমন-আদিসমস্তদৃশ্যং, জ্ঞানাগ্নিদগ্ধমুপযাতি পরাত্মভাবম্ ॥৫৬৫॥

পাষাণ, তরু, তৃণ, ধান্য, কট, বসন ইত্যাদি পদার্থসকল দগ্ধ হইলে যেমন মৃত্তিকাই হয়, তদ্রূপ দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন প্রভৃতি দৃশ্যবস্তু জ্ঞানাগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে পরমাত্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥৫৬৫॥

বিলক্ষণং যথা ধ্বান্তং লীয়তে ভানুতেজসি।
তথৈব সকলং দৃশ্যং ব্রহ্মণি প্রবিলীয়তে ॥৫৬৬ ॥

যেমন গাঢ় অন্ধকার সূর্য্যতেজে লয় পায়, তদ্রূপ দৃশ্য পদার্থ পরব্রহ্মে বিলয় প্রাপ্ত হয় ॥৫৬৬॥

ঘটে নষ্টে যথা ব্যোম ব্যোমৈব ভবতি স্ফুটম্।
তথৈবোপাধিবিলয়ে ব্রহ্মৈব ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥৫৬৭ ॥

যেমন ঘট নষ্ট হইলে তদবচ্ছিন্ন আকাশ ব্যক্তরূপে প্রকৃত আকাশই হয়, তদ্রূপ উপাধি লয় পাইলে ব্রহ্মবিদ্ ব্যক্তি স্বয়ং ব্রহ্মই হন ॥ ৫৬৭ ॥

ক্ষীরং ক্ষীরে যথা ক্ষিপ্তং তৈলং তৈলে জলং জলে।
সংযুক্তমেকতাং যাতি তথাত্মন্যাত্মবিন্মুনিঃ ॥ ৫৬৮ ॥

যেমন দুগ্ধ দুগ্ধে, তৈল তৈলে, জল জলে নিক্ষিপ্ত হইলে একত্র হইয়া একীভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ আত্মতত্ত্ববিৎ যোগী পরমাত্মাতে জীবাত্মার যোগে একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৫৬৮ ॥

এবং বিদেহকৈবল্যং সন্মাত্রত্বমখণ্ডিতম্ ।
ব্রহ্মভাবং প্রপদ্যৈষ যতির্নাবর্ত্ততে পুনঃ ॥ ৫৬৯॥

এই প্রকার শুদ্ধ ব্রহ্মস্বরূপতাই যোগিগণের অখণ্ডনীয় বিদেহ-কৈবল্যস্বরূপ ; সুতরাং এই যোগী ব্রহ্মভাব লাভ করিয়া পরম নির্ব্বাণপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৬৯ ॥

সদাত্মৈকত্ববিজ্ঞানং দগ্ধাবিদ্যাদিবর্ষ্মণঃ ।
অমুষ্য ব্রহ্মভূতত্বাদ্ব্রহ্মণঃ কুত উদ্ভবঃ ॥ ৫৭০ ॥

যাহার অবিদ্যা পরম ও জীবাত্মার একত্ব জ্ঞান দ্বারা দগ্ধ হইয়াছে, তাদৃশ যোগীর ব্রহ্মস্বরূপতা হেতু ব্রহ্মের উৎপত্তি-সম্ভব কোথায় ? ৫৭০ ॥

মায়াকৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন স্তঃ স্বাত্মনি বস্তুতঃ ।
যথা রজ্জৌ নিষ্ক্রিয়ায়াং সর্পাভাসবিনির্গমৌ ॥ ৫৭১ ॥
আবৃতেঃ সদসত্বাভ্যাং বক্তব্যে বন্ধমোক্ষণে ।
নাবৃতির্ব্রহ্মণঃ কাচিদন্যাভাবাদনাবৃতম্ ।
যদ্যস্ত্যদ্বৈতহানিঃ স্যাৎ দ্বৈতং নো সহতে শ্রুতিঃ ॥ ৫৭২ ॥

যেমন ক্রিয়াশূন্য রজ্জুতে ভুজঙ্গের আগম ও নির্গম নাই, তদ্রূপ মায়াকল্পিত বন্ধন ও মোক্ষ বাস্তবিক আপনার আত্মাতে নাই । আবরণের সত্তা ও অসত্তা হেতু বন্ধন ও মোক্ষ বক্তব্যমাত্র হইয়াছে, সুতরাং অন্য পদার্থের অভাব নিবন্ধন আত্মা নিয়ত আবরণহীন, যদি অন্যবস্তুর সত্তা স্বীকার কর, তবে ব্রহ্মের অদ্বৈতবাদের হানি হয়, শ্রুতি দ্বৈতবাদবিষয়ে অসহিষ্ণু ॥ ৫৭১-৫৭২ ॥

বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ মৃষৈব মূঢ়া, বুদ্ধের্গুণং বস্তুনি কল্পয়ন্তি ।
দৃগাবৃতিং মেঘকৃতাং যথা রবৌ, যতোঽদ্বয়াসঙ্গচিদেতদক্ষরম্ ॥ ৫৭৩ ॥

বন্ধ ও মোক্ষ উভয় মিথ্যা, শুদ্ধ মূর্খেরা পদার্থে বুদ্ধির গুণমাত্র কল্পনা করে, যেমন মেঘকৃত নেত্রাবরণ সূর্য্যে কল্পনা করে, তদ্রূপ অদ্বয়, অসঙ্গ, অবিনাশী, চিন্ময় আত্মাতে বন্ধ ও মোক্ষকল্পনা হয়। ৫৭৩॥

অস্তীতি প্রত্যয়ো যশ্চ যশ্চ নাস্তীতি বস্তুনি।
বুদ্ধেরেব গুণাবেতৌ ন তু নিত্যস্য বস্তুনঃ॥৫৭৪॥

বস্তুতে অস্তি-জ্ঞান এবং নাস্তি-জ্ঞান উভয়ই বুদ্ধির গুণমাত্র, কিন্তু নিত্যবস্তু-স্বরূপ আত্মাতে এ সমস্ত গুণ নাই॥৫৭৪॥

অতস্তৌ মায়য়া ক্লৃপ্তৌ বন্ধমোক্ষে ন বাত্মনি।
নিষ্কলে নিষ্ক্রিয়ে শান্তে নিরবদ্যে নিরঞ্জনে।
অদ্বিতীয়ে পরে তত্ত্বে ব্যোমবৎ কল্পনা কুতঃ॥৫৭৫॥

অতএব মায়াকল্পিত কথিত বন্ধ ও মোক্ষ আত্মাতে নাই, নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, শান্ত, নির্দ্দোষ, অদ্বিতীয়,গগনস্বরূপ পরব্রহ্মে বন্ধমোক্ষকল্পনা কোথায়? ৫৭৫॥

ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্নবৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা॥ ৫৭৬॥

ব্রহ্মের নিরোধ, উৎপত্তি, সাধক, মুমুক্ষু, মুক্তি কিছুই নাই, ইহাই পরমার্থিক সত্য কথা॥ ৫৭৬॥

সকলনিগমচূড়াস্বান্তসিদ্ধান্তগুহ্যং, পরমিদমতিগুহ্যং দর্শিতং তে ময়াদ্য।
অপগতকলিদোষং কামনির্ম্মুক্তবুদ্ধিং,ত্বমনুবদ সকৃত্যং ভাবয়িত্বা মুমুক্ষুম্॥৫৭৭॥

এই পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞান বেদের শিরোভাগস্বরূপ, বেদান্তের নিগূঢ় সিদ্ধান্তের গুহ্য, অতএব অতিশয় গোপনীয়। ইহা আজি আমি তোমার নিকট প্রকাশ করিলাম। তুমি কলিকলুষবর্জ্জিত ও ভোগ-বাঞ্ছারহিতবুদ্ধি মুমুক্ষু-সকাশে কৃতকৃত্য ভাবিয়া এই আত্মতত্ত্ব প্রকাশ করিও॥ ৫৭৭॥

ইতি শ্রুত্বা গুরোর্ব্বাক্যং প্রশ্রয়েণ কৃতানতিঃ।
স [illegible]তেন সমনুজ্ঞাতো যযৌ নির্ম্মুক্তবন্ধনঃ॥ ৫৭৮॥

সেই শিষ্য এই প্রকার গুরুবাক্য শ্রবণান্তে সবিনয়ে প্রণাম পূর্ব্বক তাঁহার অনুজ্ঞা গ্রহণ পুরঃসর নির্ম্মুক্তবন্ধন হইয়া প্রস্থান করিলেন॥ ৫৭৮॥

গুরুরেব সদানন্দসিন্ধৌ নিমগ্নমানসঃ।
পাবয়ন্ বসুধাং সর্ব্বাং বিচচার নিরন্তরঃ॥ ৫৭৯॥

মহাত্মা গুরুও ব্রহ্মসাগরে নিঃশেষে নিমগ্নমনা হইয়া অখিল পৃথিবী পবিত্র করিবার জন্য সর্ব্বদা বিচরণ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন॥ ৫৭৯॥

ইত্যাচার্য্যস্য শিষ্যস্য সংবাদেনাত্মলক্ষণম্।
নিরূপিতং মুমুক্ষূণাং সুখবোধোপপত্তয়ে॥ ৫৮০॥

এই প্রকার মুমুক্ষুগণের মনোহর জ্ঞানোৎপত্তির জন্য গুরুশিষ্যসংবাদ দ্বারা ব্রহ্মের স্বরূপ-লক্ষণাদি নিরূপণ করিলাম॥ ৫৮০॥

হিতমিমমুপদেশমাদ্রিয়ন্তাং, বিহিতনিরস্তসমস্তচিত্তদোষাঃ।
ভবসুখবিরতাঃ প্রশান্তচিত্তাঃ, শ্রুতিরসিকা যতয়ো মুমুক্ষবো যে॥৫৮১॥

যথাবিধি চিত্তদোষবর্জ্জিত, সংসারসুখ হইতে বিরত, প্রশান্তমনা, বেদ-রসজ্ঞ, মুমুক্ষু যোগীরা আমার এই হিতকর উপদেশকে আদর করুন্॥ ৫৮১॥

সংসারাধ্বনি তাপভানুকিরণপ্রোদ্ভূতদাবব্যথা-
খিন্নানাং জলকাঙ্ক্ষয়া মরুভুবি শ্রান্ত্যা পরিভ্রাম্যতাম্।
অত্যাসন্নসুধাম্বুধিং সুখকরং ব্রহ্মাদ্বয়ং দর্শয়-
ন্ত্যেষা শঙ্করভারতী বিজয়তে নির্ব্বাণসন্দায়িনী॥ ৫৮২॥

ইতি শ্রীমৎপরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যগোবিন্দভগবৎপূজ্যপাদশিষ্যশ্রীমচ্ছঙ্কর-ভগবৎকৃতো বিবেকচূড়ামণিঃ।

ভবমার্গে আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ আদিত্যরশ্মিকিরণহইতে প্রকৃষ্ট প্রকারে জাত দাহরূপ ব্যথায় ব্যথিত, অতি কাতর, এই হেতু জলাকাঙ্ক্ষায় মরুক্ষেত্রে ভ্রমণকারী জনগণসম্বন্ধে সুখকর, অদ্বয়, ব্রহ্মস্বরূপ, অতিসন্নিহিত সুধাসাগরের দর্শনকারিণী নির্ব্বাণদাত্রী শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বিবেকচূড়ামণি-বাণী সর্ব্বথা সমুদ্ভাসিত হইতেছে॥ ৫৮২॥

ইতি বিবেকচূড়ামণি সমাপ্ত।

সম্পূর্ণ।

অসংখ্য বিষয়ের সূচি উদ্ধৃত করিবার স্থান নাই, তবে স্থূল স্থূল বিষয়ের তালিকা দেখিলেই বুঝিবেন—এত সংগ্রহ আর কোথায় ? এরূপ গ্রন্থ কস্মিন-কালে প্রকাশিত হয় নাই।

ক্রিয়াকাণ্ডবারিধির সূচির সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১ম শাখায়—দীক্ষা-প্রকরণ। গুরু শিষ্য লক্ষণ, গুরুমাহাত্ম্য, দীক্ষা ও মন্ত্রাদি, রাশিচক্র বিচার, মাস বার নক্ষত্রাদির বিচার, জপফল, পুরশ্চরণ, মন্ত্র-সংস্কার, মাত্রিকা যন্ত্রাদি, দশ সংস্কারবিধি।

২য় শাখায়—দশবিধ সংস্কার। সামবেদীয় গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তো-ন্নয়ন, শোষ্যন্তি, জাতকর্ম্ম, নিষ্ক্রামণ, পৌষ্টিক, অন্নপ্রাশন, পুত্রমূর্দ্ধাভিঘ্রাণ, চূড়াকরণ, কর্ণবেধ, উপনয়ন, সাবিত্রী চরুহোম, সমাবর্ত্তন, বিবাহকর্ম্ম এবং যজু ও ঋগ্বেদীয় দশকর্ম্ম, ঋতুসংস্কার।

৩য় শাখায়—ব্রতপ্রকরণ। বৈশাখী-কৃত্য—ধর্ম্মঘট; ফল দান, জল, অন্ন সংক্রান্তির ব্রত, অক্ষয় তৃতীয়া, হরিমঙ্গল, সীতানবমী, রুক্মিণী, পিপীতকী দ্বাদশী, উমা-মহেশ্বর, নৃসিংহ চতুর্দ্দশী, চন্দনযাত্রা, পুষ্পদোল প্রভৃতি। জ্যৈষ্ঠ-কৃত্য—রম্ভা-তৃতীয়া, উমাচতুর্থী, আরণ্য নিত্য, অপরাপর ষষ্ঠী, মঙ্গলচণ্ডী, মঙ্গলবার, নির্জ্জলা একাদশী, চম্পক চতুর্দ্দশী, স্নানযাত্রা, সাবিত্রী-ব্রত প্রভৃতি। আষাঢ়কৃত্য—রথযাত্রা, মনোরথ দ্বিতীয়া, শয়নযাত্রা, চাতুর্ম্মাস্য, নাগপঞ্চমী। শ্রাবণকৃত্য—শীতল-সপ্তমী, সত্যনারায়ণ, সত্যনারায়ণ পাঁচালী, রামেশ্বরী, ও রূপারামের সত্যনারায়ণ, শনির পাঁচালী, সুবচনী, হরিতালিকা, সিদ্ধি-বিনায়ক, ঋষিপঞ্চমী, কুক্কুটি, শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, দুর্ব্বাষ্টমী, তালনবমী, শ্রবণা-দ্বাদশী, অনন্তব্রত, অঘোর চতুর্দ্দশী, আলোকামাবস্যা, পার্শ্বপরিবর্ত্তন ব্রতাদি। আশ্বিনকৃত্য—কোজাগরকৃত্য, মানচতুর্থী, দুর্গাব্রত, বীরাষ্টমী, বুধাষ্টমী প্রভৃতি। কার্ত্তিককৃত্য—দ্যূতপ্রতিপদ, গোষ্ঠাষ্টমী, উত্থানযাত্রা, ভূত-চতুর্দ্দশী, যমপুষ্করিণী, কালিকাব্রত, ভীষ্মপঞ্চক, বকপঞ্চক, কার্ত্তিকেয় ব্রতাদি। অগ্রহায়ণকৃত্য—দান-দ্বাদশী, সর্ব্বজায়া প্রভৃতি। মাঘকৃত্য—ষট্ পঞ্চমী, আরোগ্য সপ্তমী, বিধান সপ্তমী, ভৈম্যেকাদশী, সন্তানদ্বাদশী, দধিসংক্রান্তি, আমলকী দ্বাদশী ব্রতাদি। ফাল্গুনকৃত্য—শিবরাত্রি, দোলযাত্রা, দেবদোল, গোবিন্দ দ্বাদশী ব্রতাদি। চৈত্রকৃত্য—অশোকাষ্টমী, শ্রীরামনবমী, মদনদ্বাদশী, বালিকাদের ব্রতসমূহ—পুণ্য-পুষ্করিণী, দশপুত্তলিকা, বৈশাখচম্পক, কলাছড়া,

ক্ষীর, দাড়িম্ব, ঘৃত, মধু, ফল সংক্রান্তি, আদরসিংহাসন, ধনগছান, পৌর্ণমাসী, আলদুর্গা, গুপ্তধন প্রভৃতি বহুসংখ্যক ব্রতাদি।

৪র্থ শাখায়—অশৌচপ্রকরণ। সর্ব্ববিধ অশৌচ নিরূপণ ও ব্যবস্থা জন্ম মৃত্যু সম্বন্ধ অনুসারে অশৌচ, দাহাধিকার, পিণ্ডদানক্রম, মুমূর্ষুকৃত্য, গঙ্গায় অস্থিপ্রক্ষেপ, বৃষোৎসর্গ নিরূপণ-ফলচন্দনধেনু ব্যবস্থা ইত্যাদি।

৫ম শাখায়—প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণ। ব্যবস্থা, উৎসর্গবাক্য, দক্ষিণাবাক্য-সংবলিত ধেনুদান মূল্যাদি, প্রায়শ্চিত্তে পূর্ব্বদিন, মুণ্ডন, দিন-নিরুদ্ধ দণ্ডাদি সর্ব্ববিধ।

৬ষ্ঠ শাখায়—ধ্যানপ্রকরণ, বীজমন্ত্র ও গায়ত্রী। (পুং দেবতা) গণপতি, কার্ত্তিকেয়, অজপা, নারায়ণ, বিষ্ণু, শ্রীধর, রামচন্দ্র, রঘুনাথ, রণরঘু লক্ষ্মণ, শ্রীকৃষ্ণ, বলদেব, বালগোপাল, জগন্নাথ, যুগলকিশোর লক্ষ্মীনারায়ণ, নৃসিংহ, দশাবতার, হরিহর, বাসুদেব, দধিবামন, অনন্ত, শিব, অর্দ্ধনারীশ্বর, হরগৌরী, নীলকণ্ঠ, মৃত্যুঞ্জয়, বাণেশ্বর, বটুকভৈরব, চন্দ্রশেখর, কালরুদ্র, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, যম, আনন্দভৈরব, মার্কণ্ডেয়, গরুড়, অগ্নি, হনুমান, বাসুদেব, ইন্দ্র, ব্রহ্মা, কুবের পঞ্চানন, গুরুদেব, হংস, জরাসুর, নবগ্রহ, বলি, সূর্য্য, বিশ্বকর্ম্মা, ব্যাস, সত্যবান, বরাহ, বুক, কল্কি প্রভৃতি যাবতীয় দেবগণের ধ্যানমন্ত্রাদি!

(স্ত্রী-দেবতা) দুর্গা, জয়দুর্গা, জগদ্ধাত্রী, অন্নপূর্ণা, মহিষমর্দ্দিনী, ভগবতী, কাত্যায়নী, চণ্ডী, গৌরী, দশমহাবিদ্যা, কৌষিকী কুণ্ডলিনী, অন্তশক্তি, সুরসুন্দরী প্রভৃতি যোগিনীগণের, সরস্বতী, মনসা, লক্ষ্মী, দেবকী, ষষ্ঠি, সুতিকা, সুবচনী, সাবিত্রী, গায়ত্রী, ধরাদেবীকুমারী, গঙ্গা, শ্রীরাধিকা, তুলসী, দক্ষিণাকালী, আনন্দভৈরবী, দূর্ব্বা, কমলা প্রভৃতি অসংখ্য দেবীগণের ধ্যানমন্ত্র গায়ত্রী সন্নিবেশিত।

৭ম শাখায়—আসন ও মুদ্রাপ্রকরণ। সর্ব্ববিধ আসনবিধি ও মুদ্রাপ্রকরণ এই শাখায় বিস্তারিতভাবে সংগৃহীত হইয়াছে।

৮ম শাখায়—স্তব ও কবচমালা। সর্ব্ব দেবদেবীর স্তোত্র ও কবচ এই শাখায় বহুলরূপে, যাহা সাধকগণের নিত্যপ্রয়োজনীয়, তাহার পূর্ণাঙ্গ সমাবেশ করা হইল।

৯ম শাখায়—[illegible]প্রকরণ। বৃহন্নন্দিকেশ্বর পুরাণোক্ত দুর্গাপূজা, দেবীপুরাণ বিহিত দুর্গাপূজা, কালিকাপুরাণবিহিত দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসপদ্ধতি, অন্নপূর্ণাপূজা, সরস্বতীপূজা, কালকুমার কৃষ্ণকুমারপূজা,

শীতলাপূজা, জ্বরপূজা, বনদুর্গাপূজা, গঙ্গাপূজা, অপরাজিতা ও কুমারীপূজা, দীপান্বিতা লক্ষ্মীপূজা, বিষ্ণুপূজা, পার্থিব ও বাণলিঙ্গ শিবপূজা, কুণ্ডলিনীপূজা, গন্ধেশ্বরীপূজা প্রভৃতি যাবতীয় পূজা-পদ্ধতি বিস্তারিতভাবে এই শাখায় সংগৃহীত আছে।

১০ম শাখায়—তীর্থকৃত্য প্রকরণ। গয়া, বৈদ্যনাথ, কাশী, প্রয়াগ, হরিদ্বার, করতোয়া, মথুরা, বৃন্দাবন, গঙ্গাসাগর, কামাখ্যা, ব্রহ্মপুত্র, পুরুষোত্তম, চন্দ্রশেখর, অযোধ্যা, গঙ্গা প্রভৃতি সর্ব্বতীর্থের পদ্ধতি, যাত্রাবিধি, দর্শনবিধি, স্নান ও শ্রাদ্ধবিধি, বিধি ও নিষেধসহ যথাশাস্ত্র সংগৃহীত হইয়াছে।

১১শ শাখায়—নিত্যকৃত্য প্রকরণ। এই শাখায় প্রাতঃকৃত্য হইতে বৈদিক তান্ত্রিক ও বৈষ্ণব মতে পান, তর্পণ, তিলকধারণ, আচমন, সন্ধ্যা, গায়ত্রী, (ত্রিবেদীয়) তান্ত্রিক গায়ত্রী, আবাহন, বিসর্জ্জন, প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন, পূর্ব্বাহ্ন ধ্যানাদি, নিত্যহোম, নিত্যশ্রাদ্ধ, ভোজনবিধি, রাত্রিকৃত্য প্রভৃতি নিষ্ঠাবান হিন্দুর যাহা কিছু নিত্য প্রয়োজন সেই সমস্ত বিষয়ের একত্র সমাবেশ।

১২শ শাখায়—শ্রাদ্ধপ্রকরণ। বৃষোৎসর্গ, সপিণ্ডকরণ, একোদ্দিষ্ট, চন্দনধেনু, পার্ব্বণশ্রাদ্ধ, চতুর্থ দিন শ্রাদ্ধ বহুলরূপে এই বৃহৎ খণ্ডে সমবেশিত হইয়াছে।

১৩শ শাখায়—প্রতিষ্ঠা প্রকরণ। ত্রিবেদীয় ব্রতপ্রতিষ্ঠা, দেবমন্দির, শিব, মঠ, জলাশয়, অশ্বত্থাদি বৃক্ষপ্রতিষ্ঠা বাস্তুযাগ প্রভৃতি সংগৃহীত।

১৪শ শাখায়—শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রকরণ। নবগ্রহ, ত্রিপুষ্কর, পঞ্চাঙ্গ প্রভৃতি শান্তিকর্ম্ম সমাবেশিত।

১৫শ শাখায়—হোম প্রকরণ। হোমের প্রকারভেদ, অগ্নিস্থান, কুণ্ডবেদী প্রভৃতি, তান্ত্রিকমতে হোম, সর্ব্বকর্ম্মসাধারনী, কুশণ্ডিকা হোমকর্ম্মের যাবতীয় ব্যাপার সংগৃহীত।

এতদ্ভিন্ন পরিশিষ্ট অংশে—

বহুল ও বিস্তারিতভাবে এই গ্রন্থের পরিশেষে প্রদত্ত হইয়াছে।